ভগবৎসন্দর্ভঃ

—— ০:❀:০ ——

শ্রীলশ্রীপূজ্যপাদ-জীবগোস্বামিপ্রণীত

শ্রীরামনারায়ণবিদ্যারত্নেনানূদিতঃ

শ্রীরাসবিহারিসাঙ্খ্যতীর্থেন
সংশোধিতঃ।

শ্রীরামদেবমিশ্রকর্ত্তৃক—
দ্বিতীয়সংস্করণং
প্রকাশিতঞ্চ।

মুর্শিদাবাদ,
শ্রীশ্রীহরিভক্তিপ্রদায়িনীসভাতঃ
বহরমপুর,—রাধারমণযন্ত্রে
শ্রীব্রজনাথমিশ্র-প্রিণ্টারেণ
মুদ্রিতং।

১৩২৪ সাল-বৈশাখে

ভগবৎসন্দর্ভঃ।

—:*:—

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দৌ জয়তঃ ॥

তৌ সন্তোষয়তা সন্তৌ শ্রীলরূপসনাতনৌ।
দাক্ষিণাত্যেন ভট্টেন পুনরেতদ্বিবিচ্যতে ॥ ১ ॥
তস্যাদ্যগ্রন্থনালেখং ক্রান্তব্যুৎক্রান্তখণ্ডিতং।
পর্য্যালোচ্যাথ পর্য্যায়ং কৃত্বা লিখতি জীবকঃ ॥ ২ ॥

অথৈবমদ্বয়জ্ঞানলক্ষণং তত্তত্ত্বং সামান্যতো লক্ষয়িত্বা পুনরুপাসকযোগ্যতাবৈশিষ্ট্যেন প্রকটিতনিজসত্তাবিশেষং

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দাভ্যাং নমঃ ॥

প্রসিদ্ধ শ্রীল রূপ সনাতনের সন্তোষকারী দক্ষিণদেশীয় শ্রীগোপালভট্ট পুনরায় এই গ্রন্থের বিচার করিতেছেন ॥ ১ ॥

জীবনামা কোন ব্যক্তি তাঁহার আদ্য লিখিত গ্রন্থ পর্য্যালোচনা করিয়া ক্রম ব্যতিক্রম খণ্ডন পূর্ব্বক পর্য্যায়ক্রমে লিখিতেছেন ॥ ২ ॥

অনন্তর এই প্রকার অদ্বয় জ্ঞানস্বরূপ সেই তত্ত্বকে সামান্য রূপে নিরূপণ করিয়া পুনরায় উপাসকের যোগ্যতা বৈশিষ্ট্য দ্বারা যিনি স্বীয় সত্তাকে অর্থাৎ বিদ্যমানতাকে বিশেষ রূপে

বিশেষতো নিরূপয়তি বদন্তীত্যস্যৈবোত্তরার্দ্ধেন।

ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥ ৩ ॥ ১ ॥

অত্র শ্রীমদ্ভাগবতাখ্য এব শাস্ত্রে ক্বচিদন্যত্রাপি তদেকং তত্ত্বং ত্রিধা শব্দ্যতে। ক্বচিদ্‌ব্রহ্মেতি। ক্বচিৎ পরমাত্মেতি। ক্বচিদ্ভগবানিতি চ।

কিন্ত্বত্র শ্রীমদ্ব্যাসসমাধিলব্ধাদ্ভেদাজ্জীব ইতি শব্দ্যত ইতি নোক্তমিতি জ্ঞেয়ং ॥ ৪ ॥

তত্র ব্রহ্মভগবতোর্ব্যাখ্যাতয়োঃ পরমাত্মা স্বয়মেব ব্যাখ্যাতো ভবতীতি প্রথমতস্তাবেব প্রস্তূয়েতে। মূলেতু ক্রমাদ্‌

প্রকটিত করিয়াছেন, তাঁহাকেই বিশেষরূপে ১ স্কন্ধের ২ অধ্যায়ে বদন্তীতি ১১ শ্লোকের উত্তরার্দ্ধ দ্বারা নিরূপণ করিতেছেন। যথা ॥

তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিরা সেই অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্বকে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ বলিয়া কীর্ত্তন করেন ॥ ৩ ॥ ১ ॥

এই শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রে, কখন অন্যত্রও সেই এক তত্ত্বকে তিন প্রকারে বলিয়াছেন। যথা কোন স্থানে ব্রহ্ম, কোন স্থানে পরমাত্মা এবং কোথাও ভগবান্। কিন্তু এই শ্রীমদ্ভাগবতে বেদব্যাসের সমাধিলব্ধ ভেদপ্রযুক্ত জীবকেও যে বলিয়াছেন, তাহা উক্ত হয় নাই, জানিতে হইবে ॥ ৪ ॥

উক্ত তিনের মধ্যে ব্রহ্ম ও ভগবান্‌কে ব্যাখ্যা করিলে পরমাত্মা আপনিই ব্যাখ্যাত হইবেন। অতএব প্রথমতঃ

বৈশিষ্ট্যদ্যোতনায় তথা বিন্যাসঃ। অয়মর্থঃ॥ ৫ ॥

তদেকমেবাখণ্ডানন্দস্বরূপং তত্ত্বং থূৎকৃতপারমেষ্ঠ্যাদিকানন্দসমুদায়ানাং পরমহংসানাং সাধনবশাত্তাদাত্ম্যাপন্নে সত্যামপি তদীয়স্বরূপশক্তিবৈচিত্র্যাং তদ্‌গ্রহণাসামর্থ্যে চেতসি যথা সামান্যতো লক্ষিতং তথৈব স্ফুরদ্বা তদ্বদেবাবিবিক্তশক্তিশক্তিমত্তাভেদতয়া প্রতিপাদ্যমানং বা ব্রহ্মেতি শব্দ্যতে ॥ ৬ ॥

অথ তদেকং তত্ত্বং স্বরূপভূতয়ৈব শক্ত্যা কমপি বিশেষং

ব্রহ্ম ও ভগবান্ এই দুইকে নিরূপণ করা হইতেছে।

মূলে যে ক্রমপূর্ব্বক লিখিত হইয়াছে, তাহার উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠতা প্রকাশের নিমিত্ত তদ্রূপ বিন্যাস। ইহার এই অর্থ॥ ৫

যাঁহারা পারমেষ্ঠ্যাদি সুখসকলকে থূৎকার করিয়াছেন, যাঁহাদের চিত্ত সাধনাধীন তৎস্বরূপতাকে প্রাপ্ত হইয়াও সেই তত্ত্বের স্বরূপশক্তির বৈচিত্র হেতু তাহা গ্রহণ করিতে অসমর্থচিত্ত হইয়াছেন, এতাদৃশ পরমহংসদিগের যথাবৎ সামান্যরূপে লক্ষিত ও তদ্রূপে স্ফূর্ত্তি হওয়াতে অথবা শক্তি ও শক্তিমানকে পৃথক্ না করিয়া তদুভয়ের অভেদত্ব প্রতিপন্ন হওয়াতে, তাঁহারা সেই এক পূর্ণানন্দস্বরূপ তত্ত্বকে ব্রহ্ম বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন॥ ৬॥

অনন্তর স্বরূপভূতা অর্থাৎ অন্তরঙ্গা শক্তিদ্বারা কোন বিশেষকে ধারণ করিয়া যিনি অন্যান্য শক্তি সকলের মূল আশ্রয়

ধর্তৃ পরাসামপি শক্তীনাং মূলাশ্রয়রূপং তদনুভবানন্দসন্দো-
হান্তর্ভাবিততাদৃশব্রহ্মানন্দানাং ভাগবতপরমহংসানাং তথা-
নুভবৈকসাধকতমতদীয়স্বরূপানন্দশক্তিবিশেষাত্মকভক্তি-
ভাবিতেষ্বন্তর্বহিরপীন্দ্রিয়েষু পরিস্ফুরদ্বা তদ্বদেব বিবিক্ত-
তাদৃশশক্তিশক্তিমত্তাভেদেন প্রতিপাদ্যমানং
বা ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥ ৭ ॥
এবমেবোক্তং শ্রীজড়ভরতেন।
জ্ঞানং বিশুদ্ধং পরমার্থমেক-
মনন্তরং ত্ববহির্ব্রহ্ম সত্যং।

হইয়াছেন, তাঁহারই অনুভবরূপ আনন্দসমূহে যে সকল ব্রহ্মানন্দসম্পন্ন ভাগবত পরমহংসদিগের অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ হইয়াছে, তাঁহাদিগেরই তদ্রূপ অনুভবের মুখ্যসাধক স্বরূপ তদীয় স্বরূপানন্দ শক্তি বিশেষাত্মক যে ভক্তি, তদ্দ্বারা পরি-শুদ্ধ অন্তর্বাহ্য ইন্দ্রিয়সকলে যিনি সর্ব্বতোভাবে স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকেন, অথবা পৃথক্ তাদৃশ শক্তিমানের ভেদদ্বারা প্রতিপন্ন হয়েন, সেই তত্ত্বই ভগবান্ বলিয়া কথিত হইয়াছেন ॥ ৭ ॥

৫ স্কন্ধে ১২ অধ্যায়ে ১১ শ্লোকে রহূগণের প্রতি ঐ প্রকার জড়ভরত কহিয়াছেন ॥

মহারাজ! বিশুদ্ধ, বাহ্যাভ্যন্তর শূন্য, পরিপূর্ণ, অপরিচ্ছিন্ন এবং নির্ব্বিকার যে জ্ঞান, তাহাই পরমার্থ সত্য, সেই জ্ঞানের

প্রত্যক্ প্রশান্তং ভগবচ্ছব্দসংজ্ঞং
যদ্বাসুদেবং কবয়ো বদন্তীতি ॥
শ্রীধ্রুবং প্রতিমনুরুবাচ।
ত্বং প্রত্যগাত্মনি তদা ভগবত্যনন্তে
আনন্দমাত্র উপপন্নসমস্তশক্তাবিতি ॥ ৮ ॥

এবঞ্চ আনন্দমাত্রং বিশেষ্যং সমস্তাঃ শক্তয়ো বিশেষণানি বিশিষ্টো ভগবানিত্যায়াতং তথা চৈবং বৈশিষ্ট্যে প্রাপ্তে পূর্ণাবির্ভাবত্বেনাখণ্ডতত্ত্বরূপোঽসৌ ভগবান্ ব্রহ্ম তু

নাম ভগবৎ শব্দ, সেই জ্ঞানকেই পণ্ডিতেরা বাসুদেব বলিয়া থাকেন ॥

৪ স্কন্ধে ১১ শ্লোকে শ্রীধ্রুবের প্রতি স্বায়ম্ভুব মনু বলিয়াছেন ॥

হে তাত! তিনি প্রত্যগাত্মা, ভগবান্, অনন্ত এবং সমস্ত শক্তিসম্পন্ন, আনন্দমাত্র তাঁহার স্বরূপ, তাঁহার প্রতি ভক্তি করিলে ক্রমে "আমি আমার" ইত্যাকার সুদৃঢ় অহঙ্কার ভেদ করিতে পারিবে ॥ ৮ ॥

এই প্রকার হওয়াতে আনন্দমাত্রই বিশেষ্য এবং সকল শক্তিই বিশেষণ। সর্ব্বাপেক্ষা ভগবান্‌ই শ্রেষ্ঠ হইলেন, উক্ত বচন দ্বয়ে ইহাই প্রাপ্ত হইল।

এই রূপে ভগবানের বৈশিষ্ট্য প্রাপ্ত হওয়ায় পূর্ণাবির্ভাব প্রযুক্ত ভগবান্‌ই অখণ্ড তত্ত্বস্বরূপ। আর ব্রহ্ম সামান্য সত্তা

"স্ফুটপ্রকটিতবৈশিষ্ট্যাকারত্বেন (সামান্যসত্তাকারত্বেন) তস্যৈবাসম্যগাবির্ভাব ইত্যায়াতং। ইদন্তু পুরস্তো বিস্তরেণ বিবেচনীয়ং ॥ ৯ ॥

ভগবচ্ছব্দার্থশ্চ শ্রীবিষ্ণুপুরাণে প্রোক্তঃ।

যত্তদব্যক্তমজরমচিন্ত্যমজমক্ষয়ং।
অনির্দ্দেশ্যমরূপঞ্চ পাণিপাদাদ্যসংযুতং।
বিভুং সর্ব্বগতং নিত্যং ভূতযোনিমকারণং।
ব্যাপ্যব্যাপ্যং যতঃ সর্ব্বং তদ্বৈ পশ্যন্তি সূরয়ঃ।
তদ্‌ব্রহ্ম পরমং ধাম তদ্ধ্যেয়ং মোক্ষকাঙ্ক্ষিণাং।
শ্রুতিবাক্যোদিতং সূক্ষ্মং তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং
তদেতদ্ভগবদ্বাচ্যং স্বরূপং পরমাত্মনঃ।

প্রযুক্ত তাঁহার সমগ্র আবির্ভাব নহে ইহাই প্রাপ্ত হইল। যাহা হউক, ইহা অগ্রে বিস্তার রূপে বিচার করিব ॥ ৯ ॥

ভগবৎ শব্দের অর্থ শ্রীবিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে যথা ॥

যিনি অব্যক্ত, জরারহিত, অচিন্ত্য জন্মশূন্য, অব্যয়, অনির্দ্দেশ্য, অরূপ, প্রাকৃত হস্ত পদাদিতে অসংযুক্ত, বিভু, সর্ব্বগত, নিত্য, ভূতসকলের উৎপত্তি স্থান, কারণাতীত, সর্ব্ব ব্যাপক, অব্যাপ্য, যাহা হইতে সমুদায় হইতেছে, পণ্ডিতগণ তাঁহাকেই দর্শন করেন। তিনিই পরম ব্রহ্ম, পরম ধাম, মোক্ষাভিলাষিদিগের ধ্যেয় এবং বেদবাক্যে সূক্ষ্ম পদার্থ বলিয়া কথিত, তাহাই বিষ্ণুর পরমপদ। পরমাত্মার ইহাই ভগবদ্বাচ্য স্বরূপ কিন্তু লক্ষ্যস্বরূপ নহে। অতএব সেই আদ্য

বাচকো ভগচ্ছব্দস্তস্যাদ্যস্যাক্ষরাত্মনঃ ।

ইত্যাদ্যুক্ত্বা ॥ ১০ ॥

সংভর্ত্তেতি তথা ভর্ত্তা ভকারোঽর্থদ্বয়ান্বিতঃ ।
নেতা গময়িতা স্রষ্টা গকারার্থস্তথা মুনে ॥
ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ ।
জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা ।
বসন্তি তত্র ভূতানি ভূতাত্মন্যখিলাত্মনি ।
সচ ভূতেষ্বশেষেষু বকারার্থস্ততোঽব্যয়ঃ ইতি চোক্ত্বা ॥১১॥
জ্ঞানশক্তিবলৈশ্বর্য্যবীর্য্যতেজাংস্যশেষতঃ ।
ভগবচ্ছব্দবাচ্যানি বিনা হেয়ৈর্গুণাদিভিঃ । ইতি পর্য্যন্তেন
পূর্ব্ববদত্রচ বিশেষণবিশিষ্টতা বিবেচনীয়া ॥ ১২ ॥

অবিচ্যুত আত্মার বাচক ভগবৎ শব্দ ইত্যাদি বলিয়া ॥ ১০ ॥

সংভর্ত্তা ও ভর্ত্তা এই দুইটী অর্থ সমন্বিত, আর গকার নেতা, গময়িতা ও স্রষ্টা এই তিন অর্থবিশিষ্ট । অতএব হে মুনে ! সমগ্র ঐশ্বর্য্য সমগ্র বীর্য্য, সমগ্র যশঃ, সমগ্র জ্ঞান ও সমগ্র বৈরাগ্য এই ছয়টীর নাম ভগ । সেই অখিল ভূতাত্মায় ভূত সকল বাস করিতেছে এবং সেই অখিল ভূতাত্মা ভূত-সকলে বাস করিতেছেন, ইহাই বা বকারের অর্থ, এই হেতু তিনি অব্যয়, ইহাই বলিয়া ॥ ১১ ॥

অশেষ জ্ঞান, অশেষ শক্তি, অশেষ বল, অশেষ ঐশ্বর্য্য, অশেষ বীর্য্য এবং অশেষ তেজঃ ইত্যাদি সকল ভগবৎ শব্দের বাচ্য, ইহাতে হেয় গুণসকল কিছু মাত্র নাই । বিষ্ণুপুরাণে এই পর্য্যন্ত বলিয়াছেন । পূর্ব্বের ন্যায় এস্থলেও বিশেষ্যের বিশেষণবিশিষ্টতা বিবেচনা করিতে হইবে ॥ ১২ ॥

বিশেষণস্যাপ্যহেয়ত্বং ব্যক্তীভবিষ্যতীতিঅরূপং পাণি-পাদাদ্যসংযুক্তমিতীদং ব্রহ্মাখ্যকেবলবিশেষ্যাবির্ভাবনিষ্ঠং। ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্যেত্যাদিকং কেবলবিশেষণনিষ্ঠং। বিভুং সর্ব্বগতমিত্যাদিকিন্তু বিশিষ্টনিষ্ঠং *। অথবা অরূপমিত্যা-দিকং প্রাকৃতরূপাদিনিষেধনিষ্ঠং। অতএব পাণিপাদাদ্য-সংযুক্তমিতি সংযোগসম্বন্ধ এব পরিহ্রিয়তে নতু সমবায়-সম্বন্ধ ইতি জ্ঞেয়ং ॥ ১৩ ॥

বিভুমিতি সর্ব্ববৈভবযুক্তমিত্যর্থঃ। সর্ব্বগতমপরিচ্ছিন্নং। ব্যাপীতি সর্ব্বব্যাপকং। অব্যাপ্যমন্যেনতু ব্যাপ্তুমশক্যং। তদেতদব্রহ্মস্বরূপং ভগবচ্ছব্দেন বাচ্যং নতু লক্ষ্যং তদেব

বিশেষণের অহেয়ত্ব অর্থাৎ অতুচ্ছত্ব ব্যক্ত হইবে। অরূপ ও পাণিপাদাদি অংসযুক্ত ইহা কেবল ব্রহ্মাখ্য বিশেষ্যের আবির্ভাবনিষ্ঠ।

সমগ্র ঐশ্বর্য্য ইত্যাদি পদ কেবল বিশেষণনিষ্ঠ। বিভু ও ভগবৎ ইত্যাদি পদ বিশিষ্টনিষ্ঠ। অথবা অরূপ ইত্যাদি পদ প্রাকৃত রূপাদিনিষেধনিষ্ঠ। অতএব ইহাও জানিতে হইবে যে, পাণি-পাদাদি অসংযুত এই পদটী কেবল সংযোগসম্বন্ধ-কেই পরিহার করিতেছে কিন্তু সমবায়সম্বন্ধকে পরিত্যাগ করে নাই ॥ ১৩ ॥

বিভু এই শব্দের অর্থ সমুদায় বৈভবযুক্ত। ব্যাপী অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপক। অব্যাপ্য শব্দের অর্থ অন্যে যাঁহাকে ব্যাপিতে

* বিশিষ্টশব্দেন গুণরূপাদিবিশিষ্টতা বোধ্যা। সাচব্রহ্মণি স্বরূপযোগ্যা, ভগবতি চ ফলোপধায়িকা। ॥ (অর্, এস্,)

নির্দ্ধারয়তি ॥ ১৪ ॥

ভগবচ্ছব্দোঽয়ং তস্য নদীবিশেষস্য গঙ্গাশব্দবদ্বাচক এব নতু তটশব্দবল্লক্ষকঃ ॥ ১৫ ॥

এবং সতি অক্ষরসাম্যান্নির্ব্রূয়াদিতি নিরুক্তমতমাশ্রিত্য (রূঢ়িমপ্যাশ্রিত্য) ভগাদিশব্দানামর্থমাহ ॥ ১৬ ॥

সম্ভর্ত্তেতি। সম্ভর্ত্তা স্বভক্তানাং পোষকঃ। ভর্ত্তা ধারকঃ স্থাপক ইত্যর্থঃ। নেতা স্বভক্তিফলস্য প্রেম্নঃ প্রাপকঃ।

পারে না। সেই এই ব্রহ্মস্বরূপ ভগবৎ শব্দ দ্বারা বাচ্য কিন্তু লক্ষ্য নহে ॥ ১৪ ॥

এই বিষয় নির্দ্ধারণ করিতেছেন। যেমন গঙ্গাশব্দ নদীবিশেষের বাচক তদ্রূপ ভগবৎ শব্দ ব্রহ্মের বাচক মাত্র, তট শব্দের ন্যায় লক্ষক নহে অর্থাৎ তট শব্দ যেমন নদীকে লক্ষ্য করে তাহার ন্যায় ভগবৎ শব্দ ব্রহ্মকে লক্ষ্য করে না ॥ ১৫ ॥

এই প্রকার হইলে অক্ষর সাম্য প্রযুক্ত ব্রহ্ম ও ভগবানে সমতা বলিতে হইবে।

যাহা হউক, এক্ষণে বেদাঙ্গ বিশেষের মতকে আশ্রয় করিয়া এবং রূঢ়ি বৃত্তিকেও অবলম্বন করিয়া ভগ প্রভৃতি শব্দ সকলের অর্থ বলিতেছেন যথা ॥ ১৬ ॥

সম্ভর্ত্তা শব্দের অর্থ স্বীয় ভক্তসকলের পোষক, ভর্ত্তা শব্দে ধারক অর্থাৎ স্থাপক। নেতা শব্দে স্বীয় ভক্তিফলরূপ প্রেমের প্রাপক অর্থাৎ প্রাপ্তি করাইয়া দেন। গময়িতা শব্দে

র্গময়িতা স্বলোকপ্রাপকঃ। স্রষ্টা স্বভক্তেষু তত্তদ্গুণস্যোদ্গময়িতা। জগৎপোষকত্বাদিকন্তু তস্য পরম্পরয়ৈব নতু সাক্ষাদিতি জ্ঞেয়ং ॥ ১৭ ॥

ঐশ্বর্য্যং সর্ব্ববশীকারিত্বং। সমগ্রস্যেতি সর্ব্বত্রান্বেতি। বীর্য্যং মণিমন্ত্রাদেরিব প্রভাবঃ। যশো বাঙ্মনঃশরীরাণাং সাদ্গুণ্যখ্যাতিঃ। শ্রীঃ সর্ব্বপ্রকারা সম্পৎ। জ্ঞানং সর্ব্বজ্ঞত্বং। বৈরাগ্যং প্রপঞ্চবস্তুনাসক্তিঃ। ইঙ্গনা সংজ্ঞা ॥ ১৮ ॥

অক্ষরসাম্যপক্ষে ভগবানিতি বক্তব্যে মতুপো বলোপ-

স্বীয় লোক (ধাম) প্রাপ্ত করান। স্রষ্টা শব্দে স্বীয় ভক্ত সকলে তত্তৎ গুণ সকল বোধ করান। জগৎ পোষকত্বাদি পরম্পরাদ্বারা হইয়া থাকে, তিনি সাক্ষাৎ করেন না, ইহা জানিতে হইবে ॥ ১৭ ॥

ঐশ্বর্য্য শব্দের অর্থ সর্ব্ববশীকারিত্ব। সমগ্র এই পদ ঐশ্বর্য্যাদি ছয়টীর সহিত অন্বয় হইবে। বীর্য্য শব্দের অর্থ মণিমন্ত্রাদির ন্যায় প্রভাব, যশঃ শব্দের অর্থ বাক্য, মন ও শরীরের সাদ্গুণ্যখ্যাতি। শ্রীশব্দে সর্ব্বপ্রকার সম্পৎ। জ্ঞানশব্দে সর্ব্বজ্ঞত্ব, বৈরাগ্যশব্দে প্রপঞ্চ বস্তুতে অনাসক্তি। ইঙ্গনা শব্দে নাম ॥ ১৮ ॥

অক্ষরের সমতা পক্ষে ভগবান্ এই শব্দ প্রয়োগ করিতে হয়, কিন্তু তাহা যে উক্ত হয় নাই, ইহার কারণ এই যে

শ্ছান্দসঃ। সম্ভর্ত্তেত্যাদিষু সম্ভর্ত্তৃত্বাদিষ্বেব তাৎপর্য্যং। যথা স্বুপ্তিঙন্তচয়ো বাক্যমিত্যত্র পচতি ভবতীত্যস্য বাক্যস্য পাকো ভবতীত্যর্থঃ ক্রিয়তে। যথাবা সত্তায়ামস্তি ভবতীত্যত্রে ধাত্বর্থ এব বিবক্ষিতঃ

তদেবমেব ভগবানিত্যত্র মতুবর্থো যোজয়িতুং শক্যতে ॥১৯

প্রকারান্তরেণ ষড়্ভগান্ দর্শয়তি জ্ঞানশক্তীতি। জ্ঞানমন্তঃকরণস্য, শক্তিরিন্দ্রিয়াণাং, বলং শরীরস্য। ঐশ্বর্য্যবীর্য্যে ব্যাখ্যাতে। তেজঃ কান্তিঃ। অশেষতঃ সাম-

---

ছান্দস সূত্রে মতুপের বকার লোপ হইয়াছে।

সম্ভর্ত্তা ইত্যাদিতে সম্ভর্ত্তৃত্বাদি ইহাই তাৎপ্যর্য। যেমন স্বুপ্ তিঙ্ন্ত সমূহ বাক্য এস্থলে পচতি ভবতি এই বাক্যের পাক হইতেছে এই রূপ অর্থ করিয়া থাকেন। অথবা সত্তা মাত্র অর্থে অসধাতু ও ভূধাতুর প্রয়োগ অস্তি ও ভবতি অর্থাৎ আছে ও হইতেছে, এ স্থলে যেমন কেবল ধাত্বর্থমাত্রই বক্তার তাৎপর্য্য তদ্রূপ ভগবান্ এই স্থলে পণ্ডিতগণ মতুপের অর্থ যোজনা করিতে সমর্থ হয়েন না॥ ১৯॥

অতএব অন্য প্রকারে ভগশব্দের অর্থসকল দেখাইতেছেন যথা॥

জ্ঞান অন্তঃকরণের, শক্তি ইন্দ্রিয়সকলের, বল শরীরের। ঐশ্বর্য্য ও বীর্য্য পূর্ব্বে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। তেজঃ শব্দে কান্তি। অশেষতঃ শব্দের অর্থ সমগ্ররূপে। ভগবৎশব্দের

ঐশ্বর্য্যেত্যর্থঃ। ভাগবচ্ছব্দ বাচ্যানীতি ভগবতো বিশেষ-ণান্যেবৈতানি নতূপলক্ষণানীত্যর্থঃ। অত্র ভগবানিতি নিত্যযোগে মতুপ্ ॥ ২০ ॥

অথ তথাবিধভগবদ্রূপপূর্ণাবির্ভাবং তত্তত্ত্বং পূর্ব্ববজ্জীবাদি-নিয়ন্তৃত্বেন স্ফুরত্বা প্রতিপাদ্যমানং বা পরমাত্মেতি শব্দ্যত ইতি। যদ্যপ্যেতে ব্রহ্মাদিশব্দা প্রায়োমিথোঽর্থেষু বর্ত্তন্তে তথাপি তত্র সঙ্কেতপ্রাধান্যবিবক্ষয়েদমুক্তং ॥ ১ ॥ ২. ॥ শ্রীসূতঃ ॥ ২১ ॥

এবমেব প্রশ্নোত্তরাভ্যাং বিবৃণোতি।

বাচ্য এই পদের অর্থ ইহারা সকল ভগবানের বিশেষণ, কিন্তু উপলক্ষণ নহে ভগবান্ এই স্থলে নিত্যযোগে মতুপ্ হই-য়াছে ॥ ২০ ॥

অতঃপর উক্ত প্রকার ভগবদ্রূপের পূর্ণাবির্ভাব রূপ সেই তত্ত্বকেই পূর্ব্বের ন্যায় জীবাদির নিয়ন্তৃত্ব রূপে স্ফূর্ত্তি হও-য়াতে অথবা প্রতিপাদ্যমান অর্থাৎ জ্ঞাপনের বিষয় হওয়াতে পরমাত্মা বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। যদিচ এই ব্রহ্মাদি শব্দ-সকল প্রায় পরস্পর অর্থ সকলে বর্ত্তমান হইয়াছে, তথাপি সেই সেই ব্রহ্মাদি স্থলে সঙ্কেত প্রাধান্য কথনেচ্ছায় এই রূপ উক্ত হইয়াছে। এই সকল বিষয় প্রথমস্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ে শ্রীসূত বলিয়াছেন ॥ ২১

এই প্রকার প্রশ্নোত্তর দ্বারা ১১ স্কন্ধে ৩ অধ্যায়ে ৩৫।৩৬

রাজোবাচ ॥

নারায়ণাভিধানস্য ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ।

নিষ্ঠামর্হথ নো বক্তুং যূয়ং হি ব্রহ্মবিত্তমাঃ ॥

শ্রীপিপ্পলায়ন উবাচ ॥

স্থিত্যুদ্ভবপ্রলয়হেতুরহেতুরস্য

যৎস্বপ্নজাগরসুষুপ্তিষু সদ্বহিশ্চ ॥

দেহেন্দ্রিয়াসুহৃদয়ানি চরন্তি যেন

সংজীবিতানি তদবেহি পরং নরেন্দ্র ॥ ২২ ॥ ২ ॥

অত্র প্রশ্নস্যার্থঃ।

নারায়ণাভিধানস্য ভগবতঃ ব্রহ্মেতি পরমাত্মেত্যাদি-

শ্লোকে বিস্তার করিতেছেন যথা ॥

রাজা নিমি জিজ্ঞাসা করিলেন হে ঋষিগণ! আপনারা ব্রহ্মজ্ঞদিগের শ্রেষ্ঠ, অতএব নারায়ণ নামক পরমাত্মা পরব্রহ্মের কিরূপ নিষ্ঠা অর্থাৎ তাঁহার স্বরূপ কি আমাকে উপদেশ করুন ॥

পিপ্পলায়ন কহিলেন, হে নরেন্দ্র! যিনি এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের হেতু ও স্বয়ং অহেতু এবং যিনি স্বপ্ন জাগ্রৎ সুষুপ্তি কালে ও সমাধিতে সদ্রূপে বর্ত্তমান, আর দেহ ইন্দ্রিয় মনঃ ইহারা যাঁহার দ্বারা জীবিত থাকিয়া বিচরণ করে তাঁহাকেই পরমতত্ত্ব বলিয়া জানিবা ॥ ২২ ॥ ২ ॥

উক্ত স্থলে প্রশ্নের এই অর্থ ॥

প্রসিদ্ধতৎসমুদায়তৃতীয়তয়া পাঠাৎ। (স্বাংশেন বিষ্টঃ পুরুষাভিধানমবাপ নারায়ণ আদিদেবঃ।) ইত্যত্র তৎসমানার্থত্বাৎ। নারায়ণস্ত্বমিত্যাদৌ বক্ষ্যমাণনিরুক্ত্যানুসারাচ্চ)। নারায়ণে তুরীয়াখ্যে ভগবচ্ছব্দশব্দিতে ইত্যাদৌ স্পষ্টীভাবিত্বাচ্চ। নিষ্ঠাং তত্ত্বং ॥ ২৩ ॥

প্রশ্নক্রমেণৈবোত্তরমাহ স্থিতীতি যৎ স্থিত্যাদিহেতু-

নারায়ণনামক ভগবানের ব্রহ্ম ও পরমাত্মা ইত্যাদি বলিয়া যে সকল নাম প্রসিদ্ধ আছে তৎসমুদায়ের তৃতীয় পাঠ হেতু। স্বসৃষ্ট পঞ্চভূত দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডরূপ পুরী নির্ম্মাণপূর্ব্বক অংশরূপে তাহাতে প্রবেশ করত আদিদেব নারায়ণ পুরুষ সংজ্ঞা ধারণ করিয়াছেন। ইহা একাদশস্কন্ধের ৪ অধ্যায়ে ৩ শ্লোকের অর্থের সহিত সমানার্থ প্রযুক্ত, নারায়ণস্ত্ব মিত্যাদি দশমস্কন্ধের ১৪ অধ্যায়ে বক্ষ্যমাণ সিদ্ধান্ত হেতু নারায়ণে তুরীয়াখ্যে অর্থাৎ তুরীয় নারায়ণ রূপ ভগবৎ শব্দ শব্দিত আমাতে যে যোগী মন ধারণ করেন, তিনি মদ্ধর্ম্মবিশিষ্ট হইয়া বশিত্ব প্রাপ্ত হয়েন।

এই বিষয় একাদশস্কন্ধের ১৫ অধ্যায়ে ১৬ শ্লোকে স্পষ্ট হইবে, এ প্রযুক্ত নারায়ণ শব্দ ভগবান্‌কেই লক্ষ্য করিয়াছে। নিষ্ঠা শব্দের অর্থ তত্ত্ব ॥ ২৩ ॥

প্রশ্নক্রমে উত্তর করিতেছেন যথা স্থিতীতি। যিনি স্থিত্যাদির হেতু ও স্বয়ং অহেতু এবং যিনি জাগ্রৎ প্রভৃতিতে

) বেষ্টি ভাংশঃ ক্ব চিন্নাস্তি।

রহেতুশ্চ ভবতি যশ্চ জাগরাদিষু সন্বহিশ্চ ভবতি যেনৈচ দেহাদীনি সংজীবিতানি সন্তি চরন্তি। তদেকমেব পরং তত্ত্বং প্রশ্নক্রমেণ নারায়ণাদিরূপং বিদ্ধীতি যোজনীয়ং ॥২৪

তথাপি ব্রহ্মত্বস্পষ্টীকরণায় বিপর্য্যয়েণ ব্যাখ্যায়তে। তত্রৈকস্যৈব বিশেষণভেদেন তদবিশিষ্টত্বেনচ প্রতিপাদনাৎ তথৈব তত্তদুপাসকপুরুষানুভবভেদাচ্চাবির্ভাবনাম্নোর্ভেদ ইত্যুত্তরবাক্যতাৎপর্য্যং ॥ ২৫ ॥

এতদুক্তং ভবতি। স্বয়মহেতুঃ স্বরূপশক্ত্যৈকাবলাসময়-

ও সমাধিতে সদ্রূপে বর্ত্তমান আছেন। আর যাঁহার দ্বারা দেহেন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, এই সকল জীবিত থাকিয়া বিচরণ করে সেই এক পরম তত্ত্বকে প্রশ্ন ক্রমে নারায়ণাদিরূপ জানিবা। ইহাই যোজনা করিতে হইবে ॥ ২৪ ॥

তথাপি ব্রহ্মকে স্পষ্ট করিবার নিমিত্ত বিপর্য্যয়রূপে ব্যাখ্যা করিতেছেন যথা ॥

তন্মধ্যে একেরই বিশেষণভেদ ও তাঁহার বিশিষ্টত্ব প্রতিপাদন হেতু এবং সেই রূপই তত্তদুপাসক পুরুষের অনুভবভেদাধীন, আবির্ভাব ও নামের ভেদ হইয়াছে। ইহাই উত্তর বাক্যের তাৎপর্য্য ॥ ২৫ ॥

ইহাদ্বারা ইহাই বলা হইল, যথা—

স্বরূপশক্তির এক বিলাসস্বরূপ প্রযুক্ত যিনি স্বয়ং অহেতু হইয়াছেন। স্থিত্যাদি বিষয়ে উদাসীন হইয়াও যিনি

ন্থেব তত্রোদাসীনমপি প্রকৃতিজীবপ্রবর্ত্তকাবস্থপরমাত্মা-পরপর্য্যায়স্বাংশলক্ষণপুরুষদ্বারা যদস্য সর্গস্থিত্যাদিহেতু-র্ভবতি তদ্ভগবদ্রূপং বিদ্ধি ॥ ২৬ ॥

পরমাত্মতা চৈবমুপতিষ্ঠতীত্যাহ পুনস্তেনৈব যেন হেতু-কর্ত্রা আত্মাংশভূতজীবপ্রবেশনদ্বারা সংজীবিতানি সন্তি দেহাদীনি তদুপলক্ষণানি প্রধানাদিসর্ব্বাণ্যেব তত্ত্বানি যেনৈব প্রেরিততয়ৈব চরন্তি স্বস্বকার্য্যে প্রবর্ত্তন্তে তৎপর-মাত্মরূপং বিদ্ধি ॥ ২৭ ॥

তথাচ। তস্মৈ নমো ভগবতে ব্রহ্মণে পরমাত্মনে। ইত্যত্র বরুণকৃতশ্রীকৃষ্ণস্তুতৌ। টীকাচ। পরমাত্মনে সর্ব্বজীবনিয়ন্ত্রে

প্রাকৃত ও জীবের প্রবর্ত্তক অবস্থায় পরমাত্মার অন্যপর্য্যায়ের নিমিত্ত স্বীয় অংশস্বরূপ পুরুষদ্বারা এই জগতের সৃষ্টি স্থিত্যা-দির হেতু হইয়াছেন, তাঁহাকেই ভগবদ্রূপ বলিবে ॥ ২৬ ॥

পুনরায় সেই প্রকারেই যিনি হেতুকর্ত্তা। যাঁহার আত্মাংশ ভূত জীবরূপে প্রবেশ দ্বারা দেহাদি এবং দেহাদি উপলক্ষিত প্রকৃতি প্রভৃতি তত্ত্বসকল সংজীবিত হইয়াছে এবং যাঁহা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া চরিত অর্থাৎ স্বস্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত হই-তেছে। তাঁহাকেই পরমাত্মরূপ বলিয়া জানিবা ॥ ২৭ ॥

উক্ত বিষয়ের প্রমাণ ॥

তুমি ভগবান্, ব্রহ্ম ও পরমাত্মা, তোমাকে নমস্কার। দশম স্কন্ধে ২৮ অধ্যায়ে বরুণকৃত এই শ্রীকৃষ্ণের স্তুতিতে শ্রীধর-

ইত্যেষা। জীবস্যাত্মত্বং তদপেক্ষয়া তস্য পরমাত্মত্বমিত্যতঃ পরমাত্মশব্দেন তৎসহযোগী স এব ব্যজ্যতে ইতি। তত্তদবশিষ্টত্বেন ব্রহ্মত্বমাত্রং চৈবমুপতিষ্ঠতীত্যাহ স্বপ্নেতি। জাগরে স্বপ্নে সুষুপ্তৌচ যৎ সৎ অন্বিতং তদ্বহিঃ সমাধ্যাদৌচ যদবশিষ্টং চিন্মাত্রত্বেন প্রকাশমানং ॥ ২৮ ॥

যদ্যপি। জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তঞ্চ গুণতো বুদ্ধিবৃত্তয়ঃ। তাসাং বিলক্ষণো জীবঃ সাক্ষিত্বেন বিনিশ্চিতঃ। ইতি দর্শনেন শুদ্ধ জীব স্বরূপমেবাত্রোপস্থিতং ভবতি তথাপ্যত্র ন

স্বামী টীকাতে বলিয়াছেন, পরমাত্মা শব্দের অর্থ সমস্তজীবের নিয়ন্তা। এই রূপ ব্যাখ্যায় জীবের আত্মত্ব এবং জীব অপেক্ষা তাঁহার পরমাত্মত্ব, অতএব পরমাত্মশব্দ দ্বারা তিনি জীবের সহযোগী ইহাই প্রকাশ হইতেছে। আর ভগবান্ ও পরমাত্মা এই দুইয়ের অবশিষ্টতা প্রযুক্ত কেবল ব্রহ্মত্বই উপস্থিত হইতেছে, এই বিষয় বলিতেছেন "স্বপ্নেতি"। যিনি জাগরণ, স্বপ্ন, ও সুষুপ্তি কালে অন্বিত (যুক্ত) তিনিই সমাধিতে অন্বিত, অতএব যিনি অবশিষ্ট অর্থাৎ কেবল চৈতন্যরূপে প্রকাশমান, তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে ॥ ২৮ ॥

জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন বুদ্ধির বৃত্তি বটে, কিন্তু স্বাভাবিক বৃত্তি নহে, ইহারা সত্ব রজঃ ও তমোগুণের কার্য্য মাত্র, আর জীব তাহাদিগের সাক্ষিরূপে বর্ত্তমান, সুতরাং সে সকল হইতে ভিন্ন হয়েন। এই একাদশস্কন্ধের ১৩ অধ্যায়ের

তন্মাত্রং বিবক্ষিতং কিন্ত্বন্তর্ভূতজীবাখ্যাদিশক্তিকং পূর্ণ-চিদ্রূপমেব বিবক্ষিতং ॥ ২৯ ॥

যত্র পূর্ণং বস্তু দর্শয়িতুং ন শক্যতে তত্রৈকদেশনির্দ্দেশেনৈবোদ্দিশ্যতে। অঙ্গুল্যগ্রে সমুদ্রোঽয়মিতিবৎ। ব্রহ্মত্বগ্রহণং চাভেদদৃষ্ট্যৈব স্যাদিতি তদভেদনির্দ্দেশশ্চাত্রোপযুক্ত এব। এবমন্যত্রাপ্যুভয়ো বিবেচীয়ঃ। যদি ভেদোক্ত্যোপনীয়স্তদা স্বপ্নাদৌ যদন্বয়েন স্থিতং যচ্চ তদ্বহিঃ শুদ্ধায়াং জীবাখ্যশক্তৌ তথা স্থিতং চকারাৎ ততঃ পরত্রাপি

২৬ শ্লোকের উক্তি হেতু এ স্থলে শুদ্ধ জীবস্বরূপ উপস্থিত হইলেও তথাপি জীবমাত্রই নহে, কিন্তু অন্তর্ভূত জীবাখ্যাদি শক্তিকেই এ স্থলে পূর্ণ চিদ্রূপেই কহিয়াছেন ॥ ২৯ ॥

যে স্থলে পূর্ণ বস্তুকে দেখাইতে সমর্থ না হয়েন, সে স্থলে একদেশের নির্দ্দেশদ্বারাই উদ্দেশ করিয়া থাকেন। যেমন এই সমুদ্র বলিয়া অঙ্গুলির অগ্রদ্বারা নির্দ্দেশ করেন, তদ্রূপ, এস্থলে ব্রহ্মের সহিত জীবাত্মার অভেদ নির্দ্দেশ উপযুক্তই হইয়াছে। এই প্রকার অন্যত্রও অভেদনির্দ্দেশ বিবেচনা করিতে হইবে। যদি ভেদ জানাইবার আবশ্যক হয় তবে স্বপ্নাদিতে যিনি অন্বয়দ্বারা স্থিত হইয়াছেন এবং যিনি তাহার বাহিরে অর্থাৎ শুদ্ধ জীবাখ্য শক্তিতে তদ্রূপভাবে অবস্থিত। চকার প্রয়োগ হেতু তাহার পরেও যিনি ব্যতিরেকদ্বারা অবস্থিত

ত্রাপি ব্যতিরেকেণ স্থিত্বং স্বয়মবশিষ্টমিতি -ব্যাখ্যেয়ং তদেবং যৎ ত্রিবিধত্বেনৈবাবির্ভবতি তৎপরমেব তত্ত্বমবৈহীতি ॥ ১১ ॥ ৩ ॥শ্রীনারদঃ ॥ ৩০ ॥

ইদমেব ত্রয়ং সিদ্ধিপ্রসঙ্গেঽপ্যাহ ত্রিভিঃ—

বিষ্ণৌ ত্র্যধীশ্বরে চিত্তং ধারয়েৎ কালবিগ্রহে।

স ঈশিত্বমবাপ্নোতি ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞচোদনং।

নারায়ণে তুরীয়াখ্যে ভগবচ্ছব্দশব্দিতে।

মনো ময্যাদধদ্যোগী মদ্ধর্ম্মাবশিতামিয়াৎ।

এবং যিনি স্বয়ং অবশিষ্ট, তাঁহাকেই ব্রহ্মরূপ বলিয়া ব্যাখ্যা করিবে। অতএব এই প্রকারে যিনি ত্রিবিধ অর্থাৎ ব্রহ্ম আত্মা ও ভগবান্ নামে আবির্ভূত হয়েন তাহাকেই পরমতত্ত্ব বলিয়া অবগত হইবা। এই বিষয় একাদশস্কন্ধের ৩ অধ্যায়ে পিপ্পলায়ন বলিয়াছেন। এই সমুদায় নারদের উক্তি ॥ ৩০ ॥

ব্রহ্ম, আত্মা ও ভগবান্ এই তিনকেই সিদ্ধিপ্রসঙ্গেও ১১ স্কন্ধের ১৫ অধ্যায়ে ১৫। ১৬। ১৭। এই তিন শ্লোকে ভগবান্ উদ্ধবের প্রতি বলিয়াছেন যথা।

কালকলয়িতা ত্রিগুণমায়াধীশ্বর বিষ্ণুরূপ আমাতে যে ব্যক্তি মন ধারণ করেন, তিনি উপাধির সহিত জীবের রচয়িতা রূপ ঈশিত্ব প্রাপ্ত হয়েন ॥

তুরীয় নারায়ণরূপ ভগবৎশব্দে শব্দিত আমাতে যে যোগী মন ধারণ করেন, তিনি মদ্ধর্ম্মবিশিষ্ট হইয়া বশিত্ব প্রাপ্তহয়েন ॥

নির্গুণে ব্রহ্মণি ময়ি ধারয়ন্ বিশদং মনঃ।
পরমানন্দমাপ্নোতি যত্র কামোঽবসীয়তে ॥ ৩ ॥

টীকাচ। ত্র্যধীশ্বরে ত্রিগুণমায়ানিয়ন্তরি। অতএব কাল-বিগ্রহে আকলয়িতৃরূপে অন্তর্যামিণি। তুরীয়াখ্যে—
বিরাট্ হিরণ্যগর্ভশ্চ কারণং চেত্যুপাধয়ঃ। ঈশস্য যত্রিভির্হীনং তুরীয়ং তৎপদং বিদুঃ। ইত্যেবংলক্ষণে। যণ্নাং ভগ ইতীঙ্গনা তদ্বতি ভগবচ্ছব্দশব্দিতে ইত্যেষা ॥ ৩১ ॥

১৫ ॥ শ্রীভগবান্ ॥ ৩ ॥

অথ বদন্তীত্যাদ্যস্য প্রত্যবস্থাপনং যাবত্তৃতীয়সন্দর্ভমুস্তা-

নির্গুণ ব্রহ্মরূপ আমাতে যিনি নির্ম্মল মন ধারণ করেন, তিনি ক্ষুৎ পিপাসাদি ষড়ূর্ম্মি রহিত হইয়া যথায় কামের অবসান হয়, তাদৃশ পরমানন্দ প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৩ ॥

শ্রীধরস্বামির টীকা যে, ত্র্যধীশ্বর অর্থাৎ ত্রিগুণ মায়ায় নিয়ন্তা, অতএব কালবিগ্রহ, কালকলয়িতা, অন্তর্যামী ও তুরীয়াখ্য। তুরীয়াখ্যের অর্থ এই যে বিরাট্, হিরণ্যগর্ভ ও কারণ অর্থাৎ স্থূলদেহ, সূক্ষ্মদেহ ও কারণদেহ এই তিনটী ঈশ্বরের উপাধি, যিনি এই তিনটী বর্জিত তাঁহার নাম তুরীয়। সমগ্র ঐশ্বর্য্য, সমগ্র বীর্য্য, সমগ্র যশঃ, সমগ্র সম্পৎ, সমগ্র জ্ঞান ও সমগ্র বৈরাগ্য, এই ছয়টীর নাম ভগ। যিনি এই সমুদায় বিশিষ্ট তিনিই ভগবৎশব্দের বাচ্য ॥ ৩১ ॥

অনন্তর ১ স্কন্ধের ২ অধ্যায়ের "বদন্তীতি" এই আদ্য শ্লোকের

ব্যতে। তত্র যোগ্যতাবৈশিষ্ট্যেনাবির্ভাববৈশিষ্ট্যং বক্তুং ব্রহ্মাবির্ভাবে তাবদ্যোগ্যতামাহ।

তথাপি ভূমন্ মহিমাগুণস্য তে বিবোদ্ধুমর্হত্যমলান্তরাত্মভিঃ।
অবিক্রিয়াৎ স্বানুভবাদরূতো হ্যনন্যবোধ্যাত্মতয়া নচান্যথা ॥৪॥

যদ্যপি ব্রহ্মত্বে ভগবত্ত্বেচ দুর্জ্ঞেয়ত্বমুক্তং তথাপি, হে ভূমন্ স্বরূপেণ গুনেনচ অনন্ত আবিষ্কৃতসর্ব্বগুণস্বরূপতয়া পরিপূর্ণপ্রকাশ। অগুণস্যানাবিষ্কৃতস্বরূপভূতগুণস্য সততস্তে

তৃতীয় সন্দর্ভপর্য্যন্ত স্থাপন করিব, তন্মধ্যে যোগ্যতার বৈশিষ্ট্য বলিবার নিমিত্ত ব্রহ্মের আবির্ভাবের যোগ্যতা কহিতেছেন।

যথা দশমস্কন্ধের ১৪ অধ্যায়ে ৬ শ্লোকে ব্রহ্মা শ্রীভগবান্‌কে বলিয়াছেন ॥

হে অপরিচ্ছিন্ন! যদিও সগুণ নির্গুণ উভয়ই অবিশেষে দুর্জ্ঞেয়, তথাপি প্রত্যাহৃত ইন্দ্রিয় সকল দ্বারা অগুণের মহিমা সহজে জ্ঞান গোচর হইবার সম্ভব, যে হেতু আত্মাকার অন্তঃকরণের সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। বিশেষাকাররহিত হওয়াতে ঐ আত্মাকারতা অসম্ভব নহে। পরন্তু যদিও অন্তঃকরণ সাক্ষাৎকারের বিষয়, তথাপি ফলবিশেষ না হওয়াতে অনাত্মত্ব প্রসক্তি নাই। প্রভো! স্বপ্রকাশত্বহেতু উহার স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে, অন্য প্রকার হইলে তাহা হইত না ॥ ৪ ॥

যদিচ ব্রহ্মত্ব ও ভগবত্ত্ব উভয়ই দুর্জ্ঞেয়ত্ব বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তথাপি হে ভূমন্! অর্থাৎ আবিষ্কৃত সর্ব্বগুণস্বরূপযুক্ত

তব যো মহিমা মহত্ত্বং বৃহত্ত্বং ব্রহ্মত্বমিতি যাবৎ। অথ কস্মাদুচ্যতে ব্রহ্ম বৃংহতি বৃংহয়তি চেতি শ্রুতেঃ। স তব মহিমা অমলান্তরাত্মভিঃ প্রত্যাহৃতৈরিন্দ্রিয়ৈঃ শুদ্ধান্তঃ-করণৈর্জনৈর্বিবোদ্ধুং বোধগোচরীভবিতুমর্হতি তেষাং বোধে প্রকাশিতুমর্হতি সমর্থো ভবতীত্যর্থঃ। কস্মা-ন্নিমিত্তাত্তত্রাহ স্বানুভবাৎ (শুদ্ধত্বম্পদার্থস্য বোধাৎ) শুদ্ধাত্মাকারান্তঃকরণসাক্ষাৎকারাৎ। নন্বন্তঃকরণমপি সবিকারমেব বিষয়ীকরোতীতি কথং তদাকারতা তস্য অত আহ অবিক্রিয়াদিতি। বিক্রিয়া দেহেন্দ্রিয়াদ্যাকারস্তদ্রহি-তাৎ। দেহেন্দ্রিয়াদ্যাকারপরিত্যাগ এবাত্মাকারতেত্যর্থঃ। নন্বন্তঃকরণসাক্ষাৎকারবিষয়ত্বেনাপ্যনাত্মত্বং প্রসজ্জেত

আপনি পরিপূর্ণ প্রকাশ। আপনি অগুণ অর্থাৎ গুণ প্রকাশ করেন নাই একারণ আপনার মহিমা অর্থাৎ মহত্ত্ব। মহত্ত্বের অর্থ বৃহত্ত্ব প্রযুক্ত ব্রহ্মত্ব। যাঁহারা অমলান্তরাত্মা অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সকলকে বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়াছেন, তাঁহাদেরই ঐ ব্রহ্মত্ব বোধের বিষয় হইয়া থাকেন। যদি বলেন অন্তঃ করণও সবিকার পদার্থকেই বিষয় করে তবে কি প্রকারে অন্তঃকরণের তদাকারতা হইবে, ইহার উত্তর এই যে, অবি-ক্রিয় অর্থাৎ বিক্রিয়া শব্দে ইন্দ্রিয়াদির আকার তাহার অভাব হেতু অন্তঃকরণের আত্মাকারতা হয়। দেহেন্দ্রিয়াদির আকার পরিত্যাগকেই আত্মাকারতা বলে।

যদি বলেন অন্তঃকরণ সাক্ষাৎকারের বিষয় হইলে অনাত্মত্ব

তত্রাহ অরূপত ইতি। রূপ্যতে ভাব্যতে ইতি রূপো বিষয়ঃ। অবিষয়াৎ তদাকারতারহিতাৎ। (+) বৃত্তিবিষয়ত্বমেবাত্মনো নতু ফলবিষয়ত্বং অতো নায়ং দোষ ইতি ভাবঃ। বৃত্তির্হি বর্ত্তমানমাত্রং ফলন্তু তত্তদ্ভেদাকারতয়ৈব নমু কথমাত্মাকারান্তঃকরণে ভগবৎস্বরূপভূতস্য ব্রহ্মণঃ স্ফূর্ত্তিঃ। তত্রাহ। অনন্যবোধ্যাত্মতয়া চিদাকারতাসাম্যেন স্বশুদ্ধাত্মৈক্যভাবনাবোধ্যস্বরূপতয়া। তথা চিন্তনে স্বাত্মনি স্বয়মেব তৎ প্রকাশত ইত্যর্থঃ।

যদ্যপি তাদৃগাত্মানুভবানন্তরং তদনন্যবোধ্যতাকৃতৌ সাধকশক্তির্নাস্তি তথাপি পূর্ব্বং তদর্থমেব কৃতয়া

প্রসঙ্গ হয়, ইহার উত্তর এই যে "অরূপতঃ" অর্থাৎ রূপশব্দের অর্থ বিষয়, সেই বিষয়বহির্ভূত হেতু অনাত্মত্ব-প্রসঙ্গ হয় না। আত্মার বৃত্তিবিষয়ত্বই হইয়া থাকে, ফলবিষয়ত্ব হয় না, অতএব ইহা দোষ নহে। বৃত্তি শব্দের অর্থ কেবল বর্ত্তমান মাত্র, আর ফল শব্দের অর্থ তত্তদ্ভেদের আকারস্বরূপ অর্থাৎ বিষয়াকার চিদাভাসের অহঙ্কারযুক্তকেই ফল বলে। অপর যদি বলেন আত্মস্বরূপ অন্তঃকরণে কি প্রকারে ভগবৎস্বরূপবিশেষ ব্রহ্মের স্ফূর্ত্তি হইতে পারে? তাহাতে উত্তর এই যে, অনন্যবোধ্যাত্ম প্রযুক্ত অর্থাৎ চিদাকারের সমতা দ্বারা স্বীয় শুদ্ধ আত্মার ঐক্য ভাবনার বোধযোগ্য স্বরূপ

(+) অত্রায়মতিরিক্তঃ পাঠোঽপি দৃশ্যতে যথা— "দেহদ্বয়াবেশবিষয়াকারতারাহিত্যে সতি স্বয়ং শুদ্ধত্বম্পদার্থঃ প্রকাশতে ইতি ভাবঃ। নমু শুদ্ধচিদ্রূপত্বম্পদার্থানুভবে কথং পূর্ণচিদাকারূপমদীয়ব্রহ্মস্বরূপং স্ফুরতু তত্রাহ, অনন্যবোধ্যাত্মতয়া, চিদাকারতাসাম্যেন শুদ্ধত্বম্পদার্থৈক্যবোধ্যস্বরূপতয়া।" অতঃপরং "যদ্যপি" ইত্যাদি মূলপাঠঃ।

সর্ব্বত্রাপ্যুপজীব্যয়া সাধনভক্ত্যারাধিতস্য শ্রীভগবতঃ প্রভাবাদেব তদপি তত্রোদয়ত ইতি ভাবঃ ॥

যত্তু বদন্তীত্যস্যানন্তরং "তচ্ছ্রদ্দধানা মুনয়ো জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তয়া" ইতি পদ্যে সামান্যেন তত্ত্বং ভক্ত্যৈব গৃহ্যতে ইত্যুক্তং, তৎ খলু ভক্তিং বিনা তথাভূতব্রহ্মানুভবোঽপি ন সম্ভবেদিত্যেবং বিবক্ষিতং। কিন্ত্বেতদনুভবে সাধনাত্মিকৈব সা জ্ঞেয়া ॥ ১০ ॥ ১৪ ॥

ব্রহ্মা শ্রীভগবন্তং ॥ ৩২ ॥

হেতু তদ্রূপ চিন্তা করাতে স্বীয় অন্তঃকরণে ব্রহ্ম স্বয়ংই প্রকাশ পাইয়া থাকেন। যদিচ আত্মার ঐ প্রকার অনুভবের পর, তাঁহার অনন্যবোধ্যতা-করণে সাধকের শক্তি নাই, তথাপি পূর্ব্বে তদ্বোধের নিমিত্ত সর্ব্বত্রই উপজীব্য-স্বরূপ সাধনভক্তি দ্বারা আরাধিত শ্রীভগবানের প্রভাবাধীন সেই ব্রহ্মের তাহাতে উদয় হইয়া থাকে। এই বিষয় ১ স্কন্ধের ২ অধ্যায়ে বদন্তীতি পদ্যের পর "তচ্ছ্রদ্দধানাঃ" অর্থাৎ যে সকল শ্রদ্ধাশালিদিগের বেদান্ত শ্রবণদ্বারা জ্ঞান এবং বৈরাগ্য যুক্তা ভক্তি উৎপন্না হয়, তাঁহারাই তদ্দ্বারা আপনাতে সেই তত্ত্ব দেখিতে পান। এই দ্বাদশ শ্লোকে সামান্য রূপে সেই তত্ত্ব কেবল ভক্তিদ্বারাই গ্রাহ্য হয়, ইহাই উক্ত হইল। অতএব ভক্তিব্যতিরেকে তদ্রূপ ব্রহ্মের অনুভবও সম্ভব হয় না, ইহাই কথনেচ্ছার বিষয় হইল,। কিন্তু ইহার অনুভবকরণ বিষয়ে সাধনাত্মিকা ভক্তিকেই মুখ্য কারণ জানিতে হইবে ॥ ৩২ ॥

তাদৃশাবির্ভাবো যথা সার্দ্ধেন—

শশ্বৎ প্রশান্তমভয়ং প্রতিবোধমাত্রং
শুদ্ধং সমং সদসতঃ পরমাত্মতত্ত্বং।
শব্দো ন যত্র পুরুকারকবান্ ক্রিয়ার্থো
মায়া পরৈত্যভিমুখেচ বিলজ্জমানা॥
তদ্বৈ পদং ভগবতঃ পরমস্য পুংসো
ব্রহ্মেতি যদ্বিদুরজস্রসুখং বিশোকং॥ ৫॥ (ভা ২।৭।৪৭)

অজস্রং নিত্যঞ্চ তৎ সুখং চেতি অজস্রসুখং বিশোকঞ্চ যৎ তদ্ব্রহ্মেতি বিদুরিত্যন্বয়ঃ। অজস্রসুখত্বে হেতুঃ—

উক্ত প্রকার আবির্ভাব ২ স্কন্ধে ৭ অধ্যায়ে সার্দ্ধ ৪৬ শ্লোকে নারদের প্রতি ব্রহ্মা কহিয়াছেন যথা—

বৎস! মুনিগণ যাঁহাকে ব্রহ্ম বলেন, তাহাই সেই ভগবানের রূপ, তাহাই নিত্য সুখ স্বরূপ, তাহাতে শোকের লেশমাত্র নাই, সর্ব্বদা প্রশান্ত, অভয় এবং ভেদশূন্য, ফলতঃ তাঁহার রূপ, বিষয় ও করণের সম্বন্ধশূন্য, নির্ম্মল জ্ঞানমাত্র, সেই জ্ঞানও জ্ঞাতার স্বরূপ, কোন প্রকার শব্দব্যাপার তাঁহার বোধক নহে, অপর তাঁহাতে চতুর্ব্বিধ উৎপত্ত্যাদি ক্রিয়াফলও কিছুই নাই, আর মায়াও তাঁহার অভিমুখে অবস্থিতি করিতে লজ্জিতা হইয়া দূরে প্রস্থান করেন॥ ৫॥

তাৎপর্য্য। অজস্র শব্দের অর্থ নিত্য। যিনি নিত্য সুখস্বরূপ, যাঁহাতে শোকের লেশমাত্র নাই, মুনিগণ তাঁহাকেই

শশ্বৎ সদা প্রশান্তং নিত্যমেব ক্ষোভরহিতং। বিশোকত্বে হেতুঃ-অভয়ং, কুতঃ যতঃ সমং ভেদশূন্যং। দ্বিতীয়াদ্বৈ ভয়ং ভবতীতি শ্রুতেঃ। তৎ কুতঃ-প্রতিবোধমাত্রং জ্ঞানৈকরসং। নন্বু জ্ঞানস্যাপি নীলাদ্যাকারত্বেন চক্ষুরাদি-করণভেদেনচ ভেদো দৃশ্যতে ন শুদ্ধং নির্ম্মলং তৎ কুতঃ সদসতঃ পরং বিষয়করণসঙ্গশূন্যং কারণকার্য্যবর্গা-দুপরিস্থিতং। তাদৃশপ্রতিবোধমাত্রত্বাদেব নিষ্ক্রিয়ত্বাৎ পুরু

ব্রহ্ম বলিয়া জানেন। তাঁহার নিত্য সুখত্বের প্রতি হেতু এই যে, শশ্বৎ শব্দের অর্থ সদা। তিনি সর্ব্বদা প্রশান্ত অর্থাৎ নিত্য ক্ষোভরহিত। বিশোকত্বের প্রতি হেতু এই যে, তিনি অভয় অর্থাৎ ভয়রহিত। যদি বলেন অভয় কি প্রকারে হয়, তাহার প্রতি হেতু এই যে, তিনি সম অর্থাৎ ভেদশূন্য। কারণ দ্বিতীয় হইতেই ভয় হইয়া থাকে। এই বিষয় শ্রুতিতে বর্ণিত আছে। যদি বলেন অভয় কি প্রকারে হয়, তাহার কারণ, এই, তিনি প্রতিবোধমাত্র অর্থাৎ জ্ঞানের এক রস-স্বরূপ। যদি বলেন, নীলাদি আকারত্ব প্রযুক্ত জ্ঞানেরও ভেদ দৃষ্ট হয়, ইহা বলিতে পারেন না। তিনি শুদ্ধ অর্থাৎ নির্ম্মল। যদি বলেন তিনি নির্ম্মল কি রূপে হইলেন, তাহার প্রতি কারণ এই। তিনি সৎ ও অসৎ হইতে পর অর্থাৎ শব্দস্পর্শ রূপাদি ও ইন্দ্রিয়সম্বন্ধশূন্য। অপর তিনি ঐ প্রকার প্রতি-বোধ অর্থাৎ অনুভবমাত্র প্রযুক্ত নিষ্ক্রিয়, সুতরাং তাঁহাকে বোধ করাইবার জন্য "পুরুকারকবান্" অর্থাৎ কর্ত্তৃ কর্ম্মাদি

কারকবান্ কর্ত্তৃকর্ম্মাদিকারকান্বিতঃ।

তথা ক্রিয়ার্থঃ ক্রিয়ায়া অর্থঃ উৎপত্তিপ্রাপ্তিবিকার-সংস্কাররূপং চতুর্ব্বিধং ফলং, তদাত্মকশ্চ শব্দো যত্র নাস্তি। প্রতিবোধমাত্রাদিশব্দবোধ্যত্বে তু ন তন্মাত্রত্বাদি-হানিঃ তচ্ছব্দবলাদেবেতি ভাবঃ। কারকোৎপত্ত্যাদ্য-ভাবাচ্চ তস্য সুখস্যাজস্রত্বমপি ব্যক্তং।

নন্বুৎপত্ত্যাদ্যভাবেঽপি মায়ামলাপকরণেন বিকার্য্যত্বং স্যাদেব ব্রীহীণামিব তুষাপকরণেন। ইত্যাশঙ্ক্যাহ। মায়া অভিমুখে যদুন্মুখতয়া স্থিতে জীবন্মুক্তগণে স্থাতুং বিলজ্জমানেব যস্মাৎ পরৈতি দূরতো ঽপসরতি। যদনু

বহু কারক বিশিষ্ট, তথা ক্রিয়ার্থ অর্থাৎ ক্রিয়ার যে অর্থ উৎপত্তি, প্রাপ্তি, বিকার ও সংস্কাররূপ চারি প্রকার ফল, তৎস্বরূপ কোন শব্দ যাহাতে নাই। প্রতিবোধমাত্রাদি শব্দের বোধবিষয় হওয়াতে তৎশব্দের বল প্রযুক্ত তাঁহার তন্মাত্রের অর্থাৎ প্রতিবোধ মাত্রত্বাদির হানি হয় নাই। কারক ও উৎপত্ত্যাদির অভাবপ্রযুক্ত সেই সুখের অজস্রত্ব অর্থাৎ নিত্যত্ব ব্যক্ত হইল। যদি বলেন উৎপত্ত্যাদির অভাব হইলেও মায়ার বল দূরীকরণ নিমিত্ত তিনি বিকারী হইবেন, যেমন ধান্যাদির তুষ দূরীকরণ দ্বারা বিকারিত্ব প্রকাশ পায় তদ্রূপ। এই আশঙ্কায় বলিতেছেন। মায়া সম্মুখে অবস্থিতি করিতে লজ্জিতার ন্যায় হইয়া তাঁহার নিকট হইতে দূরে পলায়ন করেন। কারণ, যাঁহার অনুভবে আপনার কার্য্য

ভবে সতি সা স্বকার্য্যা নানুভূয়ত ইত্যর্থঃ।

নন্বেতেন তস্য স্বরূপশক্তিরন্যা লক্ষ্যতে। যয়াভিভূতা-হসৌ পলায়ত ইতি। তৎ কথং তস্য তাদৃশত্বমিত্যাদ্যা-লোচ্যাহ ভগবতঃ পদমিতি। ব্যক্তসচ্চিদানন্দঘনস্য ভগবতঃ সামান্যসত্তাকারপ্রকাশরূপত্বেন প্রথমাভিব্যক্তং সত্তদভিব্যক্তিস্থানতয়া রূপ্যমিত্যর্থঃ। ততস্তদপ্যস্ফুট-স্বরূপশক্তিমৎ। যত এব সধর্ম্মত্বাৎ প্রশান্তাদিবিশেষণভেদা বিধিমুখেন বা ব্যাবৃত্তিমুখেন বা ঘটন্তে নান্যথেতি ভাবঃ ॥ ২ ॥ ৭ ॥ শ্রীব্রহ্মা নারদং ॥ ৩৩ ॥

অনুভব করিতে পারেন না। যদি বলেন এতদ্দ্বারা ভগবানের অন্য কোন স্বরূপশক্তি লক্ষিত হইতেছে, কারণ যাঁহা কর্ত্তৃক অভিভূতা হইয়া মায়া পলায়ন করেন। তবে কি প্রকারে ভগবানের তাদৃশত্ব অর্থাৎ প্রতিবোধ মাত্রত্ব হইবে, এই আলোচনা পূর্ব্বক কহিতেছেন "ভগবতঃ পদং" অর্থাৎ ব্যক্ত সচ্চিদানন্দঘনস্বরূপ ভগবানের সামান্য সত্তাকার প্রকাশরূপত্ব হেতু প্রথম অভিব্যক্ত যে সৎ, তিনি সেই সেই প্রকাশ স্থান বলিয়া নিরূপণীয় হইয়াছেন। অতএব তাহাও অস্ফুট শক্তি-বিশিষ্ট। যে হেতু সধর্ম্মত্ব ও প্রশান্তত্বাদি ভেদসকল বিধি-মুখে অথবা ব্যাবৃত্তি অর্থাৎ খণ্ডনমুখে সংঘটিত হয়, অন্য প্রকারে হয় না ॥ ৩৩ ॥

ব্যক্তিতে ভগবত্তত্ত্বে ব্রহ্ম চ ব্যজ্যতে স্বয়ং।
অতোঽত্র ব্রহ্মসন্দর্ভোঽপ্যবান্তরতয়া মতঃ॥ ৩৪॥
অথ ভগবদাবির্ভাবে যোগ্যতামাহ—
ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে।
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণমিতি (১।৭।৪)॥ ৬॥
ব্যাখ্যাতমেব॥ ১॥ ৭॥ তদিত্থং ব্রহ্মণা চোক্তং—
ত্বং ভক্তিযোগপরিভাবিতহৃৎসরোজে, আস্‌সে শ্রুতে-
ক্ষিতপথো ননু নাথ পুংসাং। ইতি (ভা। ৩।৯।১১)
শ্রীসূতঃ॥ ৩৫॥ তদাবির্ভাবমাহ সার্দ্ধদশভিঃ—
তস্মৈ স্বলোকং ভগবান্ সভাজিতঃ

ভগবত্তত্ত্ব প্রকাশ হইলে ব্রহ্ম আপনিই প্রকাশ পাইবেন, অতএব এস্থলে ব্রহ্মসন্দর্ভও এই ভগবৎসন্দর্ভের অবান্তর অর্থাৎ ইহারই কিঞ্চিৎ ভেদ বলিয়া মানিতে হইবে॥ ৩৪॥

অনন্তর ভগবানের আবির্ভাবের যোগ্যতা বলিয়াছেন॥

প্রথমস্কন্ধের ৭ অধ্যায়ের ৪ শ্লোকে শ্রীসূত কহিয়াছেন॥

ভক্তিযোগ দ্বারা নির্ম্মলচিত্ত সম্যক্ রূপে সুস্থির হইলে প্রথমতঃ পূর্ণস্বরূপ পুরুষ, তদনন্তর তদধীনা মায়া বেদব্যাসের দর্শনগোচর হইলেন। ইহা পূর্ব্বে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে॥ ৬॥ ৩৫॥

ভগবানের আবির্ভাব বলিতেছেন॥

দ্বিতীয়স্কন্ধের ৯ অধ্যায়ে ৯ শ্লোকে হইতে সার্দ্ধ অষ্টাদশ শ্লোক পর্য্যন্ত সার্দ্ধ দশ শ্লোকে পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকের উক্তি যথা॥

ব্রহ্মার ঐ রূপ তপস্যাতে ভগবান্ তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে

সন্দর্শয়ামাস পরং ন যৎপরং।
ব্যপেতসংক্লেশ-বিমোহসাধ্বসং
স্বদৃষ্টবদ্ভির্বিবুধৈরভিষ্টুতং ॥ ৩৬ ॥
প্রবর্ত্ততে যত্র রজস্তমস্তয়োঃ
সত্ত্বঞ্চ মিশ্রং নচ কালবিক্রমঃ।
ন যত্র মায়া কিমুতাপরে হরে-
রনুব্রতা যত্র সুরাসুরার্চ্চিতাঃ ॥ ৩৭ ॥
শ্যামাবদাতাঃ শতপত্রলোচনাঃ
পিসঙ্গবস্ত্রাঃ সুরুচঃ সুপেশসঃ।

আপনার পরম শ্রেষ্ঠ বৈকুণ্ঠলোক দর্শন করাইলেন, ঐ লোকে 'অবিদ্য', অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ রূপ পঞ্চ মহা ক্লেশ, তথা মোহ, ভয় ইত্যাদির লেশমাত্রও নাই, পুণ্যবান্ পুরুষেরা সর্ব্বদাই তাঁহার প্রশংসা করিয়া থাকেন ॥ ৩৬ ॥

অপর সে স্থানে রজো বা তমোগুণের প্রভাব নাই এবং ঐ দুইগুণে মিশ্রিত সত্ত্বগুণও তথায় প্রবেশ করিতে পারে না, আর সে স্থানে কালকৃত বিনাশও হয় না, ইহাতে অন্য শোক মোহাদির কথা কি? অর্থাৎ সে স্থানে উহাদের থাকিবার অধিকার নাই, এনিমিত্ত তত্রত্য ভগবৎপার্ষদগণকে সুর এবং অসুরগণে নিরন্তর অর্চ্চনা করিয়া থাকেন ॥ ৩৭ ॥

উক্ত বৈকুণ্ঠে যে সকল পারিষদগণ আছেন, তাঁহাদের শরীর উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, চক্ষুঃ পদ্মসদৃশ, পীতবসন পরিধান

সর্ব্বে চতুর্ব্বাহব উন্মিষন্মণি—
প্রবেকনিষ্কাভরণাঃ সুবর্চ্চসঃ ॥ ৩৮ ॥
প্রবালবৈদূর্য্যমৃণালবর্চ্চসঃ
পরিস্ফুরৎকুণ্ডল-মৌলিমালিনঃ ॥ ৩৯ ॥
ভ্রাজিষ্ণুভির্যঃ পরিতো বিরাজতে
লসদ্বিমানাবলিভির্মহাত্মনাং।
বিদ্যোতমান-প্রমদোত্তমাদ্যুভিঃ
সবিদ্যুদভ্রাবলিভির্যথা নভঃ ॥ ৪০ ॥
শ্রীর্যত্র রূপিণ্যুরুগায়পাদয়োঃ

অতি কমনীয় ও সুকুমার আকার, সকলেই চতুর্ভুজ, সকলেরই বক্ষঃস্থলে অতিশয় প্রভাশালি মণিযুক্ত পদক দেদীপ্যমান এবং সকলেই অতিশয় তেজস্বী ॥ ৩৮ ॥

অপর তাঁহাদিগের বর্ণ প্রবাল, বৈদূর্য্য ও মৃণালের তুল্য, আর তাঁহারা সকলেই দীপ্তিশালি কুণ্ডল এবং মৌলি ও মালা ধারণ করিয়াছেন ॥ ৩৯ ॥

আর বৈকুণ্ঠের চতুর্দ্দিকে মহাত্মাদিগের বিমানশ্রেণী দেদীপ্যমান, তাহাতে তাহার অতিশয় শোভা হইয়াছে, আর দিব্যাঙ্গনাগণের রূপলাবণ্য দ্বারাও তাহা অতিশয় শোভমান, ফলতঃ বিদ্যুৎসহ মেঘ শ্রেণী গগণমণ্ডলে উদিত হইলে তাহার যেমন শোভা হয় ঐ শোভা সতত তদ্রূপে বিরাজমান ॥ ৪০ ॥

ঐ স্থানে সম্পত্তিরূপিণী লক্ষ্মী মূর্ত্তিমতী হইয়া নানাবিধ

করোতি মানং বহুধা বিভূতিভিঃ।
প্রেঙ্খং শ্রিতা বা কুসুমাকরানুগৈ—
র্বিগীয়মানা প্রিয়কর্ম্ম গায়তী ॥ ৪১ ॥
দদর্শ তত্রাখিলসাত্বতাং পতিং
শ্রিয়ঃপতিং যজ্ঞপতিং জগৎপতিং।
সুনন্দনন্দপ্রবলার্হণাদিভিঃ
স্বপার্ষদাগ্র্যৈঃ পরিষেবিতং বিভুং ॥ ৪২ ॥
ভৃত্যপ্রসাদাভিমুখং দৃগাসবং
প্রসন্নহাসারুণলোচনাননং ॥

বিভব দ্বারা ভগবানের পদদ্বয়ের সেবা করিতেছেন, কিন্তু বসন্তের অনুচর ভ্রমরসকল নানাপ্রকারে গুণ গান করাতে ঐ লক্ষ্মীকে যেন আন্দোলন আশ্রয় করিতে হইয়াছে, পরন্তু তিনি আত্মপ্রিয় হরির কীর্ত্তি গান করিতে ক্ষণকালের জন্যও ক্ষান্ত নহেন ॥ ৪১ ॥

ব্রহ্মা দেখিলেন উক্তরূপ বৈকুণ্ঠে সুনন্দ, নন্দ, প্রবল, অর্হণ ইত্যাদি প্রধান প্রধান পারিষদগণ কর্ত্তৃক চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টিত হইয়া অখিল ভক্তের পতি, যজ্ঞের পতি, এবং জগৎপতি ভগবান্ শ্রীপতি সেবিত হইতেছেন ॥ ৪২ ॥

তিনি ভৃত্যবর্গের প্রতি প্রসাদ বিস্তার নিমিত্ত যেন অভিমুখ হইতেছেন, তাঁহার দৃষ্টি যেন দর্শকদিগের হর্ষকর আসব তুল্য দেখাইতেছে, অপর তাঁহার বদন হাস্যযুক্ত, লোচন-

কিরীটিনং কুণ্ডলিনং চতুর্ভুজং
পীতাংশুকং বক্ষসি লক্ষিতং শ্রিয়া ॥ ৪৩ ॥
অধ্যর্হণীয়াসনমাস্থিতং পরং
বৃতং চতুঃষোড়শপঞ্চশক্তিভিঃ।
যুক্তং ভগৈঃ স্বৈরিতরত্র চাধ্রুবৈঃ
স্ব এব ধামন্ রমমাণমীশ্বরং ॥ ৪৪ ॥
তদ্দর্শনাহ্লাদপরিপ্লুতান্তরো
হৃষ্যত্তনুঃ প্রেমভরাশ্রুলোচনঃ।
ননাম পাদাম্বুজমস্য বিশ্বসৃগ্

অরুণবর্ণ, মস্তকে কিরীট, কর্ণে কুণ্ডল, পীতাম্বর পরিধান, আর তাঁহার চারিটী হস্ত এবং বক্ষস্থল লক্ষ্মীদ্বারা অলঙ্কৃত ॥৪৩

অপর তিনি উত্তম সিংহাসনে অধিষ্ঠিত এবং প্রকৃতি পুরুষ, মহৎ, অহঙ্কার এই চারি তথা একাদশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চ মহাভূত এই ষোড়শ, অপর পঞ্চ তন্মাত্র এই পঞ্চ শক্তিতে পরিবেষ্টিত। আর স্বাভাবিক ঐশ্বর্য্যে এবং যোগিদিগের আগন্তুক ঐশ্বর্য্যে সম্পন্ন! পরন্তু এই প্রকার হইয়াও আপনার স্বরূপেই ক্রীড়া করিতেছেন এবং স্বয়ং ঈশ্বরই আছেন ॥ ৪৪ ॥

ভগবানের ঐ রূপ দর্শন করিয়া ব্রহ্মার অন্তঃকরণ আনন্দে ব্যাপ্ত এবং শরীর লোমাঞ্চিত হইল, আর প্রেমভরে লোচনদ্বয় হইতে অশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। তিনি ভক্তিপূর্ব্বক

প্রধানপরমব্যোম্নোরন্তরে বিরজা নদী।
বেদাঙ্গস্বেদজনিততোয়ৈঃ প্রস্রাবিতা শুভা।
তস্যাঃ পারে পরব্যোম্নি ত্রিপাদ্ভূতং সনাতনং।
অমৃতং শাশ্বতং নিত্যমনন্তং পরমং পদং।
শুদ্ধসত্ত্বময়ং দিব্যমক্ষরং ব্রহ্মণঃ পদং॥ ইত্যাদি॥ ৫০॥
প্রাকৃতগুণানাং পরস্পরাব্যভিচারিত্বং তূক্তং সাঙ্খ্যতত্ত্ব-কৌমুদ্যাং। অন্যোন্যমিথুনবৃত্তয় ইতি।
তট্টীকায়াঞ্চ। "অন্যোন্যসহচরা অবিনাভাববৃত্তয়" ইতি যাবৎ। ভবতি চাত্রাগমঃ॥

প্রকৃতি ও পরব্যোম অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ এই দুইয়ের মধ্যে বেদাঙ্গঘর্ম্মজনিত জলদ্বারা পবিত্ররূপা বিরজা নদী স্রাবিত হইতেছেন। উহার পারে পরব্যোম অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ, তাহাতে ত্রিপাদ্স্বরূপ, সনাতন, অমৃত, শাশ্বত, নিত্য, অনন্ত, যে পরম পদ এবং শুদ্ধসত্ত্বময়, অলৌকিক ও চ্যুতিরহিত তাহাই ব্রহ্মের পরমপদ ইত্যাদি॥ ৫০॥

প্রাকৃত গুণ সকলের পরস্পর ব্যভিচার নাই। অতএব সাঙ্খ্যাচার্য্য শ্রীপাদ ঈশ্বরকৃষ্ণ-কৃত সাঙ্খ্যতত্ত্বকৌমুদীতে উক্ত হইয়াছে॥

গুণসকল পরস্পর মিথুন অর্থাৎ যুগলবৃত্তি। টীকাকার ষড়্দর্শনব্যাখ্যাতা শ্রীল বাচস্পপতিমিশ্রও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। গুণসকল পরস্পর সহচর অর্থাৎ সঙ্গী, ইহারা অবিনাভাববৃত্তি অর্থাৎ গুণসকলের পরস্পর পৃথক্ বৃত্তি নাই, সকলেরই একবৃত্তি। এ বিষয়ে তন্ত্রও আছে যথা—

অন্যোন্যমিথুনাঃ সর্ব্বে সর্ব্বে সর্ব্বত্র গামিনঃ।
রজসো মিথুনং সত্বং ইত্যাদ্যুপক্রম্য
নৈষামাদিশ্চ সংযোগো বিয়োগো বোপা লভ্যত ॥ ইতি ॥
তস্মাদত্র রজসোঽসম্ভাবাদসৃজ্যত্বং তমসোঽসম্ভবাদনাশ্যত্বং
প্রাকৃতসত্বাভাবাচ্চ সচ্চিদানন্দরূপত্বং তস্য দর্শিতং ॥ ৫১॥
তত্র হেতুঃ নচ কালবিক্রম ইতি। কালবিক্রমেণ হি
প্রকৃতিক্ষোভাৎ সত্বাদয়ঃ পৃথক্ ক্রিয়ন্তে। তস্মাদযত্রাসৌ

গুণ সকল পরস্পর মিথুন এবং সকল গুণই সকল স্থানে যাইতে পারে। রজোগুণের মিথুন সত্বগুণ, ইত্যাদি আরম্ভ করিয়া শেষে বলিয়াছেন, গুণসকলের আদি নাই অর্থাৎ অগ্রে কোন্ গুণ হইয়াছে, ইহার স্থিরতা নাই এবং ঐ সকলের সংযোগ, বিয়োগ ও উপলব্ধ হয় না, অতএব রজোগুণের অভাব হেতু অসৃজ্যত্ব অর্থাৎ কাহারও কর্তৃক বৈকুণ্ঠ নির্ম্মিত নহে। আর তমোগুণের অসম্ভাব হেতু অনাশ্য অর্থাৎ বৈকুণ্ঠের বিনাশ নাই। প্রাকৃত সত্বের অভাব হেতু বৈকুণ্ঠের সচ্চিদানন্দ রূপত্ব অর্থাৎ নিত্য, জ্ঞান ও আনন্দ স্বরূপ প্রদর্শিত হইল॥ ৫১

তদ্বিষয়ে অর্থৎ বৈকুণ্ঠের সচ্চিদানন্দস্বরূপত্বে হেতু এই যে, পূর্ব্বোক্ত দ্বিতীয় স্কন্ধ পদ্যে "নচ কালবিক্রমঃ" অর্থাৎ বৈকুণ্ঠে কালের বিক্রম নাই, তাহার কারণ এই, কালের বিক্রম কর্তৃক প্রকৃতি ক্ষোভযুক্তা হইলে তাহা হইতে সত্বাদি গুণত্রয় পৃথক্ পৃথক্ কৃত হয়, অর্থাৎ কালই সত্বগুণ, রজোগুণ

ষড়্ভাববিকারহেতুঃ কালবিক্রম এব ন প্রবর্ত্ততে তত্র তেষামভাবঃ সুতরামেবেতি ভাবঃ। কিঞ্চ তেষাং মূলত এব কুঠার ইত্যাহ ॥ ৫২ ॥

ন যত্র মায়েতি। মায়াঽত্র জগৎস্পষ্ট্যাদিহেতুর্ভগবচ্ছক্তি-র্তুকাপট্যমাত্ররজআদিনিষেধেনৈব তদ্ব্যুদাসাৎ অথবা যত্র তয়োঃ সম্বন্ধি সত্বং যত্তদপি ন প্রবর্ত্ততে মিশ্রং অপৃথগ্‌ভূতগুণত্রয়ং প্রধানঞ্চ। অতএবেশিতব্যাভাবাৎ

তমোগুণকে ভিন্ন করিয়া বিভাগ করেন। অতএব ঐ বৈকুণ্ঠে ষড়্ বিকার অর্থাৎ বসন্ত প্রভৃতি ছয় ঋতুরূপ বিকারের কারণস্বরূপ কালের বিক্রম অধিকার করিতে পারে না, সুতরাং সেই বৈকুণ্ঠে ষড়্ বিকারের অর্থাৎ বসন্তাদি ঋতু সকলের প্রবেশ নাই ॥

আরও বলি ॥

ঐ সকল ষড়্বিকারের মূলে কুঠার পাত হইয়াছে, অর্থাৎ বৃক্ষের মূলে যেমন কুঠার পাত হইলে বৃক্ষ ছিন্ন হয় তদ্রূপ, এই বিষয়ে বলিতেছেন ॥ ৫২ ॥

"ন যত্র মায়েতি" যে স্থানে মায়া নাই। এস্থলে মায়া শব্দে জগৎসৃষ্ট্যাদির কারণরূপা ভগবানের শক্তিকে বোধ করায়, কেবল কপটতামাত্র নহে, রজোগুণাদি নিষেধ দ্বারাই কপটতা উদস্ত (নিরস্ত) হইয়াছে, অর্থাৎ বৈকুণ্ঠে কাপট্য নাই।

অথবা যে স্থানে রজস্তমঃ সম্বন্ধি যে প্রাকৃত সত্ব, তাহাও প্রবেশ করিতে পারে না। এবং যে স্থানে মিশ্র অর্থাৎ অপৃথক্

কালমায়ে অপি ন স্তঃ। অগ্রে মায়া প্রধানয়োর্ভেদো বিবেচনীয়ঃ ॥ ৫৩ ॥

কৈমুত্যেনোক্তমেবার্থং দ্রঢ়য়তি। কিমুতাপরে ইতি। তয়োর্বিমিশ্রং কিঞ্চিদ্রজস্তমোমিশ্রং সত্বং চ নেতি ব্যাখ্যাতু পিষ্টপেষণমেব। সামান্যতো রজস্তমোনিষেধেনৈব তৎপ্রতিপত্তেঃ ॥ ৫৪ ॥

বক্ষ্যতেচ তস্য সত্বস্য প্রাকৃতাদন্যতমত্বং দ্বাদশে। শ্রীনারায়ণর্ষিং প্রতি মার্কণ্ডেয়েন।

রূপ গুণত্রয় ও প্রধান অর্থাৎ প্রকৃতি ইহাদের প্রবৃত্তি নাই। অতএব ঈশিতব্যের অর্থাৎ স্বীয় অধীনস্থ করার অভাব হেতু ঐ বৈকুণ্ঠে কাল ও মায়া এই দুয়েরই প্রবেশ নিরস্ত হইল। মায়া ও প্রধান এই উভয়ের ভেদ পরে বিচার করিব ॥ ৫৩ ॥

কৈমুতিক ন্যায় দ্বারা উক্ত অর্থকে দৃঢ়ীভূত করিতেছেন ॥

"কিমুতাপরে ইতি" অর্থাৎ আর অধিক কি বলিব, ঐ বৈকুণ্ঠে রজস্তমোমিশ্র অর্থাৎ কিঞ্চিৎ রজঃ ও কিঞ্চিত্তমোমিশ্র সত্বস্ত নাই। এইরূপ ব্যাখ্যা করাও কেবল পিষ্টপেষণ মাত্র অর্থাৎ চূর্ণকে যেমন চূর্ণ করিতে গেলে কোন ফল হয় না তদ্রূপ মাত্র। সামান্যাকারে, রজস্তমের নিষেধদ্বারাই কিঞ্চিৎ রজস্তমোমিশ্রিত সত্বেরও নিষেধ প্রতিপন্ন হইয়াছে ॥ ৫৪ ॥

সেই বৈকুণ্ঠস্থ সত্বের প্রাকৃত সত্ব হইতে ভিন্নত্ব, এই বিষয় দ্বাদশ স্কন্ধের ৮ অধ্যায়ে ৩৯। ৪০ এই দুই শ্লোকে শ্রীনারায়ণ ঋষির প্রতি মার্কণ্ডেয় কহিবেন। যথা ॥

সত্ত্বং রজস্তম ইতীশ তবাত্মবন্ধো
মায়াময়াঃ স্থিতিলয়োদ্ভবহেতবোঽস্য।
লীলাধৃতা যদ্‌পি সত্ত্বময়ী প্রশান্ত্যৈ
নান্যে নৃণাং ব্যসনমোহভিয়শ্চ যাভ্যাং॥
তস্মাত্তবেহ ভগবন্নথ তাবকানাং
শুক্লাং তনুং স্বদয়িতাং কুশলা ভজন্তি।
যৎ সাত্বতাঃ পুরুষরূপমুশন্তি সত্ত্বং
লোকো যতোঽভয়মুতাত্মসুখং নচান্যদিতি॥

অনয়োরর্থঃ। হে ঈশ যদপি সত্ত্বং রজস্তম্ ইতি তবৈব মায়াকৃতা লীলাঃ। কথম্ভুতাঃ! অস্য বিশ্বস্য স্থিত্যাদিহেতবঃ তথাপি যা সত্ত্বময়ী সৈব প্রশান্ত্যৈ প্রকৃষ্টসুখায় ভবতি। নান্যে রজস্তমোময্যৌ। ন কেবলং প্রশান্ত্যভাবমাত্র-মন্যয়োঃ। কিন্ত্বনিষ্টঞ্চেত্যাহ ব্যসনেতি। হে ভগবন্

শ্লোকদ্বয়ের অর্থ এই যে॥

হে ঈশ! যদিচ সত্ব রজস্তমঃ এই গুণত্রয় তোমারই মায়া-কৃত লীলা, এই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের হেতু স্বরূপ, তথাপি যে সত্বময়ী লীলা, তাহাই প্রকৃষ্ট সুখের নিমিত্ত হইয়া থাকে, রজস্তম তদ্রূপ নহে। অপর ঐ রজস্তমের কেবল প্রকৃষ্ট সুখের অভাবমাত্র এমত নহে, বরং তাহাতে অনিষ্টও ঘটিয়া থাকে, ইহাই কহিতেছেন "ব্যসনেতি" অর্থাৎ রজো গুণ ও তমোগুণময়ী লীলা ব্যসন, মোহ ও ভয়ের হেতু স্বরূপ॥

তস্মাত্তব শুক্লাং সত্ত্বময়লীলাধিষ্ঠাত্রীং তনুং শ্রীবিষ্ণুরূপাং কুশলা নিপুণা ভজন্তি সেবন্তে, নত্বন্যাং ব্রহ্মরুদ্ররূপাং তে ভজন্তি অনুসরন্তি নতু দক্ষভৈরবাদিরূপাং কথং-ভূতাং স্বস্য তবাপি দয়িতাং লোকশান্তিকরত্বাৎ ॥ ৫৫ ॥ নন্বু মম রূপমপি সত্ত্বাত্মকমিতি প্রসিদ্ধং তর্হি কথং তস্যাপি মায়াময়ত্বমেব নহি নহীত্যাহ সাত্বতাঃ শ্রীভাগবতা যৎ সত্বং পুরুষস্য তব রূপং প্রকাশমুশন্তি মন্যন্তে যতশ্চ সত্ত্বাৎ লোকো বৈকুণ্ঠাখ্যঃ প্রকাশতে তদভয়মাত্মসুখং

হে ভগবন্! সেই হেতু তোমার শুক্লা অর্থাৎ সত্ত্বময়ী লীলা-ধিষ্ঠাত্রী শ্রীবিষ্ণুরূপা তনুকে নিপুণ ব্যক্তিগণ সেবা করিয়া থাকেন, অন্য ব্রহ্ম রুদ্রাদি রূপের সেবা করেন না। কিন্তু তাঁহারা ত্বদীয় জীবগণের মধ্যে যে সকল কেবল তোমার ভক্ত লক্ষণ স্বায়ম্ভুব মনু প্রভৃতি রূপ একান্ত সত্ব গুণনিষ্ঠ তনু, সেই সকলের অনুস্মরণ করিয়া থাকেন, দক্ষ ভৈরবাদি মূর্ত্তির অনুসরণ করেন না। পরন্তু ঐ স্বায়ম্ভুবাদি সত্বতনু তোমার ও প্রিয়তম স্বরূপ, যে হেতু তদ্দ্বারা লোকের শান্তি বিধান হইয়া থাকে ॥ ৫৫ ॥

ইহাতে ভগবান্ যদি বলেন অহে! আমার রূপও সত্ত্ব স্বরূপ বলিয়া প্রসিদ্ধ, তবে কি প্রকারে তাহারও মায়াময়ত্ব বলিলা, এই বিতর্কের সমাধান করিয়া বলিতেছেন, তা নয়, তা নয়, শ্রীভগবদ্ভক্ত সকল যে সত্বকে পুরুষ-রূপি তোমার প্রকাশ বলিয়া মানিয়া থাকেন এবং যে সত্ব হইতে বৈকুণ্ঠ

পরব্রহ্মানন্দস্বরূপমেব নত্বন্যৎ প্রকৃতিজং সত্বং তদিতি। অত্র সত্বশব্দেন স্বপ্রকাশতালক্ষণস্বরূপশক্তিবৃত্তিবিশেষ উচ্যতে ॥ ৫৬ ॥

সত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতং, যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃত ইত্যাদ্যুদাহরিষ্যমাণানুসারাৎ। অগোচরত্বে হেতুঃ প্রকৃতিগুণঃ সত্বমিত্যশুদ্ধসত্ব লক্ষণপ্রসিদ্ধ্যানুসারেণ তথা-

---

লোকও প্রকাশ পাইতেছে, সেই অভয় আত্মসুখ অর্থাৎ পরম ব্রহ্মানন্দ স্বরূপই তোমার সত্ব রূপ, তাহা প্রকৃতিজনিত সত্ব নহে। এস্থলে সত্বশব্দে স্বপ্রকাশতালক্ষণ স্বরূপবৃত্তি-বিশেষ বলিয়া কথিত হইয়াছে ॥ ৫৬ ॥

চতুর্থ স্কন্ধের ৩ অধ্যায়ে "সত্বং বিশুদ্ধং" এই ২১ শ্লোকে মহাদেব কহিলেন, হে সুন্দরি। আমি কেবল অভ্যাগত ব্যক্তিকে বাসুদেব বোধে নমস্কার করি এমত নহে, নিত্যই মনোমধ্যে বাসুদেবের চিন্তা করিয়া থাকি, বিশুদ্ধ যে গুণ তাহাই বাসুদেব এই শব্দে উক্ত হয়, যে হেতু নির্ম্মল সত্বগুণে পরম পুরুষ বাসুদেব প্রকাশ পান। এই কারণে সেই সত্ব-স্বরূপ অথচ ইন্দ্রিয়ের অগোচর ভগবান্ বাসুদেবকে আমি মনঃ দ্বারা সতত নমস্কারপূর্ব্বক সেবা করি।

এই যে উদাহরণ করিব। তদনুসারে অগোচরের অর্থাৎ প্রাকৃত অপ্রত্যক্ষ বস্তুর প্রত্যক্ষের প্রতি কারণ প্রাকৃত সত্ব অর্থাৎ প্রসিদ্ধ অশুদ্ধ সত্ব লক্ষণ অনুসারে হইয়াথাকে তথা

ভূতশ্চিচ্ছক্তিবৃত্তিবিশেষঃ সত্ত্বমিতি সঙ্গতিলাভাচ্চ ॥ ৫৭ ॥ ততশ্চ তস্য স্বরূপশক্তিবৃত্তিত্বেন স্বরূপাত্মত্বৈবেত্যুক্তং তদভয়মাত্মসুখমিতি। শক্তিপ্রাধান্যবিবিক্ষয়োক্তং লোকো যত ইতি। অর্থান্তরে ভগবদ্বিগ্রহং প্রতি রূপং যদেতদিত্যাদৌ শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপমাত্রত্বপ্রতিজ্ঞাভঙ্গঃ। অভয়মিত্যাদৌ প্রাঞ্জলতাহানিশ্চ ভবতি। অন্যৎপদস্যৈকস্যৈব রজস্তমশ্চেতি দ্বিরাবৃত্তৌ প্রতিপত্তিগৌরবং চোৎপদ্যতে।

অপ্রাকৃত, অপ্রত্যক্ষ বস্তুর প্রত্যক্ষের প্রতি কারণ চিচ্ছক্তি বিশেষ সত্ত্ব, ইহাই সঙ্গতি হইতেছে ॥ ৫৭ ॥

সেই হেতু ঐসত্ত্বের স্বরূপশক্তির বৃত্তিত্ব প্রযুক্ত আত্মস্বরূপই উক্ত হইয়াছে, অতএব ঐ বৈকুণ্ঠ অভয় ও আত্মসুখ স্বরূপ। শক্তির প্রাধান্য কথনেচ্ছায় উক্ত হইয়াছে যদ্দারা বৈকুণ্ঠলোক ইতি ॥

অর্থান্তরে ভগবানের শ্রীমূর্ত্তির প্রতি দ্বিতীয় স্কন্ধের ৮ অধ্যায়ে "রূপং যদেতৎ" এই ২ শ্লোকে শুদ্ধ স্বরূপমাত্রত্বের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ, তথা অভয় ইত্যাদি স্থলে প্রাঞ্জলতা হানি হইয়াছে। অন্যৎ এই এক পদেরই রজস্তম এই দ্বিরাবৃত্তি অর্থাৎ দুইয়ের কথনে প্রতিপত্তি গৌরব উপস্থিত হইয়াছে। পূর্ব্ব অর্থাৎ "সত্ত্বং রজস্তম" এই শ্লোকে "নান্যে" এই পদে দ্বিবচন

পূর্ব্বমপি নান্যো ইতি দ্বিবচনেনৈব পরামৃষ্টে। তস্মাদস্তি প্রসিদ্ধাদন্যৎ স্বরূপভূতং সত্বং ॥ ৫৮ ॥

যদেবৈকাদশে, যৎকায় এষ ভুবনত্রয়সন্নিবেশ ইত্যাদৌ জ্ঞানং স্বত ইত্যত্র টীকাকৃন্মতং যস্য স্বরূপভূতাৎ সত্বাৎ তন্নুভৃতাং জ্ঞানমিত্যনেন। তথা পরোরজঃ সবিতুর্জাত-বেদো দেবস্য ভর্গ ইত্যাদৌ শ্রীভরতজাপ্যে তন্মতং পরো রজঃ রজসঃ প্রকৃতেঃ পরং শুদ্ধসত্বাত্মকমিত্যাদিনা অত-এব প্রাকৃতাঃ সত্বদয়ো গুণা জীবস্যৈব নত্বীশস্যেতি শ্রূয়তে ॥ ৫৯ ॥

অথৈকাদশে ॥

নির্দ্দেশ করায় রজস্তমঃ বিবেচিত হইয়াছে। অতএব প্রসিদ্ধ সত্ব হইতে অন্য স্বরূপভূত সত্ব আছে ॥ ৫৮ ॥

যাহা একাদশ স্কন্ধে ৪ অধ্যায়ে ৪ শ্লোকে "যৎকায় এষ" ইত্যাদি স্থলে, "জ্ঞানং স্বতঃ" এ স্থলেও টীকাকারের মত এই যে, যাঁহার স্বরূপভূত সত্ব হইতে দেহধারিদিগের জ্ঞান হইয়া থাকে ইত্যাদি দ্বারা। তথা পঞ্চম স্কন্ধের ৭ অধ্যায়ে ১৪ শ্লোকে ভরতের জাপ্যমন্ত্রে। তাঁহার মত এই যে "পরোরজ" রজঃ শব্দে প্রকৃতি, অর্থাৎ যিনি প্রকৃতির পর শুদ্ধসত্ব স্বরূপ ইত্যাদি দ্বারা। অতএব প্রাকৃত সত্বাদি গুণ-সকল জীবেরই, ঈশ্বরের শুনা যায় না ॥ ৫৯ ॥

যথা একাদশ স্কন্ধে অধ্যায়ে ১১ শ্লোকে ॥

×

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণা জীবস্য নৈব মে ইতি।

শ্রীভগবদুপনিষৎসু চ ॥

যেচ বৈ সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে।

মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি নত্বহং তেষু তে ময়ি।

ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃসর্ব্বমিদং জগৎ।

মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ং।

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।

মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি ত ইতি ॥ ৬০ ॥

যথা দশমে ॥

ভগবান্ কহিলেন হে উদ্ধব! সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণ সকল জীবের ধর্ম্ম আমার নহে ॥

ভগবদ্গীতাতেও যথা ॥

হে অর্জ্জুন! যে সকল সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস ভাব, তৎসমুদায় আমা হইতে উৎপন্ন জানিবা, কিন্তু ঐ সকল ভাবে আমি নাই এবং তাহারাও আমাতে নাই ॥

এই ত্রিবিধ গুণময় ভাবদ্বারা এই সমস্ত জগৎ মোহিত হইয়া এই সকল গুণের পর যে আমি, আমাকে জানিতে পারে না।

হে অর্জ্জুন! যাঁহারা কেবল আমাকেই আশ্রয় করেন, তাঁহারাই দৈবী গুণময়ী দুল্লর্ঙ্ঘনীয়া আমার মায়া হইতে উত্তীর্ণ হয়েন ॥ ৬০ ॥

যথা দশমস্কন্ধে ৮৮ অধ্যায়ে ৪ শ্লোকে ॥

হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
স সর্ব্বদৃগুপদ্রষ্টা তং ভজন্নির্গুণো ভবেদিতি ॥
শ্রীবিষ্ণুপুরাণে চ ॥
সত্বাদয়ো ন সন্তীশে যত্রচ প্রাকৃতা গুণাঃ।
স শুদ্ধঃ সর্ব্বশুদ্ধেভ্যঃ পুমানাদ্যঃ প্রসীদত্বিতি।
অত্র প্রাকৃতা ইতি বিশিষ্য অপ্রাকৃতাস্ত্বন্যে গুণাস্তস্মিন্ সন্ত্যেবেতি ব্যঞ্জিতং তত্রৈব ॥
হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিত্ত্বয্যেকা সর্ব্বসংশ্রয়ে।
হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিত ইতি ॥ ৬১ ॥

হরি সাক্ষাৎ নির্গুণ পুরুষ, প্রকৃতির পর ও সর্ব্বসাক্ষী তাঁহাকে ভজনা করিলেই নির্গুণত্ব প্রাপ্ত হয় ॥

শ্রীবিষ্ণুপুরাণেও ॥

সত্বাদি প্রাকৃত গুণ সকল যে ঈশ্বরে নাই, সমুদায় শুদ্ধ হইতে শুদ্ধ, সেই আদ্য পুরুষ প্রসন্ন হউন ॥

এই বিষ্ণুপুরাণীয় বচনে প্রাকৃত এই শব্দ উল্লেখ হেতু প্রাকৃত সত্বাদি ভিন্ন অন্য বিশিষ্ট অপ্রাকৃত গুণ সকল হরিতে বিদ্যমান আছে, ইহাই প্রকাশ হইল ॥

ঐ শ্রীবিষ্ণুপুরাণেই বলিয়াছেন ॥

হ্লাদিনী, সন্ধিনী, সম্বিৎ এই তিন শক্তি সর্ব্বাশ্রয় তোমাতে একরূপা হইয়া অবস্থিত আছেন, গুণবর্জ্জিত তোমাকে আহ্লাদ ও তাপকরী মিশ্রা শক্তির প্রবেশ মাত্র নাই ॥ ৬১ ॥

তথাচ শ্রীদশমে। দেবেন্দ্রেণোক্তং॥

বিশুদ্ধসত্ত্বং তব ধাম শান্তং
তপোময়ং ধ্বস্তরজস্তমস্কং।
মায়াময়োঽয়ং গুণসংপ্রবাহো
ন বিদ্যতে তেঽগ্রণানুবন্ধ ইতি॥

অয়মর্থঃ। ধাম স্বরূপভূত প্রকাশ শক্তিঃ। শিশুদ্ধত্বযাহ বিশেষণদ্বয়েন। ধ্বস্তরজস্তমস্কং তপোময়মিতি চ। তপোঽত্র জ্ঞানং স তপোঽতপ্যতেতি শ্রুতেঃ। তপোময়ং প্রচুরজ্ঞানস্বরূপং। জাড্যাংশেনাপি রহিতমিত্যর্থঃ

অতএব দশমস্কন্ধে ২৭ অধ্যায়ে ৪ শ্লোকে
ইন্দ্রের উক্তি যথা॥

হে ভগবন্! আপনকার স্বরূপ শান্ত অর্থাৎ একরূপ, তপোময় এবং জ্ঞানপ্রচুর অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ, তাহাতে রজোগুণ ও তমোগুণ ধ্বস্ত হইয়াছে, সুতরাং তাহা বিশুদ্ধ সত্ত্ব অতএব অস্মাদৃশ জন সন্নিধানে দৃশ্যমান এই যে মায়াময় সংসার যাহা অজ্ঞানে অনুবন্ধ, তাহা আপনকার নাই॥

তাৎপর্য্য। ধামশব্দেস্বরূপ ভূত প্রকাশশক্তি। দুইটী বিশেষণ দ্বারা বিশুদ্ধ সত্ত্ব কহিতেছেন, "ধ্বস্তরজস্তমস্কং, তপোময়ং"। এস্থলে তপঃ শব্দে জ্ঞান। শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, তিতি তপস্যা করেন। তপোময় শব্দের অর্থ প্রচুর জ্ঞানস্বরূপ অর্থাৎ তাঁহাতে জড়ের লেশ মাত্র নাই। আত্মা জ্ঞানময় ও শুদ্ধ এই বচনাধীন তাঁহাতে জাড্যাংশ মাত্র নাই।

আত্মা জ্ঞানময়ঃ শুদ্ধ ইতিবৎ। অতঃ প্রাকৃত সত্ত্বমপি ব্যাবৃত্তং। অতএব মায়াময়োঽয়ং সত্ত্বাদি গুণ প্রবাহ স্তে তব ন বিদ্যতে। যতোঽসাবজ্ঞানেনৈবানুবন্ধ ইতি॥ ৬২॥

অতএব শ্রীভগবন্তং প্রতি ব্রহ্মাদীনাং সযুক্তিকং।

সত্ত্বং বিশুদ্ধং শ্রয়তে ভবান্ স্থিতৌ
শরীরিণাং শ্রেয় উপায়নং বপুঃ।
বেদক্রিয়াযোগতপঃসমাধিভি-
স্তবার্হণং যেন জনঃ সমীহতে॥
সত্ত্বং নচেদ্ধাতরিদং ভবে-

অতএব প্রাকৃত সত্ত্ব নিরস্ত হইল। এ কারণ মায়াময় এই সত্ত্বাদি গুণ প্রবাহ তোমার নাই। যে হেতু এই গুণপ্রবাহ সংসার অজ্ঞানের সহিত সম্বদ্ধ॥ ৬২॥

অতএব ভগবানের প্রতি ব্রহ্মাদির সযুক্তিক বাক্য যথা দশমস্কন্ধে ২ অধ্যায়ে ২৮। ২৯ শ্লোকে॥

ব্রহ্মা কহিলেন হে প্রভো! আপনি স্থিতকালে বিশুদ্ধ সত্ত্ব রূপ শরীর আশ্রয় করিয়া থাকেন, আপনকার সেই দেহ দেহিদিগের কর্ম্ম ফল দায়ক, অতএব সুখাবহ, যে হেতু সেই শরীর যোগে লোকে বেদ, ক্রিয়া, যোগ, তপস্যা এবং সমাধি দ্বারা অর্থাৎ চতুর্ব্বিধ আশ্রম ধর্ম্ম দ্বারা আপনকার পূজা করিয়া থাকেন। আপনি শরীর আশ্রয় না করিলে পূজার অভাবে কর্ম্মফল সিদ্ধ হইতে পারিত না॥

হে ধাতঃ! এই বিশুদ্ধ সত্ত্ব যদি আপনকার নিজ শরীর

স্বিজ্ঞানমজ্ঞানভিদাপমার্জনং।
গুণপ্রকাশৈরনুমীয়তে ভবান্
প্রকাশতে যস্য চ যেন বা গুণ ইতি ॥ ৬৩ ॥

অয়মর্থঃ। সত্বং তেন প্রকাশমানত্বাৎ তদভিন্নতয়া রূপিতং বপুর্ভবান্ শ্রয়তে প্রকটয়তি। কথম্ভূতং সত্বং বিশুদ্ধং। অন্যস্য রজস্তমোভ্যামমিশ্রস্যাপি প্রাকৃতত্বেন জাড্যাংশ-

---

না হয়, তাহা হইলে বিশিষ্ট জ্ঞান যাহাতে অজ্ঞান ও অজ্ঞান কৃত ভেদ নিবৃত্ত হয়, তাহাও হইতে পারে না, গুণ প্রকাশ দ্বারা আপনি সর্ব্বসাক্ষী, পরিপূর্ণ স্বরূপ, এই প্রকার কল্পনাই হইতে পারে অর্থাৎ আপনকার বৃদ্ধ্যাদি গুণ প্রকাশ পাইতেছে আপনিও গুণসাক্ষী, বুদ্ধিতে আরোহণ করিয়া প্রমাতা হওয়াতে আপনকার গুণ প্রকাশ হইল এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে, আপনাকে সাক্ষাৎ করিতে পারা যায় না। পরন্তু শুদ্ধ সত্ব মূর্ত্তির সেবা করিলে সেবকের অন্তঃকরণ আপনকার আকার প্রাপ্ত হয়, তাহাতে আপনকার প্রসাদে অবশ্যই সাক্ষাৎ কার ঘটে ॥ ৬৩ ॥

তাৎপর্য্য। শুদ্ধ সত্বের দ্বারা প্রকাশমানত্ব হেতু তাহা হইতে অভিন্ন রূপে নিরূপিত শরীর আপনি প্রকট করেন, সেই শরীর কি রূপ এই অভিপ্রায়ে কহিতেছেন, তাহা বিশুদ্ধ সত্ব। ইহা যদি না বলা যায়, তাহা হইলে অন্য সত্বের রজ স্তম গুণদ্বারা অমিশ্র হইলে প্রাকৃতত্ব হেতু, জড্যাংশ সম্বলিত

সম্বলিতত্বান্ন বিশেষেণ শুদ্ধত্বং। অন্যস্য রজস্তমোভ্যামমি-শ্রস্যাপি প্রাকৃতত্বেন জাড্যাংশ সম্বলিতত্বান্ন বিশেয়েণ শুদ্ধত্বং। এতত্তু স্বরূপশক্ত্যাত্মত্বেন তদংশস্যাপ্যস্পর্শা-দতীব শুদ্ধমিত্যর্থঃ। কিমর্থং শ্রয়ে। শরীরিণাং স্থিতৌ নিজচরণারবিন্দে মনঃ স্থৈর্য্যায় সর্ব্বত্র ভক্তিসুখদানস্যৈব ত্বদীয়মুখ্য প্রয়োজনত্বাদিতি ভাবঃ। ভক্তিযোগবিধানর্থ-মিতি শ্রীকুন্তীবাক্যাৎ ॥ ৬৪ ॥

কথম্ভুতং বপুঃ শ্রেয়সাং সর্ব্বেষাং পুরুষার্থানাং উপায়নং আশ্রয়ং। নিত্যানন্দপরমানন্দরূপমিত্যর্থঃ। অতো

প্রযুক্ত বিশিষ্ট রূপে শুদ্ধি হয় না। আপনার এই বিশুদ্ধ সত্ত্ব স্বরূপ শক্তির প্রকাশ হেতু ইহাতে জড়াংশেরও স্পর্শ নাই অতএব ইহা অতিশয় শুদ্ধ। যদি বলেন, আমি এই শরীর কেন আশ্রয় করি, ইহার সমাধান করিয়া কহিতেছেন, আপনি স্থিতি কালে দেহধারিদিগের নিজ চরণারবিন্দে মনঃ স্থির করিবার নিমিত্ত ঐ বিশুদ্ধ সত্ত্ব শরীর প্রকটন করেন। যে হেতু সর্ব্বত্র ভক্তি সুখ প্রকটন করাই আপনার মুখ্য প্রয়ো-জন। কেন না প্রথমস্কন্ধে ৮ অধ্যায়ে ১৯ শ্লোকে কুন্তি বলিয়া-য়াছেন, ভক্তিযোগ বিধানের নিমিত্ত তুমি জন্ম গ্রহণ করি-য়াছ ॥ ৬৪ ॥

কি রূপ বপুঃ এই অভিপ্রায়ে কহিতেছেন, ঐ শরীর সমস্ত পুরুষার্থের আশ্রয় অর্থাৎ নিত্য, অনন্ত ও পরমানন্দ রূপ। অতএব শরীর ও তোমার এই ভেদ নিরূপণ, কেবল আরোপিত

বপুষস্তব চ ভেদনির্দ্দেশোঽয়মৌপচারিক এবেতি ভাবঃ। অতএব যেন বপুষা যদ্বপুরালম্বনেনৈব জনস্তবার্হণং পূজাং করোতি। কৈঃ সাধনৈঃ বেদাদিভিস্ত্বদালম্বকৈরিত্যর্থঃ। সাধারণৈস্ত্বর্পিতৈরেব ত্বদর্হণপ্রায়তাসিদ্ধাবপি বপুষো ঽনপেক্ষত্বাৎ। তাদৃশবপুঃপ্রকাশহেতুত্বেন স্বরূপাত্মকত্বং স্পষ্টয়ন্তি ॥ ৬৫ ॥

হে ধাতশ্চেদ্যদি ইদং সত্বং যত্তব নিজং বিজ্ঞানং অনুভবঃ তদাত্মিকা স্বপ্রকাশতাশক্তিরিত্যর্থঃ। তন্ন ভবেৎ তর্হি তু অজ্ঞানভিদা স্বপ্রকাশস্য তবানুভবপ্রকার এব মার্জনং শুদ্ধিমবাপ। সৈব জগতি পর্য্যবসীয়তে নতু তবানুভব-

---

মাত্র। কারণ যে বপু দ্বারা অর্থাৎ বপু আশ্রয় করাতেই জনসকল তোমার পূজা করিয়া থাকে। যদি বলেন কি কি সাধন দ্বারা আমার পূজা করে, তাহার উত্তর এই, তুমি যাহাদের আশ্রয় হইয়াছ সেই বেদাদিদ্বারা পূজা করিয়া থাকে। সাধারণ রূপে অর্পিত হইলেও তোমার অর্চ্চন প্রায় সিদ্ধ হয় সত্য, তাহা হইলে শরীরের অপেক্ষা করিত না। ঐ প্রকায় বপুর প্রকাশ করণের হেতুতেই ঐবিশুদ্ধ সত্বের স্বরূপাত্মকই স্পষ্ট হইল ॥ ৬৫ ॥

হে ধাতঃ! যদি এই যে সত্ব তোমার নিজ বিজ্ঞান (অনুভব) স্বপ্রকাশতা শক্তি না হইত, তাহা হইলে অজ্ঞান কৃত ভেদ দ্বারা স্বপ্রকাশ স্বরূপ তোমার অনুভব প্রকারেই শুদ্ধি প্রাপ্ত হইত না। জগতে সেই অজ্ঞান কৃত ভেদই পর্য্যব

লেশোপী ৎর্থঃ। ননু প্রাকৃত সত্ত্ব গুণেনৈধ ভবতু কিং নিজেনেত্যাহ। প্রাকৃতগুণপ্রকাশৈর্ভবান্ কেবলমনুমীয়তে নতু সাক্ষাৎ ক্রিয়ত ইত্যর্থঃ। অথবা। তব বিজ্ঞান-রূপং অজ্ঞানভিদায়া অপমার্জনং চ যন্নিজং সত্ত্বং তদযদি ন ভবেৎ নাবির্ভবতি তদৈব প্রাকৃতসত্ত্বাদিগুণপ্রকাশৈ-র্ভবাননুমীয়তে ত্বন্নিজসত্ত্বাবির্ভাবেনতু সাক্ষাৎ ক্রিয়ত এবেত্যর্থঃ॥ ৬৬॥

তদেব স্পষ্টয়িতুং তত্রানুমানে দ্বৈবিধ্যমাহুঃ যস্য গুণঃ প্রকাশত ইতি। অস্বরূপভূতস্যৈব সত্ত্বাদিগুণস্য ত্বদব্য-

সিত হইত, তোমার অনুভবের লেশ মাত্র হইত না॥

যদি বলেন প্রাকৃত সত্ত্ব দ্বারাই আমার অনুভব হউক, নিজ সত্ত্ব দ্বারা কি হইবে এই বিষয় বলিতেছেন। প্রাকৃত গুণ সকলের প্রকাশ দ্বারা তুমি কেবল অনুমানের বিষয় মাত্র, তোমাকে সাক্ষাৎ করিতে পারাযায় না। অথবা তোমার বিজ্ঞানরূপ ও অজ্ঞানভেদের অপমার্জন যে নিজের সত্ত্ব তাহা যদি আবির্ভূত না হইত তাহা হইলে প্রাকৃত সত্ত্বাদি গুণ সকলের প্রকাশ দ্বারা তুমি অনুমিত হইতা, তোমার নিজ সত্ত্বের আবির্ভাব দ্বারা তুমি সাক্ষাৎকৃত হও॥ ৬৬॥

ইহাই স্পষ্ট করিবার নিমিত্ত তদ্বিষয়ক অনুমানে দুই প্রকার দেখাইতেছেন। যাহার গুণ প্রকাশ হয় অথবা যাহার দ্বারা গুণ প্রকাশ হয়। যাহা স্বরূপ ভূত নহে এমত প্রাকৃত সত্ত্বাদি গুণের তোমার অব্যভিচারি সম্বন্ধিত্ব মাত্র দ্বারা কিম্বা

ভিচারি সম্বন্ধিত্বমাত্রেণ বা ত্বদেকপ্রকাশ্যমানতামাত্রেণ বা ত্বল্লিঙ্গত্বমিত্যর্থঃ। যথা অরুণোদয়স্য সূর্য্যোদয় সান্নিধ্য-লিঙ্গত্বং যথা বা ধূমস্যাগ্নিলিঙ্গত্বমিতি তত উভয়থাঽপি তব সাক্ষাৎকারে তস্য সাধকতমত্বাভাবো যুক্ত ইতি ভাবঃ। তদেবমপ্রাকৃতসত্বস্য তদীয়স্বপ্রকাশতারূপত্বং যেন স্বপ্রকাশস্য তব সাক্ষাৎকারো ভবতীতি স্থাপিতং অত্র যে বিশুদ্ধসত্বং নাম প্রাকৃতমেব রজস্তমঃশূন্যং মত্বা তৎ কার্য্যং ভগবদ্বিগ্রহাদিকং মন্যন্তে তেতু ন কেনা-প্যনুগৃহীতাঃ ॥ ৬৭ ॥

রজঃসম্বন্ধাভাবেন স্বতঃপ্রশান্তস্বভাবস্য সর্ব্বত্রোদাসীনতা-

তোমার প্রকাশ্যমানতামাত্রদ্বারা তোমার স্বরূপ প্রকাশ হয়, অরুণোদয় যেমন সূর্য্যোদয়ের সান্নিধ্য প্রকাশক, অথবা ধূম যেমন অগ্নির প্রকাশক, সেই হেতু উদয়প্রকারেই তোমার সাক্ষাৎকার বিষয়ে প্রাকৃতগুণের উত্তর সাধকত্বের অভাব যুক্ত বটে ইহাই ভাবার্থ। এই প্রকারে অপ্রাকৃত সত্বের ত্বদীয় স্বপ্রকাশরূপত্ব হইল, উহার দ্বারা স্বপ্রকাশ তোমার সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে, এই সিদ্ধান্ত স্থির হইল।

এ স্থলে যাহারা বিশুদ্ধ সত্বকে প্রাকৃত রজস্তমশূন্য জ্ঞান করিয়া তাহার কার্য্যরূপে ভগবদ্বিগ্রহাদিকে বোধ করেন, তাহারা কাহারও নিকট অনুগ্রহের পাত্র হইতে পারে না ॥ ৬৭

রজঃসম্বন্ধের অভাবনিমিত্ত স্বতঃসিদ্ধ শান্তস্বভাবের

কৃতিহেতোস্তস্য ক্ষোভাসম্ভাবাৎ বিদ্যাময়ত্বেন যথা বস্থিতবস্তুপ্রকাশিতামাত্র ধর্ম্মত্বাৎ। তস্য কল্পনান্তরা-যোগ্যত্বাচ্চ। তদুক্তমপি অগোচরস্য গোচরত্বে হেতুঃ প্রকৃতিগুণঃ সত্বং। গোচরস্য বহুরূপত্বে রজঃ। বহুরূপস্য তিরোহিতত্বে তমঃ। তথা পরস্পরোদাসীনত্বে সত্বং। উপকারিত্বে রজঃ। অপকারিত্বে তমঃ। গোচরত্বাদীনি স্থিতিসৃষ্টিসংহারাঃ, উধাসীনত্বাদীনি চেতি ॥ ৬৮ ॥

অথ রজোলেশে তত্র মন্তব্যে বিশুদ্ধপদবৈয়র্থ্যমিত্যলং

সর্ব্বত্র উদাসীনতা আকৃতি হেতু, সেই সত্বের ক্ষোভ অসম্ভব হেতু, জ্ঞানময়ত্ব প্রযুক্ত, যথাবস্থিত বস্তু প্রকাশ মাত্র ধর্ম্ম হেতু এবং তাহার কল্পনান্তরের অযোগ্যত্ব প্রযুক্ত ভগবদ্বিগ্রহাদির গুণকার্য্যত্ব সম্ভব হয় না ॥

অতএব উক্ত হইয়াছে ॥

অপ্রত্যক্ষের প্রত্যক্ষ বিষয়ে প্রকৃতির সত্বগুণ হেতু, প্রত্যক্ষের বহুরূপত্ববিষয়ে রজোগুণ হেতু এবং বহুরূপের অন্তর্দ্ধানবিষয়ে তমোগুণ হেতু, তথা পরস্পর উদাসীনত্ব বিষয়ে সত্বগুণ, উপকারিত্ববিষয়ে রজোগুণ এবং অপকারিত্ব-বিষয়ে তমোগুণ। গোচরত্বাদি অর্থাৎ গোচরত্ব, বহুরূপত্ব ও তিরোহিতত্ব, অর্থাৎ সৃষ্টি স্থিতি এবং সংহার বিষয়ে উদাসীনত্ব, উপকারিত্ব ও অপকারিত্ব জানিতে হইবে ॥ ৬৮ ॥

অপর ঐ সত্বে রজোগুণের লেশ আছে বলিয়া যদি মানা যায়

তস্মাতরজোঘটপ্রঘট্টনয়েতি। পাদ্মোত্তরখণ্ডেতু বৈকুণ্ঠ-নিরূপণে তস্য সত্বস্যাপ্রাকৃতত্বং স্ফুটমেব দর্শিতং। যত উক্তং প্রকৃতিবিভূতিবর্ণনান্তরং॥

এবং প্রাকৃতরূপায় বিভুতেরূপমুত্তমং।
ত্রিপাদ্বিভূতিরূপন্তু শৃণু ভূধরনন্দিনি।
প্রধানপরমব্যোম্নোরন্তরে বিরজানদী।
বেদাঙ্গস্বেদজনিততোয়ৈঃ প্রস্রাবিতা শুভা।
তস্যাপারে পরব্যোম ত্রিপাদ্ভূতং সনাতনং।
অমৃতং শাশ্বতং নিত্যমনন্তং পরমং পদং।

তাহা হইলে বিশুদ্ধ পদের ব্যর্থতা হয়, অতএব ঐ মতস্বরূপ রজোঘটের চালনায় প্রয়োজন নাই।

পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে বৈকুণ্ঠনিরূপণে ঐ সত্বের অপ্রা-কৃতত্ব স্পষ্টই দেখাইয়াছেন, যে হেতু তাহা প্রকৃতিবিভূতির বর্ণনের পর উক্ত হইয়াছে।

পার্ব্বতীর প্রতি মহাদেব কহিয়াছেন, হে পর্ব্বতনন্দিনি! এইত প্রাকৃত বিভূতির অত্যুত্তম রূপ বর্ণন করিলাম, এখন ত্রিপাদ্বিভূতির রূপ বর্ণন করি শ্রবণ কর।

প্রকৃতি ও বৈকুণ্ঠ এই দুইয়ের মধ্যে পবিত্র বিরজা নামে নদী আছেন, উহা বেদাঙ্গ ঘর্ম্ম জনিত জলসমূহে প্রস্রাবিত, উহারই পারে পরব্যোম অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ, তাহা ত্রিপাদরূপ, সনাতন, অমৃত, শাশ্বত, নিত্য, অনন্ত, পরম পদ, শুদ্ধসত্বময়, অলৌকিক, অবিনশ্বর ও ব্রহ্মের পরমপদ ইত্যাদি। প্রসঙ্গা-

শুদ্ধসত্ত্বময়ং দিব্যমক্ষরং ব্রহ্মণঃ পদমিত্যাদি।

তদেতৎ সমাপ্তং প্রাসঙ্গিকং শুদ্ধসত্ত্ব বিবেচনং ॥

অথ প্রবর্ত্ততে ইত্যাদি প্রকৃতমেব পদ্যং ব্যাখ্যায়তে ॥ ৬৯

ননু গুণাদ্যভাবান্নির্ব্বিশেষ এবাসৌ লোক ইত্যাশঙ্ক্য তত্র বিশেষস্তস্যাঃ শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকায়াঃ স্বরূপানতিরিক্তশক্তে-রেব বিলাসরূপ ইতি দ্যোতয়ংস্তমেব বিশেষং দর্শয়তি হরেরিতি। সুরাঃ সত্ত্বপ্রভবাঃ অসুরাঃ রজস্তমঃপ্রভবাঃ তৈ রর্চ্চিতাঃ। তেভ্যোঽহর্ত্তমা ইত্যর্থঃ। গুণাতীতত্বাদেবেতি ভাবঃ ॥ ৭০ ॥

তানেব বর্ণয়তি শ্যামাবদাতা ইতি। শ্যামাশ্চ অবদাতা

ধীন প্রাপ্ত সেই এই শুদ্ধসত্ত্বের বিচার সমাপ্ত হইল। এক্ষণে দ্বিতীয় স্কন্ধের "প্রবর্ত্ততে" ইত্যাদি প্রকৃত পদ্যের ব্যাখ্যা করি ॥ ৬৯ ॥

অহে! গুণাদির অভাব হেতু এই বৈকুণ্ঠলোক নির্ব্বিশেষ, যদি এরূপ আশঙ্কা কর, তাহাতে বিশেষ এই যে, সেই শুদ্ধ-সত্ত্বাত্মিকার অর্থাৎ স্বরূপের অনতিরিক্ত শক্তিরই বিলাস রূপ ইহাই প্রকাশ করত সেই বিশেষ দেখাইতেছেন। "হরেরিতি" বৈকুণ্ঠস্থ ভগবৎপারিষদগণকে সত্ত্বপ্রভব দেবগণ, এবং রজ-স্তমঃপ্রভব অসুরগণ পূজা করিয়া থাকেন। অর্থাৎ সেই সকল দেব অসুর হইতে তাঁহারা পূজ্যতম, যে হেতু তাঁহারা সকলেই গুণাতীত, অতএব সকলেরই পূজনীয় ইতি ভাবার্থ ॥ ৭০ ॥

সেই ভগবৎপার্ষদসকলের রূপ কহিতেছেন, দ্বিতীয়

উজ্জ্বলাশ্চ তে। পীতবস্ত্রাঃ সুপেশসোঽতিসুকুমারাঃ উদ্রিষন্ত ইব প্রভাবন্তো মণিপ্রবেকা মণ্যুত্তমা যেষু তানি নিষ্কাণি পদকান্যাভরণানি যেষাং তে সুবর্চ্চসস্তজস্বিনঃ ॥ ৭১ ॥

প্রবালেতি। কেঽপি তেভ্যঃ শ্রীভগবৎসারূপ্যং লব্ধবদ্ভ্যো ঽন্যে প্রবালাদিসমবর্ণাঃ। পুনরপি লোকং বর্ণয়তি ভ্রাজিষ্ণুভিরিতি। শ্রীর্যত্রেতি শ্রীঃ স্বরূপশক্তিঃ রূপিণী তৎপ্রেয়সীরূপা মানং পূজাং বিভূতিভিঃ স্বসখীরূপাভিঃ। প্রেঙ্খ আন্দোলনং শ্রিতা বিলাসেন। কুসুমাকরো বসন্ত-

স্কন্ধে ৯ অধ্যায়ের "শ্যামাবদাতাঃ" এই ১১ শ্লোকের তাৎপর্য্য যথা ॥

তাঁহারা উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, পীতবসন পরিধান, অতি সুকুমার অত্যন্ত প্রভাশালী, উত্তম উত্তম মণিযুক্ত পদকে দেদীপ্যমান এবং সকলেই তেজস্বী ॥ ৭১ ॥

"প্রবালেতি" যাঁহারা ভগবৎসারূপ্য লাভ করিয়াছেন তাঁহাদিগের হইতে অন্যান্য বৈকুণ্ঠস্থ ব্যক্তিগণের বর্ণ প্রবাল, বৈদুর্য্য ও মৃণালের তুল্য ॥

পুনরায় বৈকুণ্ঠ বর্ণন করিতেছেন ॥

"শ্রীর্যত্রেতি" যে স্থলে স্বরূপশক্তিস্বরূপা ভগবৎ প্রেয়সী লক্ষ্মী স্বীয় সখীগণের সহিত ভগবানের পূজা করিতেছেন, কিন্তু বসন্তের অনুচর ভ্রমর সকল নানা প্রকারে গুণগান করাতে ঐ লক্ষ্মীকে যেন ক্রীড়া নিবন্ধন আন্দোলন আশ্রয়

স্তদনুগা ভ্রমরাৈস্তর্ব্বিবিধং গীয়মানা। স্বয়ং প্রিয়স্য হরেঃ কর্ম্ম গায়ন্তী ভবতি ॥ ৭২ ॥

দদর্শেতি তত্র লোক ইতি প্রাক্তনানাং যচ্ছব্দানাং বিশেষ্যং অখিলসাত্বতাং সর্ব্বেষাং সাত্বতানাং যাদববীরাণাং পতিং শ্রিয়ঃপতির্যজ্ঞপতিঃ প্রজাপতির্ধিয়াংপতির্লোকপতি-র্ধরাপতিঃ। পতি র্গতি শ্চান্ধক বৃষ্ণি সাত্বতাং প্রসী-দতাং মে ভগবান্ সতাংপতিরিত্যেতদ্বাক্যসম্বাদিত্বাৎ। শ্রীভাগবতমতে শ্রীকৃষ্ণস্যৈব স্বয়ং ভগবত্ত্বেন প্রতি পাদ-

করিতে হইয়াছে, পরন্তু তিনি স্বয়ং আত্মপ্রিয় হরির কীর্ত্তি গানকরণে ক্ষণকালের জন্যও ক্ষান্তা নহেন ॥ ৭২ ॥

"দদর্শেতি" তত্র এই শব্দে সেই বৈকুণ্ঠলোকে, পূর্ব্বে যে সকল যৎ শব্দ হইয়াছে, তত্র শব্দ সেই সকল শব্দের বিশেষ্য। অখিল সাত্বতসকলের অর্থাৎ সমস্ত যাদববীর-দিগের পতি ॥

দ্বিতীয় স্কন্ধের ৪ অধ্যায়ে ১৯ শ্লোকে পরীক্ষিতের প্রতি শুকদেব কহিয়াছেন, তিনি লক্ষ্মীর পতি, যজ্ঞপতি, প্রজাপতি বুদ্ধির পতি, লোকের পতি, পৃথিবীর পতি, তথা অন্ধক, বৃষ্ণি ও সাত্বতগণে সকল আপদসময়ে রক্ষক এবং পতি। আর তিনি সাধুদিগের পতি, সেই ভগবান্ আমার প্রতি পসন্ন হউন। এই বাক্যের সম্বাদিত্বহেতু শ্রীভাগবতমতে শ্রীকৃষ্ণেরই স্বয়ং ভগবত্ত্বরূপে প্রতিপন্ন হইবে এইহেতু। অপর

য়িষ্যগাণত্বাৎ। যচ্চৈতদনন্তরং ব্রহ্মণে চতুঃশ্লোকীরূপং ভাগবতং শ্রীভগবতোপদিষ্টং তত্রৈচ।

পুরা ময়া প্রোক্তমজায় নাভ্যে
পদ্মে নিষণ্ণায় মমাদিসর্গে।
জ্ঞানং পরং মন্মহিমাবভাসং
যং শূরয়ো ভাগবতং বদন্তি॥

ইতি তৃতীয়ে উদ্ধবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যানুসারেণ॥ ৭৩॥

যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং
যো বিদ্যাস্তস্মৈ গাপয়তি স্ম কৃষ্ণঃ।

ইহার পরে দ্বিতীয়স্কন্ধের ৯ অধ্যায়ে ২৯ হইতে ৪ শ্লোকে শ্রীভগবান্ ব্রহ্মাকে ভাগবত উপদেশ করিয়াছেন।

তৎপরে ৩ স্কন্ধের ৪ অধ্যায়ে ১৩ শ্লোকে উদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ কহিয়াছেন, হে উদ্ধব! পূর্ব্বে পাদ্মকল্পে সৃষ্টির উপক্রমসময়ে আমি আপনার নাভিপদ্মে অবস্থিত ব্রহ্মাকে আত্মমহিমপ্রকাশক পরমজ্ঞান কহিয়াছিলাম, জ্ঞানিগণ তাঁহাকেই ভাগবত বলিয়া থাকেন। এই বাক্যানুসারে সাত্বতপতি শব্দে যদুদিগের পতি শ্রীকৃষ্ণ॥ ৭৩॥

যে পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ সৃষ্টি কালে ব্রহ্মাকে রচনা করিয়াছেন এবং তদর্থ হয়গ্রীব ও মৎস্য-মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক প্রলয় পয়োধিজল হইতে গোপাল বিদ্যারূপ বেদগণকে রক্ষা করত তাঁহাকে উপদেশ করিয়াছেন, সেই আত্ম বুদ্ধি প্রকাশক

তং হ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং

মমুক্ষুর্ব্বৈ শরণমমুং ব্রজেদিতি।

শ্রীগোপালতাপন্যনুসারেণ চ তস্মৈ বোপদেষ্টৃত্বশ্রুতেঃ। তদুহোবাচ ব্রাহ্মণোঽসাবনবরতং মে ধ্যাতঃ স্তুতঃ পরার্দ্ধান্তে সোঽবুধ্যত গোপবেশো মে পুরস্তাদাবিবভূবেতি শ্রীগোপালতাপন্যনুসারেণৈব কচিৎ কল্পে শ্রীগোপালরূপেণচ সৃষ্ট্যাদাবিত্থমেব ব্রহ্মণে দর্শিতনিজরূপত্বাৎ তদ্ধাম্নো মহাবৈকুণ্ঠত্বেন শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে সাধয়িষ্যমাণত্বাচ্চ দ্বারকায়াং

দেবকে মোক্ষার্থী হইয়া আশ্রয় করিবেক, গোপালতাপনীর অনুসারেও সেই শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাকে কহিয়াছেন এই শ্রুতি আছে।

"তদুহোবাচ ব্রহ্মসবনং চরতো মে ধ্যাতঃ স্তুতঃ পরার্দ্ধান্তে সোঽবুধ্যত গোপবেশো মে পুরুষঃ পুরস্তাদাবির্বভূব"॥

ব্রহ্মা সনকাদিকে কহিলেন পুত্রগণ! এই যে আমি বর্ত্তমান আছি, আমার পূর্ব্ব পরার্দ্ধকাল আমা কর্ত্তৃক পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ ধ্যাত ও স্তুত হয়েন, পরে ব্রাহ্মী নিশার অবসান হইলে সেই গোপবেশ পুরুষ যোগনিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া আমার অগ্রে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

এই গোপালতাপনীর অনুসারেও কোন কল্পে শ্রীগোপাল রূপে সৃষ্ট্যাদি বিষয়ে ব্রহ্মাকে নিজরূপ দর্শন করাইয়াছিনে এই হেতু সাত্বতপতি শব্দে যদুবীরদিগের পতি শ্রীকৃষ্ণ॥ সেই শ্রীকৃষ্ণের ধাম মহাবৈকুণ্ঠ, ইহা কৃষ্ণসন্দর্ভে স্থাপন

প্রাকট্যাবসরে শ্রীতস্য নন্দনন্দাদিসাহচর্য্যেণ শ্রীপ্রবলাদয়োঽপি জ্ঞেয়াঃ।

যথোক্তং প্রথমে ॥

সুনন্দনন্দশীর্ষণ্যা যে চান্যে সাত্বতর্ষভা ইতি ॥ ৭৪ ॥

ভৃত্যপ্রসাদেতি দৃগেবাসব ইব দ্রষ্টৄণাং মদকরী যস্য তং। শ্রিয়া বক্ষোবামভাগে স্বর্ণরেখাকারয়া। অধ্যার্হণীয়েতি চতস্রঃ শক্তয়ো ধর্ম্মাদ্যাঃ। পাদ্মোত্তরখণ্ডে যোগপীঠে ত এব কথিতাঃ। ন বহিরঙ্গা অধর্ম্মাদ্যা ইতি। তথাহি।

করিব। দ্বারকায় প্রকটলীলা কালীন শ্রীনন্দাদির সাহচর্য্য হেতু প্রবল প্রভৃতিকেও জানিতে হইবে ॥

এই বিষয় প্রথম স্কন্ধের ১৪ অধ্যায়ে ৩০ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যথা।

সুনন্দ নন্দ প্রভৃতি যে কেহ সাত্বত শ্রেষ্ঠ, ইহাঁরা ত সকলে কুশলে আছেন ? ॥ ৭৪ ॥

"ভৃত্য প্রসাদেতি" দ্বিতীয় স্কন্ধের ৯ অধ্যায়ের ১৬ শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে। তাঁহার দৃষ্টি যেন দ্রষ্টাদিগের আসব তুল্য হর্ষকারী দেখাইতেছে এবং বক্ষঃস্থলের বামভাগে স্বর্ণরেখা রূপ লক্ষ্মী দ্বারা অলঙ্কৃত ॥

"অধ্যার্হণীয়েতি" ২ স্কন্ধের ১৭ শ্লোকের তাৎপর্য্য। ধর্ম্মাদি চারিটী শক্তি। পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে যোগপীঠে ঐ চারিটীই কথিত হইয়াছে, অধর্ম্মাদি বহিরঙ্গ কথিত হয় নাই ॥

উক্ত বিষয়ের প্রমাণ যথা ॥

ধর্ম্মজ্ঞানতথৈশ্বর্য্যবৈরাগ্যৈঃ পাদবিগ্রহৈঃ। ঋগ্‌যজুঃ সামথর্ব্বাণরূপৈর্নিত্যং বৃতং ক্রমাদিতি। সমস্তান্তস্তথা শব্দপ্রয়োগস্ত্বার্ষঃ। ষোড়শশক্তয়শ্চণ্ডাদ্যাঃ ॥ ৭৫ ॥

তথাচ তত্রৈব ॥
চণ্ডাদিদ্বারপালৈস্তু কুমুদাদ্যৈঃ সুরক্ষিতেতি। নগরীতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ। তেচ—
চণ্ডপ্রচণ্ডৌ প্রাগ্‌দ্বারে যাম্যে ভদ্রসুভদ্রকৌ।
বারুণ্যাং জয়বিজয়ৌ সৌম্যে ধাতৃবিধাতরৌ।
কুমুদঃ কুমুদাক্ষশ্চ পুণ্ডরীকোঽথ বামনঃ।
শঙ্কুকর্ণঃ সর্ব্বনেত্রঃ সুমুখঃ সুপ্রতিষ্ঠিতঃ।
এতে দিক্‌পতয়ঃ প্রোক্তাঃ পুর্য্যামত্র সুশোভনে ইতি ॥

ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব রূপ পাদ বিগ্রহ, ধর্ম্ম, জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য এবং বৈরাগ্যদ্বারা ক্রমান্বয়ে নিত্য আবৃত। "ধর্ম্মজ্ঞান-তথৈশ্বর্য্য" এইস্থলে সমাসান্ত তথাশব্দের প্রয়োগ আর্ষ। চণ্ডাদি ষোড়শ শক্তি ॥ ৭৫ ॥

ঐ পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে ॥

চণ্ডাদি দ্বারপাল ও কুমুদাদি দিক্‌পাল দ্বারা ঐ বৈকুণ্ঠ-পুরী সুন্দররূপে রক্ষিত হইয়া রহিয়াছে।

ঐ সকল দ্বারপালদিগের মধ্যে পূর্ব্ব দ্বারে চণ্ড, প্রচণ্ড, দক্ষিণ দ্বারে ভদ্র সুভদ্র, পশ্চিম দ্বারে জয় বিজয় এবং উত্তর দ্বারে ধাতা ও বিধাতা দ্বারপাল অবস্থিত।

অপিচ কুমুদ, কুমুদাখ্য, পুণ্ডরীক, বামন, শঙ্কুকর্ণ, সর্ব্ব-নেত্র, সুমুখ ও সুপ্রতিষ্ঠিত, এই আট জন ঐ মনোহর বৈকুণ্ঠ-

কুমুদাদয়স্তু দ্বৌ দ্বাবাগ্নেয়াদিদিক্‌পতয় ইতি শেষঃ ॥ ৭৬ ॥
পঞ্চশক্তয়ঃ কূর্ম্মাদ্যাঃ ॥
তথাচ তত্রৈব।
কূর্ম্মশ্চ নাগরাজশ্চ বৈনতেয়স্ত্রয়ীশ্বরঃ।
ছন্দাংসি সর্ব্বমন্ত্রাশ্চ পীঠরূপত্বমাস্থিতা ইতি ॥
ত্রয়ীশ্বর ইতি বৈনতেয়বিশেষণং। তস্য ছন্দোময়ত্বাৎ। যদ্যপ্যুত্তরখণ্ডবচনং তৎ পরমব্যোমপরং তথাপি তৎসাদৃশ্যাগমাগমাদিপ্রসিদ্ধেশ্চ। শ্রীকৃষ্ণযোগপীঠমপিচ তদ্বজ্‌জ্ঞেয়ং। অত্র ষোড়শ শক্তয়ঃ সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণে এব শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে পুরস্তাদুদাহরিষ্যমাণ প্রভাসখণ্ডবচনাৎ

পুরীর দিক্‌পাল। অর্থাৎ কুমুদাদি দুইটী করিয়া অগ্নি কোণাদির দিক্‌পতি হইয়াছেন ॥ ৭৬ ॥

ঐ পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে ॥

কূর্ম্ম, নাগরাজ, দেবাধীশ্বর গরুড়, ছন্দ ও মন্ত্র সকল পীঠরূপে অবস্থিত। ত্রয়ীশ্বর এই পদটী গরুড়ের বিশেষণ, যে হেতু তিনি ছন্দোময়।

যদিচ পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডের বচন ঐ পরব্যোম অর্থাৎ বৈকুণ্ঠপর, তথাপি তৎসাদৃশ্য আগমাদিপ্রসিদ্ধ হেতু শ্রীকৃষ্ণের যোগপীঠকেও সেই রূপ জানিতে হইবে। এস্থলে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণেরই ষোলটী শক্তি, পরে কৃষ্ণসন্দর্ভে প্রভাসখণ্ডের যে বচন উদাহরণ দেওয়া হইবে সেই বচন প্রযুক্ত শ্রুতা,

শ্রুতালম্বিন্যাদয় এব বা জ্ঞেয়া ইতি ॥ ৭৭ ॥

স্বৈঃ স্বরূপভূতৈরৈশ্বর্য্যাদিভির্যুক্তং। ইতরত্র যোগিষু অধ্রুবৈঃ আগন্তুকনশ্বরৈঃ। তৎপ্রসাদাদেব কদাচিত্তদাভাসরূপতয়ৈব প্রাপ্তেরিত্যর্থঃ। স্বস্বরূপ এব ধামনি শ্রীবৈকুণ্ঠে রমমাণং অতএবেশ্বরং। কথমপি পরাধীনসিদ্ধত্বাভাবাৎ ॥ ৭৮ ॥

তদ্দর্শনেতি। যৎ পদাম্বুজং পারমহংস্যেন পথাধিগম্যত ইতি সচ্চিদানন্দঘনত্বং তস্য ব্যনক্তি। তং প্রীয়মাণমিতি তং ব্রহ্মাণং ভগবান্ বভাষে। প্রজাবিসর্গে কার্য্যে নিজস্য

আলম্বিনী প্রভৃতি শক্তি সকলকেও জানিতে হইবেক ॥ ৭৭ ॥

পূর্ব্বোক্ত দ্বিতীয় স্কন্ধের ৯ অধ্যায়ের ১৭ শ্লোকে।

স্বৈঃ পদের অর্থ স্বরূপভূত ঐশ্বর্য্যসমূহে যুক্ত, ইতরত্র যোগি সকবে অধ্রুব অর্থাৎ আগন্তুক নশ্বর ঐশ্বর্য্যসকলে সম্পন্ন অর্থাৎ ভগবানের অনুগ্রহাধীনই কখন তাহা আভাস রূপে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। "স্ব এব ধামন্" ইহার অর্থ এই যে স্বীয় স্বরূপভূত বৈকুণ্ঠধামেই রমমাণ। অতএব তিনি ঈশ্বর, কোন ক্রমেই পরাধীন হয়েন না ॥ ৭৮ ॥

"তদ্দর্শনেতি" ২ স্কন্ধের ৯ অধ্যায়ের ১৮ শ্লোকে। যাঁহার চরণাম্বুজে পারমহংস্য পথদ্বারা গম্য হয়, এতদ্দারা তাঁহার সচ্চিদানন্দঘনত্ব প্রকাশ করিলেন ॥

"তং প্রীয়মাণমিতি" ঐ স্কন্ধের ৯ অধ্যায়ের ১৮ শ্লোকে। প্রজাসৃষ্টি কার্য্যে নিজের অংশস্বরূপ পুরুষের শাসনযোগ্য

স্বাংশভূতস্য পুরুষস্য শাসনেঽর্হণং যোগ্যং।

নম্বসৌ পুরুষ এব তমনুগৃহ্লাতু শ্রীভগবতস্তু পরাবস্থাত্বাত্তেন প্রাকৃতসৃষ্টিকর্ত্রা সংবন্ধোঽপি ন সম্বন্ধ ইত্যাশঙ্ক্য তস্য ভক্তবাৎসল্যাতিশয় এবায়মিত্যাহ। প্রিয়ং তস্মিন্ প্রেমবন্তং। যতঃ সোঽপি প্রিয়ঃ প্রেমবশঃ। তত্রাপি প্রীয়মাণমিতি প্রীতমনা ইতিচ বিশেষণং তদানীং প্রেমোল্লাসাতিশয়দ্যোতকং। তং প্রতি ভগবচ্চিহ্নদর্শনেন তস্যাপি তত্র প্রীত্যতিশয়ং ব্যঞ্জয়তি ঈষৎস্মিতরোচিষা গিরেতি করে স্পৃনম্নিতিচ। অস্য শ্রীকৃষ্ণোপাসকত্বং শ্রীগোপাল-

ব্রহ্মাকে কহিলেন। অহে! যদি বল, ঐ অংশস্বরূপ পুরুষই ব্রহ্মাকে অনুগ্রহ করুন, শ্রীভগবান্ নির্গুণ তুরীয় পদার্থ, একারণ প্রাকৃত সৃষ্টিকর্ত্তার সহিত তাঁহার যে সম্বন্ধ তাহা সম্বন্ধ নয়, এই আশঙ্কায়, ইহা তাঁহার ভক্তবাৎসল্যের আতিশয্য মাত্র, এই বিষয়ে বলিতেছেন "প্রিয়ং" অর্থাৎ ঐ ব্রহ্মার প্রতি অতিশয় প্রেমবান্, যে হেতু তিনিও প্রিয়, অর্থাৎ প্রেমের অধীন। তাহাতেও প্রীয়মাণ এবং প্রীতমনা এই দুইটী বিশেষণ তৎ কালীন প্রেমের অতিশয় উল্লাস প্রকাশ করিতেছে। ব্রহ্মার প্রতি ভগবানের প্রীতিচিহ্ন দর্শনে, ব্রহ্মারও ভগবানের প্রতি অতিশয় প্রীতি প্রকাশ পাইয়াছিল, ইষৎ হাস্য বশতঃ শোভাশালি বাক্য দ্বারা তথা হস্তদ্বারা হস্তস্পর্শ করিয়া এই দুই পদে বোধ করাইতেছে॥

অপর শ্রীগোপালতাপনীর বাক্যে প্রদর্শিত হইয়াছে, এই

তাপনী বাক্যেন দর্শিতং ॥ ৭৯ ॥

তথাচ ব্রহ্মসংহিতায়াং ॥

তত্র ব্রহ্মা ভবদ্ভূয়শ্চতুর্ব্বেদী চতুর্মুখঃ।
স জতো ভগবচ্ছক্ত্যা তৎকালং কিল চোদিতঃ।
সিসৃক্ষায়াং মতিঞ্চক্রে পূর্ব্বসংস্কারসংস্কৃতাং।
দদর্শ কেবলং ধ্বান্তং নানাৎ কিমপি সর্ব্বতঃ।
উবাচ পুরতস্তস্মৈ তস্য দিব্যা সরস্বতী।
কামঃ কৃষ্ণায় গোবিন্দ ঙে গোপীজন ইত্যপি।

ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের উপাসক ছিলেন ॥ ৭৯ ॥

ঐ প্রকার ব্রহ্মসংহিতাতেও বর্ণিত আছে ॥

ভগবানের নাভি হইতে যে পদ্ম উৎপন্ন হইল তাহাতে চতুর্ব্বেদ স্বরূপ চতূর্ম্মুখবিশিষ্ট ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তিনি জন্মগ্রহণ করত তখন ভগবৎ-শক্তি দ্বারা প্রেরিত হইয়া পূর্ব্বে যে সৃষ্টি করিয়াছিলেন সেই সংস্কারদ্বারা সংস্কৃতা অর্থাৎ অভ্যাসপ্রাপ্ত সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু তৎ কালে কেবল অন্ধকারময় জগৎ ব্যতীত আর কিছুমাত্র দেখিতে পান নাই।

ব্রহ্মাকে চিন্তিতমনা অবলোকন করিয়া ভগবান্ পরম-পুরুষ দৈববাণীতে তাঁহাকে তাহার পূর্ব্বোপাস্য উপাসনীয় মন্ত্ররাজ উপদেশ করিলেন। ভো ব্রহ্মন্! "আমি তোমার প্রতি কৃপা করিয়া তোমার পূর্ব্বারাধিত মন্ত্র স্মরণ করা-ইতেছি, "কামবীজপূর্ব্বক কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজন-

বল্লভায় প্রিয়াবহ্নেরয়ং তে দাস্যতি প্রিয়ং।
তপ ত্বং তপ এতেন তব সিদ্ধির্ভবিষ্যতি।
অথ তেপে স সুচিরং প্রীণন্ গোবিন্দমব্যয়মিত্যাদি ॥ ২ ॥৯
শ্রীশুকঃ ॥ ৮০ ॥

অথ সা ভগবত্তাচ নারোপিতা কিন্তু স্বরূপভূতৈবেত্যে-তমর্থং পুনর্বিশেষতঃ স্থাপয়িতুং প্রকরণান্তরমারভ্যতে। তত্র বস্তুনস্তস্য শক্তিত্বমাহ।

বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্ত্বিত্যস্য বিশেষণাভ্যামেব শিবদং

বল্লভায় বহ্নিজায়ান্ত অর্থাৎ "ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজন-বল্লভায় স্বাহা" এই অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র উপাসনা কর, ইনি তোমার প্রিয় বিধান করিবেন ॥

পরম আকাশসম্ভূত বাকে ভগবান্ ব্রহ্মাকে এই উপদেশ করিলেন যে, তুমি তপস্যা কর, তোমার অভিলাষিত ফলসিদ্ধি হইবে। আকাশবাণী শ্রবণানন্তর জগদ্বিধাতা সৃষ্টিকার্য্য সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত স্বীয় আসন পদ্মোপরিপউবিষ্ট হইয়া একান্ত ভাবে বহু কাল ব্যাপিয়া তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলেন ॥৮০

অনন্তর এই ভগবত্ত্ব আরোপিত নহে, ইহা স্বরূপভূত, অতএব পুনরায় বিশেষ করিয়া এই মত স্থাপন করিবার নিমিত্ত অন্য প্রকরণ আরম্ভ করিতেছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের ১ স্কন্ধে ১ অধ্যায়ে ২ শ্লোকে
শ্রীব্যাসবাক্য যথা ॥

"বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু" ইহার শিবদ ও তাপত্রয়োন্মূলন

তাপত্রয়োন্মূলনমিতি ॥ ৮ ॥

শিবং পরমানন্দঃ তদ্দানং স্বরূপশক্ত্যা। তাপত্রয়ং মায়াশক্তিকার্য্যং তদুন্মূলনং চ তয়ৈবেত ।১।১ শ্রীব্যাসঃ ॥৮১॥

তেচ মায়াশক্তিস্বরূপশক্তী পরস্পরবিরুদ্ধে তথা তয়োর্বৃত্তয়শ্চ স্বস্বগণ এব পরস্পরবিরুদ্ধা অপি বহ্ব্যঃ। তথাপি তাসামেকং নিধানং তদেবেত্যাহ।

যচ্ছক্তয়ো বদতাং বাদিনাং বৈ
বিবাদসম্বাদভূবো ভবন্তি।

এই দুই বিশেষণদ্বারা এস্থলে সেই বস্তুর শক্তিত্ব কহিয়াছেন ॥ ৮ ॥

শিব শব্দের অর্থ পরম আনন্দ স্বরূপশক্তি দ্বারা তাহাই দান করেন। তাপত্রয় শব্দের অর্থ মায়াশক্তির কার্য্য, ঐ স্বরূপশক্তি দ্বারাই উন্মূলন করেন ॥ ৮১ ॥

সেই মায়াশক্তি ও স্বরূপশক্তি পরস্পরবিরুদ্ধ, তথা ঐ দুইয়ের বৃত্তিসবলও পরস্পর বিরুদ্ধ হইয়াও স্বীয় স্বীয় গণে বহু হইলেও, তথাপি তাহাদের একমাত্র সেই ভগবান্ই আশ্রয়, এই বিষয় কহিতেছেন ॥

৬ স্কন্ধের ৪ অধ্যায়ে ২৬ শ্লোকে শ্রীপুরুষোত্তমের প্রতি দক্ষের স্তুতি যথা ॥

যাঁহার মায়া ও বিদ্যাদি শক্তিসকল বিবাদকারি বাদিদিগের নিকট কখন বিবাদের কখন বা সম্বাদের স্থান হইয়া

×

কুর্ব্বন্তি চৈষাং মুহুরাত্মমোহং
তস্মৈ নমোঽনন্তগুণায় ভূম্নে ॥ ৯ ॥
স্পষ্টং ॥ ৬। ৪ ॥ দক্ষঃ শ্রীপুরুষোত্তমং ॥ ৮২ ॥
তথা ॥
যস্মিন্ বিরুদ্ধগতয়ো হ্যনিশং পতন্তি
বিদ্যাদয়ো বিবিধশক্তয় আনুপূর্ব্ব্যা।
তদ্ব্রহ্ম বিশ্বভবমেকমনন্তমাদ্য-
মানন্দমাত্রমবিকারমহং প্রপদ্যে ॥ ১০ ॥
আনুপূর্ব্ব্যা স্ববর্গে উত্তমমধ্যমকনিষ্ঠভাবেন বর্ত্তমানা বিবিধশক্তয়ঃ প্রায়ঃ পরস্পরং বিরুদ্ধগতয়োঽপি

থাকে এবং সেই সকল বাদিদিগের আত্মাতে মুহুর্মুহুঃ মোদ উপস্থিত করিয়া দেয়, সেই অনন্ত গুণে অলঙ্কৃত পরমপুরুষ ভগবান্‌কে আমি নমস্কার করি ॥ ৯ ॥ ৮২ ॥

উক্ত রূপ ৪ স্কন্ধে ৯ অধ্যায়ে ১৬ শ্লোকে ভগবান্ পৃশ্নি-গর্ব্ভের প্রতি ধ্রুবের বাক্য যথা ॥

অহো! যাহাদের গতি পরস্পর বিরুদ্ধ এবং যাহাদের শক্তি বিবিধ প্রকার, সেই সকল বিদ্যাদি নিরন্তর যথাক্রমে যাঁহা হইতে উদ্ভাবিত হইতেছে, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই এই বিশ্বের উৎপাদক, তিনি অখণ্ড, অনাদি, অবিকার এবং আনন্দ-মাত্র, অদ্য আমি তাঁহার শরণাপন্ন হইলাম ॥ ১০ ॥

তাৎপর্য্য। উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ ভাব দ্বারা স্বীয় বর্গে আনুপূর্ব্বিক বিবিধ শক্তি সকল প্রায় পরস্পর বিরুদ্ধ গতি

যস্মিন্ যদাশ্রিত্য অনিশং পতন্তি স্বস্বব্যাপারং কুর্ব্বন্তি ॥ ৪ ॥ ৯ ॥ ধ্রুবঃ শ্রীপৃশ্নিগর্ভং ॥

তথা ॥

সর্গাদি যোঽস্যানুরুণদ্ধি শক্তিভি-
র্দ্রব্যক্রিয়াকারকচেতনাত্মভিঃ।
তস্মৈ সমুন্নদ্ধবিরুদ্ধশক্তয়ে
নমঃ পরস্মৈ পুরুষায় বেধসে ॥ ১১ ॥

অনুরুণদ্ধি করোতি ॥ ৪ ॥ ১৭ ॥ শ্রীমৈত্রেয়ো বিদুরং ॥ তাসামচিন্ত্যত্বমাহ। আত্মেশ্বরোঽতর্ক্যসহস্রশক্তিরিতি ॥

হইয়াও যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া নিরন্তর পতিত হইতেছে অর্থাৎ স্ব স্ব ব্যাপার করিতেছে ॥

উক্ত প্রকার ৪ স্কন্ধে ১৭ অধ্যায়ে ২৮ শ্লোকে মৈত্রেয় ঋষি বিদুরকে পৃথুর প্রতি পৃথিবীর বাক্য কহিয়াছেন যথা ॥

আপনার শক্তিস্বরূপ যে সকল মহাভূত, ইন্দ্রিয়, দেবতা, বুদ্ধি, অহঙ্কার ইত্যাদি দ্বারা এই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি লয় করিতেছেন, আপনি সেই পুরুষ, আপনকার শক্তি অচিন্ত্য, আমি কেবল আপনাকে নমস্কার করি ॥ ১১ ॥

এই শ্লোকে রুণদ্ধি ক্রিয়ার করিতেছেন এইঅর্থ ॥

ঐ সকল শক্তির অচিন্ত্যত্ব কহিতেছেন।

৩ স্কন্ধের ৩৩ অধ্যায়ে ৩ শ্লোকে কপিলদেবের প্রতি শ্রীদেবহূতির বাক্য যথা।

তুমি জীবসকলের ঈশ্বর, তোমার সহস্র শক্তি, তৎ

১২ ॥ স্পষ্টং ॥

উক্তং চাচিন্ত্যত্বং শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাদিত্যাদৌ।

আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হীত্যাদৌ চ ॥ ৩ ॥ ৩৩ ॥ ৮৩ ॥

শ্রীদেবহূতিঃ কপিলদেবং।

শক্তিস্তৎস্বাভাবিকরূপত্বমাহ।

সত্ত্বং রজস্তম ইতি ত্রিবিদেকমাদৌ

সূত্রং মহানহমিতি প্রবদন্তি জীবং।

সমুদায় তর্কের গোচর হয় না ॥ ১২ ॥

ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রথমপাদে "শ্রুতেস্তু শব্দ মূলত্বাৎ" এই অষ্টাবিংশতি সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে, সগুণ নির্গুণত্বাদি শ্রুতির অর্থাৎ শ্রবণের বেদোক্ত শব্দই মূল। তথা "আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি" এই উনবিংশ সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে পরমাত্মার শক্তি সকল বিচিত্র, জীবের তদ্রূপ নহে, এই দুই সূত্রে ভগবৎ শক্তি সকলের অচিন্ত্যত্ব কথিত হই-য়াছে ॥ ৮৩ ॥

শক্তির এবং ভগবানের স্বাভাবিক রূপ বলিতেছেন ॥

১১ স্কন্ধের ৩ অধ্যায়ে ৩৮ শ্লোকে নিমিরাজের প্রতি পিপ্পলায়নের বাক্য যথা ॥

৩৭ শ্লোকের তাৎপর্য্যে এরূপ অনুভব হইতেছে যে, প্রমাণের অবিষয় প্রযুক্ত ব্রহ্ম নাই এই রূপ প্রসক্তি হইল, অতএব সমাধান পূর্ব্বক কহিলেন, রাজন্! সৃষ্টির পূর্ব্বে এক-মাত্র ব্রহ্ম, সত্ব রজ স্তম এই ত্রিগুণাত্মক প্রধান রূপে উক্ত

জ্ঞানক্রিয়ার্থফলরূপতয়োরুশক্তি-
ব্রহ্মৈব ভাতি সদসচ্চ তয়োঃ পরং যৎ ॥ ১৩ ॥
ব্রহ্মৈব উরুশক্তি অনেকাত্মকশক্তিমদ্ভাতি এব কারেণ ব্রহ্মণ এবসা শক্তির্ন তু কল্পিতেতি স্বাভাবিকরূপত্বং শক্তের্বোধয়তি ॥

তত্র হেতুঃ যৎ ব্রহ্ম সৎ স্থূলং কার্য্যং পৃথিব্যাদিরূপং। অসৎ সূক্ষ্মং কারণং প্রকৃত্যাদিরূপং। তয়োর্বহিরঙ্গ-বৈভবয়োঃ পরং স্বরূপবৈভবং শ্রীবৈকুণ্ঠাদি রূপং। তটস্থবৈভবং শুদ্ধজীবরূপঞ্চ। অন্যথা তত্তদ্ভাবাসিদ্ধিঃ।

হয়েন, পরে তিনি জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তি দ্বারা মহান্ বলিয়া উক্ত হয়েন, তৎপরে অহঙ্কারাত্মক জীব রূপে কথিত হয়েন, যে হেতু সেই উরুশক্তি ব্রহ্মই কার্য্য কারণ এবং তদুভয়েরও কারণ হয়েন ॥ ১৩ ॥

তাৎপর্য্য। ব্রহ্মই উরুশক্তি অর্থাৎ অনেকাত্মক শক্তি-বিশিষ্ট হইয়া প্রকাশ পাইতেছেন। এব শব্দ প্রয়োগদ্বারা ব্রহ্মেরই সেই শক্তি, উহা কল্পিত নহে। এতদ্দ্বারা শক্তির স্বাভাবিকরূপত্ব বোধ করাইতেছে। তদ্বিষয়ে হেতু এই যে। যে ব্রহ্ম, সৎ অর্থাৎ স্থূল পৃথিবী প্রভৃতি কার্য্যরূপ। এবং অসৎ অর্থাৎ সূক্ষ্ম প্রকৃতি প্রভৃতি কারণরূপ, এই দুই বহি-রঙ্গ বৈভবের পর অর্থাৎ স্বরূপবৈভব শ্রীবৈকুণ্ঠাদি রূপ। তথা তটস্থ বৈভব শুদ্ধ জীবরূপও হয়েন। তাহা না হইলে অর্থাৎ ঐ সকল ব্রহ্ম না হইলে সেই সেই ভাবের সিদ্ধি হইত না। যদি বল সেই সেই ভাবের রূপ কি? এই প্রশ্নে

কিংরূপতয়া কত্তদ্রূপং তত্রাহ জ্ঞানক্রিয়ার্থফলরূপ তয়া। মহদাদিলক্ষণজ্ঞানশক্তিরূপত্বেন সূত্রাদিলক্ষণ-ক্রিয়াশক্তিরূপত্বেন তন্মাত্রাদিলক্ষণার্থরূপত্বেন। প্রকৃতি-লক্ষণতত্তৎসর্ব্বৈক্যরূপত্বেন তয়োঃ পরং। তত্র ফলং পুরুষার্থস্বরূপং সবৈভবং ভগবদাখ্যং চিদ্বস্তু। তদনুগত-ত্বাচ্ছুদ্ধজীবাখ্যং চিদ্বস্তু চ। এতেন জ্ঞানক্রিয়াদিরূপে-ণোরুশক্তিত্বং ব্যঞ্জিতং ॥ ৮৪ ॥

শক্তেঃ স্বাভাবিকস্বরূপত্বং সপ্রমাণং স্পষ্টয়তি।

আদৌ যদেকং ব্রহ্ম তদেব সত্ত্বং রজস্তম ইতি ত্রিবিৎ

কহিতেছেন, জ্ঞান, ক্রিয়া, অর্থ ও ফলরূপ দ্বারা অর্থাৎ মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি জ্ঞানশক্তি দ্বারা সূত্রাদিরূপ ক্রিয়াশক্তি দ্বারা, তন্মাত্রাদি অর্থাৎ রূপ রস গন্ধ প্রভৃতি অর্থরূপ দ্বারা, প্রকৃতি রূপ সেই সেই মহদাদি সকলের ঐক্যরূপ দ্বারা এবং সৎ অসৎ স্বরূপ,ফলরূপ দ্বারা সেই ব্রহ্ম ঐ দুই স্থূল সূক্ষ্মের পর ॥

তন্মধ্যে পুরুষার্থস্বরূপ, সবৈভব ভগবন্নামক চৈতন্যবস্তু এবং তাঁহার অনুগত প্রযুক্ত শুদ্ধ জীবনামক চৈতন্য বস্তু এই দুইকে ফল বলাযায়। এই জ্ঞান ক্রিয়াদিরূপ দ্বারা ব্রহ্মের বহু শক্তিত্ব প্রকাশ হইল ॥ ৮৪ ॥

শক্তির স্বাভাবিক স্বরূপত্ব প্রমাণ দ্বারা স্পষ্ট করিছেন ॥

আদিতে যে এক ব্রহ্ম, তিনিই সত্ব রজ স্তমঃ এই ত্রিগুণ স্বরূপ প্রধান। তৎপরে ক্রিয়াশক্তি দ্বারা সূত্র এবং জ্ঞান

প্রধানং। ততঃ ক্রিয়াশক্ত্যা সূত্রং জ্ঞানশক্ত্যা মহানিতি ততোঽহমহঙ্কার ইতি তদেবচ জীবং শুদ্ধস্বরূপং জীবাত্মানং। তদুপলক্ষণং বৈকুণ্ঠাদি বৈভবঞ্চ প্রবদন্তি বেদাঃ। তে চ সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদিত্যাদ্যাঃ। আদাবেকং ততস্তদ্রূপত্বমিতি স্বাভাবিকত্বমেব শক্তেরায়াতং। অন্যস্য অসম্ভাবেনোপাধিকত্বাযোগাৎ স্বরূপবৈভবস্যাঙ্গপ্রত্যঙ্গবৎ নিত্যসিদ্ধত্বেঽপি সূর্য্যসত্তয়া তজ্জ্যোতিঃ পরমাণুবৃন্দস্যেব তৎসত্তয়া লব্ধসত্তাকত্বাত্তদুপাদানকত্বং তদাদিকত্বঞ্চ

শক্তি দ্বারা মহান্। তদনন্তর অহঙ্কার, ঐ অহঙ্কারই জীব অর্থাৎ শুদ্ধ স্বরূপ জীবাত্মা। ঐ শুদ্ধ জীবাত্মা উপলক্ষিত বৈকুণ্ঠাদি ঐশ্বর্য্য, বেদ সকল এই রূপ বলেন॥

বেদের উক্তি এই যে॥

হে সৌম্য! অগ্রে এই জগৎ সৎ অর্থাৎ ব্রহ্মরূপেই ছিল। ইত্যাদি। প্রথমে এক, তৎপরে মহদাদি রূপত্ব, এতদ্দ্বারা শক্তির স্বাভাবিকত্ব প্রাপ্তি হইল। অন্যের অর্থাৎ মহদাদির অসম্ভাব দ্বারা ঐ ব্রহ্মের উপাধি না থাকায় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তুল্য স্বরূপ বৈভবের নিত্যসিদ্ধত্ব হইলেও যেমন সূর্য্যের বিদ্যমানতা দ্বারা তাঁহার রশ্মি পরমাণু সকলের সত্তা লাভ হয়, তাহার ন্যায় তদীয় সত্তা দ্বারা মহান্ প্রভৃতি সত্তা লাভ করায় তদুপাদানকত্ব এবং তদাদিকত্ব অর্থাৎ ব্রহ্মই তাহাদের উপাদান ও ব্রহ্মই তাহাদের আদি হইয়াছেন॥

স্যাৎ যস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি ইতি শ্রুতেঃ ॥ ৮৫॥

শক্তেরচিন্ত্যত্বং স্বাভাবিকত্বং চোক্তং শ্রীবিষ্ণুপুরাণে ॥ নির্গুণস্যাপ্রমেয়স্য শুদ্ধস্যাপ্যমলাত্মনঃ। কথং সর্গাদিকর্ত্তৃত্বং ব্রহ্মণোঽভ্যুপগম্যতে। ইতি মৈত্রেয়প্রশ্নানন্তরং শ্রীপরাশর উবাচ। শক্তয়ঃ সর্ব্বভাবানামচিন্ত্যজ্ঞানগোচরাঃ। যতোঽতো ব্রহ্মণস্তাস্তু সর্গাদ্যা ভাবশক্তয়ঃ। ভবন্তি তপতাং শ্রেষ্ঠ পাবকস্য যথোষ্ণতেতি। অত্র শ্রীধরস্বামিটীকাচ। তদেবং ব্রহ্মণঃ সৃষ্ট্যাদিকর্ত্তৃত্ব-

---

শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে যাঁহার দীপ্তি এই সমুদায় মহদাদিকে প্রকাশ করিতেছে ॥ ৮৫ ॥

শক্তির অচিন্ত্যত্ব ও স্বাভাবিকত্ব শ্রীবিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে যথা ॥

যিনি নির্গুণ, পরিচ্ছেদ শূন্য, শুদ্ধ ও নির্ম্মল স্বরূপ, সেই ব্রহ্মের কি প্রকারে সৃষ্ট্যাদি কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করা যাইতে পারে। মৈত্রেয় মুনি এই রূপ প্রশ্ন করিলে পরাশর কহিলেন হে তাপসশ্রেষ্ঠ! যে হেতু সমুদায় বস্তুর শক্তি সকল অচিন্ত্যজ্ঞানের গোচর, সেই সেই হেতু ব্রহ্মেরও সৃষ্টি প্রভৃতি ভাব শক্তি সকল অচিন্ত্য জ্ঞানের গোচর, যেমন অগ্নির উষ্ণতা শক্তি অনুভব করা যায় না তদ্রূপ।

এই স্থলে শ্রীধরস্বামী টীকাতে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অতএব এই প্রকারে ব্রহ্মের সৃষ্ট্যাদি কর্ত্তৃত্ব উক্ত হইল। ইহাতে

মুক্ত। তত্র শঙ্কতে নির্গুণস্যেতি সত্বাদিগুণরহিতস্য অপ্রমেয়স্য দেশকালাদপরিচ্ছিন্নস্য শুদ্ধস্য অদেহস্য সহকারিশূন্যস্যেতি বা। অমলাত্মনঃ পুণ্যপাপ সংস্কারশূন্যস্য রাগাদিশূন্যস্যেতি বা এবম্ভূতস্য ব্রহ্মণঃ কথং সর্গাদিকর্ত্তৃত্বমিষ্যতে। এতদ্বিলক্ষণস্যৈব লোকে ঘটাদিষু কর্ত্তৃত্বাদিদর্শনাদিত্যর্থঃ ॥ ৮৬ ॥

পরিহরতি শক্তয় ইতি সার্দ্ধেন। লোকেহি সর্ব্বেষাং ভাবানাং মণিমন্ত্রাদীনাং শক্তয়ঃ অচিন্ত্যজ্ঞানগোচরাং। অচিন্ত্যং তর্কাসহং যৎজ্ঞানং কার্য্যান্যথানুপপত্তিজ প্রমাণকং তস্য গোচরাঃ সন্তি। যদ্বা। অচিন্ত্যা ভিন্না-

এই বিতর্ক উপস্থিত হইতেছে। অহে! যিনি নির্গুণ অর্থাৎ সত্বাদি গুণ রহিত, অপ্রমেয় অর্থাৎ দেশ কালাদি পরিচ্ছেদ শূন্য, শুদ্ধ অর্থাৎ দেহরহিত অথবা সহকারিশূন্য এবং অমলাত্মা অর্থাৎ পাপ পুণ্য সংস্কার শূন্য, কিম্বা রাগাদিশূন্য, এতাদৃশ সেই ব্রহ্মের কি প্রকারে সৃষ্ট্যাদির প্রতি কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করা যায, যে হেতু এই রূপ লক্ষণরহিত ব্যক্তিরই লোক মধ্যে ঘটাদি নির্ম্মাণ বিষয়ে কর্ত্তৃত্ব দেখিতেছি ॥ ৮৬ ॥

বিতর্কের সমাধান করত "শক্তয়ঃ" এই সার্দ্ধ শ্লোকে কহিতেছেন। সংসারমধ্যে মণিমন্ত্রাদি পদার্থ সমূহের শক্তি সকল অচিন্ত্য জ্ঞান গোচর অর্থাৎ "অচিন্ত্য শব্দে তর্কের অগোচর যে জ্ঞান কার্য্যের অন্য প্রকার অসঙ্গতির

ভিন্নত্বাদিবিকল্পৈশ্চিন্তয়িতুমশক্যাঃ কেবলমর্থাপত্তি-জ্ঞানগোচরাঃ সন্তি। যত এবং, অতো ব্রহ্মণোঽপি তাস্তথা বিবিধা শক্তয়ঃ স্বার্থাদিহেতুভূতা ভাবশক্তয়ঃ স্বভাবসিদ্ধাঃ শক্তয়ঃ সন্ত্যেব পাবকস্য দাহকত্বাদিশক্তিবৎ, অতো গুণাদিহীনস্যাপি অচিন্ত্যশক্তিমত্ত্বাদ্ব্রহ্মণঃ সর্গাদিকর্ত্তৃত্বং ঘটতে ইত্যর্থঃ॥ ৮৭॥

শ্রুতিশ্চ॥

ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে
ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাঽস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে

প্রমাণস্বরূপ ঐ সকল শক্তি তাঁহারই গোচর হয়। অথবা অচিন্ত্য অর্থাৎ ভিন্ন অভিন্ন প্রভৃতি বিবিধ কল্পনাদ্বারা চিন্তা করিবার নিমিত্ত অসমর্থ হেতু কেবল অর্থাপত্তিজ্ঞানের গম্য হয়, যখন এই প্রকার হইল, তখন ব্রহ্মেরও সেই প্রকার বিবিধ শক্তি সকল অর্থাৎ সৃষ্টিপ্রভৃতির হেতুভূত ভাবশক্তি সকল অগ্নির দাহিকাশক্তির ন্যায় স্বভাবসিদ্ধ শক্তিসকল আছে। অতএব গুণা[illegible] অচিন্ত্য শক্তিবিশিষ্ট ব্রহ্মেরও সৃষ্টিপ্রভৃতি কার্য্যে কর্ত্তৃত্ব সম্ভব হয়॥ ৮৭॥

এই বিষয়ে শ্রুতি যথা॥

ব্রহ্মের কার্য্য নাই, করণও নাই, তাঁহার সমান বা তাঁহা অপেক্ষা অধিকও দৃষ্ট হয় না। তাঁহার স্বাভাবিক নানা প্রকার

স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ।

মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরমিত্যাদেঃ। যদ্যেবং যোজনা। সর্ব্বেষাং ভাবানাং পাবকস্যোষ্ণতা-শক্তিবদচিন্ত্যজ্ঞানগোচরাঃ শক্তয়ঃ সন্ত্যেব। ব্রহ্মণঃ পুনস্তাঃ স্বভাবভূতাঃ স্বরূপাদভিন্নাঃ শক্তয়ঃ পরাস্য শক্তি-র্বিবিধৈব শ্রূয়তে ইতি শ্রুতেঃ। অতো মণিমন্ত্রাদিভি-রগ্নেরৌষ্ণবন্ন কেনচিদ্বিহন্তুং শক্যন্তে। অতএব তস্য নিরঙ্কুশ-মৈশ্বর্য্যং। তথাচ শ্রুতিঃ। স বা অয়মস্য বশী সর্ব্বস্যেশানঃ সর্ব্বস্যাধিপতিরিত্যাদিঃ। যত এবং ততো ব্রহ্মণো হেতোঃ

পরাশক্তি তথা জ্ঞান, বল ও ক্রিয়াশক্তিও শ্রুত আছে॥

মায়াকে প্রকৃতি এবং মায়াবিশিষ্টকে মহেশ্বর জানিবে ইত্যাদি। যদি এই প্রকার যোজনা হইল, তাহা হইলে অগ্নির উষ্ণতাশক্তির ন্যায় সমস্ত বস্তুর অচিন্ত্য জ্ঞানগোচর শক্তিসকল আছে। অতএব ব্রহ্মের সেই স্বাভাবিক স্বরূপের অভিন্ন শক্তি সকল সিদ্ধ হইল, যে হেতু শ্রুতিতে বলিয়াছেন, ইহাঁর বিবিধ প্রকার পরা শক্তি শ্রুত হইয়াছে। এই কারণ মণিমন্ত্রাদি দ্বারা অগ্নির উষ্ণতার ন্যায় তাঁহার শক্তিসকলকে কেহ বিনষ্ট করিতে পারে না। অতএব তাঁহার ঐশ্বর্য্য নির-ঙ্কুশ অর্থাৎ বাধাশূন্য, এই বিষয়ে শ্রুতি এই যে, সেই এই ব্রহ্ম এই জগতের বশকারী, সকলের নিয়ন্তা এবং সকলের অধিপতি ইত্যাদি। যথন শ্রুতিতে এই রূপ বর্ণন করিলেন,

সর্গাদ্যা ভবন্তি নাত্র কাচিদনুপপত্তিরিত্যেষা ॥ ৮৮ ॥

অত্র প্রশ্নঃ। সোঽয়ং ব্রহ্ম খলু নির্ব্বিশেষমেবেতি পক্ষমাশ্রিত্য। পরিহারস্তু সবিশেষমেবেতি পক্ষমাশ্রিত্য কৃত ইতি জ্ঞেয়ং। অতএব প্রশ্নে শুদ্ধস্যেত্যত্রাদেহস্যেত্যাদি ব্যাখ্যাতং। শুদ্ধত্বং হ্যত্র কেবলত্বং মতং। তচ্চ যুক্তং, পরিহারে ব্রহ্মণি শক্তিস্থাপনাৎ, পূর্ব্বপক্ষমতে ব্রহ্মণি শক্তিরপি নাস্তীতি গম্যতে ততঃ প্রশ্নবাক্যেঽপ্যেবমর্থান্তরং জ্ঞেয়ং ॥ ৮৯ ॥

নির্গুণস্য প্রাকৃতগুণরহিতস্য অতএব প্রমাণাগোচরস্য

তখন এই ব্রহ্ম হইতেই সৃষ্ট্যাদি হইয়া থাকে। এই রূপ হইলে এস্থলে কোন অনুপপত্তি অর্থাৎ অসঙ্গতি নাই ॥ ৮৮ ॥

সেই এই ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষই, এই পক্ষ আশ্রয় করিয়া এস্থলে প্রশ্ন। তিনি বিশেষ, এই পক্ষ আশ্রয় করিয়া সমাধান করা হইয়াছে, ইহা জানিতে হইবেক, অতএব প্রশ্নে শুদ্ধ সত্ত্বের, এই স্থলে দেহরহিতের এই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, শুদ্ধত্ব এই স্থলে কেবলত্ব বলিয়া সম্মত। ইহা উপযুক্ত। শক্তিস্থাপন হেতু ব্রহ্মে পরিহার হইয়াছে। পূর্ব্ব পক্ষ মতে ব্রহ্মে শক্তিমাত্র নাই ইহাই বোধ হইয়াছে, তাহার পর প্রশ্নবাক্যেও এই প্রকার অর্থান্তর জানিতে হইবে ॥ ৮৯ ॥

ব্রহ্ম নির্গুণ অর্থাৎ প্রাকৃত গুণরহিত, অতএব প্রমাণের

তত এবামলাত্মনোঽপি শুদ্ধস্য ন তু স্ফটিকাদেরিব পরচ্ছায়য়াঽন্যথাদৃষ্টস্য তদেবং নির্ব্বিশেষতামবলম্ব্য প্রশ্নে সিদ্ধে পরিহারে তু প্রথমযোজনায়াং নির্ব্বিশেষপক্ষমনাদৃত্য ব্রহ্মণি কর্ত্তৃত্বপ্রতিপত্ত্যর্থং শক্তয়ঃ সাধিতাঃ। দ্বিতীয়যোজনায়াং তত্রচ বিশেষপ্রতিপত্ত্যর্থং যথা জলাদিষু কদাচিদুষ্ণতাদিকমাগন্তুকং স্যাত্তথা ব্রহ্মণি ন স্যাদিতি নির্দ্ধারিতং ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে ইতি শ্রুতেঃ॥৯০

তথা মণিমন্ত্রাদিভিরিতি ব্যতিরেক এব দৃষ্টান্ত ইত্যতো

অগোচর। সেই হেতুই অমলাত্মা অর্থাৎ শুদ্ধ ব্রহ্মের স্ফটিকাদির ন্যায় অন্যের প্রভাবারা অন্য প্রকার দৃষ্ট হয়েন না, অতএব নির্বিশেষ পক্ষ আশ্রয় করিয়া প্রশ্ন সিদ্ধ হইয়াছে। পরিহার অর্থাৎ উত্তরেও তাঁহার শক্তি যে অচিন্ত্য এই প্রথম যোজনায় নির্বিশেষ পক্ষকে অনাদর করিয়া ব্রহ্মের কর্ত্তৃত্ব প্রতিপাদননিমিত্ত শক্তিসকল সাধিত হইয়াছে। তাঁহার শক্তি যে স্বতঃসিদ্ধ এই দ্বিতীয়যোজনায় তাঁহাতে বিশেষ প্রতিপাদন নিমিত্ত। যেমন জলাদিতে কখন উষ্ণতাদি আগন্তুক হয়, ব্রহ্মে তদ্রূপ হয় না, ইহাই নির্দ্ধারিত হইল। কেন না শ্রুতিতে বলিয়াছেন, তাঁহা অপেক্ষা সমান বা তদপেক্ষা অধিক দৃষ্ট হয় না॥ ৯০॥

অপর মণিমন্ত্র দ্বারা এই যাহা উল্লেখ করা হইয়াছে

ব্রহ্মশক্তয়স্তু নান্যেন পরাভূতা ইত্যেতচ্চ দর্শিতং উভয়ত্রচ। স্বরূপশক্তিপ্রভাবমাত্রেণ প্রাকৃতসত্ত্বাদিগুণপরিণামরূপসর্গাদিসাধকত্বাদাবেশাভাবেন তদ্দোষস্যালেপশ্চ দর্শিতঃ। কিঞ্চ ব্রহ্মপদেন সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মেতি প্রসিদ্ধং ব্যজ্য সত্ত্বাদিগুণময় মায়ায়াস্তদনন্যত্বেঽপি নির্গুণস্যেতি, প্রাকৃতগুণৈরস্পৃষ্টত্বমঙ্গীকৃত্য তেষাং বহিরঙ্গত্বং স্বীকৃতং তদেতদেব, মায়াঞ্চ প্রকৃতিং বিদ্যাদিত্যেষা শ্রুতিঃ স্বী-

---

তাহা এস্থলে ব্যতিরেক দৃষ্টান্ত জানিতে হইবে। অতএব ব্রহ্মের শক্তিসকল অন্যকর্ত্তৃক পরাভূত হয় না ইহাও উভয়ত্র অর্থাৎ প্রথমযোজনায় ও দ্বিতীয়যোজনায় দেখান হইল॥

অর্থাৎ স্বরূপশক্তির প্রভাবমাত্র দ্বারা প্রাকৃত সত্ত্বাদি গুণের পরিণামেরূপ সৃষ্ট্যাদির সাধক হেতু, আবেশের অভাব দ্বারা পূর্ব্বকথিত দোষ লিপ্ত হয় না, ইহাও দর্শিত হইল॥

আরও॥

ব্রহ্মপদ দ্বারা, নিশ্চয় এই সমস্ত জগৎ ব্রহ্ম, এই প্রসিদ্ধ শ্রুতি প্রকাশ করিয়া তিনি সত্ত্বাদি গুণমায়ার অনন্যত্ব হইলেও, নির্গুণের প্রাকৃত গুণদ্বারা অস্পৃষ্টত্ব অঙ্গীকার করিয়া সেই মহদাদির বহিরঙ্গত্ব স্বীকার করা হইল। এই কারণেই মায়াকেই প্রকৃতি বলিয়া জানিবে, এই শ্রুতি স্বীকার করিয়াছেন।

চকার। মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়ামিতিবন্মহেশ্বরাৎ মায়ায়া বহিরঙ্গায়া আশ্রয় ইতি তাং পরাভূয় স্থিতিরিতি চ লভ্যতে ॥ ৯১ ॥

তস্মাৎ পূর্ব্ববদত্রাপি শক্তিমাত্রস্য স্বাভাবিকত্বং মায়াদোষাস্পৃষ্টত্বঞ্চ সাধিতং। অতএব প্রয়োগশ্চায়ং। ব্রহ্ম স্বাভাবিকশক্তিমৎ বস্তুত্বাৎ, অগ্নিবৎ ব্যতিরেকে শশবিষাণাদিবদিতি। শ্রুতৌ চ ॥

প্রথমস্কন্ধে ব্যাসের সমাধিদর্শনে তাঁহার অপাশ্রয়া মায়াকেও দেখিতে পাইলেন, অতএব সেই ব্রহ্ম মহেশ্বর হেতু বহিরঙ্গা মায়ার আশ্রয়। অপর আশ্রয় এই শব্দে ঐ মায়াকে পরাভব করিয়া অবস্থিত আছেন ইহাও উপলব্ধি হইল ॥ ৯১ ॥

অতএব পূর্ব্বের ন্যায় এস্থলেও শক্তিমাত্রের এবং মায়াদোষের অস্পৃষ্টত্ব অর্থাৎ মায়াদোষ স্পর্শ করিতে পারে না, ইহাও সাধিত হইল ॥

ইহার প্রয়োগ এই ॥

ব্রহ্ম স্বাভাবিক শক্তিবিশিষ্ট, তাহার কারণ এই তিনি বস্তু। যেমন অগ্নিপদার্থ দাহিকাশক্তিবিশিষ্ট তদ্রূপ। ব্যতিরেকে অর্থাৎ অভাবস্থলে যেমন শশশৃঙ্গ, তাহার ন্যায় ব্রহ্ম অলীক নহেন ॥

শ্রুতিতেও বলিয়াছেন ॥

মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনস্তু মহেশ্বরমিতি ॥
ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে
ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাঽস্য শক্তির্ব্বহুধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চেতি ॥ ৯২ ॥
শ্রীগীতোপনিষৎস্বচ ॥
জ্ঞেয়ং যত্তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্‌জ্ঞাত্বাঽমৃতমশ্নুতে।
অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সত্তন্নাসদুচ্যতে।
সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তদিত্যাদি ॥ ৯৩ ॥
অত্রেয়ং প্রক্রিয়া ॥

মায়াকে প্রকৃতি জানিবা এবং মায়াবিশিষ্টকে মহেশ্বর জানিবা। তাঁহার কার্য্য নাই, করণ নাই এবং তাঁহার সমান বা অধিকও দেখা যায় না। তাঁহার বহুপ্রকার শক্তি শুনা যায় এবং তাঁহার জ্ঞান, বল, ক্রিয়া, এ সকল স্বাভাবিকী অর্থাৎ এসকলই নিত্যস্বরূপ ॥ ৯২ ॥

ভগবদ্‌গীতোপনিষদে যথা ॥

যাহা জানিবার যোগ্য তাহা আমি কহিব, তাহা জানিলে মোক্ষ প্রাপ্তি হয়। পরম ব্রহ্ম অনাদি বিশিষ্ট অর্থাৎ তাঁহার আদি নাই। তিনি সৎ ও অসৎ বলিয়া উক্ত হয়েন নাই। তাঁহার সকল দিকেই হস্ত, সকল দিকেই পদ ইত্যাদি ॥ ৯৩ ॥

এই স্থলের এই প্রক্রিয়া অর্থাৎ প্রকার ॥

একমেব তৎ পরমং তত্ত্বং স্বাভাবিকাচিন্ত্যশক্ত্যা সর্ব্বদৈব-স্বরূপতদ্রূপবৈভবজীবপ্রধানরূপেণ চতুর্দ্ধাবতিষ্ঠতে। সূর্য্যান্তর্ম্মণ্ডলস্থতেজ ইব মণ্ডলতদ্বহির্গতরশ্মিতৎপ্রতিচ্ছবিরশ্ম্যাদিরূপেণ ॥ ৯৪ ॥

এবমেব শ্রীবিষ্ণুপুরাণে ॥

একদেশস্থিতস্যাগ্নের্জ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা।
পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তথেদমখিলং জগদিতি ॥

যস্য ভাষা সর্ব্বমিদং বিভাতীতি শ্রুতেঃ ॥

এক মাত্র পরম ব্রহ্ম স্বাভাবিক অচিন্ত্য শক্তি দ্বারা সর্ব্বদাই স্বরূপ, তদ্রূপ ঐশ্বর্য্য, জীব ও প্রধানরূপে চারি প্রকারে অবস্থিত। যেমন সূর্য্যের অন্তর্গত মণ্ডলস্থ তেজ, মণ্ডল, মণ্ডলের বহির্গত রশ্মি ও তাহার প্রতিবিম্ব রশ্মি রূপদ্বারা চতুর্বিধ হয় তদ্রূপ ॥ ৯৪ ॥

এই প্রকারই শ্রীবিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে ॥

যেমন একদেশস্থিত অগ্নির জ্যোৎস্না সকলদেশে বিস্তৃত হইয়াথাকে, তাহার ন্যায় পরব্রহ্মের শক্তি এই জগতে বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে ॥

শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, যাঁহার তেজ দ্বারা এই সমুদায় জগৎ প্রকাশ পাইতেছে ॥

এস্থলে যদি এরূপ বল, পরম ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপক তাঁহার পূর্ব্বোক্ত প্রকার চতুষ্টয় রূপে অবস্থিতি সঙ্গত হয় না,

অত্র ব্যাপকত্বাদিনা তত্তৎ সমাবেশাদ্যনুপপত্তিশ্চ শক্তে-রচিন্ত্যত্বেনৈব পরাহতা। দুর্ঘটঘটকত্বং চাচিন্ত্যত্বং ॥ ৯৫ ॥

শক্তিশ্চ সা ত্রিধা। অন্তরঙ্গা তটস্থা বহিরঙ্গাচ। তত্রা-ন্তরঙ্গয়া স্বরূপশক্ত্যাখ্যয়া পূর্ণেনৈব স্বরূপেণ বৈকুণ্ঠাদি স্বরূপবৈভবরূপেণ চাবতিষ্ঠতে। তটস্থায়া রশ্মিস্থানীয়-চিদেকাত্মশুদ্ধজীবরূপেণ বহিরঙ্গয়া মায়াখ্যয়া প্রতিচ্ছবি-গতবর্ণশাবল্যস্থানীয়-বহিরঙ্গবৈভব-জড়াত্ম-প্রধান-রূপেণচ ইতি চতুর্দ্ধাত্বং ॥ ৯৬ ॥

ইহার সমাধান করত কহিতেছেন, পরব্রহ্মের শক্তি অচিন্ত্য এ প্রযুক্ত ঐ অনুপপত্তি নিরস্ত হইল অর্থাৎ অচিন্ত্য শক্তি দ্বারা সকলই সম্ভব হয়, অচিন্ত্য শব্দের অর্থ এই যে, যাহা ঘটনা হয় না তাহা সম্পন্ন করা ॥ ৯৫ ॥

ঐ শক্তি তিন প্রকার, যথা—অন্তরঙ্গা তটস্থা ও বহিরঙ্গা। তন্মধ্যে স্বরূপনাম্নী অন্তরঙ্গা শক্তিদ্বারা পরমব্রহ্ম সূর্য্যমণ্ডল স্থানীয় পূর্ণ স্বরূপই বৈকুণ্ঠাদি স্বরূপ ঐশ্বর্য্যরূপে অবস্থিত হয়েন। জীবনাম্নী তটস্থা শক্তি দ্বারা রশ্মিস্থানীয় চিন্ময় শুদ্ধ-জীব রূপে অবস্থিত হয়েন এবং মায়া নাম্নী বহিরঙ্গা শক্তি দ্বারা প্রতিবিম্বগত বর্ণশাবল্য অর্থাৎ মলিন বর্ণ স্থানীয় তদীয় বহিরঙ্গ ঐশ্বর্য্য জড় স্বরূপ প্রধান (প্রকৃতি) রূপে অবস্থিত হয়েন। পরম ব্রহ্মের এই চারি প্রকারে অবস্থান হয় ॥ ৯৬ ॥

অতএব তদাত্মকত্বেন জীবস্যৈব তটস্থশক্তিত্বং প্রধানস্যচ মায়ান্তর্ভূতত্বমভিপ্রেত্য শক্তিত্রয়ং শ্রীবিষ্ণুপুরাণে গণিতং।

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাঽপরা।
অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞাঽন্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যত ইতি।
তয়া তিরোহিতত্বাচ্চ শক্তিঃ ক্ষেত্রজ্ঞসংজ্ঞিতা।
সর্ব্বভূতেষু ভূপাল তারতম্যেন বর্ত্ততে॥ ইতি।

অবিদ্যা কর্ম্ম কার্য্যং যস্যাঃ সা তৎসঙ্গা মায়েত্যর্থঃ।

যদ্যপীয়ং বহিরঙ্গা তথাপ্যস্যা তটস্থশক্তিময়মপি জীবমাবরিতুং সামর্থ্যমস্তীত্যাহ তয়েতি। তারতম্যেন

অতএব তটস্থ শক্তি স্বরূপত্ব প্রযুক্ত জীবেরই তটস্থ শক্তিত্ব, আর প্রধানের মায়ার অন্তর্ভূতত্ব অভিপ্রায় করিয়া বিষ্ণুপুরাণে তিন শক্তি গণনা করিয়াছেন যথা। বিষ্ণুশক্তিকে পরা অর্থাৎ অন্তরঙ্গা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যাকে অপরা অর্থাৎ তটস্থা বলিয়া কথিত হইয়াছে, আর অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞা অন্যা অর্থাৎ মায়া, পণ্ডিতগণ এই তিন প্রকার শক্তি ইচ্ছা করেন। হে ভূপাল! ক্ষেত্রজ্ঞা জীবশক্তি মায়াশক্তি দ্বারা অন্তর্দ্ধাপিত হইয়া সকল ভূতে তারতম্য রূপে বর্ত্তমান আছেন,। অবিদ্যা কর্ম্ম অর্থাৎ কার্য্য যাহার সেই তন্নাম বিশিষ্টাকে মায়া বলে॥

যদ্যপি ইনি বহিরঙ্গা তথাপি ইহাঁর তটস্থ শক্তি স্বরূপ জীবকে আবরণ করিবার শক্তি আছে, এই বিষয় বলিতেছেন যথা। "তয়েতি" এই শ্লোকে তারতম্য রূপে অর্থাৎ

তৎকৃতাবরণস্য ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তেষু লঘুগুরুভাবেণ বর্ত্তত ইত্যর্থঃ।

তদুক্তং। যয়া সংমোহিতো জীব ইতি যয়ৈবা-হচিন্ত্যয়া মায়য়া চিদ্রূপতানির্ব্বিকারতাদিগুণরহিতস্য প্রধানস্য বিকারিত্বং চেতি জ্ঞেয়ং। প্রধানস্য মায়াব্যঙ্গ্যত্বং চাগ্রে দর্শয়িষ্যতে ॥ ৯৭ ॥

অতএব জীবস্য রশ্মিস্থানীয়ত্বাৎ মণ্ডলবিলক্ষণং মায়া-ব্যবধানতিরোধাপণীয় বৈভত্বং যুক্তং। তদনন্তরং চোক্তং যয়া ক্ষেত্রজ্ঞশক্তিঃ সা তারতম্যেন বর্ত্তত ইতি। অত্রান্ত

মায়াকৃত আবরণের ব্রহ্মাদি স্থাবরান্ত সকলের লঘু গুরু ভাবে বর্ত্তমান হয় ॥

এই বিষয় উক্ত হইয়াছে ॥

প্রথমস্কন্ধে ৭ অধ্যায়ে যয়া সংমোহিত এই শ্লোকে। যে অচিন্ত্যা মায়া দ্বারা চিৎস্বরূপতা ও নির্ব্বিকারতাদি গুণরহিত প্রধানে বিকারিত্ব জানিতে হইবে। প্রধানের মায়া ব্যঙ্গত্ব অর্থাৎ মায়াতাৎপর্য্যকত্ব পরে দেখাইব ॥ ৯৭ ॥

অতএব জীবের রশ্মি স্থানীয়ত্ব প্রযুক্ত মণ্ডল হইতে ভিন্নত্ব ও মায়া ব্যবধান দ্বারা অন্তর্হিত ঐশ্বর্য্যত্ব যুক্তিসঙ্গত। তদনন্তর কথিত হইয়াছে। মায়াকর্ত্তৃক ক্ষেত্রজ্ঞা শক্তি, লঘু গুরু রূপে অবস্থিত হয়েন ॥

এস্থলে অন্তরঙ্গত্ব, তটস্থত্ব ও বহিরঙ্গত্বাদি দ্বারাই সেই

রঙ্গত্ব তটস্থত্ব বহিরঙ্গত্বাদনৈব তেষামেকাত্মনাং তত্তৎ-সাম্যং নতু সর্ব্বাত্মনেতি তত্তৎস্থানীয়ত্বমেবোক্তং নতু তত্তদ্রূপত্বং। ততস্তদ্দোষা অপি নাবকাশং লভন্ত ইতি ॥ ১১ ॥ ৩ ॥ শ্রীপিপ্পলায়নো নিমিং ॥ ৯৮ ॥

তদেবং সর্ব্বাভির্মিলিত্বা চিদচিচ্ছক্তির্ভগবান্। এবমেব পরমেশ্বরত্বেন স্তূয়মানং ব্রহ্মাণং প্রতি হিরণ্যকশিপুনাপ্যুক্তং। চিদচিচ্ছক্তিযুক্তায়েতি। চিদ্বস্তুনশ্চিদ্বস্ত্বন্তরাশ্রয়ত্বং রশ্মাভাসাদি জ্যোতিষো জ্যোতির্ম্মণ্ডলাশ্রয়ত্বমিব।

একাত্মক সকলের অর্থাৎ স্বরূপবৈভব জীব প্রধানদিগের তত্তৎ বিষয়ে সমতা, কিন্তু সর্ব্বপ্রকারে নহে, তত্তৎ স্থানীয়ত্বই উক্ত হইয়াছে তত্তদ্রূপত্ব উক্ত হয় নাই। অতএব তত্তদ্‌-বিষয়ক দোষসকলও প্রবেশ করিতে অবকাশ লাভ করিতে পারে নাই ॥ ৯৮ ॥

অতএব এই প্রকারে সকল শক্তির সহিত মিলিত হইয়া ভগবান্ চিৎ ও অচিৎ অর্থাৎ জ্ঞান ও অজ্ঞানশক্তি-বিশিষ্ট হইয়াছে। এই প্রকারই সপ্তমস্কন্ধে ৩ অধ্যায়ে ৩০ শ্লোকে পরমেশ্বর রূপে স্তব করত ব্রহ্মার প্রতি হিরণ্যকশিপুও কহিয়াছেন। আপনি চিৎ শক্তি (বিদ্যা) এবং অচিৎ শক্তি (মায়া) এই উভয়ে মিলিত। চিদ্বস্তুর চিদ্বস্তু আশ্রয়ত্ব। যেমন রশ্ম্যাভাসাদি অর্থাৎ চাক্‌চিক্য ছটাদি তত্রস্থ জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ সকলের জ্যোতির্ম্মণ্ডল আশ্রয়ত্ব তদ্রূপ। অপর অব-

তটস্থাখ্যা জীবশক্তি র্যথাবসরং পরমাত্মসন্দর্ভে বিবরণীয়া।— অন্তরঙ্গাখ্যাবিবরণায় বহিরঙ্গাঽপ্যুদ্দিশ্যতে ॥ ৯৯ ॥

যেচাঽপরা পরাচেতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে শ্রূয়তে।

সর্ব্বভূতেষু সর্ব্বাত্মন্ যা শক্তিরপরা তব।
গুণাশ্রয়া নমস্তস্যৈ শাশ্বতায়ৈসুরেশ্বর।
যাঽতীতাগোচরা বাচাং মনসাং নাবিশেষণা।
জ্ঞানিজ্ঞানপরিচ্ছেদ্যা বন্দে তামীশ্বরীং পরামিতিঃ॥

সৈষা বহুবৃত্তিকৈব জ্ঞেয়া। পরাস্য শক্তির্বহুধৈব শ্রূয়তে ইতি শ্রুতেঃ॥

কালক্রমে পরমাত্মসন্দর্ভে তটস্থাখ্যা জীবশক্তির বিবরণ বিস্তার করিব। এক্ষণে অন্তরঙ্গা নাম্না শক্তির বিবরণ নিমিত্ত বহিরঙ্গা শক্তিরও উদ্দেশ করা হইতেছে ॥ ৯৯ ॥

অপরা ও পরা যে শক্তিদ্বয়, তাহা বিষ্ণুপুরাণে শ্রুত হইয়াছে যথা—হে সর্ব্বাত্মন্! হে দেবেশ্বর! সকলভূতে তোমার গুণময়ী যে শক্তি তাহার নাম অপরা, ঐ নিত্যরূপা শক্তিকে নমস্কার করি। আর যিনি বাক্য ও মনের অগোচর, যাঁহার বিশেষ নাই এবং যিনি জ্ঞানিদিগের জ্ঞানের চরম সীমা সেই ঈশ্বরী পরা শক্তিকে নমস্কার করি॥

সেই এই পরা শক্তিকে বহুবৃত্তিবিশিষ্ট বলিয়া জানিতে হইবে, যে হেতু শ্রুতিতে বলিয়াছেন এই পরমেশ্বরের বিবিধ প্রকার শক্তি শ্রুত আছে॥

তত্র বহিরঙ্গামাহ ॥

ঋতেহর্থং যৎপ্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ ॥ ১৪ ॥

অর্থং পরমার্থভূতং মাং বিনা যৎ প্রতীয়েত মৎ প্রতীতৌ তৎ প্রতীত্যভাবাৎ। মত্তো বহিরেব যস্য প্রতীতিরিত্যর্থঃ। যচ্চাত্মনি ন প্রতীয়েত যস্য চ মদাশ্রয়ত্বং বিনা

তন্মধ্যে বহিরঙ্গা শক্তি কহিতেছেন দ্বিতীয়স্কন্ধের
৯ অধ্যায়ে ৩৩ শ্লোকে যথা ॥

ভগবান্ কহিলেন হে ব্রহ্মন্! আমার মায়ার স্বরূপ এই যে, যে যে বস্তু কোন অর্থ ব্যতিরেকে প্রতীয়মান হয় এবং সৎ হইলেও যাহা আত্মাতে প্রতীয়মান হয় না, তাহাই আমার মায়া অর্থাৎ দুই চন্দ্র যেমন অর্থ বিনা প্রতীতিমাত্র হয়, আর যেমন অন্ধকার বস্তুতঃ একটা পদার্থ হইলেও প্রকাশ পায় না, তাহার ন্যায় মায়ারও কখন কখন আত্মাতে প্রকাশ হয় না ॥১৪

তাৎপর্য্য। অর্থশব্দে পরমার্থস্বরূপ। আমা ব্যতিরেকে যাহা প্রতীত হয়, এবং আমার প্রতীতি হইলে যাহার প্রতীতি হয় না। অর্থাৎ আমা হইতে বাহ্যেতেই যাহার প্রতীতি। যাহা আত্মাতে প্রকাশ পায় না, ইহার অর্থ এই যে, আমার আশ্রয়ত্ব ব্যতীত যাহার আপনা হইতে প্রতীতি হয় না। এই রূপ লক্ষণাক্রান্ত বস্তুকে আমি যে পরমেশ্বর আমার মায়া

স্বতঃ প্রতীতির্নাস্তীত্যর্থঃ তথা । লক্ষণং যস্ত । আত্মনো মম পরমেশ্বরস্য মায়াং জীবমায়া গুণমায়েতি দ্ব্যাত্মিকাং মায়াখ্যশক্তিং বিদ্যাৎ ॥ ১০০ ॥

অত্র শুদ্ধজীবস্যাপি চিদ্রূপত্বাবিশেষণতদীয়রশ্মিস্থানীয়ত্বেন চ স্বান্তঃপাত এব বিবক্ষিতঃ । তত্রাহস্যা দ্ব্যাত্মিকত্বেনাভিধানং দৃষ্টান্তদ্বৈবিধ্যেন লভ্যতে তত্র জীবমায়াখ্যস্য প্রথমাংশস্য তাদৃশত্বং দৃষ্টান্তেন স্পষ্টয়ন্ অসম্ভাবনাং নিরস্যতি যথাভাস ইতি ॥ ১০১ ॥

আভাসো জ্যোতির্বিম্বস্য স্বকীয়প্রকাশাদ্ব্যবহিত-

জানিবে অর্থাৎ জীমায়াধা ভেদে মায়াখ্য শক্তি দুই প্রকার হইয়া থাকেন ॥ ১০০ ॥

এস্থলে শুদ্ধ জীবেরও চিৎস্বরূপত্বের অবিশেষ দ্বারা তাহার রশ্মিস্থানীয়ত্ব দ্বারাও আপনার অন্তঃপাতও বিবক্ষিত হইয়াছে । তন্মধ্যে এই মায়ার দ্ব্যাত্মিকত্ব রূপে অর্থাৎ জীবমায়া ও গুণমায়া বলিয়া যে সংজ্ঞা হইয়াছে, তাহা দুই প্রকার দৃষ্টান্ত দ্বারা উপলব্ধি হয় । তন্মধ্যে প্রথমাংশ জীবমায়াখ্যের যে মায়াত্ব তাহা দৃষ্টান্ত দ্বারা স্পষ্ট করিবার নিমিত্ত অসম্ভাবনা নিরাস পূর্ব্বক কহিতেছেন "যথাভাস ইতি" ॥ ১০১

জ্যোতির্বিম্বের আভাস স্বকীয় প্রকাশ হইতে ব্যবহিত স্থানে কোন প্রকারে উচ্ছলিত প্রতিবিম্ব বিশেষ যেমন

কথঞ্চিদুচ্ছলিতচ্ছটাবিশেষঃ স যথা তস্মাদ্বহিরেব প্রতীয়তে নচ তং বিনা তস্য প্রতীতিস্তথা সাঽপীত্যর্থঃ। অনেনাভাসধর্ম্মত্বেন তস্যামাভাসাখ্যত্বমপি ধ্বনিতং। অতস্তৎকার্য্যস্যাভাসাখ্যত্বং ক্বচিৎ। অভাসশ্চ নিরোধশ্চেত্যাদৌ। অত্র স যথা ক্বচিদত্যন্তোদ্ভটাত্মা স্বচাক্চিক্যচ্ছটাপতিতনেত্রাণাং নেত্রপ্রকাশমাবৃণোতি॥

তমাবৃত্য চ স্বেনাত্যন্তোদ্ভটতেজস্ত্বেনৈব দ্রষ্টৃনেত্রং ব্যাকুলয়ন স্বোপকণ্ঠে বর্ণশাবল্যমুদ্গিরতি। কদাচিত্তদেব পৃথগ্ভাবেন নানাকারতয়া পরিণময়তি। তথেয়মপি

জ্যোতির্ব্বিম্বের বাহিরেই প্রতীত হয়, কিন্তু জ্যোতির্ব্বিম্ব ব্যতিরেকে আভাসের প্রতীতি হয় না, তাহার ন্যায় মায়ার উপলব্ধি হয় না। এতদ্দ্বারা আভাসধর্ম্মত্ব প্রযুক্ত মায়ার আভাসাখ্যত্বও ধ্বনিত (শব্দিত) হইল। অতএব মায়া কার্য্যের আভাসত্বও কোন স্থানে অর্থাৎ যথা দ্বিতীয়স্কন্ধের ১০ অধ্যায়ে ৭ শ্লোকে। "আভাসশ্চ নিরোধশ্চ" ইত্যাদি স্থলে বর্ণিত হইয়াছে। এইস্থলে অত্যন্ত উদ্ভট স্বরূপ আভাস যেমন কোথাও নিজের চাক্চিক্য ছটায় পতিতনেত্র জনসকলের নেত্রপ্রকাশকে আবরণ করে, স্বীয় অত্যন্ত উদ্ভট তেজস্ত্ব দ্বারাই সেই দ্রষ্টার নেত্রকে ব্যাকুল করত স্বীয় সমীপে বর্ণশাবল্যকে উদ্গার করে, কখন বর্ণশাবল্যকেই পৃথক্ ভাব দ্বারা নানা প্রকার রূপে বিকারাপন্ন

জীবজ্ঞানমাবৃণোতি সত্ত্বাদিগুণসাম্যরূপাং গুণমায়াখ্যাং জড়াং প্রকৃতিমুদ্গিরতি। কদাচিৎ পৃথগ্‌ভূতান্‌ সত্ত্বাদি-গুণান্‌ নানাকারতয়া পরিণময়তি চেত্যপি জ্ঞেয়ং॥ ১০২॥

তদুক্তং। একদেশস্থিতস্যাগ্নেরিত্যাদি।

তথাচ। আয়ুর্ব্বেদবিদঃ।

জগদ্যোনিরচিন্ত্যস্য চিদানন্দৈকরূপিণঃ।
পুংসোঽস্তি প্রকৃতির্নিত্যা প্রতিচ্ছায়েব ভাস্বতঃ।
অচেতনাপি চৈতন্যযোগেন পরমাত্মনঃ।
অকরোদ্বিশ্বমখিলমনিত্যং নাটকাকৃতিরিতি।

করায়, সেই রূপ এই মায়াও জীবের জ্ঞানকে আবরণ করে। সত্ত্বাদি গুণের সাম্যরূপা গুণমায়ানাম্নী জড়া প্রকৃতিকে উদ্গিরণ করে এবং কখন কখন পৃথগ্‌ভূত সত্ত্বাদি গুণ সকলকে নানা প্রকারে বিকারাপন্ন করে, ইহাও জানিতে হইবে॥ ১০২॥

এই বিষয় উক্ত হইয়াছে॥

যেমন একদেশস্থিত অগ্নির জ্যোৎস্না সর্ব্বতঃ সঞ্চারিত হয় তদ্রূপ।

এই প্রকার আয়ুর্ব্বেদবেত্তাও বলিয়াছেন॥

অচিন্ত্য এবং এক চিদানন্দ স্বরূপ পুরুষের সূর্য্যের প্রতিচ্ছায়ার ন্যায়, জগদ্‌যোনি, নাটকাকৃতি নিত্যা প্রকৃতি আছেন, তিনি অচেতনা হইয়াও পরমাত্মার চৈতন্যযোগ দ্বারা অনিত্য, অখিল বিশ্বকে সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব এই প্রকার নিমিত্তাংশ জীবমায়া ও উপাদানাংশ গুণমায়া পরে বিচার

তদেবং নিমিত্তাংশো গুণমায়েত্যগ্রেহপি বিবেচনীয়ং॥১০৩ অথৈবং সিদ্ধং জীবমায়াখ্যং গুণমায়াখ্যং দ্বিতীয়মপ্যংশং দৃষ্টান্তেন স্পষ্টয়তি যথা তম ইতি। তমঃশব্দেনাত্র পূর্ব্বপ্রোক্তং তমঃপ্রায়ং বর্ণশাবল্যমুচ্যতে। তদ্‌যথা তন্মূল-জ্যোতিষ্যসদপি তদাশ্রয়ত্বং বিনা ন সম্ভবতি তদ্বদিয়-মপীতি। অথবা মায়ামাত্রনিরূপণ এব পৃথগ্‌ দৃষ্টান্ত-দ্বয়ং। তত্রাভাসদৃষ্টান্তো ব্যাখ্যাতঃ। তমোদৃষ্টান্তশ্চ যথা অন্ধকারো জ্যোতিষোহন্যত্রৈব প্রতীয়তে জ্যোতির্বিনাচ

করিব ॥ ১০৩ ॥

অনন্তর এই প্রকারে জীববায়াখ্য সিদ্ধ করিয়া গুণমায়াখ্য দ্বিতীয়কেও দৃষ্টান্ত দ্বারা স্পষ্ট করিতেছেন "যথা তম ইতি" ॥

এস্থলে তমঃশব্দে পূর্ব্বকথিত তমঃপ্রায় বর্ণিশাবল্যকে বলা যায়। যেমন স্বীয় স্বীয় মূল স্বরূপ জ্যোতিতে অবিদ্য-মান থাকিয়াও ঐ জ্যোতির আশ্রয় ব্যতিরেকে সম্ভব হয় না, তদ্রূপ এই মায়াকেও জানিতে হইবে। অথবা মায়ামাত্র নিরূপণে দুইটী দৃষ্টান্ত পৃথক্‌ হইয়াছে। তন্মধ্যে আভাস ব্যাখ্যা করা হইল ॥

তমো দৃষ্টান্তও ব্যাখ্যা করিতেছি ॥

যেমন অন্ধকার জ্যোতির অন্যত্রই প্রতীত হয়, কিন্তু জ্যোতিঃ ব্যতিরেকে তাহার প্রতীতি হয় না এবং জ্যোতিঃ

ন প্রতীয়তে। জ্যোতিরাত্মনা চক্ষুষৈব তৎপ্রতীতির্ন পৃষ্ঠাদিনেতি তথেয়মপীত্যেব জ্ঞেয়ং। ততশ্চাংশদ্বয়স্ত প্রবৃত্তিভেদেনৈবেষ্টং নতু দৃষ্টান্তভেদেন। প্রাক্তনদৃষ্টান্তদ্বৈধাভিপ্রায়েণ তু পূর্ব্বস্যা আভাসপর্য্যায়চ্ছায়াশব্দেন ক্বচিৎ প্রয়োগঃ উত্তরস্যাস্তমঃশব্দেনৈব বেতি ॥ ১০৪ ॥

যথা ॥

সসর্জ্জ ছায়য়াঽবিদ্যাং পঞ্চপর্ব্বাণমগ্রতঃ।
তমো মোহো মহামোহস্তামিস্রো হ্যন্ধসংজ্ঞিতঃ।

ইত্যত্র তথাচ। ক্বাহং তমো মহদহমিত্যাদৌ।

পূর্ব্বত্রাবিদ্যাবিদ্যাখ্যনিমিত্তশক্তি-বৃত্তিত্বাজ্জীববিষয়কত্বেন-

---

স্বরূপ চক্ষুর্দ্বারাই তাহার প্রতীতি হয় কিন্তু পৃষ্ঠদেশের দ্বারা প্রতীতি হয় না, সেইরূপ এই মায়াও হইয়াছেন, ইহা জানিতে হইবে। অতএব অংশদ্বয়ও প্রবৃত্তিভেদ দ্বারাই ইষ্ট হইয়াছে, দৃষ্টান্তভেদ দ্বারা পূর্ব্বোক্ত জীবমায়ার আভাসপর্য্যায় ছায়া শব্দ দ্বারা, উত্তরোক্ত গুণমায়ার তমঃশব্দ দ্বারা কোথাও প্রয়োগ হইয়াছে ॥ ১০৪ ॥

৩ স্কন্ধের ২০ অধ্যায়ে ১৮ শ্লোকে যথা ॥

অগ্রে প্রভাপ্রতিযোগিনী ছায়া দ্বারা অর্থাৎ অবুদ্ধিকরণক পঞ্চপ্রকার অবিদ্যা অর্থাৎ তমঃ, মোহ, মহামোহ, তামিস্র ও অন্ধতামিস্র এই পাঁচটী সৃষ্টি করিলেন। এস্থলে তথা ১০ স্কন্ধের ১৪ অধ্যায়ে "ক্বাহং তমোমহদহং" ইত্যাদি ১১শ্লোকে।

জীবমায়াত্বং। উত্তরত্র স্বীয়তত্তদ্গুণময়মহদাদ্যপাদান-শক্তিবৃত্তিত্বাদ্ গুণমায়াত্বং। তথা সসর্জ্জেত্যাদৌ ছায়া-শক্তিং মায়ামবলম্ব্য সৃষ্ট্যারম্ভে ব্রহ্মা স্বয়মবিদ্যামাবির্ভাবিতবানিত্যর্থঃ ॥ ১০৫ ॥

বিদ্যাবিদ্যে মম তনূ বিদ্ধ্যুদ্ধব শরীরিণাং। বন্ধমোক্ষকরী আদ্যে মায়য়া মে বিনির্ম্মিতে। ইত্যুক্তত্বাৎ অনয়োরাবির্ভাবশ্চ শ্রূয়তে। তত্র পূর্ব্বস্যাঃ পাদ্মে শ্রীকৃষ্ণসত্যভামাসম্বাদীয়কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে দেবগণকৃতমায়াস্তুতৌ।

পূর্ব্বে অবিদ্যা ও বিদ্যা নামক নিমিত্তশক্তি বৃত্তিহেতু জীব-বিষয়কত্ব রূপে জীবমায়াত্ব, উত্তর ভাগে স্বীয় সেই সেই গুণময় মহদাদির অপদান শক্তিবৃত্তিত্ব প্রযুক্ত গুণমায়াত্ব হইয়াছে। তথা "সসর্জ্জ" এই তৃতীয়স্কন্ধীয় পদ্যে ছায়া শক্তি মায়াকে অব-লম্বন করিয়া সৃষ্টির আরম্ভে ব্রহ্মা স্বয়ং অবিদ্যাকে আবির্ভাব করাইয়াছিলেন ॥ ১০৫ ॥

একাদশস্কন্ধে ১০ অধ্যায়ে ৩ শ্লোকে ॥

ভগবান্ কহিলেন হে উদ্ধব! বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয় আমার শক্তি, উভয়েই শরীরদিগের বন্ধমোক্ষকরী ও উভয়ই অনাদি, ঐ উভয়কেই আমার মায়াদ্বারা নির্ম্মিত জানিবে ॥

এই উক্তিপ্রযুক্ত বিদ্যা ও অবিদ্যার আবির্ভাবভেদও শুনা যায়। তন্মধ্যে পূর্ব্বার অর্থাৎ বিদ্যার ভেদ পদ্মপুরাণে শ্রীকৃষ্ণসত্যভামা-সম্বাদসম্বন্ধে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে দেবগণকৃত

ইতি স্তুবস্তস্তে দেবাস্তেজোমণ্ডলসংস্থিতাং।
দদৃশুর্গগণে তত্র তেজোব্যাপ্তদিগন্তরং।
তন্মধ্যাদ্ভারতীং সর্ব্বে শুশ্রুবুর্ব্যোমচারিণীং।
অহমেব ত্রিধা ভিন্না তিষ্ঠামি ত্রিবিধৈগু´ণৈরিত্যাদি॥
উত্তরস্যাঃ পাদ্মোত্তরখণ্ডে।
অসঙ্খ্যং প্রকৃতিস্থানং নিবিড়ধ্বান্তমব্যয়মিতি
।২।৯। শ্রীভগবান্ ব্রহ্মাণং॥ ১০৬॥
অথ স্বরূপভূতাখ্যামন্তরঙ্গাং শক্তিং সর্ব্বস্যাপি প্রবৃত্ত্যন্যথা
নুপপত্ত্যা তাবদাহ দ্বাভ্যাং॥

মায়াস্ততিতে যথা॥

দেবগণ তেজোমণ্ডলসংস্থিতা বিদ্যাকে এই প্রকার স্তব করিতে করিতে সেই গগণে, তেজঃপরিপূর্ণ দিক্‌সকল অবলোকন করিলেন, পরে ঐ তেজোমধ্যে, "আমিই ত্রিগুণ দ্বারা তিন রূপে ভিন্ন হইয়া অবস্থিত আছি" এই রূপ আকাশবাণী শ্রবণ করিয়্যছিলেন।

অনন্তর উত্তরা অবিদ্যার আবির্ভাব যথা পদ্মপুরাণের উত্তর খণ্ডে। যাহার বিনাশ নাই, ঘোর অন্ধকারময় এমত অসংখ্য প্রকৃতির স্থান দর্শন করিয়াছিলেন।২।৯। দ্বিতীয়-স্কন্ধে নয় অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ ব্রহ্মার প্রতি কহিয়াছেন॥ ১০৬

অনন্তর সকলেরই প্রবৃত্তির অন্য 'প্রকার অনুপত্তি দ্বারা স্বরূপময়ী অন্তরঙ্গা শক্তি দুই শ্লোকে কহিয়াছেন যথা॥

যন্ন স্পৃশন্তি ন বিদুর্মনোবুদ্ধীন্দ্রিয়াসবঃ।
অন্তর্ব্বহিশ্চ বিততং ব্যোমবত্তন্নতোঽস্ম্যহং।
দেহেন্দ্রিয়প্রাণমনোধিয়োঽমী
যদংশবিদ্ধাঃ প্রচরন্তি কর্ম্মসু।
নৈবান্যদা লোহমিবাপ্রতপ্তং

৬ স্কন্ধে ১৬ অধ্যায়ে ১৯। ২০ শ্লোকে
চিত্রকেতুর প্রতি নারদের বাক্য যথা॥

আকাশের ন্যায় অন্তরে ও বাহিরে বিতত হইলেও যাহাকে মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ও প্রাণ সকল ক্রিয়া শক্তি দ্বারা স্পর্শ করিতে এবং জ্ঞানশক্তি দ্বারা জানিতে পারে না তিনিই ব্রহ্ম তাঁহাকে নমস্কার করি॥

ফলতঃ দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, বুদ্ধি এসকল আত্ম চৈতন্যাংশে আবিষ্ট হইয়াই জাগ্রৎ ও স্বপ্নকালে স্ব স্ব বিষয়ে প্রচরণশীল হয়। অন্য সময়ে অর্থাৎ সুষুপ্তি ও মূর্চ্ছাদির কালে চৈতন্যাংশ না থাকাতে অপ্রতপ্ত লৌহ যেমন দগ্ধ করিতে পারে না, তাহায় ন্যায় স্ব স্ব বিষয়ে সঞ্চরণ করিতে সমর্থ হয় না, অতএব যদ্রূপ লৌহ অগ্নিশক্তি দ্বারা দাহক হইয়াথাকে অথচ অগ্নিকে দগ্ধ করিতে পারে না তদ্রূপ, দেহাদি ব্রহ্মগত জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তি দ্বারা যদিও ক্রিয়াবান্ ও জ্ঞানবান্ হয় তথাচ তাঁহাকে স্পর্শ করে না এবং জানিতেও পারে না, যদ্যপি [illegible]ব দ্রষ্টা থাকেন সত্য, তথাচ জীবেরও জানিবার সম্ভব নাই,

স্থানেষু তদ্দ্রষ্ট্রুপদেশমেতি ॥ ১৫ ॥

টীকাচ। যদ্ব্রহ্ম ব্যোমবদ্বিততমপি অসবঃ প্রাণাঃ ক্রিয়াশক্ত্যা ন স্পৃশন্তি মন আদীনিচ জ্ঞানশক্ত্যা ন বিদুঃ তদ্ব্রহ্ম নতোঽস্মি। তেষাং তদজ্ঞানে হেতুমাহ দেহেন্দ্রিয়াদয়োঽমী যদংশবিদ্ধা যচ্চৈতন্যাংশেনাবিষ্টাঃ সন্তঃ কর্ম্মসু স্বস্ববিষয়েষু প্রচরন্তি জাগ্রৎস্বপ্নয়োঃ অন্যদা সুষুপ্তি-মূর্চ্ছাদৌ নৈব প্রচরন্তি। যথা অপ্রতপ্তং লোহং ন দহতি।

যে হেতু জাগ্রদাদি অবস্থায় সেই সময়ের নিমিত্তই তিনি দ্রষ্টা এই নাম প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ১৫ ॥

উক্ত শ্লোকদ্বয়ের টীকা ॥

আকাশের ন্যায় বিস্তৃত হইলেও যে ব্রহ্মকে অসু (প্রাণ) সকল ক্রিয়াশক্তি দ্বারা স্পর্শ করিতে পারে না, এবং মন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সকল জ্ঞানশক্তি দ্বারা যে ব্রহ্মকে জানিতে পারে না, আমি সেই ব্রহ্মকে নমস্কার করি। ঐ ব্রহ্মকে না জানিতে পারার কারণ এই যে, দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ মন এবং বুদ্ধি এ সকল যাঁহার চৈতন্যাংশে আবিষ্ট হইয়া জাগ্রৎ ও স্বপ্ন কালে স্বীয় স্বীয় বিষয়ে প্রচরণশীল হয়, অন্যসময়ে অর্থাৎ সুষুপ্তি মূর্চ্ছাদিতে প্রচরণ করে না, অপ্রতপ্ত লোহ যেমন দগ্ধ করিতে পারে না তদ্রূপ, অতএব লৌহ যেমন অগ্নিশক্তি দ্বারাই অন্যকে দগ্ধ করে কিন্তু অগ্নিকে দগ্ধ করে না। এই

অতো যথা লোহমগ্নিশক্ত্যেব দাহকং সদগ্নিং ন দহতি। এবং ব্রহ্মগতজ্ঞানক্রিয়াশক্তিভ্যাং প্রবর্ত্তমানা দেহাদয়স্তম্ন স্পৃশন্তি ন বিদুশ্চেতি ভাবঃ। ইত্যেষা॥ ১০৭॥

অত্রাদ্বৈতশারীরকেঽপি সাঙ্খ্যমাক্ষিপ্যোক্তং যথা।

অথ পুনঃ সাক্ষিনিমিত্তমীক্ষিতৃত্বং প্রধানস্য কল্প্যেত। যথাঽগ্নিনিমিত্তময়ঃপিণ্ডাদের্দগ্ধৃত্বং। তথা সতি যন্নিমিত্তমীক্ষিতৃত্বং প্রধানস্য তদেব সর্ব্বজ্ঞং মুখ্যং জগতঃ কারণমিতি॥ ১০৮॥

শ্রুতিশ্চাত্র॥

তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং, কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যা-

প্রকার ব্রহ্মগত জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তি দ্বারা প্রবর্ত্তমান দেহাদি ব্রহ্মকে স্পর্শ করিতে অর্থাৎ জানিতে পারে না॥ ১০৭॥

এই স্থলে অদ্বৈতশারীরকেও সাঙ্খ্যকে আক্ষেপ
করিয়া বলিয়াছেন যথা॥

যেমন অগ্নিনিমিত্ত লৌহপিণ্ডাদির দাহকতা শক্তি হয়, তদ্রূপ সাক্ষিস্বরূপ পরব্রহ্ম হইতে প্রধানের দর্শনকর্তৃত্ব অর্থাৎ জগৎকারণত্ব শক্তি কল্পিত হইয়াছে। ঐ রূপ হইলে যাঁহাকে নিমিত্ত করিয়া প্রধানের ঈক্ষণকর্ত্তৃত্ব হইয়াছে, সেই সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মই জগতের মুখ্য কারণ হইলেন॥ ১০৮॥

এস্থলে শ্রুতিও কহিয়াছেন॥

সেই দীপ্তিমান্ ব্রহ্মেরই দীপ্তিতে সমুদায় জগৎ প্রকাশ

দযদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ । চক্ষুষশ্চক্ষু রুত শ্রোত্রস্য শ্রোত্রমিত্যাদ্যা ॥ ১০৯ ॥

অথ প্রকৃত্যাবশিষ্টাটীকা । জীবস্তুহি দ্রষ্টৃত্বাজ্জানাতু নেত্যাহ । স্থানেষু জাগ্রদাদিষু দ্রষ্ট্রপদেশং দ্রষ্টৃসংজ্ঞাং তদেব এতি প্রাপ্নোতি । নান্যো জীবো নামাস্তি নান্যতোঽস্তি দ্রষ্টেত্যাদি শ্রুতেঃ । যদ্বা । দ্রষ্ট্রপদেশং দ্রষ্টৃসংজ্ঞং জীবমপি তদেবেতি জানাতি নতু জীবস্তং জানাতীত্যর্থঃ ইত্যেষা । তদুক্তং । ত্রিতয়ং তত্র যো বেদ স আত্মা

পাইতেছে । অন্য কোন্ প্রাণী অপানচেষ্টা করিবে ? অন্য কোন্ প্রাণী প্রাণচেষ্টা করিবে ? । যে হেতু এই আনন্দ আকাশে নাই । তিনি চক্ষুঃ, শ্রোত্রের শ্রোত্র । ইত্যাদি ॥ ১০৯

অনন্তর পূর্ব্বোক্ত টীকার অবশেষ ॥

জীবের যদি দ্রষ্টৃত্ব অর্থাৎ দর্শনকারিত্ব হইল তবে জীব ব্রহ্মকে জানুন এই প্রশ্নে কহিতেছেন, জীব জানিতে পারেন না, কেবল তিনি জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয়ে দ্রষ্টা এই নামমাত্র প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, জীবনামে অন্য কেহ নাই । পরব্রহ্ম হইতে অন্য কেহ দ্রষ্টা নাই, শ্রুতিতে এই রূপ বর্ণিত হইয়াছে । অথবা দ্রষ্টৃ নামক জীবকেও সেই পরব্রহ্মই জানেন, জীব তাঁহাকে জানিতে পারেন না ॥

এই বিষয় উক্ত হইয়াছে ॥

জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এই অবস্থাকে যিনি জানেন, তিনিই

স্বাশ্রয়াশ্রয় ইতি ॥

শ্রুতৌচ ॥

জীবনামাঽতোঽন্যঃ স্বয়ংসিদ্ধো নাস্তি পরন্তু তদাত্মক এবেত্যর্থঃ। তথাঽতোঽন্যো দ্রষ্টা নাস্তি সর্ব্বদ্রষ্টুস্তস্যাপরো দ্রষ্টা নাস্তীত্যর্থঃ ইতি ব্যাখ্যেয়ং ॥ ৬ ॥ ১৬ ॥ শ্রীনারদশ্চিত্রকেতুং ॥ ১১০ ॥

কিঞ্চ ॥

দেহোঽসবোঽক্ষা মনবো ভূতমাত্রা
নাত্মানমন্যঞ্চ বিদুঃ পরং যৎ।

আত্মা, তাঁহার কেহ আশ্রয় নাই, তিনিই সকলের আশ্রয় ॥

শ্রুতিতেও কহিয়াছেন ॥

এই পরব্রহ্ম হইতে জীবনামে স্বয়ংসিদ্ধ অন্য কেহ নাই, পরন্তু পরব্রহ্ম স্বরূপই আছেন। অতএব পরব্রহ্ম হইতে অন্য দ্রষ্টা নাই অর্থাৎ সর্ব্বদ্রষ্টা পরব্রহ্মের অন্য কেহ দ্রষ্টা নাই। এই ব্যাখ্যা হইল ॥ ১০০ ॥

আরও ॥

৬ স্কন্ধের ৪ অধ্যায়ে ২০ শ্লোকে দক্ষ শ্রীপুরুষোত্তমকে কহিয়াছেন যথা ॥

দেহ, প্রাণ, ইন্দ্রিয়, অন্তঃকরণ পঞ্চভূত ও পঞ্চতন্মাত্র ইহারা আত্মাতে অর্থাৎ স্বীয় রূপকে, অন্য ইন্দ্রিয়বর্গকে এবং ঐ দুয়ের শ্রেষ্ঠ দেবতাবর্গকে জানিতে পারে না, যদিও পুরুষ

সর্ব্বং পুমান্ বেদ গুণাংশ্চ তজ্‌জ্ঞো
ন বেদ সর্ব্বজ্ঞমনন্তমীড়ে ॥ ১৬ ॥

দেহশ্চাসবশ্চ প্রাণা অক্ষাণীন্দ্রিয়াণিচ মনবোঽন্তঃকরণানি ভূতানিচ মাত্রাশ্চ তন্মাত্রাণি আত্মানং স্বস্বরূপং অন্যং স্বস্ববিষয়বর্গং তয়োঃ পরং দেবতাবর্গঞ্চ ন বিদুঃ। পুমান্ জীবস্তু সর্ব্বং আত্মানং স্বস্বরূপং তদন্যং প্রমাতারং তয়োঃ পরং দেহাদ্যর্থজাতং। তদধিষ্ঠাতৃদেবতাবর্গঞ্চ বেদ। তথা দেহাদিমূলভূতান্ গুণাংশ্চ সত্ত্বাদীন্ বেদ তত্তজ্‌জ্ঞোঽপ্যসৌ যং সর্ব্বজ্ঞং দেহাদিজীবান্তাশেষ-

অর্থাৎ জীব এই তিন এবং ঐ তিনের মূলীভূত গুণসকলকেও জানেন, তথাচ তিনি ঐরূপ জ্ঞাতা হইয়াও যে সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্‌কে জানিতে পারেন না, আমি সেই ভগবান্ অনন্তদেবকে স্তব করি ॥ ১৬ ॥

তাৎপর্য্য। দেহ, প্রাণ, ইন্দ্রিয়, অন্তঃকরণ, পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত এবং রূপ প্রভৃতি পঞ্চ তন্মাত্র, ইহারা সকল আপনাকে অর্থাৎ স্বস্বরূপকে, অন্য অর্থাৎ স্বস্ব বিষয়বর্গকে, এবং ঐ দুই হইতে পৃথক্ দেবতাবর্গকে জানিতে পারে না, কিন্তু পুরুষ অর্থাৎ জীব আপনাকে (স্বীয় স্বরূপকে) তাহা হইতে অন্য প্রমাতা অর্থাৎ ইন্দ্রিয়বর্গকে ও তদুভয় ভিন্ন দেহাদি অর্থ সকলকে এবং তদধিষ্ঠাতৃদেবতাবর্গকে, তথা দেহাদির মূলীভূত সত্ত্বাদি গুণ সকলকে জানিয়াও যে সর্ব্ব-

জ্ঞাতারং ন বেদ। তমনন্তং স্বয়মনন্তত্বাৎ স্বরূপভূতানন্তশক্তিমীড়ে ॥ ১১১ ॥

অতএব যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং পশ্যতীত্যারভ্য জীবস্যেতরদ্রষ্টৃত্বমুক্ত্বা যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ, তৎ কেন কং পশ্যেদিত্যাদিনা তস্য পরমাত্মদ্রষ্টৃত্বং নিষিধ্য পরমাত্মনস্তু তত্তৎসর্ব্বদ্রষ্টৃত্বং স্বদ্রষ্টৃত্বমপ্যস্তীতি বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াদিত্য-

---

জ্ঞকে অর্থাৎ দেহাদি জীবপর্যন্ত সকলের জ্ঞাতাকে জানেন না। যিনি অনন্ত অর্থাৎ স্বয়ং অনন্ত প্রযুক্ত স্বরূপভূত অনন্ত শক্তি। আমি তাঁহাকে স্তব করি ॥ ১১১ ॥

অতএব যাহাতে অর্থাৎ মায়াবৈভবে যিনি দ্বৈতের ন্যায় হয়েন, তিনি ইতর ইতরকে অবলোকন করেন, এই কথা বলিতে প্রবৃত্ত হইয়া জীবের ইতর দ্রষ্টৃত্ব অর্থাৎ সামান্য বস্তু দর্শনকারিত্ব উল্লেখ করত যাহাতে এই জীবের আত্মাই সকল হইয়াছেন। তাহাতে সেই জীব কাহার দ্বারা কাহাকে দেখিবেন, এই পর্য্যন্ত বলিয়া সেই জীবের পরমাত্মদ্রষ্টৃত্ব অর্থাৎ পরমাত্মাকে জানিতে পারা নিষেধ করিয়া, পরমাত্মার সেই সেই সমুদায়ের দ্রষ্টৃত্ব অর্থাৎ আপনাকে জানিবার সমর্থত্বও আছে। অরে! বিজ্ঞাতাকে অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞকে কে জানিতে পারে ইত্যাদি বাক্য দ্বারা বলিতেছেন। পরমাত্মার অধিষ্ঠান স্বরূপ এই জীবের যিনি আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা তিনিই

নেনাহ অস্য জীবস্য তদধিষ্ঠানভূতস্য য আত্মা পরমাত্মা স এব যত্র স্বরূপে তচ্ছক্ত্যাদিকং সর্ব্বমভূৎ। নতু বস্ত্বন্তরপ্রবেশেনেত্যর্থঃ॥ ১১২॥

অয়মর্থঃ। যত্র মায়াবৈভবে দ্বৈতমিব ভবতি তন্মূলকত্বাত্তদনন্যদপি মায়াখ্যাচিন্ত্যশক্তিহেতুকতয়া জড়মলিন নশ্বরত্বেন তদ্বিলক্ষণতয়া সম্পাদিতং ততঃ স্বতন্ত্রসত্তাকমিব মুহুর্জায়তে তত্র ইতরো জীব ইতরং পদার্থং পশ্যতি তস্য করণদৃশ্যয়োর্মিথো যোগ্যত্বাদিতি ভাবঃ। যত্রতু স্বরূপবৈভবে অস্য জীবস্য রশ্মিস্থানীয়স্য মণ্ডলস্থানীয়ো

যাহাতে অর্থাৎ মায়াবৈভবে নিজস্বরূপে স্বীয় শক্তিপ্রভৃতি সমুদায় হইয়াছেন, অন্য কোন বস্ত্বন্তর প্রবেশদ্বারা অর্থাৎ কোন বস্তুর সংযোগে হয় নাই॥ ১১২॥

ইহার অর্থ এই॥

যে মায়াবৈভবে (জগতে) মায়ার মূলহেতু ব্রহ্ম দ্বৈতের ন্যায় হইয়াছেন, জগৎ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন হইয়াও মায়ানাম্নী অচিন্ত্য শক্তিত্ব হেতু জড়, মলিন ও নশ্বরত্ব প্রযুক্ত ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন রূপে সম্পাদিত হইয়াছে, অর্থাৎ স্বতন্ত্র বিদ্যমানের ন্যায় বারম্বার জন্মিতেছে। ইতর (জীব) করণ (ইন্দ্রিয়) দৃশ্য (দেহ) জীব, ইন্দ্রিয় ও দেহ এই দুয়ের পরস্পর যোগ থাকা প্রযুক্ত ইতর পদার্থকে অবলোকন করে। যে স্বরূপবৈভবে এই রশ্মিস্থানীয় জীবের মণ্ডলস্থানীয় যে আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা

য আত্মা পরমাত্মা স এব যত্র স্বস্মিন্ স্বরূপে তচ্ছক্ত্যা সর্ব্বমভূৎ অনাদিত এব ভবন্নাস্তে নতু বস্ত্বন্তরপ্রবেশে-নেত্যর্থঃ। তত্তত্র ইতরঃ স জীবঃ কেনেতরেণ করণভূতেন কং পদার্থং পশ্যেৎ ন কেনাপি কমপি পশ্যেৎ নহি রশ্ময়ঃ স্বশক্ত্যা সূর্য্যমণ্ডলান্তর্গতবৈভবং প্রকাশয়েয়ুঃ। নচার্চ্চিষো বহ্নিং নির্দ্দহেয়ুরিতি ভাবঃ ॥ ১১৩ ॥

তদেবং সতি যস্য খল্বেবমনন্তস্বরূপবৈভবং তং বিজ্ঞা-তারং সর্ব্বজ্ঞং পরমাত্মানং কেনেতরেণ করণেন বিজানীয়াৎ ন কেনাপীত্যর্থঃ। তদেব জ্ঞানশক্তৌ তত্র সিদ্ধায়াং

(তিনিই স্বরূপশক্তিদ্বারা সকল হইয়াছেন অর্থাৎ অনাদি কাল হইতে রহিয়াছেন, কিন্তু অন্য বস্তুর সহিত প্রবেশ করেন নাই।) সেই স্বরূপবৈভবে অর্থাৎ বৈকুণ্ঠে সেই জীব কোন্ ইতর ইন্দ্রিয় দ্বারা কোন্ পদার্থকে দেখিবে ?। অর্থাৎ কাহার দ্বারাও দেখিতে পান না, অর্থাৎ কিরণ সকল আপনার শক্তি-দ্বারা সূর্য্যমণ্ডলের অন্তর্গত বৈভবকে প্রকাশ করিতে পারে না, যেমন অগ্নির জ্বালা সকল অগ্নিকে দগ্ধ করিতে পারে না তদ্রূপ ॥ ১১৩ ॥

অতএব এই প্রকার হওয়াতে নিশ্চয় যাঁহার এই প্রকার অনন্ত স্বরূপ বৈভব, সেই বিজ্ঞাতাকে অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ পরমা-ত্মাকে কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা জানিতে পারিবে ? অর্থাৎ কোন্ ইন্দ্রিয় দ্বারা জানিবার শক্তি নাই, অতএব এই প্রকার সেই

ক্রিয়েচ্ছা শক্তী লক্ষ্যোতে ॥

। ৬। ৪। দক্ষঃ শ্রীপুরুষোত্তমং ॥ ১১৪ ॥

বশীকৃতমায়ত্বেনাপি তামাহ।

স ত্বং হি নিত্যবিজিতাত্মগুণঃ স্বধাম্না

কালো বশীকৃতবিসৃজ্যবিসর্গশক্তিরিতি ॥ ১১৭ ॥

স্বধাম্না চিচ্ছক্ত্যা যতঃ কালো মায়াপ্রেরক ইতি। টীকাচ। আত্মা অত্র জীবঃ তস্য গুণাঃ সত্ত্বাদয়ঃ সত্বং

জ্ঞানশক্তি সিদ্ধ হওয়াতে ক্রিয়া ও ইচ্ছাশক্তি লক্ষিত হইতেছে ॥ ১১৪ ॥

ভগবান্ যে মায়া বশীভূত করিয়াছেন তাহার স্বরূপ কহিতেছেন।

৭ স্কন্ধের ৯ অধ্যায়ে ২১ শ্লোকে ॥

প্রহ্লাদ শ্রীনৃসিংহদেবকে কহিয়াছেন ॥

হে ভগবান্। যিনি চিৎ-শক্তি দ্বারা বুদ্ধির গুণ সকলকে নিত্য জয় করিয়াছেন, আপনি সেই পুরুষ। অপর, যে হেতু আপনি কালস্বরূপ, অতএব কার্য্য কারণ সকলের শক্তি আপনকার বশীভূত ॥ ১৭ ॥

শ্রীধরস্বামির টীকা এই যে, স্বধাম শব্দে চিৎশক্তি, তদ্দ্বারা যে হেতু কাল অর্থাৎ মায়ার প্রেরক। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, এ স্থলে আত্মা শব্দে জীব, জীবেরই সত্ত্ব প্রভৃতি গুণ, কেন না ভগবান্ কহিয়াছেন সত্ত্ব রজঃ এবং তমঃ, এই তিন গুণ জীবের

রজস্তম ইতি গুণা জীবস্য নৈব মে ইত্যুক্তত্বাৎ। ৭। ৯।
শ্রীপ্রহ্লাদঃ শ্রীনরসিংহং ॥ ১১৫ ॥

তথাচ ॥

করোতি বিশ্বস্থিতিসংযমোদয়ং
যস্যেপ্সিতং নেপ্সিতমীক্ষিতুর্গুণৈঃ।
মায়া যথায়ো ভ্রমতে তদাশ্রয়ং
গ্রাব্ণো নমস্তে গুণকর্ম্মসাক্ষিণে ॥ ১৮ ॥

টীকাচ ॥

যস্যেক্ষিতুর্জীবার্থমীপ্সিতং। অত্যন্তানিচ্ছায়ামীক্ষণা-যোগাৎ স্বার্থং তু নেপ্সিতং। বিশ্বস্থিত্যাদি স্বগুণৈ-

---

কিন্তু ইহা আমার নহে ॥ ১১৫ ॥

অতএব ৫ স্কন্ধের ১৮ অধ্যায়ে ৩৭ শ্লোকে পৃথিবী শ্রীবরাহদেবকে কহিয়াছেন ॥

যেমন অয়স্কান্ত মণির সন্নিকর্ষ হেতু লোহ তদভিমুখবর্ত্তী-হইয়া ভ্রমণ করে তাহার ন্যায়, যে মায়াদ্রষ্টা পরমেশ্বরের ঈক্ষণ হেতু জীবের নিমিত্ত আপনার ঈপ্সিত না হইলেও এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি, লয় করিতেছেন, সেই গুণ কর্ম্ম এবং অদৃ-ষ্টের সাক্ষিস্বরূপ ভগবানকে নমস্কার করি ॥ ১৮।

উক্তশ্লোকের টীকা এই যে, দর্শনকর্ত্তা ঈশ্বরের বিশ্ব সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের প্রতি যে ইচ্ছা তাহা জীবের নিমিত্তই, আপ-

মায়া করোতি। তস্যা জড়ত্বেঽপীশ্বরসন্নিধানাৎ প্রবৃত্তিং দৃষ্টান্তেনাহ যথাঽয়ো লোহং গ্রাবেণাঽয়স্কান্তমণিনিমিত্তাৎ ভ্রমতি তদাশ্রয়ং তদভিমুখং সৎ গুণানাং কর্ম্মণাঞ্চ জীবাদৃষ্টানাং সাক্ষিণে তস্মৈ নম ইত্যেষা। ৫। ১৮। স্তুঃ শ্রীবরাহদেবং ॥ ১১৬ ॥

অথ মায়াশক্তিশাবল্যে কৈবল্যানুপপত্তেঃ কৈবল্যেঽপ্যনুভবাভাবে তদানন্দস্যার্থতানুপপত্তেশ্চান্যথানুপপত্তিপ্রামাণ্যতস্তামেবাহ।

নার নিমিত্ত নহে, কেন, না, যদি ঈশ্বরের অত্যন্ত অনিচ্ছা হইত, তাহা হইলে তাঁহার প্রকৃতির প্রতি ঈক্ষণ হইত না। মায়া নিজের সত্বাদিগুণ দ্বারা বিশ্বের সৃষ্ট্যাদি করিতেছেন, ইহা দৃষ্টান্তদ্বারা দেখাইতেছেন, যেমন অয়ঃ (লৌহ) গ্রাবণ অর্থাৎ অয়স্কান্ত মণিনিমিত্ত তাহার অভিমুখে ভ্রমণ করে, তদ্রূপ গুণ, কর্ম্ম ও জীবের অদৃষ্টের সাক্ষিস্বরূপ যে পরমেশ্বর তাঁহার সন্নিধানপ্রযুক্ত সেই মায়া জড় হইয়াও সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন অতএব সেই পরমেশ্বরকে নমস্কার করি ॥ ১১৬ ॥

অপর পরমেশ্বর যদি মায়াশক্তিযুক্ত হয়েন, তাহা হইলে কৈবল্যের অর্থাৎ মোক্ষের সঙ্গতি হয় না, কৈবল্যেও অনুভবের অর্থাৎ জ্ঞানের অভাবে মোক্ষানন্দের বিষয়ত্ব হয় না, একারণ অন্যপ্রকার অসঙ্গতির প্রমাণদ্বারা সেই মায়াশক্তিকে কহিতেছেন ॥

ত্বমাদ্যঃ পুরুষঃ সাক্ষাদীশ্বরঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
মায়াম্বুদস্য চিচ্ছক্ত্যা কৈবল্যে স্থিত আত্মনি ॥ ১৯ ॥

ত্বং সাক্ষাৎ স্বয়মেবাদ্যঃ পুরুষো ভগবান্ তথা। য ঈশ্বরঃ অন্তর্যাম্যাখ্যঃ পুরুষঃ সোঽপি ত্বমেব। তদেবমুভয়স্মিন্নপি প্রকাশে প্রকৃতেঃ পরস্তদসঙ্গী। নন্বু কথং কেবলানুভবানন্দস্যাপি তদনুভবিত্বং যতো ভগবত্ত্বমপি লক্ষ্যেত। কথং চেশ্বরত্বাৎ প্রকৃত্যধিষ্ঠাতৃত্বেঽপি তদসঙ্গিত্বং তত্রাহ মায়াং বুদস্যেতি। অব্যভিচারিণ্যা স্বরূপ-

যথা প্রথমস্কন্ধের ৭ অধ্যায়ে ২৩ শ্লোকে ॥
শ্রীঅর্জ্জুনের বাক্য ॥

অর্জ্জুন কহিলেন হে ভগবন্! তুমি আদিপুরুষ, তুমিই সাক্ষাৎ সর্ব্বনিয়ন্তা ঈশ্বর এবং প্রকৃতির প্রবর্ত্তক, তুমিই চিৎশক্তি দ্বারা মায়ার অভিভব করিয়া পরমানন্দস্বরূপে অবস্থিত ॥ ১৯ ॥

তাৎপর্য্য। তুমি সাক্ষাৎ আদ্যপুরুষ অর্থাৎ ভগবান্, তথা যিনি ঈশ্বর অর্থাৎ অন্তর্যামিনামক পুরুষ তাহাও তুমিই, অতএব তুমি ভগবান্ ও পরমাত্মরূপে প্রকাশ হইলেও তুমি প্রকৃতির পর অর্থাৎ প্রকৃতির সঙ্গী নহ। অহে! যদি বল যিনি কেবল অনুভবানন্দ স্বরূপ, তিনি কিপ্রকারে আনন্দা অনুভব করেন? যে হেতু তাঁহার ভগবত্ত্ব লক্ষ্য হইতেছে। আর কি প্রকারেই বা ঈশ্বরত্ব প্রযুক্ত তাঁহার প্রকৃতির অধি-

শক্ত্যা তামাভাসশক্তিং দূরে বিধায় তয়ৈব স্বরূপশক্ত্যা কৈবল্যে,—

পরাবরাণাং পরম আস্তে কৈবল্যসংজ্ঞিতঃ।
কেবলানুভবানন্দসন্দোহো নিরুপাধিকঃ॥

ইত্যেকাদশোক্তরীত্যা কৈবল্যাখ্যে কেবলানুভবানন্দে আত্মনি স্বস্বরূপে স্থিতঃ অনুভূতস্বরূপসুখ ইত্যর্থঃ ॥১১৭॥ তদুক্তং ষষ্ঠে দেবৈরপি। স্বয়মুপলব্ধনিজসুখানুভবো ভবানিতি। সন্দোহশব্দেন চ একাদশে বৈচিত্রী দর্শিতা

ষ্ঠাতৃত্বেও প্রকৃতির অসঙ্গতি হয়? এই দুই বাদের নিরাকরণ পূর্ব্বক কহিতেছেন, তিনি মায়াকে অভিভব করিয়া অর্থাৎ অব্যভিচারিণী স্বীয় শক্তিদ্বারা সেই আভাসশক্তি মায়াকে দূরে রাখিয়া ঐ স্বরূপশক্তি সহকারে কৈবল্যে অর্থাৎ মোক্ষ-স্বরূপে। পর ব্রহ্মাদ ও অবর মুক্তজীব, এসকলের প্রাপ্য মোক্ষস্বরূপে অবস্থান করেন, যে হেতু তিনি নির্ব্বিষয়, স্বপ্রকাশ ও আনন্দসন্দোহ এবং নিরুপাধিক হয়েন। এই একাদশ-স্কন্ধের ৯ অধ্যায়ে ১৭ শ্লোকে কথিত রীতি অনুসারে কৈবল্য নামক কেবল অনুভাবনন্দ আত্মায় (নিজস্বরূপে) অবস্থিত, অর্থাৎ তিনি অনুভূতসুখস্বরূপ ॥ ১১৭ ॥

ষষ্ঠস্কন্ধে ৯ অধ্যায়ে ৩০ গদ্যে দেবগণ
উল্লিখিত বিষয় বর্ণন করিয়াছেন।

হে ভগবন্! হে নারায়ণ! হে বাসুদেব! হে আদিপুরুষ! হে! মহানুভব! হে পরমমঙ্গল! হে পরমকল্যাণ! হে পরম-

চ। শক্তিবৈচিত্র্যাদেব ভবতীতি ॥

অতএবমস্ত্যেব স্বরূপশক্তিঃ। প্রকৃতির্নামাত্র মায়য়া ত্রৈগুণ্যং। এবমেব শক্তিত্রয়বিবৃতিঃ স্বামিভিরেব দর্শিতা ॥ ১১৮ ॥

তথাহি শ্রীদেবহূতিবাক্যে ॥

কারুণিক। হে সর্ব্বেশ্বর! হে লক্ষ্মীনাথ! পরমহংস পরিব্রাজকেরা অষ্টাঙ্গসমন্বিত পরম আত্মযোগদ্বারা যে সমাধি অর্থাৎ চিত্তৈকাগ্র্য হয়, সেই সমাধির অনুষ্ঠানপূর্ব্বক যে পরিস্ফুট পারমহংস্য ধর্ম্মের অনুশীলন করেন, তাহাতে যখন তাঁহাদের চিত্তের তমোরূপ কবাট উদ্ঘাটিত এবং প্রত্যক্‌স্বরূপ আত্মালোক প্রকাশমান হয়, সেই সময় যে স্বীয় স্বরূপসুখ স্বয়ং অভিব্যক্ত হইয়া থাকে, তুমি তাহার অনুভবস্বরূপ অতএব তোমাকে নমস্কার করি ॥

সম্মোহ শব্দদ্বারাও একাদশস্কন্ধে বিচিত্রতা দেখান হইয়াছে। শক্তির বিচিত্রতা হেতুই হইয়া থাকে। অতএব এই প্রকারে স্বরূপ শক্তি আছেন, এস্থলে মায়ার সত্বাদি গুণত্রয়কে প্রকৃতি বলে। শ্রীধরস্বামী এইরূপ শক্তিত্রয়ের বিস্তার দেখাইয়াছেন ॥ ১১৮ ॥

যথা তৃতীয়স্কন্ধে ২৪ অধ্যায়ে ৩২ শ্লোকে
শ্রীকর্দ্দমের বাক্যে ॥

কর্দ্দম কহিলেন হে ঈশ! তুমি পরমেশ্বর, যে যে হেতু তোমার শক্তি স্বাধীন, তুমিই প্রধান অর্থাৎ প্রকৃতিস্বরূপ

পরং প্রধানং পুরুষং মহান্তং
কালং কবিং ত্রিবৃতং লোকপালং।
আত্মানুভূত্যানুগত প্রপঞ্চং
স্বচ্ছন্দশক্তিং কপিলং প্রপদ্যে ॥

ইত্যত্র পরং পরমেশ্বরং। তত্র হেতুঃ। স্বচ্ছন্দাঃ শক্তয়ো যস্য তা এবাহ প্রধানং প্রকৃতিরূপং পুরুষং তদধিষ্ঠাতারং মহান্তং মহত্তত্ত্বরূপং কালং তেষাং ক্ষোভকং ত্রিবৃতমহঙ্কারভূতং লোকাত্মকং তৎপালকঞ্চ। তদেবং ম'য়াপ্রধানাদিরূপতা-মুক্ত্বা চিচ্ছক্ত্যা নিষ্প্রপঞ্চতামাহ আত্মানুভূত্যা অনুগতঃ

তুমিই পুরুষ অর্থাৎ প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা, তুমিই মহৎ অর্থাৎ মহত্তত্ত্ব, তুমিই কাল অর্থাৎ সকলের ক্ষোভক, তুমিই ত্রিবৃৎ অর্থাৎ অহঙ্কারস্বরূপ, তুমিই লোকপাল অর্থাৎ ঐ অহঙ্কারের এবং এই প্রপঞ্চ যাহাতে জ্ঞানশক্তি দ্বারা লীন হয় তুমি সেই সর্ব্বজ্ঞ অর্থাৎ প্রধানাদির আবির্ভাব ও তিরোভাবের সাক্ষী, অতএব আমি তোমারই শরণাপন্ন হইলাম ॥

এই শ্লোকে স্বামির টীকার ব্যাখ্যা। পর শব্দের অর্থ পর-মেশ্বর, তাহাতে হেতু এই যে, তাঁহার শক্তিসকল স্বাধীন, সেই শক্তিসকল কহিতেছেন। প্রধানশব্দে প্রকৃতিরূপ, পুরুষশব্দে প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা, মহান্ শব্দে মহত্তত্ত্বরূপ,

স্বস্মিন্ লীনঃ প্রপঞ্চো যস্য তং কবিং সর্ব্বজ্ঞং প্রধানাদ্যাবির্ভাবসাক্ষিণমিত্যর্থঃ। অত্র পুরুষস্যাপি মায়াঽন্তঃপাতিত্বং তদধিষ্ঠাতৃত্বয়োপচর্য্যত এব। বস্তুতস্তস্য তু তস্যাঃ পরত্বং। তথাচ শ্রীকপিলদেববাক্যং॥

অনাদিরাত্মা পুরুষো নির্গুণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।

কাল শব্দে ঐ সকল প্রকৃতিপ্রভৃতির ক্ষোভক, ত্রিবৃৎ শব্দে অহঙ্কার রূপ লোকাত্মক এবং ঐ লোকের পালক। অতএব এই প্রকারে মায়াদ্বারা প্রধানাদি রূপ উল্লেখ করিয়া চিৎশক্তি দ্বারা পরমেশ্বরের নিষ্প্রপঞ্চত্ব অর্থাৎ জগৎ হইতে তাঁহার ভিন্নত্ব কহিতেছেন॥

যিনি আত্মানুভূতি অর্থাৎ চিৎশক্তি দ্বারা অন্তর্গত অর্থাৎ আপনাতে জগৎকে লীন করিয়াছেন। কবি শব্দের অর্থ সর্ব্বজ্ঞ অর্থাৎ প্রধানাদির আবির্ভাবের সাক্ষী। এস্থলে পুরুষেও মায়ার অধিষ্ঠাতৃত্ব প্রযুক্ত মায়ার অন্তঃপাতিত্ব উপচারমাত্র হয়, বস্তুতঃ তিনি মায়ার পর অর্থাৎ মায়া হইতে ভিন্ন।

এই বিষয় ৩ স্কন্ধের ২৬ অধ্যায়ের ৩ শ্লোকে কপিলদেবের বাক্যে প্রমাণীকৃত হইয়াছে যথা—

কপিলদেব দেবহূতিকে কহিলেন মা! সর্ব্বেন্দ্রিয়ের অগম্য ধামবিশিষ্ট যে আত্মা তিনিই পুরুষ, তিনিই অনাদি, তিনিই প্রকৃতি হইতে ভিন্ন অর্থাৎ প্রকৃতির সঙ্গবর্জিত, নির্গুণ এবং

প্রত্যগ্‌ধামা স্বয়ংজ্যোতির্বিশ্বং যেন সমন্বিতমিতি ॥ ১১৯ ॥

নাম স্বরূপয়োর্নিরূপণেন মহাসংহিতায়ামপি বিবিক্তং তত্রিশক্তি ॥

শ্রীর্ভূর্দুর্গেতি যা ভিন্না জীবমায়া মহাত্মনঃ ।
আত্মমায়া তদিচ্ছা স্যাদ্‌গুণমায়া জড়াত্মিকেতি ॥

আসার্থঃ । শ্রীরত্র জগৎপালনশক্তিঃ ভূস্তৎ সৃষ্টিশক্তিঃ দুর্গা তৎপ্রলয়শক্তিঃ, তদ্রূপেণ যা ভেদং প্রাপ্তা সা জীব বিষয়া তচ্ছক্তিঃ জীবমায়েত্যুচ্যতে ॥ ১২০ ॥

স্বয়ং প্রকাশ, এই বিশ্ব তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে ॥ ১১৯ ॥

নাম ও স্বরূপের নিরূপণ দ্বারা মহাসংহিতায় পূর্ব্বোক্ত ঐ তিন শক্তির বিস্তার হইয়াছে যথা ॥

পরমাত্মার যে শক্তি শ্রী, ভূ ও দুর্গা নামে ভেদপ্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহার নাম জীবমায়া, আর পরমাত্মার ইচ্ছারূপা যে শক্তি, তাঁহার নাম আত্মমায়া এবং যে শক্তি জড়স্বরূপা তাঁহার নাম গুণমায়া ॥

উল্লিখিত শ্লোকের তাৎপর্য্য ॥

শ্রী এস্থলে জগৎপালন শক্তি, ভূ পরমাত্মার সৃষ্টিশক্তি এবং দুর্গা তাঁহার প্রলয়শক্তি । এই তিন রূপে যিনি ভেদপ্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি জীববিষয়া, উহাঁর নাম জীবমায়া ॥ ১২০ ॥

পাদ্মে শ্রীকৃষ্ণসত্যভামা-সম্বাদীয় কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে ॥

অহমেব ত্রিধা ভিন্না তিষ্ঠামি ত্রিবিধৈর্গুণৈরিত্যেতৎ-তদ্বাক্যানন্তরং।

ততঃ সর্ব্বেঽপি তে দেবাঃ শ্রুত্বা তদ্বাক্যচোদিতাঃ।
গৌরীং লক্ষ্মীং ধরাঞ্চৈবং প্রণেমুর্ভক্তিতৎপরাঃ॥ ইতি ॥

একাদশে চ ॥

এষা মায়া ভগবতঃ সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণী।
ত্রিবর্ণা বর্ণিতাঽস্মাভিঃ কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসীতি ॥

আত্মমায়া স্বরূপশক্তিঃ মীয়তেঽনয়েতি মায়াশব্দেন শক্তিমাত্রমপি ভণ্যতে।

পদ্মপুরাণে শ্রীকৃষ্ণসত্যভামাসম্বাদ বিষয়ক কার্ত্তিক-মাহাত্ম্যে ॥

আমিই ত্রিবিধ গুণ দ্বারা তিন প্রকার ভেদে ভিন্ন হইয়া অবস্থিতি করিতেছি। তাঁহার এই বাক্যানন্তর। পরে সেই সকল দেবগণ তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং তাঁহার বাক্যে প্রেরিত হইয়া ভক্তিসহকারে গৌরী, লক্ষ্মী ও ধরাকে প্রণাম করিলেন ॥

একাদশস্কন্ধের ৩ অধ্যায়ে ১৭ শ্লোকেও কথিত হইয়াছে ॥

অন্তরীক্ষ নিমিকে কহিলেন হে রাজন্! ভগবানের এই সৃষ্টি স্থিতি বিনাশকারিণী ত্রিগুণরূপা মায়ার স্বরূপ বর্ণন করিলাম, এক্ষণে আপনি কি শুনিতে ইচ্ছা করেন বলুন ॥

আত্মমায়ার অর্থ স্বরূপশক্তি। যাঁহার দ্বারা পরিমাণ

স্বরূপভূতয়া নিত্যশক্ত্যা মায়াখ্যয়া যুতঃ।
অতো মায়াময়ং বিষ্ণুং প্রবদন্তি সনাতনমিতি ॥
চতুর্বেদাখ্যা শ্রুতিশ্চ তথৈব প্রবর্ত্ততে অতশ্চাত্মমায়া তদিচ্ছা স্যাদিতি অত্র জ্ঞানক্রিয়াবৃত্ত্যোরপীচ্ছোপলক্ষিতত্বাত্তে অপি গৃহ্যেতে। অতএব মায়া বয়ুনং জ্ঞানমিতি নির্ঘণ্টৌ পর্য্যায়শব্দাঃ ॥ ১২১ ॥
ত্রিগুণাত্মকাথ জ্ঞানঞ্চ বিষ্ণুশক্তিস্তথৈবচ।

করা যায় তাঁহার নাম মায়া। মায়াশব্দ দ্বারা স্বরূপশক্তিমাত্রকেই কহা যায় ॥

চতুর্ব্বেদশিখানাম্নী শ্রুতিও ঐ প্রকার বর্ণন করিয়াছেন যথা ॥

পরব্রহ্ম মায়ানাম্নী স্বরূপভূতা নিত্যশক্তি যুক্ত, একারণ সনাতন বিষ্ণুকে মায়াময় করিয়া বর্ণন করেন। এই হেতু উক্ত হইয়াছে, আত্মমায়া শব্দে পরব্রহ্মের ইচ্ছা। এস্থলে জ্ঞান ও ক্রিয়া এই দুই বৃত্তি ইচ্ছার অধীন প্রযুক্ত ঐ জ্ঞান ক্রিয়াকেই গ্রহণ করা যায়। অতএব নির্ঘণ্টু অর্থাৎ শব্দ প্রমাণীয় কোষে, মায়া, বয়ুন ও জ্ঞান এই সকল পর্য্যায় শব্দ ॥ ১২১ ॥

শব্দমহোদধিগ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে ॥

শব্দতত্ত্বার্থবেত্তা পণ্ডিতসকল মায়াশব্দে ত্রিগুণাত্মিকা, জ্ঞান ও বিষ্ণুশক্তি এই ত্রিবিধ ভেদ বর্ণন করেন। ত্রিগুণা-

মায়াশব্দেন ভণ্যন্তে শব্দতত্ত্বার্থবেদিভিরিতি শব্দমহোদধৌ। ত্রিগুণাত্মিকা জগৎসৃষ্ট্যাদিশক্তিঃ সাচ দ্বেধ ভ্যুক্তমেব। মায়া স্যাচ্ছাম্বরীবুদ্ধ্যারিতি ত্রিকাণ্ডশেষে। মায়া দম্ভে কৃপায়াঞ্চেতি বিশ্বপ্রকাশে ॥ ১২২ ॥

ব্যাখ্যাতঞ্চ। টীকাকৃদ্ভিরেকাদশে। কালো মায়াময়ে জীবে। ইত্যত্র মায়াপ্রবর্ত্তকে জ্ঞানময়ে চেতি। নবমে দৌষ্মন্তিরত্যগান্মায়াং দেবানাং গুরুমাযযাবিত্যত্র দেবানামপি বৈভবমিতি ॥

তৃতীয়েঽপি আপুঃ পরাং মুদমিত্যাদৌ যোগমায়াশব্দে-

ত্মিকা এস্থলে জগৎসৃষ্ট্যাদি শক্তি। ঐ শক্তি দুই প্রকারে কথিত হইয়াছে। ত্রিকাণ্ডশেষ অভিধানে মায়াকে শাম্বরী ও বুদ্ধি কহিয়াছেন। বিশ্বপ্রকাশ অভিধানে মায়াশব্দে দম্ভ ও কৃপা কহিয়াছেন ॥ ১২২ ॥

একাদশস্কন্ধে ২৪ অধ্যায়ে ২৭ শ্লোকে টীকাকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। "কালো মায়াময়ে জীবে" এই স্থলে মায়াময়-শব্দে মায়াপ্রবর্ত্তক অথবা জ্ঞানময়। নবমস্কন্ধে ২০ অধ্যায়ে ১৭ শ্লোকে। দুষ্মন্তপুত্র ভরত দেবতাসকলের মায়া অতিক্রম করিয়া গুরু অর্থাৎ হরিকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এস্থলে মায়া-শব্দের অর্থ বৈভব। তৃতীয়স্কন্ধের ১৫ অধ্যায়ে ২৬ শ্লোকেও "আপুঃ পরাং মুদমপূর্ব্বমুপেত্য যোগমায়াবলেন মুনয়স্তদথো বিকুণ্ঠং" এই শ্লোকের তাৎপর্য্য। হে হে দেবগণ! অনন্তর

সনকাদাবষ্টাঙ্গযোগপ্রভাবং ব্যাখ্যায় পরমেশ্বরে তু চিচ্ছক্তিবিলাসো ব্যাখ্যাতঃ ॥ ১২৩ ॥

তস্যাং তমোবন্নৈহারং খদ্যোতার্চ্চিরিবাহনি।
মহতীতরমায়ৈশ্যং নিহন্ত্যাত্মনি যুঞ্জত ইতি

ব্রহ্মবাক্যং তথৈব সঙ্গচ্ছতে। শক্তিমাত্রস্য তারতম্যং হি তত্র বিবক্ষিতং ॥ ১২৪ ॥

স্বল্পা শক্তিঃ খল্বনৃতস্য সত্যস্য বা ব্যঞ্জিকা ভবতু নাম

সনকাদি মুনিগণ যোগমায়া বলে অর্থাৎ অষ্টাঙ্গ যোগপ্রভাবে উক্ত বৈকুণ্ঠধামে উপনীত হইয়া পরমোৎকৃষ্ট হর্ষপ্রাপ্ত হইলেন। এই স্থলে সনকাদিতে অষ্টাঙ্গ যোগ প্রভাব ব্যাখ্যা করিয়া পরমেশ্বর চিৎ শক্তি বিলাস ব্যাখ্যা করিয়াছেন॥ ১২৩॥

দশমস্কন্ধের ১৩ অধ্যায়ে ৪১ শ্লোকে।

হে রাজন্! তমিস্রা রজনীতে হিমকণ প্রভব অন্ধকার যদ্রূপ পৃথক্ আবরণকারী হয় না, রাত্রির অন্ধকারেই লীন হয় এবং রাত্রিকালীন খদ্যোতের জ্যোতিঃ যদ্রূপ দিবসে পৃথক্ প্রকাশ হয় না, সূর্য্যকিরণেই লীন হইয়া যায়, তদ্রূপ যে পুরুষ মহৎ পুরুষে আত্মযোগ করেণ তাঁহার প্রতি ইতর মায়া কিছু করিতে পারে না, আপনারই সামর্থ্য বিনষ্ট করে। এই ব্রহ্মবাক্য তদ্রূপই সঙ্গত হয়। ঐ স্থলে শক্তিমাত্রের তারতম্যই কথনেচ্ছার বিষয় হইয়াছে॥ ১২৪॥

অত্যল্প শক্তি মিথ্যা কিম্বা সত্যের প্রকাশিকা হইলেও

পরাভবায় কল্পত এব ইতি হি তত্র গম্যতে দৃষ্টান্তাভ্যাং তথৈব প্রকটিতং তস্যাং তমোবদিত্যাদিভ্যাং। তথা যুদ্ধেষু মায়াময়শস্ত্রাদিনা বহবশ্ছিন্নভিন্না জাতা ইতি পুরাণাদিষু শ্রূয়তে ততঃ সাচ মায়া মিথ্যা কল্পিকা ন ভবতীতি গম্যতে নহি মরুমরীচিকাজলেন কোঁচদার্দ্র ভবতীতি। তত্তন্ত্রভেদৈরাত্মমায়েতি সিদ্ধং॥ ১২৫॥

যত্তু। মহামায়েত্যবিদ্যেতি নিয়তি মোহিনীতি চ।

প্রকৃতির্বাসনেত্যেবং তবেচ্ছাহনন্ত কথ্যত ইতি।

জীবমায়ায়া অপীচ্ছাত্বং দৃশ্যতে তদিচ্ছাভাসত্বেনৈবেতি

তাহা পরাভবের নিমিত্তই হইয়াথাকে, ইহা সেই স্থলেই বোধ হইয়াছে। "তস্যাং তমোবন্নৈহারং খদ্যোতার্চ্চিরিবাহনি" এই দুই দৃষ্টান্ত দ্বারা সেই রূপই প্রকাশ হইয়াছে। তথা যুদ্ধক্ষেত্রে মায়াময় শস্ত্রসকল দ্বারা অনেকেই ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছে, ইহা পুরাণাদিতে শুনা যায়। অতএব সেই মায়া মিথ্যা কল্পিকা নয়, ইহা বোধ হইতেছে। কেন না মরুমরীচিকা অর্থাৎ মৃগতৃষ্ণার জল দ্বারা কেহ আর্দ্র হয় নাই এই কারণে জ্ঞান, ক্রিয়া ও ইচ্ছা এই ত্রিবিধ ভেদ দ্বারা আত্মমায়া সিদ্ধ হইল॥ ১২৫॥

যে হেতু উক্ত হইয়াছে। হে অনন্ত! মহামায়া, অবিদ্যা, নিয়তি, মোহিনী, প্রকৃতি ও বাসনা, এই সকলকে পণ্ডিতগণ তোমার ইচ্ছা কহিয়াছেন॥

জীবমায়ারও যে ইচ্ছাত্ব দৃষ্ট হইতেছে, তাহাও ভগবানের

জ্ঞেয়ং। জগৎকার্য্যহেতৌ তস্যাং সাক্ষাদিচ্ছাস্বানভ্যু-পগমাৎ। গুণমায়া ত্রিগুণসাম্যং প্রধানমিতি। অথবা ত্বমাদ্যঃ পুরুষ ইত্যাদি মূলপদ্যমেবমবতার্য্যং শ্রীবৈকুণ্ঠে মায়াং নিষেধন্নপি সাক্ষাত্তামেবাহ। ত্বমাদ্য ইতি। কৈবল্যে মোক্ষাখ্যে শ্রীমদ্বৈকুণ্ঠলক্ষণে আত্মনি স্বাংশ এব স্থিতঃ। কিং কৃত্বা তত্রাতিবিরাজমানয়া চিচ্ছক্ত্যা মায়াং দূরস্থিতামপি তিরস্কৃত্যৈব। মহৈশ্চতন্মায়াদিকং নিষেধতা

ইচ্ছার আভাসত্ব রূপই জানিতে হইবে। যে হেতু জগৎ-কার্য্য নিমিত্ত ঐ জীবমায়াতে ভগবানের সাক্ষাৎ ইচ্ছাস্বের অভ্যুপগম অর্থাৎ ইচ্ছার বিষয় হয় নাই। অপর গুণমায়া ত্রিগুণসাম্য প্রধান বলিয়া কথিত হয়েন॥

যাহা হউক একণে প্রথমস্কন্ধের ৭ অধ্যায়ের "ত্বমাদ্যঃ পুরুষঃ সাক্ষাৎ" এই মূল শ্লোকের অবতরণ করা যাউক॥

শ্রীবৈকুণ্ঠে মায়াকে নিষেধ করিয়াই সাক্ষাৎ সেই চিচ্ছ-ক্তিকেই কহিতেছেন। "ত্বমাদ্যঃ" এই শ্লোকে কৈবল্য শব্দের অর্থ মোক্ষ নামক শ্রীমদ্বৈকুণ্ঠলোক, আত্মা শব্দের অর্থ স্বীয় অংশ অর্থাৎ মোক্ষনামক শ্রীমদ্বৈকুণ্ঠলোক যাহা স্বীয় অংশ স্বরূপ, তাহাতে অবস্থিত। যদি বল কি রূপে আছেন, তাহার উত্তর এই যে, সেই বৈকুণ্ঠে অতিশয়রূপে বিরাজমানা চিৎ শক্তি দ্বারা মায়া দূরে থাকিলেও তাহাকে তিরস্কার করিয়াই অবস্থিত আছেন॥

শ্রীশুকদেবেন।

প্রবর্ত্ততে যত্র রজস্তমস্তয়োঃ

সত্ত্বঞ্চ মিশ্রং নচ কালবিক্রমঃ।

ন যত্র মায়া কিমুতাপরে হরে

রনুব্রতা যত্র সুরাসুরার্চ্চিতা ইতি ॥

মোক্ষং পরংপদং লিঙ্গমমৃতং বিষ্ণুমন্দিরমিতি পাদ্মোত্তর-

খণ্ডে শ্রীবৈকুণ্ঠপর্য্যায়শব্দাঃ ॥ ১৭ ॥

অর্জ্জুনঃ শ্রীভগবন্তং ॥ ১২৬ ॥

মায়া নিষেধকারি শুকদেবও এই মত প্রকাশ করিয়াছেন।

যথা দ্বিতীয়স্কন্ধে ৯ অধ্যায়ে ১০ শ্লোকে ॥

বৈকুণ্ঠে রজ বা তম গুণের প্রভাব নাই এবং ঐ দুই গুণে মিশ্রিত সত্ত্বগুণও তথায় প্রবেশ করিতে পারে না, আর সে স্থানে কালকৃত বিনাশও হয় না, অধিক কি বলিব মায়াও সে স্থানে যাইতে পারে না, ইহাতে অন্যান্য শোক মোহাদির বক্তব্য কি? অর্থাৎ সে স্থানে উহাদের থাকিবার অধিকার নাই, এ নিমিত্ত তত্রত্য ভগবৎ পারিষদ্‌গণকে সুর এবং অসুরগণে নিরন্তর অর্চ্চনা করিয়া থাকেন ॥

অপর পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে বৈকুণ্ঠ শব্দের মোক্ষ, পরংপদ, লিঙ্গ অমৃত ও বিষ্ণুমন্দির এই সকল পর্য্যায় কহিয়াছেন ॥

উক্ত বিষয় প্রথমস্কন্ধের ৭ অধ্যায়ে অর্জ্জুন ভগবান্‌কে কহিয়াছেন ॥ ১২৬ ॥

অত ঊর্দ্ধং গুণাদীনাং স্বরূপাত্মকত্বনিগমাৎ স্বরূপশক্তি-রেব পুনরপি বিস্ত্রিয়তে যাবৎসন্দর্ভসমাপ্তি।

তত্র গুণদীনাং স্বরূপাত্মকত্বমাহুঃ শ্রুতয়ঃ॥

স যদজয়াত্বজা মনুশয়ীত গুণাংশ্চ জুষন্
ভজতি স্বরূপতাং তদনুমৃত্যুমপেতভগঃ।
ত্বমুত জহাসি তামহিরিব ত্বচমাত্তভগো
মহসি মহীয়সেহষ্ট গুণিতে হপরিমেয়ভগঃ॥ ২০॥

সতু জীবঃ যৎ যস্মাৎ অজয়া মায়য়া অজাবিদ্যামনুশয়ীত আলিঙ্গেত। তস্যশ্চ গুণাংশ্চ দেহেন্দ্রিয়াদীন্ জুষন্

ইহার পর গুণাদির স্বরূপাত্মক নিগম হেতু, সন্দর্ভ সমাপ্তি পর্য্যন্ত তাবৎ স্বরূপশক্তিরই বিস্তার করিব॥

তন্মধ্যে গুণসকলের স্বরূপাত্মকত্ব ১০ স্কন্ধের ৮৭ অধ্যায়ে ৩৪ শ্লোকে শ্রুতিসকল কহিয়াছেন যথা॥

সেই জীব যখন মুগ্ধ হইয়া মায়াকে আলিঙ্গন করেন, তখন দেহেন্দ্রিয়াদির সেবা করত পশ্চাৎ তদ্ধর্ম্মযুক্ত হইয়া স্বরূপ বিস্মৃতিপূর্ব্বক জন্মমরণরূপ সংসার প্রাপ্ত হয়েন, কিন্তু তুমি যখন ত্বচ বিনির্ম্মুক্ত সর্পের ন্যায় সেই মায়াকে পরিত্যাগ করিয়া ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হও তখন অণিমাদি অষ্টগুণিত পরমৈশ্বর্য্যে ঐশ্বর্য্যবান্ হইয়া অপরিচ্ছিন্ন রূপে পূজনীয় হইয়া থাক॥ ২০॥

উক্ত শ্লোকের টীকা এই যে। সেই জীব যখন মায়া দ্বারা

সেবমানঃ আত্মতয়া অধ্যস্যন্। তদনু তদনন্তরং স্বরূপতাং তদ্ধর্ম্মযোগঞ্চ ভুষন্ অপেতভগঃ পিহিতানন্দাদিগুণ সন্ মৃত্যুং সংসারং ভজতি প্রাপ্নোতি ত্বমুত ত্বং তু জহাসি তাং মায়াং। নমু সা ময্যেবাস্তি কথং ত্যাগঃ তত্রাহ অহিরিব ত্বচমিতি। অয়ং ভাবঃ। যথা ভুজঙ্গঃ স্বগতমপি কঞ্চুকং গুণবুদ্ধ্যা নাভিমন্যতে তথা ত্বমজাং মায়াং। নহি নিরন্তরাহ্লাদিসংবিৎকামধেনুবৃন্দপতেরজয়াকৃত্যমিতি তামুপেক্ষসে। কুত এতত্তদাহ। আত্তভগঃ নিত্যপ্রাপ্তৈশ্বর্য্যঃ মহসি পরমৈশ্বর্য্যে অষ্টগুণিতে অণিমাদ্যষ্ট

সেবা অর্থাৎ আপনার বলিয়া স্বীকার করেন, তখন ঐ দেহেন্দ্রিয়াদির স্বরূপত্ব অর্থাৎ স্বভাববিশিষ্ট হইয়া আনন্দগুণে বিরহিত হওত সংসার প্রাপ্ত হয়েন। কিন্তু তুমি সেই মায়াকে পরিত্যাগ কর। যদি বলেন, অহে! সেই মায়া আমাতেই আছে কি রূপে তাহার ত্যাগ হইবে, এই প্রশ্নে কহিতেছেন, সর্পের কঞ্চুক পরিত্যাগ করায় ন্যায়, ইহার ভাব এই, সর্প যেন স্বদেহস্থ কঞ্চুককে গুণবুদ্ধিতে অর্থাৎ আদরণীয় বস্তু বিবেচনায় আদর করে না, তদ্রূপ তুমি মায়াকে আদর কর না, কেন না যে ব্যক্তি নিরন্তর আহ্লাদপ্রদ জ্ঞানরূপ কামধেনুবৃন্দের পতি, তাঁহার অজা (ছাগী) দ্বারা কোন কার্য্য নাই, তাহাকে উপেক্ষা করিয়াই থাকেন। যদি বলেন ইহা কি রূপে হয়, তাহার উত্তর এই, তুমি আত্তভগ অর্থাৎ সর্ব্বদা ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হইয়া অণিমাদি অষ্ট বিভূতিরূপ

বিভূতিমতি মহীয়সে নিরাংসে। কথং ভূতঃ অপরিমেয়-ভগঃ অপরিমেয়ৈশ্বর্য্যঃ। নত্বন্যেষামিব দেশকাল পরিচ্ছিন্নং তবাষ্টগুণি মৈশ্বর্য্যং অপিতু পরিপূর্ণ স্বরূপানুবন্ধিত্বাদপরিমিতমিত্যর্থ ইত্যেষা ॥ ১২৭ ॥

তথাচ। তত্রৈব পূর্ব্বমুক্তং।

ত্বমসি যদাত্মনা সমবরুদ্ধ সমস্তভগঃ ইতি স্বাভাবিকঃ। যদ্বা অহিরিব ত্বচমিত্যত্র ত্বক্শব্দেন পরিত্যক্তজীর্ণত্বগেবোচ্যতে। স যথা তাং জহাতীতি তৎসমীপমপি ন

পরম ঐশ্বর্য্য পূজিত হইতেছ, যদি বল তাহা কি রূপ, তাহার উত্তর এই, তুমি অপরিমেয় ভগ অর্থাৎ তোমার ঐশ্বর্য্যের পরিমাণ নাই; কিন্তু অন্যের ন্যায় তোমার অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য্য দেশ ও কালে পরিচ্ছিন্ন নহে, বস্তুতঃ পরিপূর্ণস্বরূপানুবন্ধি হেতু অপরিমিত হইয়াছে ॥ ১২৭ ॥

উক্ত রূপই ১০ স্কন্ধের ৮৭ অধ্যায়ে ১০ শ্লোকে শ্রুতিগণ কহিয়াছেন, হে ভগবন্! তুমি স্বীয় স্বরূপ আবরণার্থ গৃহীত সত্বাদি গুণবিশিষ্ট অবিদ্যাকে নষ্ট কর, যে হেতু তুমি স্বরূপতঃ সমস্ত ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছ, পরব্রহ্মের ইহা স্বাভাবিক ঐশ্বর্য্য ॥

অথবা "অহিরিবত্বচং" এই স্থলে ত্বক্ শব্দে পরিত্যক্ত জীর্ণ ত্বক্ই বলা যায়। সর্প যেমন জীর্ণত্বক্ পরিত্যাগ করিয়া আর তাহার নিকটে যায় না, তাহার ন্যায় তুমিও মায়ার

ব্রজতি তথা ত্বমপি মায়াসমীপং ন যাসীত্যর্থঃ। অন্যত্রচ
বিশুদ্ধবিজ্ঞানঘনং স্বসংস্থয়া
সমাপ্তসর্ব্বার্থমমোঘবাঞ্ছিতমিতি ॥
তথোদ্ধবং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং ॥
সিদ্ধয়োঽষ্টাদশ প্রোক্তা ধারণা যোগপারগৈঃ।
তাসামষ্টৌ মৎপ্রধানা দশৈব গুণহেতব ইতি ॥
অগ্রেচ ॥
এতা মে সিদ্ধয়ঃ সৌম্য অষ্টাবৌৎপত্তিকা মতা ইতি ॥১২৮
তথা দৈত্যবালকান্ প্রতি শ্রীপ্রহ্লাদবাক্যং ॥

সমীপে গমন কর না ॥

অন্যত্রও ঐরূপ কথিত হইয়াছে ॥

পরমব্রহ্ম বিশুদ্ধ বিজ্ঞানঘন, তিনি আত্মস্থ স্বরূপ শক্তি দ্বারা সকল অর্থই প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥

উক্ত রূপ একাদশস্কন্ধে ১৫ অধ্যায়ে ২ শ্লোকে
উদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের বাক্য যথা ॥

ভগবান্ কহিলেন যোগপারগ ঋষিগণ সিদ্ধি অষ্টাদশ প্রকার ও ধারণাও অষ্টাদশ প্রকার কহিয়াছেন, তাহাদিগের মধ্যে আটটী আমার আশ্রিত, অবশিষ্ট দশটী গুণকার্য্য ॥

ইহার পর ঐ অধ্যায়ে ৫ শ্লোকে কহিয়াছেন। হে সৌম্য! এই অষ্টসিদ্ধি আমার স্বাভাবিকী ॥ ২৮ ॥

এই রূপ সপ্তমস্কন্ধে ৬ অধ্যায়ে ২১ শ্লোকে

কেবলানুভবানন্দস্বরূপঃ পরমেশ্বরঃ।
মায়য়াহন্ত হির্তৈশ্বর্য্য ঈয়তে গুণসর্গয়েতি ॥

টীকাচ ॥

নন্ু সএব চেৎ সর্ব্বত্র তর্হি সর্ব্বজ্ঞত্বাদ্যুপলভ্যেত তত্রাহ। গুণাত্মকঃ সর্গো যস্যাঃ তয়া মায়য়া অন্তর্হিতমৈশ্বর্য্যং যেন ইত্যেষা। অত্র ভগবদৈশ্বর্য্যস্য মায়য়া হ্নন্তর্হিতত্বেন গুণসর্গয়েতি মায়য়া বিশেষণবিন্যাসেন তদতীতত্বং বোধয়তি স্বরূপবৎ। অতঃ পরমেশ্বর ইতি বিশেষণমপি তৎসহযোগেন পূর্ব্বমেব দত্তমিতি জ্ঞেয়ং ॥ ৫২৯ ॥

প্রহ্লাদ দৈত্যবালকগণকে কহিয়াছেন, হে বয়স্যবর্গ! পরমেশ্বর কেবল অনুভব স্বরূপ, তিনি গুণসৃষ্টিরূপা মায়াদ্বারা ঐশ্বর্য্য সম্বরণ ক্ষরিয়া থাকেন ॥

টীকা যথা ॥

অহে! যদি এরূপ বল সেই পরমেশ্বরই যদি সর্ব্বত্র, তবে সর্ব্বত্র সজ্ঞত্বাদি উপলব্ধি হউক, এই আশঙ্কায় কহিতেছেন। যাহার গুণরূপা সৃষ্টি সেই মায়া দ্বারা যিনি ঐশ্বর্য্য অন্তর্দ্ধান করিয়াছেন। এস্থলে ভগবদৈশ্বর্য্যের মায়া দ্বারা অন্তর্হিত হওয়াতে মায়ার গুণসর্গা এই বিশেষণ বিন্যাস দ্বারাও পরমেশ্বরের মায়াতীতত্ব স্বরূপের ন্যায় বোধ করাইতেছে। অতএব পরমেশ্বর এই বিশেষণও মায়া সহযোগ প্রযুক্ত পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে জানিতে হইবে ॥ ১২৯ ॥

শ্রুতয়শ্চ ॥

অজামেকাং লোহিতশুক্ল কৃষ্ণাং

বহ্বীং প্রজাং সৃজমানাং স্বরূপাং।

অজো হ্যেকো জুষাণোঽনুশেতে

জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ ॥

যদাত্মকো ভগবাংস্তদাত্মিকা শক্তিঃ, কিমাত্মকো ভগবান্ জ্ঞানাত্মক ঐশ্বর্য্যাত্মকঃ শক্ত্যাত্মকশ্চ। দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়ামিত্যাদ্যাঃ। অত্র স্বগুণৈরিতি যা তাং

শ্রুতিসকল যথা ॥

রক্ত, শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণা এক যে অজা অর্থাৎ মায়াঃ তিনি আত্মতুল্য অর্থাৎ রজঃ সত্ব ও তমোগুণময় বহু বহু প্রজা সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু এক অজ অর্থাৎ জীব ঐ মায়ার গুণসলকে সেবন করিয়া তাহাতে অনুশয়ন অর্থাৎ মুগ্ধ হইয়াছেন। আর অন্য এক যে অজ অর্থাৎ পরমেশ্বর তিনি মায়ার গুণসকল উপভোগ করিয়া তাহ্যকে ত্যাগ করিয়াছেন ॥

ভগবান্ যে রূপ, তাঁহার শক্তিও তদনুরূপা ॥

ভগবানের স্বরূপ কি এই আকাঙ্ক্ষায় কহিতেছেন। তিনি জ্ঞানময়, ঐশ্বর্য্যময় এবং শক্তি ময়। হে দেব!, তোমার শক্তি স্বীয় গুণে আবৃত হইয়া রহিয়াছেন। এ স্থলে যে মায়া

স্বগোচরামিত্যুক্তেঃ স্বীয়স্বভাবৈরিত্যর্থঃ।

অত্র শ্রীবিষ্ণুপুরাণে ষষ্ঠাংশে ॥

নিরস্তাতিশয়াহ্লাদেত্যাদি প্রকরণং। তদীয়শ্রীধরস্বামি-টীকা চানুসন্ধেয়া ॥ ১০ ॥ ৮৭ ॥ শ্রুতয়ঃ শ্রীভগবন্তং ॥

॥ ১৩০ ॥ তথা ॥

মাং ভজন্তি গুণাঃ সর্ব্বে নির্গুণং নিরপেক্ষকং।
সুহৃদং প্রিয়মাত্মানং সাম্যাসঙ্গাদয়ো গুণাঃ ॥ ২১ ॥

টীকা চ। কথম্ভূতাঃ অগুণাঃ গুণপরিণামরূপেণ ভবন্তি কিন্তু নিত্যা ইত্যর্থ ইত্যেষা ॥

অগোচরা, তিনি স্বীয় স্বভাবে আবৃতা হইয়াছেন। এস্থলে বিষ্ণুপুরাণের ষষ্ঠাঙ্কে "নিরস্তাতিশয়াহ্লাদ" ইত্যাদি প্রকরণে তদীয় শ্রীধরস্বামির টীকা অনুসন্ধান করিতে হইবে ॥ ১৩০ ॥

উক্ত রূপ একাদশস্কন্ধের ১৩ অধ্যায়ে ৩৯ শ্লোকে
শ্রীহংসদেব সনকাদিকে কহিয়াছেন যথা ॥

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! আমি নির্গুণ, নিরপেক্ষ, সুহৃদ্, প্রিয়, আত্মা, সমুদায় নিত্যসাম্য অসঙ্গাদি গুণ সকল আমাকে ভজনা করে ॥

এই শ্লোকের টীকা। অগুণ সকল কিরূপ এই আকাঙ্ক্ষায় কহিতেছেন, তাহারা গুণের পরিণামরূপে হয়, কিন্তু তৎ সমুদায় নিত্য ॥

তথাচ নারদপঞ্চরাত্রে জিতন্তে স্তোত্রে ॥

নমঃ সর্ব্বগুণাতীত ষড়্গুণায়াদিবেধস ইতি ॥

তদুক্তং ব্রহ্মতর্কে ॥

গুণৈঃ স্বরূপভূতৈস্তু গুণ্যসৌ হরিরীশ্বরঃ।

ন বিষ্ণো র্ন চ মুক্তানাং ক্বাপি ভিন্নো গুণো মত ইতি ॥

কালিকাপুরাণে দেবীকৃতবিষ্ণুস্তবে ॥

যস্য ব্রহ্মাদয়ো দেবা মুনয়শ্চ তপোধনাঃ।

ন বিবৃন্বন্তি রূপাণি বর্ণনীয়ঃ কথং স মে।

স্ত্রিয়া ময়া তে কিং জ্ঞেয়া নির্গুণস্য গুণাঃ প্রভো।

উক্ত রূপই নারদ পঞ্চরাত্রে জিতন্তে স্তোত্রে ॥

তুমি সর্ব্বগুণাতীত, ষড়্গুণ, আদি বিধাতা, তোমাকে নমস্কার ॥

উক্তরূপ ব্রহ্মতর্কে কথিত হইয়াছে ॥

স্বরূপভূতগুণসমুহ দ্বারা এই হরি ঈশ্বর গুনবান্ হইয়াছেন। পরন্তু বিষ্ণু ও মুক্তপুরুষসকলের গুণ কেথাও ভিন্ন বলিয়া অভিমতহয় নাই ॥

কালিকাপুরাণে দেবীকৃত বিষ্ণুস্তবে যথা ॥

ব্রহ্মা প্রভৃতি দেব এবং তপোধন মুনিগণ যাঁহার রূপ সকল বর্ণন করিতে সমর্থ হয়েন না, কি প্রকারে আমি তাঁহাকে বর্ণন করিব ॥

হে প্রভো! ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণও যাঁহার রূপ জানিতে

নৈব জানন্তি যদ্রূপং সেন্দ্রা অপি সুরা ইতি ॥ ১১ ॥ ১৩ ॥

শ্রীহংসদেবঃ সনকাদীন্ ॥ ১৩১ ॥

অন্যত্রচ। শ্রীহংসবাক্যস্থিতাদিগ্রহণক্রোড়ীকৃতান্ তান্ বহূনেব সত্যং শৌচমিত্যাদিভি র্গণয়িত্বাহ ॥

ইমে চান্যেচ ভগবন্নিত্যা যত্র মহাগুণাঃ।
প্রার্থ্যা মহত্বমিচ্ছদ্ভি র্ন বিয়ন্তি স্ম কর্হিচিৎ ॥ ২২ ॥

টীকাচ। এতে একোনচত্বারিংশৎ। অন্যেচ ব্রহ্মণ্যত্ব-শরণ্যত্বাদয়ো মহান্তো গুণা যস্মিন্ নিত্যাঃ সহজা ন

পারেন না, আমি স্ত্রী হইয়া নির্গুণ যে তুমি তোমার গুণ কি রূপে জানিতে পারিব ? ॥ ১৩১ ॥

অন্যত্রেও শ্রীহংসের বাক্যস্থিত আদি পদগ্রহণে ক্রোড়ীকৃত সেই সত্য শৌচ ইত্যাদি গুণের সহিত গণনা করিয়া বহু গুণ কহিয়াছেন ॥

যথা প্রথমস্কন্ধে ১৬ অধ্যায়ে ২৭ শ্লোকে পৃথিবী ধর্ম্মকে কহিয়াছেন ॥

হে ধর্ম্ম ! এই একোন চত্বারিংশদ্গুণ যাঁহাতে স্বভাবত নিত্যই বর্ত্তমান আছে, কখন ক্ষয় পায় না, যাঁহারা মহত্ব ইচ্ছা করেন তাঁহারা ঐ সকল গুণকেই প্রার্থনা করিয়া থাকেন ॥২২

টীকা যথা। এই একোনচত্বারিংশৎ। অন্য পদে ব্রহ্মণ্যত্ব, শরণ্যত্ব, প্রভৃতি মহা গুণ সকল যাঁহাতে নিত্য অর্থাৎ সহজ।

বিয়ন্তি নক্ষীয়ন্তে স্মেত্যোষা ॥

অত্র শ্রীবিষ্ণুপুরাণং ॥

কলা মুহূর্ত্তাদিময়শ্চ কালো ন যদ্বিভূতেঃ পরিণামহেতুরিতি ॥ ১ ॥ ১৬ ॥ শ্রীপৃথিবী ধর্ম্মং ॥ ১৩২ ॥

অতএবাহ ॥

নমস্তুভ্যং ভগবতে ব্রহ্মণে পরমাত্মনে।
ন যত্র শ্রূয়তে মায়া লোকসৃষ্টিবিকল্পনা ॥ ২৩ ॥

যত্র ভগবদাদিত্বেন ত্রিবিধৈব স্ফুরতি স্বরূপে মায়া ন

ত বিয়ন্তি এই ক্রিয়াপদের অর্থ, ক্ষয় হয় না ॥

এই স্থলে শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ॥

কলা মুহূর্ত্তাদি রূপ যে কাল তিনিও যাঁহার বিভূতির পরিণামের কারণ হয়েন না ॥ ১৩২ ॥

অতএব দশমস্কন্ধে ২৮ অধ্যায়ে ৫ শ্লোকে ভগবানের
প্রতি বরুণ কহিয়াছেন যথা ॥

বরুণ কহিলেন হে প্রভো! আপনি নিরতিশয় ঐশ্বর্য্য রূপী পূর্ণ স্বরূপ এবং সর্ব্ব জীবের নিয়ন্তা, কারণ যে মায়া লোকসৃষ্টি বিকল্পিত করে তাহাও আপনাকে আশ্রয় করে না, অতএব আপনাকে নমস্কার করি ॥ ১২৩ ॥

যাঁহাতে ভগবত্ত্ব প্রভৃতি তিন প্রকারই স্ফূর্ত্তি পাইতেছে, সেই স্বরূপে মায়া শ্রুত হওয়া যায় না, তাঁহার তথা তথা

শ্রূয়তে তদা তথা তথা স্ফূর্ত্তি র্মায়য়া ন ভবতীত্যর্থঃ। তত্র হেতুঃ লোকসৃষ্টাবেব কল্পিতুং সৃষ্টি স্থিতি সংহারৈর্বিবিধং নির্ম্মাতুং শীলং যস্যাঃ সা অতএব ভূগোলপ্রশ্নহেতুত্বেন রাজ্ঞাঽপ্যুক্তং। ভগবতো গুণময়ে স্থূলরূপ আবেশিতং মনো হ্যগুণেঽপি সূক্ষ্মতম আত্মজ্যোতিষি পরে ব্রহ্মণি ভগবতি বাসুদেবাখ্যে ক্ষমমাবেশিতুমিতি ॥ ॥ ১০ ॥ ২৭ ॥ বরুণঃ শ্রীভগবন্তং ॥ ১৩৩ ॥

তথা ॥

তস্মৈ নমো ভগবতে বাসুদেবায় ধীমহি।

অর্থাৎ ভগবদাদিরূপে স্ফূর্ত্তি মায়া দ্বারা সম্ভব হয় হয় না। তাহার হেতু এই, মায়ার লোকসৃষ্টিতেই বিকল্প করিবার নিমিত্ত অর্থাৎ সৃষ্টি স্থিতি সংহার দ্বারা বিবিধ রূপে নির্ম্মাণ করিবার জন্য স্বভাব হইয়াছে ॥

অতএব ভূগোলপ্রশ্নে হেতুত্ব রূপে ৫ স্কন্ধে ১৬ অধ্যায়ে ৩ শ্লোকে পরিক্ষীতের বাক্য যথা ॥

হে মুনে। শ্রীভগবানের গুণময় স্থূল রূপে নিবেশিত মনও কদাচিৎ নির্গুণ সূক্ষ্মতম [illegible] জ্যোতির্ম্ময় পরমব্রহ্ম স্বরূপ যে পরম পুরুষ বাসুদেব, তাঁহাতে নিবিষ্ট হইতে সক্ষম হয় ॥ ১৩৩

উক্তরূপ দ্বিতীয়স্কন্ধের ৫ অধ্যায়ে ১২। ১৩ শ্লোকে ব্রহ্মা নারদকে কহিয়াছেন ॥

সেই ভগবান্ বাসুদেবকে নমস্কার করি এবং তাঁহাকেই

যান্মায়য়া দুর্জ্জয়য়া মাং বদন্তি জগদ্‌গুরুং ॥
বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেমুহয়া।
বিমোহিতা বিকত্থন্তে মমাহমিতি দুর্দ্ধিয়ঃ ॥ ২৪ ॥

তম আদিময়ত্বেন স্বস্য সদোষত্বাৎ সচ্চিদানন্দঘনত্বেন তস্য নির্দ্দোষস্য নেত্রগোচরে বিলজ্জমানয়া অমুয়া মায়য়া বিমোহিতা অস্মদাদয়ো দুর্দ্ধিয়ঃ ॥ ২ ॥ ৫ ॥ শ্রীব্রহ্মা শ্রীনারদং ॥ ১৩৪ ॥

তদেবং ঐশ্বর্য্যাদি ষট্‌কস্য স্বরূপ ভূতত্বমুক্ত্বা শ্রীবিগ্রহস্য

ধ্যান করি, তাঁহার দুর্জ্জয় মায়াতে মুগ্ধ হইয়া তোমরা আমাকে জগতের গুরু বলিতেছ ॥

কিন্তু ঐ মায়া "এই মদীয় প্রভু আমার কপট জানেন" এই বলিয়া তাঁহার দৃষ্টিপথে থাকিতে লজ্জিতা হয়, সুতরাং তাঁহার উপরে আপনার কার্য্য করিতে পারে না, কেবল অস্মদাদি সদৃশ দুর্ব্বুদ্ধি লোকদিগকেই মোহিত করে এবং দুর্ব্বোধ লোকদিগেরই জ্ঞান অবিদ্যাতে আচ্ছন্ন হওয়াতে তাহারাই "আমি আমার" এই রূপ আত্মশ্লাঘা করিয়াথাকে ॥ ২৪ ॥

তম আদি স্বরূপা মায়া নিজের সদোষত্ব হেতু, সচ্চিদানন্দঘনত্ব প্রযুক্ত নির্দ্দোষ পরমেশ্বরের নেত্রগোচরে থাকিতে বিলজ্জমানা মায়ায় মোহিত হইয়া আমরা সকল দুর্ব্বুদ্ধি হইয়াছি ॥ ১৩৪ ॥

অতএব এই প্রকার ঐশ্বর্য্যাদি ছয়টীর স্বরূপ ভূতত্ব বর্ণন

পূর্ণস্বরূপভূতত্বং বক্তুং প্রকরণমারভ্যতে ॥

অত্র তস্য তাদৃশত্বং সচিবং নিত্যত্বং তাবদাহ ত্রিভিঃ ॥

নষ্টে লোকে দ্বিপরার্দ্ধাবসানে
মহাভূতেষ্বাদিভূতং গতেষু।
ব্যক্তেহব্যক্তং কালবেগেন যাতে
ভবানেকঃ শিষ্যতে শেষসংজ্ঞঃ ॥ ২৫ ॥

অতঃ শেষসংজ্ঞঃ। তত্র যুক্তিঃ ॥

যোহয়ং কালস্তস্য তেহব্যক্তব্যক্তো

করিয়া শ্রীবিগ্রহেরপূর্ণ স্বরূপ ভূতত্ব বলিবার জন্য প্রকরণ আরম্ভ করিতেছেন ॥

তদ্বিষয়ে শ্রীবিগ্রহের স্বরূপ ভূতত্বের সহায় এবং নিত্যত্ব দশমস্কন্ধের ৩ অধ্যায়ে ২২। ২৩। ২৪ এই তিন শ্লোকে

প্রভো! দ্বিপরার্দ্ধ কালের অবসানে চরাচর শ্লোক বিনষ্ট হয়, সে সময় পৃথিব্যাদি মহাভূত আদিভূতে অর্থাৎ সূক্ষ্মভূতে বিলয় পায়, পরে ব্যক্ত সেই আদিভূত কাবশতঃ অব্যক্তে অর্থাৎ প্রধানকে প্রাপ্ত হইলে এক আপনিই অবশিষ্ট থাকেন। সে সময় অশেষাত্মক প্রধানে আপনকার প্রজ্ঞা হয় অর্থাৎ আমাতেই এই সমস্ত বিলীন আছে এই রূপ বোধ করেন ॥২৫

অতএব শেষসংজ্ঞ এই স্থলে এই যুক্তি। অপিচ হে প্রকৃতিপ্রবর্তক ভগবন্! নিমেষাদি বৎসর পর্য্যন্ত দ্বিপরার্দ্ধ

চেষ্টামাহুশ্চেষ্টতে যেন বিশ্বং।
নিমেষাদির্বৎসরান্তো মহীয়াং
স্তং ত্বেশানং ক্ষেমধাম প্রপদ্যে ॥ ২৯ ॥
হে অব্যক্তবন্ধো সান্নিধ্যমাত্রেণ প্রকৃতিপ্রবর্ত্তক চেষ্টাং নিমেষোন্মেষরূপাং ॥
শ্রুতিশ্চ ॥
সর্ব্বে নিমেষা জজ্ঞিরে বিদ্যুতঃ পুরুষাদধীতি ॥
সর্ব্বে নিমেষাদয়ঃ কালাবয়বাঃ। বিশেষেণ দ্যোততে বিদ্যুৎ পুরুষঃ পরমাত্মেতি শ্রুতিপদার্থঃ সর্ব্বত্র স্বষ্টি

রূপ এই কাল, যাহাতে বিশ্বের পরিবর্ত্তন হইতেছে, তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা বলেন ঐ কাল তোমার লীলা মাত্র। প্রভো তুমি এতাদৃশ অভয় স্থান, আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম ॥ ২৯ ॥

হে অব্যক্তবন্ধো! তুমি সান্নিধ্যমাত্রে প্রকৃতির প্রবর্ত্তক। চেষ্টা শব্দের অর্থ নিমেষ ও উন্মেষ অর্থাৎ চক্ষু মুদ্রিত করা ও প্রকাশ করা ॥

শ্রুতিও যথা ॥

তেজোময় পুরুষকে অধিকার করিয়া নিমেষ সকল জন্মিয়াছে ॥

সমুদায় নিমেষ, কালের অবয়ব। বিশেষ রূপে প্রকাশ পান এই অর্থে বিদ্যুৎ পুরুষ শব্দে পরমাত্মা, শ্রুতিপদের এই অর্থ ॥

সংহারয়ো নিমিত্ত কালএব তস্যাস্তু তদঙ্গচেষ্টারূপত্বাৎ তৌ তত্র ন সংভবত এবেতি ভাবঃ। হেত্বন্তরং ক্ষেমধামেতি। ত্বা ত্বাং অত্র স্বাভীষ্টাত্তস্মাদাবির্ভাবাদেব কংসভয়ং কৈমুত্যেনন বারিতবতী॥

তথৈব স্পষ্টং পুনরাহ॥

মর্ত্ত্যো মৃত্যুব্যালভীতঃ পলায়ন্
লোকান্ সর্ব্বান্নির্ভয়ং নাধ্যগচ্ছৎ।
ত্বৎপাদাব্জং প্রাপ্য যদৃচ্ছয়াদ্য

সর্ব্বত্র সৃষ্টি সংহারের প্রতি কালই নিমিত্ত, সেই কাল তোমার অঙ্গ চেষ্টা স্বরূপ হওয়ায়, তুমি যে ভগবান্ তোমাতে সৃষ্টিসংহার নাই অর্থাৎ তোমার উৎপত্তি ও বিনাশ নাই। তদ্বিষয়ে অন্য হেতু এই যে, তুমি ক্ষেমধাম অর্থাৎ অভয় স্থান। ত্বা অর্থাৎ তোমাতে। এস্থলে নিজের অভীষ্ট সেই আবির্ভাব হইতেই কংসভয়কে কৈমুতিক ন্যায় দ্বারা নিবারণ করিলেন।

ঐ প্রকার স্পষ্ট রূপে পুনরায় কহিলেন॥

হে আদ্য! এই মর্ত্ত্যলোকে মৃত্যুরূপ বিষধর হইতে ভীত হইয়া পলায়ন করত সকল লোকের প্রতিই ধাবমান হইয়াছিল, কাহাকেও নির্ভয় পায় নাই! কোন অনির্ব্বচনীয় ভাগ্যোদয় হেতু তোমার পাদপদ্ম প্রাপ্ত হওয়াতে এক্ষণে সুস্থ হইয়া শয়ন করিতেছে, ইহার নিকট হইতে মৃত্যু অব-

সুস্থঃ শেতে মৃত্যুরস্মাদপৈতি ॥ ২৭ ॥

লোকান্ প্রাপ্য নির্ভয়ং ভয়াভাবং। ত্বৎপাদাব্জং তু প্রাপ্যেত্যুভয়ত্রাপ্যন্বয়ঃ। অত্র ত্বৎপাদাব্জমিতি শ্রীবিগ্রহমেব তথা বিস্পষ্টং সাধিতবতী। অতএবামৃতবপুরিতি সহস্রনামস্তোত্রে। মৃতং মরণং তদ্রহিতং বপুরস্যেত্যমৃতবপুরিতি ॥

শঙ্করভাষ্যেঽপি ॥

আদ্যেতি জন্মাভাবোঽপি দর্শিতঃ। স জন্মনি সর্ব্বত্র সাদিত্বস্যৈব সিদ্ধেঃ ॥ ১৩৫ ॥ তদুক্তং।

গত হইল ॥ ২৭ ॥

লোকসকলকে প্রাপ্ত হইয়া। নির্ভয় শব্দের অর্থ ভয়াভাব। তোমার পাদপদ্মকে প্রাপ্ত, এই বাক্যটীর উভয় স্থানেই অন্বয়। এস্থলে তোমার পাদপদ্ম এতদ্দ্বারা শ্রীদেবকীদেবী শ্রীবিগ্রহকেই স্পষ্টরূপে সাধন করিলেন। অতএব অমৃতবপুঃ ইহা সহস্রনামস্তোত্রে বর্ণিত হইয়াছে। মৃত শব্দের অর্থ মরণ, মরণরহিত বপুঃ যাহার এই অর্থে অমৃতবপুঃ ॥

শঙ্করভাষ্যেও বর্ণিত আছে ॥

আদ্য এই বিশেষণ দ্বারা জন্মের অভাব দর্শিত হইয়াছে। যাহার আদি আছে সর্ব্বত্র তাহারই জন্ম সিদ্ধি হয় ॥ ১৩৫ ॥

একারণ ১০ স্কন্ধের ৩ অধ্যায়ে ৭ শ্লোকে শুকদেব কহি-

প্রাদুরাসীদ্যথা প্রাচ্যাং দিশীন্দুরিব পুষ্কল ইতি ॥

শ্রুতিশ্চাত্র।

স ব্রহ্মণা সৃজতি স রুদ্রেণ বিলাপয়তি। সোঽনুৎপত্তি-রলয় এব হরিঃ পরঃ পরমানন্দ ইতি মহোপনিষদি ॥

॥ ১০ ॥ ৩ ॥ শ্রীদেবকী শ্রীভগবন্তং ॥

তথা উৎপত্তিস্থিতিলয়েত্যাদি পদ্যে যদ্রূপং ধ্রুবমকৃত মিতি ॥ ২৮ ॥

যস্য শ্রীসঙ্কর্ষণস্য রূপং ধ্রুবমনন্তং অকৃতং চানাদি। অত-

য়াছেন ॥

পূর্ব্বদিকে যেমন চন্দ্র প্রকাশ পায়, তাহার ন্যায় দেব রূপিণী দেবকীর গর্ব্ভে সর্ব্বান্তর্যামী ভগবান্ হরি ঐশ্বররূপে আবির্ভূত হইলেন ॥

এস্থলে শ্রুতিপ্রমাণও যথা ॥

সেই পরমেশ্বর ব্রহ্মা দ্বারা সৃষ্টি করেন এবং তিনি রুদ্র দ্বারা সংহার করেন, তাঁহার উৎপত্তিও নাই ও বিনাশও নাই, সেই হরিই পরমানন্দ স্বরূপ। এই বিষয় মহোপপনিষদে বর্ণিত আছে ॥

উক্ত রূপ ৫ স্কন্ধে ২৫ অধ্যায়ে "উৎপত্তি স্থিতি-লয়" এই ৯ শ্লোকে, শ্রীশুকদেব কহিয়াছেন, যাঁহার রূপ ধ্রুব ও অকৃত ॥ ২৮ ॥

তাৎপর্য্য—যে সঙ্কর্ণের রূপ ধ্রুব অর্থাৎ অনন্ত এবং

এবং বর্ষাধিপোপাসনা বর্ণনে ভবেনাপি তদ্রূপমধিকৃত্যোক্তং।

ন যস্য মায়া গুণচিত্তবৃত্তিভি
নিরীক্ষতো হ্যণ্বপি দৃষ্টিরজ্যত ইতি।

যত্তু তত্র তদেব রূপমধিকৃত্য শ্রীশুকেন।

যা বৈ কলা ভগবতস্তামসীতি ভবানীনাথৈরিত্যাদি-গদ্যে তামসী মূর্ত্তিমিত্যুক্তং। তন্নিজাংশশিবদ্বারা তমো-

---

অকৃত অর্থাৎ অনাদি ॥

অতএব ৫ স্কন্ধের ১৭ অধ্যায়ে ২০ শ্লোকে বর্ষাধিপের উপাসনা বর্ণন বিষয়ে ঐ সঙ্কর্ষণের রূপকে অধিকার করিয়া শ্রীমহাদেবও কহিয়াছেন। অহো! আমরা ক্রোধবেগে জয় করণে অসমর্থ হওয়াতে আমাদের দৃষ্টি যেন ভগবান্ ঈশ্বরে বিলিপ্ত হয় না, তেমনি যিনি নিরীক্ষণ করিলেও যাঁহার দৃষ্টি মায়ার গুণ যে সত্ত্ব রজঃ তমঃ, তাহাতে এবং অন্তঃকরণে অত্যল্পও লিপ্ত হয় না। ইন্দ্রিয়জয়েচ্ছু এবং মুমুক্ষু কোন্ পুরুষ সমাদর না করিবে? ॥

অপর ঐ পঞ্চমস্কন্ধের ২৫ অধ্যায়ে "যা বৈ কলা ভগবতস্তামসীতি" এই ১ সংখ্যক গদ্যে। তথা ৫ স্কন্ধের ১৭ অধ্যায়ে "ভবানীনাথৈরিত্যাদি" ১৭ সংখ্যক গদ্যে উক্ত রূপ অধিকার করিয়া শুকদেব তামসী মূর্ত্তি বর্ণন করিয়াছেন ॥

যাহা হউক, ঐ তামসী মূর্ত্তি স্বীয় অংশ শিব দ্বারা তমো

গুণোপকারকত্বেন জ্ঞেয়ং। উৎপত্তিস্থিতিলয়েত্যাদি-
গদ্যানন্তরং শ্রীশুকেনৈব ॥

মূর্ত্তিং নঃ পুরুকৃপয়া বভার সত্ত্বং
সংশুদ্ধং সদসদিদং বিভাতি যত্রেত্যুক্তত্বাৎ।
তস্মান্নিত্যমেব সর্ব্বং ভগবদ্রূপং ॥ ১৩৬ ॥

তথাচ পাদ্মোত্তরখণ্ডে তংস্তুতিঃ ॥

অনাদিনিধনানন্তবপুষে বিশ্বরূপিণে ইতি ॥

যদত্র স্কান্দাদৌ ক্বচিদ্ভ্রামকমস্তি। তত্তু তৎপুরাণানাং

গুণের উপকার নিমিত্ত জানিতে হইবে ॥

অপর ৫ স্কন্ধের ২৫ অধ্যায়ের "উৎপত্তি স্থিতিলয়েত্যাদি" ৯ সংখ্যক গদ্যের পর শ্রীশুকদেব কহিয়াছেন ॥

যাঁহাতে সৎ অসৎ বস্তু সমুদায় প্রকাশ পায়, যিনি অস্মদাদি ভক্তজনের প্রতি অতিশয় কৃপা পুরঃসর শুদ্ধসত্ব মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন। এই উক্তি হেতু, সমুদায় ভগবদ্রূপই নিত্য ॥ ৩৬ ॥

উক্ত রূপই পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে দেবকীস্তবে যথা-

তুমি অনাদিনিধন অর্থাৎ তোমার আদিও নাই এবং অন্তও নাই, তুমি অনন্তমূর্ত্তি ও বিশ্বরূপী তোমাকে নমস্কার ॥

অপর যে স্কন্দপুরাণাদিতে কোন স্থানে ভ্রমজনক বর্ণন আছে, তাহা সেই সেই পুরাণসকলের তামস শাস্ত্র বিশেষ

বরণাদ্যযুক্তমিব তদিতি ন ভগবত্ত্বপ্রতিপাদনপরং শুক-বৈরাগ্যশিবমহিমাদিতাৎপর্য্যকত্বাৎ। ততস্তৎপরত্বা-ভাবান্ন তত্র যাথার্থ্যঞ্চ। তথাবিধং শিবাদিপ্রতিপাদকং শাস্ত্রং চ বৈষ্ণবৈর্ন গ্রাহ্যমিতি স্কান্দ এব ষণ্মুখং প্রতি শ্রীশিবেনোক্তং।

শিবশাস্ত্রেঽপি তদ্‌গ্রাহ্যং বিষ্ণুশাস্ত্রোপযোগিযদিতি॥ অতএব পাদ্মোত্তরখণ্ডাদৌ তথাবিধপুরাণানামপি তাম-সত্বমেবোক্তং। ন চৈবং তেষাং পুরাণানামপ্রামাণ্যমাপ-তিতং পরমাত্মসন্দর্ভে দর্শয়িষ্যমাণেন মৎস্যপুরাণবচনানু-

---

কথামরত্ব হেতু সেই সেই শাস্ত্র বিশেষেও শ্রীভগবান্ কর্তৃক স্বীয় মহিমার আবরণ প্রযুক্ত তাহা অযুক্ত হইয়াছে। তাহা ভগবত্ত্ব প্রতিপাদন পর নহে, যে হেতু তৎসমুদায়ের শুদ্ধ বৈরাগ্য ও শিবমহিমাদি তাৎপর্য্য জানিতে হইবে॥

উক্ত প্রকার শিবাদি প্রতিপাদক শাস্ত্রও বৈষ্ণবগণের গ্রহ-ণীয় নহে। স্কন্ধপুরাণেই কার্ত্তিকেয়র প্রতি শ্রীশিব কহিয়াছেন॥

শিবশাস্ত্রের মধ্যে যাহা বিষ্ণুশাস্ত্রের উপযোগী তাহাই গ্রহণ করিবে॥

অতএব পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডাদিতে উক্তপ্রকার পুরাণ সকলের তামসত্বই কথিত হইয়াছে॥

এতদ্দারা ঐ সমস্ত পুরাণের অপ্রামাণ্য হইল না। পরমাত্মসন্দর্ভে মৎস্যপুরাণের যে বচন দেখান যইবে, তদনু-

সারেণ রাজসতামসকল্পকথাময়ত্বং তেষাং। সাত্ত্বিককল্পকথাময়ত্বং তু বিষ্ণুপ্রতিপাদকানাং তত্তদ্গুণময়ত্বমিতি তৎকল্পং প্রাপ্য শ্রীবিষ্ণুরেব তথাত্মানং প্রত্যায়তে ইতি ॥ ১৩৭ ॥

তথা তথৈবচ তত্তৎ পুরাণং প্রস্তৌতি তস্মদ্যথাদৃষ্টমেব তত্তদ্বচনং নান্যথাত্বং বহতি কিন্তু সত্ত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানমিতি ব্রহ্মকাণ্ডস্যেব সাত্ত্বিকপুরাণানাং সর্ব্বোর্দ্ধং জ্ঞানমিত্যেব লভ্যতে। তচ্চ সাত্ত্বিকপুরাণ এব দৃশ্যতে। তদপি পরমাত্মসন্দর্ভে লেখ্যং ॥

পাদ্মপাতালখণ্ডবৈশাখমাহাত্ম্যে চ ॥

সারে ঐ সকল পুরাণের তামস রাজস কল্প কথাময়ত্ব জানিতে হইবে। অপর যাহা সত্ত্বিক কল্প কথাময়ত্ব তাহা বিষ্ণুপ্রতিপাদক শাস্ত্র সকলের তদ্গুণময়ত্ব অর্থাৎ সাত্ত্বিকত্ব জানিতে হইবে। সেই কল্প অর্থাৎ শাস্ত্রবিশেষ প্রাপ্ত হইয়া শ্রীবিষ্ণুই আপনার স্বরূপকে সেই রূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন ॥ ১৩৭ ॥

তত্তদ্রূপেই সেই সেই পুরাণকে প্রশংসা করিতেছেন। একারণ যথাদৃষ্টই তত্তদ্বচন উল্লেখ করিব, অন্যথা কল্পনা হইবে না ॥

কিন্তু সত্ত্ব হইতে জ্ঞান জন্মায় এই ব্রহ্মকাণ্ডের ন্যায় সাত্ত্বিকপুরাণসকলের সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট জ্ঞান ইহাই লাভ হইতেছে। ঐ জ্ঞান সাত্ত্বিকপুরাণেই দৃষ্ট হয়। এই বিষয় পরমাত্মসন্দর্ভে লিখিত হইবে ॥

ব্যামোহায় চরাচরস্য জগতস্তেতে পুরাণাগমা ইত্যুক্তং। শ্রীমদ্ভাগবতেনাপি ॥

এবং বদন্তি রাজর্ষে ইত্যাদিনা তাদৃশং মতং দূষিতং। স্বমতন্তু। সত্যং শৌচং দয়া ক্ষান্তিরিত্যাদিনা শ্রীপৃথিবী-বাক্যেন। কান্তিসহওজোবলানামপি স্বাভাবিকত্বমব্য-ভিচারিত্বং চ দর্শয়িত্বা দর্শিতং। নষ্টে লোক ইত্যাদিনা

পদ্মপুরাণের পাতালখণ্ডে বৈশাখমাহাত্ম্যে ও বর্ণিত আছে, সেই সেই পুরাণ ও আগম সকল চরাচর জগতের মোহ নিমিত্ত জানিবে ॥

শ্রীমদ্ভাগবত দ্বারাও অর্থাৎ ১০ স্কন্ধের ৭৭ অধ্যায়ের ২০ শ্লোকে "এবং বদন্তি রাজর্ষে" অর্থাৎ হে রাজর্ষে! পূর্ব্বা-পরানুসন্ধান রহিত কোন কোন ঋষিরা এই রূপ বর্ণন করেন, কিন্তু তাঁহারা স্বীয় বাক্যের বিরুদ্ধতা স্মরণ করেন না। এই বচন দ্বারা ঐ প্রকার মত দূষিত হইয়াছে ॥

স্বীয় মত এই যে। সত্য শৌচ দয়া, ক্ষান্তি ইত্যাদি প্রথম স্কন্ধের ১৬ অধ্যায়ে ২৪ শ্লোকে শ্রীপৃথিবীর বাক্য দ্বারা কান্তি, সহ, ওজ এবং বল এ সকলেও স্বাভাবিকত্ব ও অব্যভি-চারিত্ব দেখাইয়া তথা "নষ্টে লোকে দ্বিপরার্দ্ধাবসানে" দশম-স্কন্ধের ৩ অধ্যায়ের "নষ্টে লোকে" ইত্যাদি শ্রীদেবকীদেবীর বাক্য দ্বারা শ্রীশুকদেব স্বীয় মত দেখাইয়াছেন। অতএব ৫ স্কন্ধে ২৫ অধ্যায়ে "উৎপত্তি স্থিতি লয়" এই ৯ শ্লোকে যে

শ্রীদেবকীদেবীবাক্যেন চ। তস্মাৎ সাধূক্তং যদ্রূপং ধ্রুবমকৃতমিতি ॥ ৫ ॥ ২৫ ॥ শ্রীশুকঃ ॥ ১৩৮ ॥

বিভুত্বমাহ ॥

নচান্তর্ন বহির্যস্য ন পূর্ব্বং নাপি চাপরঃ।
পূর্ব্বাপরং বহিশ্চান্তর্জগতো যো জগচ্চ যঃ ॥
তং মত্বাত্মজমব্যক্তং মর্ত্ত্যলিঙ্গমধোক্ষজং।
গোপিকোলূখলে দাম্না ববন্ধ প্রাকৃতং যথা ॥ ২৯ ॥

টীকাচ। বন্ধনং হি বহিঃ পরীতেন দাম্না অন্তরাবৃতস্য

রূপ ধ্রুব ও অকৃত শ্রীশুকদেব এই যাহা কহিয়াছেন তাহা সাধু বলা হইয়াছে ॥ ১৩৮ ॥

শ্রীভগবন্মূর্ত্তির বিভুত্ব কহিতেছেন যথা ॥

দশমস্কন্ধের ৯ অধ্যায়ে ১১। ১২ শ্লোকে শ্রীশুকদেব কহিয়াছেন। হে রাজন্! যশোদাকে কেন অনভিজ্ঞা কহিলাম তাহার কারণ শুন, যাঁহার অন্তর নাই, বাহির নাই, পূর্ব্ব নাই, পর নাই, যিনি স্বয়ং জগতে জগতের পূর্ব্বাপর, অন্তর বাহির, তথা আপনি জগতের স্বরূপ ॥

মানবলীলাকারি সেই অব্যক্ত অধোক্ষজকে আত্মজ জ্ঞান করিয়া গোপী প্রাকৃতবালকের তুল্য রজ্জু দিয়া উদূখলে বন্ধন করিলেন ॥ ২৯ ॥

উল্লিখিত শ্লোকদ্বয়ের টীকা ॥

বাহিরে পরিবেষ্টিত রজ্জু দ্বারা অন্তরে আবৃত বস্তুর বন্ধন

ভবতি। তথা পূর্ব্বাপর বিভাগবতো বস্তুনঃ পূর্ব্বতো দাম ধৃত্বা পরতঃ পরিবেষ্টনেন ভবতি। নত্বেতদস্তীত্যাহ ন চান্তরিতি।

কিঞ্চ। ব্যাপকেন ব্যাপ্যস্য বন্ধো ভবতি। তচ্চাত্র বিপরীতমিত্যাহ পূর্ব্বাপরমিতি।

কিঞ্চ। তদ্ব্যতিরিক্তস্য চাভাবান্নবন্ধ ইত্যাহ জগচ্চ যঃ ইতি। তং মর্ত্যলিঙ্গমধোক্ষজমাত্মজং মত্বা ববন্ধেতি-ইত্যেষা। অত্র জগচ্চ ইত্যত্র যস্য কারণস্য ব্যতিরেকেণ

হইয়াথাকে। এই রূপ পূর্ব্ব ও অপর বিভাগ বিশিষ্ট বস্তুর পূর্ব্বদিকে রজ্জু ধারণ করিয়া অন্য দিকে বেষ্টন করিলে বন্ধন হয়। কিন্তু "নচান্ত র্ন বহিঃ" ইত্যাদি পদ্যে শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহের অন্ত র্বাহ্য নাই॥

আরও॥

ব্যাপক দ্বারা ব্যাপ্যের বন্ধন ঘটে। কিন্তু তাহা এস্থলে বিপরীত, যে হেতু পূর্ব্বাপর এই পদ নির্দ্দেশ করায় শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বও নাই এবং পরও নাই॥

আরও॥

শ্রীকৃষ্ণ—ব্যতিরিক্ত বস্তুর অভাব প্রযুক্ত বন্ধন হইতে পারে না এই বিষয়ে কহিলেন, শ্রীকৃষ্ণ জগতের স্বরূপ। সেই মর্ত্তমূর্ত্তি অধোক্ষজকে আত্মজ জ্ঞান করিয়া যশোদা বন্ধন করিয়াছিলেন॥

এই শ্লোকে "জগচ্চ" এস্থলে, যে কারণের অভাবে কার্য্য

কার্য্যস্য জগতো ব্যতিরেকঃ স্যাদিতি তদনন্যস্য জগতস্ত-চ্ছক্ত্যৈব শক্তেস্তদংশাংশ রূপয়া রজ্জ্বা কথং বন্ধঃ স্যাৎ নহি বহ্নিমর্চ্চিষো দহেয়ুরিতি ভাবঃ তং মর্ত্ত্যলিঙ্গমিত্যাদৌ টীকাকৃতামযমভিপ্রায়ঃ ॥ ১৩৯ ॥

নহি ব্রহ্মাণ্ডগোলোকাদিকমপি কশ্চিদ্বধ্নাতি তত্রাহ মর্ত্ত্যলিঙ্গং মনুষ্যবিগ্রহং তর্হি কথং ব্যাপকত্বং তত্রাহ অধোক্ষজং অধঃকৃতং ইন্দ্রিয়জং জ্ঞানং যেন তং সর্ব্বেন্দ্রিয় জ্ঞানাগোচরং প্রত্যক্ষাদি প্রমাণৈরচিন্ত্যস্বরূপমিত্যর্থঃ।

রূপ জগতেরও অভাব হইয়াথাকে। ঐ শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন জগতের, তাঁহার শক্তি দ্বারাই শক্তির অংশাংশ রূপ রজ্জু দ্বারা কি প্রকারে তাঁহার বন্ধন হইতে পারে, কেন না, অগ্নির জ্বালা কখন অগ্নিকে দাহ করিতে পারে না এই ভাবার্থ "তং মর্ত্ত্যলিঙ্গ" ইত্যাদি স্থলে টীকাকারের এই অভিপ্রায় ॥ ১৩৯ ॥

অহে! সর্ব্বব্যাপককে কি প্রকারে বন্ধন করিলেন, যে হেতু ব্রহ্মাণ্ড ও গোলোকাদিকে কেহ বন্ধন করিতে পারে না। এই প্রশ্নে কহিতেছেন। মর্ত্ত্যলিঙ্গ শব্দের অর্থ মনুষ্য-বিগ্রহ। তবে কি প্রকারে তাঁহার ব্যাপকত্ব হইল। এই প্রশ্নে কহিতেছেন, তিনি অধোক্ষজ অর্থাৎ যিনি ইন্দ্রিয়জনিত জ্ঞানকে অধঃ করিয়াছেন। তিনি সর্ব্বেন্দ্রিয়জ্ঞানের অগোচর অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণদ্বারা অচিন্ত্যস্বরূপ। অতএব

তস্মাত্তদাকারত্বেঽপি তস্মিন্ বিভুত্বমস্ত্যেব ইতি ভাবঃ। অধোক্ষজত্বাদেবাব্যক্তত্বমপি ব্যাখ্যাতমিতি তন্নোদ্ধৃতং। ননু মনুষ্যবিগ্রহত্বেঽপ্যপরিত্যক্তবিভুত্বং কথং মাতুর্নাস্ফু-রৎ। তত্রাহ। আত্মজং মত্বেতি। বৎসলাখ্যভিধপ্রেমরস বিশেষস্য স্বভাবোঽয়ং যদসৌ স্বানন্দপূরেণ তস্য তাদৃশত্বং প্রত্যনুভবপদ্ধতি মাবৃণোতীত্যর্থ ইতি। ইত্থং চাতদ্বীর্য্য-কোবিদত্বং তস্যা মাহাত্ম্যমেব তং রজ্জুভির্বদ্ধমপি কর্ত্তু-স্তস্য প্রেমরসস্যানুভাবরূপত্বাৎ॥ ১৪০॥

শ্রীকৃষ্ণ মনুষ্যের আকার হইলেও তাঁহাতে বিভুত্ব আছে, এই তাৎপর্য্য। অধোক্ষজত্ব প্রযুক্ত অব্যক্তত্বও ব্যাখ্যাত হইয়াছে, কিন্তু আমি তাহা উদ্ধার করিলাম না॥

অহে! শ্রীকৃষ্ণ যদি মনুষ্য বিগ্রহেও বিভুত্ব পরিত্যাগ করেন নাই, তবে কেন তাহা শ্রীযশোদার স্ফূর্ত্তি হয় নাই, এই আশঙ্কায় কহিতেছেন। শ্রীযশোদা শ্রীকৃষ্ণকে আত্মজ রূপে মানিয়াছিলেন। একারণ বাৎসল্য নামক প্রেমরস বিশে-ষের স্বভাব এই যে, উহা নিজানন্দ প্রবাহদ্বারা তাঁহার বিভু-ত্বের প্রতি অনুভব পথ আবরণ করিয়াছিল। এই প্রকারই শ্রীকৃষ্ণের পরাক্রম বিষয়ে অবিজ্ঞত্বই শ্রীযশোর মাহাত্ম্য। অপর শ্রীকৃষ্ণ যে রজ্জু দ্বারা বন্ধনগ্রস্ত হইয়াছিলেন ইহার কারণ, বন্ধনকারি প্রেমরসেরই প্রভাব জানিতে হইবে॥ ১৪০

তদুক্তং ॥

নেমং বিরিঞ্চো ন ভব ইত্যাদি। প্রাকৃতং যথেত্যনেন অধোক্ষজমিত্যনেন চ বস্তুতো ব্যাপকত্বং মায়য়া তু মর্ত্ত্য-লিঙ্গত্বমিত্যপি পরিহৃতং। যদ্ধি তর্কগোচরো ভবতি তত্রৈব কদাচিদসম্ভবরীতিদর্শনেন সাহভ্যুপগম্যতে। যত্তু অতএব তদতীতং তত্র তৎস্বীকৃতিরতীব মূর্খতা। যথা বাড়বনাম্নো বহ্নের্জলনিধিমধ্য এব দেদীপ্যমানতায়া-

এই বিষয় ১০ স্কন্ধের ৯ অধ্যায়ে ১৬ শ্লোকে শ্রীশুকদেব কহিয়াছেন ॥

হে রাজন্! ভগবানের প্রসাদ অন্য ভক্তজনেরাও প্রাপ্ত হয় সত্য, কিন্তু মুক্তিপ্রদ ভগবান্ হইতে যশোদা যে প্রসন্নতা লাভ করিলেন, তাহা কি ব্রহ্মা পুত্র হইলেও, কি ভব আত্মা হইলেও, কি অঙ্গাশ্রিতা লক্ষ্মী ভার্য্যা হইলেও, কাহারও কখন সে রূপ প্রসাদ লাভ হয় নাই ॥

অপিচ যদ্রূপ প্রাকৃত বালককে বন্ধন করে, তাহার ন্যায় যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে বন্ধন করিলেন, এতদ্দ্বারা এবং অধোক্ষজ এতদ্দ্বারাও, বাস্তবিক ব্যাপকত্ব, কিন্তু মায়াদ্বারা মনুষ্যলিঙ্গত্ব পরিহৃত হইল। নিশ্চয় যাহা তর্কের গোচর হয়, তাহাতেই যদি কখন অসম্ভব রীতি দেখা যায়, তাহা হইলে তাহা মায়া বলিয়া বোধ হয়। আর যাহা স্বভাবতই তর্কের অগোচর তাহাতে মায়া স্বীকার অতিশয় মূর্খতা, যেমন সমুদ্রমধ্যে

ঐন্দ্রজালিকতাস্বীকরণং।

শ্রুতিশ্চ।

অর্ব্বাগ্‌দেবা অস্য বিসর্জ্জনেনাথ কো বেদ যত আবভূবে-ত্যাদ্যা ॥ ১৪১ ॥

কিঞ্চ ॥

যদ্গতং বন্ধনং তস্য শ্রীবিগ্রহস্যৈব ব্যাপকত্বং বিবক্ষিতং। যত্তদোঃ সামানাধিকরণ্যাৎ। তস্যাস্তত্রাকোবিদত্বোপ-পাদনাচ্চ। তত্র বিগ্রহত্বং পরিচ্ছিন্নতায়ামেব সংভবতি। করচরণাদ্যাকারসন্নিবেশাৎ। তস্মাদস্ত্যেব তস্মিন্

বাড়বাগ্নির প্রকাশে ঐন্দ্রজালিক বলিয়া স্বীকার করা তদ্রূপ ॥

শ্রুতিও কহিয়াছেন ॥

অর্ব্বাক্ অর্থাৎ পূর্ব্ববর্ত্তী দেবতাসকল ইহাঁর বিসর্জ্জনে অর্থাৎ পরিত্যাগে প্রভু হয়েন না, কে তাঁহাকে জানিবে, যাঁহা হইতে সকলের উদ্ভব হইয়াছে ॥ ১৪১ ॥

আরও ॥

যে শরীরগত বন্ধন সেই শরীরেরই ব্যাপকত্ব ইহাই কথনেচ্ছার বিষয় হইয়াছে। যে হেতু যৎ শব্দ ও তৎ শব্দের সামানাধিকরণ্য অর্থাৎ যাহাতে যৎ শব্দ থাকে তাহাতেই তৎ শব্দের প্রয়োগ হয়। আর ঐ যশোদার তাহাতে অকো-বিদত্ব অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণপ্রভাবের অনভিজ্ঞত্ব হেতু ব্যাপক দেহে-রই বন্ধন জানিতে হইবে। এ স্থলে পরিচ্ছিন্নতাতেই (ব্যাপ্য-পদার্থেই) বিগ্রহত্ব সম্ভব হয়, কেন না তাহাতে হস্ত পদাদি

পরিচ্ছিন্নত্বং বিভুত্বঞ্চ যুগপদেব। মূলসিদ্ধান্ত এব পরস্পরবিরোধিশক্তিশতনিধানত্বং তস্য দর্শিতং। দৃশ্যতে হপি লোকে ত্রিদোষঘ্নমহৌষধাদীনাং তাদৃশং তথৈব বিভুত্বমুক্তং ॥ ১৪২ ॥

ব্রহ্মসংহিতায়াং ॥

পন্থাস্তু কোটিশতবৎসরসংপ্রগম্যো
বায়োরথাপি মনসো মুনিপুঙ্গবানাং।
সোহপ্যস্তি যৎ প্রপদসীম্ন্যবিচিন্ত্যতত্ত্বে
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামীতি ॥

আকারের সন্নিবেশ আছে। অতএব সেই শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহে পরিচ্ছিন্নত্ব এবং ব্যাপকত্ব এই দুই এক কালীনই রহিয়াছে। মূল সিদ্ধান্তগ্রন্থেও ঐ শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের পরস্পর বিরোধি শত শত শক্তির নিধানত্ব দর্শিত হইয়াছে। অপর সংসারমধ্যে যেমন ত্রিদোষনাশক মহৌষধ সকলের এককালীন পরস্পর বিরোধি শক্তিসকল দেখা যায়, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহেরও বিভুত্ব জানিতে হইবে ॥ ১৪২ ॥

ঐ রূপ বিভুত্ব ব্রহ্মসংহিতাতেও উক্ত হইয়াছে যথা ॥

বায়ু তীব্রগামী, তদপেক্ষা মন অতিশয় তীব্রগামী। কিন্তু মুনিশ্রেষ্ঠদিগের কোটিশতবৎসর মন বায়ুপথে গমন করিয়াও যে অচিন্ত্য তত্ত্বের চরণাগ্রে গমন করিতে পারে না, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি ॥

শ্রুতিশ্চ মধ্বভাষ্যপ্রমাণিতা।

অস্থূলোঽনণুরমধ্যমো মধ্যমেঽব্যাপকো ব্যাপকো হরিরাদিরনাদিরবিশ্বো বিশ্বঃ সগুণো নির্গুণ ইতি ॥

তথা নৃসিংহতাপনী চ ॥

তুরীয়মতুরীয়মাত্মানমনাত্মানমুগ্রমনুগ্রং বীরমবীরং মহান্তমমহান্তং সর্ব্বতোমুখমসর্ব্বতোমুখমিত্যাদিকা ॥ ১৪৩ ॥

ব্রহ্মপুরাণেচ ॥

অস্থূলোঽনণুরূপোঽসাববিশ্বো বিশ্ব এব চ।

বিরুদ্ধধর্ম্মরূপোঽসাবৈশ্বর্য্যাৎ পুরুষোত্তম ইতি ॥

মাধ্বভাষ্যে প্রমাণিত শ্রুতিও কহিয়াছেন ॥

হরি অস্থূল, অসূক্ষ্ম, অমধ্যম, মধ্যম, ব্যাপক, অব্যাপক, আদি, অনাদি, অবিশ্ব, বিশ্ব, সগুণ ও নির্গুণ ॥

ঐ রূপ নৃসিংহতাপনীয়ও কহিয়াছেন ॥

ভগবান্ তুরীয় (ব্রহ্ম) অতুরীয়, আত্মা, অনাত্মা, উগ্র, অনুগ্র, বীর, অবীর, মহান্, অমহান্, বিষ্ণু, অবিষ্ণু, জ্বলন্ত, অজ্বলন্ত, সর্ব্বতোমুখ এবং অসর্ব্বতোমুখ ইত্যাদি ॥ ১৪৩ ॥

ব্রহ্মপুরাণেও ॥

এই ভগবান্ স্থূলও নহেন, সূক্ষ্মও নহেন অথচ স্থূলও বটেন ও সূক্ষ্মও বটেন, তথা বিশ্ব নহেন অথচ বিশ্ব, বিরুদ্ধ ধর্ম্মরূপী এই হরি ঐশ্বর্য্যাধীন পুরুষোত্তম নামে কথিত হয়েন ॥

তথৈব চ দৃষ্টং শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মে ॥

পরমাণ্বন্তপর্যন্তসহস্রাংশাণুমূর্ত্তয়ে।

জঠরান্তাযুতাংশান্তস্থিতব্রহ্মাণ্ডধারিণে ইতি ॥

অতঃ শ্রীগীতোপনিষদশ্চ ॥

ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।

মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি নচাহং তেম্ববস্থিতঃ।

নচ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরমিতি ॥

অব্যক্তমূর্ত্তিনেতি অদৃশ্যরূপত্বাৎ বুদ্ধিদবভবাগোচরস্বভাব-

বিষ্ণুধর্ম্মেও ঐ রূপ দৃষ্ট হইয়াছে ॥

যাঁহার পরমাণুর অন্তপর্যন্ত সহস্রাংশে সূক্ষ্ম মূর্ত্তি এবং যিনি জঠর পর্যন্ত অযুতাংশ মধ্যবর্ত্তি ব্রহ্মাণ্ডকে ধারণ করিয়াছেন সেই হরিকে নমস্কার ॥

অতএব শ্রীগীতোপনিষৎ সকল যথা ॥

৯ অধ্যায়ের ৪। ৫ শ্লোকে ভগবান্ অর্জ্জুনকে কহিলেন, সখে! আমার অব্যক্ত মূর্ত্তিকর্ত্তৃক এই সমস্ত জগৎ প্রকটিত হইয়াছে, সকল মহাভূত আমাকে আশ্রয় করিয়াথাকে, আমি তাহাদিগকে অবলম্বন করিয়া অবস্থিতি করি না ॥

অথচ আমার ঐশ্বরিক যোগ অর্থাৎ সংঘটন দর্শন কর যে, ঐ সকল ভূত আমাতে নাই; এবং আমি ভূতগণের লালন ও পালন করিয়াও ভূতস্থ হই না। অব্যক্তমূর্ত্তি শব্দের অর্থ এই যে, অদৃশ্যরূপত্ব হেতু বুদ্ধিবৈভবের অগোচর স্বভাব

বিগ্রহেণেত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥ শ্রীশুকঃ ॥ ১৪৪ ॥

তদেবং পরিচ্ছিন্নস্যৈব তদাকারস্য বিভুত্বং পুনর্ব্বিদ্বদনুভবেনোক্তপোষন্যায়েন দর্শয়িতুং প্রকরণমারভ্যতে ॥

তত্রৈকাদশ পদ্যান্যাহ ॥

কাহং তমো মহদহমিত্যাদি ॥ ৩০ ॥ স্পষ্টং ॥

বিশিষ্ট বিগ্রহ ॥ ১৪৪ ॥

অতএব এই প্রকার পরিচ্ছিন্নরূপ ভগবদাকারের বিভুত্বকে পুনর্ব্বার বিদ্বজ্জনের অনুভব সহকারে উক্তপোষ ন্যায়দ্বারা দেখাইবার নিমিত্ত প্রকরণ আরম্ভ করিতেছেন ॥

তদ্বিষয়ে একাদশ শ্লোক কহিতেছেন ॥

দশমস্কন্ধের ১৪ অধ্যায়ে ১১ শ্লোকে যথা ॥

"কাহং তমো মহদহং খচরাগ্নিবার্ভূ-
সংবেষ্টিতাণ্ডঘট সপ্তবিতস্তিকায়ঃ।
কেদৃগ্বিধাহবিগণিতাণ্ডপরাণুচর্য্যা
বাতাধ্বরোমবিবরস্য চ তে মহিত্বং" ॥

ব্রহ্মা কহিলেন হে ভগবন্! প্রকৃতি, মহৎ, অহঙ্কার, আকাশ, বায়ু, তেজঃ, জল এবং পৃথিবী এই সকলে পরিবেষ্টিত যে অণ্ডঘট, তাহাতে আত্মপরিমাণে সপ্তবিতস্তি মাত্র পরিমিত আমার শরীর, আমি আর আর আপনার মহিমাই বা কোথায়? অতএব ব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহ বলিয়া আমি আপনাকে ঈশ্বর বলিতে পারি না। ব্রহ্মাণ্ড আমার শরীর বটে, কিন্তু

উৎক্ষেপণং গর্ব্ভগতস্যেত্যাদি ॥ ৩১ ॥

অতঃ সর্ব্বস্য কুক্ষিগতত্বেন মমাপি তথাত্বান্মাতৃবদপরাধঃ সোঢ়ব্য ইতি ভাবঃ ॥

এতাদৃশ অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডরূপ পরমাণু সকলের পরিভ্রমণার্থ গবাক্ষের ন্যায় আপনকার শরীরের প্রত্যেক রোমবিবর, অতএব আমি অতিতুচ্ছ, আমাকে অনুকম্পা করুন ॥ ৩০ ॥

ইহার অর্থ স্পষ্ট ॥

দশমস্কন্ধের ১৪ অধ্যায়ে ১২ অধ শ্লোকে যথা ॥

"উৎক্ষেপণং গর্ব্ভগতস্য পাদয়োঃ
কিং কল্পতে মাতুরধোক্ষজাগসে।
কিমস্তি-নাস্তি ব্যপদেশভূষিতং
তবাস্তি কুক্ষেঃ কিয়দপ্যনন্তঃ" ॥

হে অধোক্ষজ! গর্ব্ভস্থ শিশু জননী জঠরে থাকিয়া যে পাদ বিক্ষেপ করে, তাহাতে কি জননীর প্রতি তাহার অপরাধ হয়? সংসারমধ্যে ভাব অভাব শব্দে কথিত যত বস্তু আছে, তন্মধ্যে কিঞ্চিন্মাত্র বস্তু আপনার কুক্ষির বহিঃস্থ নহে, অতএব সমস্ত বস্তু আপনার কুক্ষিগত হওয়াতে আমিও আপনার কুক্ষির মধ্যস্থিত, মাতৃবৎ আপনাকে আমার অপরাধ সহিতে হইবে ॥ ৩১ ॥

তাৎপর্য্য। সমস্ত কুক্ষিগত প্রযুক্ত আমিও আপনকার কুক্ষিগত হইলাম, অতএব মাতার ন্যায় অপরাধ সহ করুন।

কিঞ্চ। বিশেষতস্তু ত্বত্তো মজ্জন্ম প্রসিদ্ধমিত্যাহ॥

জগত্রয়ান্তোদধীত্যাদি ॥ ৩২ ॥

তথাপি ত্বৎ ত্বত্তঃ কিং নু নোৎপন্নোঽস্মি অপি তু ত্বত্ত এবোৎপন্নোঽস্মীত্যর্থঃ। ননু যদাহং প্রলয়োদধিশায়ী

আরও ॥

বিশেষতঃ তোমা হইতেই আমার জন্ম, ইহা প্রসিদ্ধ, এই বিষয় ঐ ১০ স্কন্ধের ১৪ অধ্যায়ের ১৩ শ্লোকে কহিয়াছেন যথা ॥

"জগত্রয়ান্তোদধিসংপ্লবোদে
নারায়ণস্যোদরনাভিনালাৎ।
বিনির্গতোঽজস্ত্বিতি বাঙ্‌ন বৈ মৃষা
কিং ত্বীশ্বর ত্বন্ন বিনির্গতোঽস্মি" ॥

হে ঈশ্বর! জগতের অন্তে অর্থাৎ প্রলয়কালে যখন সাগর সকলের একত্র যোগ হয়, তখন জলশায়ি নারায়ণের উদরস্থ নাভিনাল হইতে অজ (ব্রহ্মা) বিনির্গত হয়েন, এই যে একটী প্রবাদ আছে তাহা মিথ্যা নহে, কারণ আমি কি আপনা হইতে উৎপন্ন হই নাই? আপনা হইতেই ত আমার উদ্ভব হইয়াছে ॥ ৩২ ॥

তাৎপর্য্য। তথাপি আপনা হইতে কি আমি উৎপন্ন হই নাই, অবশ্য আপনা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছি ॥

ভগবান্ যদি এই কথা কহেন, ব্রহ্মন্! আমি যদি প্রলয়ে সমুদ্রশায়ী নারায়ণ হইতাম তাহা হইলে তুমি আমা হইতে

নারায়ণঃ স্যাং তর্হি মত্তস্ত্বমুৎপন্নোঽস্যত্যপি ঘটতে তত্ত্বনীথৈবেত্যাশঙ্ক্যাহ ॥

নারায়ণস্ত্বং নহীত্যাদি ॥ ৩৩ ॥

উৎপন্ন হইয়াছ ইহা ঘটনা হইত, তাহা নয়, তোমার উদ্ভব নারায়ণ হইতে হইয়াছে এই আশঙ্কায় দশমস্কন্ধের ১৪ অধ্যায়ে ১৪ শ্লোকে ব্রহ্মা কহিয়াছেন ॥

"নারায়ণস্ত্বং নহি সর্ব্বদেহিনা-
মাত্মাস্যধীশাখিললোকসাক্ষী।
নারায়ণোঽঙ্গং নরভূজলায়না-
ত্তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া" ॥

হে অধীশ ! আপনি কি নারায়ণ নহেন, আমি নিশ্চয় কহিতে পারি আপনিই নারায়ণ, যে হেতু আপনি সর্ব্বদেহির আত্মা, এরূপ হইয়াও আপনি নারায়ণ নহেন এমত নহে, কারণ নর অর্থাৎ জীবসমুহ আপনার অয়ন অর্থাৎ আশ্রয়, অতএব সর্ব্বদেহির আশ্রয়ত্ব প্রযুক্ত আপনিই নারয়ণ। অপর হে দেব ! অপনি অখিললোকের সাক্ষী অর্থাৎ সমুদায় লোককে সাক্ষাৎ দর্শন করিতেছেন ইহাতেও আপনি নারায়ণ শব্দবাচ্য, কারণ নার অর্থাৎ লোকসমুহকে যিনি অয়ন অর্থাৎ পরিজ্ঞান করেন তিনিই নারায়ণ। ভগবন্ ! নর হইতে উদ্ভূত যে সকল পদার্থ অর্থাৎ চতুর্বিংশতিতত্ত্ব, তথা তাহা হইতে উৎপন্ন যে জল, তন্মাত্র অয়ন আশ্রয় হওয়াতে যে

হে অধীশ ঈশস্য সর্ব্বাত্মান্তর্যামিনে নারায়ণস্যাপ্যুপরি বর্ত্তমান হে ভগবন্নিত্যর্থঃ। হি নিশ্চতং স নারায়ণস্ত্বং নাসি কিন্তু নারায়ণোহসৌ তবৈবাঙ্গমংশঃ। যদ্যপ্যেব মথাপি মম তদঙ্গোৎপন্নত্বাদঙ্গিনস্ত্বত্ত এবোৎপত্তিরিতি ভাবঃ। কথমসৌ নারায়ণ উচ্যতে কথং বা মম তস্মাদ্বৈলক্ষণ্যং তত্রাহ। যোহসৌ দেহিনামাত্মা অন্তর্যামিপুরুষঃ। অতএব নারস্য জীবস্য অয়নং আশ্রয়ো যত্রেতি তস্য

নারায়ণ প্রসিদ্ধ, তিনিও আপনার মূর্ত্তি ইহা সত্যই, আপনার মায়া নহে ॥ ৩৩ ॥

তাৎপর্য্য। হে অধীশ ইহার অর্থ এই যে, সর্ব্বান্তর্যামি ঈশ্বর নারায়ণেরও উপরে বর্ত্তমান, অর্থাৎ হে ভগবান্!। সেই নারায়ণ তোমারই অঙ্গ (অংশ)। যদি এই রূপ হইল তথাপি আমি তাঁহার অঙ্গোৎপন্ন হওয়ায় অঙ্গী যে আপনি, আপনা হইতেই আমার উদ্ভব হইয়াছে ॥

ভগবন্! যদি এরূপ আশঙ্কা করেন, কি প্রকারে তিনি নারায়ণ বলিয়া কথিত হয়েন, কি প্রকারেই বা তাঁহা হইতে আমার বৈলক্ষণ্য, এই বিষয় সমাধান করিয়া কহিতেছেন। যিনি এই দেহধারি সকলের আত্মা অর্থাৎ অন্তর্যামি পুরুষ। অতএব নার অর্থাৎ জীবের আশ্রয় যাঁহাতে হইয়াছে, এতদ্দ্বারা তাঁহার নারায়ণত্ব। আর সাক্ষাৎ ভগবান্ যে আপনি

নারায়ণত্বং সাক্ষাদ্ভগবতস্তব তু তদন্তর্যামিতায়ামপ্যৌদাসীন্যমিতি ভাবঃ ॥ ১৪৫ ॥

কিঞ্চ। অখিললোকসাক্ষী। যস্মাদখিললোকং সাক্ষাৎ পশ্যতি তস্মান্নারময়তে জানাতীতি নারায়ণোঽসৌ। তং পুনস্তেনাংশেনৈব তদ্দ্রষ্টা নতু সাক্ষাদিতি। তস্মাদ্বিলক্ষণ ইত্যর্থঃ। তর্হি স নারায়ণস্ত্বং ন ভবসীতি মমাপ্যন্যথা নারায়ণত্বমস্তীতি ভবতাঽভিপ্রেতং তৎ কথমিত্যস্যোত্তরং তেনৈব সম্বোধনেন ব্যঞ্জয়তি। অধীশেতি ঈশ প্রবর্ত্তক।

আপনার ঐ নারায়ণের অন্তর্যামিতাতেও ঔদাসিন্য রহিয়াছে ॥ ১৪৫ ॥

আরও ॥

নারায়ণ অখিললোকের সাক্ষী, যে হেতু সমুদায় লোককে সাক্ষাৎ দেখিতেছেন। অপর নার অর্থাৎ জীবকে জানেন এজন্য তিনি নারায়ণ। কিন্তু আপনি ঐ নারায়ণনামক অংশ দ্বারা উঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছেন, সাক্ষাৎ করেন না, এই কারণে আপনি নারায়ণ হইতে বিলক্ষণ ॥

তবে আপনি কি সেই নারায়ন নহেন, ব্রহ্মার এই বাক্যে ভগবান্ যদি এরূপ আশঙ্কা করেন, তবে আমারও অন্য প্রকার নারায়ণত্ব আছে তোমার অভিপ্রায়ে বোধ হইতেছে, তবে তাহা কি রূপ, এই প্রশ্নের উত্তর, হে অধীশ এই সম্বোধন পদদ্বারাই প্রকাশ করিতেছেন ॥

ততশ্চ নারস্য অয়নং প্রবৃত্তির্যস্মাৎ স নারায়ণঃ। যথা মণ্ডলেশ্বরোঽপি নৃপতিস্তেষামধিপোঽপি নৃপতিরিতি। শ্রীকৃষ্ণস্যৈব সাক্ষাৎ স্বয়ং ভগবত্ত্বেন তস্মাদপি পরত্বং কৃষ্ণসন্দর্ভে প্রবন্ধেন দর্শয়িষ্যতে ॥ ১৪৬ ॥

নন্বু নরাজ্জাতানি তত্ত্বানি নারাণীতি বিদুর্বুধাঃ।
তস্য তান্যয়নং পূর্ব্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃত ইতি।
তস্যাঽপি নারায়ণত্বমন্যথাপ্রসিদ্ধমিত্যাশঙ্ক্যাহ।

হে অধীশ! এই পদে ঈশশব্দের অর্থ প্রবর্ত্তক, অতএব

নারের অয়ন অর্থাৎ প্রবৃত্তি যাঁহা হইতে হয়, তিনি নারায়ণ, ঐ নারায়ণ অপেক্ষা আপনার অধিক ঐশ্বর্য্য হেতু আপনি অধীশ, অর্থাৎ আপনিই নারায়ণ। যেমন মণ্ডলেশ্বর নৃপতি বলিয়া কথিত হইলেও ঐ মণ্ডলেশ্বর নৃপতির অধিপতিকেও নৃপতি বলাযায় তদ্রূপ ॥

শ্রীকৃষ্ণেরই সাক্ষাৎ স্বয়ং ভগবত্ত্ব প্রযুক্ত, শ্রীনারায়ণ অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণ শ্রেষ্ঠ, এই বিষয় কৃষ্ণসন্দর্ভে প্রবন্ধদ্বারা দেখান হইবে ॥ ১৪৬ ॥

অহে! নর হইতে জাত তত্ত্ব সকলকে পণ্ডিতগণ নার বলিয়া থাকেন, পূর্ব্বে সেই সকল নার যাঁহার অয়ন অর্থাৎ আশ্রয়, একারণ তিনি নারায়ণ শব্দে অভিহিত হয়েন। অতএব তাঁহার নারায়ণত্ব অন্য প্রকারে প্রসিদ্ধ আছে, এই আশঙ্কায় কহিতেনে "নরভূজলায়নাত্তচ্চাপীতি" নর হইতে

নরভূজলায়নাত্তচ্চাপীতি। নরাদুদ্ভূতা যেঽর্থাস্তথা নরাজ্জাতং যজ্জলং তদয়নাৎ যতঃ তচ্চাপি নারায়ণত্বং ভবতি। তর্হি কথং প্রসিদ্ধি পরিত্যাগেনান্যথা নির্ব্বক্ষীত্যত আহ সত্যং নেতি। তৎপ্রলয়োদধিজলাদ্যাশ্রয়ত্বং সত্যং ন কিন্তু তথা জ্ঞানং তবৈব মায়েত্যর্থঃ। দুর্বিতর্ক স্বরূপশক্ত্যৈব শ্লোকপরিচ্ছিন্নায়াস্ত্বন্মূর্ত্তে—র্জলাদিভিরপরিচ্ছে—দাদিতি ভাবঃ। চতুষ্টয়ে ঽস্মিন্ যস্য নারায়ণস্যান্তর্ভূতং-মহদাদিকং সর্ব্বমেব জগৎ সোঽপি তবান্তর্ভূত ইতি তাৎপর্য্যং ॥ ১৪৭ ॥

নারায়ণস্য তাদৃশত্বে মন্ত্রবর্ণঃ ॥

যে সকল অর্থ উৎপন্ন হইয়াছে, তথা নর হইতে উৎপন্ন যে জল তন্মাত্র অয়ন অর্থাৎ আশ্রয় হওয়াতে তাহাও নারায়ণত্ব হয়। অহে! তবে কেন প্রসিদ্ধিপরিত্যাগ করিয়া অন্য প্রকার কহিতেছ, এই প্রশ্নে কহিতেছেন "সত্যং নেতি" সেই প্রলয় সমুদ্রের জলাদির আশ্রয়ত্ব সত্য নহে, কিন্তু ঐ রূপ যে জ্ঞান হয় তাহা আপনারই মায়া, কেন না তর্কাতীত স্বরূপশক্তি দ্বারা আপনার পরিচ্ছিন্না মূর্ত্তির জলাদি দ্বারা পরিচ্ছেদ হয় নাই ॥

"ক্বাহং তমোমহদহং" ইত্যাদি কথিত চারি শ্লোকে যে নারায়ণের অন্তর্ভূত মহদাদি সমুদায় জগৎ আছে, তিনিও আপনার অন্তর্ভূত আছেন, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ ॥ ১৪৭ ॥

নারায়ণের মন্ত্রবর্ণ যথা ॥

যচ্চ কিঞ্চিৎ জগৎ সর্ব্বং দৃশ্যতে শ্রূয়তেঽপি বা।
অন্তর্ব্বহিশ্চ তৎ সর্ব্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিত ইতি।
তন্মূর্ত্তের্জলাদিভিরপরিচ্ছেদে স্বানুভাবং প্রমাণয়তি॥
তচ্চেজ্জলস্থমিত্যাদি॥ ৩৪॥

অন্তর বাহে যে কিছু জগৎ সমুদায় দেখা বা শুনা যায়, তৎ সমুদায় ব্যাপিয়া নারায়ণ অবস্থিত আছেন॥

ভগবন্মূর্ত্তির জলাদি দ্বারা পরিচ্ছেদ না হওয়াতে ব্রহ্মা স্বীয় অনুভব প্রমাণ করিতেছেন॥

১০ স্কন্ধের ১৪ অধ্যায়ে ১৫ শ্লোকে যথা॥

"তচ্চেজ্জলস্থং তব সজ্জগদ্বপুঃ
কিং মে ন দৃষ্টং ভগবংস্তদৈব হি।
কিম্বা সুদৃষ্টং হৃদি মে তদৈব
কিং নোপসদ্যেব পুনর্ব্যদর্শি॥

হে দেব! জগতের আশ্রয়ভূত আপনার ঐ শরীর কল্পান্তে জলশায়ি ছিল, ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে আমি আপনার নাভিকমলের নালরূপ বর্ত্ম যোগে আপনার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া শত বৎসর পর্য্যন্ত অন্বেষণ করিয়াছি, সে সময়ে কেন তাহা দৃষ্ট হয় নাই। যদি বলেন আমার শরীর বাহে দৃষ্ট হইয়া পরে অন্তঃকরণে দৃশ্য হয়, তাহাতেও বক্তব্য এই, তখন আমি তাহা হৃদয়েতেও দেখিতে পাই নাই, পরন্তু তৎকালেই আমি তপস্যা করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ সুন্দররূপে

জগদাশ্রয়ভূতং নারায়ণাভিধং তদ্বপুঃ জলস্থমেবেত্যেবং যদি সৎ সত্যং স্যাৎ তর্হি তদৈব কমলনালমার্গেণান্তঃ প্রবিশ্য সম্বৎসরশতং বিচিম্বতাঽপি ময়া হে ভগবন্নচিন্তৈশ্বর্য্য। তৎ কিমপি ন দৃষ্টং যদিচ তদ্বপুর্মায়ামাত্রং মায়া স্যাচ্ছাম্বরীবুদ্ধ্যোরিতি ত্রিকাণ্ডশেষরীত্যা মিথ্যাকঞ্চুককলাবিশেষদর্শিতমাত্রং স্যাৎ তর্হি কিম্বা রূঢ়সমাধিযোগবিরূঢ়বোধেন ময়া হৃদি তদৈব সুষ্ঠু সচ্চিদানন্দঘনত্বেন দৃষ্টং সমাধ্যনন্তরং কিংবা পুনঃ সপদ্যেব নো

দৃষ্ট হইয়াছে। তাহাতে উহা মায়ামাত্র এখন এমত বোধ হইতেছে। অতএব আপনার শ্রীমূর্ত্তির দেশ বিশেষে পরিচ্ছেদ সত্য নহে ॥ ৩৪ ॥

তাৎপর্য্য। হে ভগবন্! অর্থাৎ অচিন্ত্যৈর্য্য। জগতের আশ্রয়স্বরূপ নারায়ণনামক আপনকার সেই বপুঃ জলস্থ ইহাই যদি সত্য হইত, তবে পদ্মনাল মার্গদ্বারা অন্তরে প্রবেশ করিয়া শতবৎসর পর্য্যন্ত অন্বেষণ করিয়াও তৎকালে আপনকার সেই বপুঃ আমার দৃষ্ট হইল না কেন? যদি চ সেই বপুঃ মায়ামাত্র, অর্থাৎ মায়াশব্দে শাম্বরী ও বুদ্ধি, এই ত্রিকাণ্ডশেষ রীতিদ্বারা মিথ্যাপ্রকাশক কলাবিশেষের দর্শনমাত্র হইত, অথবা সমাধি যোগাবলম্বী জাতবোধ আমার হৃদয়ে তৎকালেই সুন্দররূপে সচ্চিদানন্দঘন আপনকার বপু দৃষ্ট না হইত তাহা, হইলে সমাধির পর কিম্বা পুনর্ব্বার তৎক্ষণাৎ দৃষ্ট হইত না। অতএব আপনকার মূর্ত্তির মায়া

ব্যদর্শি ন দৃষ্টং। অতস্তম্মূর্ত্তের্মায়াময়ত্বং দেশবিশেষ কৃতপরিচ্ছেদশ্চ সত্যো ন ভবতীত্যর্থঃ। এতদ্ব্যাখ্যান-নিদানং তৃতীয়স্কন্ধেতিহাসো দ্রষ্টব্যঃ ॥

অত্র তচ্চাপি সত্যমিত্যত্র তচ্চাপি অঙ্গং সত্যমেব নতু বিরাড়্‌মায়েতি। তচ্চেজ্জলস্থমিত্যত্র চ তজ্জলস্থং সদ্রূপং তব বপুর্যদি জগৎ প্রপঞ্চান্তঃপাতি স্যাদিতি ব্যাকুর্ব্বন্তি। তস্মাদেব নারায়ণাঙ্গকস্য ভগবদ্বিগ্রহস্য বিশ্বোঽপি প্রপঞ্চোঽন্তর্ভূত ইতি স্বয়ং ভগবতা দর্শিতং শ্রীমত্যা জনন্যৈবানুভূতমিত্যাহ ॥

ময়ত্ব দেশবিশেষ দ্বারা কৃতপরিচ্ছেদত্ব সত্য নহে। এই ব্যাখ্যার কারণ জানিতে হইলে তৃতীয়স্কন্ধের ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টি করা কর্ত্তব্য ॥

এস্থলে “তচ্চাপি সত্যং” এই বাক্যে, সেই অঙ্গ সত্যই বটে, বিরাটের ন্যায় মায়াময় নহে। “তচ্চেজ্জলস্থং” এস্থলেও সেই জলস্থ নিত্য স্বরূপ আপনার বপু যদি জগৎ অর্থাৎ প্রপ-ঞ্চের অন্তর্গত হয়, এই বিষয় ব্যাখ্যাখ্যা করিতেছেন। অতএব নারায়ন যাঁহার অঙ্গ সেই ভগবদ্বিগ্রহের বিশ্বও অর্থাৎ প্রপ-ঞ্চও অন্তর্ভূত হয়, ইহা ভগবান্ আপনিই জননীকে দেখইয়া-ছেন এবং জননীও তাহা অনুভব করিয়াছেন। এই বিষয় দশম-স্কন্ধের ১৪ অধ্যায়ে ১৬ শ্লোকে কহিতেছেন যথা ॥

অত্রৈব মায়াধমনাবতার ইত্যাদি ॥ ৩৫ ॥

অত্রৈব তাবৎ শ্রীকৃষ্ণাখ্যে মায়োপশমনে অবতারে প্রাদুর্ভাবে বহিশ্চান্তর্জঠরে চ স্ফুটস্য দৃষ্টস্য কৃৎস্নস্য জগতঃ সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্তং যৎ মায়াত্বং প্রপঞ্চকৃতস্বপরিচ্ছেদ্যত্বস্য মিথ্যাত্বং তদেব জনন্যৈ তে ত্বয়া প্রকটীকৃতং দর্শিতং। তস্মাত্ত্বান্ জগদন্তঃস্থ এব জগত্তু ভবদ্বহির্ভূতমিত্যেবং

"অত্রৈব মায়াধমনাবতারে
হ্যস্য প্রপঞ্চস্য বহিঃ স্ফুটস্য।
কৃৎস্নস্য চান্তর্জঠরে জনন্যা
মায়াত্বমেব প্রকটীকৃতং তে" ॥

হে মায়োপশমন! আপনি এই অবতারেই বহিঃ সুব্যক্ত এই সমস্ত জগৎ প্রপঞ্চ আপনার জঠরমধ্যে জননীকে দর্শাইয়াছেন, তদ্দ্বারাও এ সকলের মায়াত্ব প্রকটীকৃত হইয়াছে। অতএব জন্মাদি প্রপঞ্চ সত্য না হওয়াতে তদ্দ্বারা আপনার পরিচ্ছেদ সত্য নহে ॥ ৩৫ ॥

তাৎপর্য্য। এই মায়ানাশক শ্রীকৃষ্ণনামক অবতারে অর্থাৎ প্রাদুর্ভাবে বাহিরে এবং জঠরমধ্যে স্ফুট (দৃষ্ট) সমগ্র জগৎসম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত যে মায়াত্ব এবং প্রপঞ্চকৃত আপনার পরিচ্ছেদ্যত্বের যে মিথ্যাত্ব তাহা আপনি জননীকে দর্শন করাইয়াছেন। অতএব আপনি জগতের মধ্যস্থই আছেন কিন্তু জগৎ আপনা হইতে বাহির্ভূত রহিয়াছে, ইহাই মায়ার ধর্ম্ম ॥

মায়াধর্ম্মঃ। বস্তুতস্তু দুর্ব্বিতর্কস্বরূপশক্ত্যা মধ্যমত্বেঽপি ব্যাপকোঽসীতি ভাবঃ ॥ ১৪৮ ॥

হে মায়াধমন মায়োপশমনেতি সম্বোধনং যদ্ভবতা কৃপয়া যথাদৃষ্টপ্রমাণেঽপি শ্রীবিগ্রহে সর্ব্বোঽপি প্রপঞ্চোঽন্তর্ভূত ইতি দর্শিতং তৎসত্যমেবেতি দ্যোতনার্থং। ভগবত্যপ্যন্যথাপ্রতীতিনিরসনার্থঞ্চ। পূর্ব্বমেবার্থমুপপাদয়তি ॥ যস্য কুক্ষাবিত্যাদি ॥ ৩৬ ॥

ফলতঃ অবিতর্ক স্বরূপ শক্তি দ্বারা মধ্যম হইয়াও আপনি ব্যাপক হইয়াছেন ॥ ১৪৮ ॥

হে মায়াধমন! অর্থাৎ হে মায়োপশমন! এই সম্বোধন পদ। যে হেতু আপনি কৃপা করিয়া যথাদৃষ্ট প্রমাণ শ্রীবিগ্রহেতেও সমুদায় প্রপঞ্চ অন্তর্ভূত আছে ইহা দেখাইয়াছেন ॥ তাহা সত্যই ইহা প্রকাশ করিবার নিমিত্ত, তথা ভগবানে অন্য প্রকার জ্ঞান নিরসন জন্যও পূর্ব্বের অর্থই সম্পন্ন করিতেছেন।

দশমস্কন্ধের ১৪ অধ্যায়ে ১৭ শ্লোকে যথা ॥

"যস্য কুক্ষাবিদং সর্ব্বং সাত্মং ভাতি যথা তথা।
তত্ত্বয্যপীহ তৎ সর্ব্বং কিমিদং মায়য়া বিনা ॥"

ভগবন্ আপনার সহিত এই সমস্ত জগৎ আপনার কুক্ষিতে যে প্রকারে প্রকাশ পায়, সে সকল বাহিরেও সেই প্রকারেই প্রকাশ পাইয়া থাকে, প্রভো! মায়াব্যতিরেকে কি আপনাতে এ সকল ঘটিতে পারে? অতএব বহিঃস্থিত জগৎপঞ্চপ্র

যস্য তব কুক্ষৌ সর্ব্বমিদং সাত্মং ত্বৎ সহিতং যথা ভাতি তৎ সর্ব্বমিহ বহিরপি তথৈব ত্বয়ি ভাতীত্যন্বয়ঃ। অয়মর্থঃ স্বস্য ব্রজেঽন্তর্ভূততা দর্শয়ন্ তস্যান্তর্বহির্দর্শনং কিং স্বপ্ন এতদুত দেবমায়েত্যাদৌ শ্রীজনন্যা এব বিচারে স্বাপ্নিক মায়িকত্ব বিম্ব প্রতিবিম্বতা নাম যোগ্যত্বাদেকমেবেত্যভিজ্ঞাপয়ন্ কিং স্বপ্ন ইত্যাদাবেব যঃ কশ্চন ঔৎপত্তিক আত্মযোগ ইত্যনেন চরমপক্ষাবসিতয়া দুর্বি-

আপনার জঠরমধ্যে প্রতিবিম্বিত ইহাও বলিতে পারা গেল না, কারণ তাহা হইলে আপনি আদর্শ স্থানীয় হইয়া পড়েন, এবং আপনাতে ইহা প্রতীতি হয় না, সুতরাং জগৎ প্রপঞ্চ মিথ্যা মাত্র ॥ ৩৬ ॥

তাৎপর্য্য। যে আপনকার কুক্ষিতে এই সমুদায় জগৎ আপনার সহিত যে রূপ প্রকাশ পাইতেছে, তৎ সমুদায় বাহিরেও আপনাতে প্রকাশ পাইতেছে, ইহার অর্থ এই যে, ব্রজমণ্ডলমধ্যে স্বীয় অন্তর্ভাব দর্শনের সহিত আপনাতে ব্রজ মণ্ডলের অন্তর্ভাব দর্শন করাইবার নিমিত্ত, সেই অন্তর বাহ্য দর্শন "কিং স্বপ্ন এতদুতদেব মায়া" ইত্যাদি ১০ স্কন্ধের ৮ অধ্যায়ে ৩০ শ্লোকে, জননীর বিচারে স্বাপ্নিক, মায়িক, বিম্ব ও প্রতিবিম্বত্বের অযোগ্য হেতু একটী মাত্র জানাইয়া "কিং স্বপ্ন" ইত্যাদি শ্লোকেই যে কোন অনির্ব্বচনীয় স্বাভাবিক আত্ম যোগ, ইহার দ্বারা শেষ পক্ষ অবশিষ্ট হওয়ায় তর্কাতীত

তর্কস্বরূপশক্ত্যৈব মধ্যমপরিমাণবিশেষ এব সর্ব্বব্যাপকো। ইসীতি স্বয়মেব ভগবান্‌ জননীং প্রতি যুগপদুভয়াত্মকং নিজধর্ম্মবিশেষং দর্শিতবান্‌॥ ১৪৯॥

অতএব দ্বিতীয়ে গৃহ্নীত যদ্যদুপবন্ধমমুষ্য মাতেত্যাদৌ

স্বরূপ শক্তি দ্বারাই মধ্যম পরিমাণ বিশেষেও আপনি যে সর্ব্ব ব্যাপক হইয়াছেন, ইহা ভগবান্‌ স্বয়ংই জননীর প্রতি এক কালীন উভয়াত্মক অর্থাৎ ব্যাপ্য ব্যাপক স্বীয় ধর্ম্ম বিশেষ দেখাইয়াছেন॥ ১৪৯॥

অতএব দ্বিতীয়স্কন্ধের ৭ অধ্যায়ে ৩০ শ্লোকে॥

"গৃহ্নীত যদ্যদুপবন্ধমমুষ্য মাতা
শুল্বং সুতস্য ন তু তত্তদমুষ্য মাতি।
যজ্জৃম্ভতোঽস্য বদনে ভুবনানি গোপী
সম্বীক্ষ্য শঙ্কিতমনাঃ প্রতিবোধিতাসীৎ॥

ব্রহ্মা নারদকে কহিলেন, যশোদা শ্রীকৃষ্ণের বন্ধন নিমিত্ত যত যত রজ্জু গ্রহণ করেন, সে সকল তাঁহার বন্ধনে পর্য্যাপ্ত হয় নাই, ইতিমধ্যে ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ জৃম্ভাত্যাগার্থ বদন ব্যাদান করিলে তাঁহার মুখমধ্যে চতুর্দ্দশ ভুবন দৃষ্ট হইল, তাহাতে যশোদা বিস্ময়াপন্ন হইয়া তাঁহার ঐশ্বর্য্য জানিতে পারিলেন। বৎস-নারদ! এ বিষয়ও অলৌকিকের ন্যায়, ইহাও কি অন্য হইতে সম্ভাব্য হয়?॥

এই শ্লোকে যশোদা প্রতিবোধিতা অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের

প্রতিবোধিতাসীদিত্যুক্তং। তস্মাত্তব কুক্ষৌ সর্ব্বমিদং যথা ভাতি ইহ বহিরপি তথা, তদন্তর্ভূতোঽপি তদ্ব্যাপকো ঽসীতি প্রকারেণৈব ত্বয়ি তৎ সর্ব্বং ভাতীতি। তদেবং তদিদং প্রপঞ্চেন পরিচ্ছেদ্যত্বপ্রত্যয়নং তব মায়য়া স্বযাথার্থ্যাচরণশক্ত্যা বিনা কিং সম্ভবতি নৈব সম্ভবতীত্যর্থঃ। মায়াপ্যেবমেবানুভূতমিত্যাহ ॥

অদ্যৈব ত্বদৃতেঽস্যেত্যাদি ॥ ৩৭ ॥

"অদ্যৈব ত্বদৃতেঽস্য কিং মম ন তে মায়াত্বমাদর্শিত-
মেকোঽসি প্রথমং ততো ব্রজসুহৃদ্বৎসাঃ সমস্তা অপি।
তাবন্তোঽপি চতুর্ভুজা স্তদখিলৈঃ সাকং ময়োপাসিতা
স্তাবন্ত্যেব জগন্ত্যভূস্তদমিতং ব্রহ্মাদ্বয়ং শিষ্যতে ॥

ঐশ্বর্য্য জানিতে পারিয়াছিলেন, ইহা উক্ত হইয়াছে। অতএব আপনার কুক্ষিতে এই সমস্ত জগৎ যেরূপ প্রকাশ পাইতেছে বাহিরেও তদ্রূপ রহিয়াছে। অতএব আপনি জগতের অন্তর্গত হইয়াও জগতের ব্যাপক হইয়াছেন। এই প্রকরণ দ্বারাই আপনাতে সমস্ত জগৎ প্রকাশ পাইতেছে। যাহা হউক এই প্রকার প্রপঞ্চ দ্বারা সেই এই পরিচ্ছেদ্যত্ব অর্থাৎ বিভাগ বিশিষ্টত্ব জ্ঞান আপনকার যাথার্থ্য আচরণ শক্তিশালিনী মায়া ব্যতিরেকে কি সম্ভব হয়? অর্থাৎ কখন সম্ভব হয় না ॥

আমিও এই প্রকার অনুভব করিয়াছি, ইহা কহিতেছেন ১০ স্কন্ধের ১৪ অধ্যায়ে ১৮ শ্লোকে যথা ॥

অদ্যৈব তে ত্বয়া কিমস্য বিশ্বস্য ত্বদৃতে তত্তোবহির্মায়াত্বং মায়য়ৈব স্ফুরণং ভবতীতি মম মাং প্রতি ন দর্শিতং অপি তু দর্শিতমেব। এতন্নরাকাররূপস্বাত্তত্তো বহিরেবেদং জগদিতি যন্মুগ্ধানাং ভাতি তন্মায়য়ৈবেত্যর্থঃ। কথমেতদাকাররূপস্য মম তাদৃশত্বং তত্রাহ। একো-

প্রভো! আপনি যে কেবল জননীকেই মায়া দেখাইয়াছেন এমত নয়, আপনা ভিন্ন এই বিশ্বের মায়াত্ব আমাকেও কি দেখান নাই, অদ্যই দেখাইলেন, তাহার নিদর্শন এই প্রথমে একাকী ছিলেন, তাহার পর আপনিই সমস্ত ব্রজবাসী বান্ধব এবং সমুদায় বৎস হইলেন, আমি যে সকলকে আবার চতুর্ভুজ নিরীক্ষণ করি, তদনন্তর আমি অখিল তত্ত্বাদির সহিত উপাসনা করিলে সেই সমস্ত ব্যক্তি চতুর্ভুজ হইয়াও তাবৎ সংখ্যক ব্রহ্মাণ্ড হয়! এক্ষণে অপরিমিত অদ্বয় ব্রহ্মমাত্র অবশিষ্ট আছেন ॥ ৩৭ ॥

তাৎপর্য্য। আপনকার বাহিরে এই বিশ্বের মায়াত্ব অর্থাৎ মায়াস্ফুরণ অদ্যই আপনি কি আমাকে দেখান নাই, বস্তুত দেখাইয়াছেন। এই মনুষ্যাকার রূপ বিশিষ্ট আপনা হইতে বাহিরেই এই জগৎ যাহা মায়ামুগ্ধ ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধে প্রকাশ পায়, তাহা মায়া দ্বারাই জানিতে হইবে।

ভগবান্ যদি এরূপ বলেন, নরাকাররূপী আমার কি প্রকারে এতাদৃশত্ব অর্থাৎ ব্যাপকত্ব হইল এই আশঙ্কায় কহি-

হসীতি ব্রজসুহৃদাদিরূপং যদযস্মাদাবিভূ´তং তত্তদখিল মধুনা তিরোধানসময়ে যেন পুনরনেন শ্রীবিগ্রহরূপেণ অবশিষ্যতে তদদ্বয়ং ব্রহ্মৈবেত্যর্থঃ। অশেষপ্রাপাঞ্চকাপ্রাপঞ্চিকবস্তূনাং প্রাদুর্ভাবস্থিতিতিরোভাবদর্শনেন তল্লক্ষণাক্রান্তত্বাদিতি ভাবঃ। ততশ্চাস্য ব্রহ্মত্বে সিদ্ধে ব্যাপকত্বমপি সিদ্ধ্যতীতি তাৎপর্য্যং ॥ ১৫০ ॥

নন্ন সৃষ্টাদৌ ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরা ভিন্না এব কারণভূতাস্তথা স্থিতৌ কেচিদন্যেঽবতারাশ্চ তৎ কথং মমৈব সর্ব্ব

তেছেন। আপনি প্রথমে এক ছিলেন, তৎপরে যে ব্রজসুহৃদাদি অর্থাৎ ব্রজবালকাদি রূপ তাহাও আপনকার সেই নরাকার রূপ হইতে আবিভূ´ত হইয়াছে। এক্ষণে সেই সমুদায় অখিল রূপের তিরোধান সময়ে পুনর্ব্বার যে আপনি এই শ্রীবিগ্রহ রূপে অবশিষ্ট হইলেন তাহা অদ্বিতীয় ব্রহ্মই জানিতে হইবে। কারণ প্রপঞ্চ জাত ও অপ্রপঞ্চ জাত অশেষ বস্তু সকলের প্রাদুর্ভাব, স্থিতি ও তিরোভাব দর্শন দ্বারা আপনি পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ বিশিষ্ট হইয়াছেন ॥

অতএব এই শ্রীবিগ্রহে ব্রহ্মত্ব সিদ্ধ হইলে ব্যাপকত্ব ও সিদ্ধ হইল ইহাই তাৎপর্য্যার্থ ॥ ১৫০ ॥

অহে! যদি সৃষ্ট্যাদিতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর ইহাঁরা পৃথক্ রূপেই কারণ স্বরূপ হইলেন, তথা স্থিতি বিষয়ে অন্য কোন কোন অবতার কারণ হইয়াছেন, এই প্রশ্নে ব্রহ্মা দশম

কারণত্বমুচ্যতে। তত্রাহ। অজানতামিত্যাদি ॥ ৩৮ ॥

ত্বমিত্যস্য ভাসীত্যনেনান্বয়ঃ। কর্ত্তুঃ ক্রিয়ান্বয়স্যৈব প্রাথমিকত্বাৎ কর্ত্তা চাত্র ত্বমিত্যেব মধ্যমপুরুষেণ যোজ্যতে তস্মাদত্র ন ইব শব্দঃ সম্বধ্যতে কিন্তু এষ ইত্যত্রৈব নান্য চায়ং শ্রীবিগ্রহাবাচ্যঃ স্বয়ং ভগবত্বেনাস্য

স্কন্ধের ১৪ অধ্যায়ে ১৯ শ্লোকে কহিতেছেন যথা ॥

> "অজানতাং ত্বৎপদবীমনাত্ম
> ন্যাত্মাত্মনা ভাসি বিতত্য মায়াং।
> সৃষ্টাবিবাহং জগতো বিধান
> ইব ত্বমেষোহন্ত ইব ত্রিনেত্রঃ" ॥

প্রভো! আপনিই প্রকৃতিস্থ আত্মা, যে সকল ব্যক্তি আপনকার স্বরূপ জানে না তাহাদের নিকট আপনি স্বতন্ত্র রূপে মায়া বিস্তার করিয়া প্রকাশ পাইতেছেন, যেমন জগতের সৃষ্টিতে আমি, পালনে আপনি এবং সংহারে ত্রিলোচন প্রকাশ পান তদ্রূপ ॥ ৩৮ ॥

ত্বং এইপদের ভাসি ক্রিয়ার সহিত অন্বয়। যে হেতু কর্ত্তার ক্রিয়ার সহিত অন্বয়েরই প্রাথমিকত্ব অর্থাৎ প্রথম সম্বন্ধ। এস্থলে আপনি কর্ত্তা ইহাই মধ্যম পুরুষের সহিত যোগ আছে, এইকারণ এস্থলে ইব শব্দের সহিত সম্বন্ধ হয় নাই কিন্তু "এষ" এই স্থলে "অস্য" পদের বাচ্য শ্রীবিগ্রহ নহে, ইহাঁর স্বয়ং ভগবত্ত্ব প্রযুক্ত গুণাবতারত্বের অভাব

গুণাবতারত্বাভাবাৎ অদ্যৈব ত্বদৃতেঽস্যেত্যনেনাব্যবহিত বচনেন বিরুদ্ধত্বাচ্চ । তস্মাদয়মর্থঃ । ত্বৎপদবীং তব তথা ভূতং স্বরূপমজানতাং অজানতঃ প্রতি আত্মা তত্তদংশি স্বরূপস্ত্বমেব আত্মনা তত্তদংশেন মায়াং সৃষ্ট্যাদি নিমিত্ত শক্তিং অনাত্মনি জড়রূপে মহদাদ্যুপাদানে প্রধানে বিতত্য প্রবর্ত্য তত্তৎ কার্য্যভেদেন ভিন্ন ইব ভাসীত্যর্থঃ । কথং জগতঃ সৃষ্টাবহং ব্রহ্মেব বিধানে পালনে এষ ইব এতৎ কার্য্য পরিচ্ছিন্ন ইব পালনমাত্র কার্য্য ইব ॥

আছে, যে হেতু দশমস্কন্ধের ১৪ অধ্যায়ের "অদ্যৈব ত্বদৃতে ঽস্য" এই অষ্টাদশ সংখ্যক অব্যবহিত বচনের সহিত বিরুদ্ধ হয় । অতএব ইহার অর্থ এই । "ত্বৎপদবীং" অর্থাৎ আপনকার ঐ প্রকার স্বরূপ যাহারা জানে না, তাহাদের প্রতি আপনিই আত্মা অর্থাৎ সেই সেই অংশি স্বরূপ । "আত্মনা" এই পদের অর্থ সেই সেই অংশ দ্বারা মায়াকে অর্থাৎ সৃষ্ট্যা-দির প্রতি নিমিত্ত শক্তিকে "অনাত্মনি" অর্থাৎ জড়রূপ মহ-তত্ত্ব প্রভৃতির উপাদান স্বরূপ প্রকৃতিতে "বিতত্য" অর্থাৎ প্রবর্ত্তিত করিয়া তত্তৎ কার্য্যভেদে ভিন্নের ন্যায় প্রকাশ পান । যদি বলেন জগতের সৃষ্টি বিষয়ে আমি ব্রহ্মার ন্যায়, পালনে "এষ" অর্থাৎ আপনকার মত । এই কার্য্য পরিচ্ছিন্নের ন্যায় অর্থাৎ পালনমাত্র কার্য্য সদৃশ ॥

অতএব দ্বিতীয়স্কন্ধে ৬ অধ্যায়ে ৩০ শ্লোকে ব্রহ্মা

যতো দ্বিতীয়ে ব্রহ্মবাক্যং ॥

সৃজামি তন্নিযুক্তোঽহং হরো হরতি তদ্বশঃ।

বিশ্বং পুরুষরূপেণ পরিপাতি ত্রিশক্তিধৃগিতি।

অতো ভগবৎস্বরূপৈকত্বেন ন ব্রহ্মাদিবদ্বিষ্ণুরিবেতি নির্দ্দিষ্টং। অন্তে ত্রিনেত্র ইবেতি বস্তুত স্তমেব তত্তদ্রূপেণ বর্ত্তসে মূঢ়াস্তু ত্বত্তস্তান্ পৃথক্ পশ্যন্তীতি ভাবঃ এবং যথা গুণাবতারা স্তথাঽন্যেঽপ্যবতারা ইত্যাহ ॥

সুরেষ্বৃষিষ্বীশেত্যাদি ॥ ৩৯ ॥

নারদকে কহিলেন বৎস। তাঁহার নিয়োগে আমি এই বিশ্বের সৃজন করি, রুদ্র তাঁহার বশতাপন্ন হইয়া এই বিশ্বের সংহার করেন, তিনি মায়াবী স্বয়ং বিষ্ণু রূপ ধারণ করিয়া ইহার পালন করেন ॥

অতএব ভগবৎ স্বরূপের একত্ব প্রযুক্ত ব্রহ্মার তুল্য "বিষ্ণু ইব" এরূপ শব্দ প্রয়োগ হয় নাই। অন্তে ত্রিনেত্রের ন্যায়। ইহার ভাবার্থ এই যে, বাস্তবিক আপনিই সেই সেই রূপে বর্ত্তমান আছেন, কিন্তু মূঢ় ব্যক্তিরা আপনা হইতে তাঁহাদিগকে পৃথক্ দেখিয়া থাকে। এই প্রকার যেমন আপনি গুণাবতার হইয়াছেন, তদ্রূপ অন্যান্য অবতার সকলও হইয়াছেন ॥

এই বিষয় ১০ স্কন্ধের ১৪ অধ্যায়ে ২০ শ্লোকে কহিতেছেন যথা ॥

অজনস্য জন্মেত্যনেন প্রাদুর্ভাবমাত্রং জন্মেতি বোধয়তি নম্মু ব্রহ্মন্ কিমত্র বিচারিতং ভবতা। যদেকস্যা এব মম মূর্ত্তে ব্যাপকত্বে সত্যন্যাসাং দর্শনস্থানং ন সম্ভবতি। তথা জড়বস্তূনাং ঘটাদীনামেব প্রাকট্য প্রকারো লোকে দৃষ্টঃ কথং তদিতর স্বভাবানাং চিদ্বস্তূনাং মম শ্রীমূর্ত্ত্যাদীনামিতি। তথা যাবত্যো বিভূতয়ো মম ভবতা

"সুরেষ্বৃষিষ্বীশ তথৈব নৃষ্বপি
তির্য্যক্ষু যাদঃস্বপি তে হজনস্য।
জন্মাসতাং দুর্ম্মদনিগ্রহায়
প্রভো বিধাতঃ সদনুগ্রহায়" ॥

হে ঈশ! হে প্রভো! হে বিধাতঃ! আপনি জন্ম রহিত হইয়াও যে দেব, ঋষি, মনুষ্য, তথা তির্য্যক্ যোনি সকলে জন্ম গ্রহণ করেন তাহা অসৎ ও দুর্ম্মদ জনের নিগ্রহ এবং সাধুদিগের প্রতি অনুগ্রহ নিমিত্ত মাত্র ॥ ৩৯ ॥

তাৎপর্য্য। অজনের জন্ম এস্থলে প্রাদুর্ভাব মাত্রকেই জন্ম বোধ করাইতেছে। ভগবান্ যদি এরূপ বলেন, ব্রহ্মন্! তুমি এস্থলে কি বিচার করিলে, যে হেতু আমার এক মূর্ত্তির ব্যাপকত্ব হইলে অন্য মূর্ত্তি সকলের দর্শন স্থান সম্ভব হয় না। তথা জড় বস্তু ঘটাদি সকলেরই প্রাকট্য প্রকার লোকে দৃষ্ট হয়, তবে কি প্রকারে ঐ জড় হইতে ভিন্ন স্বভাব আমার শ্রীমূর্ত্তি প্রভৃতি চিদ্বস্তু সকলের দর্শন হইবে?। অপর আমার

দৃষ্টাঃ ভাবতীভিরেব ভবান্ বিস্মিতো নাপরাঃ সন্তীতি সম্ভাবয়ন্নিব তৎ পরিমিতত্বমধিগতবানস্মীতি। তথা যে মমাংশাঃ পূর্ব্বং বালবৎসাদি রূপাস্ত এব চতুর্ভুজা অভূবন্নিতি কস্যাপি রূপস্য কদাচিদুদ্ভবঃ কস্যাপি কদাচিদিতি। কিম্বা সত্যজ্ঞানানন্তানন্দৈক রসমূর্ত্তিত্বাৎ যুগপদেব সর্ব্বাণি তত্তদ্রূপাণি বর্ত্তন্তে এব কিন্তু যূয়ং সর্ব্বদা সর্ব্বং ন পশ্যথেতি। কথঞ্চ যৌগপদ্যং পশ্যামীতি। তত্রাহ কো বেত্তি ভূমন্নিত্যাদি ॥ ৪০ ॥

যত বিভূতি আছে ঐ সমুদায় তুমি দেখিয়াছ এবং সেই সকল মূর্ত্তিতেও তুমি বিস্মিত হইয়াছিলে। অপর মূর্ত্তি সকল নাই, ভগবান্ ইহা যেন ব্রহ্মাকে সম্ভাবনা করাইলে ব্রহ্মা তাহারই পরিমিতত্ব অবগত হইলেন। তথা আমার যে সকল অংশ পূর্ব্বে বাল বৎসাদি রূপ ছিল, পরে তাহারাই চতুর্ভুজ হয়। কোন রূপের কখন উদ্ভব হয়, কোন রূপের কখন উদ্ভব হয়। অথবা সত্য জ্ঞান অনন্ত আনন্দ স্বরূপ এক রস মূর্ত্তিত্ব প্রযুক্ত এককালীনই সেই সেই রূপ সকল বিদ্যমানই আছে, কিন্তু তোমরা সর্ব্বদা সকল রূপ দেখিতে পাও না, তাহাতে কি প্রকারে এককালীন সকল রূপ দেখিবে?। ভগবানের এই অভিপ্রায়ে ব্রহ্মা কহিলেন ॥

১০ স্কন্ধের ১৪ অধ্যায়ে ২১ শ্লোকে যথা ॥

ক্ব বা কথম্বা কতি বা কদা বা যোগমায়াং তর্কাতীতাং চিচ্ছক্তিং বিস্তারয়ন্ তথা তথা প্রবর্ত্তয়ন্ ক্রীড়সীতি ভবত ঊতীর্লীলাঃ ত্রিলোক্যাং কো বেত্তি ন কোঽপীত্যর্থঃ। যস্যামতং মতং তস্য মতং যস্য ন বেদ স ইতি ভাবঃ॥

"কো বেত্তি ভূমন্ ভগবন্ পরাত্মন্
যোগেশ্বরোতীর্ভবতস্ত্রিলোক্যাং।
ক্ব বা কথং বা কতি বা কদেতি
বিস্তারয়ন্ ক্রীড়সি যোগমায়াং" ॥

হে ভূমন্! হে ভগবন্! হে পরাত্মন্! হে যোগেশ্বর! ত্রিলোকী মধ্যে কোন্ ব্যক্তি কোথায় কি প্রকারে কত এবং কবেই বা আপনার ঊতী (লীলা) জানিতে পারে? ফলতঃ আপনার মায়া বৈভব অচিন্ত্য, আপনি যোগমায়া বিস্তার করিয়া সত্যই ক্রীড়া করিতেছেন॥ ৪০॥

কোন স্থানে বা, কি প্রকারে বা, কত বা, এবং কোন সময়ে বা যোগমায়াকে (তর্কাতীত চিচ্ছক্তিকে) বিস্তার করিয়া অর্থাৎ সেই রূপে প্রবর্ত্তিত করিয়া আপনি ক্রীড়া করিতেছেন। ত্রিলোকী মধ্যে আপনার ঊতী (লীলা) কে জানিতে পারে অর্থাৎ কাহারও জানিবার শক্তি নাই। ভগবত্তত্ত্বকে যে বলে আমি জানি না, সেই জানে, আর যে বলে আমি জানি, সে কিছুই জানেনা ইহাই তাৎপর্য্যার্থ॥

অত্র দুর্জ্ঞেয়তা পুরস্কারেণৈব সম্বোধন চতুষ্টয়েন চতুর্যু্যক্তিমাহ। হে ভূমন্ ক্রোড়ীকৃতানন্তমূর্ত্ত্যাত্মক শ্রীমূর্ত্তে॥
অয়ং ভাবঃ॥

একমপি মুখ্যং ভগবদ্রূপং যুগপদনন্তরূপাত্মকং ভবতি॥ ১৫১

তথৈবাক্রূরেণ স্তুতং। বহুমূর্ত্ত্যেকমূর্ত্তিকমিতি।

তথাচাথ শ্রুতিঃ॥

একং সন্তং বহুধা দৃশ্যমানমিতি। ততো যদা যাদৃশং যেষামুপাসনাফলোদয় ভূমিকাবস্থানং তদা তথৈব তে

অতএব ভগবল্লীলা দুর্জ্ঞেয়ত্ব প্রযুক্ত সম্বোধন চতুষ্টয় দ্বারা চারিটীতে যুক্তি কহিতেছেন। হে ভূমন্! অর্থাৎ আপনার শ্রীমূর্ত্তিতে বহুতর মূর্ত্তির সন্নিবেশ আছে। ইহার তাৎপর্য্য এই। ভগবানের একটী মাত্রই রূপ মুখ্য কিন্তু এককালীন বহুতর রূপ হইয়া থাকেন॥ ১৫১॥

উক্ত রূপই শ্রীঅক্রূর ১০ স্কন্ধের ৪০ অধ্যায়ে ৭ শ্লোকে স্তব করিয়াছেন। আপনি বহু মূর্ত্তিতেও এক মূর্ত্তি॥

ঐ প্রকারে শ্রুতিতেও কহিয়াছেন॥

এক হইয়া বহু প্রকারে দৃশ্যমান হয়েন॥

উক্ত প্রকারই শ্রুতি যথা॥

এক হইয়া বহু প্রকারে দৃশ্যমান হয়েন।

অতএব যখন যাঁহাদের যে প্রকার উপাসনার ফলের উদয় ভূমিতে অবস্থান হয়, তখন তাঁহারা সেই রূপ দর্শন

পশ্যন্তি। তথাচ প্রজ্ঞান্তর পৃথক্ত্ববৎ দৃষ্টিশ্চ তদুক্ত মিত্যত্র তু ব্রহ্মসূত্রে মধ্বভাষ্যং। উপাসনাভেদাদ্দর্শন ভেদ ইতি॥

দৃষ্টান্তশ্চ যথৈকমেব পট্ট বস্ত্র বিশেষ পিঞ্ছাবয়ব বিশেষাদি দ্রব্যং নানা বর্ণময় প্রধানৈক বর্ণমপি কুতশ্চিৎ স্থান বিশেষাদ্দত্তচক্ষুষো জনস্য কেনাপি বর্ণ বিশেষেণ প্রতিভাতীতি। তত্রাখণ্ড পট্ট বস্ত্র বিশেষাদি স্থানীয়ং নিজ প্রধান ভাসান্তর্ভাবিত তত্তদ্রূপান্তরং শ্রীকৃষ্ণরূপং।

করেন॥

উল্লিখিত প্রকারই ব্রহ্মসূত্রের তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের "প্রজ্ঞান্তর পৃথক্ত্ব বৎ দৃষ্টিশ্চ তদুক্তং" এই ৪৮ সংখ্যক সূত্রে মধ্বভাষ্যে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, উপাসনাভেদ হেতু দর্শনের ভেদ হয়॥

এস্থলে দৃষ্টান্ত এই যে, যেমন এক মাত্র পটবস্ত্র বিশেষ তথা ময়ুর পুচ্ছের অবয়ব বিশেষ দ্রব্যে নানা বর্ণ স্বরূপ প্রধান এক বর্ণ হইলেও তাহা কোন স্থান বিশেষে দৃষ্টিপাতকারি মনুষ্যের সম্বন্ধে বর্ণ বিশেষ রূপে প্রকাশ পায় তদ্রূপ।

এস্থলে অখণ্ড পট্ট বস্ত্র বিশেষ স্থানীয় শ্রীকৃষ্ণরূপ নিজের প্রধান দীপ্তি দ্বারা সেই সেই রূপান্তরকে অন্তর্ভাব করিয়াছেন। অন্য রূপ সকল সেই সেই বর্ণের প্রভা স্থানীয়

তত্তদ্বর্ণচ্ছ ব স্থানীয়ানি রূপান্তরাণীতি জ্ঞেয়ং ॥ ১৫২ ॥

তথা শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে ॥

মণি র্যথা বিভাগেন নীল পীতাদিভির্যুতঃ ।
রূপভেদমবাপ্নোতি ধ্যানভেদাত্তথা বিভুরিতি ।

মণিরত্র বৈদূর্য্যাখ্যঃ তদেবং কেত্যস্যা যুক্তিরুক্তা ।
এবমেব শ্রীবামনাবতারমুপলক্ষ্য শ্রীশুকবাক্যং ॥

যত্তদ্বপুর্ভাতি বিভূষণায়ুধৈ
রব্যক্ত চিদ্ব্যক্তমধারয়দ্ধরিঃ ।
বভূব তেনৈব স বামনো বটুঃ

জানিতে হইবে ॥ ১৫২ ॥

ঐ প্রকার নারদপঞ্চরাত্রে ॥

মণি যেমন নীল পীতাদি বিভাগবশতঃ রূপ ভেদ প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ ধ্যান ভেদাধীন প্রভুও বিভিন্ন রূপ ধারণ করিয়া-থাকেন ॥

এস্থলে মণি বৈদূর্য্য নামক মণি। অতএব এই প্রকার কোথায়, ইহার এই যুক্তি কথিত হইল।

এই প্রকারই বামনাবতার উপলক্ষ্য করিয়া ৮ স্কন্ধের ১৮ অধ্যায়ে ১২ শ্লোকে শ্রীশুকদেবের বাক্য যথা ॥

শুকদেব কহিলেন হে রাজন্! ঐ যে ব্যক্ত বিগ্রহ ধারণ করিলেন যাহাতে চিৎ অব্যক্ত ছিল, স্বীয় দ্যুতি এবং ভূষণ ও আয়ুধ সহিত সেই শরীর নটের ন্যায় দর্শন কারি

সংপশ্যতোর্দিব্যগতির্যথা নট ইতি ॥

অর্থশ্চায়ং ॥

যদ্বপুঃ শরীরং ন কেনাপি ব্যজ্যতে যৎ চিৎ পূর্ণানন্দঃ তৎ স্বরূপমেব সৎ বিভূষণায়ুধৈ র্ভাতি। তদ্বপুস্তদা প্রপঞ্চেঽপি ব্যক্তং যথা স্যাত্তথা অধারয়ৎ স্থাপিতবান্। পুনশ্চ তেনৈব বপুষা বামনো বটু র্বভূব হরিঃ। এব কারেণ পরিণাম বেশান্তর যোগাদিকং নিষিদ্ধং। কদা-পিত্রোঃ সংপশ্যতোঃ। তেনৈব বপুষা তদ্ভাবে হেতুঃ।

মাতা পিতার সমক্ষে বামন ব্রাহ্মণ কুমার হইলেন। তাঁহার গতি দিব্য, ঐ রূপ হওয়া বিচিত্র নহে ॥

ইহার তাৎপর্য্য এই। যে বপুঃ অর্থাৎ শরীর কাহারও দ্বারা প্রকাশ হয় না; যাহা চিৎ অর্থাৎ পূর্ণ আনন্দ তাহাই স্বরূপ হওয়াতে সেই বপুঃ বিভূষণ ও অস্ত্র প্রভৃতি দ্বারা দীপ্তি পাইতে লাগিল। সেই বপুঃ তৎকালীন জগতেও যে প্রকার ব্যক্ত হয় তদ্রূপ ধারণ অর্থাৎ স্থাপন করিয়াছিলেন। পুনর্ব্বার সেই বপুঃ দ্বারাই হরি বামন বটু হইয়াছিলেন। "তেনৈব" এই পদে এব শব্দ দ্বারা ভগবদ্বিগ্রহে পরিণাম বিশিষ্ট অনিত্য অপর বেশের যোগাদি নিষিদ্ধ অর্থাৎ ভগবদ্বিগ্রহে অন্য মায়িক বেশ ভূষাদির সংযোগ হয় না, তাহা না হইলে পিতা মাতার সমক্ষে সেই বপুর দ্বারাই বামন বটু হইয়াছিলেন। উক্ত প্রকার রূপ ধারণ করার হেতু এই

দিব্যাঃ পরমাচিন্ত্যাঃ। যদ্গতং ভবচ্চ ভবিষ্যচ্চেত্যাদি শ্রুতেঃ ॥ ১৫৩ ॥

স্বস্মিন্নেব নিত্যস্থিতানাং নানা সংস্থানানাং প্রকাশনা প্রকাশন রূপা গতয় শ্চেষ্টা যস্য সঃ। তত্রালক্ষিত স্বধর্ম্ম মাত্রোল্লাসাংশে দৃষ্টান্তলেশঃ। যথা নট ইতি নটোঽপি কশ্চিদাশ্চর্য্যতমঃ দিব্যা পরম বিস্মাপিকা গতি র্হস্তকর রূপা চেষ্টা যস্য তথা ভূতঃ সন্ তেনৈব রূপেণ বেশ মায়াদিকমনুরীকৃত্যাপি নানাকারণাং দর্শয়তি। স্বর্গ্যো নটো বা দিব্যগতিঃ। ততশ্চ তত্ত-দনুকরণং তস্যাত্যন্ততদাকারমেব ভবতি ॥

তাঁহার গতি দিব্য অর্থাৎ পরম অচিন্ত্য, যেহেতু শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, যাহা হইয়াছে, যাহা হইতেছে এবং যাহা হইবে এ সমুদায়ই তিনি ॥ ১৫৩ ॥

অপর যাহার আপনাতেই নিত্য স্থিতি নানা সংস্থানের প্রকাশন ও অপ্রকাশন রূপ গতি অর্থাৎ চেষ্টা হইয়াছে। তিনি এস্থলে অপরিজ্ঞাত স্বীয় ধর্ম্ম মাত্রের আনন্দাংশে কিঞ্চিৎ দৃষ্টান্ত এই যে "যথা নট ইতি" যেমন কোন অত্যাশ্চর্য্য নট পরম বিস্মাপিকা হস্ত কর রূপা যে গতি তাদ্বিশিষ্ট হইয়া বেশ মায়াদি স্বীকার না করিয়াও সেই রূপেই বিবিধ প্রকার আকার দর্শন করায় তদ্রূপ। অথবা দিব্য গতি অর্থাৎ স্বর্গীয় নট। অতএব তাঁহার সেই সেই অনু-

অত্র পরমেশ্বরং বিনাঽন্যস্য সর্ব্বাংশে তাদৃশত্বাভাবাৎ নচ দৃষ্টান্তে খণ্ডত্বদোষঃ প্রসঞ্জনীয়ঃ। যথা ভক্ষিত কীট-পরিণামলালাজাততন্তুসাধনোঽপূর্ণনাভঃ পরমেশ্বরস্য জগৎস্রষ্টাবনন্যসাধনত্বে দৃষ্টান্তঃ শ্রূয়তে। যথোর্ণনাভি হৃদয়াদিত্যাদৌ তদ্বৎ॥ ১৫৪॥

তদেবং শ্রীব্রহ্মণাপি সর্ব্বরূপসদ্ভাবাভিপ্রায়ে নৈবোক্তং॥

করণ অতিশয় রূপে তদ্রূপ আকারই হইয়াথাকে।

এস্থলে পরমেশ্বর ব্যতিরেকে অন্যের সর্ব্বাংশে তাদৃশ রূপ হওয়ার অভাব প্রযুক্ত দৃষ্টান্তে খণ্ডত্ব দোষ প্রসক্ত হয় না। যেমন ভক্ষিতকীটের পরিণাম প্রাপ্ত লালা জাত তন্তু সাধন রূপই ঊর্ণনাভি (মাকড়শা) তদ্রূপ পরমেশ্বরের জগৎ সৃষ্টি বিষয়ে অনন্য সাধনত্ব। ঊর্ণনাভির সহিত পরমেশ্বরের এই অংশে দৃষ্টান্ত শুনা যায়।

যথা ১১ স্কন্ধে ৯ অধ্যায়ে ২১ শ্লোকে।

"যথোর্ণনাভির্হৃদয়াদূর্ণাং সংতত্য বক্ত্রতঃ।
তয়া বিহৃত্য ভূয়স্তাং গ্রসত্যেব মহেশ্বরঃ॥"

তাৎপর্য্য। যেমন ঊর্ণনাভ হৃদয় হইতে ঊর্ণা বিস্তৃত করিয়া তাহাতে ক্রীড়া করতঃ পুনর্ব্বার তাহা গ্রাস করে, তদ্রূপ মহেশ্বর এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করেন। এই বচনে মাকড়শার সহিত পরমেশ্বরের দৃষ্টান্ত আছে॥ ১৫৪॥

ত্বং ভক্তিযোগপরিভাবিতহৃৎসরোজ
আস্‌সে শ্রুতেক্ষিতপথো ননু নাথ পুংসাং।
যদ্‌যদ্ধিয়া ত উরুগায় বিভাবয়ন্তি
তত্তদ্বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায়েতি ॥

প্রণয়সে প্রকটয়সি প্রাপয়সি শ্রুতেক্ষিতপথ ইত্য-

অতএব শ্রীকৃষ্ণে সর্ব্ব প্রকার রূপের সদ্ভাব আছে এই অভিপ্রায়ে শ্রীব্রহ্মা ৩ স্কন্ধের ৯ অধ্যায়ের ১১ শ্লোকে কহিয়াছেন যথা ॥

হে নাথ! পুরুষদিগের হৃৎপদ্ম ভক্তিযোগে শোধিত হইলে ত্বদীয় শ্রবণ দ্বারা তাহারা আপনকার পথ দেখিতে পায় এবং পুরুষ সকল তদ্রূপ হইলেই তাহাদের সেই হৃদয় সরোজে গিয়া আপনি অধিষ্ঠান করেন। হে উরুগায়! আপনার কৃপার কথা কি বলিব? আপনার ভক্তগণ শ্রবণ ব্যতিরেকেও স্বেচ্ছাক্রমে মনো দ্বারা আপনকার যে যে মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া ধ্যান করেন, আপনি তাঁহাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া স্বয়ং সেই সেই রূপই প্রকটিত করেন॥

তাৎপর্য্য। "প্রণয়সে" এই ক্রিয়ার অর্থ প্রকটিত করেন। "শ্রুতেক্ষিত পথ" এতদ্বারা কল্পনা নিরস্ত হইয়াছে। অতএব ভগবানের সর্ব্ব রূপত্বেও ৩ স্কন্ধের ২৪ অধ্যায়ে ৩০ শ্লোকে শ্রীকর্দ্দম বাক্যে ভক্তগণের অনাভিরুচিত রূপ বিষয়ে অপবাদ

নেন কল্পনায়া নিরস্তত্বাৎ সর্ব্ব রূপত্বেঽপি ভক্তানাং স্ব-রুচিত রূপত্বেঽপবাদঃ শ্রীকর্দ্দম বাক্যেন ॥ ১৫৫ ॥

তান্যেব তেঽভিরূপাণি রূপাণি ভগবংস্তব।
যানি যানি চ রোচন্তে স্বজনানাং [illegible]
যানি যানি চ ত্বদীয় স্বজনেভ্যো রোচন্তে [illegible]
রূপাণি তে তব অভিরূপাণি যোগ্যানি [illegible]
অনন্যানি চ যাদৃশং রন্তিদেবায় কুৎসিতং রূপং প্রদর্শিতং তাদৃশানি জ্ঞেয়ানি। তাদৃশস্য চ মায়িকত্বমেব হি তত্রোক্তং ॥ ১৫৬ ॥

অর্থাৎ বিশেষ দেখাইয়াছেন ॥ যথা ॥ ১৫৫ ॥

কিন্তু হে ভগবন্! যদিও আপনি বস্তুতঃ প্রাকৃত রূপ রহিত তথাচ আপনার যে সকল অলৌকিক চতুর্ভুজাদি রূপ এবং যে যে রূপ আপনার ভক্তজনের অভিরুচি হয়, সে সকল রূপই আপনার উপযুক্ত ॥

তাৎপর্য্য। আপনকার ভক্তজনের রুচিজনক সেই সেই রূপই আপনকার উপযুক্ত, অন্য রূপ নহে। অর্থাৎ রন্তিদেবের নিকট যে কুৎসিত রূপ প্রকটিত করিয়াছিলেন সেই প্রকার রূপ সকল আপনকার উপযুক্ত নহে। ঐ প্রকার রূপই মায়িকত্ব অর্থাৎ রন্তিদেবকে যে রূপ দেখাইয়াছিলেন নিশ্চয়ই তাহা মায়াময় এ বিষয় ৯ স্কন্ধের ২১ অধ্যায়ে

তস্য ত্রিভুবনাধীশাঃ ফলদাঃ ফলমিচ্ছতাং।
আত্মানং দর্শয়াঞ্চক্রুর্মায়া বিষ্ণুবিনির্ম্মিতা ইতি ॥
টীকাচ ॥
ত্রিভুবনাধীশাঃ ব্রহ্মাদয়ঃ মায়াঃ তদীয় ধৈর্য্য পরীক্ষার্থং প্রথমং মায়য়া বৃষলাদি রূপেণ প্রতীতাঃ সন্ত ইত্যর্থঃ। ইত্যেষা ॥
অনভিরূপত্বে হেতুঃ। অরূপিণ ইতি প্রাকৃত রূপ রহিতস্যেতি টীকাচ। অপ্রাকৃতত্বেন কুৎসিতত্বাসংভা-

---

১০ শ্লোকে কথিত হইয়াছে যথা ॥ ১৫৬ ॥

শুকদেব কহিলেন হে রাজন্! ত্রিভুবনের অধীশ্বর যে সকল ব্রহ্মাদি দেব ফলাকাঙ্ক্ষিপুরুষদিগকে ফলদান করিয়া-থাকেন, তাঁহারা মহারাজ রন্তিদেবের ধৈর্য্য পরীক্ষার্থ বিষ্ণু নির্ম্মিত মায়া হইয়া বৃষলাদি রূপে স্ব স্ব মূর্ত্তি প্রদর্শন করান ॥

টীকার অর্থ এই ॥

ত্রিভুবনের অধীশ্বর ব্রহ্মাদি দেব মায়া অর্থাৎ রন্তিদেবের ধৈর্য্য পরীক্ষার নিমিত্ত প্রথমে মায়া দ্বারা বৃষলাদি রূপে প্রতীত হইয়াছিলেন ইত্যাদি ॥

অভিমত রূপ না হওয়ার হেতু এই যে ৩ স্কন্ধের ২৪ অধ্যায়ে ৩০ শ্লোকে কর্দ্দম কহিয়াছেন আপনি অরূপী অর্থাৎ আপনার প্রাকৃত রূপ নাই। অতএব শ্রীভগবন্মূর্ত্তিপ

বাদিতি ভাবঃ ॥ ১৫৮ ॥

অথ প্রকৃতপদ্যস্য কথং বেত্যাদি ত্রয়যুক্তয়েঽবশিষ্টং সম্বোধনত্রয়ং ব্যাখ্যায়তে হে ভগবন্ অচিন্ত্যশক্তে! অচিন্ত্যস্য ভগবন্মূর্ত্ত্যাদ্যাবির্ভাবস্যান্যথানুপপত্তেরচিন্ত্যা-শক্তিরেব কারণমিতি ভাবঃ। ইয়ং কথং বেত্যস্য যুক্তিঃ ॥ ১৫৮ ॥

তথা হে পরাত্মন্ পরেষাং প্রত্যেক মপ্যনন্ত শক্তীনাং পুরুষাদ্যবতারাণা মাত্মন্নবতারিন্। ত্বয়ি তু তাসাং

অপ্রাকৃতত্ব প্রযুক্ত তাঁহাতে কুৎসিৎ রূপের সম্ভাবনা হইতে পারে না ॥ ১৫৭ ॥

এক্ষণে পূর্ব্বোক্ত ১০ স্কন্ধের ১৪ অধ্যায়ের ২১ শ্লোকের "কথং বা কাত্ত বা কদেতি" এই তিনের যুক্তি নিমিত্ত অব-শিষ্ট তিনটী সম্বোধন পদের ব্যাখ্যা করিতেছি ॥

হে ভগবন্! এই সম্বোধন পদের অর্থ, হে অচিন্ত্য শক্তে! এরূপ ব্যাখ্যা না করিলে চিন্তাতীত ভগবন্মূর্ত্তি প্রভৃতি আবির্ভাবের সঙ্গতি হয় না, এ নিমিত্ত অচিন্ত্য শক্তিই কারণ হইয়াছে। কথং বা এই পদের এই যুক্তি ॥ ১৫৮ ॥

ঐ প্রকারই, হে পরাত্মন্! এই সম্বোধন পদের অর্থ এই যে, আপনি এক একটী অনন্ত শক্তি সম্পন্ন পুরুষাদি অবতার সকলেরই আত্মা অর্থাৎ অবতারী। সুতরাং আপনাতে সেই সকল মূর্ত্তির অসংখ্যত্ব প্রযুক্ত তৎ সমুদা-

ন্তরামনন্তত্বাৎ তদাবির্ভাব বিভূতয়ঃ কতি বা বাঙ্মনস গোচরত্ব মাপদ্যেরন্নিতি ভাবঃ ইয়ং কতি বেত্যস্য যুক্তিঃ ॥ ১৫৯ ॥

তথা হে যোগেশ্বর। একস্মিন্নেব রূপে নানা রূপ যোজনা লক্ষণায়াঃ যোগমায়ানাম্নাঃ স্বরূপশক্তেস্তয়া বা ঈশনশীল। অয়ং ভাবঃ। যথা তব প্রধানং রূপং অন্তর্ভূতানন্তরূপং তথা তবাংশ রূপঞ্চ। ততশ্চ যদা তব যত্রাংশে তত্তদুপাসনা ফলরূপস্য যস্য রূপস্য প্রকাশনেচ্ছা তদৈব তত্র তত্র তদ্রূপং প্রকাশত ইতি। ইয়ং কদেত্যস্য যুক্তিঃ তস্মাত্তত্তৎ সর্বমপি তস্মিন্ ॥

যের আবির্ভাব রূপ বিভূতি কত বা বাক্য মনের গোচরত্ব প্রাপ্ত হইবে? অর্থাৎ সেই সকল বিভূতির অন্ত করিবার শক্তি নাই, ইহার এই তাৎপর্য্য। কতি বা এই পদের এই যুক্তি ॥ ১৫৯ ॥

ঐ প্রকার হে যোগেশ্বর! অর্থাৎ আপনি এক রূপেই নানা রূপের যোজনা স্বরূপ যোগমায়া নাম্নী স্বরূপ শক্তির অথবা ঐ শক্তির দ্বারা ঈশনশীল হইয়াছেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে যেমন আপনকার প্রধান রূপ ও অন্তর্গত অনন্ত রূপ সেই প্রকার অংশ রূপও হইয়াছে। একারণ যখন আপনার যে অংশে তত্তৎ উপাসনার ফল স্বরূপ যে রূপের প্রকাশ করণের ইচ্ছা হয় তখনই সেই অংশে সেই রূপ

শ্রীকৃষ্ণরূপে হন্তর্ভূতমিত্যেবমত্রাপি তাৎপর্য্যং ॥ ১৬০ ॥

উপসংহরতি ॥

তস্মাদিদং জগদশেষমসৎস্বরূপং

স্বপ্নাভমস্তধিষণং পুরুদুঃখদুঃখং।

ত্বয্যেব নিত্যসুখবোধতনাবনন্তে

মায়াত উদ্যদপি যৎ সদিবাবভাতি ইত্যাদি ॥ ৪১ ॥

যস্মাদেবং প্রপঞ্চাপ্রপঞ্চ বস্তূনাং সর্ব্বেষামপি তত্ত্ববিগ্র-

প্রকাশ পাইয়া থাকে। কদা এই পদের এই যুক্তি ॥

অতএব প্রধান রূপ, অন্তর্গত অনন্তরূপ ও অংশ রূপ এ সমুদায়ই সেই শ্রীকৃষ্ণরূপে অন্তর্ভূত আছে, এস্থলে ইহাই তাৎপর্য্য ॥ ১৬০ ॥

উপসংহার অর্থাৎ সমাপন করিতেছেন।

১০ স্কন্ধের ১৪ অধ্যায়ে ২২ শ্লোকে যথা ॥

অতএব অসৎ স্বরূপ, স্বপ্ন তুল্য প্রতিভাস শূন্য, দুঃখ বহুল, এই অশেষ জগৎ নিত্য সুখ ও নিত্য জ্ঞানরূপী অনন্ত যে আপনি আপনাতে মায়া দ্বারা উদ্ভূত হওয়াতে যদিও শেষে বিনশ্বর তথাচ নিত্যবৎ প্রকাশ পাইতেছে অর্থাৎ আপনি অধিষ্ঠান হওয়াতে আপনার গুণে তত্তৎ প্রকারে প্রকাশিত হইতেছে ॥ ৪১ ॥

তাৎপর্য্য। আপনি যখন এই প্রকার প্রপঞ্চ ও অপ্রপঞ্চ সমুদায় বস্তুরই তত্ত্বমূর্ত্তি হইয়াছেন, তখনই নিত্য সুখ স্বরূপ

হোহপি তস্মাদেব নিত্যসুখবোধলক্ষণা যা তনুস্তৎ স্বরূপে অনন্তে ত্বয্যেবাশেষমিদং জগদবভাতীত্যন্বয়ঃ। কথং ভূতং সৎ। উদ্যদপি যৎ মুহুরুদ্ভবত্তিরোভচ্চ। যৎ যস্মিন্ মুহুর্জায়তে লীয়তে চ তত্তস্মিন্নেব ভাতি ভুবি তদ্বিকার ইবেতি ভাবঃ॥ ১৭১॥

তর্হি কিং মম বিকারিত্বং নেত্যাহ মায়াতো মায়য়া ত্বদীয়াচিন্ত্যশক্তিবিশেষেণ বিকারাদিরহিতস্যৈব। শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাদিত্যাদৌ পরিণাম স্বীকারাৎ। মুহুরুদ্ভবত্তিরোভবত্ত্বাদেব স্বপ্নাভং তত্তুল্যং নত্বজ্ঞানমাত্র কল্পি

যে মূর্ত্তি, তৎ স্বরূপ অনন্তরূপী আপনাতে এই অশেষ জগৎ প্রকাশ পাই তেছে। ঐ জগৎ কি প্রকার সৎ (নিত্য) এই প্রশ্নে কহিতেছেন "উদ্যদপি যৎ" অর্থাৎ এই জগৎ বারম্বার উদ্ভূত ও তিরোভূত হইয়া যাহাতে মুহুর্ম্মুহুঃ জন্ম ও লয় পায় সুতরাং তাহাতেই প্রকাশ পাইয়া থাকে, যেমন পৃথিবীতে পৃথিবীর বিকার ঘটাদি তদ্রূপ॥ ১৬১॥

ভগবান্ যদি এরূপ কহেন তবে কি আমার বিকারিত্ব হইল, এই আশঙ্কায় ব্রহ্মা কহিতেছেন তাহা নয়, আপনি বিকার রহিত, আপনকার অচিন্ত্য শক্তি বিশেষ মায়া দ্বারা জগতের উদ্ভব ও তিরোভাব হইয়া থাকে। কেননা ব্রহ্ম-সূত্রের ২ অধ্যায়ের প্রথম পাদে ২৮ সূত্রে "শ্রুতেস্তু শব্দ

তত্ত্বাদপি । বৈধর্ম্ম্যাচ্চ ন স্বপ্নাদিবদিতি ।
ন্যায়েন ॥ ১৬২ ॥

তথা অবিদ্যাবৃত্তিক মায়াকার্য্যত্বাচ্চ অস্তধিষণং জীব পরমার্থ জ্ঞানলোপকর্ত্তৃ । উভয়স্মাদপি হেতোঃ পুরু দুঃখ দুঃখং তদীয় সুখাভাসস্যাপি বস্তুতো দুঃখরূপত্বাৎ । বিনা ত্বৎ সত্তয়াতু অসৎ স্বরূপং শশবিষাণতুল্যং । তদেবং ভূতমপি সদিব অনশ্বরমিবাভাতি মুগ্ধানামিতি শেষঃ ।

মূলত্বাৎ” অর্থাৎ সগুণ নির্গুণ শ্রুতির (শ্রবণের) বেদোক্ত শব্দই মূল, ইত্যাদি স্থলে পরিণাম স্বীকার করিয়াছেন অতএব এই জগতে মুহুর্মুহুঃ উদ্ভূত ও তিরোভূত প্রযুক্ত স্বপ্ন তুল্য কিন্তু অজ্ঞানমাত্র কল্পিত নয় । যে হেতু ব্রহ্ম সূত্রের ২ অধ্যায়ের ২ পাদে “বৈধর্ম্ম্যাচ্চ ন স্বপ্নাদি বৎ” এই ২৭ সূত্রে বৈধর্ম্ম্য প্রযুক্ত এই জগৎ স্বপ্নাদির ন্যায় বলিয়াছেন ॥ ১৬২ ॥

তথা ঐ জগৎ অবিদ্যা বৃত্তিক মায়ার কার্য্য হেতু “অস্তধিষণং” অর্থাৎ জীবের পরমার্থ জ্ঞানের নাশক । এই দুই কারণে বহু দুঃখের আস্পদ জগতের যে সুখ রূপ আভাস তাহাও বস্তুত দুঃখ স্বরূপ । হে ভগবন্! আপনকার সত্ত্বা ব্যতিরেকে জগৎ অসৎ স্বরূপ অর্থাৎ শশবিষাণ তুল্য । অতএব এই প্রকার হইয়াও সতের ন্যায় অর্থাৎ মুগ্ধ ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধে অনশ্বর তুল্য প্রকাশ পাইয়া থাকে ॥

উপলক্ষণং চৈতত্। ব্যবহার জ্ঞানময় মহদাদ্যাত্মক ত্বাৎ জ্ঞানোদ্বোধকমিব স্বর্গাদ্যাত্মকত্বাৎ সুখমিব চ। তদেবমন্যস্য তৎপরিচ্ছেদ্যত্বাৎ স্বরূপশক্ত্যৈব পরিচ্ছিন্ন মপরিচ্ছিন্নঞ্চ তদেবং বপুরিতি প্রকরণার্থঃ॥ ১০ ॥ ১৪ ॥

ব্রহ্মা শ্রীভগবন্তং ॥ ১৬৩ ॥

তদিত্থং মধ্যমাকার এব সর্ব্বাধারত্বাদ্বিভুত্বং। সর্ব্ব গতত্বাদপি সাধ্যতে ॥

চিত্রং বতৈতদেকেন বপুষা যুগপৎ পৃথক্।

ইহা উপলক্ষণ মাত্র। ব্যবহার জ্ঞানময় মহদাদির স্বরূপ হওয়াতে জ্ঞানের উদ্বোধকের ন্যায় তথা স্বর্গাদি স্বরূপ প্রযুক্ত সুখের ন্যায়ও হইয়াছে। অতএব অন্যের পরিচ্ছেদ্যত্ব অর্থাৎ পরিমেয়ত্ব হেতু স্বরূপ শক্তি দ্বারাই আপনকার এই শরীর পরিচ্ছিন্ন ও অপরিচ্ছিন্ন হইয়াছে। ইহা প্রকরণার্থ ॥ ১৬৩ ॥

অতএব এই প্রকার শ্রীকৃষ্ণের মধ্যমাকারেই সকলের আধার স্বরূপত্ব প্রযুক্ত বিভুত্ব সাধন করা হইল ॥

শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহের সর্ব্ব গতত্ব প্রযুক্তও বিভুত্ব সাধন করিতেছেন।

১০ স্কন্ধের ৬৯ অধ্যায়ে ২ শ্লোকে যথা ॥

একা শ্রীকৃষ্ণ একদা ষোড়শ সহস্র স্ত্রীর পাণি গ্রহণ পূর্ব্বক একশরীরে প্রত্যেক স্ত্রীর গৃহে যে অবস্থান করেন

গৃহেষু দ্ব্যষ্টসাহস্রং স্ত্রিয় এক উদাবহৎ ॥ ৪২ ॥

এতদ্বত অহো চিত্রং। কিং তৎ। এক এব শ্রীকৃষ্ণ দ্ব্যষ্ট সহস্র স্ত্রী যুদাবহৎ পরিণীতবান্। নন্ব কিমত্রাশ্চর্য্যং তত্রাহ। গৃহেম্বিতি তৎ সংখ্যাকেষু সর্ব্বেম্বিতি শেষঃ। ভবতু ততোঽপি কিং তত্রাহ পৃথক্ পৃথগেব স্থিত্বা পাণি-গ্রহণাদি বিধিং কৃতবান্। নন্ব ক্রমশ উদ্বাহে নাসম্ভব এতত্তত্রাহ যুগপদিতি। নন্ব যোগেশ্বরোঽপি যুগপন্নানা বপূংষি বিধায় তদ্বিধাতুং।

শক্নোতি কিমত্র যোগেশ্বরারাধ্যচরণানাং যুষ্মাকমপি

ইহা অতি আশ্চর্য্য। ইহা ভাবিয়া উৎসুক চিত্তে নারদ তদ্দর্শনার্থ দ্বারকায় গমন করিলেন ॥ ৪২ ॥

তাৎপর্য্য। একি আশ্চর্য্য! এক শ্রীকৃষ্ণই ষোড়শ সহস্র সংখ্যক স্ত্রীগণের পাণি গ্রহণ করিয়াছিলেন। যদি বল ইহাতে আশ্চর্য্য কি, তাহার উত্তর এই যে, তাবৎ সংখ্যক গৃহ সকলে। হউক তাহাতেই বা কি হইল? এই প্রশ্নে কহিতে-ছেন, শ্রীকৃষ্ণ পৃথক্ পৃথক্ গৃহে অবস্থিতি করিয়া পাণি গ্রহ-ণাদি বিবিধ কার্য্য করিয়াছেন। অহে! ক্রমশঃ বিবাহে ইহা অসম্ভব নহে, এই প্রশ্নে কহিতেছেন, তিনি এক কালীন ষোড়শ সহস্র স্ত্রীর পাণি গ্রহণ করিয়াছিলেন। অহে! যোগেশ্বর ব্যক্তিও যখন এককালীন নানা দেহ ধারণ করিয়া উহা বিধান করিতে সমর্থ হয়েন, তখন যোগেশ্বর যাঁহাদিগের

চিত্রং। তত্রাহ। একেন বপুষেতি। তর্হি কথমনেক বাহ্বাদিকেন ব্যাপকেনৈকেন বপুসা তৎ কৃতবান্ মৈবং॥

আসাং মুহূর্ত্ত একস্মিন্নানাগারেষু যোষিতাং।
সবিধং জগৃহে পাণীননুরূপঃ স্বমায়য়েতি॥

শ্রীমদুদ্ধব বাক্যাদৌ তত্তদনুরূপতা প্রসিদ্ধেঃ। ইত্যভিপ্রেত্য পূর্ব্বেনৈব পদোপন্যাসেন পরিহরতি পৃথগিতি

চরণ আরাধনা করিয়া থাকেন তাদৃশ আপনাদিগের উহা বিধান করা আশ্চর্য্য কি? এই আশঙ্কায় কহিতেছেন শ্রীকৃষ্ণ এক শরীরের দ্বারাই। অহে! তবে কি প্রকারে হস্তাদি যুক্ত ব্যাপক এক শরীর দ্বারা সেই কার্য্য করিয়াছিলেন। এই আশঙ্কায় কহিতেছেন ইহা বলিও না। ৩ স্কন্ধে ৩ অধ্যায়ে ৮ শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে॥

ঐ সকল রাজকন্যা ভিন্ন ভিন্ন গৃহে অবস্থিত ছিলেন, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আত্মমায়া দ্বারা যিনি যেমন তদনুরূপ হইয়া যথাবিধি বিবাহোচিত রীতির সহিত তাঁহাদের পাণি গ্রহণ করেন॥

এই উদ্ধবের ব্যাক্যাদিতে সেই সেই অনুরূপত্ব প্রসিদ্ধ আছে, এই অভিপ্রায়ে পূর্ব্ব বর্ণিত "পৃথক্" এই পদ উপক্রম করিয়া সমাধান করিতেছেন। যথা॥

একেন নরাকারেণৈব বপুষা পৃথক্ পৃথক্ত্বেন দৃশ্যমান স্তথা বিহিতবান্। তস্মাদেকমেব নরবপুর্যতো যুগপৎ সর্ব্বং দেশং সর্ব্বক্রিয়াঞ্চ ব্যাপ্নোতি তস্মান্মহদেতদাশ্চর্য্যমিতি ব্যাক্যার্থঃ ॥ ১ ॥

ইত্থমেব চ পঞ্চমে ॥

লোকালোকাধিষ্ঠাতুঃ শ্রীভগবদ্বিগ্রহস্য তেষামিত্যাদি গদ্যোপদিষ্টস্য ব্যাখ্যাতং তাদৃশ শ্রীস্বামিচরণৈঃ। মহা-বিভূতেঃ পরমৈশ্বর্য্যস্য পতিত্বাদেকয়ৈব মূর্ত্ত্যা সমন্তাদাস্ত ইতি।

এক নরাকার শরীর দ্বারাই পৃথক্ পৃথক্ রূপে দৃশ্যমান হইয়া ঐ রূপ কার্য্য করিয়াছেন! অতএব নর বপুঃ একটী মাত্র, তাহা যখন এককালীন সকল দেশ ও সকল ক্রিয়া ব্যাপিয়াছিল তখন উহা মহৎ আশ্চর্য্য, ইহাই ব্যাক্যার্থ ॥ ১ ॥

এই প্রকারই ৫ স্কন্ধের ২০ অধ্যায়ে "তেষাং" ইত্যাদি ৩১ সংখ্যক গদ্যোপদিষ্ট লোকালোক পর্ব্বতের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীভগবদ্বিগ্রহের তাদৃশত্ব শ্রীধরস্বামি কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত হই-য়াছে যথা। ভগবান্ মহাবিভূতির অর্থাৎ পরম ঐশ্বর্য্যের পতি,এ প্রযুক্ত এক মূর্ত্তি দ্বারাই সমস্ত ব্যাপিয়া আছেন ॥

১০ স্কন্ধের ৫৯ অধ্যায়ে ৩১ শ্লোকে যথা ॥

অথো মুহূর্ত্ত একস্মিন্নানাগারেষু তাঃ স্ত্রিয়ঃ।
যথোপযেমে ভগবান্ তাবদ্রূপধরোঽব্যয়ঃ॥
ইত্যত্রাপ্যত্র তাবদ্রূপধরত্বং নাম যুগপত্তাবৎ প্রদেশ প্রকাশত্বমেবেতি ব্যাখ্যেয়ং নতু নারায়ণাদিবৎ ভিন্নাকারত্বং। যথোক্তং॥
অনেকত্র প্রকটতা রূপস্যৈকস্য যৈকদা।
সর্ব্বথা তৎ স্বরূপৈব স প্রকাশ ইতীর্য্যতে॥
এষ এবান্যত্রাকারস্য প্রকাশস্য চ ভেদোজ্ঞেয়ঃ॥১০॥৬৯ শ্রীনারদঃ॥ ২॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ এক মুহূর্ত্ত কাল মধ্যে সেই সকল স্ত্রী সংখ্যক মূর্ত্তি ধারণ করত নানা গৃহে গমন পূর্ব্বক এক সময়ে সেই সকল কন্যার পাণি গ্রহণ করিলেন॥

এস্থলেও ভগবানের তাবৎ সংখ্যক রূপ ধারণ এবং এক কালেই তাবৎ প্রদেশে প্রকাশ ইহাই ব্যাখ্যার যোগ্য, নারায়ণাদির ন্যায় ভিন্ন আকার নহে।

সংক্ষেপে ভাগবতামৃতে কথিত হইয়াছে॥

এককালীন অনেক গৃহে এক রূপের যে প্রকটতা এবং যাহা সর্ব্বদা এক স্বরূপই থাকে, পণ্ডিত গণ তাহাকে স্বপ্রকাশ বলিয়া কীর্ত্তন করেন॥

অন্য স্থলে আকার ও প্রকাশের ইহাই ভেদ জানিতে হইবে॥ ২॥

তথৈবাহ॥

ইত্যাচরন্তং সদ্ধর্ম্মান্ পাবনান্ গৃহমেধিনাং।

তমেব সর্ব্বগেহেষু সন্তমেকং দদর্শ হ॥ ৪৩॥

সর্ব্বগেহেষু তমেব নতু তদাংশান্। একমেব সন্তং নতু কায়ব্যূহেন বহুরূপং।

একং সন্তং বহুধা দৃশ্যমানমিতি শ্রুতেঃ॥ ৩॥

ন চান্তর্ন বহির্যস্যেত্যাদিনা বিভুত্বসিদ্ধেশ্চ। হ° স্ফুট

১০ স্কন্ধের ৬৯ অধ্যায়ে ২৫ শ্লোকে শ্রীশুকদেব কহিয়াছেন॥

এই রূপে অনুগৃহীত নারদ গৃহাশ্রমিদিগের অতি পবিত্র শোভন ধর্ম্ম আচরণ করত সর্ব্ব গৃহে বর্ত্তমান অথচ একমাত্র শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিলেন॥ ৪৩॥

তাৎপর্য্য। নারদ সকল গৃহে তাঁহাকেই দর্শন করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার অংশ সকলকে দর্শন করেন নাই, শ্রীকৃষ্ণ একাকীই বর্ত্তমান ছিলেন কিন্তু কায়ব্যূহে অর্থাৎ এক মূর্ত্তি হইতে অনেক মূর্ত্তি প্রকাশ দ্বারা বহু রূপ হয়েন নাই॥

যে হেতু শ্রুতিতে বলিয়াছেন এক রূপে বর্ত্তমান থাকিয়া বহু প্রকারে দৃশ্যমান হয়েন॥ ৩॥

অপর ১০ স্কন্ধের ৯ অধ্যায়ে "নচান্তর্ন বহির্যস্য" অর্থাৎ যাঁহার অন্তর নাই, বাহির নাই, পূর্ব্ব নাই, পর নাই, যিনি

মেব। দদর্শ ভগবদ্দত্তশক্ত্যা সাক্ষাদেবানুভূতবান্‌ নতু কেবলমনুমিতবান্‌। নারদ ইতি শেষঃ ॥ ৪ ॥

অতএব ॥

কৃষ্ণস্যানন্তবীর্য্যস্য যোগমায়ামহোদয়ং।
মুহুর্দৃষ্ট্বা ঋষিরভূদ্বিস্মিতো জাতকৌতুকঃ ॥ ৪৪ ॥

অত্র যোগমায়া দুর্ঘটঘটনী চিচ্ছক্তিঃ। তৃতীয়ে শ্রীসনকা-

১

স্বয়ং জগতের পূর্ব্ব পর, অন্তর বাহির তথা আপনি জগতের স্বরূপ। এই একাদশ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের এক মূর্ত্তিতেই বিভুত্ব সিদ্ধ আছে ॥

উল্লিখিত শ্লোকে যে "হ" এই বর্ণের প্রয়োগ করিয়াছেন তাহার অর্থ স্পষ্ট। "দদর্শ" ক্রিয়ারঅর্থ নারদ ভগবদ্দত্ত শক্তি দ্বারা সাক্ষাৎ অনুভব করিয়াছিলেন কিন্তু কেবল অনুমান করেন নাই ॥ ৪ ॥

অতএব দশম স্কন্ধের ৬৯ অধ্যায়ে ২৬ শ্লোকে শ্রীশুকদেব কহিয়াছেন ॥

নারদ অনন্তবীর্য্য শ্রীকৃষ্ণের যোগমায়ার প্রভাব জাত কৌতুকে বারম্বার শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন ॥

এই শ্লোকে যোগমায়া শব্দের অর্থ দুর্ঘট ঘটনী চিৎ শক্তি ॥

এই বিষয় তৃতীয় স্কন্ধের ১৫ অধ্যায়ে ২৬ শ্লোকে

দীনাং বৈকুণ্ঠগমনে যোগমায়াশব্দেন পরমেশ্বরে তু প্রযুজ্যমানে চিচ্ছক্তিরুচ্যতে ইতি স্বামিভিরপি ব্যাখ্যাতমস্তি। জাতকৌতুকো মুনি র্মুহুর্দৃষ্ট্বা বিস্মিতোঽভূৎ। কায়ব্যূহস্তাবত্তাদৃশেষ্বপি বহুষ্বেব সম্ভবতি তং বিনাঽপি মধ্যমাকারে তস্মিন্ সর্ব্বব্যাপকত্বমপূর্ব্বমিতি তস্যাপি বিস্ময়ে হেতু র্নান্যথেতি স্পষ্টমেব যথোক্তং জ্ঞেয়ং ॥ ৫ ॥ অনেন সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তদিতি তাদৃশ্যাং শ্রীমূর্ত্ত্যামেব ব্যাখ্যাতং ভবতি। অতএব স্বস্থানতোঽপি পরস্যোভয়-

সনকাদি ঋষিগণের বৈকুণ্ঠ গমন বিষয়ে যোগমায়া শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, পরমেশ্বরে প্রয়োগ করা হইলে ঐ যোগমায়াকে চিচ্ছক্তি (জ্ঞান শক্তি) বলা যায়, শ্রীধরস্বামির টীকায় এই রূপ লিখিত আছে ॥

জাতকৌতুক মুনি নারদ বারম্বার দর্শন করিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। নারদ সদৃশ অনেক ব্যক্তিতেই কায়ব্যূহ সম্ভব হয় কিন্তু কায়ব্যূহ ব্যতিরেকেও শ্রীকৃষ্ণের সেই মধ্যমাকারে যে সর্ব্ব ব্যাপকত্ব ইহা শ্রীনারদেরও আশ্চর্য্যের প্রতি কারণ হইয়াছিল, অন্য প্রকার নহে। এই যাহা কথিত হইয়াছে তাহা স্পষ্টই জানিতে হইবে ॥ ৫ ॥

অপর সকল দিকেই হস্ত, সকল দিকেই চরণ ইত্যাদি বচন দ্বারা ঐ প্রকার শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তিতেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। অতএব সকল স্থানেই পরমেশ্বরের উভয় রূপ। তত্ত্ববাদি-

লিঙ্গং সর্ব্বত্র হীতি সূত্রং তত্ত্বাবাদিভিরেবং যোজিতং। স্থানাপেক্ষয়াপি পরমাত্মনো ন ভিন্নং রূপং হি যস্মাত্তদ্রূপং সর্ব্বত্রৈব সর্ব্বভূতেষ্বেব তমেব ব্রহ্মেত্যাচক্ষত ইতি শ্রুতেঃ॥

এক এব পরোবিষ্ণুঃ সর্ব্বত্রাপি ন সংশয়ঃ।
ঐশ্বর্য্যাদ্রূপমেকঞ্চ সূর্য্যবদ্বহুধেয়ত ইতি মাৎস্যাৎ॥
প্রতি দৃশমিব নৈকধার্কমেকং
সমধিগতোহস্মি বিধূতভেদমোহ ইতি শ্রীভাগবতাদেব॥

গণ এই সূত্রকে এই প্রকারেই যোজনা করিয়াছেন। অর্থাৎ স্থান অপেক্ষা করিয়াও পরমাত্মার রূপ ভিন্ন হয় না যেহেতু ঐ রূপেই সকল ভূতে অবস্থিত। কারণ তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলে এই শ্রুতি আছে॥

অপিচ মৎস্য পুরাণে বলিয়াছেন॥

এক পরম ব্রহ্ম বিষ্ণু সকল স্থানেই অবস্থিত আছেন ইহাতে কোন সংশয় নাই। ঐ বিষ্ণু এক রূপ হইলেও ঐশ্বর্য্য সূর্য্যের ন্যায় বহু প্রকারে প্রতীত হইয়া থাকেন॥

শ্রীভাগবতেও বলিয়াছেন, যেমন এক সূর্য্য প্রত্যেক দৃষ্টিতে অনেকধা রূপে প্রকাশমান হন, তাহার ন্যায় ইনিও অধিষ্ঠান ভেদে বহুরূপে প্রতীয়মান হইয়াথাকেন, যাহা হউক আমি ইহাঁকে প্রাপ্ত হইলাম, ইহাঁর দর্শনে আমার মোহ ও

এবং ন ভেদাদিতি চেন্ন প্রত্যেকমতদ্বচনাদিত্যেতস্য অপি চৈবমেকম্ ইত্যেতস্য চ সূত্রস্য ব্যাখ্যানং তদ্ভাষ্যে দৃশ্যং॥ ১০ ॥ ৬৯ ॥ শ্রীশুকঃ ॥ ৬ ॥

তথাচ। তমিমমহমজমিত্যাদি ॥ ৪৫ ॥

ভেদ জ্ঞান নিবারণ হইল ॥

এই প্রকার, "ন ভেদাদিতি চেন্ন প্রত্যেকমতদ্বচনাৎ" তথা "অপিচৈবমেকে" ব্রহ্মসূত্রের তৃতীয়াধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের একাদশ ও দ্বাদশ এই দুই সূত্রের ব্যাখ্যা ভাষ্যে দেখিতে হইবে ॥ ৬ ॥

ঐ প্রকারই প্রথম স্কন্ধের ৯ অধ্যায়ে ৩৯ শ্লোকে ভীষ্ম মহাশয়ও কহিয়াছেন ॥

"তমিমমহমজং শরীরভাজাং
হৃদি হৃদি ধিষ্ঠিতমাত্মকল্পিতানাং।
প্রতি দৃশমিব নৈকধার্কমেকং
সমধিগতোঽস্মি বিধূতভেদমোহঃ" ॥

এই শ্রীকৃষ্ণ অজ অর্থাৎ ইহাঁর জন্ম নাই অথচ স্বয়ং স্বনির্ম্মিত প্রাণিদিগের প্রত্যেক হৃদয়ে অধিষ্ঠিত আছেন, যেমন এক সূর্য্য প্রত্যেক দৃষ্টিতে অনেকধা রূপ প্রকাশমান হন, তাহার ন্যায়, ইনিও অধিষ্ঠান ভেদে বহুরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকেন, যাহা হইক আমি ইহাঁকে প্রাপ্ত হইলাম, ইহাঁর দর্শনে আমার মোহ ও ভেদ জ্ঞান নিবারণ

. . . . । . . বিষ্টং শ্রীকৃষ্ণং ব্যষ্ট্যান্তর্যামি রূপেণ . . . শরীরিণাং হৃদি হৃদ ধিষ্ঠিতং। কেচিৎ স্বদেহান্তর্হৃদয়াবকাশে প্রাদেশমাত্রং পুরুষং বসন্তমভ্যুপেদশা। তত্তদ্রূপেণ ভিন্ন মূর্তিবদ্বসন্তমপি একমভিন্নমূর্তিমেব সমধিগ . . হিস্ম। অয়ং পরম মোহন বিগ্রহ এব ব্যাপকঃ স্বান্তর্ভূতেন নিজাকার বিশেষেণান্তর্যামিতয়া তত্র তত্র স্ফুরতীতি বিজ্ঞাতবানস্মি। যতোঽহং বিধূতভেদমোহঃ। অস্যৈব কৃপয়া দূরীকৃতো ভেদমোহঃ ভগবদ্বি-

হইল॥ ৪৫ ॥

তাৎপর্য্য। যিনি শরীরধারিদিগের প্রতি হৃদয়ে স্বীয় অংশ রূপ ব্যষ্ট্যন্তর্যামি স্বরূপে অবস্থিত, সেই এই শ্রীকৃষ্ণ আমার অগ্রেই উপবিষ্ট আছেন॥

২ স্কন্ধের ২ অধ্যায়ে ৮ শ্লোকে “কতকগুলি লোকে স্ব স্ব দেহের অভ্যন্তরে যে হৃদয় রূপ অবকাশ আছে তাহাতে বাসকারি প্রাদেশ মাত্র পরিমাণ পুরুষেরই প্রতি মনোধারণ করিয়া তাঁহারই স্মরণ করিয়া থাকেন। এই দিগ্‌দর্শন দ্বারা সেই সেই ভিন্ন মূর্তির ন্যায় বাস করিয়াও যিনি এক অর্থাৎ অভিন্ন মূর্তি তাঁহাকেই প্রাপ্ত হইলাম, অর্থাৎ এই পরম মোহন শ্রীমূর্তিই ব্যাপক, ইনি স্বীয় অংশবিশেষ অন্তর্যামি রূপে সেই সেই হৃদয়ে প্রকাশ পাইতেছেন, ইহাই জানিতে পারিলাম। যেহেতু আমার ভেদ মোহ নিবারণ হইল।

গ্রহস্য ব্যাপকত্বাসম্ভাবনাজনিত তন্নানাত্ব জ্ঞান লক্ষণো মোহো যস্য তথা ভূতোঽহং। তেষু ব্যাপকত্বে হেতুঃ। আত্মকল্পিতানাং আত্মন্যেবাধিষ্ঠানে প্রাদুর্ভূতানাং অত্র দৃষ্টান্তং প্রতিদৃশমিতি। প্রাণিনাং নানা দেশস্থিতানামবলোকনং প্রতি যথৈক এবার্কোবৃক্ষকুড্যাদ্যুপরিগতত্বেন তত্রাপি কুত্রচিদব্যবধানঃ সংপূর্ণত্বেন সব্যবধানস্ত্বসংপূর্ণত্বেনানেকধা দৃশ্যতে তথেত্যর্থঃ। দৃষ্টান্তো হ্যয়মেকস্যৈব তত্র তত্রোদয় ইত্যেতন্মাত্রাংশে। বস্তুতস্তু শ্রীভগদ্বি-

অর্থাৎ ভগবদ্বিগ্রহের ব্যাপকত্ব বিষয়ে অসম্ভাবনা জনিত তদীয় নানাত্ব রূপ যে আমার মোহ তাহা ইহাঁরই কৃপায় দূরীকৃত হইল ॥

সেই সকলে ব্যাপকত্বের প্রতি কারণ এই যে, আত্ম কল্পিত অর্থাৎ আত্ম স্বরূপ আধারে প্রকাশিত প্রাণিসমূহের। এস্থলে দৃষ্টান্ত এই যে "প্রতিদৃশং" অর্থাৎ নানা দেশস্থিত প্রাণি সমূহের দর্শনের প্রতি যেমন এক সূর্য্য বৃক্ষ প্রাচীরাদির উপরে অবস্থিত হইয়াও, তাহাতে আবার কোন্ স্থানে সম্পূর্ণ রূপে অব্যবধান, কোথাও বা অসম্পূর্ণরূপে সব্যবধান হইয়া অনেক প্রকারে প্রকাশমান হয়েন, তদ্রূপ এই শ্রীকৃষ্ণ হইয়াছেন। সূর্য্যের সহিত এই যে দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল তাহা একেরই সেই সেই স্থানে উদয় এই মাত্র অংশে জানিতে হইবে। বস্তুতঃ অচিন্ত্য শক্তি দ্বারা শ্রীভগবদ্বিগ্রহের [illegible] প্রকাশ

গ্রহোঽচিন্ত্যশক্ত্যা ভাসতে। সূর্য্যস্তু দূরস্থ বিস্তীর্ণাত্মতা স্বভাবেনেতি বিশেষঃ ॥ ৭ ॥

অথবা তং পূর্ব্ববর্ণিত স্বরূপমিমমগ্রত এবোপবিষ্টং শরীরভাজাং হৃদি হৃদি সন্তমপি সমধিগতোঽস্মি। যদ্যপি অন্তর্যামি রূপমেতস্মাদ্রূপাদন্যাকারং তথাপ্যেতদ্রূপমেবাধুনা তত্র তত্র পশ্যামি। সর্ব্বতো মহাপ্রভাবস্যৈতস্য রূপস্যাগ্রতোঽন্যরূপ স্ফূরণাশক্তে রিতি ভাবঃ। অত্র দৃষ্টান্তো দেশভেদেঽপ্যভেদ বোধনায় জ্ঞেয়ঃ নতু পূর্ণাপূর্ণত্ব বিবক্ষয়া ॥ ৮ ॥

পান, কিন্তু সূর্য্য দূরস্থ অতিবিস্তীর্ণ স্বরূপ স্বভাব হেতু প্রকাশ পাইয়া থাকেন এই দুইয়ে এই মাত্র প্রভেদ ॥ ৭ ॥

অথবা সেই পূর্ব্ব বর্ণিত এই শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপ শরীরধারিদিগের প্রতেক হৃদয়ে অবস্থিত হইলেও "ত্রিভুবন কমনং তমালবর্ণং" ইত্যাদি শ্লোকে বর্ণিত স্বরূপে আমার অগ্রে উপবিষ্ট আছেন, আমি ইহাঁকে জানিতে পারিলাম। যদি চ এই রূপ হইতে অন্তর্যামি রূপ অন্য প্রকার, তথাপি আমি এক্ষণে সেই সেই স্থানে এই রূপ দেখিতেছি। কেননা সর্ব্বতো ভাবে মহাপ্রভাব স্বরূপ এই রূপের অগ্রে অন্য রূপ প্রকাশ পাইতে সমর্থ হয় না। এস্থলে দেশভেদেও অভেদ জানাইবার নিমিত্ত দৃষ্টান্ত জানিতে হইবে, কিন্তু পূর্ণত্ব ও অপূর্ণত্ব ভেদ কথনের জন্য নহে ॥ ৮ ॥

অসালিত দৃষ্ট্যধারয়দিতি কৃষ্ণ এবং ভগবতি মনো বাক্যয় দৃষ্টিভিরিত্যুপক্রমোপসংহারাদিভিরত্র শ্রীবিগ্রহ এব প্রস্তূয়তে ততো নেদং পদ্যং ব্রহ্মপরং ব্যাখ্যেয়ং তদেবং পরিচ্ছিন্নত্বাপরিচ্ছিন্নত্বয়োর্যুগপৎস্থিতে রচরং চরমেব চেত্যে তদপ্যত্র সুসঙ্গচ্ছতে। অতো বিভুত্বেঽপি লীলাযাথার্থ্যং সিদ্ধ্যতি ॥ ১ ॥ ৯ ॥

ভীষ্ম মহাশয় ১ স্কন্ধের ৯ অধ্যায়ের ২৬ শ্লোকে সম্মুখ স্থিত পীতাম্বরধারি চতুর্ভুজ আদিপুরুষ শ্রীকৃষ্ণে অসঙ্গ মনঃ ধারণ করিলেন, কিন্তু তিনি এই রূপে ধ্যানস্থ হইলেও শ্রীকৃষ্ণদর্শনার্থ তাঁহার নেত্রদ্বয় নিমীলিত হইল না ॥

তথা ৪০ শ্লোকে ভীষ্ম এই রূপে মনঃ বাক্য এবং দৃষ্টি বৃত্তি দ্বারা পরমাত্ম স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণে আত্মসংযোগ করিয়া উপরতি প্রাপ্ত হইলেন, প্রাণত্যাগ সময়ে তাঁহার নিশ্বাস বহির্ভাগে নির্গত না হইয়া অন্তরেই বিলীন হইল ॥

এই আরম্ভ ও সমাপন দ্বারা এস্থলে শ্রীবিগ্রহকেই স্তব করিয়াছিলেন অতএব প্রথম স্কন্ধের ৯ অধ্যায়ের "তমিম মহমজং শরীরভাজাং" এই ৩৯ শ্লোকে ব্রহ্মপর ব্যাখ্যাত হয় নাই, অতএব এই প্রকার পরিচ্ছন্ন ও অপরিচ্ছিন্ন এক কালীন শ্রী ভগবদ্বিগ্রহে স্থিত প্রযুক্ত "অচরং চরমেবচ" এই শ্রুতি এস্থলে সুসঙ্গত হইতেছে অতএব বিভুত্বেও লীলার যাথার্থ্য সিদ্ধ হইল ॥ ৯ ॥

ভীষ্মঃ শ্রীভগবন্তং ॥ ৯ ॥

এবং তস্য নিত্যত্ব ক্সিভুত্বে সাধিতে তথৈব ব্যাখ্যাতং শ্রীস্বামিভিরন্যত্রাপি।

অনাবিরাবিরাসেয়ং নাভূতাভূদিতি ব্রুবন্।
ব্রহ্মাভিপ্রৈতি নিত্যত্ব বিভুত্বে ভগবত্তনোরিতি ॥

তথাহি শ্লোকদ্বয়ং তট্টিকা চ।

অজাতজন্মস্থিতি সংযমায়া
হগুণায় নির্ব্বাণসুখার্ণবায়।
অণোরণিম্নেহপরিগণ্যধাম্নে

উক্ত রূপ অষ্টম স্কন্ধের ৬ অধ্যায়ের ৮ শ্লোকের ভাবার্থ দীপিকায় শ্রীধরস্বামীও ব্যাখ্যা করিয়াছেন যথা। ভগবানের এই শ্রীমূর্ত্তি আবির্ভাব না হইয়াও আবির্ভাব হইয়াছেন, ইহা বলিয়া ব্রহ্মা ভগবানের শ্রীমূর্ত্তি যে নিত্য ও সর্ব্ব ব্যাপক এই এই অভিপ্রায়ে স্তব করিয়াছেন ॥

ইহার প্রমাণ স্বরূপ ৮ স্কন্ধের ৬ অধ্যায়ের ৮। ৯ শ্লোক ও ঐ দুই শ্লোকের টীকা যথা ॥

ব্রহ্মা কহিলেন হে ভগবন্! শ্রীমূর্ত্তির এ আবির্ভাব মাত্র অস্মদাদির ন্যায় আপনকার জন্মাদি নাই, কারণ আপনকার জন্ম স্থিতি ও সংযম এই তিনই উৎপন্ন হয় না, তাহার হেতু আপনি নির্গুণ, এই কারণে জ্ঞানিগণ আপনাকে নির্ব্বাণ সুখের অর্ণব বলিয়া থাকেন। পরন্তু আপনি ঐ রূপ হইলেও

মহানুভাবায় নমো নমস্তে ॥
রূপং তবৈতৎ পুরুষর্ষভেজ্যং
শ্রেয়োর্থিভির্বৈদিকতান্ত্রিকেণ ।
যোগেন ধাতঃ সহ নস্ত্রিলোকান্
পশ্যাম্যমুষ্মিন্নু হ বিশ্বমূর্ত্তে ॥ ১০ ॥

ইতীদং পদ্যদ্বয়ং শ্রীমূর্ত্তেরয়মাবির্ভাব এব নত্বস্মদাদি-
বজ্জন্ম তবাস্তীত্যাহ ন জাতা জন্মাদয়ো যস্য কুতঃ অগু-

দুর্জ্ঞেয়ত্ব প্রযুক্ত সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম, বস্তুতঃ আপনকার মূর্ত্তির ইয়ত্তা নাই। প্রভো! আমি যাহা যাহা বলিলাম কিছুই অসম্ভব নহে, যেহেতু আপনকার অনুভাব অচিন্ত্য অতএব আপনাকে নমস্কার করি, নমস্কার করি ॥

হে পুরুষ শ্রেষ্ঠ! হে ধাতঃ! কল্যাণার্থি পুরুষেরা বৈদিক ও তান্ত্রিক উপায় দ্বারা আপনকার এই মূর্ত্তির সর্ব্বদা পূজা করিয়া থাকেন। ভগবন্! আমরা দেবতা, পূজ্যত্ব রূপে প্রসিদ্ধ হইয়াছি সত্য, কিন্তু আপনাতে ত্রিভুবন সহিত আমাদের সকলকেই অবলোকন করিতেছি, আপনকার এই মূর্ত্তি ব্রহ্মাণ্ডের আধার অতএব আপনকার এই রূপ পরিচ্ছিন্ন নহে ॥ ১০ ॥

এই দুই শ্লোক শ্রীমূর্ত্তির ইহা আবির্ভাব মাত্র, আমাদিগের ন্যায় আপনকার জন্মাদি নাই এই অভিপ্রায়ে কহিতেছেন।

আপনকার জন্মাদি নাই যেহেতু আপনি অগুণ অতএব

ণায় অতো নির্ব্বাণসুখসমুদ্রার্ণবায় অপারমোক্ষসুখরূপায়েত্যর্থঃ। তথাপি অণোরণিম্নে অতি সূক্ষ্মায় দুর্জ্ঞানত্বাৎ বস্তুতস্তু অপরিগণ্যমিয়ত্তাতীতং ধাম মূর্ত্তি র্যস্য তস্মৈ। ন চৈতদসম্ভাবিতং যতো মহান্ অচিন্ত্যানুভাবো যস্য তন্মূর্ত্তেঃ সনাতনত্বমপরিমেয়ত্বং চোপপাদয়তি রূপমিতি। হে পুরুষর্ষভ হে ধাতঃ এতত্তব রূপং বৈদিক তান্ত্রিকেণ চ যোগেন শ্রেয়োর্থিভিঃ সদা ইজ্যং পূজ্যং। অতোনেদমিদানীমপূর্ব্বং জাতমিতি ভাবঃ। নন্ন যূয়ং দেবাঃ পূজ্যত্বেন প্রসিদ্ধাঃ সত্যং সর্ব্বেহপ্যত্রৈবান্তর্ভূতা ইত্যাহ উ

নির্ব্বাণ সুখের সমুদ্র অর্থাৎ অপার মোক্ষ স্বরূপ। পরন্তু আপনি ঐ রূপ হইলেও দুর্জ্ঞেয়ত্ব প্রযুক্ত সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম। বস্তুতঃ আপনকার মূর্ত্তির ইয়ত্তা নাই। প্রভো! আমি যাহা যাহা কহিলাম কিছুই অসম্ভব নহে, যেহেতু আপনি মহান্ অর্থাৎ আপনার অচিন্ত্য প্রভাব। ঐ মূর্ত্তির নিত্যত্ব ও অপরিমেয়ত্ব উপপন্ন করিতেছেন যথা "রূপমিতি"। হে পুরুষ শ্রেষ্ঠ! হে ধাতঃ! আপনার এই রূপ কল্যাণার্থি পুরুষ সকল বৈদিক ও তান্ত্রিক উপায় দ্বারা আপনকার এই মূর্ত্তির সর্ব্বদা পূজা করেন। অতএব এখন এই মূর্ত্তি অপূর্ব্ব হইয়া উৎপন্ন হয় নাই। হে ভগবন্ আমরা দেবতা পূজ্যত্ব রূপে প্রসিদ্ধ সত্য, সকলেই এই শ্রীমূর্ত্তিতে অন্তর্ভূত আছি

অহো। হ স্ফুটং। অমুষ্মিন্ ত্বয়ি নঃ অস্মাংস্ত্রিলোকাংশ্চ সহ পশ্যামি, তত্র হেতুঃ বিশ্বমূর্ত্তৌ বিশ্বং মূর্ত্তৌ- যস্য অতস্তবৈতদ্রূপং পরিচ্ছিন্নমপি ন ভবতীত্যর্থ ইত্যেষা। অত্র নির্ব্বাণসুখার্ণবায়েত্যর্ণবরূপকেণ নির্ব্বাণসুখমাত্রত্বং নিরস্য ততোঽধিকমহাসুখত্বং দর্শিতং ॥ ১১ ॥

তদুক্তং শ্রীধ্রুবেণ ॥

যা নির্ব্বৃতিস্তনুভৃতামিত্যাদি। তথা অণোরণিম্নে ইতি

এই অভিপ্রায়ে কহিতেছেন। উ শব্দের অর্থ অহো। হ শব্দের অর্থ স্ফুট। আপনাতে ত্রিভুবন সহিত আমাদের সকলকেই দেখিতেছি। তাহাতে হেতু এই যে, আপনকার এই মূর্ত্তি ব্রহ্মাণ্ডের আশ্রয়, অতএব আপনকার এই মুর্ত্তি পরিচ্ছিন্ন নহে। এস্থলে নির্ব্বাণ সুখার্ণব পদের অর্থ অর্ণব রূপক দ্বারা নির্ব্বাণ সুখ মাত্রকে নিরাস করিয়া তাহা হইতেও অধিক মহা সুখত্ব দর্শিত হইল ॥ ১১ ॥

অতএব চতুর্থ স্কন্ধে ৯ অধ্যায়ে ১০ শ্লোকে শ্রীধ্রুব কহিয়াছেন যথা ॥

"যা নির্ব্বৃতি স্তনুভৃতাং তব পাদপদ্ম-
ধ্যানাদ্ভবজ্জনকথাশ্রবণেন বা স্যাৎ।
সা ব্রহ্মণি স্বমহিমন্যপি নাথ মা ভূৎ
কিম্বন্তকাসিলুণ্ঠিতাৎ পততাং বিমানাৎ ॥"

প্রোচ্যাপরিমেয়ধাম্ন ইত্যুক্তেরচিন্ত্যশক্তিত্বরূপেণ মহানুভাবত্বেন সর্ব্বপরিমাণাধারত্বং তত্র দর্শিতমিতি বিশেষো ঽপি জ্ঞেয়ঃ ॥ ১২ ॥

অথ স্থূলসূক্ষ্মাতিরিক্ততামাহ দ্বাভ্যাং।

স বৈ ন দেবাসুরমর্ত্যতির্য্যক্

হে নাথ! আপনকার পাদপদ্ম ধ্যান অথবা আপনকার ভক্ত জনের কথা শ্রবণে দেহধারি ব্যক্তিদিগের যে নির্ব্বৃতি হয় আনন্দ রূপ ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারেও সে সুখ লভ্য হয় না, ইহাতে যে সকল লোক অন্তকের কাল রূপ অসি দ্বারা কর্ত্তিত বিমান হইতে পতিত হইতেছে তাহাদের কথা কি? অর্থাৎ ঐ সকল লোকের ঐ রূপ নির্ব্বৃতি লাভ সম্ভাবনা নাই, ইহা বলা বাহুল্য মাত্র ॥

তথা পূর্ব্বোক্ত ৮ স্কন্ধের ৬ অধ্যায়ের ৮ শ্লোকে "অণোরণিম্নে" এই উল্লেখ করিয়া "অপরিমেয় ধাম্নঃ" এই উক্তি হেতু অচিন্ত্য শক্তিত্ব রূপে অর্থাৎ মহানুভবত্ব রূপে সকল পরিমাণের আধারত্ব সেই স্থানে দেখান হইয়াছে, 'এই মাত্র বিশেষ জানিতে হইবে ॥ ১২ ॥

অনন্তর ৮ স্কন্ধের ৩ অধ্যায়ের ২৪ ও ৩০ এই দুই শ্লোকে শ্রীভগবন্মূর্ত্তির স্থূল এবং সূক্ষ্ম হইতে অতিরিক্ততা কহিতেছেন যথা ॥

তিনি দেব নহেন, দানব নহেন, তির্য্যক্ (পশু পক্ষী)

ন স্ত্রী ন ষণ্ডো ন পুমান্নজন্তুঃ।
নায়ং গুণঃ কর্ম্ম ন সন্নচাস-
ন্নিষেধশেষো জয়তাদশেষঃ॥
এবং গজেন্দ্রমুপবর্ণিত নির্ব্বিশেষং
ব্রহ্মাদয়ো বিবিধলিঙ্গভিদাভিমানাঃ।
নৈতে যদোপসসৃপুর্নিখিলাত্মকত্বা-
ত্তত্রাখিলামরময়ো হরিরাবিরাসীৎ॥ ৪৬॥

যস্য ব্রহ্মাদয়োদেবা ইত্যাদি প্রাক্তন পদ্যদ্বয়েন যস্মাৎ

নহেন, স্ত্রী নহেন, পুরুষ নহেন, নপুংসক নহেন এবং লিঙ্গ ত্রয় শূন্য প্রাণিমাত্রও নহেন। অপর গুণ নহেন, কর্ম্ম নহেন সৎ নহেন, অসৎ নহেন, সকল পদার্থের নিষেধ অবধিত্ব রূপে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই তিনি, পরন্তু মায়া দ্বারা অশেষাত্মা হইয়া থাকেন, সেই ভগবান্ আমার মোচনার্থ আশু আবির্ভূত হউন॥

শুকদেব কহিলেন হে রাজন্! সেই গজেন্দ্র মূর্ত্তি ভেদ না করিয়া পরমাত্ম বর্ণন করিতে থাকিলে ব্রহ্মাদি দেবগণ ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্ত্যভিমানী, একারণ যখন ঐ গজেন্দ্রের মোচনার্থ নিকটে গমন না করিলেন, তখন অখিলের আত্মা ঐপ্রযুক্ত সর্ব্বদেবময় ভগবান্ হরি স্বয়ং আবির্ভূত হইলেন॥ ৪৬॥

ইহারইপূর্ব্ব বর্ত্তি ২২। ২৩ শ্লোকে যথা॥

"যস্য ব্রহ্মাদয়ো দেবা বেদা লোকাশ্চরাচরাঃ।

সর্ব্বকারণত্বং ব্যঞ্জিতং তস্মাদ্দেবাদীনাং মধ্যে কোপি ন ভবতি। বৈলক্ষণ্যং চ সাত্ত্বিকত্বভৌতিকত্বাদিহীনতৈব স্ত্রীত্বপুরুষত্বহীনতাচ প্রাকৃততত্তদ্ধর্ম্মরাহিত্যং। অত

নামরূপবিভেদেন ফল্গ্যাচ কলয়া কৃতাঃ॥
যথার্চ্চিষো হগ্নেঃ সবিতু র্গভস্তয়ো
নির্যান্তি সংযান্ত্যসকৃৎ স্বরোচিষঃ।
তথা যতোহয়ং গুণসংপ্রবাহো
বুদ্ধির্মনঃ খানি শরীরসর্গাঃ॥
শ্লোকদ্বয়ের তাৎপর্য্য।

যাঁহার অত্যল্প অংশে সমস্ত বেদ, ব্রহ্মাদি দেব এবং চরাচর লোক সকল ভিন্ন ভিন্ন নাম রূপ বিশিষ্ট হইয়া বিরচিত হইয়াছে॥

অপর যেমন অগ্নি হইতে শিখা ও সূর্য্য হইতে কিরণ সমূহ উদ্গত হইয়া তাহাতেই লীন হয়, তেমনি যাঁহা হইতে গুণ প্রবাহ অর্থাৎ বুদ্ধি, মন এবং শরীর সকল নির্গত ও যাহাতে বিলীন হইতেছে॥

এই দুই শ্লোক দ্বারা যখন শ্রীভগবানের সর্ব্ব কারণত্ব প্রকাশিত হইল, তখন তিনি দেবগণের মধ্যে কেহই নহেন সাত্ত্বিক ও ভৌতিকাদি না থাকাই তাঁহার বৈলক্ষণ্য। আর স্ত্রীত্ব ও পুরুষত্ব হীনতাই তাঁহার প্রাকৃত তত্তদ্ধর্ম্ম রাহিত্য। অতএব তিনি যখন নপুংসক নহেন এই যে উক্ত হইয়াছে

এব ন সণ্ড ইত্যুক্তং। তস্মান্ন কোঽপি জন্তুঃ কারণভূতঃ সত্ত্বাদিগুণঃ পুণ্যপাপলক্ষণং কর্ম্ম চ নেত্যাহ নায়ং গুণঃ কর্ম্মেতি তয়োরপি প্রবর্ত্তকত্বাদিতি ভাবঃ। কিং বহুনা। যদত্র সৎ স্থূলং অসৎ সূক্ষ্মং তদেকমপি ন ভবতি স্ব প্রকাশরূপত্বাদিতি ভাবঃ। কিন্তু সর্ব্বস্য নিষেধে অব ধিত্বেন শিষ্যত ইতি নিষেধশেষঃ। মায়য়া তত্তদশেষা ত্মকশ্চ। জয়তাং মদ্বিমোক্ষণায়াবির্ভবত্বিতি ॥ ১৩ ॥

টীকাচ ॥

এবমুপবর্ণিতং নির্ব্বিশেষং দেবাদিরূপং বিনা পরং তত্ত্বং

তখন তিনি লিঙ্গত্রয়শূন্য প্রাণিমাত্র নহেন, অপর তিনি কারণ স্বরূপ সত্ত্বাদি গুণ বা পুণ্য পাপ স্বরূপ কর্ম্ম এ সকল কিছুই নহেন এই অভিপ্রায়ে কহিতেছেন। "নায়ং গুণঃ কর্ম্ম" অর্থাৎ তিনি গুণ নহেন, কর্ম্ম নহেন কিন্তু তিনি ঐ দুইয়েরই প্রবর্ত্তক। আর অধিক কি বলিল, তিনি সৎ অসৎ অর্থাৎ স্থূল সূক্ষ্ম এই দুইয়ের মধ্যে একটীও নহেন, অতএব তিনি স্বপ্রকাশ। অপর সকল পদার্থের নিষেধে যাহা অবধি রূপে অবশেষ থাকে তাহাই তিনি। পরন্তু তিনি মায়া দ্বারা অশেষাত্মা হইয়াথাকেন। অতএব তাঁহার জয় হউক ॥ ১৩ ॥

৩০ শ্লোকের শ্রীধরস্বামির টীকার ব্যাখ্যার যথা ॥

"এবং গজেন্দ্রমুপবর্ণিতনির্ব্বিশেষ" গজেন্দ্র এই প্রকারে

যেন তং গজেন্দ্রং বিবিধলিঙ্গভিদাভিমানাঃ বিবিধা চাসৌ লিঙ্গভিদা দেবাদিরূপভেদশ্চ তস্যামভিমানো যেষাং অতএব তে ব্রহ্মাদয়ো যদা নোপজগ্মুঃ তত্র তদা নিখিলাত্মকত্বাৎ নিখিলানাং তেষাং পরমাত্মসুখরূপত্বাৎ তদ্বিলক্ষণো মায়য়া অশেষাত্মকত্বাদখিলামরময়ো হরিরাবিরাসীদিতি। এবমাবির্ভাবং প্রার্থয়মানে শ্রীগজেন্দ্রে যদ্রূপেণাবির্ভূতং তং খলু তদেব ভবিতুমর্হতীতি সাধূক্তং স্থূলসূক্ষ্মবস্তুতিরিক্ত তচ্ছ্রীবিগ্রহ ইতি। অন্যথা ত্বপাণিপাদরূপত্বেনৈব তচ্চেতস্যাবির্ভূয় তদ্বিদধ্যাৎ। তদুক্তং

দেবাদিরূপ ব্যতিরেকে পরতত্ত্ব বর্ণন করিতে থাকিলে ব্রহ্মাদি দেবগণ বিবিধ মূর্ত্ত্যভিমানী একারণ যখন ঐ গজেন্দ্রের মোচনার্থ নিকটে আগমন না করিলেন, তখন অখিলের আত্মা অর্থাৎ সেই সকলের পরমাত্ম সুখ স্বরূপ এবং সেই সকল হইতে বিলক্ষণ ও মায়া দ্বারা অশেষরূপ প্রযুক্ত সর্ব্বদেবরূপ হরি আবির্ভূত হইলেন। যাহা হউক, গজেন্দ্র এই প্রকার আবির্ভাব প্রার্থনা করিলে ভগবান্ যে রূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন নিশ্চয় সেই রূপই আবির্ভাবযোগ্য। যাহা হউক উত্তম বলা হইয়াছে। অতএব শ্রীভগবদ্বিগ্রহ স্থূল সূক্ষ্ম বস্তু হইতে অতিরিক্ত। তাহা না হইলে হস্তপাদ শূন্য রূপ দ্বারাই সেই রূপ আবির্ভাব করিয়া গজেন্দ্রকে মোচন করিতেন॥

স্বেচ্ছা ময়স্যেতি। শ্লোকদ্বয়মিদং ব্যবহিতমপ্যর্থেনাব্যব-

অতএব ১০ স্কন্ধের ১৪ অধ্যায়ের ২ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যথা ॥

"অস্যাপি দেব বপুষো মদনুগ্রহস্য
স্বেচ্ছাময়স্য নতু ভূতময়স্য কোঽপি।
নেশে ম'হ ত্ববসিতুং মনসান্তরেণ
সাক্ষাত্তবৈব কিমুতাত্মসুখানুভূতেঃ ॥

ব্রহ্মা কহিলেন ভগবান্! আমি আপনার স্তব করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া যে এরূপ স্বরূপানুবাদ করিতেছি ইহার কারণ আছে। হে দেব! সুলভত্ব রূপে প্রকশিত আপনার এই যে বপুঃ অর্থাৎ অবতার, ইহারও মহিমা নিরুদ্ধ মনের দ্বারাও অবগত হইতে আমি সমর্থ হইলাম না কিম্বা অন্যেও জানিতে পারিবে না, হে ভগবন্! আমি আপনার এই অবতারকে সুলভ বলিতেছি কেন, ইহা হইতে আমার মহৎ অনুগ্রহ লাভ হইল, আর এই রূপ ভক্তজনের যথা যথা ইচ্ছা, তত্তদ্রূপ হয়, কিন্তু হে দেব! অন্যান্য মূর্ত্তির ন্যায় ইহা ভুতময় নহে, এরূপ অচিন্ত্য ও শুদ্ধসত্ত্বময়।প্রভো! যখন এই রূপেরই মহিমা জানাযায় না তখন কেবল আত্মসুখানুভবমাত্র স্বরূপ গুণাতীত অবতারী যে আপনি আপনার প্রকৃত মহিমা অবগত হইতে কোন্ ব্যক্তি সমর্থ হইবে?। অপর মূল শ্লোকে "নন্নু ভূতময়স্য" এই পাঠ সঙ্গত হইলে তাহার অর্থ-এই যখন ভূতময় বিরাট্ রূপি আপ-

হিতত্বাৎ যুগলতয়োদ্ধৃত্রে ॥ ৮ ॥ ৩ ॥

প্রথমং পদ্যং গজেন্দ্রঃ শ্রীহরিং। দ্বিতীয়ং শ্রীশুকঃ ॥ ১৪ ॥ *

অথ প্রত্যগ্রূপত্বমপ্যাহ ॥

স ত্বং কথং মম বিভোঽক্ষপথঃ পরাত্মা

যোগেশ্বরৈঃ শ্রুতিদৃশানলহৃদ্বিভাব্যঃ।

নার অর্থাৎ আপনার নিযম্য বিরাট্ বপুর মহিমা অবগত হইতে কেহ সমর্থ হয় না, তখন অসাধারণ নিয়ম্য নিয়ন্তৃত্ব ভেদরহিত উক্ত স্বরূপ আপনার মহিমা জানিতে কে সমর্থ হইবে? ॥

উল্লিখিত স্কন্ধের ৩ অধ্যায়ে ২৪ এবং ৩০ এই দুইটী শ্লোক পরস্পর দূরবর্ত্তী হইলেও অর্থদ্বারা সন্নিহিত হইয়াছে একারণ যুগ্ম রূপে উদ্ধৃত হইল ॥

প্রথম শ্লোক গজেন্দ্র শ্রীহরিকে স্তব করিয়াছে। দ্বিতীয় শ্লোক শ্রীশুকদেব পরীক্ষিৎকে বলিয়াছেন ॥ ১৪ ॥ * ॥

অনন্তর প্রত্যক্ (সর্ব্বান্তর্যামি) রূপ কহিতেছেন ॥

১০ স্কন্ধে ৬৪ অধ্যায়ের ১৮ শ্লোকে যথা ॥

নৃগ কহিলেন হে বিভো! আপনি পরমাত্মা, আপনি উপনিষৎ-রূপ চক্ষু দ্বারা যোগেশ্বরদিগের নির্ম্মল হৃদয়ে বিভাব্য অতএব কি আশ্চর্য্য ভাগ্য। আপনি আমার নয়ন গোচর হইয়াছেন, আপনি সাক্ষাৎ অধোক্ষজ, যে ব্যক্তির সংসারবন্ধন মোচন হইবে তাহারই আপনি দৃশ্য হইয়া থাকেন, এই নিমিত্ত

সাক্ষাদধোক্ষজ উরুব্যসনান্ধবুদ্ধেঃ
স্যান্মেঽরুদৃশ্য ইহ যস্য ভবাপবর্গঃ ॥ ৪৭ ॥
টীকাচ ॥
হে বিভো স ত্বং মমাক্ষপথঃ লোচনগোচরঃ সন্ কথং সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষোঽসীত্যর্থঃ। কিমত্রাশ্চর্য্যং তদাহ পরমাত্মা অতএব যোগেশ্বরৈপি শ্রুতিদৃশা অমলে হৃদি বিভাব্যশ্চিন্ত্যঃ যতোঽধোক্ষজঃ। অক্ষজমৈন্দ্রিয়কং জ্ঞানং তৎ অধঃ অর্ব্বাগেব যস্য সঃ যস্য হি ভবাপবর্গো ভবেৎ তস্য ভবাননুদৃশ্যঃ স্যাৎ। উরু ব্যসনেন কৃকলাশভবদুঃখে-

কৃকলাশ ভব দুঃখে অন্ধ যে আমি, আমার নিকটে আপনি দৃশ্য হইলেন ॥ ৪৭ ॥

ইহার টীকা এই যে, হে বিভো! আপনি আমার অক্ষপথ অর্থাৎ নয়নগোচর হইয়া কি প্রকারে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ হইলেন। যদি বলেন ইহাতে আশ্চর্য্য কি? তাহার উত্তর এই। আপনি পরমাত্মা অতএব উপনিষৎ রূপ চক্ষুদ্বারা যোগেশ্বরদিগের নির্ম্মল হৃদয়ে বিভাব্য অর্থাৎ যোগেশ্বরগণ স্ব স্ব বিমল হৃদয়ে আপনাকে চিন্তা করিয়াথাকেন, যে হেতু আপনি অধোক্ষজ একারণ ইন্দ্রিয়জন্য যে জ্ঞান তাহা আপনার অধঃ অর্থাৎ অর্ব্বাক্ হইয়াছে। যে ব্যক্তির সংসারবন্ধন মোচন হইবে তাহারই আপনি দৃশ্য হইয়াথাকেন কিন্তু কৃকলাশজন্ম-জনিত দুঃখে অন্ধবুদ্ধি যে আমি, আমার সম্বন্ধে আপনার এই যে

নান্ধবুদ্ধেস্তু মম এতচ্চিত্রমিত্যর্থ ইত্যেষা ॥ ১ ॥

দর্শনে কারণন্তূক্তং নারায়ণাধ্যাত্মে ॥

নিত্যাব্যক্তোঽপি ভগবানীক্ষ্যতে নিজশক্তিতঃ।

তামৃতে পরমাত্মানং কঃ পশ্যেতামিতং প্রভুমিতি ॥

তাদৃশশক্তেরপ্যুল্লাসে তৎকৃপৈব কারণং ॥

তদুক্তং শ্রুতৌ ॥

ন চক্ষুষা পশ্যতি রূপমস্য যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বামিতি ॥

এবমেব মোক্ষধর্ম্মে নারায়ণীয়ে। নারদং প্রতি শ্রীশ্বেত-

দর্শন ইহা অতি আশ্চর্য্য ॥ ১ ॥

নারায়ণাধ্যাত্মে দর্শনের কারণ কথিত হইয়াছে যথা॥ ভগবান্ নিত্য অব্যক্ত হইলেও নিজশক্তি দ্বারা দৃষ্ট হইয়া থাকেন, সেই শক্তি ব্যতিরেকে অপরিমেয় সর্ব্ব সমর্থ পরমাত্মাকে কে দেখিতে পায়?। ঐ প্রকার শক্তির প্রকাশে তাঁহার কৃপাই কারণ ॥

এই বিষয় শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে যথা ॥

চক্ষুর্দ্বারা কোন ব্যক্তি ইহার রূপ দেখিতে পায় না, ইনি যাঁহাকে অনুগ্রহ করেন, তিনিই ইহাঁকে লাভ করেন। এই আত্মা তাহাকেই স্বীয় মূর্ত্তি দর্শন দেন ॥

এই প্রকারই মোক্ষধর্ম্মে নারায়ণীয়ে নারদের প্রতি

দ্বীপপতিনোক্তং ॥

এতত্ত্বয়া ন বিজ্ঞেয়ং রূপবানিতি দৃশ্যতে।
ইচ্ছন্মুহূর্ত্তান্নশ্যেহয়মীশোহহং জগতোগুরুঃ ॥

যথাহন্যোরূপবানিতি হেতোর্দৃশ্যেত তথাহয়মপীত্যেতৎ ত্বয়া ন জ্ঞেয়ং ততশ্চ স্বস্য রূপিত্বেহপ্যদৃশ্যত্বমুক্তং। নিজ-রূপস্যাপ্রকৃতত্বমেব দর্শিতং। তদ্দর্শনেচ পরমকৃপামষ্য কুণ্ঠা মমেচ্ছেব কারণমিত্যাহ ইচ্ছন্নিতি। নশ্যেয়ং অদৃ-শ্যতামাপদেয়ং। অত্র স্বাতন্ত্র্যং জগদ্বিলক্ষণত্বঞ্চ হেতুমাহ

শ্রীশ্বেতদ্বীপপতির বাক্য ॥

হে নারদ! যেমন অন্য রূপবান্ এই কারণে দৃষ্ট হয়, তাহার ন্যায় আমি ইহা বলিয়া তুমি আমার এরূপ জানিতে পারিবা না, আমি স্বেচ্ছাধীন তোমাকে দর্শন দিলাম, ইহা মুহূর্ত্ত মধ্যে অদৃশ্য হইবে, যে যে হেতু আমি জগতের ঈশ্বর ও গুরু ॥

তাৎপর্য্য। যেমন অন্য রূপবান্ এই হেতু দৃষ্ট হয় তাহার ন্যায় আমিও রূপবান্, ইহা বলিয়া তুমি আমাকে জানিতে পারিবা না। অতএব আপনার রূপবিশিষ্টত্বেও অদৃশ্যত্ব কহিয়া স্বীয় রূপের অপ্রাকৃতত্ব দেখান হইল। হে নারদ! আমি যে তোমাকে আমার রূপ দেখাইলাম তদ্বিষয়ে আমার কৃপাময়ী অকুণ্ঠা ইচ্ছাই কারণ জানিবা এই অভিপ্রায়ে কহি-লেন "ইচ্ছন্নিতি"। "নশ্যেয়ং" ইহার অর্থ এই যে অদৃশ্যত্ব

ঈশ ইত্যাদি তথাপি মাং সর্ব্বভূতগুণৈর্যুক্তং যৎ পশ্যসি তদযুক্তেন যৎ প্রত্যেষি এষা মায়া ময়ৈব সৃষ্টা মম মায়-য়ৈব তথা ভানমিত্যর্থঃ। তস্মান্নৈবমিত্যাদি। মায়াহত্র প্রতারণাশক্তিঃ। স্যাৎ কৃপাদম্ভয়োর্মায়েতি বিশ্ব-প্রকাশঃ ॥ ২ ॥

তথাচ তত্রৈব শ্রীভীষ্মবচনং।

প্রীতস্ততোহস্য ভগবান্ দেবদেবঃ সনাতনঃ।
সাক্ষাত্তং দর্শয়ামাস সোহদৃশ্যোহন্যেন কেনচিদিতি ॥

তং উপরিচরং বসুং প্রতি স্বাত্মানমিতি শেষঃ।

প্রাপ্ত হয়। তদ্বিষয়ে আপনার স্বাধীনত্ব এবং জগৎ হইতে ভিন্নত্ব হেতু কহিতেছেন আমি জগতের ঈশ্বর ইত্যাদি। তথাপি আমাকে সর্ব্বভূতের গুণবিশিষ্ট রূপে যে দেখিতেছ অর্থাৎ তদযুক্ত বলিয়া যে বোধ করিতেছ আমিই এই মায়া সৃষ্টি করিয়াছি অর্থাৎ আমার মায়া দ্বারাই ঐ রূপ প্রতীত হই-য়াছে। অতএব এই প্রকার নয় ইত্যাদি। এস্থলে মায়া শব্দে প্রতারণাকারিণী শক্তি, মায়া শব্দে কৃপা ও দম্ভ বিশ্বপ্রকাশ অভিধানে এই উল্লেখ আছে ॥ ২ ॥

ঐ নারায়ণীয়েও উক্ত প্রকারেই ভীষ্মের বাক্য যথা ॥

অতএব ভগবান্ প্রীত হইয়া তাঁহাকে সাক্ষাৎ সেই রূপ দর্শন করাইয়াছিলেন কিন্তু তিনি অন্য কাহারও দৃশ্য হয়েন না ॥

"তং" শব্দে উপরিচর বসুর প্রতি আপনার মূর্ত্তিদর্শন

তদগ্রে চ বস্বাদিবাক্যং ॥

ন শক্যং স ত্বয়া দ্রষ্টুমস্মাভির্ব্বা বৃহস্পতে।
যস্য প্রসাদং কুরুতে স বৈ তং দ্রষ্টুমর্হতীতি ॥

তদেবং শ্রুতাবপ্যদৃশ্যত্বাদয়ো ধর্ম্মাঃ শ্রীবিগ্রহস্যৈব উক্তাঃ ॥ ১০ ॥ ৬৪ ॥

নৃগঃ শ্রীভগবন্তং ॥ ৩ ॥

অতএব তত্র প্রকৃতানি রূপাদীনি বিপ্রতিপদ্যান্যানি সংপ্রতিপদ্যন্তে ॥

ন বিদ্যতে যস্য চ জন্ম কর্ম্ম বা

দিয়াছিলেন। ইহাই তাৎপর্য্য ॥

ঐ গ্রন্থেরই কিঞ্চিৎ অগ্রেও বসুপ্রভৃতির বাক্য যথা ॥

হে বৃহস্পতে! তুমি এবং আমারা কেহই সেই ভগবান্‌কে দর্শন করিতে সমর্থ হই না, তিনি যাঁহার প্রতি প্রসন্ন হয়েন তিনিই তাঁহাকে দেখিতে পান ॥

সেই হেতু এই প্রকার শ্রুতিতেও শ্রীবিগ্রহের দৃশ্যত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম কথিত হইয়াছে ॥ ৩ ॥

অতএব ঐ শ্রীবিগ্রহে প্রাকৃত রূপাদির বিরোধসকল সম্প্রতি প্রতিপন্ন করিতেছি ॥

৮ স্কন্ধের ৩ অধ্যায়ে ৮ শ্লোকে যথা ॥

যাঁহার জন্ম নাই, কর্ম্ম নাই, নাম রূপ নাই, গুণ দোষ নাই, তথাপি লোকের উৎপত্তি ও বিনাশ নিমিত্ত যিনি নিজ

ন নামরূপে গুণদোষ এব বা।
তথাপি লোকাপ্যয়সংভবায় যঃ
স্বমায়য়া তান্যনুকালমৃচ্ছতি ॥ ৪৮ ॥

অয়মর্থঃ। অবস্থান্তরপ্রাপ্তির্বিকারঃ। তত্র প্রথমো বিকারো জন্মেতি অপূর্ণস্য নিজপূর্ত্ত্যর্থা চেষ্টা কর্ম্মেতি। মনোগ্রাহ্যস্য বস্তুনো ব্যবহারার্থং কেনাপি শঙ্কেতিতো শব্দো নামেতি। চক্ষুষা গ্রাহ্যো গুণো রূপমিতি। সত্বাদি প্রাকৃতগুণনিদানো দ্রব্যস্যোৎকর্ষহেতুধর্ম্মাবিশেষো গুণ ইতি প্রকৃতিজে লোকে দৃশ্যতে। যস্য তু সর্ব্বদা স্বরূপ স্থাত্বাৎ পূর্ণত্বাৎ মনসোহপ্যগোচরত্বাৎ প্রকৃত্যতীতত্বাৎ-

মায়া দ্বারা সময়ে সময়ে ঐ সকল জন্মাদি স্বীকার করিয়া-থাকেন, আমি সেই ভগবান্কে নমস্কার করি ॥ ৪৮ ॥

ইহার অর্থ এই—

অবস্থান্তর প্রাপ্তির নাম বিকার। তন্মধ্যে প্রথম বিকার জন্ম। অপূর্ণের স্বীয় পূরণ জন্য যে চেষ্টা তাহার নাম কর্ম্ম। মনের গ্রহণীয় বস্তুর ব্যবহার নিমিত্ত কাহারও কর্ত্তৃক যে সঙ্কেতিত শব্দ তাহাকে নাম বলে। চক্ষু দ্বারা যে গুণ গ্রহণীয় হয় তাহার নাম রূপ। সত্বাদি প্রাকৃত গুণের মুল কারণ স্বরূপ দ্রব্যের উৎকর্ষ হেতু যে ধর্ম্ম বিশেষ তাহার নাম গুণ, ইহাই প্রাকৃত লোকে দৃশ্য হয়।

পরন্তু যিনি সর্ব্বদা স্বীয় রূপে স্থিত, পূর্ণ ও মনেরও

তানি ন বিদ্যন্তে। তথাপি যস্তানি ঋচ্ছতি প্রাপ্নোতি তস্মৈ নম ইত্যুত্তরশ্লোকস্থেনান্বয়ঃ ॥ ৪ ॥

অতএব শ্রুত্যাপি। নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তমিত্যাদৌ অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়মিত্যাদৌচ তন্নিষিধ্যাপি সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরস ইত্যাদৌ বিধীয়তে। গুণ-দোষ ইতি অপরমার্থত্বাদ্ গুণ এব দোষ ইত্যর্থঃ। ততো রূঢ়দোষস্তু সর্ব্বথা ন সম্ভবত্যেবেতি ব্যজতে ॥ ৫ ॥ তথাচ কৌর্ম্মে ॥

অগোচর এবং প্রকৃতি সম্বন্ধ রহিত তাঁহার ঐ সকল জন্মাদি নাই। তথাপি যিনি ঐ সকল জন্মাদিকে প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহাকে নমস্কার। এই পর শ্লোকের সহিত অন্বয় ॥ ৪ ॥

অতএব শ্রুতিদ্বারাও—

যিনি নিষ্কল (পূর্ণ) নিষ্ক্রিয় (ক্রিয়াশূন্য) এবং শান্ত ইত্যাদি প্রমাণে। তথা যিনি অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ এবং অব্যয় ইত্যাদি প্রমাণেও ঐ সকল জন্ম কর্ম্মাদি নিষেধ করিয়াও তিনি সর্ব্বকর্ম্ম, সর্ব্বকাম, সর্ব্বগন্ধ এবং সর্ব্বরস ইত্যাদি প্রমাণে বিধান করিতেছেন। "গুণদোষ ইতি" অপরমার্থত্ব অর্থাৎ অযথার্থত্ব প্রযুক্ত গুণই দোষ স্বরূপ হয়। অতএব ভগবদ্বিগ্রহে সর্ব্ব প্রকারে প্রসিদ্ধ দোষ সম্ভব হয় না, ইহাই প্রকাশ করিতেছেন ॥ ৫ ॥

কূর্ম্মপুরাণে যথা ॥

ঐশ্বর্য্যযোগাদ্ভগবান্ বিরুদ্ধার্থোঽভিধীয়তে।
তথাপি দোষাঃ পরমে নৈবাহার্য্যাঃ কথঞ্চন।
গুণা বিরুদ্ধা অপিতু সমাহার্য্যাশ্চ সর্ব্বত ইতি॥
অয়মাত্মাঽপহতপাপ্মেত্যাদ্যা শ্রুতিশ্চ।
এতং সংযদ্বাম ইত্যাচক্ষতে এতং সর্ব্বাণি বামান্যভি-
সংযন্তি এষ উ এব বামনী এষ উএব ভামনী এষ সর্ব্বেষু
বেদেষু ভাতীত্যাদ্যাচ। অতএব সর্ব্বগন্ধ ইত্যাদৌ গন্ধাদি
শব্দেন সৌগন্ধ্যাদিকমেবোচ্যতে।
যদাতু ঋচ্ছতি নান্বয়স্তদা গুণস্য দোষত্বে নিরূপণমবিব

যদ্যপি ভগবান্ বিরুদ্ধার্থের অভিধেয় অর্থাৎ বাচ্য হইয়া-
ছেন তথাপি ঐশ্বর্য্যাধীন পরমেশ্বরে দোষসকল কখন ব্যবহৃত
হয় না, গুণ সকল বিরুদ্ধ হইলেও সর্ব্বতোভাবে পরমেশ্বরে
উদাহরণ করিবে॥

এই আত্মা পাপরহিত ইত্যাদি শ্রুতিও। এই পরমাত্মা
সংযদ্বাম ইহা বলিতেছেন। অর্থাৎ এই পরমাত্মাতে সমস্ত
মনোহর বস্তু প্রবেশ করে। ইনিই সমুদায় মনোহরকে প্রাপ্ত
করান, ইনিই বিরুদ্ধ সকলকে প্রাপ্ত করান। ইনি সমস্ত বেদে
প্রকাশ পান ইত্যাদি শ্রুতিও। অতএব সর্ব্ব গন্ধ ইত্যাদি
স্থলে গন্ধাদি শব্দ সৌগন্ধাদিকেই কহিয়াছে॥

পরন্তু অষ্টমস্কন্ধীয় পদ্যে যখন ঋচ্ছতি ক্রিয়ার সহিত
সম্বন্ধ হইয়াছে তখন গুণকে দোষ রূপ করিয়া বলিতে ইচ্ছা

ক্ষিতং। শ্রুতিবিরুদ্ধত্বাৎ। পরমার্থত্বেনৈব প্রতিপাদয়িষ্যমাণত্বাচ্চ ॥ ৬ ॥

নম্বেকত্র তেষাং জন্মাদীনাং ভাবাভাবয়োর্বিরোধঃ ইত্যাশঙ্ক্য তদবিরোধে হেতুমাহ স্বমায়য়েতি। অন্যথাঽনুপপত্তিপ্রমিতা দুস্তর্কা স্বরূপশক্তিরেব তত্র হেতুঃ। তত এবচ স্বরূপভূতত্বেন তেভ্যঃ প্রাকৃতেভ্যো বিলক্ষণত্বাৎ। তান্যপি ন বিদ্যন্ত ইতি বক্তুং শক্যন্ত ইতি ভাবঃ।

যথা শঙ্করশারীরকে সমাকর্ষাদিত্যত্র নামরূপব্যাকৃত-

করেন নাই। যে হেতু শ্রুতিবিরুদ্ধ। তথা পরমার্থত্ব রূপেই প্রতিপন্ন করিবেন ॥ ৬ ॥

অহে! এই বস্তুতে সেই জন্মাদির ভাব ও অভাব বিরুদ্ধ, এই আশঙ্কা করিয়া সেই জন্মাদির অবিরোধে হেতু কহিতেছেন। "স্বমায়য়ে অর্থাৎ স্বীয় মায়া দ্বারা। তাহা না হইলে অভাবের প্রমাণ রূপা দুস্তর্কা স্বরূপশক্তিই তাহাতে কারণ। অতএব স্বরূপ ভূতত্ব প্রযুক্তই সেই সকল প্রাকৃত জন্মাদি হইতে ভগবান্ বিলক্ষণ অর্থাৎ বিভিন্ন হইয়াছেন। সেই জন্মাদি তাঁহাতে বিদ্যমান নাই ইহাই বলিবার নিমিত্ত সক্ষম হইয়াছি। যথা শঙ্করশারীরকে ব্রহ্মসূত্রের প্রথম পাদের ৪র্থ অধ্যায়ের "সমাকর্ষাৎ" এই ১৬ সূত্রে অর্থাৎ পরমাত্ম বাচী শব্দ সকল অন্যত্র আকর্ষণ করিয়া ব্যবহৃত হইয়াথাকে। এস্থলে নাম বিকার বিশিষ্ট বস্তু বিষয় সৎ শব্দ প্রয়ই প্রসিদ্ধ, যে হেতু

বস্তুবিষয়ঃ সচ্ছব্দঃ প্রায়েণ প্রসিদ্ধ ইতি তদ্ব্যাকরণা-
ভাবাপেক্ষয়া প্রগুৎপত্তেঃ সদেব ব্রহ্ম শ্রুতাবসদিত্যুপ
চর্য্যত ইত্যুক্তং তথৈব জ্ঞেয়ং ॥ ৭ ॥

অতএব শ্রীবিষ্ণুপুরাণে ॥

গুণাংশ্চ দোষাংশ্চ মুনে ব্যতীত ইত্যুক্ত্বা পুনরাহ সমস্ত-
কল্যাণগুণাত্মকোহীতি। তথা।

'জ্ঞানশক্তিবলৈশ্বর্য্যবীর্য্যতেজাংস্যশেষতঃ।
ভগবচ্ছব্দবাচ্যানি বিনা হেয়ৈগুর্ণাদিভিরিতি ॥৮ ॥

পাদ্মোত্তরখণ্ডে চ ॥

উহা ব্যাকরণের অভাব অপেক্ষায় পূর্ব্বে উৎপন্ন হইয়াছে। সৎই ব্রহ্ম এই শ্রুতিপ্রমাণে অসৎ উপচারমাত্র, ইহাই উক্ত হইয়াছে। তদ্রূপ ভগবানে জন্ম কর্ম্মাদি বিরুদ্ধ ভাব সকল জানিতে হইবে ॥ ৭ ॥

অতএব শ্রীবিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে ॥

হে মুনে ! ভগবান্ গুণ ও দোষ সকলকে অতিক্রম করিয়াছেন ইহা কহিয়া পুনরায় কহিয়াছেন, সেই ভগবান্ সমস্ত কল্যাণগুণস্বরূপ। তথা। হেয় গুণাদি ব্যতিরেকে অশেষ জ্ঞান, শক্তি, বল, ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য ও তেজ এই ছয়টী ভগবৎ শব্দের বাচ্য অর্থাৎ ভগবান্ বলিলে এই ছয় ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন ব্যক্তিকে বুঝায় ॥ ৮ ॥

পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডেও ॥

যোঽসৌ নির্গুণ ইত্যুক্তঃ শাস্ত্রেষু জগদীশ্বরঃ।
প্রাকৃতৈর্হেয়সংযুক্তৈর্গুণৈর্হীনত্বমুচ্যতে ইতি ॥
নচ স্বমায়েত্যন্যথার্থং মন্তব্যং।
স্বরূপভূতয়া নিত্যশক্ত্যা মায়াখ্যয়া যুতঃ।
অতো মায়াময়ং বিষ্ণুং প্রবদন্তি সনাতনমিতি শ্রুতেঃ।
আত্মমায়া তদিচ্ছা স্যাদিতি মহাসংহিতাতঃ।
ত্রিগুণাত্মিকাথ জ্ঞানঞ্চ বিষ্ণুশক্তিস্তথৈব চ।
মায়াশব্দেন ভণ্যন্তে শব্দতত্ত্বার্থবেদিভিরিতি শব্দমহোদধেঃ ॥

শাস্ত্রে যে এই জগদীশ্বর নির্গুণ বলিয়া উক্ত হইয়াছেন, তাহা এস্থলে হেয়সংযুক্ত প্রাকৃত গুণসমূহে বিরহিত বলিয়া কথিত হয় ॥

অপর "স্বমায়য়া" স্বীয় মায়া দ্বারা ইহার অন্য প্রকার অর্থ অর্থাৎ প্রকৃতি বাচক অর্থ মনে করিও না। যে হেতু শ্রুতিতে বলিয়াছেন ॥

জগদীশ্বর যে হেতু মায়ানাম্নী স্বরূপভূতা নিত্যশক্তি-যুক্ত, এই কারণে পণ্ডিতগণ বিষ্ণুকে মায়াময় বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন ॥

মহাসংহিতাতেও আত্মমায়া শব্দে তাঁহার (জগদীশ্বরের) ইচ্ছা কহিয়াছেন ॥

শব্দমহোদধিগ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে ॥

মায়া বয়ুনং জ্ঞানমিতি নির্ঘণ্টে। মায়া স্যাচ্ছাম্বরীবুদ্ধ্যো-রিতি ত্রিকাণ্ডশেষাৎ ॥ ৯ ॥

বিশুদ্ধবিজ্ঞাঘনং স্বসংস্থয়া
সমাপ্তসর্ব্বার্থমমোঘবাঞ্ছিতং।
স্বতেজসা নিত্যনিবৃত্তমায়া-
গুণপ্রবাহং ভগবন্তমীমহি।

ইতি শ্রীনারদবাক্যাৎ। স্বসুখনিভৃতেত্যাদি বক্তু-

শব্দতত্ত্বার্থবেত্তা পণ্ডিতগণ মায়াশব্দে ত্রিগুণাত্মিকা, জ্ঞান এবং বিষ্ণুভক্তি এই তিনকে বলিয়াথাকেন ॥

নির্ঘণ্ট গ্রন্থে মায়াশব্দে বয়ুন ও জ্ঞান এবং ত্রিকাণ্ডশেষ অভিধানে মায়াশব্দে শাম্বরী ও বুদ্ধিকে কহিয়াছেন ॥ ৯ ॥

১০ স্কন্ধে ৩৭ অধ্যায়ে ১৯ শ্লোকে

শ্রীনারদ কহিলেন হে ভগবন্! আপনি কেবল জ্ঞানের এক মূর্ত্তি, পরমানন্দ স্বরূপ, স্বীয় সমক্ স্থিতিদ্বারা সম্যক্ প্রকারে সকল অর্থ প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং আপনার বাঞ্ছিত অমোঘ, কিন্তু নিজ তেজে মায়াগুণ প্রবাহ আপনা হইতে নিত্যনিবৃত্ত হইয়াছে অতএব আপনি নিরতিশয় ঐশ্বর্য্যশালী। আমি আপনকার শরণ গ্রহণ করি ॥

শ্রীনারদের এই বাক্য হেতু। তথা দ্বাদশ স্কন্ধের ১২ অধ্যায়ে ৫২ শ্লোকের অর্থাৎ ॥

"স্বসুখ নিভৃতচেতাস্তদ্ব্যুদস্তান্যভাবো

হৃদয়বিরোধাচ্চ। ততঃ সর্ব্বথা চিচ্ছক্ত্যেত্যর্থঃ। অতঃ স্বামিভিরপি যোগমায়াশব্দেন চিচ্ছক্তির্ব্যাখ্যাতা ॥ ১০ ॥ নমু প্রাপ্নোতীত্যুক্তে কাদাচিৎকত্বমপ্যবগম্যতে। তত্রাহ অনুকালং নিত্যমেব প্রাপ্নোতি কদাচিদপি ন ত্যজতীত্যর্থঃ। স্বরূপশক্তিপ্রকাশিতত্বস্য চ মিথো হেতুহেতুমত্তা জ্ঞেয়া ॥ ১১ ॥

প্যজিতরুচিরলীলাকৃষ্টসারস্তদীয়ং।
ব্যতনুত কৃপয়া যস্তত্ত্বদীপং পুরাণং
তমখিলবৃজিনঘ্নং ব্যাসসূনুং নতোঽস্মি”

শ্লোকার্থ। স্বীয় সুখে পূর্ণচিত্ত, অন্যভাব-বর্জ্জিত, ভগবান্ অজিতের রুচির লীলায় আকৃষ্টান্তঃকরণ যে ঋষি এই তত্ত্বদীপ পুরাণসংহিতা ব্যক্ত করিয়াছেন, সেই অখিল পাপনাশক ব্যাসপুত্র শুকদেবকে নমস্কার করি ॥

এই শ্লোকে বক্তার হৃদয়ের বিরোধ হেতু, সর্ব্ব প্রকারে মায়াশব্দে চিৎ শক্তি জানিতে হইবে। অতএব শ্রীধর স্বামীও মায়াশব্দে চিৎ শক্তি ব্যাখ্যা করিয়াছেন ॥ ১০ ॥

অহে ! প্রাপ্ত হন এই কথা বলিলে“কখন প্রাপ্ত হন” এই অর্থ বোধ করায়, এই প্রশ্নে কহিতেছেন, অনুকাল অর্থাৎ নিত্যই প্রাপ্ত হন, কখন ত্যাগ করেন না। স্বরূপশক্তি প্রকাশিতত্ত্বে পরস্পর হেতু হেতুমদ্ভাব অর্থাৎ কার্য্য কারণ ভাব জানিতে হইবে ॥ ১১ ॥

নমু কথং জন্মকর্ম্মণোর্নিত্যত্বং। তে হি ক্রিয়ে ক্রিয়াত্বঞ্চ প্রতি নিজাংশমপ্যারম্ভপরিসমাপ্তিভ্যামেব সিধ্যতীতি তে বিনা স্বরূপহান্যাপত্তিঃ নৈষ দোষঃ। শ্রীভগবতি সদৈবাকারানন্ত্যাৎ প্রকাশানন্ত্যাৎ জন্মকর্ম্মলক্ষণলীলানন্ত্যাৎ অনন্তপ্রপঞ্চানন্তবৈকুণ্ঠগততত্তল্লীলাপরিকরাণাং ব্যক্তিপ্রকাশযোরানন্ত্যাচ্চ ॥ ১২ ॥

অতএব সত্যোরপি তত্তদাকারপ্রকাশগতয়োস্তদারম্ভসমাপ্ত্যোরেকত্রৈকত্র তে জন্মকর্ম্মণোরংশা যাবৎ সমাপ্যন্তে ন সমাপ্যন্তে বা তাবদেবান্যত্রান্যত্রাপ্যারব্ধা

অহে! জন্ম ও কর্ম্মের নিত্যত্ব কি প্রকারে হইল?। ঐ জন্ম কর্ম্ম রূপ ক্রিয়া। ক্রিয়াত্বের প্রতি নিজাংশই আরম্ভ পরিসমাপ্তি দ্বারাই সিদ্ধ হয়। ঐ আরম্ভ সমাপ্তি ব্যতিরেকে স্বরূপ হানির যে আপত্তি হইয়াথাকে তাহা শ্রীভগবানে দোষ হয় না, যে হেতু সকল কালেই তাঁহার আকার অনন্ত, প্রকাশ অনন্ত ও জন্মকর্ম্ম-রূপ লীলাও অনন্ত। তথা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ও অনন্ত বৈকুণ্ঠগত সেই সেই লীলার পরিকর সকলে আকার ও প্রকাশ অনন্ত ॥ ১২ ॥

যে হেতু সেই সেই আকার ও প্রকাশগত আরম্ভ ও পরিসমাপ্তি ক্রিয়াদ্বয়ের এক একটী স্থানে সেই সেই জন্ম ও কর্ম্মের অংশসকল যাবৎ সমাপ্ত হয় বা সমাপ্ত না হয়, তাবৎ কালের মধ্যেই অন্যান্য স্থানে জন্মকর্ম্মাদির আরম্ভ

ভবন্তীত্যেবং শ্রীভগবতি বিচ্ছেদাভাবান্নিত্যে এব তে জন্ম কর্ম্মণী বর্ত্তেতে।

তত্র তে ক্বচিৎ কিঞ্চিৎ বিলক্ষণত্বেনারভ্যেতে ক্বচিদেকরূপ্যেণ চেতি জ্ঞেয়ং বিশেষণভেদাৎ বিশেষণৈক্যাচ্চ। এক এবাকারঃ প্রকাশভেদেন পৃথক্ পৃথক্ ক্রিয়াস্পদং ভবতীতি চিত্রং বতৈতদেকেন বপুষেত্যাদৌ প্রতিপাদিতং॥ ১৩॥

ততঃ ক্রিয়াভেদাৎ তত্তৎক্রিয়াত্মকেষু প্রকাশভেদেষ্বভিমানভেদশ্চ গম্যতে। তথা সত্যেকত্রৈকত্র লীলাক্রম

হইয়াথাকে। এই প্রকার জন্ম কর্ম্মাদির বিচ্ছেদের অভাব প্রযুক্ত শ্রীভগবানে জন্ম কর্ম্ম নিত্যই বর্ত্তমান আছে। যাহা হউক উহাঁতে বিশেষণের ভেদ ও বিশেষণের ঐক্যপ্রযুক্ত ঐ দুই জন্ম কর্ম্ম কোন স্থানে কিঞ্চিৎ বিলক্ষণ রূপে ও কোথাও এক রূপে আরম্ভ হয়, ইহা জানিতে হইবে॥

বস্তুতঃ একমাত্র আকার প্রকাশভেদে পৃথক্ পৃথক্, ক্রিয়ার

"চিত্রং বতৈতদেকেন বপুষা যুগপৎ পৃথক্।

গৃহেষু দ্ব্যষ্টসাহস্রং স্ত্রিয় এক উদাবহৎ"॥

এই দ্বিতীয় শ্লোকে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে॥ ১৩॥

অতএব ক্রিয়াভেদ প্রযুক্ত সেই সেই ক্রিয়াস্বরূপ প্রকাশভেদ সকলে অভিমান ভেদও বোধ হইতেছে, ঐ রূপ হইলে এক এক স্থানে লীলার ক্রমজন্য রসের উদ্বোধ ও জন্মিল॥

জনিত রসোদ্বোধশ্চ জায়তে ॥

নন্বু কথং তে এব জন্মকর্ম্মণী বর্ত্তেতে ইত্যুক্তং পৃথগারব্ধত্বাদন্যে এবেতি। উচ্যতে। কালভেদেনোদিতানামপি সমানরূপাণাং ক্রিয়াণামেকত্বং। যথা শঙ্করশারীরকে। দ্বির্গো শব্দোঽয়মুচ্চরিতো নতু দ্বৌ গোশব্দাবিতি প্রতীতিনির্ণীতং শব্দৈকত্বং তথৈব দ্বিঃ পাকঃ কৃতেঽনেন নতু দ্বিধাপাকঃ কৃতোঽনেনেতি প্রতীত্যা ভবিষ্যতি। ততো জন্মকর্ম্মণো-

---

অহে! যদি এরূপ বল কি প্রকারে সেই জন্ম কর্ম্ম বর্ত্তমান আছে এই কথা উক্ত হইল, পৃথক্ আরম্ভ প্রযুক্ত সেই সকল জন্ম ও কর্ম্ম ভিন্ন হইবে ?। উত্তর। কালভেদে প্রকাশিত হইলেও সমান রূপ ক্রিয়া সকলের একত্ব আছে ॥

যথা শঙ্করশারীরক ভাষ্যে ॥

যে স্থানে দুইটী গো উচ্চারণ করিতে হইবে সে স্থানে দ্বিগো এই কথা বলিয়াছেন "দ্বৌ গাবৌ" এ কথা বলেন নাই, কারণ দ্বি বলিলেই দ্বিত্ববিশিষ্টে প্রতীতি হইইাথাকে, অতএব এস্থলে শব্দের একত্বেই দ্বিত্ব প্রতীতি হইল। সেই রূপ যে স্থানে দুই পাক বলিতে হইবে সে স্থানেতেও দ্বিপাক এই শব্দ প্রয়োগ হইয়াছে "দ্বৌ পাকৌ" এরূপ শব্দ প্রয়োগ হয় নাই, কারণ এস্থলে দ্বিশব্দেও দ্বিপ্রকার অর্থকে প্রতিপাদন করে, সুতরাং এই রূপে জন্ম কর্ম্ম অনেকধা হইলেও

রপি নিত্যতা যুক্তৈব ॥ ১৪ ॥

অতএবাগমাদাবপি ভূতপূর্ব্বলীলোপাসনবিধানং যুক্তং। তথা চোক্তং মাধ্বভাষ্যে পরমাত্মসম্বন্ধিত্বেন নিত্যত্বাৎ ত্রিবিক্রমাদিষ্বপ্যুপহার্য্যত্বং যুজ্যত ইতি। অনুমতং চৈতচ্ছ্রুত্যা। যদ্গতং ভবচ্চ ভবিষ্যচ্চেত্যনয়ৈব। উপসংহার্য্যত্বমুপাসনায়ামুপাদেয়ত্বমিত্যর্থঃ। তত্র তস্য জন্মনঃ প্রাকৃতাৎ

১

প্রতীতি সাপেক্ষ তাহারও নিত্যতা স্বীকার করিতে হইবে ॥১৪

অতএব পূর্ব্বে যে লীলা হইয়াগিয়াছে আমাদিগকেও তাহার যে উপাসনা বিধান করিয়াছেন তাহারও নিত্যত্ব যুক্ত হইল ॥

এই রূপ মাধ্বভাষ্যেও কথিত হইয়াছে ॥

পরমাত্মার সহিত সম্বন্ধবিশিষ্টত্ব রূপে নিত্যত্ব প্রযুক্ত ত্রিবিক্রম প্রভৃতিতেও উপসংহার্য্যত্ব উপযুক্ত হয়। যে হেতু, যাহা হইয়াছে, যাহা হইতেছে এবং যাহা হইবে এই শ্রুতি দ্বারা জন্ম কর্ম্মের নিত্যত্ব স্বীকার করা হইয়াছে। উপসংহার্য্যত্ব এই শব্দের অর্থ উপাসনাবিষয়ে উপাদেয়ত্ব ॥

যাহা হউক, তন্মধ্যে (জন্ম কর্ম্মের মধ্যে) সেই জন্মের প্রাকৃত জন্ম হইতে বিভিন্নত্ব অর্থাৎ প্রাকৃত জন্মের অনুকরণ দ্বারা আবির্ভাব মাত্র এবং কোথাও বা সেই সেই জন্মের অনুকরণ দ্বারা ভগবানের জন্মের বিলক্ষণত্ব জানিতে হইবে,

তস্মাদ্বিলক্ষণত্বং প্রাকৃতজন্মানুকরণেনাবির্ভাবমাত্রত্বং ক্বচিত্তত্তদননুকরণেন বা অজায়মানো বহুধা বিজায়তে ইতি শ্রুতেঃ ॥ ১৫ ॥

তদ্যথা।

দেবক্যাং দেবরূপিণ্যাং বিষ্ণুঃ সর্ব্বগুহাশয়ঃ।
আবিরাসীদ্যথা প্রাচ্যাং দিশীন্দুরিব পুষ্কলঃ ॥ ইতি ॥

তথাচ ॥

সত্যং বিধাতুং নিজভৃত্যভাষিতং
ব্যাপ্তিঞ্চ ভূতেষ্বখিলেষু চাত্মনঃ।
অদৃশ্যতাত্যদ্ভুতরূপমুদ্বহন্

যে হেতু শ্রুতিতে বলিয়াছেন, পরমাত্মা জন্ম গ্রহণ না করিয়া বহু প্রকারে জন্মিয়াথাকেন ॥ ১৫ ॥

উক্ত বিষয় ১০ স্কন্ধের ৩ অধ্যায়ে ৭ শ্লোকে যথা ॥

পূর্ব্বদিকে যেমন চন্দ্র প্রকাশ পায় তাহার ন্যায় দেব রূপিণী দেবকীতে সর্ব্বান্তর্যামী ভগবান্ হরি ঐরূপে আবির্ভূত হইলেন ॥

উল্লিখিত প্রকারই ৭ স্কন্ধের ৮ অধ্যায়ে ১৫ শ্লোকে যথা ॥

অনন্তর ভগবান্ আপনার ভৃত্য প্রহ্লাদ “দেখা যাইতেছে” এই যাহা বলিলেন তাহা এবং আপনি যে সমস্ত পদার্থে ব্যাপিয়া আছেন তাহাও সত্য করিবার নিমিত্ত দৈত্যঘাতক ঘোররূপ ধারণপূর্ব্বক সভার মধ্যে সেই স্তম্ভেতেই দৃষ্ট হই-লেন, তাঁহার ঐ রূপ মৃগাকারও নয়, মনুষ্যাকারও নয়, সুতরাং

স্তম্ভে সভায়াং ন মৃগং ন মানুষমিতি ॥ ১৬ ॥

কার্দ্দমং বার্য্যমাপন্ন ইত্যত্র শ্রীকপিলদেবাবতারপ্রসঙ্গে ঽপি কর্দ্দমস্য ভক্তিসামর্থ্যবশীভুত ইত্যেব ব্যাখ্যেয়ং। বীর্য্যশব্দন্যাসস্তু প্রসিদ্ধং পুত্রত্বমপি শ্লিষ্টং ভবতীত্যেব মর্থঃ। তথা কর্ম্মণো বৈলক্ষণ্যং স্বরূপানন্দবিলাসমাত্রত্বং। তদ্যথা লোকবত্তু লীলাকৈবল্যমিতি। ব্যাখ্যাতঞ্চ তত্র-

অতিশয় অদ্ভুত ॥ ১৬ ॥

অপর ৩ স্কন্ধের ২৪ অধ্যায়ের ৬ শ্লোকে কহিয়াছেন ॥

"তস্যাং বহুতিথে কালে ভগবান্ মধুসূদনঃ।
কার্দ্দমং বীর্য্যমাপন্না জজ্ঞেঽগ্নিরিব দারুণি" ॥

শ্লোকার্থ। দেবহূতির ঐরূপ আরাধনায় বহুতর কাল অতিক্রান্ত হইল, কাষ্ঠে যেমন অগ্নি উৎপন্ন হয় তাহার ন্যায় ভগবান্ মধুসূদন কর্দ্দমের বীর্য্য আশ্রয় করিয়া দেবহূতীর গর্ব্ভে জন্ম গ্রহণ করিলেন ॥

এস্থলে কপিলদেবের অবতার প্রসঙ্গেতেও কর্দ্দমের ভক্তি-সামর্থ্যে বশীভুত হইয়া এই প্রকার ব্যাখ্যা যুক্তি সঙ্গত। বীর্য্য শব্দ ন্যাস, প্রসিদ্ধ পুত্র বাচক হইলেও শ্লিষ্টার্থ হয় ইহাই তাৎপর্য্য। উক্ত প্রকার কর্ম্মের বৈলক্ষণ্য স্বরূপানন্দের কেবল বিলাস মাত্র ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম

বাদিভিঃ। যথা লোকে মত্তস্য সুখোদ্রেকাদেব নৃত্যাদি লীলা নতু প্রয়োজনাপেক্ষয়া এবমেবেশ্বরস্য ॥ ১৭ ॥

নারায়ণসংহিতায়াঞ্চ ॥

স্বষ্ট্যাদিকং হরির্নৈব প্রয়োজনমপেক্ষ্য তু।
কুরুতে কেবলানন্দাদ্যথা মত্তস্য নর্ত্তনং।
পূর্ণানন্দস্য তস্যেহ প্রয়োজনমতিঃ কুতঃ।
মুক্তা অপ্যাপ্তকামাঃ স্যুঃ কিমুতাস্যাখিলাত্মন ইতি।

পাদে ৩৪ সূত্রে ॥

"লোকবত্তু লীলাকৈবল্যং" ॥

তত্ত্ববাদিগণ এই সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সংসার মধ্যে মত্ত ব্যক্তির যেমন নৃত্যাদি লীলা সুখের আতিশয্য বশতই হইয়াথাকে প্রয়োজন অপেক্ষা করে না, এই প্রকারই পরমেশ্বরের জানিতে হইবে অর্থাৎ তাঁহার লীলার কোন প্রকার প্রয়োজনের অপেক্ষা নাই ॥ ১৭ ॥

নারায়ণসংহিতাতেও ॥

হরি প্রয়োজন অপেক্ষা না করিয়া কেবল আনন্দ প্রযুক্ত সৃষ্ট্যাদি কার্য্য করেন যেমন মত্তব্যক্তির নর্ত্তন তদ্রূপ ॥

অপর সেই পূর্ণানন্দস্বরূপ ভগবানের সৃষ্টিবিষয়ে প্রয়োজন বুদ্ধি কেন হইবে? যাঁহারা মুক্ত তাঁহারাও যখন পূর্ণকাম হইয়াথাকেন, তখন অখিলাত্মা ভগবানের পূর্ণকামত্ব হইবে

নচোন্মত্তদৃষ্টান্তেনাসর্ব্বজ্ঞত্বমপি সঞ্চয়িতব্যং। স্বরূপানন্দোদ্রেকেণ স্বপ্রয়োজনমননুসন্ধায়ৈব লীলায়ত ইত্যেতদংশেনৈব স্বীকারাৎ ॥ ১৮ ॥

উচ্ছ্বাসপ্রশ্বাসদৃষ্টান্তত্বেঽপি সুষুপ্ত্যাদৌ তদ্দোষাপাতাৎ। তস্মাৎ স্বরূপানন্দস্বাভাবিক্যেব তল্লীলা। শ্রুতিশ্চ দেবস্যৈষ স্বভাবোঽয়মাপ্তকামস্য কা স্পৃহেতি। অত্র প্রাকৃতসৃষ্ট্যাদিগতস্য সাক্ষাদ্ভগবচ্চেষ্টাত্মকস্য বীক্ষণাদি-

---

আশ্চর্য্য কি ?।

এতএব উন্মত্তের সহিত দৃষ্টান্ত দ্বারা পরমেশ্বরের অসর্ব্বজ্ঞত্বের গ্রহণ হয় নাই। তিনি স্বরূপানন্দের আতিশয্যবশতই স্বীয় প্রয়োজনের অনুসন্ধান না করিয়াই লীলা করিয়াথাকেন। এই সৃষ্ট্যাদি লীলা অংশ দ্বারা স্বীকার করিতে হইবে ॥ ১৮ ॥

কেননা সুষুপ্ত্যাদিতে উচ্ছ্বাস ও প্রশ্বাস দৃষ্টান্তেও উল্লিখিত দোষ আপতিত হয়। অতএব সেই লীলা স্বরূপানন্দের স্বাভাবিকীই জানিতে হইবে ॥

শ্রুতিপ্রমাণেও যথা ॥

পূর্ণকাম দেবের এই স্বভাব, তাঁহার স্পৃহা কি ? অর্থাৎ কোন বিষয়েই স্পৃহা নাই ॥

এস্থলে প্রাকৃত সৃষ্ট্যাদি গত সাক্ষাৎ ভগবানের চেষ্টা স্বরূপ দর্শনাদি কর্ম্মের, বস্তুতঃ তথাবিধত্বে অর্থাৎ অপ্রাকৃতত্বে বৈকুণ্ঠাদি গত দর্শনাদি কর্ম্মের কৈমুত্যন্যায় উপস্থিত হইলে

কর্ম্মণো বস্তুতস্তথাবিধত্বে বৈকুণ্ঠাদিগতস্য কৈমুত্যমেবা-
পত্তিতং ॥ ১৯ ॥

যথোক্তং নাগপত্নীভিঃ ॥

অব্যাকৃতবিহারায়েতি।

অতএব শ্রীশুকাদীনামপি তল্লীলাশ্রবণে রাগতঃ প্রবৃত্তি-
র্যুজ্যতে। অতশ্চ ॥

হইল অর্থাৎ যখন প্রাকৃত সৃষ্ট্যাদিতেই দর্শনাদি কর্ম্ম করেন বৈকুণ্ঠে যে করিবেন না ইহার কথা কি? অবশ্যই করি-বেন ॥ ১৯ ॥

১০ স্কন্ধের ১৬ অধ্যায়ে ৪৩ শ্লোকে।
নাগপত্নীগণ কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে যথা ॥
"অব্যক্তবিহারায় সর্ব্বব্যাকৃতসিদ্ধয়ে।
হৃষীকেশ নমস্তুভ্যং মুনয়ে মৌনশীলিনে" ॥

তাৎপর্য্য। হে ভগবন্! আপনার মহিমা অতর্ক্য, আপনি সর্ব্ব কার্য্যোৎপত্তি প্রকাশের হেতু, একারণ উপলক্ষণযোগ্য। হে ইন্দ্রিয়প্রবর্ত্তক! আপনি মুনি অর্থাৎ আত্মারাম এবং মৌনশীল অর্থাৎ আত্মারামত্ব স্বভাব আপনাকে নমস্কার ॥

অতএব শ্রীশুকদেবপ্রভৃতিরও সেই সেই লীলা শ্রবণে অনুরাগবশতঃ যে প্রবৃত্তি ইহাই উপযুক্ত ॥

এই কারণে ১ স্কন্ধে ৩ অধ্যায়ে ৩৫ শ্লোকে বর্ণিত হই-য়াছে যথা ॥

এবং জন্মানি কর্ম্মাণি হ্যকর্ত্তুরজনস্য চ।
বর্ণয়তি স্ম কবয়ো বেদগুহ্যানি হৃৎপতেঃ।
ইত্যত্র জন্মগুহ্যাধ্যায়পদ্যেঽপ্যেবমেব ব্যাখ্যেয়ং।
যত্রেমে সদসদ্রূপে ইত্যাদিভ্যামব্যবহিতপ্রাচীনপদ্যাভ্যাং

এই প্রকার জীবের তুল্য ভগবানের জন্ম এবং কর্ম্মাদি কল্পিত হইলেও জীব অপেক্ষা তাঁহার অনেক বিশেষ আছে তিনি অবলীলা ক্রমে এই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করিতেছেন এবং অন্তর্যামি রূপে সকল ভূতের মধ্যে অবস্থিত আছেন, তথা ইন্দ্রিয় ষড্‌বর্গের বিষয় গ্রহণ করিতেছেন, অথচ কিছুতেই লিপ্ত নহেন, যে হেতু স্বাধীন এবং ইন্দ্রিয়ষড্‌বর্গের নিয়ন্তা ॥

এস্থলে জন্মগুহ্য অধ্যায় শ্লোকেও এই প্রকারই ব্যাখ্যা করিতেছেন ॥

১ স্কন্ধের ৩ অধ্যায় ৩৩। ৩৪ শ্লোকদ্বয় যথা ॥

"যত্রেমে সদসদ্রূপে প্রতিসিদ্ধে স্বসম্বিদা।
অবিদ্যয়াত্মনি কৃতে ইতি যদ্ব্রহ্মদর্শনং ॥
যদ্যেষোপরতা দেবী মায়া বৈশারদী মতিঃ।
সম্পন্ন এবেতি বিদুর্ম্মহিম্নি স্বে মহীয়তে" ॥

তাৎপর্য্য। সৎ অসৎ অর্থাৎ স্থূলসূক্ষ্ম দুই দেহ অবিদ্যা কর্ত্তৃক আত্মাতে কল্পিত হইয়াছে, ইহারা যখন স্ব স্ব স্বরূপের সম্যক্ জ্ঞান দ্বারা প্রতিসিদ্ধ অর্থাৎ মিথ্যা বলিয়া অবধারিত

যথা স্বরূপসম্যগ্‌জ্ঞানেনৈব কৃতস্যাবিদ্যাকৃতাত্মা ধ্যাস সদসদ্রূপনিষেধস্য হেতোর্ব্রহ্মদর্শনং ভবতি। যথাচ মায়োপরতাবেব স্বরূপসংপত্তির্ভবতীত্যুক্তং ॥ ২০ ॥

এবমেব কবয় আত্মারামা হৃৎপতেঃ পরমাত্মনো

হইবে, তখন সেই জীব ব্রহ্ম স্বরূপই হইবেন, সেই ব্রহ্মের অন্য আকার নাই, জ্ঞানই তাঁহার একমাত্র স্বরূপ ॥

সংসারচক্রে ক্রীড়াকারিণী ঐশ্বরী মায়া দেবী যদি বিদ্যারূপে পরিণতা হইয়া স্থূল এবং সূক্ষ্ম রূপ জীবোপাধি দগ্ধ করত স্বয়ং যদি নিরিন্ধন অগ্নির ন্যায় উপশম প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্তি হয়, তত্ত্বজ্ঞেরা এই রূপ বোধ করেন। তৎপরেই জীব পরমানন্দ স্বরূপে স্বীয় মহিমায় বিরাজমান হইতে থাকেন ॥

এই অব্যবহিত প্রাচীন শ্লোকদ্বয় দ্বারা যথা স্বরূপের সম্যক্‌ জ্ঞানদ্বারাই কৃতের অর্থাৎ অবিদ্যাকৃত আত্মায় যে আরোপ সৎ অসৎ (স্থূল সূক্ষ্ম) রূপে তাহার নিষেধ হেতুই ব্রহ্ম দর্শন হয়। যে হেতু মায়ার উপরতি হইলেই স্বরূপ সম্পত্তি হইয়া থাকে ইহাই কথিত হইয়াছে ॥ ২০ ॥

এই প্রকারই কবিগণ অর্থাৎ আত্মারাম সকল হৃৎপতি পরমাত্মার জন্ম ও কর্ম্ম সকল বর্ণন করেন। অর্থাৎ স্থূল সূক্ষ্মের প্রতিষেধে অবিদ্যার উপরতি হওয়াতে জন্ম কর্ম্মের

জন্মানি কর্ম্মাণি চ বর্ণয়ন্তি। তত্তৎ প্রতিষেধে তদুপরতৌ চৈব সত্যাং তজ্জন্মকর্ম্মানুভবসম্পত্তৌ ভবত ইত্যর্থঃ। সম্পত্তিরত্র সাক্ষাদ্দর্শনং। তস্মাৎ স্বরূপানন্দাতিশয়িত-ভগবদানন্দবিলাসরূপাণ্যেব তানীতি ভাবঃ॥

অতএব প্রাকৃতবৈলক্ষণ্যাদকর্ত্তুরজনস্যেত্যুক্তং।

অতএব বেদগুহ্যানাপি তানীতি॥ ২১॥

তথা। অক্রূরস্তুতৌ ত্বয়োদিত ইত্যাদিদ্বয়ংটীকায়া

অনুভবরূপ সম্পত্তি হয়। সম্পত্তিশব্দের অর্থ সাক্ষাৎ দর্শন। এই হেতু জন্ম ও কর্ম্ম সকল স্বরূপানন্দাতিশয় ভগবানের আনন্দবিলাস মাত্র অতএব প্রাকৃত বৈলক্ষণ্য প্রযুক্ত অকর্ত্তার ও অজনের ইহাই উক্ত হইয়াছে। এই কারণেই সেই জন্ম ও কর্ম্ম সকল বেদগুহ্য বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন॥ ২১॥

এই প্রকার ১০ স্কন্ধের ৪৮ অধ্যায়ে ১৬ শ্লোকে অক্রূরের স্তব যথা॥

"ত্বয়োদিতোঽয়ং জগতো হিতায়
যদা যদা বেদপথঃ পুরাণঃ।
বধ্যেত পাষণ্ডপথৈরসদ্ভি-
স্তদা ভবান্ সত্ত্বগুণং বিভর্ত্তি"॥

স ত্বং বিভোঽদ্য বসুদেবগৃহেঽবতীর্ণঃ
স্বাংশেন ভারমপনেতুমিহাসি ভূমেঃ।

মেবেত্থমুত্থাপিতং। নম্নু তর্হি মদবতারাস্তচ্চরিতানি চ শুক্তিরজতবদবিদ্যাকল্পিতান্যেব কিং নহি নহি ইয়ন্তু

অক্ষৌহিণীশতবধেন সুরেতরাংশ-
রাজ্ঞামমুষ্য চ কুলস্য যশো বিতন্বন্॥

শ্লোক দ্বয়ের অর্থ। পরন্তু যদিও আপনকার বন্ধ ও মোক্ষ কল্পিত মাত্র, তথাচ আপনকার অবতার ও সে সকলের চরিত্রে বলিতে পারি না, সে সকল আপনার লীলামাত্র ফলতঃ আপনি জগতের হিতার্থ যে পুরাণ বেদপথ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা যখন যখন পাষণ্ডপথবর্ত্তী অসজ্জন কর্ত্তৃক বাধিত হয়, তখনই আপনি সত্ত্ব গুণ ধারণ করিয়াথাকেন॥

সেই আপনি অসুরাংশোৎপন্ন নরপতিদিগের শত শত অক্ষৌহিণী সেনা বধ দ্বারা ভূমির ভার অপনয়ন নিমিত্ত এই বংশের যশঃ বিস্তার করত নিজ অংশ বলভদ্র সহ বসুদেব-ভবনে অবতীর্ণ হইয়াছেন॥

এই দুই শ্লোকের টীকাতেও এই প্রকার অর্থ উত্থাপিত হইয়াছে॥

অহে! তবে কি আমার অবতার সমুদায় ও তাঁহাদের চরিত্রসকল শুক্তিরজতের ন্যায় অর্থাৎ ঝিনুকে রৌপ্যের তুল্য হইল, ভগবান্ যদি এরূপ আশঙ্কা করেন, তাহাতে অক্রূর তাহা নয়, তাহা নয়, ইহা আপনার লীলা এই বলিয়া

তব লীলেত্যাহ দ্বয়েম ত্বয়োদিত ইতীতি।
তথৈবচ ভগবৎস্বরূসাম্যেনোক্তং বৈষ্ণবে॥
নামরূপস্বরূপাণি ন পরিচ্ছেদগোচরে।
যস্যাখিলপ্রমাণানাং স বিষ্ণুর্গর্ব্ভগস্তবেতি।
রূপ কর্ম্মেতি পাঠান্তরং॥ ২২॥
ইত্থমেবাভিপ্রেতং শ্রীগীতোপনিষদ্ভিঃ।
জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বত ইতি। তথা নাম্নো বৈলক্ষণ্যবাঙ্মনসাগোচরগুণাবলম্বিত্বেন স্বতঃ

"ত্বয়োদিত" ইত্যাদি দুই শ্লোকে কহিলেন॥

এই প্রকারই ভগবৎ স্বরূপ সাম্য প্রযুক্ত বিষ্ণুপুরাণে-কথিত হইয়াছে॥

যাঁহার নাম, কর্ম্ম এবং স্বরূপ নিখিল প্রমাণ সকলের পরিচ্ছেদ ও গোচর হয় না সেই বিষ্ণু তোমার গর্ব্ভগত হইয়াছেন। এই শ্লোকে রূপ ও কর্ম্ম এই পাঠান্তর আছে॥ ২২

এই প্রকার অভিপ্রায় করিয়া শ্রীগীতা উপনিষদেও বলিয়াছেন॥

আমার এই প্রকার জন্ম ও কর্ম্ম যে ব্যক্তি যথার্থরূপে জানে॥

তথা নামের বিভিন্নত্ব বাক্য মনের অগোচর গুণাবল-

সিদ্ধত্বং।

তদযথা বাসুদেবাধ্যাত্মে ॥

অপ্রসিদ্ধেস্তদগুণানামনামাহসৌ প্রকীর্ত্তিত ইতি ॥

ব্রাহ্মে ॥

অনামাহসৌ প্রসিদ্ধত্বাদরূপোভূতবর্জনাদিতি ॥

অতএব নামকর্ম্মস্বরূপাণীতি পূর্ব্বোদাহরণানুসারেণাস্যা হপি বৈষ্ণববাক্যস্যায়মেবার্থঃ ॥

ন যত্র নাথ বিদ্যন্তে নাম জাত্যাদিকল্পনাং।

তদ্ব্রহ্ম পরমং নিত্যমবিকারি ভবানজ।

ন কল্পনামৃতেহর্থস্য সর্ব্বস্যাধিগমো যতঃ।

ম্বিত্ব প্রযুক্ত স্বতঃ সিদ্ধত্ব হইয়াছে ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ বাসুদেবাধ্যাত্মগ্রন্থে যথা ॥

সেই ভগবানের গুণ সকলের অপ্রসিদ্ধি হেতু তিনি অনাম বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন ॥

ব্রহ্মপুরাণে যথা ॥

ইনি অপ্রসিদ্ধ প্রযুক্ত অনাম এবং ভূতবর্জন হেতু অরূপ ॥

অতএব নাম কর্ম্ম ও গুণ এই পূর্ব্বোদাহরণের অনুসারে বিষ্ণুপুরাণীয় বাক্যেরও ইহাই অর্থ ॥

হে নাথ! হে অজ! যাহাতে নাম ও জাতি প্রভৃতির কল্পনা নাই আপনি সেই নিত্য অবিকার পরম ব্রহ্ম, কেননা কল্পনা ব্যতিরেকে সকল অর্থের বোধগম্য হয় না।

ততঃ কৃষ্ণাচ্যুতানন্তবিষ্ণুনামভিরীড্যসে ইত্যস্য।
ইত্যেতদ্বৈষ্ণববচনান্তরমপি ন বিরুদ্ধং॥ ২৩॥
তথাহি অত্রাপাতপ্রতীতার্থতায়াং কল্পনাশব্দো ব্যর্থঃ স্যাৎ নামজন্মাদয়ো ন বিদ্যন্তে ইত্যনেনৈব বিবক্ষিতার্থসিদ্ধেঃ স্বয়মেব ব্রহ্মাজাদিশব্দানাং পরমার্থপ্রতিপাদকনামতয়াঙ্গীকৃতেশ্চ। অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণামিত্যাদিষ্বজায়মানত্বলক্ষণজাতিশ্চ দৃশ্যত এব তথা নাম্নাদিকল্পনা ন বিদ্যন্তে ইত্যুক্ত্বা স্বয়ং কৃষ্ণাদিনামকল্পনোক্তির্বিরুদ্ধা স্যাৎ কল্পনয়া বা কথমীড্যতা স্যাৎ কল্পনায়া

অতএব কৃষ্ণ, অচ্যুত, অনন্ত এবং বিষ্ণু ইত্যাদি নাম সকল দ্বারা পণ্ডিতগণ আপনাকে স্তব করেন, এই বিষ্ণুপুরাণের অন্যবচনও বিরুদ্ধ নহে॥ ২৩॥

উক্তার্থের দৃঢ়তাকরণ যথা॥

এই স্থলে আপাততঃ প্রতীত অর্থে কল্পনা শব্দ ব্যর্থ হইল। যে হেতু নাম জন্মাদি নাই ইহার দ্বারা বিবক্ষিত (কথনেচ্ছার বিষয়ীভূত) অর্থ সিদ্ধি তথা ব্রহ্ম অজ প্রভৃতি শব্দ সকলের পরমার্থপ্রতিপাদক রূপে অঙ্গীকার করা হইয়াছে॥

লোহিত শুক্ল কৃষ্ণা এক অজাকে ইত্যাদি প্রমাণে জন্মরহিত লক্ষণ জাতিও দৃষ্ট হইতেছে। তথা নামাদি কল্পনা যাহাতে বিদ্যমান নাই ইহা বলিয়া স্বয়ং যে কৃষ্ণনামাদির কল্পনা করিয়াছেন ইহা বিরুদ্ধ হইল, অপর কল্পনা দ্বারাই

অনিয়তত্বাচ্চ। কথং কৃষ্ণাদিনামনৈয়ত্যমুচ্যতে তস্মান্নাম-কর্ম্মস্বরূপাণীত্যনুসারাচ্চায়মেবার্থঃ। যথা। যত্র নামজাত্যাদীনাং নামানি কৃষ্ণাদীনি জাতয়ো দেবত্বমনুষ্যত্বক্ষত্রিয়ত্বাদ্যা লীলাঃ॥

তদাদীনাং কল্পনা ন বিদ্যন্তে কিন্তু, স্বসংস্থয়া সমাপ্তসর্ব্বার্থমিত্যুক্তদিশা স্বরূপসিদ্ধনিত্যশক্তিবিলাসরূপাণ্যেব তানীত্যর্থঃ।

ততশ্চ যতো যস্মাৎ সর্ব্বস্যাপি দৃষ্টস্য বস্তুনঃ কল্পনাম্বৃতে অধিগমো ন ভবতি। ততস্তস্মাদেব হেতোঃ কল্পনাময়ং

বা কি প্রকারে স্তবের যোগ্য হইতে পারে, যে হেতু কল্পনার নিয়তত্ব নাই। তবে কি প্রকারে কৃষ্ণাদি নামের নিয়তত্ব কথিত হইল। অতএব নাম, কর্ম্ম ও স্বরূপ এই অনুসারাধীন ইহার এই অর্থ। যথা, যে স্থানে নাম জাতি প্রভৃতির অর্থাৎ নাম কৃষ্ণাদি, জাতি দেব মনুষ্য ক্ষত্রিয়ত্বাদি লীলা। এই সকলের কল্পনা যাঁহাতে নাই কিন্তু স্বীয় সংস্থান দ্বারা সকল অর্থকেই প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই কথিত দিগ্দর্শন দ্বারা নাম জাতি প্রভৃতি স্বরূপসিদ্ধ নিত্যশক্তির বিলাসস্বরূপ হইয়াছে। অতএব যেহেতু সকল দৃষ্ট বস্তুরই নামরূপাদি কল্পনা ব্যতিরেকে অধিগম অর্থাৎ ব্যবহারিক বোধ হয় না, সেই কারণেই কল্পনা রূপ নাম ও তাহার নামী অর্থ সকল পরিত্যাগ করিয়া সমগ্র প্রমাণ পরিচ্ছেদের অগোচর দ্বারা বেদের

নাম তন্নামিনং চার্থং চর্ব্বং পরিত্যজ্য নিখিলপ্রমাণপরিচ্ছেদাগোচরত্বেন বেদাতত্ত্বেন স্বতঃ সিদ্ধৈঃ কৃষ্ণাদি নামোপলক্ষণৈঃ প্রসিদ্ধৈরেব নামভিঃ স্বতঃসিদ্ধত্বমেবেড্যসে মুনিভির্বেদৈশ্চ স্তূয়সে নতু কল্পনাময়ৈরন্যৈস্ত্বমপি শ্লাঘ্যসে। যদ্বা। তৈরেবেড্যসে ব্যক্তমাহাত্ম্যঃ ক্রিয়সে ইতি। তাদৃশমহিমভিস্তৈরেব তব মহিমা ব্যক্তীভবতীতি ॥ ২৩ ॥

অতো যৈঃ শাস্ত্রেঽতিপ্রসিদ্ধৈঃ শ্রীভগবানেব ঝটিতি প্রতীতো ভবতি যেষাং চ সাঙ্কেত্যাদাবপি তাদৃশঃ প্রভাবঃ শ্রূয়তে তেষাং স্বতঃসিদ্ধত্বমন্যেষাং কল্পনাময়ত্বং

অজ্ঞাত রূপে স্বতঃসিদ্ধ কৃষ্ণাদি নামোপলক্ষণ প্রসিদ্ধ নাম সকল দ্বারা মুনিগণ ও বেদসকল আপনাকে স্তব করিয়াথাকেন কল্পনাময় অন্য সকলের দ্বারা আপনি স্তবের বিষয়ীভূত হয়েন না। অথবা "তৈরেব ঈড্যসে" অর্থাৎ তাহাদের দ্বারাই মাহাত্ম্য ব্যক্ত করেন, কেন না তাদৃশ মহিমবিশিষ্ট সেই সকল দ্বারাই আপনার মহিমা ব্যক্ত হয় ॥ ২৪ ॥

এস্থলে শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ যে সকল নাম দ্বারা শ্রীভগবান্‌ই শীঘ্র বোধগম্য হয়েন এবং যে সকল নামের সাঙ্কেত্যাদিতেও ঐ প্রকার প্রভাব শুনা যায়, সেই সকল নামের স্বতঃসিদ্ধত্ব এবং অন্যের কল্পনাময়ত্ব জানিতে হইবে ॥

জ্ঞেয়ঃ। অথবা হে নাথ যত্র নামজাত্যাদীনাং কল্পনা ন বিদ্যন্তে তৎ কেবলবিশেষ্যরূপং পরমং ব্রহ্ম ভবান্ তত্তৎকল্পনায়া অবিষয়ত্বে হেতুঃ। বিশেষেণ করোতি লীলায়ত ইতি বিকারি তথা ন ভবত্যবিকারীতি। তদ্রূপেণ ন জায়তে ন প্রকটীভবতীতি হেঅজেতি চ। ততঃ কিমবলম্ব্য তত্র নামজাত্যাদিকল্পনাঃ ক্রিয়ন্তামিতি ভাবঃ॥ ২৫ তত্তৎকল্পনাং বিনাচ সর্ব্বস্যাপ্যর্থস্য বস্তুমাত্রস্যাধিগমমাত্রং ন ভবেৎ কিমুত তাদৃশব্রহ্মরূপস্য ভবতঃ

অথবা হে নাথ! যাহাতে নামজাত্যাদির কল্পনা নাই আপনি কেবল সেই বিশেষ্যরূপ পরমব্রহ্ম হইয়াছেন।

ভগবন্! সেই সেই কল্পনার অবিষয়ত্বের প্রতি কারণ এই যে, বিশেষ রূপে যিনি করেন অর্থাৎ লীলার ন্যায় পাপাচরণ করেন তাঁহার নাম বিকারী এবং যিনি ঐ রূপ না হয়েন তাঁহাকে অবিকারী বলে। ঐ রূপে যিনি না জন্মান অর্থাৎ প্রকট না হয়েন তিনি অজ। এনিমিত্ত হে অজ! এই সম্বোধন পদ, অতএব কি অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে নাম জাতির কল্পনা করিবে॥ ২৫॥

হে ভগবন্! যখন সেই সেই নাম জাত্যাদির কল্পনা ব্যতিরেকে সকল অর্থের অর্থাৎ বস্তুমাত্রের অধিগম (বোধ) হয় না, তখন তাদৃশ অর্থাৎ অবিকারী অজ ব্রহ্মস্বরূপ আপনার

কল্পনানামজাত্যাদয়স্তু ন কস্যাপি স্বরূপধর্ম্মা ভবন্তি। যতএবং ততঃ সাঙ্কেত্যাদিনা ভাবিতৈরপি ভবানিব সর্ব্ব-পুরুষার্থপ্রদৈঃ তত্তৎবিশেষপ্রতিপাদকৈঃ কৃষ্ণাদিনাম-ভিরেব ত্বমীড্যসে নিত্যসিদ্ধশ্রুতিপুরাণাদিভিঃ শ্লাঘ্যসে নতু নির্ব্বিশেষতা প্রতিপাদকৈর্নতু কল্পনাময়ৈরিত্যর্থঃ, কিন্তু কৃষ্ণাদীনাং চতুর্ণাং নাম্নামুপলক্ষণত্বমেব জ্ঞেয়ং। নারা-য়ণাদিনাম্নামপি সাঙ্কেত্যাদৌ তথা প্রভাবশ্রবণাৎ ॥ ২৩ ॥

বর্ণএব শব্দ ইতি ভগবান্নুপবর্ষ ইত্যনেন তস্য চ নিত্য-

কথা কি ?। পরন্তু কল্পনাময় নামজাতি প্রভৃতি কাহারও স্বরূপ ধর্ম্ম হয় না। যখন এই প্রকার হইল তখন সাঙ্কেত্যাদি দ্বারা যুক্ত হইয়াও আপনকার ন্যায় সর্ব্ব পুরুষার্থপ্রদ সেই সেই নাম জাত্যাদি বিশেষ প্রতিপাদক কৃষ্ণাদি নামসমূহে আপনি স্তবের বিষয়ীভূত হইয়াথাকেন, অর্থাৎ নিত্যসিদ্ধ শ্রুতি পুরাণাদি আপনকার প্রশংসা করেন কিন্তু তাঁহারা নির্ব্বি-শেষপ্রতিপাদক কল্পনাময় নামজাত্যাদি দ্বারা প্রশংসা করেন না ॥

পরন্তু ২৩ অঙ্কধৃত বিষ্ণুপুরাণীয় বচনের কৃষ্ণাদি অর্থাৎ কৃষ্ণ, অচ্যুত, অনন্ত, বিষ্ণু এই চারিটী নামের উপলক্ষণত্ব জানিতে হইবে, কেন না সাঙ্কেত্যাদিতে নারায়ণাদি নামেরও ঐ রূপ প্রভাব শ্রুত আছে ॥ ২৬ ॥

পরন্তু বর্ণই শব্দ। ভগবান্ উপবর্ষ এতদ্দ্বারা সেই

ত্বাদিত্যনেন চ ন্যায়েন বর্ণতয়ৈব নিত্যত্বমস্য বেদসার-বর্ণাত্মকনাম্নঃ সিধ্যতি। তথৈব গোপালতাপনীশ্রুতৌ নামময়াষ্টদশাক্ষরপ্রসঙ্গে ব্রহ্মবাক্যং॥

তেম্বক্ষরেষু ভবিষ্যৎ যথা যথা ভগবৎস্বরূপাভিন্নত্বং জগদ্রূপং প্রকাশয়ন্নিতি।

অত্রাবরকালজাতশব্দাদিময়জগৎকারণত্বেন তদ্বৈলক্ষণ্যাৎ স্বতঃ সিদ্ধত্বং তথা ভগবৎস্বরূপাভিন্নত্বং চ তদ্বৈলক্ষণ্যং নাম্নঃ॥ ২৭॥

তদ্যথা শ্রুতৌ॥

ওঁ আহস্য জানন্তো নাম চিদ্বিক্তন্ মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং

বর্ণেরও নিত্যত্ব প্রযুক্ত এই বর্ণ ন্যায় দ্বারাই বেদসার বর্ণাত্মক নামের নিত্যত্ব সিদ্ধ হইল॥

এই বিষয়েই গোপালতাপনীশ্রুতিতে নামময় অস্টাদশাক্ষর-প্রসঙ্গে ব্রহ্মবাক্য যথা॥

সেই অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের অক্ষর সকলে ভবিষ্যৎ যথা ভগবৎ স্বরূপের অভিন্নত্ব জপদ্রূপ প্রকাশ করিবার নিমিত্ত ইত্যাদি॥

এস্থলে অবর কালজাত শব্দাদিময় জগৎকারণত্ব প্রযুক্ত তাঁহার বৈলক্ষণ্য হেতু, নামের স্বতঃ সিদ্ধত্ব এবং ভগবৎস্বরূপ হইতে অভিন্নত্ব ইহাই তাহা হইতে ভিন্নত্ব॥ ২৭॥

এই বিষয় শ্রুতিতে যথা॥

ভজামহে ওঁ তৎ সদিত্যাদি ॥

অয়মর্থঃ ॥

হে বিষ্ণো তে তব নাম চিৎ চিৎস্বরূপং অতএব মহঃ স্বপ্রকাশরূপং। তস্মাৎ অস্য নাম্ন আ ঈষদপি জানন্তঃ নতু সম্যক্ উচ্চারমাহাত্ম্যাদিপুরস্কারেণ তথাপি বিবক্তন্ ব্রুবাণাঃ কেবলং তদক্ষরাভ্যাসমাত্রং কুর্ব্বাণাঃ সুমতিং তদ্বিষয়াং বিদ্যাং ভজামহে প্রাপ্নুমঃ। যতস্তদেব প্রণবব্যঞ্জিতং বস্তু সৎ স্বতঃ সিদ্ধমিতি। অতএব ভয়দ্বেষাদৌ শ্রীমূর্ত্তেঃ স্ফূর্ত্তেরেব সাঙ্কেত্যাদাবস্য মুক্তিদত্বং শ্রূয়তে ॥ ২৮ ॥

"ওঁ আহস্য জানন্তো নাম চিদ্বিবক্তন্ মহস্তে
বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে ওঁ তৎসদিত্যাদি ॥"

ইহার এই অর্থ ॥

হে বিষ্ণো! তোমার নাম চিৎস্বরূপ অতএব মহঃ অর্থাৎ স্বপ্রকাশস্বরূপ। সেই কারণে এই নামের আ (ঈষৎ) জানিয়াছি কিন্তু সম্যক্ উচ্চারণ ও মাহাত্ম্যাদি পুরস্কার দ্বারা জানিতে পারি নাই, পরন্তু তথাপি কেবল নামের অক্ষরমাত্র অভ্যাস করিয়া সুমতি অর্থাৎ তদ্বিষয়া বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি, যে হেতু তাহাই প্রণব (ওঁ) প্রকাশিত স্বতঃসিদ্ধ বস্তু। অতএব ভয় বা দ্বেষ প্রভৃতিতে শ্রীমূর্ত্তির স্ফূর্ত্তিরই সাঙ্কেত্যাদি বচনে এই নামের মুক্তিপ্রদত্ব শ্রুত আছে ॥ ২৮ ॥

তথা চোক্তং ব্রাহ্মে ॥

অপ্যন্যচিত্তঃ ক্রুদ্ধো বা যঃ সদা কীর্ত্তয়েদ্ধরিং।

সোঽপি বন্ধক্ষয়ান্মুক্তিং লভেচ্চেদিপতির্যথেতি ॥

তথা শ্রীভগবত ইব তস্য সকৃদপি সাক্ষাৎকারঃ সংসার-ধ্বংসকো ভবতি।

যথা পুরাণান্তরে ॥

সকৃদুচ্চরিতং যেন হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ং।

বদ্ধঃ পরিকরস্তেন মোক্ষায় গমনং প্রতীতি ॥ ২৯ ॥

শ্রুতৌচ প্রণবমুদ্দিশ্য ॥

এই বিষয়ই ব্রহ্মপুরাণে কহিয়াছেন ॥

যদি কোন ব্যক্তি অন্যমনস্ক বা ক্রুদ্ধ হইয়া সর্ব্বদা হরি-কীর্ত্তন করেন, তাহা হইলে তিনিও চেদিপতি শিশুপালের ন্যায় সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইবেন ॥

তথা শ্রীভগবানের ন্যায় ঐ নামের একবার মাত্র উচ্চারণ হইলে তাহা সংসার নাশ করেন ॥

এই বিষয় পুরাণান্তরে অর্থাৎ স্কন্দপুরাণে যথা ॥

যিনি একবার মাত্র হরি এই দুই অক্ষর উচ্চারণ করেন, তিনি বদ্ধপরিকর হইয়া অর্থাৎ কোমর বাঁধিয়া মোক্ষের প্রতি গমন করেন ॥ ২৯ ॥

শ্রুতিতেও প্রণব উদ্দেশ করিয়া কহিয়াছেন ॥

ওমিত্যেতদ্ব্রহ্মণো নেদিষ্ঠং নাম যস্মাদুচ্চার্য্যমাণ এব সংসারভয়াত্তারয়তি তস্মাদুচ্যতে তার ইত্যাদি বহুতরং ন চাস্যার্থবাদত্বং চিন্ত্যং। তথার্থবাদো হরিনাম্নি কল্পনমিতি পাদ্মাদ্যনুসারেণাপরাধাপাতাৎ। যস্য তু গৃহীতনাম্নোঽপি পুনঃ সংসারস্তস্য ॥ ৩০ ॥

নানুব্রজতি যো মোহাদ্ব্রজন্তং পরমেশ্বরং।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাপি স ভবেদ্ব্রহ্মরাক্ষস ইতি শ্রীবিষ্ণুভক্তিচন্দ্রোদয়াদিপ্রমাণিতপুরাণবচনবৎ মহদপরাধ-

"ওঁ" এইটী ব্রহ্মের নিকটবর্ত্তী নাম, যে হেতু ইনি উচ্চারিত হইয়াই সংসার ভয় হইতে তারণ করেন, একারণ পণ্ডিতগণ প্রণবকে তার বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। ইত্যাদি বহুতর প্রমাণ আছে ॥

এই নামের অর্থবাদ অর্থাৎ কাল্পনিক ফলশ্রুতি চিন্তা করিতে নাই, যে হেতু-হরিনামে অর্থবাদ কল্পনা, ইহা পদ্মপুরাণাদির অনুসারে অপরাধ হয় ॥

পরন্তু যে ব্যক্তি নাম গ্রহণ করিতেছে তাহারও যে বারম্বার সংসার হয় তাহা, নামাপরাধ বশতই হইয়াথাকে ॥ ৩০ ॥

পরমেশ্বর গমন করিতেছেন দেখিয়া যে ব্যক্তি অজ্ঞান বশতঃ অনুগমন না করে, সে জ্ঞানাগ্নি দ্বারা দগ্ধকর্ম্মা হইয়াও ব্রহ্মরাক্ষস হয়। শ্রীবিষ্ণুভক্তিচন্দ্রোদয়াদি দ্বারা প্রমাণিত

তদর্থবাদকল্পনাদিকং প্রতিবন্ধকং জ্ঞেয়ং। অতএবানন্দ-রূপত্বমস্য মহদ্ধৃদয়সাক্ষিকং যথা শ্রীবিগ্রহস্য ॥

তদুক্তং শ্রীশৌনকেন ॥

তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং
যদ্গৃহ্যমাণৈর্হরিনামধেয়ৈঃ।
ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো
নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষ ইতি ॥ ৩১ ॥

অতএব প্রভাসখণ্ডে কণ্ঠোক্ত্যা কথিতৈর্হেতুভিঃ সকল-বেদফলত্বেন চ ভগবৎস্বরূপত্বমেব প্রতিপাদিতং।

পুরাণ বচনের ন্যায় মহাপরাধ রূপ যে তদীয় অর্থবাদ কল্প-নাদি তাহাই এস্থলে প্রতিবন্ধক জানিতে হইবে ॥

অতএব শ্রীবিগ্রহের ন্যায় এই নাম আনন্দ স্বরূপ ও মহৎ হৃদয়ের সাক্ষী ॥

এই বিষয় ২ স্কন্ধের ৩ অধ্যায়ের ২৪ শ্লোকে শ্রীশৌনক সূতকে কহিয়াছেন ॥

হে সূত! হরিনাম উচ্চারণ করিলে যে হৃদয়ে বিকার না জন্মে ও বিকার হইলেও যদি নেত্রে অশ্রু এবং গাত্রে লোমাঞ্চ না হয়, তবে সেই হৃদয় পাষাণ তুল্য কঠিন ॥ ৩১ ॥

অতএব প্রভাসখণ্ডে কণ্ঠোক্তি রূপে কথিত হেতু সমুহ-দ্বারা নাম সকল বেদের ফল স্বরূপ হওয়াতে ও নামের ভগ-বৎ স্বরূপত্বই প্রতিপাদিত হইয়াছে যথা ॥

মধুরমধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং
সকলনিগমবল্লীসৎফলং চিৎস্বরূপং।
সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা,
ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনামেতি॥
তস্মাৎ ভগবৎস্বরূপমেব নাম। স্পষ্টং চোক্তং॥
শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে অষ্টাক্ষরমুদ্দিশ্য॥
ব্যক্তং হি ভগবানেব সাক্ষান্নারায়ণঃ স্বয়ং।
অষ্টাক্ষরস্বরূপেণ মুখেষু পরিবর্ত্তত ইতি॥
মাণ্ডুক্যোপনিষৎসুচ প্রণবমুদ্দিশ্য॥
ওঁকার এবেদং সর্ব্বং ওমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্ব্বং।

হে শৌনক! কৃষ্ণ নাম মধুর অপেক্ষাও মধুর, সকল মঙ্গলের মঙ্গল ও সমস্ত বেদরূপ লতার সৎফল এবং জ্ঞান স্বরূপ, এই নাম শ্রদ্ধা অথবা হেলাতেও যদি একবার মাত্র উচ্চারিত হয়েন তাহা হইলে ইনি মনুষ্য মাত্রকে উদ্ধার করেন॥

অতএব নাম সাক্ষাৎ ভগবানেরই স্বরূপ॥

এই বিষয় নারদপঞ্চরাত্রে অষ্টাক্ষর মন্ত্র উদ্দেশ করিয়া স্পষ্টরূপে কথিত হইয়াছে যথা॥

সাক্ষাৎ নারায়ণ ভগবান্‌ই স্বয়ং অষ্টাক্ষর স্বরূপে মুখ সকলে বিরাজিত হয়েন॥

প্রণব উদ্দেশ করিয়া মাণ্ডুক্য উপনিষদে বর্ণিত আছে॥

প্রণবোহি পরং ব্রহ্ম প্রণশ্চ পরং স্মৃতং।
অপূর্ব্বোহনন্তরো বাহ্যো ন পরঃ প্রণবো যতঃ।
সর্ব্বস্য প্রণবো হ্যাদির্ম্মধ্যমন্তস্তথৈব চ।
এবং হি প্রণবং জ্ঞাত্বা ব্যশ্নুতে তদনন্তরং।
প্রণবং হীশ্বরং বিদ্যাৎ সর্ব্বস্য হৃদয়ে স্থিতং।
সর্ব্বব্যাপিনমোঙ্কারং মত্বা ধীরো ন শোচতি।
অমাত্রোহনন্তমাত্রশ্চ দ্বৈতস্যোপশমঃ শিবঃ।
ওঙ্কারো বিদিতো যেন স মুনির্নেতরো জন ইতি॥

ওঁ কারই এই সমুদায় জগৎ, ওঁ কারই এই সমুদায় অক্ষর॥

প্রণবই পরম ব্রহ্ম, প্রণবই শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হইয়াছে। প্রণবের পূর্ব্ব নাই, প্রণবের মধ্য নাই, প্রণবের শেষ নাই ও প্রণবের পর নাই, যে হেতু প্রণবই সকলের আদি, প্রণবই সকলের মধ্য এবং প্রণবই সকলের অন্ত। এই প্রকার প্রণবকে জানিয়াই তাহার পর মোক্ষ প্রাপ্তি হয়। প্রণবকেই ঈশ্বর জানিবে, এই ওঙ্কারকে সকলের হৃদয়স্থ ও সর্ব্বব্যাপি রূপে জানিতে পারিলে ধীরব্যক্তিকে আর শোক করিতে হয় না॥

অপর এই প্রণবের মাত্রা নাই কিন্তু ইহা অসংখ্য মাত্রা স্বরূপ, সংসারনাশক ও মঙ্গলময়। যে ব্যক্তি এই ওঙ্কার কে জানিতে পারেন তিনি মুনি, ইতর ব্যক্তি নহেন॥

নতু পরমেশ্বরস্যৈব তদ্যোগ্যতাসম্ভবাদ্বর্ণমাত্রস্য তথোক্তিঃ স্তুতিরূপৈবেতি মন্তব্যং। অবতারান্তরবৎ পরমেশ্বরস্যৈব বর্ণরূপেণাবতারোঽয়মিত্যস্মিন্নর্থে তেনৈব শ্রুতিবলেনাঙ্গীকৃতে তদভেদেন তৎসম্ভবাৎ। তস্মাৎ নামনামিনোরভেদ এব ॥ ৩২ ॥

তদুক্তং পাদ্মে ॥

নামচিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তো ঽভিন্নত্বান্নামনামিনোরিতি ॥

অস্যার্থঃ ॥

অহে! পরমেশ্বরের ন্যায় তত্তদ্বিষয়ের যোগ্যতা হেতু বর্ণমাত্রের যে ঐ প্রকার উক্তি ইহা স্তুতি রূপ বলিয়া মানিবা না। নাম পরমেশ্বরেরই অবতারের ন্যায় বর্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এই অর্থ পূর্ব্বোক্ত শ্রুতি বল দ্বারা অঙ্গীকার করায় পরমেশ্বরের সহিত নামের অভেদ হইল। অতএব নাম ও নামির অর্থাৎ কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণ নাম এই দুইয়ের পরস্পর ভেদ নাই অর্থাৎ যেমন নামী তদ্রূপ নামেরও শক্তি ॥৩২

এই বিষয় পদ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে যথা ॥

নাম চিন্তামণি এবং কৃষ্ণ চৈতন্য রসময় বিগ্রহ, পূর্ণ, শুদ্ধ ও নিত্য মুক্ত, এই হেতু নাম ও নামী ভিন্ন নহেন ॥

তাৎপর্য্য। সর্ব্বার্থ প্রদত্ব হেতু নামই চিন্তামণি। কেবল

নাম্নৈব চিন্তামণিঃ সর্ব্বার্থদাতৃত্বাৎ। ন কেবলং তাদৃশমেব অপিতু চৈতন্যেত্যাদি লক্ষণো যঃ কৃষ্ণঃ সএব সাক্ষাৎ। তত্র হেতুরভিন্নত্বাদিতি। নতু তথাবিধনামাদিকং পুরুষেন্দ্রিয়জন্যং ভবতি। বেদমাত্রস্য ভগবতৈব পুরুষেন্দ্রিয়াদিম্বাবির্ভাবনাৎ ॥ ৩৩ ॥

যথোক্তমেকাদশে শ্রীভগবতা। শব্দব্রহ্ম সুদুর্ব্বোধমিত্যারভ্য।

ময়োপবৃংহিতং ভূম্না ব্রহ্মণাঽনন্তশক্তিনা।

তাদৃশ নহেন পরন্তু চৈতন্য ইত্যাদি লক্ষণ যে কৃষ্ণ তিনিই সাক্ষাৎ নাম, তাহার কারণ এই যে নাম নামিতে ভেদ নাই।

অহে! এমত আশঙ্কা করিও না যে ঐ প্রকার নামাদি পুরুষের ইন্দ্রিয়জন্য হয়, যে হেতু পুরুষের ইন্দ্রিয় সকলে ভগবান্‌ই বেদ মাত্রের আবির্ভাব করিয়া দেন ॥ ৩৩ ॥

১১ স্কন্ধে ২১ অধ্যায়ে শব্দব্রহ্ম সুদুর্ব্বোধ এই ৩৬ শ্লোক আরম্ভ করিয়া ৩৭ শ্লোক পর্য্যন্ত ভগবান্ উদ্ধবকে কহিয়াছেন যথা ॥

হে উদ্ধব! প্রাণেন্দ্রিয় মনোময় রূপ, অথচ দুর্জ্ঞেয়, দেশকাল পরিচ্ছেদ শূন্য, শব্দ ব্রহ্ম গম্ভীর সমুদ্রের ন্যায় অতি দুর্ব্বিগাহ্য ॥

অনন্ত শক্তি রূপ, তথা ব্রহ্ম রূপ আমা কর্ত্তৃক উপবৃংহিত

ভূতেষু ঘোররূপেণ বিষেষ,র্ণৈব লক্ষ্যত ইতি ॥ ৩৪ ॥

দ্বাদশস্য ষষ্ঠে বেদব্যাসনপ্রসঙ্গে।

ক্ষীণায়ুষ ইত্যাদেঃ। টীকাচ ॥

তর্হি পুরুষবুদ্ধিপ্রভবত্বান্নাদরণীয়ং স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ হৃদি-স্থাচ্যুতচোদিতা বৃত্তিঃ ॥ ৩২ ॥

কস্মৈ যেন বিভাষিতোঽয়মিত্যাদৌ তদ্রূপেণেত্যাদি-

অর্থাৎ বর্দ্ধিত সর্ব্বভূতে নাদ রূপে অবস্থিত আমার সূক্ষ্ম রূপকে মৃণাল তন্তুর ন্যায় লক্ষিত করেন ॥ ৩৪ ॥

দ্বাদশস্কন্ধের ৬ অধ্যায়ে ৪২ শ্লোকে

বেদবিভাগ প্রসঙ্গে ॥

"ক্ষীণায়ুষঃ ক্ষীণসত্ত্বান্ দুর্ম্মেধান্ বীক্ষ্য কালতঃ।

বেদান্ ব্রহ্মর্ষয়ো ব্যস্যন্ হৃদিস্থাচ্যুতচোদিতাঃ" ॥

তাৎপর্য্য। মহর্ষিগণ কাল সহকারে লোক সকলকে ক্ষীণায়ুঃ দুর্ব্বুদ্ধি ও হীনবল দেখিয়া হৃদয়স্থ অন্তর্যামি কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া বেদ সকলকে বিভক্ত করিলেন ॥

এই শ্লোকে শ্রীধরস্বামির টীকা। যদি বল বেদ পুরুষ-বুদ্ধিপ্রভব অতএব আদরণীয় হইতে পারে না, এরূপ আশঙ্কা করিও না, ঋষিগণ হৃদয়স্থ অন্তর্যামি কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া বেদ সকলকে বিভক্ত করিয়াছেন ॥ ৩৫ ॥

দ্বাদশ স্কন্ধে ১৩ অধ্যায়ে ১৪ শ্লোকে শ্রীসূত কহিয়াছেন যথা ॥

"কস্মৈ যেন বিভাষিতোঽয়মতুলো জ্ঞানপ্রদীপঃ পুরা

বৎ। এতৎ সর্ব্বমভিপ্রেত্য গর্ভস্তুতাবুক্তং ॥

ন নামরূপে গুণকর্ম্মজন্মভি-
র্নিরূপিতব্যে তব তস্য সাক্ষিণঃ।
মনোবচোভ্যামনুমেয়বর্ত্মনো
দেব ক্রিয়ায়াং প্রতিযন্ত্যথাঽপিহীতি ॥ ৩৬ ॥

তদ্রূপেণ চ নারদায় মুনয়ে কৃষ্ণায় তদ্রূপিণা।
যোগীন্দ্রায় তদাত্মনাচ ভগবদ্রাতায় কারুণ্যত-
স্তচ্ছুদ্ধং বিমলং বিশোকমমৃতং সত্যং পরং ধীমহি" ॥

তাৎপর্য্য। পূর্ব্বকালে যিনি এই অতুল্য জ্ঞানপ্রদীপ ব্রহ্মার নিকট প্রকাশ করিয়াছেন, পরে নারদ মুনিকে ও কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে এবং যোগীন্দ্র শুকদেবকে আর বিষ্ণুরাত পরীক্ষিৎকে যিনি কৃপা করিয়া উপদেশ দিয়াছেন সেই শুদ্ধ নির্ম্মল শোক রহিত অমৃত পরম সত্যকে আমরা ধ্যান করি ॥

এই সমুদায়ের অভিপ্রায়ে ১০ স্কন্ধের ২ অধ্যায়ে ৩৬ শ্লোকে গর্ভস্তুতিতে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে যথা ॥

ভগবন্! গুণ কর্ম্ম ও জন্ম দ্বারা আপনকার নাম রূপ নিরূপণ হয় না, কারণ আপনকার বর্ত্ম, মনঃ ও বাক্যের অনুমেয় মাত্র কিন্তু মনঃ ও বচনের গোচর নহে, যে হেতু আপনি তাহারও সাক্ষী। তথাপি হে দ্যুতিমন্! উপাসক গণ উপাসনাদি ক্রিয়াযোগে আপনাকে সাক্ষাৎ দর্শন করিতে পান এরূপ প্রসিদ্ধ আছে ॥ ৩৬ ॥

তথা রূপস্যাপি বৈলক্ষণ্যং স্বপ্রকাশতা লক্ষণস্বরূপশক্তে রাবির্ভাবিত্বং। তচ্চ পূর্ব্বং দর্শিতং।

অতএব দ্বিতীয়ে ॥

আত্মতত্ত্ব বিশুদ্ধ্যর্থং যদাহ ভগবানৃতং।

ব্রহ্মণে দর্শয়ন্ রূপমব্যলীকব্রতাদৃত ইত্যত্র টীকা।

যচ্চোক্তমষ্টমাধ্যায়ে পরমেশ্বরস্যাপি দেহসম্বন্ধাবিশেষাৎ কথং তদ্ভক্ত্যা মোক্ষঃ স্যাদিতি। আসীদ্যদুদরাৎ পদ্ম

ঐ প্রকার রূপেরও যে বৈলক্ষণ্য তাহা স্বরূপ শক্তিদ্বারাই আবির্ভাব জানিতে হইবে। এ বিষয় পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে ॥

অতএব দ্বিতীয় স্কন্ধের ৯ অধ্যায়ে ৪ শ্লোকে শ্রীশুক বাক্য যথা ॥

হে রাজন্! ভগবান্ হরি অকপট তপস্যায় তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মাকে আপনার সত্য ও চিন্ময়রূপ প্রদর্শনপূর্ব্বক যে তপস্যাদ উপাসনা কহিয়াছিলেন, জীবের তত্ত্ব-জ্ঞানার্থ তাহাই আবশ্যক। মহারাজ! ভগবানের যে মূর্ত্তির কথা কহিলাম তাহা যোগমায়া দ্বারা হইয়া থাকে, ঐ মুর্ত্তি জ্ঞান ঘন লীলাবিগ্রহ মাত্র, কিন্তু জীবের দেহ সম্বন্ধ অবিদ্যা দ্বারা অযথার্থ রূপে কল্পিত অতএব ঐ মূর্ত্তি উপাসনা দ্বারা জীবের মোক্ষ হওয়া অযৌক্তিক নহে ॥

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামী লিখিয়াছেন যথা ॥

২ স্কন্ধের ৮ অধ্যায়ে ৭ শ্লোকে ॥

মিত্যাদিনা তত্রাহ আত্মতত্ত্ববিশুদ্ধ্যর্থমিতি। আত্মনো জীবস্য তত্ত্ববিশুদ্ধ্যর্থং তত্ত্বজ্ঞানার্থং তদ্ভবেদেব কিং তৎ। যত্তপ আদিনা স্বভজনং ভগবান্‌ ব্রহ্মণে আহ। কিং কুর্ব্বন্‌ ঋতং সত্যং চিদ্ঘনরূপং দর্শয়ন্‌। দর্শনে হেতুঃ অব্যলী-

---

"আসীদ্যতুদরাৎপদ্মং লোকসংস্থানলক্ষণং।
যাবানয়ং বৈ পুরুষ ইয়ত্তাবয়বৈঃ পৃথক্‌।
তাবানসাবিতি প্রোক্তঃ সংস্থাবয়ববানিব" ॥

তাৎপর্য্য। রাজা পরীক্ষিৎ শুকদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রহ্মন্‌! যে নাভিপদ্ম হইতে ঐ সমস্ত লোক হয় সেই পদ্ম যাঁহার উদর হইতে হইয়াছিল সেই ঈশ্বর যদি স্বপরিমিত অবয়ব যুক্ত লৌকিক পুরুষের তুল্য আপনার পরিমাণানুরূপ অবয়ব সংস্থান বিশিষ্ট হইলেন তবে তাঁহাতে ও লৌকিক পুরুষে প্রভেদ কি? ॥

এই যাহা উক্ত হইয়াছে এতদ্দ্বারা পরমেশ্বরেরও দেহ সম্বন্ধের অবিশেষ হেতু কি প্রকারে তাঁহার ভক্তিদ্বারা মোক্ষ হইবে, এই বিরোধের সমাধান পূর্ব্বক কহিতেছেন "আত্মতত্ত্ব-বিশুদ্ধ্যর্থ মিতি"। অর্থাৎ আত্ম শব্দে জীব, তাঁহার তত্ত্বশুদ্ধির (তত্ত্বজ্ঞানের) নিমিত্ত তাহাই হইয়া থাকে। যদি বল তাহা কি?। উত্তর, ভগবান্‌ যাহা তপস্যা আদি দ্বারা স্বীয় ভজন ব্রহ্মাকে কহিয়াছিলেন তাহাই। যদি বল কি করিয়া বলিয়াছিলেন, উত্তর। আপনার সত্য চিদ্ঘন রূপ দর্শন করাইয়া।

কেন তপসাদৃতঃ সেবিতঃ সন্ ॥ ৩৭ ॥

অয়ং ভাবঃ ।

জীবস্যাবিদ্যয়া মিথ্যারূপ দেহ সম্বন্ধঃ । ঈশ্বরস্যতু যোগ-মায়া চিদ্ঘন বিগ্রহাবির্ভাব ইতি মহান্ বিশেষঃ অত-স্তদ্ভজনে মোক্ষোপপত্তিরিত্যেষা। অতএব সত্বং ত্রিলোক-

দর্শনের প্রতি কারণ এই । অকপট তপস্যায় সেবিত হইয়া দর্শন দিয়াছিলেন ॥ ৩৭ ॥

ইহার ভাবার্থ এই ॥

জীবের অবিদ্যা দ্বারা মিথ্যারূপ দেহ সম্বন্ধ । আর ঈশ্বরের যোগমায়া দ্বারা চিদ্ঘন বিগ্রহের আবির্ভাব, এই মহান্ বিশেষ, অতএব পরমেশ্বর ভজনে মোক্ষ প্রাপ্তি হইয়া থাকে ॥

অতএব ১০ স্কন্ধের ৩ অধ্যায়ের ১৭ । ১৮ এই দুই শ্লোকে শ্রীবসুদেবই সমাধান করিবেন ॥ যথা ॥

"সত্বং ত্রিলোকস্থিতয়ে স্বমায়য়া
বিভর্ষি শুক্লং খলু বর্ণমাত্মনঃ ।
সর্গায় রক্তং রজসোপবৃংহিতং
কৃষ্ণঞ্চ বর্ণং তমসা জনাত্যয়ে ॥
ত্বমস্য লোকস্য বিভো রিরক্ষিষু-
র্গৃহেঽবতীর্ণোঽসি মমাখিলেশ্বর ।
রাজন্যসংজ্ঞাঽসুরকোটি যূথপৈ-

স্থিতয়ে ইত্যাদি পদ্যদ্বয়ে শ্রীমদানকদুন্দুভিনা সমাহিতং ॥ ৩৮ ॥

অত্র হ্যয়মর্থঃ ॥

সপ্রপঞ্চস্য সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তা ত্বং ত্রিলোকস্থিতয়ে যদা তস্য স্থিতিমিচ্ছসি তদা স্বমায়য়া স্বাশ্রিতয়া মায়য়া শক্ত্যা কৃত্বা আত্মনঃ শুক্লং বর্ণং স্বেন সৃষ্টাং ধর্ম্মপরাং

নির্ব্বূহ্যমানা নিহনিষ্যসে চমূঃ ॥

প্রভো ! আপনি উক্ত রূপ হইয়াও ত্রিলোকীর পালনার্থ স্বীয় মায়া দ্বারা শুক্লবর্ণ ধারণ করেন, সৃষ্টি নিমিত্ত রজোগুণান্বিত রক্তবর্ণ গ্রহণ করেন। অপর প্রলয় সময়ে তমোগুণদ্বারা কৃষ্ণবর্ণ স্বীকার করিয়া থাকেন ॥

হে অখিলেশ্বর ! হে বিভো ! আপনি এই সমস্ত লোকের রক্ষা ইচ্ছা করিয়া আমার আলয়ে কৃষ্ণবর্ণ হইয়া অবতীর্ণ হইলেন, অতএব রাজন্য নামক কোটি কোটি অসুর যূথপতির সহিত যে সকল সেনা ইতস্ততঃ পরিচালিত হইতেছে সাধু জনের রক্ষার্থ আপনি তাহাদিগকে বধ করিবেন সন্দেহ নাই ॥ ৩৮ ॥

এস্থলে এই অর্থ ॥

জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তা সেই আপনি ত্রিলোকের স্থিত নিমিত্ত যখন জগতের স্থিতি ইচ্ছা করেন, তখন নিজ মায়া অর্থাৎ নিজাশ্রিত মায়া শক্তিদ্বারা আপনার শুক্লবর্ণ

বিপ্রাদিজাতিং বিভর্ষি পালয়সি অত্র সত্ত্বময্যেব স্বমায়া জ্ঞেয়া নিকৃষ্টত্বাদুপযুক্তত্বাচ্চ অথ যদা সর্গমিচ্ছসি তদা রজসা রজোময্যা স্বমায়য়া কৃত্বা উপবৃংহিতং রক্তং কামিনং বিপ্রাদি বর্ণং বিভর্ষি। যদাচ জনাত্যয়মিচ্ছসি তদা তমোময্যা কৃত্বা কৃষ্ণং মলিনং পাপরতং তং বিভর্ষি। অথবা যদা স্থিতিমিচ্ছসি তদা আত্মনঃ শ্রীবিষ্ণুরূপস্য শুক্লং শুদ্ধং গুণসঙ্গ রহিতমিত্যর্থঃ॥ শিবব্রহ্মবত্তস্য তৎসঙ্গাভাবাৎ।৩৯ তথৈব সিদ্ধান্তিতং শ্রীশুকদেবেন॥

অর্থাৎ নিজসৃষ্ট ধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণাদি জাতিকে পালন করেন। এস্থলে সত্ত্বময়ী নিজ মায়াই জানিতে হইবে, যেহেতু তাহার নিকৃষ্টত্ব ও উপযুক্তত্ব আছে॥

অপর আপনি যখন সৃষ্টি করেন, সেই সময় রজঃ অর্থাৎ রজোময়ী স্বীয় মায়া দ্বারা রজোগুণান্বিত অনুরক্ত কামি ব্রাহ্মণাদি বর্ণকে ধারণ করেন। আর যখন জনসমূহের বিনাশ ইচ্ছা করেন তখন তমোময়ী স্বীয় মায়া দ্বারা কৃষ্ণ অর্থাৎ মলিন পাপরত সেই ব্রাহ্মণাদিকে স্বীকার করে। অথবা যখন স্থিতি ইচ্ছা করেন তখন নিজ বিষ্ণুরূপের শুক্ল অর্থাৎ শুদ্ধ গুণসঙ্গ রহিত বর্ণ গ্রহণ করেন যে হেতু শিব ব্রহ্মার ন্যায় বিষ্ণু মূর্ত্তির গুণ সঙ্গের অভাব আছে॥ ৩৯॥

এই রূপই শ্রীশুকদেব সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ১০ স্কন্ধের

শিবঃ শক্তিযুক্তঃ শশ্বত্রিলিঙ্গো গুণসংবৃত ইত্যাদৌ হরিহি র্নিগুর্ণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পর ইত্যাদি। অতএব। চন্দ্রিকা বিশদস্মেরৈঃ সারুণাপাঙ্গ বীক্ষিতৈঃ। স্বকার্থানা-

৮৮ অধ্যায়ে দ্বিতীয় ও চতুর্থ শ্লোকে যথা॥

"শিবঃ শক্তিযুক্তঃ শশ্বৎ ত্রিলিঙ্গোগুণসংবৃতঃ।
বৈকারিকস্তৈজসশ্চ তামসশ্চেত্যহং ত্রিধা॥
হরিহি র্নিগুর্ণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
স সর্ব্ব দৃগুপদ্রষ্টা তং ভজন্ নিগুর্ণোভবেৎ॥

শুকদেব কহিলেন, রাজন্! শিব সর্বদা শক্তিযুক্ত, ত্রিলিঙ্গ ও গুণসংবৃত। যেহেতু অহঙ্কার তিন প্রকার অর্থাৎ বৈকারিক, তৈজস ও তামস, সেই জন্যই শিবকে ত্রিলিঙ্গ বলা যায়॥

অপর হরি সাক্ষাৎ নিগুর্ণ পুরুষ, প্রকৃতির পর ও সর্ব্ব-সাক্ষী তাঁহাকে ভজনা করিলেই নিগুর্ণত্ব প্রাপ্তি হয়॥

অতএব ১০ স্কন্ধের ১৩ অধ্যায়ে ৪৫ শ্লোকে উক্ত হই-য়াছে॥

চতুর্ভুজ রূপধারী সেই সকল বাল-বৎসই চন্দ্রিকার ন্যায় বিশদ হাস্য তথা অরুণবর্ণ যুক্ত অপাঙ্গ দর্শন দ্বারা রজ ও সত্বগুণে আপন আপন ভক্তদিগের মনোরথ সকলের স্রষ্টা ও পালক তুল্য প্রকাশ পাইতেছিলেন। অর্থাৎ সত্ব গুণবৎ বিশদস্মিত দ্বারা পালকের ন্যায় এবং রজোগুণবৎ অরুণগুণ-

শিব রজঃ সত্ত্বাভ্যাং স্রষ্টৃপালকা ইত্যত্র সাত্ত্বিকত্ব রাজসত্বে উৎপ্রেক্ষিতে এব। নতু বস্তুতয়া নিরূপিতে বর্ণং রূপং নতু কান্তিমাত্রং। গুণময়ত্ব স্বীকারেঽপি তত্তদ্গুণ ব্যঞ্জকাকারস্যাপ্যপেক্ষত্বাৎ। নতু শ্বেতং বর্ণমিতি ব্যাখ্যেয়ং ॥ ৪০ ॥

শ্রীবিষ্ণুরূপস্য পালনার্থং গুণাবতারস্য পরমাত্মসন্দর্ভে ক্ষীরোদশায়িত্বেন স্থাপয়িষ্যমাণত্বাৎ তত্র তত্র শ্যামত্বে নাতিপ্রসিদ্ধেঃ। জনাত্যয় হেতোরুদ্রস্য শ্বেততাঽতি-

---

দ্বারা স্রষ্টার ন্যায় হইয়া তাদৃশ কটাক্ষে উদ্যোতিত হইতেছিলেন ॥

এস্থলে সাত্ত্বিকত্ব ও রাজসত্ব উৎপ্রেক্ষিত হইয়াছে। বস্তুরূপে নিরূপিত হয় নাই। বর্ণ শব্দে রূপ কিন্তু কান্তি মাত্র নহে। কেন না গুণময়ত্ব স্বীকার করিলেও সেই গুণ প্রকাশক আকারেরও অপেক্ষা হইত। পরন্তু শ্বেতবর্ণ ইহা বলিয়া ব্যাখ্যা করেন নাই ॥ ৪০ ॥

পালন নিমিত্ত গুণাবতার শ্রীবিষ্ণুরূপের পরমাত্মসন্দর্ভে ক্ষীরোদশায়িত্ব রূপে স্থাপন করা হইবে অতএব সেই সেই মূর্ত্তিত্বে শ্যামত্ব বলিয়া অতিশয় প্রসিদ্ধ আছে ॥

জন সকলের বিনাশের হেতু যে রুদ্র তাঁহার শ্বেতবর্ণত্বই অতিশয় প্রসিদ্ধ, একারণ তাঁহার বৈপরীত্য আপতিত হইয়াছে ॥

প্রসিদ্ধা তদ্বৈপরীত্যাপাতাৎ।
তথৈবহি গোভিল সন্ধ্যোপাসনায়াং।
অতোহত্র ব্রহ্মণোহপি ন শোণবর্ণত্বে তাৎপর্য্যং॥
নচ তত্তদ্গুণানাং তত্তদ্বর্ণনিয়মঃ পরম তামসানাং বকাদীনাং শুক্লত্ব দর্শনাৎ। সাত্ত্বিকগুণোপাস্যানাং শ্রীবাদরায়ণ শুকাদীনাং শ্যামত্ব শ্রবণাৎ॥ ৪১॥
স্বমায়য়া ভক্তেষু কৃপয়া মায়াদম্ভে কৃপায়াঞ্চেতি বিশ্ব-প্রকাশাৎ। বিভর্ষি জগতি ধারয়সীত্যর্থঃ॥
রক্তং রজোময়ত্বেন সিসৃক্ষাদি রাগবহুলং।
কৃষ্ণং তমোময়ত্বেন স্বরূপপ্রকাশরহিতমিত্যর্থঃ।

উক্তরূপই গোভিলসন্ধ্যোপাসনায় বর্ণিত আছে। অতএব এস্থলে ব্রহ্মারও রক্তবর্ণত্বে তাৎপর্য্য নাহে। যাহা হউক সত্ত্ব রজঃ তমো গুণ সকলের শুক্ল, রক্ত ও কৃষ্ণবর্ণের নিয়ম নাই, যেহেতু পরম তামস বকপ্রভৃতির শুক্লবর্ণত্ব দেখা যাইতেছে। আর সাত্ত্বিকগুণের উপাস্য শ্রীবেদব্যাস শুকপ্রভৃতির শ্যাম-বর্ণত্ব শ্রুত আছে॥ ৪১॥

অপিচ পূর্ব্বোক্ত "সত্ত্বং ত্রিলোকস্থিতয়ে স্বমায়য়া" এই শ্লোকে যে স্বমায়া শব্দ প্রয়োগ হইয়াছে, তাহার অর্থ ভক্ত সকলের প্রতি কৃপা। যেহেতু বিশ্বপ্রকাশকোষে মায়া শব্দে দম্ভ ও কৃপা কহিয়াছেন। বিভর্ষি ক্রিয়ার অর্থ জগতে ধারণ করিয়াছেন। রক্তশব্দের অর্থ রজোগুণ স্বরূপ প্রযুক্ত সৃষ্টি করণের ইচ্ছা প্রভৃতি বহুতর অভিলাষ। আর কৃষ্ণ শব্দের

পার্থিবাদ্দারুণো ধূমস্তস্মাদগ্নিস্ত্রয়ীময়ঃ ।

তমসস্তু রজস্তস্মাৎ সত্ত্বং যদ্ব্রহ্ম দর্শনমিত্যুক্তেঃ ॥ ৪২ ॥

নন্বু কথমন্যার্থেনৈব বাক্যেন লোকভ্রামকং বর্ণয়সি যতঃ সম্প্রতি জনাত্যয়ার্থং কৃষ্ণোঽয়ং বর্ণো ময়া গৃহীত ইত্যাযাতি তদেতদাশঙ্ক্য পরিহরন্নাহ ত্বমস্যেতি । নির্বূহ্যমানা

অর্থ তমোময়ত্ব প্রযুক্ত স্বরূপের প্রকাশ রহিত ॥

যেহেতু ১ স্কন্ধের ২ অধ্যায়ে ২৪ শ্লোকে শ্রীসূত কহিয়াছেন ॥

কেন না প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হইতেছে, পার্থিব অর্থাৎ প্রবৃত্তি ও প্রকাশ রহিত কাষ্ঠ হইতে ধূম শ্রেষ্ঠ, কারণ তাহার প্রবৃত্তি স্বভাব অর্থাৎ গমন শক্তি আছে, ঐ ধূম অপেক্ষা আবার ত্রয়ীময় অগ্নি শ্রেষ্ঠ, কারণ তাহা ধর্ম্মসাধক এই দৃষ্টান্তে তমোগুণ অপেক্ষা রজোগুণ শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা সত্ত্বগুণ প্রধান, যেহেতু সত্ত্ব সাক্ষাৎ ব্রহ্মদর্শক অতএব তত্তদ্গুণোপাধি হরি বিরিঞ্চি হর প্রভৃতিরও অপেক্ষাকৃত বৈশিষ্ট্য হইল ॥ ৪২ ॥

অহে ! অন্যার্থ রূপ বাক্যদ্বারা কেন লোকের ভ্রমজনক বর্ণন করিতেছ ? যেহেতু সম্প্রতি আমি জনসকলের বিনাশ নিমিত্ত এই কৃষ্ণবর্ণ গ্রহণ করিয়াছি এই অর্থ উপস্থিত হইতেছে, অতএব এই আশঙ্কার পরিহারপূর্ব্বক কহিতেছেন । "ত্বমস্যেতি" ইত্যাদি ১০ স্কন্ধের ৩ অধ্যায়ে ১৮ শ্লোকে ।

ইতস্ততশ্চাল্যমানাঃ ॥

অয়ং ভাবঃ আস্তাং তাবদ্‌ব্রহ্মঘনত্ব শুদ্ধ সত্ত্বময়ত্ব বোধকং প্রমাণান্তরং। গুণানুরূপ রূপাঙ্গীকারেঽপি যথা প্রলয়স্য দুঃখমাত্র হেতুত্বাৎ সুষুপ্তিরূপত্বাচ্চ তত্র তদর্থাবসরো ভবতি। তথাঽস্য তু কালস্য তৎকৃত রক্ষয়া জগৎসুখ হেতুত্বাৎ তমোময়াসুরবিনাশযোগ্যত্বাত্তেষ'মসুরাণামপি

"নির্ব্যূহ্যমানা" ইহার অর্থ ইতস্ততঃ চাল্যমানা ॥

ইহার তাৎপর্য্য এই। শুদ্ধ-সত্ত্বময়ত্ব ব্রহ্ম ঘনত্ববোধক অন্য প্রমাণ এক্ষণে থাকুক, গুণানুরূপ রূপের অঙ্গীকারেও যেমন প্রলয়ের দুঃখমাত্র হেতুত্ব এবং সুযুপ্তি রূপত্ব প্রযুক্ত সেই প্রলয়ের ঐ প্রকার অর্থের অর্থাৎ গুণানুরূপ অঙ্গীকারের অবসর হয় তদ্রূপ এই স্থিতি কালের তৎকর্ত্তৃক কৃত রক্ষা-দ্বারা জগতের সুখ হেতুত্ব প্রযুক্ত তমোময় অসুর সকলের বিনাশ যোগ্যত্ব হেতু তৎসমুদায় অসুরদিগেরও বিনাশচ্ছলে সর্ব্বগুণাতীত মোক্ষস্বরূপ প্রসন্নতার লাভ জন্য সেই গুণানু-রূপরূপের অঙ্গীকার নিমিত্ত অবসর হয় না। সৈন্ধব আনয়ন কর ইহার ন্যায়; অর্থাৎ কেহ ভোজন কালে সৈন্ধব আনয়ন কর এই বাক্য প্রয়োগ করিলে তাহাকে যেমন লবণ আনিয়া দিতে হয়, আর গমন কালে সুসজ্জিত হইয়া সৈন্ধব আনয়ন কর প্রয়োগ করিলে তাহাকে যেমন ঘোটক আনিয়া দিতে হয়, সেইরূপ স্থিতিকালে সকলের হিতাচরণ নিমিত্ত ভগবান্

হননব্যাজেন সর্ব্বগুণাতীত মোক্ষাত্মকপ্রসাদলাভাত্তদর্থা-
বসরো ন ভবতি সৈন্ধবমানয়েতিবৎ ॥ ৪৩ ॥

তথৈবোক্তং ॥

জয়কালে তু সত্ত্বস্য দেবর্ষীন্ রজসোঽসুরান্।
তমসো যক্ষ রক্ষাংসি তৎ কালানুগুণেঽভজদিতি ॥

তস্মান্ন তমঃকৃতোঽয়ং বর্ণঃ রজঃসত্ত্বাভ্যাং রক্তশুক্লা
বেব ভবত ইতি তু প্রতিপূর্ব্বপক্ষিমতং। ততশ্চ পারি-
শেষ্য প্রমাণেন স্বরূপশক্তিব্যক্তিত্বমেবাত্রাপি পর্য্যবস্য-

অবতীর্ণ হইয়া যে সকল অসুরকে সংহার করেন তাহা অহিত নয়। কেন না বিনাশচ্ছলে তাহাদিগকে পরমহিতস্বরূপ মোক্ষ প্রদান করেন ॥ ৪৩ ॥

এইরূপ ৭ স্কন্ধে ১ অধ্যায়ে ৮ শ্লোকে শ্রীশুকদেব রাজা পরীক্ষিৎকে কহিয়াছেন ॥

রাজন্! সত্ত্বগুণ আপনার বৃদ্ধি সময়ে দেব ও ঋষিগণকে ভজনা করে অর্থাৎ তত্তদ্দেহে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে বর্দ্ধিত করিয়া থাকে, সেইরূপ রজোগুণ আপনার বৃদ্ধিকালে অসুরদিগকে এবং তমোগুণ স্বীয় উন্নতি সময়ে কালের অনু-গুণ হইয়া যক্ষ রাক্ষস প্রভৃতিকে অবলম্বন করে ॥

অতএব এই বর্ণ তমঃকৃত গুণদ্বারা রক্ত ও শুক্লবর্ণ হয় ইহাও প্রতিপূর্ব্বপক্ষীয় মত।

সেই কারণে পারিশেষ্য প্রমাণ দ্বারা স্বরূপ শক্তির প্রকাশ-

তীতি ভাবঃ ॥ ৪৪ ॥

তথৈব তমেবার্থং শ্রীদেবকীদেব্যপি সংভ্রমেণ প্রাগেব বিবৃতবতী রূপং যত্তৎ প্রাহুরব্যক্তমাদ্যমিতি ॥ ৪৫ ॥

অথ প্রকৃতমনুসরামঃ ॥

তথা গুণস্য বৈলক্ষণ্যমাত্মারামাণামপ্যাকর্ষণলিঙ্গগম্যা-

ত্বই এই কৃষ্ণরূপে পর্য্যবসান হইল ॥ ৪৪ ॥

এই প্রকার অর্থকেই শ্রীদেবকীদেবীও সম্ভ্রমদ্বারা পূর্ব্বেই বিস্তার করিয়াছেন ॥

১০ স্কন্ধের ৩ অধ্যায়ে ২১ শ্লোকে শ্রীদেবকী বাক্য যথা ॥

"রূপং যত্তৎ প্রাহুরব্যক্তমাদ্যং
ব্রহ্মজ্যোতির্নির্গুণং নির্ব্বিকারং।
সত্বামাত্রং নির্ব্বিশেষং নিরীহং
স ত্বং সাক্ষাদ্বিষ্ণুরধ্যাত্মদীপঃ" ॥

তাৎপর্য্য। দেবকী কহিলেন, ভগবন্! বেদ সকলে যাঁহাকে অনির্ব্বচনীয় কার্য্য কল্প বস্তু বলিয়া বর্ণন করেন অর্থাৎ যাঁহাকে নিরীহ (সান্নিধ্যমাত্রে কারণ) নির্ব্বিশেষ, সত্তামাত্র, নির্ব্বিকার, নির্গুণ, জ্যোতিঃ স্বরূপ, বৃহৎ, আদ্য অর্থাৎ মূল কারণ বলিয়া থাকেন আপনি সেই বস্তু সাক্ষাৎ বিষ্ণু, অধ্যাত্ম দীপ, অর্থাৎ বুদ্ধ্যাদিকারণ সমূহের প্রকাশক অতএব আপনকার আশঙ্কা নাই ইত্যাদি ॥ ৪৫ ॥

এক্ষণে প্রকৃত বাক্যের অনুসরণ করি ॥

দ্ভুতরূপত্বং ॥

তদযথা শ্রীসূতোক্তৌ ॥

আত্মারামাশ্চ মুনয়োনিগ্রর্ন্থা অপ্যুরুক্রমে।

কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থংভূতগুণো হরিঃ ॥

হরের্গুণাক্ষিপ্তমতির্ভগবান্ বাদরায়ণিঃ।

অধ্যগান্মহদাখ্যানং নিত্যং বিষ্ণুজনপ্রিয় ইতি ॥ ৪৬ ॥

অতএবোক্তং বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ॥

ঐ প্রকার শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তির গুণেরও বৈলক্ষণ্য আছে। যেহেতু আত্মারামগণকেও আকর্ষণ করিয়া থাকেন এই চিহ্নদ্বারা অদ্ভুত রূপ বোধ হইতেছে ॥

এই বিষয় ১ স্কন্ধে ৭ অধ্যায়ে ১০। ১১ শ্লোকে শ্রীসূত বাক্য যথা ॥

আত্মারাম মুনি সকলের কোন প্রকার হৃদয় গ্রন্থি না থাকিলেও তাঁহারাও উরুক্রম শ্রীকৃষ্ণে ফলাভিসন্ধি রহিতা ভক্তি করিয়া থাকেন, হরির এতাদৃশ অসাধারণ গুণ যে মুক্ত অমুক্ত সকলেই তদর্থ সমুৎসুক হয়েন ॥

বিষ্ণুভক্ত প্রিয় ভগবান্ ব্যাস নন্দন হরির গুণে আকৃষ্ট হৃদয় হইয়াই এই শ্রীমদ্ভাগবত রূপ বৃহদাখ্যান অধ্যয়ন করিয়াছিলেন ॥ ৪৬ ॥

অতএব বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে কথিত হইয়াছে ॥

গুণাঃ সর্ব্বেঽপি যুজ্যন্তে হ্যৈশ্বর্য্যাৎ পুরুষোত্তমে।
দোষাঃ কথঞ্চিন্নৈবাত্র যুজ্যন্তে পরমো হি সঃ।
গুণদোষৌ মায়য়ৈব কেচিদাহুরপণ্ডিতাঃ।
ন তত্র মায়া মায়ী বা তদীয়ৌ তু কুতোহ্যতঃ।
তস্মান্ন মায়য়া সর্ব্বং সর্ব্বমৈশ্বর্য্যসম্ভবং।
অমায়োহীশ্বরো যস্মাত্তস্মাত্তং পরমং বিদুরিতি ॥ ৪৭ ॥
অথ ন বিদ্যতে ইত্যস্য প্রকৃতশ্লোকস্য ব্যাখ্যাবশেষঃ।
তদেবং স্বরূপশক্তিবিলাসরূপত্বেন তেষাং জন্মাদীনাং প্রাকৃতাদ্বৈলক্ষণ্যং সাধিতং ॥ ৪৮ ॥

ঐশ্বর্য্য হেতু ভগবান্ পুরুষোত্তমে গুণ সকল সংযুক্ত হয়, তাঁহাতে কোন ক্রমেই দোষ সকল লিপ্ত হয় না, যে হেতু তিনি পরম অর্থাৎ সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। কিন্তু কতিপয় অপণ্ডিত মায়া দ্বারা তাঁহাতে গুণ ও দোষ আরোপ করিয়া থাকে। তাঁহাতে যখন মায়া ও মায়াবী কিছুই নাই, তখন তৎসম্বন্ধীয় গুণ দোষই বা কিরূপে থাকিবে। অতএব সমস্ত জগৎ ঐশ্বর্য্য হইতে উৎপন্ন হইয়াছে মায়া কর্ত্তৃক হয় নাই, যে হেতু ঈশ্বর মায়াতীত, সেই কারণে পণ্ডিতেরা তাঁহাকে পরম বলিয়া বর্ণন করেন ॥ ৪৭ ॥

অনন্তর ৪৮ অঙ্কধৃত "ন বিদ্যতে যস্য চ জন্ম কর্ম্ম বা" এই প্রকৃত শ্লোকের ব্যাখ্যা শেষ হইল। অতএব এই প্রকারে স্বরূপ শক্তির বিলাস হেতু সেই সকল জন্মাদির প্রাকৃত জন্ম

তত্রাশঙ্কতে ॥

ননু ভবন্তু স্বরূপ ভূতান্যেব তানি তথাপি স্বরূপস্যৈব পূর্ণত্বাৎ তত্তৎ প্রাপ্তৌ কিং প্রয়োজনং তত্রাহ লোকাপ্যয় সম্ভবায় লোকো ভক্তজনঃ তস্য অপায়ঃ সংসারধ্বংসঃ তৎপূর্ব্বিকঃ সম্ভবো ভক্তিসুখপ্রাপ্তিঃ, ভূ তৎপ্রাপ্তৌ তদর্থ এতদপ্যুপলক্ষণং । নিত্যপার্ষদানামপি ভক্তিসুখোৎকর্ষণার্থং ॥ ৪৯ ॥

তদুক্তং শ্রীমদর্জ্জুনেন প্রথমে ॥

তথায়ঞ্চাবতারস্তে ভুবো ভারজিহীর্ষয়া ।

হইতে বৈলক্ষণ্য (ভিন্নতা) সাধন করা হইল ॥ ৪৮ ॥

এই বিষয়ে আশঙ্কা করিতেছেন, অহে ! সেই সকল জন্মাদি স্বরূপ ভূত হউক, তথাপি স্বরূপেরও পূর্ণত্ব হেতু সেই সেই প্রাপ্তিতে প্রয়োজন কি ! এই প্রশ্নে কহিতেছেন ঐ সকল জন্মাদি লোকের অপ্যয় ও সম্ভবের নিমিত্ত । লোক শব্দের অর্থ ভক্তজন । তাঁহার অপ্যয় অর্থাৎ সংসারধ্বংস । ঐ সংসার ধ্বংসন পূর্ব্বক সম্ভব অর্থাৎ ভক্তিসুখ প্রাপ্তি । ভূ ধাতুর অর্থ ভক্তিসুখ প্রাপ্তি, তন্নিমিত্ত । ইহাও উপলক্ষণ মাত্র । নিত্যপার্ষদদিগের ভক্তি সুখের উৎকর্ষ নিমিত্ত ভগবান্ জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন ॥ ৪৯ ॥

এই বিষয় ১ স্কন্ধের [illegible] শ্রীমদর্জ্জুন কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে যথা ॥

স্বানামনন্যভাবানামনুধ্যানায় চাসকৃদিতি ॥

অস্যার্থঃ। যথাঽন্যে পুরুষাদয়োঽবতারাঃ তথায়ঞ্চাবতারঃ সাক্ষাদ্ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণাখ্যস্য তবৈব প্রাকট্যং, পরমভক্তায়া ভুবো ভারজিহীর্ষয়া জাতোঽপি অন্যেষাং স্বানাং ভক্তানাং অসকৃৎ মুহুরপ্যনুধ্যানায় নিজভজনসৌখ্যায় ভবতি ॥ ৫০ ॥

নন্বু তর্হি ভক্তসৌখ্যমেব প্রয়োজনং জাতমিতি পূর্ণানন্দস্য তস্যেহ প্রয়োজনমতিঃ কুতঃ ইত্যেতৎ কথমুপপদ্যতে তত্রাহ অনন্যভাবানামিতি। অন্যথা সর্ব্বজ্ঞ

অর্জ্জুন কহিলেন হে কৃষ্ণ! তোমার এই অবতার পৃথিবীর ভার হরণার্থ এবং বন্ধুবর্গ ও একান্ত ভক্তগণ পুনঃ পুনঃ অনুধ্যান করিয়া কৃতার্থ হইবে এতন্নিমিত্ত ॥

তাৎপর্য্য! যেমন অন্য পুরুষাদি অবতার, সেই রূপই এই অবতার। আপনি কৃষ্ণনামক সাক্ষাৎ ভগবান্ আপনার এই আবির্ভাব পরম ভক্তরূপা পৃথিবীর ভার হরণ ও অন্য নিজ ভক্তগণের নিরন্তর অনুধ্যানের জন্য অর্থাৎ নিজভজনের সুখের নিমিত্ত হইয়াছে ॥ ৫০ ॥

অহে! তবে ভক্তের সুখই প্রয়োজন হইল নতুবা ইহ লোকে সেই পূর্ণানন্দের প্রয়োজন বুদ্ধি কোথায়? এই বচন দ্বারা বিরোধ হেতু তাঁহার ভক্ত সুখ প্রয়োজন কি প্রকারে উপপন্ন হইবে? এই প্রশ্নে কহিতেছেন "অনন্যভাবানামিতি

শিরোমণেনির্দ্দোষস্য তস্য তন্মাত্রাপেক্ষকাণাং তেষা মুপেক্ষায়ামকারুণ্যদোষঃ প্রসজ্জেতেতি ভাবঃ। আত্মা রামেহপি কারুণ্য গুণাবকাশো গুণা বিরুদ্ধা অপিতু সমাহার্য্যাশ্চ সর্ব্বত ইতি স্মরণাৎ বিচিত্রগুণনিধানে শ্রীভগবত্যেব সম্ভবতি। ততোহন্যত্র তু সঞ্চরিত তদ্গু-ণাংশে তদীয় এব যঃ প্রতিপদমেব সাশ্চর্য্যং শ্রুত্যা দিভি-রুচ্চৈর্গীয়তে যশ্চাবিরঞ্চমাপামর জন মাকর্ষন্নেব বর্ত্ততে॥

যদি ভক্তসুখ প্রয়োজন না বল তাহা হইলে সর্ব্বজ্ঞ শিরো-মণি নির্দ্দোষ সেই ভগবানের ধ্যানমাত্রকে যাহারা অপেক্ষা করেন সেই সকল ভক্তগণের পরিত্যাগে অকারুণ্য রূপ দোষ প্রসক্তি হয়। আত্মারামেও কারুণ্য গুণের অবকাশ আছে অর্থাৎ আত্মারাম ব্যক্তিতেও কারুণ্য গুণের উদয় হইয়া থাকে। অতএব গুণসকল পরস্পর বিরুদ্ধ হইলেও পরম-পুরুষ ভগবানে সর্ব্বতো ভাবে উদাহরণ করিবে এই স্মরণ-হেতু বিচিত্র গুণনিধি শ্রীভগবানেই ঐ সমুদায় গুণ সম্ভবে এই নিমিত্ত অন্যত্র সঞ্চরিত যে গুণাংশ তাহাও ভগবৎ সম্বন্ধীয়। শ্রুতি সকল পদে পদে আশ্চর্য্য রূপে যাঁহাকে উচ্চ করিয়া গান করিতেছেন, যিনি ব্রহ্মা অবধি পামর পর্য্যন্তকেও আক-র্ষণ করিয়া বর্ত্তমান আছেন॥

তদুক্তং স্বয়মেব ॥

ভজতোঽপি ন বৈ কেচিদ্ভজন্ত্যভজতঃ কুতঃ।

আত্মারামা হ্যাপ্তকামা অকৃতজ্ঞা গুরুদ্রুহঃ ॥

নাহন্তু সখ্যো ভজতোঽপিজন্তূন্ ভজাম্যমীষামনুবৃত্তি-বৃত্তয়ে ইত্যাদি ॥ ৫১ ॥

তস্মাৎ পরমসমর্থস্য তস্য কৃপালক্ষণং ভক্তজনসুখ প্রয়ো-

এই বিষয়ে ১০ স্কন্ধের ৩২ অধ্যায়ে ১৮। ১৯ শ্লোকে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই কহিয়াছেন ॥

হে সুন্দরীগণ! কতক গুলি আত্মারাম অর্থাৎ অপরাগ্‌দর্শী, কতিপয় আপ্তকাম পুরুষ (যাহারা পূর্ণকামত্বপ্রযুক্ত বিষয় পাইয়াও ভোগেচ্ছা রহিত) আর মূঢ় ও কৃতঘ্ন এই চারিপ্রকার ব্যক্তিরা ভজনা কারি লোকদিগের ভজনা করে না, ইঁহাতে যাহারা ভজনা না করে তাহাদিগকে যে ভজনা করিবে তাহার সম্ভাবনা কি? ॥

হে সখিগণ! ঐ সকল ব্যক্তির মধ্যে আমি কেহই নহি, আমি পরমকারুণিক এবং পরম সুহৃৎ, কারণ ভজনা কারি ঐ সকল ব্যক্তির নিরন্তর ধ্যান প্রবৃত্তির নিমিত্ত তাহাদিগকে ভজনা করি না। যেমন অধম ব্যক্তি ধন লাভ করিয়া নষ্ট করিলে কেবল সেই ধনের চিন্তাতেই মগ্ন হইয়া থাকে অন্য কিছুই জানিতে পারে না তদ্রূপ ॥ ৫১ ॥

অতএব পরম সমর্থ সেই ভগবানের কৃপা চিহ্ন ভক্তজনের

জনকত্বং নাম কোঽপি স্বরূপানন্দবিলাসভূত পরম-পরমাশ্চর্য্যস্বভাববিশেষ ইতি মূলপদ্যেঽপ্যন্বু কালমৃচ্ছতীত্যনেনৈব দর্শিতং। অতঃ প্রয়োজনান্তর মতিত্বং তু তস্মিন্নাস্ত্যেব তৎপ্রয়োজনত্বঞ্চ তস্য পরম সমর্থস্য আনন্দবিলাস এবেতি দিক্॥

যথোক্তং॥

কৃপালোরসমর্থস্য দুঃসহৈব কৃপালুতা॥ ৮॥ ৩॥

শ্রীগজেন্দ্রঃ শ্রীহরিং॥

তস্মাদপাণিপাদশ্রুতেরপি সদনন্ত স্বপ্রকাশানন্দ বিগ্রহ এব ভগবতি তাৎপর্য্যং নান্যত্রেতি প্রতিপাদয়ন্তি॥

সুখ প্রয়োজনকত্বই কোন স্বরূপানন্দের বিলাস রূপ পরম আশ্চর্য্য স্বভাব বিশেষ, ইহা মূল পদে অর্থাৎ ৮ স্কন্ধের ৩ অধ্যায়ের ৮ শ্লোকে "অনুকালমৃচ্ছতি" এতদ্দ্বারা দেখান হইয়াছে॥

এই নিমিত্ত সেই ভগবানে সুখ প্রয়োজন বিষয়ক মতিমাত্র নাই। ভক্তজনের সুখ প্রয়োজনত্বই সেই পরম সমর্থ শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ বিলাস॥

এই বিষয় উক্ত হইয়াছে যথা॥

অসমর্থ কৃপালুর কৃপালুতা অসহ্যই হইয়া থাকে॥ ৫২॥

অতএব "অপাণি পাদ" এই শ্রুতিরও নিত্য, অনন্ত, স্বপ্রকাশ এবং আনন্দ বিগ্রহ ভগবানেই তাৎপর্য্য অন্যত্র

ত্বমকরণঃ স্বরাড়খিলকারকশক্তিধর
স্তব বলিমুদ্বহন্তি সমদন্ত্যজয়াঽনিমিষাঃ।
বর্ষভুজোঽখিলক্ষিতিপতেরিব বিশ্বসৃজো
বিদধতি যত্র যে ত্বধিকৃতা ভবতশ্চকিতাঃ॥ ৪৯॥
অয়মর্থঃ॥
অত্র করণং নাম বাস্যাদি বৎ কর্ত্তৃশক্তি প্রেরিতত্বয়া

নহে, ইহাই প্রতিপন্ন করিতেছেন॥

১০ স্কন্ধে ৮৭ অধ্যায়ে ২৪ শ্লোকে॥

শ্রুতি সকল কহিলেন, হে ভগবন্! আপনি ইন্দ্রিয়সম্বন্ধ রহিত হইয়াও সমস্ত প্রাণিবর্গের ইন্দ্রিয় শক্তি বিধান করিয়া থাকেন, যেহেতু আপনি স্বপ্রকাশ স্বরূপ, সুতরাং স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানের আর ইন্দ্রিয়াপেক্ষা হয় না। অতএব ইন্দ্র ব্রহ্মা প্রভৃতি দেববৃন্দ অবিদ্যা সহকৃত হইয়া আপনার পূজা আহরণ করেন, যেমন খণ্ডমণ্ডলাধিপতি রাজারা অখিল মণ্ডলাধিপতি মহারাজকে স্বপ্রজা দত্ত বলি প্রদান করেন তদ্রূপ মনুষ্য দত্ত হব্য কব্যাদি প্রদান করিয়া থাকেন। যেহেতু আপনা কর্ত্তৃক যিনি যে কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন, তিনি সভয়ে আপনার সেই কর্ম্ম সম্পাদন করিতেছেন॥ ৪৯॥

তাৎপর্য্য। এস্থলে করণ শব্দে বাস্যাদির অর্থাৎ কুঠার

কার্য্যকরং কর্ত্তুর্ভিন্নতমং কেবল করণত্বাপন্নমেব বস্ত্বঙ্গীকৃতং নতু স্বরূপত্বাপন্নমপি যত্তদপি। যথা দহনাদৌ তচ্ছক্ত্যাদিকং। গৌণার্থত্বাৎ ॥ ৫৩ ॥

স্বরাট্ পদনিরুক্তৌ স্বেনেতি তৃতীয়ান্তপদস্য স্বরূপশক্তাবেব পর্য্যবসানাচ্চ ততো জীবস্য চিদ্রূপত্বাৎ পাণ্যাদীনাং স্বতো জড়ত্বাৎ। তদধীনশক্তীনাং তেষাং ভিন্নতমানাং করণত্বং মুখ্যার্থমেব। ততোঽসৌ তদা সক্তত্বাৎ সকরণিত্বং তদন্তর্যামী তদনাশক্তত্বাৎ তদনপেক্ষঃ। যতঃ স্বরাট্

বিশেষের ন্যায় কর্ত্তার শক্তি দ্বারা প্রেরিত হইয়া কার্য্যকর ও কর্ত্তা হইতে অতিশয় ভিন্ন, কেবল করণত্ব রূপে বস্তুর স্বীকার কিন্তু স্বরূপত্ব রূপে প্রাপ্ত যে বস্তু তাহা নয়। যেমন দাহনাদিতে গৌণার্থ প্রযুক্ত তদীয় কর্ত্তৃত্ব তদ্রূপ ॥ ৫৩ ॥

"স্বরাট্" এই পদের ব্যুৎপত্তিতে 'স্বেন' এই তৃতীয়ান্ত পদের যেমন স্বরূপ শক্তিতেই পর্য্যবসান, তদ্রূপ জীবের চিদ্রূপ অর্থাৎ জ্ঞান স্বরূপ প্রযুক্ত হস্তাদির স্বতই জড়ত্ব সিদ্ধি হইল। সুতরাং জীব হইতে ভিন্ন এবং জীবাধীন শক্তি সকলের করণত্ব মুখ্যই জানিতে হইবে। অতএব জীব করণে অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সকলে আসক্তপ্রযুক্ত সকরণ, কিন্তু আপনি জীবান্তর্যামী করণে (হস্তাদিতে) অনাসক্ত প্রযুক্ত ঐ করণকে অর্থাৎ পদাদিকে অপেক্ষা করেন না। যেহেতু আপনি

স্বরূপশক্ত্যৈব রাজস ইতি ॥ ৫৪ ॥

তথা প্রলয়কালাবসানে স্ত্রিয় উরগেন্দ্রভোগভুজদণ্ডবিষক্ত ধিয়ো বয়মপি তে সমাঃ সদৃশোঽঙ্ঘ্রি সরোজসুধা ইতি বিদ্বদ্গণগুরুভিরস্মাভি রপি নিজালম্বনত্বেন বর্ণ্যমান পরম দিব্যকরণগণবিচিত্রোঽপ্যসৌ অকরণ এব কুতঃ স্বরাট্‌। স্বেন স্বরূপশক্তিবিলাসবিশেষ সিদ্ধ প্রাদুর্ভাববিশেষেণ স্বরূপেণৈব তত্তৎ করণ তয়া রাজসে। তেষাং স্বরূপভূত-

---

স্বরাট্‌ অর্থাৎ স্বরূপশক্তিদ্বারাই সর্ব্বদা দেদীপ্যমান ॥ ৫৪ ॥

তথা প্রলয়ের অবসানে "স্ত্রিয় উরগেন্দ্র" এই ১০ স্কন্ধের ৮৭ অধ্যায়ের ১৮ শ্লোকের পরার্দ্ধে শ্রুতিসকল কহিয়াছেন, হে ভগবন্‌! অপরিচ্ছিন্ন যে আপনি আপনাকে পরিচ্ছিন্নরূপে দর্শনপূর্ব্বক সর্পেন্দ্র দেহ সদৃশ আপনার ভুজদণ্ডে বিষক্ত বুদ্ধি কামাত্মা স্ত্রীগণও যাহা প্রাপ্ত হয়েন, শ্রুত্যভিমানিনী দেবতা-রূপ আমরাও আপনাকে অপরিচ্ছিন্নরূপে দর্শন করিয়াও আপ-নার পাদপদ্ম সুখে ধারণ করত তাহাই প্রাপ্ত হই। এইরূপে বিদ্বান্‌ জনসকলের গুরুরূপি আমরাও স্বীয় আলম্বনত্ব রূপে বর্ত্তমান ভগবান্‌ উৎকৃষ্ট করণ গণে (হস্তাদি ইন্দ্রিয়সকলে) বিচিত্র হইয়াও অকরণ হইয়াছেন, যেহেতু আপনি স্বরাট্‌। অর্থাৎ নিজ স্বরূপশক্তি বিলাস সিদ্ধ প্রাদুর্ভাব বিশেষ স্বরূপ-দ্বারাই সেই সেই করণ বিশিষ্ট হইয়া প্রকাশ পাইতেছেন। অতএব সেই সকল করণের স্বরূপ ভূতত্ব প্রযুক্ত মুখ্য করণের

ত্বেন মুখ্যকরণত্বাযোগাদিতি ভাবঃ । অন্যথৌপাধিক বস্তুদ্বারা তথাপি প্রকাশে কথং নাম স্বরাট্‌ত্বং সিধ্যেদিতি চ ॥ ৫৫ ॥

আনন্দমাত্রমজরং পুরাণমেকং সন্তং বহুধা দৃশ্যমানং । নেহ নানাস্তি কিঞ্চনেত্যাদি শ্রুতে ।

আনন্দমাত্র করপাদমুখোদরাদিরিত্যাদি স্মৃতেশ্চ ॥ ৫৬ ॥

ননু ময়ি তথাভূত স্বরূপশক্তীনামস্তিতায়াং কিং প্রমাণং তত্রাহুঃ । অখিলকারকশক্তিধর ইতি অখিলেভ্যঃ প্রাণিভ্যঃ কারকাণি করণানি চক্ষুরাদি গোলোকানি তেষু

অযোগ জানিতে হইবে । ইহা না হইলে উপাধিকৃত বস্তুদ্বারা আপনার প্রকাশে কিরূপে স্বরাট্‌ত্ব এই নাম সিদ্ধ হইত ॥৫৫

শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে ॥

পরমেশ্বর আনন্দমাত্র, জরা রহিত, পুরাণ এবং এক হইয়া বহু প্রকারে দৃশ্য হয়েন, ইহাতে না না কিছুই নাই ॥

স্মৃতিতেও কথিত হইয়াছে ॥

পরম পুরুষের হস্ত, পাদ, মুখ ও উদরাদি সমস্তই আনন্দমাত্র ॥ ৫৬ ॥

অহে ! আমাতে ঐ রূপ স্বরূপশক্তি সকল যে আছে তাহাতে প্রমাণ কি? এই প্রশ্নে শ্রুতিগণ কহিতেছেন, আপনি "অখিল কারক শক্তিধর" অর্থাৎ সমস্ত প্রাণির চক্ষু

শক্তীশ্চেন্দ্রিয়াণি ধরসি দদাসীতি তথা সর্ব্বেষু তেষু তত্তদ্ধারণাত্তাস্তু ত্বয়ি স্বতঃসিদ্ধা অব্যয়াঃ পূর্ণাএব সন্তীতি ভাবঃ।

তথাচ শ্রুতিঃ। প্রাণস্য প্রাণমুত চক্ষুষশ্চক্ষুরিত্যাদ্যা। স্বাভাবিকী জ্ঞানবল ক্রিয়াচেত্যাদ্যাচ। তদুক্তমেকাদশে॥ যস্যেন্দ্রিয়ৈস্তনুভৃতামুভয়েন্দ্রিয়াণি জ্ঞানং স্বতঃ শ্বসনতো বলমোজ ঈহেতি॥ ৫৭॥

রাদির গোলোক সমুদায়ে শক্তি ও ইন্দ্রিয় সকল প্রদান করিয়া থাকেন তথা সমস্ত গোলোকে সেই সেই ইন্দ্রিয় তৎ সমুদায়ের প্রদান প্রযুক্ত শক্তি আপনাতে স্বতঃসিদ্ধ অব্যয় ও পূর্ণরূপে অবস্থিত আছে॥

উল্লিখিত বিষয়ের শ্রুতি প্রমাণ যথা॥

অহে! পরমেশ্বর প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু ইত্যাদি। তথা পরমেশ্বরে জ্ঞান, বল ও ক্রিয়া স্বাভাবিকী॥

এই বিষয় একাদশ স্কন্ধে ৪ অধ্যায়ে ৪ শ্লোকে কথিত হইয়াছে যথা॥

যাঁহার শরীরে এই ভুবনত্রয় সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে, যাঁহার ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রাণিগণের জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় সম্পন্ন হইয়াছে, যাঁহার জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ, যাঁহার নিশ্বাসে বল বীর্য্য ক্রিয়া সাধিত হয়, তিনিই সত্ব রজঃ তমোগুণ দ্বারা জগতের জন্ম স্থিতি ভঙ্গের আদিকর্ত্তা॥ ৫৭॥

অতএব ।

বিকরণত্বান্নেতি চেত্তদুক্তমিত্যত্র সূত্রকারোপি তদুক্তমিত্যনেন শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাদিত্যুক্তরীত্যৈব শ্রুত্যৈকগম্যং তর্কাতীতং তস্য বিকরণত্বং সকরণত্বঞ্চ সাধিতবান্ । শ্রুতিশ্চ । ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যত ইত্যাদ্যা ॥৫৮॥

অথবা অখিলকারক শক্তিধরোঽপি ত্বমসাবকরণ এবেত্যন্বয়ঃ । কুতঃ স্বরাড়িত্যাদি । অতঃ সর্ব্বতো বিলক্ষণ

অতএব ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয়াধ্যায়ে প্রথম পাদের "বিকরণত্বান্নেতি চেত্তদুক্তং" এই ৩২ সূত্রে সূত্রকার শ্রীব্যাসদেবও 'তৎউক্তং', এতদ্দ্বারা তথা ঐ ব্রহ্মসূত্রের ঐ অধ্যায়ে ঐ পাদের ২৮ সূত্রে 'শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ' অর্থাৎ সগুণ নির্গুণ শ্রুতির (শ্রবণের) বেদোক্ত শব্দই মূল, এই কথিত রীতিদ্বারাই শ্রুতির এক গম্য তর্কাগোচর সেই পরমেশ্বরের বিকরণত্ব অর্থাৎ ইন্দ্রিয় শূন্যত্ব ও সকরণত্ব অর্থাৎ ইন্দ্রিয় বিশিষ্টত্বও সাধন করিয়াছেন ॥

শ্রুতিও কহিয়াছেন ॥

তাঁহার কার্য্য নাই এবং তাঁহার করণ (ইন্দ্রিয়) নাই, ইত্যাদি ॥ ৫৮ ॥

অথবা আপনি অখিল কারকের অর্থাৎ প্রাণিগণের ইন্দ্রিয় সকলের শক্তি বিধান করিয়াও আপনি অকরণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়

মহিমত্বাৎ। অনিমিষা দেবা ইন্দ্রাদয়ঃ তৎপূজ্যা বিশ্বসৃজো ব্রহ্মাদয়োঽপি তব তুভ্যং বলিমুপহারং উৎ উচ্চৈঃ শিরোভির্বহন্তি। অজয়া তেষামধিকারিণ্যা মায়য়াঽপি সহিতাঃ। সাপি আভাস শক্তিরূপা স্বরূপানন্ত শক্তিময়ায় তুভ্যমাত্মসম্পদুদ্ভাবনার্থং বলিং হরতীত্যর্থঃ। সমদন্তিচ মনুষ্যৈর্দত্তং হব্যকব্যাদিলক্ষণবলিং ভক্ষয়ন্তিচ ॥ ৫৯ ॥

অত্র দৃষ্টান্তঃ বর্ষভুজ ইতি বর্ষং খণ্ডমণ্ডলং। কথং বলি

শূন্য হইয়াছেন। যদি বলেন ইহা কিরূপে সঙ্গত হয়, তাহার উত্তর এই আপনি স্বরাট্ অর্থাৎ স্বপ্রকাশ স্বরূপ। এই কারণ আপনার সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্টতা ॥

অনিমিষ শব্দে ইন্দ্রাদি দেবতা, ইহাঁদের পূজনীয় বিশ্ব স্রষ্টা ব্রহ্মাদিও আপনার বলি অর্থাৎ উপহার মস্তকদ্বারা বহন করেন। তাঁহাদের অধিকারিণী যে অজা অর্থাৎ মায়া তাহার সহিত। ঐ মায়া আভাস শক্তিরূপা, তিনি আপনার সম্পত্তি প্রকাশ করণ নিমিত্ত স্বরূপানন্ত শক্তিময় আপনাকে বলি অর্থাৎ উপহার প্রদান করেন ॥

দেবতা সকল মনুষ্য দত্ত হব্য (দেবোদ্দেশে দত্ত ঘৃত) কব্য (পিতৃ উদ্দেশে দত্ত অন্ন) স্বরূপ বলিকে ভক্ষণ করেন ॥ ৫৯ ॥

এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই যে "বর্ষভুজ ইতি" বর্ষ শব্দের অর্থ খণ্ডমণ্ডল। কি প্রকারে বলি সমর্পণ করেন এই প্রশ্নে শ্রুতি

মুদ্বহন্তি তদাহুঃ বিদধতীতি ত্বদাজ্ঞাপালনমেব বলিহরণ মিত্যর্থঃ। ভীষাস্মাৎ বাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্য্যঃ ভীষাস্মাদগ্নিঃশ্চেন্দ্রশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চম ইতি শ্রুতেঃ ॥৬০ অথবা। নন্থ পাণ্যাদি করণানাং স্বরূপভূতত্বে যুক্তিং কথয়তেত্যত আহুঃ অনিমিষাঃ করণাধিষ্ঠাতৃদেবা স্তববলি মুদ্বহন্তীতি। অজা নজ দেবত্বাদ্বিশ্বসৃজো বিশ্বেষাং সৃষ্টি হেতবঃ। অন্যে তত্তদধিষ্ঠাতৃ দেবতাঃ ত্বদাশ্রয়াদেব করণৈর্বিষয়ং প্রকাশয়িতুং শক্নুবন্তি ত্বং পুন স্তেষামপ্যা

সকল কহিলেন 'বিদধতি' অর্থাৎ তোমার আজ্ঞা পালনই বলি হরণ, ইহার এই অর্থ ॥

এ বিষয়ে শ্রুতি যথা ॥

এই পরমেশ্বরের ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, সূর্য্য উদিত হইতেছেন, চন্দ্র উদয় করিতেছেন, অগ্নি জ্বলিতেছেন এবং পঞ্চম মৃত্যু ধাবমান হইতেছেন ॥ ৬০ ॥

অথবা ভগবান্ যদি এরূপ কহেন, অহে! তবে আমার হস্ত প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের স্বরূপ ভূত বিষয়ে যুক্তি কি বল, এই প্রশ্নে শ্রুতি সকল কহিলেন। অনিমিষ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ দেবতা সকল আপনার পূজা আহরণ করেন।

অজা নজ দেবত্ব অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ দেবত্ব প্রযুক্ত বিশ্ব স্রষ্টা অর্থাৎ বিশ্ব সমুদায়ের সৃষ্টির হেতু। অন্য সকল সেই

শ্রয় ইতি ত্বৎ কারণানাং স্বপ্রকাশতাপত্তেঃ। স্বরূপ-ভূতত্বমেবেতি। অথাস্তাং মহাশক্তির্মায়ৈবাশ্রয় ইত্যত আহুঃ। অজয়েতি নন্নু জীবা অপি নিজেন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৄণা মাশ্রয়া ভবন্তি অত্রাহুঃ বিদধতীতি বিষয় ভোগদ্বারে-ষ্বিন্দ্রিয়েষু ভগবতা বিশ্বপতিনা দত্তাধিকারাণাং দেবানা মেবাধিকার্য্যাঃ কতিপয় গ্রামভৌমিকা ইব জীবা ইতি ন তেষামাশ্রয়াঃ কিন্তু ভবানেব তেষামধিকারত্বাদাশ্রয় ইতি

সেই ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ দেবতার আশ্রয় প্রযুক্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয় প্রকাশ করিবার নিমিত্ত সমর্থ হয়েন। কিন্তু আপনি সেই দেবতা সকলেরও আশ্রয় হইয়াছেন। আপনকার করণ সকলের স্বপ্রকাশতার আপত্তি হেতু ইন্দ্রিয় সকল স্বরূপ ভূত হইয়াছে॥

তবে সেই মহাশক্তি মায়াই তাঁহাদের আশ্রয় হউক এই প্রশ্নে কহিতেছেন "অজয়েতি" অর্থাৎ অবিদ্যা সহকৃত হইয়া॥

অহে! তবে জীব সকলই স্বীয় ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ দেবগণের আশ্রয় হউক, এই প্রশ্নে কহিতেছেন। "বিদধতি ইতি" আপনি বিশ্বপতি, বিষয় ভোগ দ্বারা ইন্দ্রিয় সকলে যে সকল দেবগণকে অধিকার দিয়াছেন তাঁহারাই অধিকারের বিষয়ী-ভূত কতিপয় গ্রামভৌমিকের ন্যায় অর্থাৎ গ্রামাধ্যক্ষের মত জীব সকল কিন্তু আপনিই তাহাদিগের অধিকার দিয়াছেন এ

ভাবঃ ॥ ১০ ॥ ৮৭ ॥

শ্রুতয়ঃ শ্রীভগবন্তং ॥ ৬১ ॥

তস্মাদ্বিলক্ষণপাণিপাদাদিত্বেনৈবাপাণিপাদাদিত্বং।

যথাহ ॥

ত্বক্ শ্মশ্রুরোম নখ কেশপিনদ্ধমন্ত

র্মাংসাস্থিরক্তকৃমিবিট কফপিত্তবাতং।

জীবচ্ছবং ভজতি কান্তমতির্বিমূঢ়া

যা তে পদাব্জমকরন্দমজিঘ্রতী স্ত্রী ॥ ৫০ ॥

অত্র শ্রীভগবতি কেশাদীনাং শ্রূয়মাণানামানন্দরূপত্বং

প্রযুক্ত আপনিই তাহাদিগের আশ্রয় ॥ ৬১ ॥

অতএব বিলক্ষণ হস্ত পদাদি প্রযুক্ত শ্রুতিসকল ভগবান্‌কে অপাণি পাদ অর্থাৎ প্রাকৃত হস্ত পদাদি রহিত কহিয়াছেন ॥

এই বিষয়ে ১০ স্কন্ধের ৬০ অধ্যায়ে ৪৩ শ্লোকে ভগবানের প্রতি রুক্মিণীর বাক্য যথা ॥

রুক্মিণী কহিলেন, যে স্ত্রী আপনার পাদপদ্ম মকরন্দের আঘ্রাণ পায় নাই সেই মূঢ়মতি স্ত্রী বাহ্যে ত্বক্ শ্মশ্রুরোম নখ কেশ দ্বারা আচ্ছাদিত অন্তরে মাংস অস্থি রক্ত কৃমি বিষ্ঠা ও বাত পিত্ত কফ পরিপূরিত জীবিত শবদেহকে কান্ত জ্ঞানে ভজনা করে ॥ ৫০ ॥

এস্থলে শ্রীভগবানে শ্রূয়মাণ কেশাদির আনন্দ রূপত্ব

অন্যেষাং স্বভাব এবেতি বৈলক্ষণ্যং স্পষ্টমেব ॥

অতএব শ্রীহিরণ্যকশিপুং প্রতি তন্মারকজননিষেধ লক্ষণ ব্রহ্মবরদানমপি সংগচ্ছতে ॥ ৬২ ॥

ব্যসুভির্ব্বাহসুমদ্ভির্ব্বা সুরাসুরমহোরগৈরিতি।

নস্বেতৎ করণস্য নিষেধ পরং কিন্তু কর্ত্তুরেব কর্ত্তৃ প্রকরণাদপ্রাণিভিঃ প্রাণিভির্ব্বা ইত্যুক্তে তস্যৈব প্রাপ্তত্বাৎ।

হস্তজীবদেহসাম্যেহপি সপ্রাণভাগান্নিক্রান্তস্য কর্ত্তনায় নখাগ্রভাগস্য ত্যক্তপ্রাণত্বাচ্চ। তস্মাদস্মাকমপ্রাণো

কিন্তু অন্যের তাহা নহে এই বৈলক্ষণ্য স্পষ্টই লিখিয়াছেন ॥

অতএব হিরণ্যকশিপুর প্রতি ঐ হিরণ্যকশিপুর মারক জন নিষেধরূপ ব্রহ্মার বরদানও সঙ্গত হইয়াছে ॥ ৬২ ॥

৭ স্কন্ধে ৩ অধ্যায়ে ৩২ শ্লোকে যথা ॥

হিরণ্যকশিপু ব্রহ্মার নিকট বর প্রার্থনা করিয়াছিল হে ব্রহ্মন্! অপ্রাণ অথবা সপ্রাণ কিম্বা সুর অসুর ও মহোরগ এ সকল হইতেও যেন আমার মৃত্যু না হয় ॥

এই বরদান করণের অর্থাৎ করণ-কারকের নিষেধ পর নহে কিন্তু কর্ত্তারই। যেহেতু ইহা কর্ত্তার প্রকরণ। কেন না "অপ্রাণিভিঃ প্রাণিভির্ব্বা" অর্থাৎ অপ্রাণী এবং প্রাণীদ্বারা এই উল্লেখ হওয়াতে সেই কর্ত্তারই প্রাপ্তি হইল। হস্তার জীবদেহের সমতাতেও সপ্রাণ ভাগ হইতে নির্গত নখাগ্রের অপ্রাণ নিমিত্ত ছেদনের জন্য হয় ॥

হ্যমনাঃ সুভ্রু ইতি ।

অস্য মহতোভূতস্য নিশ্বসিতমেতদিতি চ শ্রুতির্না সঙ্গ-তেতি ॥ ৬৩ ॥

অতএবোক্তং বারাহে ॥

ন তস্য প্রাকৃতা মূর্ত্তির্মেদোমজ্জাস্থি সম্ভবা ।

ন যোগিত্বাদীশ্বরত্বাৎ সত্যরূপোঽচ্যুতো বিভুরিতি ।

তচ্চাপ্রাকৃত মূর্ত্তিত্বং তস্য মহাযোগিত্বাদিচ্ছাকৃতমিতি ন কিন্ত্বীশ্বরত্বান্নিত্যমেবেত্যর্থঃ ॥

তথাচ প্রয়োগঃ ॥

ঈশ্বরঃ সবিগ্রহঃ জ্ঞানেচ্ছা প্রযত্নবৎ কর্ত্তৃত্বাৎ । কুলালা

অতএব হে সুভ্রু! আমাদের প্রাণ নাই, মন নাই। এই মহাভূতের নিশ্বাস হইতে বেদ উৎপন্ন হইয়াছে। এই শ্রুতি অসঙ্গত নহে ॥ ৬৩ ॥

অতএব বরাহপুরাণে কথিত হইয়াছে ॥

মেদ মর্জ্জা ও অস্থি জনিত প্রাকৃত মূর্ত্তি ভগবানের নহে তিনি যোগী নহেন ঈশ্বর, এ যুক্ত তিনি সত্য রূপ, অচ্যুত এবং বিভু ।

তাৎপর্য্য । মহাযোগিত্ব প্রযুক্ত ভগবানের অপ্রাকৃত মূর্ত্তি ইচ্ছাকৃত নহে । কিন্তু তিনি ঈশ্বর সুতরাং তাহা নিত্যই আছে জানিতে হইবে ॥

কথিত রূপের প্রয়োগ যথা ॥

ঈশ্বর সবিগ্রহ অর্থাৎ দেহ বিশিষ্ট, যেহেতু তাঁহাতে

দিবৎ সচ বিগ্রহো নিত্যঃ ঈশ্বরকরণত্বাৎ]। তজ্‌জ্ঞানাদিবদিতি। অতএব বিলক্ষণত্বেপি ॥ ৬৭ ॥

জীবচ্ছবমিতি চৈতন্যযোগেন জীবন্তং স্বতস্তু শবং ততঃ শ্রীভগবদ্বিগ্রহস্তু চিদেক রসত্বাৎ সদা জীবন্মেবেতি বৈলক্ষণ্যং যুক্তং নিত্যানন্দচিদ্রূপত্বাদ্ভজনীয়ত্বঞ্চ যুক্তমিতি ভাবঃ ॥ ১০ ॥ ৬০ ॥

শ্রীরুক্মিণী ভগবন্তং ॥ ৬৫ ॥

নাম রূপিত্ব বিধিনিষেধশ্রুতিভির্বিবদমানানাং বিবাদাবসরে তদেব হ্যুপপাদয়তি ॥

জ্ঞান ইচ্ছা ও প্রযত্নের ন্যায় কুলালাদির মত কর্ত্তৃত্ব আছে। ঈশ্বর করণত্ব প্রযুক্ত কুলালাদির ন্যায় ঐ বিগ্রহ নিত্য এবং তাহা জ্ঞান তুল্য এই হেতু বৈলক্ষণ্য জানিতে হইবে ॥ ৬৪ ॥

জীবচ্ছব এই পদে চৈতন্য যোগদ্বারা সজীব কিন্তু স্বভাবতই শব। অতএব শ্রীভগবদ্বিগ্রহ এক চৈতন্যরস প্রযুক্ত সর্ব্বদা সজীবই রহিয়াছেন, জীবে এবং ভগদ্বিগ্রহে এই বৈলক্ষণ্য উপযুক্ত অতএব নিত্যানন্দ চৈতন্যরূপ প্রযুক্ত শ্রীভগবন্মূর্ত্তিই ভজনীয় ইহাই যুক্তি সঙ্গত ॥ ৬৫ ॥

নাম ও রূপ বিষয়ক বিধিনিষেধ শ্রুতি সকল দ্বারা বিবাদকারিদিগের বিবাদের অবসরের নাম এবং রূপিত্বই প্রতিপন্ন করিতেছেন ॥

৬ স্কন্ধে ৪ অধ্যায়ে ২৭ শ্লোকে দক্ষের স্তব যথা ॥

অস্তীতি নাস্তীতিচ বস্তু নিষ্ঠয়ো
রেকস্থয়োর্ভিন্ন বিরুদ্ধধর্ম্ময়োঃ ।
অবেক্ষিতং কিঞ্চন যোগসাংখ্যয়োঃ
সমং পরং হ্যনুকূলং বৃহত্তৎ ॥ ৫১ ॥

অস্তীতি যোগঃ স্থূলোপাসনাশাস্ত্রং । তত্র হি যদ্ভগবতো

অহো ! যে যোগশাস্ত্রে পদাদি আছে বলিয়া তদ্রূপে যাঁহার উপাসনার বিধি দিয়া থাকেন এবং যে সাংখ্যশাস্ত্রে পদাদি নাই বলিয়া যাঁহার উপাসনা নিষেধ করেন, পরস্পর বিরুদ্ধ সেই দুই যোগ ও সাংখ্যশাস্ত্রদ্বারা যে কিছু প্রতীত হয়, সেই বৃহদ্বস্তু ব্রহ্মবাদেও অবিবাদের আস্পদ অর্থাৎ তাহাই পরমব্রহ্ম। যোগ ও সাংখ্যশাস্ত্র মধ্যে যদিও কেহ "পাদাদি আছে" এবং কেহ "পাদাদি নাই" বলিয়া বিবাদ করাতে ঐ দুইয়ের ধর্ম্ম ভিন্ন ভিন্ন হউক তথাপি দুইয়ের বিধি নিষেধ এক বস্তু নিষ্ঠ হওয়াতে তাহাদের [illegible] হইয়াছে। সে যাহা হউক, সেই বস্তু [illegible] নিষেধের বিষয় নহেন এবং বিনা অধিষ্ঠানে পাদাদি [illegible] বিনা বিধিতে নিষেধ অসম্ভব হওয়াতে সেই বস্তু অনুকূল অর্থাৎ ঐ দুইয়ের উৎপাদক রূপেও প্রসিদ্ধ আছেন ॥ ৫১ ॥

তাৎপর্য্য। মূলশ্লোকে "অস্তীতি" এই পদে যোগ অর্থাৎ স্থূল উপাসনা শাস্ত্র। ঐ শাস্ত্রে যে ভগবানের নাম ও রূপিত্ব

নাম রূপিত্বং শ্রূয়তে। তৎ দৃষ্ট কল্পনালাঘবাৎ ঘটপটাদি লক্ষণা নিখিল নামধেয়ত্বং পাতালপাদাদিকত্বঞ্চেতি বিধীয়তে। নাস্তীতি সাংখ্যং জ্ঞানশাস্ত্রং। তত্র হি নিষেধশ্রুতিভিস্তস্যা নামরূপিত্বং যন্নিষিধ্যতে তৎ প্রাপঞ্চিক নামরূপিত্বস্য কল্পিতত্বাৎ সর্ব্বথৈব নাস্তীতি নিশ্চীয়তে। তদুক্তমুভয়মতমস্যৈব প্রাক্‌॥ ৬৫॥

স সর্ব্বনামা সচ বিশ্বরূপ ইত্যাদিনা যদযন্নিরুক্তং বচসা নিরূপিতমিত্যাদিনা চ॥

অস্তীতি নাস্তীতি চ বস্তু নিষ্ঠয়োঃ। তমেব বিবাদং স্ফুট-

শুনা যায়, তাহা দৃষ্ট কল্পনার লাঘবের নিমিত্ত, ঘট পটাদি সমুদায় নাম ও পাতালাদিকে চরণাদি অবয়ব রূপে বিধান করা হইয়াছে॥

"নাস্তীতি" এই পদে সাংখ্য অর্থাৎ জ্ঞানশাস্ত্র, ঐ জ্ঞান শাস্ত্রে নিষেধ শ্রুতি দ্বারা ভগবানের যে নামরূপিত্ব নিষেধ করিয়াছেন তাহা প্রাপঞ্চিক অর্থাৎ মায়িক নাম রূপিত্বের কল্পনা প্রযুক্ত সর্ব্বপ্রকারে ঐ ভগবানে প্রাপঞ্চিক নাম রূপিত্ব নাই সাংখ্যশাস্ত্রে ইহাই নিশ্চয় হইয়াছে, 'অস্তিনাস্তি' এই উভয় মত ইহারই পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে॥ ৬৫॥

অপর তিনি সর্ব্বনাম ও বিশ্বরূপ এই বলিয়া যাহা যাহা নিরুক্ত অর্থাৎ বাক্যদ্বারা নিরূপিত ইত্যাদি প্রমাণে। তথা 'অস্তীতি নাস্তীতি চ বস্তু নিষ্ঠয়োঃ' ইত্যাদি প্রমাণে উক্ত

য়তি। ভিন্নৌ অস্তীতি নাস্তীত্যেবং ভূতৌ বিরুদ্ধৌ ধর্ম্মৌ যয়োস্তয়োঃ। নন্বাস্তামনয়োর্ভিন্নবিষয়ত্বং নেত্যাহ। এক-স্থয়োঃ সমানবিষয়য়োঃ॥ ৬৬॥

তদেবং বিবাদে সতি তয়োর্যৎ সমং সমঞ্জসত্বেনৈব অবে-ক্ষিতং প্রতীতং বস্তু তৎদ্বয়োরপি বৃহদ্‌যদনুকূলং ভবতি। কিং তৎ সমঞ্জসং যৎ পরং নামরূপাদত্যন্ত তদভাবাচ্চ বিলক্ষণং। যত্র যুগপন্নামরূপিত্বমনামরূপিত্বমপি বক্তুং শক্যতে॥

বিবাদকে স্পষ্ট করিতেছেন॥

যে দুই শাস্ত্রে 'অস্তিনাস্তি' এতাদৃশ বিরুদ্ধ ধর্ম্ম বর্ণিত আছে। যদি বল ঐ উভয় শাস্ত্রের পরস্পর বিষয় ভিন্ন অত-এব ইহা থাকুক, এই আশঙ্কায় নিষেধ করত কহিতেছেন। দুইশাস্ত্র একস্থিত অর্থাৎ তাহাদের বিষয় পরস্পর সমান॥৬৬

অতএব এই প্রকার বিবাদে ঐ দুইয়ের যাহা সামঞ্জস্য হয় তদ্দ্বারা অবেক্ষিত অর্থাৎ প্রতীত যে বৃহদ্বস্তু তিনিই দুই শাস্ত্রের অনুকূল হইয়াছেন॥

সেই সমঞ্জস কিপ্রকার এই প্রশ্নে কহিতেছেন যিনি নাম রূপ হইতে পর এবং যাঁহাতে ঐ নামরূপের অত্যন্ত অভাব হওয়াতে যিনি বিলক্ষণ, যাঁহাতে এক কালীন নাম রূপিত্ব ও অনাম রূপিত্ব এই দুই বলিতে সমর্থ হওয়া যায়। তাহাই

তদ্বিলক্ষণং কিমপি নামরূপলক্ষণমেব বস্ত্বিত্যর্থঃ ॥ ৬৭ ॥
এতদুক্তং ভবতি। একস্মিন্নেব বস্তুনি নামরূপিত্ব বিধি নিষেধাভ্যাং পরস্পরং শ্রুতয়ঃ পরাহতার্থাঃ স্যুঃ। অত্রতু পরত্বনোভয়ত্রাপি প্রাক্তনযুক্ত্যা সমঞ্জসমপ্রাকৃতনাম রূপিত্বমেব বিধিনিষেধ শ্রুতিতাৎপর্য্যেণোপস্থাপ্যত ইতি তত্তন্মতং বিবাদমাত্রং ॥ ৬৮ ॥
ইত্থমেবাত্র শ্রীধ্রুবেণ নির্ব্বিবাদত্বমুক্তং।
তির্য্যঙ্‌নগ দ্বিজ সরীসৃপদেবদৈত্য

বিলক্ষণ, কোন অনির্ব্বচনীয় নামরূপ বিশিষ্ট বস্তু ইহাই কথিত হইয়াছে ॥ ৬৭ ॥

অপর এক মাত্র বস্তুতেই নাম রূপিত্বের বিধি নিষেধদ্বারা শ্রুতিসকল পরস্পর পরাহতার্থ অর্থাৎ ভগ্নোদ্যম হইয়াছেন। যাহা হউক এস্থলে পরত্ব শব্দ প্রয়োগ হেতু উভয় শাস্ত্রেই প্রাক্তন অর্থাৎ পূর্ব্বের এককালীন নাম রূপিত্ব ও তাহার অভাব এই যুক্তিদ্বারা সমঞ্জস অর্থাৎ তাঁহার অপ্রাকৃত নাম ও অপ্রাকৃত রূপ বিশিষ্টত্ব বিধি নিষেধ শ্রুতি তাৎপর্য্য দ্বারা উপস্থিত হইতেছে। ঐ ঐ মত বিবাদ মাত্র ॥ ৬৮ ॥

এস্থলে এই প্রকার চতুর্থস্কন্ধে ৯ অধ্যায়ে ১৩ শ্লোকে যথা ॥

ধ্রুব কহিলেন, হে অজ! আপনকার এই যে বিরাট্‌ রূপ যাহা তির্য্যক্, নগ, বিহগ, সরীসৃপ, দেব, দৈত্য ও মর্ত্ত্য ইত্যাদিতে ব্যাপ্ত সৎ এবং অসৎ এই দুই যাহার বিশেষ।

মর্ত্ত্যাদিভিঃ পরিচিতং সদসদ্বিশেষং।
রূপং স্থবিষ্ঠমজতে মহদাদ্যনেকং
নাতঃ পরং পরম বেদ্মি ন যত্র বাদঃ ॥ ৬৯ ॥
অত্র রূপশব্দস্যৈব উভয়ত্র বিশেষ্যত্বেন।
ভূপ মূর্ত্তমমূর্ত্তঞ্চ পরঞ্চাপরমেবচেতি বৈষ্ণববাক্যানুসারেণ
চাতঃ পরং চতুর্ভুজাদিত্ব লক্ষণঃ রূপং বপুরিত্যর্থঃ।
তচ্চাগ্রে দর্শয়িষ্যতে। তন্ন বেদ্মি এতৎ পর্য্যন্তং কালং
নাজ্ঞাসিষমিত্যর্থঃ।
তদেব ব্যনক্তি ॥

মহৎ প্রভৃতি অনেক বস্তু যাহার কারণ, আমি কেবল এই স্থূল রূপই জানি, এতদ্ভিন্ন যে ঈশ্বর স্বরূপ আছেন এবং যাহা শব্দ ব্যাপারের বিষয় নহে, তাহা ব্রহ্মস্বরূপ, আমি তাহার সন্ধানও জানি না "অতএব আমার অভিমান নিবৃত্তি হয় নাই, সুতরাং সৎসঙ্গই অভিলাষ করি ॥ ৬৯ ॥

এস্থলে উভয় শাস্ত্রে রূপ শব্দেরই বিশেষ্যত্ব রূপে, তথা হে ভূপ! এই ভগবান্ মূর্ত্ত, অমূর্ত্ত, পর এবং অপর এই বিষ্ণুপুরাণের বাক্যানুসারেও। ইহার পর চতুর্ভুজাদিত্ব লক্ষণ রূপ অর্থাৎ বপুঃ উহা পরে দেখাইবেন। 'তন্ন বেদ্মি' অর্থাৎ অর্থাৎ এতাবৎ পর্য্যন্ত কাল জানিতে পারি নাই ॥

ইহাই প্রকাশ করিতেছেন ॥

যোঽনুগ্রহার্থং ভজতাং পাদমূল
মনামরূপো ভগবাননন্তঃ।
নামানি রূপাণিচ জন্ম কর্ম্মভি-
র্ভেজে স মহ্যং পরমঃ প্রসীদতু ॥ ৫২ ॥
যো নামরূপ রহিত এব নামানি রূপাণি চ ভেজে প্রকটিত
বান্ জন্মকর্ম্মভিঃ সহ তানিচ প্রকটিতবানিত্যর্থঃ ॥ ৭০ ॥
ব্যতিরেকে দোষমাহ অনন্তঃ। যদি তস্মিন্নাম রূপিত্বাদিকং

৬ স্কন্ধে ৪ অধ্যায়ে ২৮ শ্লোকে যথা ॥

অহো ! যিনি প্রাকৃত নাম রূপ রহিত হইয়াও পাদমূলের উপাসনাকারি পুরুষদিগের প্রতি অনুগ্রহ বিস্তার নিমিত্ত অবতার সকল দ্বারা বিশুদ্ধ সত্ত্ব বহু বহু রূপ এবং কর্ম্মসকলদ্বারা ভূরি ভূরি নাম গ্রহণ করিয়া থাকেন, যাঁহার ঐশ্বর্য্য অচিন্তনীয়, সেই অনন্ত পরমেশ্বর আমার প্রতি প্রসন্ন হউন ॥ ৫২ ॥

তাৎপর্য্য। যিনি নামরূপ রহিত হইয়াও নাম সকলকে প্রকটিত করিয়াছেন অর্থাৎ জন্ম কর্ম্মের সহিত নাম রূপ সকলকে প্রকটিত করিয়াছেন ॥ ৭০ ॥

ব্যতিরেকে অর্থাৎ নাম রূপের অভাবে দোষ কহিতেছেন। তিনি অনন্ত। যদি তাঁহাতে নাম রূপাদি না থাকিত

নাস্তি তর্হি তত্তচ্ছক্তিমত্ত্বং প্রতিপাদ্যত্বমেব প্রসজ্জেতেতি ॥

তদুক্তং প্রচেতোভিঃ নহ্যন্তো যদ্বিভূতীনাং সোঽনন্ত ইতি গীয়স ইতি ॥

তত্তৎ প্রকাশনে হেতুঃ। ভগবান্ ভগাত্মকশক্তিমান্ তস্যাঃ শক্তের্ম্মায়ত্বং নিষেধতি। পরমঃ পরাখ্যশক্তিরূপা মা লক্ষ্মীর্যস্মিন্। অন্যথা পরমত্ব ব্যাঘাতঃ স্যাদিতি ভাবঃ ॥

তবে তাঁহার সেই সেই শক্তিমত্বের প্রতি সাম্যত্বই প্রসক্ত হইত অর্থাৎ তাঁহার সেই সেই শক্তি প্রকাশ হইত না ॥

ঐ বিষয় ৪ স্কন্ধের ৩০ অধ্যায়ে ৩০ শ্লোকে প্রচেতাগণ কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে যথা ॥

হে ভগবন্! আপনার বিভূতির অন্ত নাই এই কারণে লোকে আপনাকে অনন্ত বলিয়া থাকে ॥

সেই সেই শক্তি প্রকাশনের প্রতি হেতু এই, তিনি ভগবান্ অর্থাৎ ভগাত্মক শক্তি বিশিষ্ট। ঐ শক্তির মায়াত্ব নিষেধ করিতেছেন। পরম শব্দের অর্থ এই যে পর শব্দে পরা (শ্রেষ্ঠা) নাম্নী শক্তি, মা শব্দে লক্ষ্মী অর্থাৎ পরা নাম্নী শক্তিরূপা লক্ষ্মী যাহাতে বিরাজ করিতেছেন তাঁহার নাম পরম। এরূপ যদি ব্যাখ্যা না করা হয় তাহা হইলে পরমত্বের ব্যাঘাত হয় ॥

তস্মান্ন মায়য়া সর্ব্বং সর্ব্বমৈশ্বর্য্যসম্ভবং।
অমায়োহীশ্বরো যস্মাৎ তস্মাত্তং পরমং বিদুরিত্যুক্তেঃ ॥৭১

নন্বু সর্ব্বনাম বিশ্বরূপত্বে তত্রা হত্যে চ সত্ত্বেন তত্তদুপাসকাঃ প্রমাণং ॥

অত্রতু কেষ্যুরিত্যাশঙ্ক্যাহ। পাদমূলং ভজতামনুগ্রহার্থমিতি। যোগসাংখ্যয়োস্তত্তত্বং ন সম্যক্ প্রকাশতে কিন্তু ভক্ত্যাবেব। ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তীত্যাদি শ্রুতেঃ ॥
তস্মাদযুক্তং তয়োর্ব্বাদমাত্রমিতি ভাবঃ। অতএব

অতএব মায়া হইতে সমুদায় হয় না, ঐশ্বর্য্য হইতে সমস্ত সম্ভব হয়। যেহেতু ঈশ্বর মায়া রহিত সেই কারণে তাঁহাকে পণ্ডিত গণ পরম বলিয়া কীর্ত্তন করেন ॥ ৭১ ॥

অহে! পরমেশ্বরের সর্ব্বনাম ও বিশ্বরূপত্বে এবং ঐ দুই-যের রাহিত্যে তত্তদ্রূপের উপাসক সকলই প্রমাণ ॥

যদি বল তাহাদের মধ্যেই বা কাহারা প্রমাণ এই আশঙ্কায় কহিতেছেন। যাঁহারা তাঁহার পাদমূলকে ভজনা করেন তাঁহাদিগকে অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত একটি হইয়া থাকেন ॥

যাহা হউক যোগ ও সাংখ্য এই দুই শাস্ত্রে সেই তত্ত্ব সমগ্ররূপে প্রকাশ পায় না, কিন্তু ভক্তিতেই সেই তত্ত্বপ্রকাশ পাইয়া থাকে। যেহেতু শ্রুতি বলিয়াছেন, 'ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি' অর্থাৎ ভক্তিই ইহাঁকে দেখান। সেই হেতু যোগ ও

বক্ষ্যতেঽনন্তরমেব ॥ ৭২ ॥

ইতি সংস্তুবতস্তস্য স তস্মিন্নঘমর্ষণে ।
প্রাদুরাসীৎ কুরুশ্রেষ্ঠ ভগবান্ ভক্তবৎসলঃ ।
কৃতপাদঃ সুপর্ণাংস ইত্যাদি । পাদমূলং ভজতামিত্যনেন তান্ প্রতিরূপপ্রাকট্যাৎ পূর্ব্বমপি রূপমস্ত্যেবেতি ব্যঞ্জিতং । চরণং পবিত্রং বিততং পুরাণমিত্যাদি শ্রুতেঃ । ভেজে ইত্যতীত নির্দ্দেশঃ প্রামাণ্য দার্ঢ্যায়ানাদিত্বং বোধ-

জ্ঞান শাস্ত্রের কেবল বিবাদমাত্রে যুক্ত হইল । অতএব তাহার পরেই কহিবেন ॥ ৭২ ॥

৬ স্কন্ধের ৪ অধ্যায়ে ৩০ । ৩১ শ্লোকে যথা ॥

শুকদেব কহিলেন, হে রাজন্ ! দক্ষ প্রজাপতি এই প্রকারে স্তুতি করিলে ভক্তবৎসল ভগবান্ তাঁহার স্তবে সন্তুষ্ট হইলেন এবং প্রসন্ন হইয়া সেই তীর্থেই প্রাদুর্ভূত হওত চমৎকার রূপে তাঁহাকে দর্শন দিলেন । ভগবানের চরণদ্বয় গরুড়ের স্কন্ধোপরি বিন্যস্ত ছিল ইত্যাদি । যে সকল ব্যক্তি পাদমূল ভজন করে তাঁহাদিগের রূপের প্রকটন হেতু পূর্ব্ব হইতেই রূপ আছে ইহাই প্রকাশ হইল । কেন না শ্রুতিতে বলিয়াছেন, তাঁহার চরণ পবিত্র, তিনি সর্ব্বব্যাপক এবং পুরাণ পুরুষ ইত্যাদি ॥

“ভেজে” এই ক্রিয়ায় অতীত কাল নির্দ্দেশ হইয়াছে । প্রমাণের দৃঢ়তা নিমিত্ত তাঁহার অনাদিত্বও বুঝাইতেছে ।

য়তি। অনন্ত পদস্যচ নামানি রূপাণি চানন্তান্যেবেতি ভাবঃ।

অত্র প্রাকৃতনামরূপ রহিতোঽপীতি টীকাচ ॥ ৬ ॥ ৪ ॥

দক্ষঃ শ্রীপুরুষোত্তমং ॥ ৭৩ ॥

তদেবং নিত্যত্বাৎ বিভুত্বাৎ সর্ব্বাশ্রয়ত্বাৎ স্থূল সূক্ষ্ম প্রাকৃত বস্ত্বতিরিক্তত্বাৎ প্রত্যগ্রূপত্বাৎ সর্ব্বশ্রুতিসমন্বয় সিদ্ধত্বাৎ তদ্রূপং পরমতত্ত্বরূপমেবেতি সিদ্ধং। তথৈবহি পরম-বৈদুষ্যেণানুভূতং স্পষ্টমেবাহ ত্রিভিঃ ॥ ৭৪ ॥

রূপং যদেতদবরোধ রসোদয়েন

অপর অনন্ত এই পদের প্রয়োগ হেতু নাম ও রূপ সকলেরও অনন্তত্ব ইহাই ভাবার্থ। এস্থলে টীকাতেও প্রাকৃত নাম রূপ রহিত ইহাই ব্যাখ্যা করিয়াছেন ॥ ৭৩ ॥

অতএব নিত্যত্ব, সর্ব্বব্যাপকত্ব তথা স্থূল, সূক্ষ্ম ও প্রাকৃত বস্তু হইতে অতিরিক্তত্ব, প্রত্যক্ অর্থাৎ সর্ব্বান্তর্যামি রূপত্ব স্বপ্রকাশত্ব এবং সমুদায় শ্রুতি সমন্বয় সিদ্ধত্ব প্রযুক্ত সেই ভগবদ্রূপ পরমতত্ত্ব রূপই সিদ্ধ হইল ॥

উক্ত প্রকারই পরমবিদ্বানের অনুমান দ্বারা তিন শ্লোকে স্পষ্টরূপে অনুভবের বিষয় কথিত হইয়াছে ॥ ৭৪ ॥

৩ স্কন্ধে ৯ অধ্যায়ে ২। ৩। ৪ শ্লোকে যথা ॥

হে ভগবন্! জ্ঞানশক্তির আবির্ভাব হেতু তোমা হইতে তমোগুণ একেবারে নিবৃত্ত হইয়াছে, তুমি উপাসকদিগের

আদৌ গৃহীতমবতারশতৈক বীজং
যন্নাভিপদ্মভবনাদহমাবিরাসং ॥
নাতঃ পরং পরম যদ্ভবতঃ স্বরূপ-
মানন্দমাত্রবিকল্পমবিদ্ধবর্চ্চঃ ।
পশ্যামি বিশ্বসৃজমেকমবিশ্বমাত্মন্
ভূতেন্দ্রিয়াত্মকমদস্ত উপাশ্রিতোঽস্মি ॥
তদ্বা ইদং ভুবনমঙ্গল-মঙ্গলায়-
ধ্যানে স্ম নো দর্শিতং ত উপাসকানাং ।

প্রতি অনুহ বিস্তার করিয়া এই যে রূপ প্রথমতঃ আবিষ্কৃত করিলে ইহাই শত শত অবতারের মূল, ইহাঁরই নাভিপদ্মরূপ ভবন হইতে আমি উৎপন্ন হইয়াছি ॥

হে পরম ! ভগবানের যে রূপের প্রকাশ আবৃত হয় না এবং যাহা ভেদ শূন্য স্থতরাং আনন্দস্বরূপ তাহা তোমার এরূপ হইতে ভিন্ন দৃষ্ট হয় না, বরং দেখিতেছি ইহাই সেই রূপ, অতএব আমি তোমার এই রূপেরই শরণাপন্ন হইলাম। প্রভো ! তোমার এই রূপই উপাসনা যোগ্য, যেহেতু ইহাই উপাস্য মধ্যে গণ্য এবং বিশ্বের স্থষ্টি কারি স্থতরাং বিশ্ব হইতে ভিন্ন। অপর ইহা পৃথিবী ইত্যাদি ভূত সকলের এবং ইন্দ্রিয় গণের কারণ ॥

হে ভুবনমঙ্গল ! আমরা তোমার উপাসক, তুমি আমাদিগের নিমিত্ত ধ্যানাবসরে এই রূপ দর্শন করাইলে অতএব

তস্মৈ নমো ভগবতেঽনুবিধেম তুভ্যং
যোঽনাদৃতো নরকভাগ্‌ভিরসৎ প্রসঙ্গৈঃ ॥ ৫৩ ॥
টীকাচ ॥
ননু ত্বমপি সম্যগ্ন জানাসি যৎ ত্বয়া দৃষ্টং রূপমেতদপি গুণাত্মকমেব নির্গুণং ব্রহ্মৈব তু সত্যং তত্রাহ রূপমিতি দ্বাভ্যাং। অববোধ রসোদয়েন শশ্বন্নিবৃত্তং তমো যস্মাৎ

ইহাই তোমার সেই রূপ সন্দেহ নাই, প্রভো! আমরা অব্যক্তবর্ত্মে নিবিষ্ট চিত্ত, আমাদের প্রতি তুমি কখন সোপাধিক দর্শন দিতে পার না। অতএব আমরা তোমার অনুবৃত্তি করিয়া তোমাকে নিরন্তর নমস্কার করি। হে ভগবন্! যে সকল নরাধম অনীশ্বর বাদিদিগের কুতর্ক নিষ্ঠ অতএব নারকী, তাহারাই তোমার আদর করে না নচেৎ তোমাকে নমস্কার কে না করে? ॥ ৫৩ ॥

টীকার ব্যাখ্যা যথা ॥

ভগবান্ যদি এরূপ বলেন, হে ব্রহ্মন্! তুমিও সমগ্র জান না, যেরূপ তুমি দেখিলে তাহাও গুণময়, কিন্তু নির্গুণ যে ব্রহ্ম তাহাই সত্য, এই আশঙ্কায় কহিতেছেন "রূপং" ইতি দুই শ্লোকে ॥

হে ভগবন্! অববোধরসের উদয় অর্থাৎ চিৎশক্তি দ্বারা যাহা হইতে সর্ব্বতো ভাবে তমোগুণ নিবৃত্ত হইয়াছে সেই

তস্য তব যদেতদ্রূপং ত্বয়ৈব স্বাতন্ত্র্যেণ সত্তামুপাসকানা মনুগ্রহায় গৃহীতমাবিষ্কৃতং। অবতারশতস্য শুদ্ধ সত্ত্বাত্মকস্য যদেকং বীজং মূলং ॥ ৭৫ ॥

তৎ প্রদর্শনার্থং গুণাবতার বীজত্বং দর্শয়তি যন্নাভীতি হে পরম অবিদ্ধবর্চ্চঃ অনাবৃত প্রকাশং অবিকল্পং নির্ভেদং। অতএবানন্দমাত্রং এবং ভূতং যদ্ভবতঃ স্বরূপং তৎ অতো রূপাৎ পরং ভিন্নং ন পশ্যামি কিন্তু ইদমেব তৎ। অতঃ কারণাৎ তে তব অদঃ ইদং রূপমাশ্রিতোঽস্মি যোগ্যত্বাদপীত্যাহ ॥ ৭৬ ॥

আপনার যে এইরূপ আপনি স্বাধীনরূপে সৎ সকলের অর্থাৎ উপাসকদিগের অনুগ্রহ নিমিত্ত আবিষ্কার করিয়াছেন। এই রূপ শত শত অবতারের অর্থাৎ শুদ্ধ সত্ত্ব স্বরূপের এক মূলস্বরূপ ॥ ৭৫ ॥

ঐ মূল দেখাইবার জন্য গুণাবতারের বীজত্ব দেখাইতেছেন "যন্নাভীতি" এই শ্লোকে ॥

হে পরম! আপনার স্বরূপ অবিদ্ধবর্চ্চঃ অর্থাৎ আবরণ শূন্য প্রকাশ শীল। "অবিকল্প" শব্দের অর্থ নির্ভেদ অর্থাৎ ভেদ রহিত। অতএব আনন্দমাত্র এই প্রকার যে আপনার স্বরূপ তাহা ইহা হইতে অন্য দেখিতে পাই না কিন্তু এই রূপ তাহাই ॥

অতএব আপনার এই রূপকে আশ্রয় করিলাম যেহেতু

একং উপাস্যেষু মুখ্যং যতো বিশ্বসৃজং। অতএব অবিশ্বং বিশ্বস্মাদন্যৎ। কিঞ্চ ভূতেন্দ্রিয়াত্মকং ভূতানামিন্দ্রিয়াণাঞ্চাত্মানং কারণমিত্যর্থঃ। নন্বেবমপি সোপাধিকমেব তদর্ব্বাচীনমেবেত্যাশঙ্ক্যাহ তদেবেদং। হে ভুবনমঙ্গল যত স্তে ত্বয়া অস্মাকমুপাসকানাং মঙ্গলায় ধ্যানে দর্শিতং। নহ্যবক্ত বর্ত্মাভিনিবেশিত চিত্তানামস্মাকং সোপাধিকং দর্শনং যুক্তমিতি ভাবঃ। অতস্তুভ্যং নমোঽনুবিধেম অনুবৃত্ত্যা করবাম। তর্হি কিমিতি কেচিন্মাং নাদ্রিয়ন্তে

ইহাই আশ্রয়ের যোগ্য, এই অভিপ্রায়ে কহিতেছেন ॥ ৭৬ ॥

আপনার এই রূপ এক অর্থাৎ উপাস্য সকলের মধ্যে মুখ্য যেহেতু ইহাই বিশ্ব সৃজনকারী। অতএব ইহা অবিশ্ব অর্থাৎ বিশ্ব হইতে ভিন্ন ॥

অপর এইরূপ ভূতেন্দ্রিয়াত্মক অর্থাৎ ভূত ও ইন্দ্রিয় সকলের কারণ ইহাই তাৎপর্য্য। ভগবান্ যদি এরূপ বলেন অহে! যদি এ প্রকার হইল তবে আমার এই রূপ সোপাধিক অর্থাৎ উপাধি বিশিষ্ট হইল এই আশঙ্কায় কহিতেছেন, সেই রূপই এই ॥

হে ভুবনমঙ্গল! যেহেতু আমরা যে উপাসক আমাদিগকে ধ্যানযোগে আপনি এইরূপ দর্শন দিয়াছেন। কেন না আমরা অব্যক্তবর্ত্মে চিত্ত অভিনিবিষ্ট করিয়াছি আমাদের সোপাধিক দর্শন যুক্তি সঙ্গত হইতে পারে না ইহাই ভাবার্থ।

তত্রাহ ॥ ৭৭ ॥

যো না দৃত ইতি। অসৎ প্রসঙ্গৈঃ নিরীশ্বর কুতর্কনিষ্ঠৈরিত্যেষা অত্র কল্পিতমপ্যর্থান্তরং তস্য বিদ্বদ্গণ গুরুত্বান্নসংভবত্যেবেতি ব্যঞ্জিতং। নহ্যবক্ত বর্ত্মেতি। উক্তং চৈতৎ স্তুতিতঃ প্রাক্। অব্যক্তবর্ত্মাভিনিবেশিতাত্মেতি মাং নাদ্রিয়ন্ত ইতি বিগ্রহরূপং মামিত্যেবার্থঃ। বিগ্রহস্যৈব পরব্রহ্মরূপত্বেন স্থাপিতত্বাৎ ॥ ৭৮ ॥

অতএব যে বিগ্রহমেতাদৃশ তয়া ন মন্যন্তে তে বিদ্বদনু-

অতএব আমরা অনুবৃত্তি দ্বারা আপনাকে নমস্কার করি ॥৭৭॥

ভগবান্ যদি এরূপ কহেন তবে কেন আমাকে কেহ কেহ আদর করে না এই আশঙ্কায় কহিতেছেন "যোনাদৃত ইতি" যাহারা অসৎ প্রসঙ্গ অর্থাৎ নিরীশ্বর বাদি কুতর্ক নিষ্ঠ তাহারাই আপনাকে আদর করে না ॥

অপর এস্থলে কল্পিত অর্থান্তরও সম্ভবে না, যেহেতু তিনি বিদ্বান্ সকলেরও গুরু ইহাই প্রকাশ করা হইয়াছে। "নহ্য ব্যক্তবর্ত্মেতি" স্তবের পূর্ব্বে ইহা কথিত হইয়াছে, যথা "অব্যক্ত বর্ত্মাভিনিবেশিতাত্মা" আমাকে আদর করে না অর্থাৎ বিগ্রহরূপি আমাকে আদর করে না এই অর্থ, কেন না শ্রীবিগ্রহ পরব্রহ্মত্বরূপে স্থাপিত হইয়াছে ॥ ৭৮ ॥

অতএব যাহারা পরব্রহ্মরূপে শ্রীবিগ্রহকে না মানে তাহারা

ভব বিরুদ্ধমতয়ো নেশ্বরমপি মন্যন্ত ইত্যাহ নিরীশ্বরেতি॥ অতএব যে তু ত্বদীয় চরণাম্বুজকোষগন্ধমিত্যাদাবনন্তর পদ্যে তু শব্দেন যো নাদৃত ইত্যাদ্যুক্তেভ্যো বহির্ম্মুখ

বিদ্বান্‌গণের অনুভব বিরুদ্ধশালী, সুতরাং তাহারা ঈশ্বরকেও মানে না এই অভিপ্রায়ে কহিতেছেন "নিরীশ্বরেতি" অতএব ৩ স্কন্ধের ৯ অধ্যায়ে ৫ শ্লোকে।

"যেতু ত্বদীয় চরণাম্বুজ কোষগন্ধং
জিঘ্রন্তি কর্ণবিবরৈঃ শ্রুতিবাতনীতং।
ভক্ত্যা গৃহীতচরণা পরয়াচ তেষাং
নাপৈষি নাথ হৃদয়াম্বুরুহাৎ স্বপুংসাং"

অর্থাৎ হে প্রভো! আদর পূর্ব্বক তোমার চরণ ভজন করিলেই কৃতার্থ হওয়া যায়, যে সকল ব্যক্তি তোমার চরণ পঙ্কজের সৌরভ বেদরূপ বায়ু যোগে প্রাপ্ত হইয়া কর্ণ বিবর-দ্বারা আঘ্রাণ করেন অর্থাৎ অতিশয় আদর পূর্ব্বক তোমার কথা শ্রবণ করিয়া থাকেন এবং পরমভক্তি সহকারে তোমার চরণপদ্ম সর্ব্ব পুরুষার্থ সার বলিয়া গ্রহণ করেন, সেই সকল ব্যক্তিই তোমার আপনারই পুরুষ। হে নাথ! তাহাদের হৃদয়পদ্ম হইতে কখন দূরগত হয়েন না, অর্থাৎ আপনি নিত্যই তাহাদের হৃদয়ে প্রকাশমান হইয়া থাকেন॥

এই পদ্যে তু শব্দ দ্বারা আর "যো নাদৃত অর্থাৎ তত্বা

জনেভ্য ইতরত্বেন নির্দ্দিষ্টানাং তাদৃশ শ্রীভগবদ্রূপ নিষ্ঠানামেব শ্রুতিবাতনীতমিতি শব্দেন প্রমাণেন ভক্ত্যা গৃহীতচরণ ইত্যনুভবেনচ প্রাশস্ত্যমুক্তং ॥ ৩ ॥ ৯ ॥

শ্রীব্রহ্মা শ্রীনারায়ণং ॥ ৭৯ ॥

এবঞ্চ। আবেশাবতারতয়া প্রতীতস্য শ্রীঋষভদেবস্যাপি বিগ্রহ এবং যোজ্যতে ॥

যথা ॥

ইদং শরীরং মম দুর্বিভাব্যং

তত্ত্বং হি মে হৃদয়ং যত্র ধর্ম্মঃ।

ইদং ভুবন মঙ্গল নামধেয়" এই পদ্যে যে আদর করে না, এই দুই শ্লোকে উক্ত বহির্ম্মুখ জন হইতে বিলক্ষণত্ব রূপে নির্দ্দিষ্ট তাদৃশ ভগবানের রূপ নিষ্ঠ ব্যক্তিদিগের বেদরূপ বায়ুদ্বারা নীত এই শব্দ প্রমাণ দ্বারা তথা "ভক্ত্যা গৃহীত চরণ" এই অনুভব দ্বারাও প্রশস্ততা কথিত হইয়াছে ॥ ৭৯ ॥

এই প্রকারেই আবেশাবতার রূপে প্রতীত শ্রীঋষভ দেবেরও এইরূপ বিগ্রহ যুক্ত হইয়াছে ॥

যথা ৫ স্কন্ধে ৫ অধ্যায়ে ১৯ শ্লোকে

শ্রীঋষভদেবের বাক্যে ॥

হে পুত্র! আমার এই মনুষ্যাকার শরীর অবিতর্ক্য অর্থাৎ আমার ইচ্ছা বিলসিত, ইহা প্রাকৃত মনুষ্যের তুল্য নহে। আর আমার হৃদয় তত্ত্বরূপ উহাতে শুদ্ধ সত্ব ধর্ম্মই বিরাজ-

পৃষ্ঠে কৃতো মে যদধর্ম্ম আরা
দতোহি মামৃষভং প্রাহুরার্য্যাঃ ॥ ৫৪ ॥

ইদং মনুষ্যাকারং শরীরং হি নিশ্চিতং দুর্বিভাব্যং দুর্বি-
তর্কং যত্তত্ত্বং তদেব। যস্মিন্ ধর্ম্মো ভাগবত লক্ষণ
স্তত্রৈব মে হৃদয়ং মনঃ। যদস্মাৎ তদ্বিপরীতাদি লক্ষ-
ণোহধর্ম্মো ময়া পৃষ্ঠে কৃতঃ। ততঃ পরাঙ্মুখোহস্মি-
ত্যর্থঃ। অতএব বক্তুরস্য শ্রীঋষভদেবস্য সর্ব্বান্তিম
লীলাব্যাজেনান্তর্দ্ধানমেব প্রাকৃত লোক প্রতীত্যনুসা-

মান। যে হেতু আমি অধর্ম্মকে পশ্চাদ্ভাগে নিরাকৃত করি-
য়াছি। অতএব আর্য্য ব্যক্তিরা আমাকে ঋষভ (শ্রেষ্ঠ)
বলিয়া থাকেন ॥ ৫৪ ॥

তাৎপর্য্য। ইদং শব্দের অর্থ এই মনুষ্যাকার শরীর।
হি শব্দের অর্থ নিশ্চয়। দুর্বিভাব্য (দুর্বিতর্ক্য) অর্থাৎ
তর্কের দ্বারা যাহা অনুভব হয় না এমত যে তত্ত্ব তাহাই।
যে স্থানে ধর্ম্ম অর্থাৎ ভাগবত লক্ষণ ধর্ম্ম, সেই স্থানেই
আমার হৃদয় অর্থাৎ মনঃ। যে হেতু ভাগবত লক্ষণ ধর্ম্মের
বিপরীতাদি লক্ষণ অধর্ম্মকে আমি পশ্চাদ্ভাগে নিরাকৃত করি-
য়াছি। এই কারণে তাহাতে আমি পরাঙ্মুখ। অতএব সর্ব্বা-
ন্তিম লীলাচ্ছলে এই বক্তা ঋষভদেবের অন্তর্দ্ধান প্রাকৃত
লোকের অনুসারে ঐ প্রকার বর্ণিত হইয়াছে। অপর
ঋষভদেবের যে অন্তর্দ্ধান বর্ণন তাহা আত্মারামদিগের রীতি

রেণৈব তু তথা বর্ণিতং । আত্মারামতা রীতিদর্শনার্থং ॥৭০
তদুক্তং । যোগিনাং সাম্পরায় বিধিমনুশিক্ষয়ন্নিতি ।
অতঃ স্বকলেবরং জিহাসুরিত্যত্র কলেবর শব্দস্য প্রপঞ্চ
এবার্থঃ । উপাসনাশাস্ত্রে তস্য তথা প্রসিদ্ধেঃ ॥ ৮১ ॥
তথা অথ সমীরবেগ বিধূত বেণুসংঘর্ষণজাতোগ্র দাবানল
স্তদ্বনমালেলিহানঃ সহ তেন দদাহেত্যস্য বাস্তবার্থে তু
তেন সহেতি কর্ত্তৃসাহায্যে তৃতীয়া । গৌণমুখ্য ন্যায়েন

প্রদর্শন নিমিত্ত ॥ ৮২ ॥

এই বিষয় ৫ম স্কন্ধের ৬ অধ্যায়ে ৬ শ্লোকে
উক্ত হইয়াছে যথা ॥

"যোগিনাং সাম্পরায় বিধিমনুশিক্ষয়ন্নিতি" কি প্রকারে দেহত্যাগ করিতে হয়, তাহা যোগিদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য! অতএব স্বীয় কলেবর ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিয়া এ স্থানে কলেবর শব্দের অর্থ প্রপঞ্চমাত্র। যে হেতু উপাসনা শাস্ত্রে ঐ দেহের ঐ প্রকার অর্থ প্রসিদ্ধ আছে ॥ ৮১ ।

উক্ত রূপ ৫ম স্কন্ধের ৬ অধ্যায়ে ৭ শ্লোকে যথা ॥

অনন্তর বায়ুবেগে সেই উপবনের বেণু সকল অতিশয় কম্পিত হইল, সে সকলের পরস্পর ঘর্ষণে ভয়ানক দাবানল সমুৎপন্ন হইয়া ঐ বনকে সর্ব্বতোভাবে গ্রাস করত তাঁহার দেহের সহিত সমুদায়কে দগ্ধ করিয়া ফেলিল ॥

এই গদ্যের বাস্তবার্থ এই যে "তেন সহ" এই পদে কর্ত্তৃ

কর্ত্তর্য্যেব প্রাথমিক প্রবৃত্তেঃ। ততশ্চ দাবানল স্তদ্বন বর্ত্তি তর্ব্বাদি জীবানাং স্থূলং দেহং দদাহ শ্রীঋষভদেবস্তু সূক্ষ্মং দেহমিতি তস্য সর্ব্বমোক্ষমনুসন্ধেয়ঃ॥ ৮২॥

স তৈঃ স্পৃষ্টোঽভিদৃষ্টো বা সম্বিষ্টোঽনুগতোঽপিবা। কোশলাস্তে যযুঃ স্থানং যত্র গচ্ছন্তি যোগিন ইতিবৎ। ততোঽনলসাধর্ম্ম্যং বর্ণয়িত্বা তদ্বদন্তর্দ্ধানমেব তস্যাতি চ ব্যঞ্জিতং। অতএব ঋষভ দেবাবির্ভাব তৃতীয়োঽধ্যায়

সাহায্যে তৃতীয়া বিভক্তি জানিতে হইবে, যে হেতু গৌণ মুখ্য ন্যায় দ্বারা কর্ত্তাতেই প্রথম প্রবৃত্তি হইয়াছে। অতএব দাবানল ঐ বনমধ্যবর্ত্তি বৃক্ষ প্রভৃতি জীব সকলের স্থূল দেহ দাহ করিয়াছিল, কিন্তু শ্রীঋষভদেব স্বীয় সূক্ষ্ম দেহকে অন্তর্দ্ধান করিয়াছেন, কেন না তিনি সকলের মোক্ষপ্রদ ইহা অনুসন্ধান করিতে হইবে॥ ৮২॥

৯ স্কন্ধের ১১ অধ্যায়ের ১৪ শ্লোকে যথা॥

অযোধ্যা নিবাসী পুণ্যাত্মা যে সকল ব্যক্তি সেই রামচন্দ্রকে স্পর্শ অথবা দর্শন করিয়াছিলেন, কিম্বা যাঁহারা তাঁহাকে উপবেশন করাইয়াছিলেন অথবা যাঁহারা তাঁহার অনুগত হইয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই যোগিগণ যে স্থানে যান তথায় গমন করিয়াছিলেন, ইহার ন্যায়॥

সেই হেতু অগ্নিসাধ্য ধর্ম্ম বর্ণন করিয়া তদ্রূপ অর্থাৎ অগ্নির ন্যায় ঋষভদেবের অন্তর্দ্ধান বর্ণন করিয়াছেন। অত-

ইত্যেবোক্তঃ নতু তজ্জন্মেতি ॥ ৫ ॥ ৫ ॥ শ্রীঋষভদেব স্বপুত্ত্রান্ ॥ ৮৩ ॥

নন্বেবং ঋষভদেবস্যাপি বিগ্রহে তাদৃশতা চেৎ কিমুত স্বয়ং ভগবত ইত্যাহ তথাচ ॥

মুনিগণ নৃপবর্য্য সঙ্কুলেহন্তঃ
সদসি যুধিষ্ঠির রাজসূয় এষাং।
অর্হণমুপপেদ ঈক্ষণীয়ো
মম দৃশি গোচর এষ আবিরাত্মা ॥ ৫৫ ॥

টীকাচ। এষা জগতামাত্মা মম দৃশি গোচরঃ দৃষ্টিবিষয়ঃ

এব ঋষভদেবের আবির্ভাব এই ৫ম স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ে ২১ শ্লোকে কথিত হইয়াছে কিন্তু জন্ম বর্ণিত হয় নাই ॥ ৮৩॥

অহে! এই রূপ যখন ঋষভদেবের বিগ্রহে উক্ত প্রকার ধর্ম্ম হইল তখন স্বয়ং ভগবানের কথা আর কি বলিব এই অভিপ্রায়ে কহিতেছেন ॥

১ স্কন্ধের ৯ অধ্যায়ে ৩৮ শ্লোকে ভীষ্ম বাক্য যথা ॥

যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়ে সভার মধ্যস্থান মুনিগণে এবং রাজসমূহে সংকীর্ণ হইয়াছিল, সেই সময়ে এই ভগবানই সকলের আশ্চর্য্যরূপ দর্শনীয় হইয়া সর্ব্ব সমীপে পূজা প্রাপ্ত হয়েন, সেই এই জগদাত্মা আমার সমক্ষে বর্ত্তমান, অহো আমার কি ভাগ্য? ॥

ইহার টীকা এই। এই জগতের আত্মা আমার নেত্র-

সন্নাবিঃ প্রাকট্যেবর্ত্ততে অহো ভাগ্যমিতি ভাব ইত্যেষা ॥ ১ ॥ ৯ ॥ ভীষ্মঃ শ্রীভগবন্তং ॥ ৮৪ ॥

তথৈবচ ॥

রূপং যত্তদিত্যাদৌ স ত্বং সাক্ষাদ্বিষ্ণুরধ্যাত্মদীপ ইতি ॥৫৬

যত্তৎ কিমপি রূপং বস্তু প্রাহু র্বেদাঃ। কিন্তুবস্তু তদাহ।

গোচর অর্থাৎ নয়নের বিষয় হইয়া "আবিঃ" অর্থাৎ প্রকট রূপে বর্ত্তমান রহিয়াছেন, অহো আমার কি ভাগ্য? ॥ ৮৪ ॥

উক্ত রূপই ১০ স্কন্ধের ৩ অধ্যায়ে ২১ শ্লোকে শ্রীদেবকীবাক্য যথা ॥

"রূপং যত্তৎ প্রাহুরব্যক্তমাদ্যং
ব্রহ্মজ্যোতি র্নির্গুণং নির্ব্বিকারং।
সত্তামাত্রং নির্ব্বিশেষং নিরীহং
স ত্বং সাক্ষাদ্বিষ্ণুরধ্যাত্মদীপঃ ॥"

শ্লোকার্থ। দেবকী কহিলেন ভগবন্‌! বেদ সকলে যাঁহাকে অনির্ব্বচনীয় কার্য্য কল্প বস্তু বলিয়া বর্ণন করেন অর্থাৎ যাঁহাকে নিরীহ (সন্নিধিমাত্রে কারণ) নির্ব্বিশেষ, সত্তামাত্র, নির্ব্বিকার, নির্গুণ, জ্যোতিঃ স্বরূপ, বৃহৎ, আদ্য অর্থাৎ মূলকারণ বলিয়া থাকেন, তুমি সেই বস্তু সাক্ষাৎ বিষ্ণু অধ্যাত্ম দীপ, অর্থাৎ বুদ্ধ্যাদি কারণ সমূহের প্রকাশক, অতএব আপনকার ভয় আশঙ্কা নাই ॥ ৫৬ ॥

তাৎপর্য্য। যে কোন অনির্ব্বচনীয় রূপকে বেদ সকল

অব্যক্তমিত্যাদি। এবং ভূতং কিমপি কার্য্যকল্প্যং বস্তু যৎ স এব সাক্ষাদক্ষিগোচরস্ত্বং বিষ্ণুরসি ॥ ৮৫ ॥

তথা পাদ্মনির্ম্মাণখণ্ডে শ্রীভগবন্তং প্রতি শ্রীবেদব্যাস বাক্যং ॥

ত্বাং সং দ্রষ্টুমিচ্ছামি চক্ষুর্ভ্যাং মধুসূদন।
যত্তৎ সত্যং পরং ব্রহ্ম জগদ্যোনিং জগদ্গতিং।
বদন্তি বেদশিরসশ্চাক্ষুষং নাথ মেঽস্তু তদিতি।

তত্র হেতুঃ অধ্যাত্মদীপঃ দেহি তৎ কারণ কার্য্য সংঘপ্রকাশকত্বেনাবভাসমাণ ইত্যর্থঃ। এবম্ভূতস্য তব ন ভয়

বস্তু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সেই বস্তু কি? এই প্রশ্নে বলিতেছেন তাহা অব্যক্ত অর্থাৎ প্রকাশ করিবার সাধ্য নাই, ইত্যাদি। এই প্রকার কোন অনির্ব্বচনীয় কার্য্যকল্প যে বস্তু সেই তুমিই সাক্ষাৎ বিষ্ণু নেত্রগোচর হইলে ॥ ৮৫ ॥

উক্ত রূপই পদ্মপুরাণের নির্ম্মাণ খণ্ডে শ্রীভগবানের প্রতি শ্রীবেদব্যাসের বাক্য যথা ॥

হে মধুসূদন! আপনাকে চক্ষুর্দ্বারা দেখিতে ইচ্ছা করি বেদশির উপনিষদ সকল যে আপনাকে সত্য স্বরূপ, পরম ব্রহ্ম, জগতের উৎপত্তি এবং জগতের আশ্রয় বলিয়া বর্ণন করেন, হে নাথ! তাহাই আমার চক্ষুর্গোচর হউক।

এই বিষয়ে কারণ এই। আপনি অধ্যাত্ম দীপ অর্থাৎ দেহী ও তাহার কার্য্য কারণ সমূহের প্রকাশকত্ব রূপে অব-

শঙ্কেতি ত্ব ইত্যেষ প্রকারান্তরাণাং শ্রীস্বামি দর্শিত ভাবা

র্থোঽপি শ্রীবিগ্রহ পর এব অন্যত্র ভয়সংভাবনানুৎ-

পত্তেঃ ॥ ১০ ॥ ৩ ॥

শ্রীদেবকী শ্রীভগবন্তং ॥ ৮৬

অতস্তদংশানামপি তাদৃশত্বমাহ

সত্যজ্ঞানানন্তানন্দ মাত্রৈক রসমূর্ত্তয়ঃ।

অস্পৃষ্ট ভূরি মাহাত্ম্যা অপি হ্যুপনিষদ্দৃশাং ॥ ৫৭ ॥

টীকা চ। সর্ব্বেষাং মূর্ত্তিমত্ত্বে পর্য্যবিশেষমাহ সত্যজ্ঞানেতি

ভাসমান হইয়া রহিয়াছেন। অতএব এই প্রকার আপনার ভয় শঙ্কা নাই ॥

এই প্রকরণের অনুরূপ শ্রীধরস্বামী যে ভাবার্থ দেখাইয়াছেন তাহাও শ্রীবিগ্রহ পর জানিতে হইবে, তাহা না হইলে অন্যত্র অর্থাৎ অবিগ্রহ ব্রহ্ম রূপে ভয় সম্ভাবনার উৎপত্তি হইতে পারে না ॥ ৮৬ ॥

অতএব তাঁহার অংশ সকলেরও তাদৃশত্ব কহিতেছেন।

১০ স্কন্ধের ১৩ অধ্যায়ে ৫৪ শ্লোকে যথা ॥

হে মহারাজ! সত্য, জ্ঞান, অনন্ত এবং আনন্দ মাত্র রূপ যে ব্রহ্ম তাহাই তাঁহাদিগের মূর্ত্তি হইয়াছিল অতএব তাহাদিগের মাহাত্ম্য জ্ঞান চক্ষু আত্মজ্ঞ জনগণেরও স্পর্শ যোগ্য হয় নাই ॥ ৫৭ ॥

এই শ্লোকে শ্রীধরস্বামির টীকা যথা ॥

সত্যাশ্চ জ্ঞানরূপাশ্চ অনন্তাশ্চ আনন্দরূপাশ্চ তত্রাপি তদেকমাত্রাঃ বিজাতীয় সম্ভেদ রহিতাঃ তত্রাপিচ এক বাসাঃ সদৈকরূপা মূর্ত্তয়ো যেষাং তে। যদ্বা। সত্যজ্ঞা নাদি মাত্রৈকরসং যদ্ব্রহ্ম তদেব মূর্ত্তি র্যেষামিতি। অত এব উপনিষৎ আত্মজ্ঞানং সৈব দৃক্ চক্ষুর্যেষাং তেষামপি হি নিশ্চতং অস্পৃষ্ট ভূরি মাহাত্ম্যা ন স্পৃষ্টং স্পর্শা-যোগ্যং ভূরি মাহাত্ম্যং যেষাং তে তথা ভূতাঃ সর্ব্বে ব্যদৃশ্যন্ত ইত্যেষা ॥ ৮৭ ॥

অত্র মাত্র পদং তব্বর্ণাদীনাং স্বরূপান্তরঙ্গ ধর্ম্মত্বং বোধ-য়তি। নহ্যত্রাপরস্মিন্নর্থে মূর্ত্তিশব্দঃ কেবলাত্মপর ইতি

সকলের মূর্ত্তি বিশিষ্টত্বেও অবিশেষ কহিতেছেন, সত্য জ্ঞান এই শ্লোকে যথা। যাঁহাদিগের মূর্ত্তি সত্য, জ্ঞানরূপ, অনন্ত ও আনন্দরূপ হইয়াও একমাত্র অর্থাৎ বিজাতীয় ভেদ রহিত। তাহাতেও আবার একরস অর্থাৎ যাঁহাদের মূর্ত্তি সকল সর্ব্বদাই একরূপ। অথবা সত্য, জ্ঞান, অনন্ত, আনন্দ মাত্র ও রস যে ব্রহ্ম তিনিই যাঁহাদের মূর্ত্তি হইয়াছেন। অতএব উপনিষৎ (আত্মজ্ঞান) যাঁহাদের চক্ষু হইয়াছে তাঁহারাও যাঁহাদের ভূরি মাহাত্ম্য স্পর্শ করিতে যোগ্য হয়েন না, তদ্রূপ সেই সকল অংশ দৃষ্ট হইলেন ॥ ৮৭ ॥

এই স্থলে মাত্র পদ ঐ সকল বর্ণাদির স্বীয় স্বীয় অন্তরঙ্গ ধর্ম্মত্বকে বুঝাইতেছে। এ স্থলে অপর শরীর বিষয়ে মূর্ত্তি

স্বামিনঃ শ্রীশুকদেবস্য বা মতং লক্ষণায়াঃ কষ্টকল্পনাময়ত্বাৎ। অস্পৃষ্টেত্যত্র অস্পৃষ্টেতি ভূরি মাহাত্ম্যেতি অপীতি উপনিষদ্দৃগিতি। পদচতুষ্টয়স্যৈব ব্যস্তস্য সমস্তস্য চ সারস্য ভঙ্গ প্রসঙ্গাৎ উক্ত প্রকরণানুরোধাৎ। তে চক্ষুতাক্ষ বিষয়ং স্বসমাধি ভাগ্যমিত্যাদ্যুদাহরিষ্যমাণানুসারাৎ। স্বসুখেত্যাদি শ্রীশুকহৃদয় বিরোধাচ্চ। অতএব বিশুদ্ধ বিজ্ঞানঘনঃ বিশুদ্ধ জ্ঞানমূর্ত্তয়ে। ত্বয্যেব নিত্য

শব্দ কেবল আত্মপর শ্রীধরস্বামী অথবা শ্রীশুকদেবের মত নহে যে হেতু লক্ষণা করিতে হইলে তাহা কষ্ট কল্পনা স্বরূপ হয়॥

"অস্পৃষ্টেতি" এ স্থলে অস্পৃষ্ট, ভূরি মাহাত্মা, অপি, উপনিষৎ দৃক্, এই চারিটী পদেরই ব্যস্ত ও সমস্তের অর্থাৎ প্রত্যেক ও সমুদায়ের স্বারস্যের (অভিপ্রায়ের) ভঙ্গ, উক্ত প্রকরণের অনুরোধ, তথা ৩ স্কন্ধের ১৫ অধ্যায়ের ৩৮ শ্লোকে সনকাদি মুনিগণ আপনাদিগের সমাধি দ্বারা লভ্য ফল স্বরূপ যে ব্রহ্ম তিনি যেন নয়ন গোচর হইলেন, ইত্যাদি যাহা উদাহরণ করা হইবে তদনুসারে, আর ১২ স্কন্ধের ১২ অধ্যায়ের "স্বসুখ নিভৃতচেতা" ইত্যাদি ৫২ শ্লোকে শ্রীশুকদেবের হৃদয়ের বিরোধ হেতুও, অতএব ১০ স্কন্ধের ৩৭ অধ্যায়ে ২০ শ্লোকে "বিশুদ্ধ জ্ঞান ঘন।" ঐ স্কন্ধের ২৭ অধ্যায়ে ২১ শ্লোকে "বিশুদ্ধ বিজ্ঞান মূর্ত্তয়ে"। ঐ স্কন্ধের ১৪ অধ্যায়ে

সুখবোধতনাবিত্যাদি বাক্যানি ন লাক্ষণিকতয়া কদর্থনীয়ানি ॥ ৮৮ ॥

তথৈব । আনন্দমূর্ত্তিমুপগুহ্য দৃশাত্মলব্ধমিত্যাদৌ দোর্ভ্যাং স্তনান্তরগতং পরিরভ্য কান্তমানন্দমূর্ত্তিমজহাদতি দীর্ঘতাপমিত্যাদৌ চ দর্শনালিঙ্গনাভ্যামন্যার্থত্বং ব্যবচ্ছিদ্যতে ॥৮৯॥

---

২২ শ্লোকে "ত্বয্যেব নিত্য সুখবোধ তনাবনন্তে ।" ইত্যাদি বাক্য সকলকে লাক্ষণিক বলিয়া কুৎসিতার্থ করা যোগ্য হইতে পারে না ॥ ৮৮ ॥

উক্ত প্রকারই ১০ স্কন্ধের ৪১ অধ্যায়ে ॥

"আনন্দ মূর্ত্তি মুপগৃহ্য দৃশাত্মলব্ধং" অর্থাৎ মথুরাবাসি স্ত্রীগণ উদ্ঘাটিত নেত্ররূপ দ্বার দিয়া মনো মধ্যে প্রাপ্ত আনন্দ সেই বিভুকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক তাঁহার অপ্রাপ্তি জন্য অনন্ত ব্যথা বিসর্জন করিল। এই ২৫ শ্লোকে তথা ঐ দশমের ৪৮ অধ্যায়ে কুব্জার প্রসঙ্গে "দোর্ভ্যাং স্তনান্তর গতং পরিরভ্য কান্তমানন্দমূর্ত্তিমজহাদতিদীর্ঘতাপং" ইত্যাদি ৮শ্লোকে অর্থাৎ কুব্জা দুই স্তনের মধ্যগত আনন্দ মূর্ত্তি কান্তকে দুই বাহু দ্বারা আলিঙ্গন করত দীর্ঘ কালীন সন্তাপ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, ইত্যাদি স্থলে দর্শন ও আলিঙ্গন দ্বারা অন্যার্থকে নিরাস করিতেছেন ॥ ৮৯ ॥

উক্তঞ্চ মহাবারাহে ॥

সর্ব্বে নিত্যাঃ শাশ্বতাশ্চ দেহাস্তস্য পরাত্মনঃ।
হেয়োপাদেয় রহিতা নৈব প্রকৃতিজাঃ ক্বচিৎ।
পরমানন্দ সন্দোহা জ্ঞানমাত্রাশ্চ সর্ব্বতঃ।
দেহদেহিভিদা চাত্র নেশ্বরে বিদ্যতে ক্বচিদিতি ॥ ১০॥১৩

শ্রীশুকঃ ॥ ৯০ ॥

ইত্থমেবাভিপ্রেত্যাহ।

কৃষ্ণমেনমবেহিত্বমাত্মানমখিলাত্মনাং।
জগদ্ধিতায় সোহপ্যত্র দেহীবাভাতি মায়য়া ॥ ৫৮ ॥

মহাবরাহপুরাণে এই বিষয় কথিত হইয়াছে যথা ॥

পরমাত্মার যে সকল দেহ আছে তৎ সমুদায় নিত্য, শাশ্বত এবং হেয় ও উপাদেয় রহিত, সেইমূর্ত্তি সকল অপ্রাকৃত পরমানন্দ রাশি ও সর্ব্বতোভাবে জ্ঞান মাত্র, এই ঈশ্বর কখন দেহ দেহি ভেদ নাই ॥ ৯০ ॥

শ্রীশুকদেবও এই প্রকারই অভিপ্রায় করিয়া কহিয়াছেন ॥

১০ স্কন্ধের ১৪ অধ্যায়ে ৫৩ শ্লোকে যথা ॥

রাজন্! তুমি ঐ শ্রীকৃষ্ণকে অখিল দেহির আত্মা বলিয়া জানহ, তিনি জগতের হিতার্থ মায়া দ্বারা এখানে দেহির ন্যায় প্রকাশ পাইতেছেন ॥ ৫৮ ॥

ঐ অধ্যায়ের ১ প্রথম শ্লোকে যথা ॥

"নৌমীড্যতেহভ্র বপুষে তড়িদম্বরায়

এনং নৌমীড্যতেভ্রবপুষ ইত্যাদি বর্ণিতরূপং অবেহি মৎপ্রসাদলব্ধ বিদ্বত্তয়েবানুভব নতু তর্কাদিনা বিচারয়েত্যর্থঃ এবং ভূতোঽপি মায়য়া কৃপয়া জগদ্ধিতায় সর্ব্ব-

গুঞ্জাবতংসপরিপিচ্ছ লসন্মুখায়।
বন্যস্রজে কবলবেত্র বিষাণবেণু
লক্ষশ্রিয়ে মৃদুপদে পশুপাঙ্গজায়”

শ্লোকার্থ। হে রাজন্! নিজকৃত অপরাধ নিমিত্ত ভীতি বশতঃ কম্পিত কলেবর হইয়া ভগবন্মহিমার পার না পাওয়াতে যথা দৃষ্ট রূপমাত্র কীর্ত্তন পূর্ব্বক ব্রহ্মা কহিলেন, হে ঈড্য! (স্তবনীয়) আপনাকে প্রসন্ন করাইবার নিমিত্ত আপনারই স্তব করি, প্রভো! আপনার শরীর নবনীরদের ন্যায় শ্যামবর্ণ। তদীয় বসন বিদ্যুৎ সদৃশ পীত, গুঞ্জার কর্ণ ভূষণ এবং ময়ূরপুচ্ছের শিরোভূষণে আপনার বদন অতিশয় শোভমান। আপনি গলদেশে বনমালা ধারণ করিয়াছেন, কবল (গ্রাস) বেত্র, শৃঙ্গ, বেণু ইত্যাদির চিহ্ন দ্বারা আপনার অতিশয় শোভা হইয়াছে। প্রভো! আপনার দুইটী পাদপদ্ম অতিশয় মৃদু, আপনি গোপরাজ নন্দের অঙ্গজ॥

“এনং” শব্দে উপরিস্থ বর্ণিত শ্লোকের বর্ণিত রূপই শ্রীকৃষ্ণের রূপ জানিবা অর্থাৎ আমার প্রসাদ লব্ধ জ্ঞান দ্বারা অনুভব কর, তর্কাদি দ্বারা বিচার করিও না। ভগবান্ এই রূপ হইয়াও মায়া (কৃপা) দ্বারা জগতের হিতের নিমিত্ত

স্যাপি স্বাত্মানং প্রতি চিত্তাকর্ষণায় দেহীব জীব ইব আভাতি ক্রীড়তি। ইব শব্দেন শ্রীকৃষ্ণস্তু ন জীববৎ পৃথক্ দেহং প্রবিষ্টবানিতি গম্যতে ॥ ৯১ ॥

অতএব শ্রীবিগ্রহস্য পরমপুরুষার্থ লক্ষণত্বমুক্তং শ্রীধ্রুবেণ। সত্যা শিষোহি ভগবংস্তবপাদপদ্ম মাশীস্তথানুভজতঃ পুরুষার্থ মূর্ত্তে রিত্যত্র হে ভগবন্ পুরুষার্থঃ পরমানন্দঃ

অর্থাৎ আপনার প্রতি সকলেরই চিত্ত আকর্ষণ করিবার নিমিত্ত দেহির ন্যায় অর্থাৎ জীবের মত "আভাতি" অর্থাৎ ক্রীড়া করেন। দেহির এই পদে ইব শব্দ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ জীবের ন্যায় পৃথক্ দেহে প্রবেশ করেন নাই ইহাই বোধ হইল ॥ ৯১॥

অতএব শ্রীধ্রুব শ্রীবিগ্রহের পরমপুরুষার্থ স্বরূপত্ব বর্ণন করিয়াছেন। ৪ স্কন্ধের ৯ অধ্যায়ে ১৭ শ্লোকে যথা ॥

হে ভগবন্! আপনকার মূর্ত্তি পরম আনন্দ স্বরূপ, যে সকল পুরুষ নিষ্কাম হইয়া আপনাকেই পুরুষার্থ জানিয়া ভজনা করেন, তাঁহাদের পক্ষে যদিও আপনকার পাদপদ্ম রাজ্যাদি অপেক্ষাও পরম অর্থ ইহা সত্য, তথাচ হে স্বামিন্! যেমন ধেনু অজ্ঞবৎসকে দুগ্ধ পান করায় এবং বৃকাদি হিংস্র জন্তু হইতে রক্ষা করে, তাহার ন্যায় অতি দীন ও সকাম যে আমরা, আমাদিগকে আপনি সংসার হইতে রক্ষা করিয়া থাকেন, কারণ, আপনি সর্ব্বদা লোকের হিতসাধনার্থ তৎপর ॥

স এব মূর্ত্তির্যস্য তস্য তব পাদপদ্মং আশিষো রাজ্যাদেঃ সকাশাৎ সত্যা আশীঃ পরমার্থ ফলং হি নিশ্চিতং। কস্য তথা তেন প্রকারেণ ত্বমেব পুরুষার্থ এব ইত্যেবং নিষ্কাম তয়াহনুভজত ইত্যেষা॥ ১০॥ ১৪

শ্রীশুকঃ॥ ৯২॥

ততঃ শ্রীশব্দ প্রতিপাদ্যং যদ্ব্রহ্ম তচ্ছ্রীবিগ্রহ এবেত্যুপ সংহারযোগ্যং বাক্যমাহ॥

তাবৎ প্রসন্নো ভগবান্ পুষ্করাক্ষঃ কৃতে যুগে।
দর্শয়ামাস তং ক্ষত্তঃ শাব্দং ব্রহ্ম দধদ্বপুঃ॥ ৫৯॥

তাৎপর্য্য। এই শ্লোকে হে ভগবন্! পুরুষার্থ অর্থাৎ যে পরমানন্দ তাঁহাই যাঁহার মূর্ত্তি সেই তুমি, তোমার পাদপদ্ম "আশীঃ" অর্থাৎ রাজ্যাদি অপেক্ষা "সত্যা আশীঃ" অর্থাৎ পরমার্থ ফল ইহাই নিশ্চিত। আপনি কাহার সম্বন্ধে ঐ প্রকারে পুরুষার্থ হয়েন, এই আকাঙ্ক্ষায় কহিতেছেন, যাঁহার নিষ্কাম হইয়া আপনাকেই পুরুষার্থ জানিয়া ভজনা করেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে আপনিই পুরুষার্থ॥ ৯২॥

অতএব শব্দ প্রতিপাদ্য যে ব্রহ্ম তাহাই শ্রীবিগ্রহ এই বিষয়ের সমাপন যোগ্য বাক্য কহিতেছেন॥

৩ স্কন্ধে ২১ অধ্যায়ে ৭ শ্লোকে যথা॥

সত্যযুগে পদ্মলোচন ভগবান্ কর্দ্দম ঋষির তপস্যায় প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে শব্দের এক বেদ্য যে ব্রহ্ম তন্ময় রূপ ধারণ

যদ্বপুৰ্দ্দধৎ প্রকাশয়ন্নসৌ শুক্লাখ্যো ভগবান্ কৃতে যুগে বর্ত্ততে। তদেব শব্দপ্রতিপাদ্যং ব্রহ্ম পরম তত্ত্বং তং কর্দ্দমং প্রতি দর্শয়ামাসেত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥ ২১ ॥

শ্রীমৈত্রেয়ঃ ॥ ৯৩ ॥

তদেবং সিদ্ধে ভগবতস্তাদৃশে বৈলক্ষণ্যে দৃশ্যত্বাৎ ঘটবদিত্যাদ্যসদনুমানং ন সম্ভবতি কালাত্যয়োপদিষ্টত্বাৎ। তদেতদভিপ্রেত্য তস্মিন্ সত্যতা পুরস্কৃতং ষড়্ভাব বিকারাদ্যভাবং স্থাপয়ন্ পূর্ণস্বরূপত্বমভ্যুপগচ্ছতি ॥ ৯৪ ॥

একস্ত্বমাত্মা পুরুষঃ পুরাণঃ

করিয়া তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দর্শন দিয়াছিলেন ॥ ৫৯ ॥

এই শুক্ল নামক ভগবান্ সত্যযুগে যে শরীর প্রকাশ করিয়া বর্ত্তমান হয়েন সেই শরীরই শব্দ প্রতিপাদ্য পরম তত্ত্ব ব্রহ্ম, তাহাই কর্দ্দমকে দেখাইয়াছিলেন ॥ ৯৩ ॥

অতএব এই প্রকারে ভগবানের তাদৃশ বৈলক্ষণ্য সিদ্ধ হইল, কেননা দৃশ্যত্ব প্রযুক্ত ঘটাদির ন্যায় এই সকল অসৎ অনুমান সম্ভব হয় না। কাল কর্ত্তৃক ঐ সমুদায়ের বিনাশ হইয়া থাকে ॥

অতএব এই অভিপ্রায়ে ঐ ভগবান্ সত্যতা পূর্ব্বক জন্ম প্রভৃতি ছয় বিকারের অভাব সংস্থাপন করত পূর্ণ স্বরূপত্ব স্বীকার করিতেছেন ॥ ৯৪ ॥

দশমস্কন্ধে ১৪ অধ্যায়ে ২২ শ্লোকে যথা ॥

সত্যঃ স্বয়ং জ্যোতিরনন্ত আদ্যঃ ।
নিত্যোঽক্ষরোঽজস্রসুখো নিরঞ্জনঃ
পূর্ণোঽদ্বয়োমুক্ত উপাধিতোঽমৃতঃ ॥ ৬০ ॥
নৌমীড্যতে ইত্যাদিনা স্তুত্যত্বেন প্রতিজ্ঞাত রূঢ়ঘনরূপত্ব্রে
বপুরাদি লক্ষণস্ত্বং এক এব সর্বেষামাত্মা পরমাশ্রয়ঃ ।

ভগবন্ ! এক আপনি সত্য, যে হেতু আপনি আত্মা অর্থাৎ দৃশ্য নহেন সুতরাং যিনি আত্মা তিনি অবশ্য সত্য, প্রভো ! আপনি আদ্য অর্থাৎ সকলের কারণ, অতএব আপনার জন্ম নাই । ভগবন্ ! আপনি যে আদ্য (কারণ) তাহার হেতু এই আপনি পুরাণ অর্থাৎ সৃষ্ট্যাদি কার্য্যের পূর্ব্বাবধি বর্ত্তমান আছেন । তাহার কারণ শ্রুতিতে আপনাকে পুরুষ বলিয়াছেন, পুরুষের অর্থ পূর্ব্বে বর্ত্তমান । অপর আপনি নিত্য অর্থাৎ সনাতন, ইহাতে আপনার জন্মান্তর ও অস্তিত্ব লক্ষণ বিকার নাই, আর আপনি পূর্ণ, অজস্র সুখ, অক্ষর ও অমৃত, সুতরাং আপনার বুদ্ধির পরিণাম, অপক্ষয় অথবা বিনাশ নাই, অপিচ আপনি অনন্ত ও অদ্বয় অতএব দেশ কাল পরিচ্ছেদ এবং বস্তু পরিচ্ছেদ শূন্য । অধিকন্তু আপনি স্বয়ং জ্যোতিঃ নিরঞ্জন এবং উপাধি বর্জিত ॥ ৬০ ॥

উক্ত অধ্যায়ের নৌমীড্যতে ইত্যাদি ১ শ্লোকে স্তবনীয় স্বরূপে নবনীরদের ন্যায় শ্যামসুন্দর বপু এই প্রতিজ্ঞাত রূপ আপনি এক মাত্র কিন্তু সকলের আত্মা অর্থাৎ পরম আশ্রয়

তদুক্তং। একোঽসি প্রথমমিতি। কৃষ্ণমেনমবেহিত্ব মাত্মানমখিলাত্মনামিতি চ। যতস্ত্বমাত্মা তত এব সত্যঃ পরমাশ্রয়স্য সত্যতামবলম্ব্যৈবান্যেষাং সত্যত্বাৎ ত্বয্যেব সত্যত্বস্য মুখ্যা বিশ্রান্তিরিতি ভাবঃ॥ ৯৫॥

তদুক্তং। সত্যব্রতং সত্যপরমিত্যাদি। নচ ত্বয়ি জন্মা-

হইয়াছেন॥

অতএব উক্ত অধ্যায়ের "একোঽসি প্রথমং"॥

অর্থাৎ আপনি প্রথমে একাকী ছিলেন, তাহার পর আপনিই সমস্ত ব্রজবাসী বান্ধব এবং সমুদায় বৎস হইলেন এই ১৮ শ্লোকে তথা "কৃষ্ণমেনমবেহিত্বমাত্মানমখিলাত্মনাং" অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকে অখিল দেহির আত্মা বলিয়া জানহ। এই ৫২ শ্লোকেও। যে হেতু তুমি আত্মা অতএব সত্য। কারণ যখন পরমাশ্রয় পদার্থের সত্যতা অবলম্বন করিয়া অন্যের সত্যত্ব হয় তখন আপনি হে কৃষ্ণ আপনাতেই সত্যত্বের মুখ্য বিশ্রাম আছে, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ॥ ৯৫॥

উল্লিখিত বিষয় ১০ স্কন্ধের ২ অধ্যায়ে ২০ শ্লোকে যথা॥

"সত্যব্রতং সত্যপরং।" অর্থাৎ হে ভগবন্! আপনি সত্যব্রত অর্থাৎ আপনকার সংকল্প সত্য, সত্যই আপনাতে শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি সাধন অর্থাৎ সত্যাচরণ দ্বারা আপনাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়॥

অপর আপনাতে জন্মাদি ছয় বিকার অর্থাৎ জন্ম

দয়ো বিকারাঃ সন্তীত্যাহ আদ্যঃ কারণং। একোহসি প্রথমমিত্যাদৌ তাদৃশত্বদৃষ্টঃ। অতো ন জন্ম কিন্তু প্রত্যক্ষত্বং হরের্জন্ম ন বিকারঃ কথঞ্চনেতি।) পাদ্মরীতিক মেব ॥ ৯৬ ॥

অতএব স্কান্দে ॥

অবিজ্ঞায় পরং দেহমানন্দাত্মানমব্যয়ং।
আরোপয়ন্তি জনিমৎ পঞ্চভূতাত্মকং জড়মিতি ॥

আদ্যত্বে হেতুঃ। পুরুষঃ পুরুষাকার এক সন্ পুরাণঃ

অস্তিত্ব (বর্ত্তমান) বৃদ্ধি, পরিণাম, অক্ষয় ও বিনাশ এই ছয় নাই, এই বিষয় কহিতেছেন, আপনি আদ্য অর্থাৎ কারণ, যে হেতু ১০ স্কন্ধের ১৪ অধ্যায়ে "একোহসি প্রথমং।" অর্থাৎ তুমি প্রথম এক ছিলে, এই ১৮ শ্লোকে দৃষ্ট হইয়াছে। অতএব আপনকার জন্ম নাই ॥ ১ ॥

কিন্তু হরির জন্ম, প্রত্যক্ষই বটে কোন ক্রমে তাহা বিকৃত নহে, পদ্মপুরাণের এই রীতি অনুসারে ইহাই সিদ্ধ হইল ॥৯৬

অতএব স্কন্দপুরাণে যথা ॥

পরমেশ্বরের পরম অবিনাশি আনন্দময় যে দেহ তাহা জানিতে না পারিয়া তাহাতে জন্ম বিশিষ্ট পঞ্চভূতাত্মক জড় বলিয়া আরোপ করে ॥

ভগবানের আদ্যত্বের প্রতি হেতু এই তিনি পুরুষ অর্থাৎ পুরুষাকার হইয়াই পুরাণ, ইহার অর্থ পুরাতন হইয়াও নূতন

পুরাপি নরঃ। কার্য্যাৎ পূর্ব্বমপি বর্ত্তমান ইত্যর্থঃ।

ঐতরেয়কশ্রুতিশ্চ ॥

আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ পুরুষ বিধ ইতি। অতএব জন্মান্তরাস্তিত্ব লক্ষণং বিকারং বারয়তি। নিত্যঃ সনাতন মূর্ত্তিঃ। তথা পূর্ব্ববন্মধ্যমাকারত্বেঽপি পূর্ণ ইতি বৃদ্ধিং অজস্র সুখো নিত্যমেব সুখরূপ ইতি পরিণামং। সুখস্য পুংস্ত্বং ছান্দসং; বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্মেত্যত্রানন্দস্য ন পুংসকত্ববৎ। তথা অক্ষর ইত্যপক্ষয়ং অমৃত ইতি বিনাশং ॥ ৯৭ ॥

অর্থাৎ কার্য্যের পূর্ব্বেই বর্ত্তমান।

ঐতরেয় শ্রুতিতেও বলিয়াছেন ॥

পুরুষ রূপ এই আত্মাই সৃষ্টির পূর্ব্বে ছিলেন। অতএব ভগবানের জন্মান্তর রূপ অস্তিত্ব অর্থাৎ বিদ্যমানত্ব লক্ষণ বিকার নিবারণ করিতেছেন, হে ভগবন্! আপনি নিত্য অর্থাৎ সনাতন মূর্ত্তি ॥ ২ ॥ তথা পূর্ব্বের ন্যায় মধ্যম আকার সত্বেও আপনি পূর্ণ। এতদ্দ্বারা বৃদ্ধি। ৩। অপর আপনি অজস্র সুখ সম্পন্ন অর্থাৎ নিত্য সুখ স্বরূপ। এতদ্দ্বারা পরিণাম। ৪। এ স্থলে সুখ শব্দের পুংলিঙ্গ প্রয়োগ হইয়াছে ইহা ছান্দস। "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" এ স্থলে যেমন আনন্দ শব্দের নপুংসকত্ব তদ্রূপ সুখ শব্দের পুংলিঙ্গত্ব জানিতে হইবে ॥ ৯৭ ॥

পূর্ণত্বে হেতুঃ অনন্তঃ অদ্বয় ইতি দেশ কাল পরিচ্ছেদ রহিতঃ বস্তু পরিচ্ছেদ রহিতোঽপি। অন্যস্য তচ্ছক্তিত্বাৎ তং বিনাঽনবস্থানাৎ। তত্রামৃতত্বোপপাদনায় চতুর্ব্বিধ ক্রিয়াফলত্বঞ্চ বারয়তি। তত্রোৎপত্তিরাদ্য ইত্যনেনৈব নিরাকৃতা। শিষ্টং ত্রয়ং স্বয়ং জ্যোতির্নিরঞ্জনঃ উপাধিভ্যো মুক্ত ইতি পদত্রয়েণ ॥ ৯৮ ॥

অত্রচ প্রাপ্তিঃ ক্রিয়য়া বিজ্ঞানেন বা ভবেৎ। অত্র ক্রিয়য়া প্রাপ্তিরাত্মপদেনৈব নিরাকৃতা সর্ব্বত্র প্রত্যগ্রূপত্বাৎ।

তথা অক্ষর এই পদে অপক্ষয়। ৫। এবং অমৃত এই পদে বিনাশ ॥ ৬ ॥ ৯৭ ॥

পূর্ণত্বে হেতু অনন্ত ও অদ্বয়, এতদ্দ্বারা দেশ কাল পরিচ্ছেদ রহিত এবং বস্তু পরিচ্ছেদও রহিত। অন্যের ভগবৎ শক্তিত্ব প্রযুক্ত তাঁহা ব্যতিরেকে অন্যের অবস্থান হয় না। এ স্থলে অমৃতত্বের উপপাদন নিমিত্ত চতুর্ব্বিধ অর্থাৎ উৎপত্তি প্রাপ্তি, বিকৃতি ও সংস্কার রূপ ক্রিয়া ফলকে নিরাকরণ করিতেছেন। তন্মধ্যে আদ্য এই বিশেষণ দ্বারা উৎপত্তি নিরাকৃত হইয়াছে। অবশিষ্ট তিনটীকে স্বয়ং জ্যোতি, নিরঞ্জন ও উপাধি হইতে মুক্ত এই পদত্রদ্বারা নিরাকরণ করিতেছেন ॥৯৮

তন্মধ্যে আবার প্রাপ্তি, ক্রিয়া বা জ্ঞান দ্বারা হইয়া থাকে। এ স্থলে ক্রিয়া দ্বারা যে প্রাপ্তি তাহা আত্মা এই পদ দ্বারা নিরাকৃত হইয়াছে, যে হেতু তিনি সকলের অন্তর্য্যামি স্বরূপ

তথা জ্ঞানতঃ প্রাপ্তিং বারয়তি স্বয়ং জ্যোতিরিতি ॥ ৯৯ ॥

তদুক্তং ব্রহ্মাণং প্রতি শ্রীভগবতা ॥

মনীষিতানুভাবোঽয়ং মম লোকাবলোকনমিতি। টীকাচ এতচ্চ মৎকৃপয়ৈব ত্বয়া প্রাপ্তমিত্যাহ মনীষিতমিচ্ছা তুভ্যং দাতব্যমিতি যা মমেচ্ছা তস্যা অনুভাবোঽয়ং কোঽসৌ তমাহ মম লোকস্যাবলোকনং যদিত্যেষা ॥

তথা জ্ঞান দ্বারা যে প্রাপ্তি তাহা স্বয়ং জ্যোতি এই পদ দ্বারা নিরাকরণ করিতেছেন ॥ ৯৯ ॥

অতএব ২ স্কন্ধের ৯ অধ্যায়ে ২২ শ্লোকে ॥

ব্রহ্মার প্রতি ভগবান্ কহিয়াছেন যথা ॥

হে ব্রহ্মন্! তুমি যে আমার এই লোক দর্শন করিলে ইহা আমারই ইচ্ছার প্রভাব অর্থাৎ তোমাকে ইহা দর্শন করাইতে আমার অভিলাষ হইয়াছিল, তন্নিমিত্তই তুমি দেখিতে পাইলে ?।

এই শ্লোকের টীকা যথা ॥

তুমি আমার এই দর্শন আমার কৃপা দ্বারাই প্রাপ্ত হইয়াছ, ইহা কহিতেছেন। মনীষিত শব্দের অর্থ ইচ্ছা, তোমাকে দিব এই যে আমার ইচ্ছা ইহা তাহারই অনুভাব। যদি বল সেই অনুভাব কি ? এই প্রশ্নে সেই অনুভাব কহিতেছেন, আমার লোকের যে অবলোকন তাহাই ॥

এই বিষয় কথিত হইয়াছে ॥

তদুক্তং । নিত্যাব্যক্তোহপি ভগবানীক্ষ্যতে নিজশক্তিত ইতি । নন্বু শ্রীভগবতোদ্ধবং প্রতি বাসুদেবো ভগবতা মিত্যাদিকং বিভূতি মধ্যে গণয়িত্বা সর্ব্বান্তে মনোবিকারা এবৈতে ইত্যুক্তং ॥ ১০০ ॥

সত্যং তদ্গণনং প্রাচুর্য্য বিবক্ষয়া ছত্রিণো গচ্ছন্তীতিবৎ । তত্রৈবহি । পৃথিবী বায়ুরাকাশ অপোজ্যোতিরহং মহান্ । বিকারঃ পুরুষোব্যক্তং রজঃ সত্বং তমঃ পরমিত্যত্র পর

ভগবান্ নিত্য অব্যক্ত হইলেও আপনার শক্তি দ্বারা দর্শন দিয়া থাকেন ॥

এ স্থলে পূর্ব্বপক্ষ এই যে অহে ! ১১ স্কন্ধের ১৬ অধ্যায়ে ২৭ শ্লোকে ভগবান্ উদ্ধবের প্রতি বলিয়াছেন ভগবৎ সকলের মধ্যে আমি, এই বিভূতিযোগ মধ্যে গণনা করিয়া সর্ব্বশেষে অর্থাৎ ৪০ শ্লোকে, হে উদ্ধব ! এই সকল বিভূতি আমি সংক্ষেপে তোমার নিকট বর্ণন করিলাম, এ সমুদায় মনের বিকার মাত্র ও বাক্যের বচনীয় মাত্র ইহাই কথিত হইয়াছে ॥ ১০০ ॥

সত্য, প্রাচুর্য্য কথনেচ্ছা দ্বারা "ছত্রিণো গচ্ছন্তি" অর্থাৎ ছত্র বিশিষ্ট জন সকল গমন করিতেছে, ইহার ন্যায় সেই বিভূতির গণনা হইয়াছে ॥

ঐ ১১ স্কন্ধের ১৬ অধ্যায়ের ৩৫ শ্লোকেই কহিয়াছেন ॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন উদ্ধব ! পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল,

শব্দেন ব্রহ্মাপি তন্মধ্যে গণিতমস্তি। তদেবং প্রাপ্তি-নিষিদ্ধা ॥ ১০১ ॥

অথ বিকৃতিরপি তুষাপকরণেনাবঘাতেন ব্রীহীণামেবো পাধ্যপাকরণেন ভবেৎ। তচ্চাসঙ্গত্বান্নসং ভবেদিত্যাহ মুক্ত উপাধিত ইতি। তদুক্তং। বিশুদ্ধ জ্ঞান মূর্ত্তয়ে। বিশুদ্ধ বিজ্ঞান ঘন ইত্যাদৌ। তস্মাৎ মম নিশিত শরৈ

জ্যোতি, অহঙ্কার, মহৎ, ষোড়শ বিকার, পুরুষ, অব্যক্ত, সত্ব, রজঃ ও তমঃ এ সমুদায় আমি ॥

এ স্থলে পরশব্দ দ্বারা ব্রহ্মাও তন্মধ্যে গণিত হইয়াছেন ॥

অতএব এই প্রকারে ভগবদ্বিগ্রহের জ্ঞান দ্বারা প্রাপ্তি নিসিদ্ধ হইল ॥ ১০১ ॥

অনন্তর বিকৃতিও। যেমন অবঘাতন সহকারে তুষ দূরীকরণ দ্বারা ধান্যাদি সকলের উপাধির বিনাশ করা হয়, তাহার ন্যায় পরম পুরুষেরও উপাধি নিরাকরণ দ্বারা বিকৃতির নিরাকরণ হইয়া থাকে, উহা অসঙ্গত হেতু সম্ভব হইতে পারে না. ইহাই কহিতেছেন, "মুক্ত উপাধিতঃ" অর্থাৎ আপনি উপাধি হইতে মুক্ত ॥

এই বিষয় ১০ স্কন্ধের ২৭ অধ্যায়ে "বিশুদ্ধ জ্ঞান মূর্ত্তয়ে" এই ১১ শ্লোকে তথা ১০ স্কন্ধের ৩৭ অধ্যায়ের "বিশুদ্ধ বিজ্ঞান ঘনং" এই ১৯ শ্লোকে কথিত হইয়াছে ॥

অতএব ১ম স্কন্ধে ৯ অধ্যায়ের ৩১ শ্লোকে " মম নিশিত

র্বিভিদ্যমান ত্বচীত্যাদিকং তু মায়িকলীলা বর্ণয়েন। এবং বদন্তি রাজর্ষে ঋষয়ঃ কেচনান্বিতাঃ। যৎ স্ববাচো বিরুধ্যেত নূনং তে ন স্মরন্ত্যন্বিত্যাদি ন্যায়েন বাস্তবত্ব বিরোধাৎ॥ ১০২॥

তথাহি স্কান্দে॥

অসঙ্গশ্চাব্যয়োঽভেদ্যোঽনিগ্রাহ্যোঽশোষ্য এবচ।
বিদ্ধোঽস্থগাচিতো বদ্ধ ইতি বিষ্ণুঃ প্রদৃশ্যতে।

শরৈর্বিভিদ্যমানত্বচি” অর্থাৎ আমার তীক্ষ্ণ শরে ইহাঁর শরীরের চর্ম্ম ক্ষত বিক্ষত হয়, এই যে ভীষ্ম স্তব করিয়াছেন, তাহা মায়িকলীলা বর্ণন মাত্র।

১০ স্কন্ধের ৭৭ অধ্যায়ে ২০ শ্লোকে॥

হে রাজর্ষে! পূর্ব্বাপরানুসন্ধান রহিত কোন কোন ঋষিরা এই রূপ বর্ণন করেন, যাহা স্বীয় বাক্যের সহিত বিরুদ্ধ হইবে তাহা তাঁহারা স্মরণ করেন না, ইত্যাদি ন্যায় দ্বারা বাস্তবত্বের বিরোধ হেতু ভীষ্মের মায়িক লীলা বর্ণন জানিতে হইবে॥ ১০২॥

উক্ত বিষয় স্কন্দপুরাণে কহিয়াছেন যথা॥

বিষ্ণু, অসঙ্গ, অব্যয়, অভেদ্য, অনিগ্রাহ্য (অগ্রহণীয়) এবং অশোষ্য হইয়াও বিদ্ধ, রুধিরাক্ত ও বদ্ধ দৃশ্য হইয়া থাকেন॥

অসুরান্ মোহয়ন্ দেবঃ ক্রীড়ত্যেব সুরেষ্বপি।
মানুষান্ মধ্যয়া দৃষ্ট্যা ন মুক্তেষু কথঞ্চনেতি।
শ্রীভীষ্মস্য যুদ্ধসময়ে দৈত্যাবিষ্টত্বাত্তথা ভানং যুক্তমেবেতি। কিন্ত্বধুনা দুঃস্বপ্নদুঃখস্যেব তস্য নিবেদনং কৃতমিতি জ্ঞেয়ং। সংস্কারোঽপি কিমতিশয়াধানেন মলাপাকরণেন বা তত্রাতিশয়াধানং পূর্ণত্বেনৈব নিরাকৃতং। মলাপকরণং বারয়তি নিরঞ্জনঃ নির্ম্মলঃ বিশুদ্ধ জ্ঞান মূর্ত্তিরিত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥ ১৪ ॥
শ্রীব্রহ্মা ॥ ১০৩ ॥

ঐ দেব অসুর সকলকে মোহন করত দেবগণের মধ্যে ক্রীড়া করেন এবং মনুষ্য সকলকে মুগ্ধ করিবার জন্য মনুষ্য সকলে মধ্য দৃষ্টি দ্বারা ক্রীড়া করেন, কিন্তু মুক্তদিগের মধ্যে কখনই ক্রীড়া করেন না॥

যুদ্ধ সময়ে দৈত্যত্বাবেশ প্রযুক্ত শ্রীভীষ্মের ঐ রূপ ভান উপযুক্ত। কিন্তু এক্ষণে দুঃস্বপ্ন দুঃখের ন্যায় ঐ ভীষ্মের নিবেদন করা হইয়াছে ইহাই জানিতে হইবে। অপর অতিশয় আধান অথবা মলাপকরণ দ্বারা সংস্কারও কি হইয়া থাকে। তন্মধ্যে অতিশয় আধান পূর্ণত্ব দ্বারাই নিরাকৃত হইয়াছে। আর নিরঞ্জন, নির্ম্মল ও বিশুদ্ধ জ্ঞানমূর্ত্তি, এতদ্দ্বারা মলাপকরণকৃত হইল অর্থাৎ পূর্ণের আধান নাই এবং নিরঞ্জন, নির্ম্মল ও বিশুদ্ধ জ্ঞানমূর্ত্তির মল দূরীকরণ নাই ॥১০৩

তদেবং পূর্ব্বং তদৈশ্বর্য্যাদীনাং স্বরূপভূতত্বং সাধিতং তচ্চ তেষাং স্বরূপান্তরঙ্গধর্ম্মত্বাদ্যুক্তং। যথা জ্যোতিরন্তরঙ্গ ধর্ম্মাণাং তদীয় শুক্লাদি গুণানাং জ্যোতির্ভূতত্বমেব ন তম আদি রূপত্বং তদ্বৎ ॥ ১০৪ ॥

অথ শ্রীবিগ্রহস্য পূর্ণস্বরূপলক্ষণত্বং সাধিতং। তচ্চযুক্তং। সর্ব্ব শক্তিযুক্ত পরমবস্ত্বেকরূপত্বাত্তস্য। তত্র যো নিজা-ন্তরঙ্গ নিত্যধর্ম্মঃ শ্রীবিগ্রহতাগমকস্তত্তৎ সংস্থান লক্ষণ-স্তদ্বিশিষ্টং পরমানন্দলক্ষণং বস্ত্বেব শ্রীবিগ্রহঃ ॥ সএব চান্তরঙ্গ ধর্ম্মান্তরাণামৈশ্বর্য্যাদীনামপি নিত্যাশ্রয়ত্বাৎ স্বয়ং ভগবান্ ॥ ১০৫ ॥

অতএব এই প্রকার তাহার ঐশ্বর্য্যাদি যে স্বরূপভূত তাহা পূর্ব্বেই সাধিত হইয়াছে, আর তাঁহার সেই ঐশ্বর্য্যাদি যে স্বরূপের অন্তরঙ্গ তাহাও কথিত হইয়াছে। যেমন জ্যোতির অন্তরঙ্গ ধর্ম্ম তদীয় শুক্লাদি গুণ সকল জ্যোতিঃ স্বরূপ তম আদি নহে তাহার ন্যায় ॥ ১০৪ ॥

যাহা হউক শ্রীবিগ্রহের যে পূর্ণ স্বরূপ লক্ষণত্ব সাধিত হইল তাহা উপযুক্ত, যে হেতু সর্ব্বশক্তিযুক্ত পরম বস্তু এক মাত্র। ঐ দুইয়ের অর্থাৎ স্বরূপ ও স্বরূপের অন্তরঙ্গ মধ্যে যে নিজের অন্তরঙ্গ নিত্য ধর্ম্ম এবং শ্রীবিগ্রহের বোধক। সেই সেই সংস্থান স্বরূপ ঐ সংস্থান বিশিষ্ট পরমানন্দ বস্তুই শ্রীবিগ্রহ। ঐ শ্রীবিগ্রহই ঐশ্বর্য্যাদি অন্তরঙ্গ ধর্ম্ম সকলেরও

যথা শুদ্ধখণ্ডলড্ডুকং যতো যথা লড্ডুকতা গমক সংস্থান বিশিষ্টং খণ্ডমেব লড্ডুকং তদেবং খণ্ডস্বাভাবিক সৌগন্ধ্যাদিমচ্চেতি লোকৈঃ প্রতীয়তে প্রযুজ্যতেচ ॥

তথা রূপং যদেতদিত্যাদিষু পরং তত্ত্বমেব শ্রীবিগ্রহঃ স এবচ ভগবানিতি বিদ্বদ্ভিঃ প্রতীয়তে প্রযুজ্যতে চৈবেতি ॥ ১০৬ ॥

তদেবং শ্রীবিগ্রহস্য পূর্ণস্বরূপত্বং সাধয়িত্বা তৎ পোষণার্থং প্রকরণান্তরমারভ্যতে। যাবৎ পার্ষদ নিরূপণং। তত্র পরিচ্ছদানাং তৎস্বরূপভূতত্ত্বে তদঙ্গ সহিত তয়ৈবাবি

নিত্য আশ্রয় প্রযুক্ত স্বয়ং ভগবান্‌ ॥ ১০৫ ॥

যেমন শুদ্ধ খণ্ডের লড্ডু, যে হেতু যে প্রকারে খণ্ড লড্ডু বোধক সংস্থান বিশিষ্ট খণ্ডই লড্ডুক, তাহাই খণ্ডের স্বাভাবিক সৌগন্ধ্যাদি বিশিষ্ট ইহাই লোকে বোধ করে এবং প্রয়োগ করে। তদ্রূপ ১০ স্কন্ধের ৩ অধ্যায়ের "রূপং যত্তৎ" এই ২১ শ্লোকে পরম তত্ত্বই শ্রীবিগ্রহ, তাহাই ভগবান্‌, বিদ্বান্‌গণ ইহাই জানেন এবং ইহাই প্রয়োগ করেন ॥ ১০৬ ॥

অতএব এই প্রকারে শ্রীবিগ্রহের পূর্ণ স্বরূপত্ব সাধন করিয়া তাহার পোষণ নিমিত্ত পার্ষদ নিরূপণ পর্য্যন্ত অন্য প্রকরণ আরম্ভ করিতেছেন ॥

ঐ শ্রীবিগ্রহে যে সকল পরিচ্ছদ আছে সে সকলেরও ভগবৎ স্বরূপ হওয়াতে, তদ্বিশিষ্ট অঙ্গ সহিত আবির্ভাব

তাদর্শনিরূপং লিঙ্গমাহ দ্বাভ্যাম্॥

তমদ্ভুতং বালকমম্বুজেক্ষণং চতুর্ভুজং শঙ্খগদাদ্যুদায়ুধ

দর্শন রূপ চিহ্ন দুই শ্লোকে কহিতেছেন॥

১০ স্কন্ধের ৩ অধ্যায়ের "তমদ্ভুতং বালকমম্বুজেক্ষণং চতুর্ভুজং শঙ্খগদাদ্যুদায়ুধং" ইত্যাদি দুই শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে যথা॥

এই দুই শ্লোকের অর্থ॥

শুকদেব কহিলেন হে রাজন্! ভগবান্ আবির্ভূত হইলে বসুদেব দেখিলেন সেই বালক অতিশয় অদ্ভুত, তাঁহার পদ্ম পলাশ তুল্য লোচন, চারি হস্ত, শঙ্খ গদা প্রভৃতি আয়ুধ ধারণ করিয়া আছেন। বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎসের চিহ্ন বিরাজমান, গলদেশে কৌস্তুভমণি শোভমান। তাঁহার পরিধান পীতবসন, বর্ণ নিবিড় জলধর সদৃশ সুভগ, মহামূল্য বৈদুর্য্য মুকুট তথা কুণ্ডলের দ্যুতিতে অপরিমিত কেশপাশ দেদীপ্যমান, আর তিনি উৎকৃষ্ট মেখলা অঙ্গদ তথা কঙ্কণাদি অলঙ্কারে দীপ্ত পাইতেছেন॥

ভগবান্ হরিকে উক্তরূপে আবির্ভূত হইতে দেখিবামাত্র যদিও বসুদেবের নয়নদ্বয় বিস্ময়ে উৎফুল্ল হইল, কারণ কৃষ্ণাবতারোৎসবের সম্ভ্রম জন্মিল তথাপি পুত্রমুখ দর্শন হইল বলিয়া আনন্দে পুলকিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ মনোদ্বারা দশ সহস্র ধেনু দান করিলেন। সে সময় বন্ধনাবস্থায়

মিত্যাদিনা ॥ ৬১ ॥

স্পষ্টং ॥ ১০ ॥ ১৩ ॥ শ্রীশুকঃ ॥

এবমভিপ্রায়েণৈবেদমাহ ॥

যথৈকাত্ম্যানুভাবানাং বিকল্পরহিতঃ স্বয়ং।
ভূষণায়ুধ লিঙ্গাখ্যা ধত্তে শক্তীঃ স্বমায়য়া।
তেনৈব সত্যমানেন সর্ব্বজ্ঞো ভগবান্ হরিঃ।
পাতু সর্ব্বৈঃ স্বরূপৈর্নঃ সদা সর্ব্বত্র সর্ব্বগঃ ॥ ৬২ ॥

ঐকাত্ম্যানুভাবানাং কেবল পরম স্বরূপ দৃষ্টিপরাণাং

ছিলেন তাহাতে বস্তুতঃ দান হইবার সম্ভাবনা কি ? ॥ ৬১ ॥

অর্থ স্পষ্ট ॥

এই অভিপ্রায়েই ইহা কহিতেছেন।

৬ স্কন্ধে ৮ অধ্যায়ে ৩০। ৩১ শ্লোকে ॥

যে সকল ব্যক্তি ঐকাত্ম্য ধ্যান করেন, তাঁহাদের হইতে অভিন্ন হইয়াও যে ভগবান্ স্বীয় মায়াচ্ছলে ভূষণ, আয়ুধ ও লিঙ্গাদি বিবিধ শক্তি ধারণ করিতেছেন ॥

এবং তাহাই যাঁহার সত্যতার প্রমাণ, সেই স্বরূপ প্রমাণের হেতু সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ হরি আপনার সকল স্বরূপ দ্বারা আমাদিগকে সর্ব্বদা সকল স্থানে রক্ষা করুন ॥ ৬২ ॥

তাৎপর্য্য। যাঁহারা একাত্ম রূপে ধ্যান করেন অর্থাৎ পরম স্বরূপে দৃষ্টি তৎপর তাঁহাদের সম্বন্ধে যিনি বিকল্প রাহত

বিকল্পরহিতঃ পরমানন্দৈকরস পরম স্বরূপতয়া স্ফুরন্নপি যথা যেন প্রকারেণ মেঽমু স্বস্বামিতয়া ভজংস্থ যা মায়া কৃপা তয়া হেতুনা স্বয়ং ভগবান্ বিচিত্র শক্তিময়েন স্বরূপেণৈব কারণভূতেন ভূষণাদ্যাখ্যাঃ শক্তীঃ শক্তিময়াবির্ভাবান্ ধত্তে গোচরয়তি ॥ ১০৭ ॥

তেনৈবেত্যাদি আত্মারামাণাং তদঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি ভেদ যাথার্থ্যানুভবেঽপি স্বয়ং শ্রী বিগ্রহ রূপো যথা বিকল্প রহিতঃ। তৈঃ পরমানন্দৈক রসত্বেনানুভূত ইত্যর্থঃ ॥

তথৈব স্বমায়য়া স্বরূপ শক্ত্যা ভূষণাদ্যভিধাস্তদ্বৃত্তি রূপাঃ

অর্থাৎ পরমানন্দ এক রস পরম স্বরূপে স্ফূর্ত্তিশীল হইয়াও যে প্রকারে আমার প্রভু এই জ্ঞানে ভজনকারি জন সকলে যে মায়া অর্থাৎ কৃপা, সেই কৃপাবশতঃ স্বয়ং ভগবান্ অর্থাৎ বিচিত্র শক্তিময় কারণভূত স্বীয় রূপ দ্বারা ভূষণাদি নাম্নী শক্তি অর্থাৎ শক্তিময় আবির্ভাব সকলকে ধারণ করেন অর্থাৎ সকলের গোচর করান ॥ ১০৭ ॥

"তেনৈব" ইত্যাদি আত্মারাম সকলের ভগবানের অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি ভেদরূপ যাথার্থ্যের অনুভবেও স্বয়ং বিগ্রহরূপ যেমন বিকল্প রহিত (ভেদশূন্য) অর্থাৎ যিনি ঐ আত্মারাম গণ কর্ত্তৃক পরমানন্দের এক রসত্ব রূপে অনুভূত হন। সেই রূপ আপনার স্বমায়া অর্থাৎ স্বরূপ শক্তি দ্বারা ভূষণাদি নাম্নী স্বরূপ শক্তির বৃত্তিরূপা শক্তি সকল ধারণ করেন।

শক্তীস্ত ধত্তে। তা অপি তৈস্তথা হনুভূতা ইত্যর্থঃ। কৈৰৈব বিদ্বদনুভবলক্ষণেন সতা প্রমাণেন। তদ্যদি সত্যং স্যাত্তদেত্যর্থঃ। তৈরেব ভূষণাদি লক্ষণৈঃ সর্ব্বৈঃ স্বরূপৈঃ সর্ব্বাংশৈর্নঃ পাতু॥ ১০৮॥

অতএব শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মে বলিকৃত চক্রস্তবে। যস্য রূপ মনির্দ্দেশ্যমপি যোগিভিরুত্তমৈরিত্যাদি। তদনন্তরঞ্চ।

ভ্রমতস্তস্য চক্রস্য নাভিমধ্যে মহীপতে।
তৈলোক্যমখিলং দৈত্যো দৃষ্টবান্ ভূর্ভুবাদিকমিতি॥

আত্মারামগণও ঐ সকল শক্তিকে তদ্রূপে অনুভব করিয়া থাকেন। "কৈৰৈব" অর্থাৎ বিদ্বান্ সকলের অনুভব স্বরূপ সত্য প্রমাণ দ্বারা। যদি তাহা সত্য হয় তবেই। সেই সকল ভূষণাদি লক্ষণ। "সর্ব্বৈঃ স্বরূপৈঃ" অর্থাৎ অর্শাংশ বিচিত্র স্বরূপের আবির্ভাব দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা করুন॥ ১০৮॥

অতএব বিষ্ণুধর্ম্মে বলিকৃত চক্রস্তবে যথা॥

উত্তম উত্তম যোগিগণ যাঁহার স্বরূপ নির্দ্দেশ করিতে সমর্থ হয়েন না॥

তাহার পরেও অর্থাৎ ঐ চক্রস্তবের পরেও যথা॥

হে রাজন্! ভ্রমণশীল ঐ চক্রের নাভি মধ্যে দৈত্যরাজ বলি ভূর্ভুবাদিলোক সকল অবলোকন করিয়াছিলেন॥

তদেবমেব নবমে শ্রীমদম্বরীষেণ চক্রমিদং স্তুতমস্তি। লিঙ্গানি গরুড়াকার ধ্বজাদীনি। অনেন যৎ ক্বচিদাকস্মিকত্বমিব শ্রূয়তে। তদপি শ্রীভগবদাবির্ভাব বজ্‌জ্ঞেয়ং ॥ ১০৯ ॥

অত্র তৃতীয়ে। চৈত্ত্যস্য তত্ত্বমমলং মণিমস্য কণ্ঠে ইত্যপি সহায়ং। অতো দ্বাদশেঽপি কৌস্তুভব্যপদেশেন স্বাত্ম জ্যোতির্বিভর্ত্ত্যজ ইত্যাদিকং বিরাড়্গতত্বেনোপাসনার্থ মভেদ দৃষ্ট্যা দর্শিতমেব যথা সম্ভবং সাক্ষাচ্ছ্রীবিগ্রহ গত

ঐ প্রকারই নবমস্কন্ধে শ্রীমান্ অম্বরীষ মহারাজও এই চক্রকে স্তব করিয়াছিলেন, লিঙ্গ শব্দের অর্থ গরুড়াকার ধ্বজাদি। এতদ্দারা কোন স্থানে যে আকস্মিকের ন্যায় শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাও শ্রীভগবানের আবির্ভাবের ন্যায় জানিতে হইবে ॥ ১০৯ ॥

এ স্থলে ৩ স্কন্ধের ২৮ অধ্যায়ে ২৮ শ্লোকে ॥

ভগবানের কণ্ঠদেশে যে কৌস্তুভ মণি আছে তাহাকে জীবের তত্ত্ব রূপে চিন্তা করিবে। ইহাও পূর্ব্বোক্ত প্রমাণের সহায় জানিতে হইবে ॥

অতএব ১২ স্কন্ধের ১১ অধ্যায়ে ৮ শ্লোকে ॥

ভগবান্ অজ কৌস্তুভ রূপে স্বীয় আত্মজ্যোতিঃ জীব চৈতন্যকে ধারণ করেন। ইত্যাদি বিরাট্ রূপের উপাসনার নিমিত্ত অভেদ দৃষ্টি দ্বারা দেখান হইয়াছে ॥

ত্বেনাপ্যনুসন্ধেয়ং ॥

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে ॥

আত্মানমস্য জগতো নির্লেপমগুণামলং।

বিভর্ত্তি কৌস্তুভমাণিস্বরূপং ভগবান্‌ হরিরিতি ॥ ৬ ॥ ১৮॥

বিশ্বরূপো মহেন্দ্রং ॥ ১১০ ॥

অথ শ্রীবৈকুণ্ঠলোকস্যাপি তাদৃশত্বং তস্মৈ স্বলোকং ভগ-

যথা সম্ভব সাক্ষাৎ শ্রীবিগ্রহত্ব রূপে অনুসন্ধান করিতে হইবে ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ যথা বিষ্ণুপুরাণে ॥

ভগবান্‌ হরি এই জগতের আত্মা, জগদতীত, নির্গুণ ও নির্ম্মল কৌস্তুভমণি ধারণ করিয়াছেন ॥ ১১০ ॥

॥ * ॥ ইতি ভগবৎ সন্দর্ভে শ্রীবিগ্রহের বিভুত্ব ॥ * ॥

অথ বৈকুণ্ঠলোকেরও তাদৃশত্ব অর্থাৎ ভগবৎ স্বরূপত্ব ॥

২ স্কন্ধে ৯ অধ্যায়ে ৯ শ্লোকে ॥

"তস্মৈ স্বলোকং ভগবান্‌ সভাজিতঃ

সন্দর্শয়ামাস পরং ন যৎ পরং।

ব্যপেত সংক্লেশ বিমোহ সাধ্বসং

স্বদৃষ্টবদ্ভিঃ পুরুষৈরভিষ্টুতং" ॥

শ্লোকার্থ। ব্রহ্মার ঐ রূপ তপস্যাতে ভগবান্‌ তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে আপনার পরমশ্রেষ্ঠ বৈকুণ্ঠ লোক দর্শন করাইলেন, ঐ লোকে অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনি

বা নিত্যত্র সাধিতং পুনরপিদুর্ধিয়াং প্রতীত্যর্থং সাধ্যতে॥১ যতঃ স কর্ম্মাদিভি র্ন প্রাপ্যতে। প্রপঞ্চাতীতত্বেন শ্রূয়তে। তং লব্ধবতামস্খলিততা গুণসাম্যেন স্তূয়তে। নৈর্গুণ্যাবস্থায়ামেবলভ্যতে। লৌকিক ভগবন্নিকেতস্যাপি নৈর্গুণ্যমেব শ্রূয়ত ইত্যত স্তস্য তত্তদ্রূপত্বং সুতরাং গম্যতে সাক্ষাদেব প্রকৃতেঃ পরত্বেন শ্রূয়তে নিত্যত্বেনোদঘুষ্যতে

ক্লেশরূপ পঞ্চ মহাক্লেশ, তথা মোহ ভয় ইত্যাদির লেশ মাত্র নাই, পুণ্যবান্ পুরুষেরা সর্ব্বদাই তাঁহার প্রশংসা করিয়া থাকেন॥

এ স্থলে বৈকুণ্ঠলোকের ভগবত্ত্ব সাধিত হইয়াছে। পুনর্ব্বারও দুর্ব্বুদ্ধি লোক সকলের প্রতীতির নিমিত্ত বৈকুণ্ঠ লোকের ভগবত্ত্ব সাধন করিতেছেন॥ ১॥

যে হেতু সেই বৈকুণ্ঠলোক কর্ম্মাদি দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ১। তাহা প্রপঞ্চাতীত বলিয়া শ্রুত আছে। ২। সেই বৈকুণ্ঠ প্রাপ্ত লোক সকলের অস্খলিতত্ব গুণ সাম্য রূপে স্তবনীয় হইয়াছে। ৩। উহা নির্গুণত্ব অবস্থায় লাভ হয়। ৪। লৌকিক ভগবদালয়েরও নিগুণত্ব শুনা যায়। ৫। সেই কারণেই ঐ বৈকুণ্ঠলোকের সেই সেই নৈর্গুণ্যাদি রূপত্ব সুতরাং বোধ হইতেছে। ৬। উহা সাক্ষাৎ প্রকৃতির পর বলিয়াও শ্রুত হইতেছে। ৭। এবং নিত্যত্ব বলিয়া উচ্চ রূপে কথিত হইতেছে। ৮। ঐ মোক্ষকেও তিরস্কার করে এমত

মোক্ষ সুখমপি তিরস্কৃত্যা ভক্ত্যৈব লভ্যতে। সচ্চিদানন্দঘনত্বেনাভিধীয়তে ইতি। তত্র কর্ম্মাদিভিরপ্রাপ্যত্বং যথা॥

দেবানামোক আসীৎ স্বর্ভূতানাঞ্চ ভুবঃ পদং।
মর্ত্ত্যাদীনাঞ্চ ভূর্লোকঃ সিদ্ধানাং ত্রিতয়াৎ পরং।
অধোঽসুরাণাং নাগানং ভূমেরোকোঽসৃজৎ প্রভুঃ।
ত্রিলোক্যাং গতয়ঃ সর্ব্বাঃ কর্ম্মণাং ত্রিগুণাত্মনাং।
যোগস্য তপসশ্চৈব ন্যাসস্য গতয়েঽমলাঃ।

যে ব্যক্তি তদ্দ্বারা ঐ লোক প্রাপ্তি হয়।৯। এবং উহা সচ্চিদানন্দ ঘনত্ব রূপে কথিত হইয়াছে॥ ১০॥ ২॥

এই দশ হেতুতে বৈকুণ্ঠলোকের ভগবৎ স্বরূপত্ব সাধিত হইতেছে তন্মধ্যে কর্ম্মাদি দ্বারা বৈকুণ্ঠলোকের অপ্রাপ্তি॥

১১ স্কন্ধের ১৪ অধ্যায়ে ১২।১৩।১৪। শ্লোকে যথা॥

তাহার মধ্যে স্বর্গলোক দেবতাদিগের আবাস হইল, ভুবর্লোক ভূতগণের স্থান হইল, ভূর্লোক মর্ত্ত্যদিগের আধার হইল, আর এই তিনের পর অর্থাৎ ঊর্দ্ধ মহর্লোক সিদ্ধগণের আশ্রম হইল॥

ভূমির অধো ভাগে নাগ ও অসুর সকল আবাস করিলেন। সকল প্রকার, ত্রিগুণময় কর্ম্ম দ্বারা তিন লোকে গতি হয়॥

ত্যাগ, তপস্যা ও সন্ন্যাসের নির্ম্মল গতি মহর্লোক, জন

মহর্জ্জন স্তপঃ সত্যং ভক্তিযোগস্য মদ্গতিঃ ॥ ৬৩ ॥

সিদ্ধানাং যোগাদিভিঃ ত্রিতয়াৎ পরং মহর্ল্লোকাদি। ভুমেরধঃ অতলাদি ত্রিলোক্যাং পাতালাদিক ভূর্ভুবঃ স্ব শ্চেতি। কর্ম্মণাং গার্হস্থ্যধর্ম্মাণাং তপো বানপ্রস্থত্বং ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ তত্র ব্রহ্মচর্য্যোপকুর্ব্বাণনৈষ্ঠিকত্বভেদেন ক্রমান্মহর্জ্জনশ্চ। বনস্থত্বেন তপঃ। ন্যাসেন সত্যং।

লোক, তপোলোক ও সত্যলোক এবং ভক্তিযোগের মদ্গতি অর্থাৎ বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্তি ॥ ৬৩ ॥

তাৎপর্য্য। সিদ্ধ সকলের যোগাদি দ্বারা ত্রিতয়ের অর্থাৎ তিন লোকের পর মহর্ল্লোকাদি। ভূমির অধোভাগে অর্থাৎ অতলাদি। "ত্রিলোক্যাং" অর্থাৎ ত্রিলোকী বলিতে পাতালাদি ভূর্লোক, ভুবর্ল্লোক ও স্বর্গ লোক। কর্ম্ম শব্দে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম সকল। তপঃ শব্দে বানপ্রস্থ এবং ব্রহ্মচর্য্য। ঐ ব্রহ্মচর্য্য দুই প্রকার উপকুর্ব্বাণ ও নৈষ্ঠিক অর্থাৎ যাহারা দ্বাদশ বর্ষাদি কাল নিয়মে গুরুসেবা করে তাহাদিগকে নৈষ্ঠিক আর যাহারা যাবজ্জীবন গুরুকুলে থাকিয়া গুরুসেবা করে তাহাদিগকে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী বলে। এই দুই ব্রহ্মচারির ক্রমে মহর্ল্লোক ও জনলোকে গতি হয়। আর বানপ্রস্থের তপলোক ও সন্ন্যাসির সত্যলোক প্রাপ্তি হইয়া থাকে। কিন্তু যোগের তারতম্য বশতঃ সর্ব্ব প্রকার লোকে গতি হয় জানিতে হইবে। মদ্গতি শব্দের অর্থ আমার বৈকুণ্ঠলোক।

যোগতারতম্যেন তু সর্ব্বমিতি জ্ঞেয়ং। মদর্গাতিঃ শ্রীবৈকুণ্ঠ লোকঃ। ভক্তিযোগ প্রাপ্যত্বেন বক্ষ্যমাণ যন্ন ব্রজন্তী-ত্যাদি বাক্য সাহায্যাৎ॥ ৩॥

লোকপ্রকরণাচ্চ উক্তং তৃতীয়ে দেবান্ প্রতি ব্রহ্মণৈব। তৎ সঙ্কুলং হরিপদানতিমাত্র দৃষ্টৈরিত্যাদি। টীকাচ।

---

৩ স্কন্ধে ১৫ অধ্যায়ে "যন্ন ব্রজন্ত্যঘভিদো রচনানুবাদাৎ" ইত্যাদি বক্ষ্যমাণ ২৩ শ্লোকের সাহার্য্য এবং লোক প্রকরণ হেতু এই বৈকুণ্ঠলোক ভক্তিযোগ দ্বারা লাভ হয়॥ ৩॥

৩ স্কন্ধের ১৫ শ্লোকে ব্রহ্মার উক্তি যথা॥

"তৎ সঙ্কুলং হরিপদানতিগাত্র দৃষ্টৈ
বৈদুর্য্যমারকত হেমময়ৈ বিমানৈঃ।
যেষাং বৃহৎ কটিতটাঃ স্মিতশোভিমুখ্যাঃ
কৃষ্ণাত্মনাং ন রজ আদধুরুৎস্ময়াদ্যৈঃ"॥

শ্লোকার্থ। সেই বৈকুণ্ঠে ভগবদ্ভক্ত গণের ভূরি ভূরি বৈদুর্য্য মারকত এবং স্বর্ণময় বিমানে পরিব্যাপ্ত, ঐ সকল বিমান ভক্তগণের কর্ম্ম দ্বারা লব্ধ নহে, ভগবানের চরণ যুগলে প্রণতি মাত্রে এতাদৃশ প্রাসাদ লাভ বিচিত্র নহে, তাহাদিগের মনঃ শ্রীকৃষ্ণ চরণারবিন্দে এবম্বিধ রত যে, যে সকল পরমা-সুন্দরী রমণীর বিশাল নিতম্ব এবং ঈষদ্ধাস্যে শোভমান মনো হর বদন তাঁহারাও আপনাদিগের স্বাভাবিক পরিহাসাদি ব্যাপার দ্বারা ঐ সকল ব্যক্তির কাম জন্মাইতে সমর্থ হয় না,

তাবন্মাত্রেণ দৃষ্টৈঃ ভক্তানাং বিমানৈঃ । নতু কর্ম্মাদি প্রাপ্যৈরিত্যেষা এবমেব শ্রুতিশ্চ । পরীত্য লোকান্ কর্ম্মজিতানাব্রহ্মণো নির্ব্বেদমায়াৎ নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন অত্রাপ্যকৃত ইত্যস্য বিশেষ্যং লোক ইত্যেব তৎপ্রসক্তেঃ ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানামিত্যাদৌ তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত । তৎ প্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি

অতএব তদ্গত চিত্ত ভক্তগণের প্রতি ঐ প্রকার প্রসাদ হওয়া অসম্ভব নহে ॥

টীকা যথা ॥

তাবন্মাত্র দৃষ্ট ভক্ত সকলের বিমান সমূহে । ঐ সকল বিমান কর্ম্ম দ্বারা প্রাপ্ত নহে ॥ ৪ ॥

এই প্রকারই শ্রুতি বলিয়াছেন ॥

ব্রহ্মা অবধি কর্ম্মজিত লোক সকল অতিক্রম করিয়া নির্ব্বেদ অর্থাৎ বৈরাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বৈকুণ্ঠলোক অকৃত অর্থাৎ ঐ লোক কর্ম্ম দ্বারা লাভ হয় না ॥

এ স্থলেও কৃত এই শব্দের প্রসঙ্গাধীন লোক এই শব্দটী বিশেষ্য ॥

ভগবদ্গীতার ১৮ অধ্যায়ে ৬১ । ৬২ শ্লোকে ভগবান্ কহিয়াছেন যথা ॥

"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি ।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥

শাশ্বতমিতি শ্রীভগবদুপনিষৎসু ॥ ১১ ॥ ২৪ ॥

শ্রীভগবান্ ॥ ৫ ॥

প্রপঞ্চাতীতত্বং ॥

স্বধর্ম্মনিষ্ঠঃ শতজন্মভিঃ পুমান্

বিরিঞ্চতামেতি ততঃ পরং হি মাং।

তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।

তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতং" ॥

শ্লোক দ্বয়ের অর্থ। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন হে অর্জ্জুন! ঈশ্বর সকল প্রাণির হৃদয়ে বিদ্যমান থাকিয়া মায়া দ্বারা তাহাদিগকে যন্ত্রারূঢ়ের ন্যায় ভ্রমণ করাইয়া থাকেন॥

হে ভারত! সর্ব্বভাবে তাঁহার শরণাপন্ন হও, কারণ তাঁহার প্রসাদেই সতত উৎকৃষ্ট শান্তি স্থান প্রাপ্ত হইবে॥

একাদশ স্কন্ধের ২৪ অধ্যায়ে ভগবানের বাক্য॥ ৫॥

অথ শ্রীবৈকুণ্ঠলোকের প্রপঞ্চাতীতত্ব॥

৪র্থ স্কন্ধের ২৪ অধ্যায়ে ২৫ শ্লোকে প্রচেতাদিগের প্রতি শ্রীরুদ্রের বাক্য যথা॥

রুদ্র কহিলেন হে প্রচেতা সকল! স্বধর্ম্ম নিষ্ঠ পুরুষ বহু জন্মে ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহার পর আমাকে (শ্রীরুদ্রকে) পায়, কিন্তু যে ব্যক্তি ভগবদ্ভক্ত তাঁহার দেহান্তেই প্রপঞ্চাতীত বৈষ্ণব পদ লাভ হয় ইহার প্রমাণ দেখ, এই আমি রুদ্র হইয়া অধিকৃতের ন্যায় বর্ত্তমান আছি এবং এই দেবতারা

অব্যাকৃতং ভাগবতোঽথ বৈষ্ণবং
পদং যথাহং বিবুধাঃ কলাত্যয়ে ॥ ৬৪ ॥

ততোঽপি পুণ্যাতিশয়েন মামেতি। ভাগবতস্তু অথ দেহান্তে অব্যাকৃতং নাম রূপে ব্যাকরবাণীতি শ্রুতি প্রসিদ্ধ ব্যাকরণাবিষয় প্রপঞ্চাতীতং বৈষ্ণবং পদং বৈকুণ্ঠমেতি। যথাঽহং রুদ্রোভূত্বাঽধিকারিকতয়া বর্ত্তমানঃ। বিবুধা দেবাশ্চাধিকারিকাঃ কলাত্যয়ে অধিকারান্তে লিঙ্গভঙ্গে সন্তোষান্তি। যাবদধিকারমবস্থিতিরাধিকারিকাণামিতি ন্যায়েন ॥ ৪ ॥ ২৭ ॥ শ্রীরুদ্রঃ প্রচেতসঃ ॥ ৬ ॥

অধিকৃত হইয়াছেন কিন্তু যখন আমাদের অধিকারের শেষ হইবে তখন লিঙ্গদেহ ভঙ্গ হওয়াতে সকলেই প্রপঞ্চাতীত পদ প্রাপ্ত হইব ॥ ৬৪ ॥

তাৎপর্য্য। "ততঃ পরং" অর্থাৎ ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তি হইতে অতিশয় পুণ্য দ্বারা আমাকে (রুদ্রকে) প্রাপ্ত হয়। কিন্তু ভগবদ্ভক্ত দেহান্তে অব্যাকৃত অর্থাৎ নাম ও রূপকে ব্যাকরণ (প্রকাশ) করিতেছি এই শ্রুতি প্রসিদ্ধ যে প্রকাশ তাহার অবিষয় অর্থাৎ প্রপঞ্চাতীত বৈষ্ণব পদ প্রাপ্ত হয় আমি যেমন রুদ্র হইয়া অধিকৃতের ন্যায় বর্ত্তমান রহিয়াছি। ঐ রূপ বিবুধা অর্থাৎ দেবতা সকল কলাত্যয়ে অর্থাৎ অধিকারান্তে লিঙ্গ ভঙ্গ হইলে বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হইবে। ব্রহ্মসূত্রের ৩ অধ্যায়ের ৩ পাদের ৩২ সূত্রে অধিকারিদিগের যে পর্য্যন্ত অধিক

ততোঽস্খলনং ॥
অথোবিভূতিং মম মায়য়াচিতা
মৈশ্বর্য্যমষ্টাঙ্গমনুপ্রবৃত্তং।
শ্রিয়ং ভাগবতীং চাস্পৃহয়ন্তি ভদ্রাং
পরস্য মে তেঽশ্নুবতে হি লোকে ॥
ন কর্হিচিৎ মৎপরাঃ শান্তরূপে
নঙ্ক্ষ্যন্তি নো নিমিষো লেঢ়ি হেতিঃ।

তাবৎ তাহাদের অবস্থিতি হয় এই ন্যায় হেতু ॥

বৈকুণ্ঠলোক হইতে স্খলন হয় না ॥

৩ স্কন্ধের ২৫ অধ্যায়ের ৩৪। ৩৫ শ্লোকে যথা ॥

কপিলদেব কহিলেন মা ! এ রূপ মুক্তিতে বিভূতি আদি অধিক আছে, ঐ প্রকারে মুক্ত পুরুষ অবিদ্যা নিবৃত্তির পর আমার মায়া দ্বারা চিরচিত সত্যলোকাদি গত ভোগ সম্পত্তি এবং ভক্তির পশ্চাৎ স্বয়ং উপস্থিত অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য্য তথা ভাগবতী শ্রী অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ স্থিত সাষ্টির্নাম্নী ওব্রহ্মানন্দ সুখ, এই সকল ভোগ যদিও স্পৃহা না করে তথাচ বৈকুণ্ঠলোকে উপস্থিত হইয়া অনায়াসে প্রাপ্ত হয় ॥

হে শান্তরূপে ! আমার ভক্তিযোগে মুক্ত পুরুষ বৈকুণ্ঠ-বাসী হইয়া বিবিধ ভোগ্য বস্তু প্রাপ্ত হয়, ইহাতে এমত আশঙ্কা করিও না যে স্বর্গাদির ন্যায় বৈকুণ্ঠলোকস্থিত ভোক্তা ও ভোগ্য সকলের কাল বশতঃ ক্ষয় হইয়া থাকে, যে

যেষামহং প্রিয় আত্মা সুতশ্চ
সখা গুরুঃ সুহৃদো দৈবমিষ্টং ॥ ৬৫ ॥

অথো অবিদ্যা নিবৃত্ত্যনন্তরং মম মায়য়া ভক্তবিষয় কৃপয়া-চিতাং তদর্থং প্রকটিতাং বিভূতিং ভোগসম্পত্তিং তথাহণিমাদ্যৈশ্বর্য্যং অনু প্রবৃত্তং স্বভাবসিদ্ধং। তথা ভাগবতীং শ্রিয়ং সাক্ষাদ্ভগবদীয়াং সাষ্টি সংজ্ঞাং সম্পত্তি মপি অস্পৃহয়ন্তি। ভক্তিসুখমাত্রাভিলাষেণ যদ্যপি তে ভ্যো ন স্পৃহ-

সকল ব্যক্তি আমাকে একান্তভাবে আশ্রয় করে, কোন কালে তাহাদের ভোগ্য বস্তু বিহীন হয় না এবং আমার অনিমিষ কালচক্র তাহাদিগকে গ্রাস করিতে পারে না। ফলতঃ আমি যাহাদের আত্মবৎ প্রিয়, পুত্রের ন্যায় স্নেহ ভাজন, সখাতুল্য বিশ্বাসের আস্পদ, গুরু যদৃশ উপদেষ্টা, সুহৃৎ সম হিতকারী, ইষ্টদেব তুল্য পূজনীয় অর্থাৎ যাহারা এই প্রকার সর্ব্বতোভাবে আমার ভজন করে মদীয় কাল চক্র তাহাদিগকে কি কখন গ্রাস করিতে সমর্থ হয়? ॥ ৬৫ ॥

তাৎপর্য্য। অথ শব্দের অর্থ অবিদ্যা নিবৃত্তির পর। "মম মায়য়া" অর্থাৎ আমার ভক্তবিষয়ক কৃপা, তদ্দ্বারা আচিতা অর্থাৎ ভক্ত নিমিত্ত প্রকটিতা যে বিভূতি (ভোগ সম্পত্তি) অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য্য। অনুপ্রবৃত্তি শব্দের অর্থ স্বভাব সিদ্ধ, তথা ভাগবতী শ্রী অর্থাৎ সাক্ষাৎ ভগবৎ সম্বন্ধিনী সাষ্টি নাম্নী সম্পত্তিকেও স্পৃহা না করে অর্থাৎ ভক্তি

যন্তীত্যর্থঃ। তথাপি তু যে মম লোকে বৈকুণ্ঠাখ্যে অশ্নুবতে প্রাপ্নুবন্ত্যেবেতি। স্ববাৎসল্য বিশেষো দর্শিতঃ ॥৭॥

যথা সুদামমালাকার বরে।

সোঽপি বব্রেঽচলাং ভক্তিং তস্মিন্নেবাখিলাত্মনি।
তদ্ভক্তেষুচ সৌহার্দ্দং ভূতেষুচ দয়াং পরাং।
ইতি তস্মৈ বরান্ দত্ত্বা শ্রিয়ং চান্বয় বর্দ্ধনীমিত্যাদি।

অতস্তেষাং তত্রানাসক্তি দ্যোতিতা। অবিদ্যা নিবৃত্ত্য-

সুখমাত্র অভিলাষে যদিচ বিভূতি আদি স্পৃহা না করে, তথাপি আমার বৈকুণ্ঠলোকে ঐ সমস্ত বিভূতি আদি প্রাপ্ত হয়। এতদ্দ্বারা স্বীয় বাৎসল্য বিশেষ দেখান হইল ॥ ৭ ॥

এই বিষয়ের উদাহরণ যথা সুদাম মালাকার বরে ॥

১০ স্কন্ধে ৪১ অধ্যায়ে ৩৮। ৩৯ শ্লোকে শ্রীশুক বাক্য যথা ॥

শুকদেব কহিলেন মহারাজ! সেই সুদাম মালাকার অখিলাত্মা ভগবানের প্রতিই অচলা ভক্তি এবং তদীয় ভক্ত জন সহ সৌহার্দ্দ তথা সর্ব্বভূতে পরম দয়া যাচ্ঞা করিল ॥

ভগবান্ তাহার প্রতি সমুদায় বর প্রদান করিয়া পরে সে প্রার্থনা না করিলেও বলিলেন অহে মালাকার! তোমার বংশে শ্রী সতত বৃদ্ধিশীলা থাকিবেন এবং তোমার বল, আয়ুঃ যশঃ ও কান্তি সমুন্নত হইবে ইত্যাদি ॥

এই প্রমাণ দ্বারাই ভক্ত সকলের ঐ সকল সম্পত্তিতে

নন্তরমিতি মম কৃপয়া চিতামিতি চ তেষামনর্থরূপত্বং খণ্ডিতং কিম্বা মায়য়া চিতাং ব্রহ্মলোকাদিগতাং সম্পত্তিমপীতি তেষাংসর্ব্ববশীকারিত্বমেব দর্শিতং। নতু তদ্ভোগঃ। তস্যা অতি তুচ্ছত্বেন ভোগানর্হত্বাৎ ॥ ৮ ॥

শ্রুতিশ্চাত্র।

তদ্যথেহ কর্ম্মজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে।

এবমেবামুত্র পুণ্যজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে ইত্যনন্তরং।

অথ য ইহাত্মানমনুবিদ্য ব্রজন্ত্যেতান্ সত্যকামাং স্তেষাং

অনাসক্তিও প্রকাশিত হইল।

অপর অবিদ্যা নিবৃত্তির পর এবং আমার কৃপায় উপস্থিত এই দুইয়ের দ্বারা সেই সকল সম্পত্তির অনর্থ রূপত্ব খণ্ডিত হইয়াছে। অথবা মায়া দ্বারা রচিত ব্রহ্ম লোকাদি গত সম্পত্তিকেও। ইহা দ্বারা সেই ভক্ত সকলের সর্ব্ব বশীকারিত্বই দর্শিত হইল কিন্তু ভোগ দেখান হয় নাই, যে হেতু ঐ সকল সম্পত্তি অতি তুচ্ছ, সুতরাং ভক্ত সকলের ভোগ যোগ্য নহে ॥ ৮ ॥

এ স্থলে শ্রুতি যথা ॥

যেমন ইহলোকে কর্ম্মজিত অর্থাৎ কর্ম্মদ্বারা প্রাপ্ত লোক ক্ষয় হয়, সেই রূপ পরলোকে পুণ্যজিত অর্থাৎ পুণ্য দ্বারা প্রাপ্ত লোকেরও ক্ষয় হইয়া থাকে। এই শ্রুতির পর ॥

যাঁহারা ইহলোকে আত্ম তত্ত্বজ্ঞ হইয়া গমন করেন

সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতীতি ॥ ৯ ॥

নন্বেবং তর্হি লোকত্বাবিশেষাৎ স্বর্গাদিবৎ ভোক্তৃভোগ্যানাং কদাচিদ্বিনাশঃ স্যাৎ। তত্রাহ। শান্তরূপে শান্তমবিকৃতং রূপং যস্য তস্মিন্ বৈকুণ্ঠে মৎপরা স্তদ্বাসি নো লোকাঃ কদাচিদপি ন নং ক্ষ্যন্তি। ভোগ্য হীনা ন ভবন্তি অনিমিষো হেতিঃ মদীয়ং কালচক্রং নোলেঢ়ি তান্ গ্রসতে। ন স পুনরাবর্ত্তত ইতি শ্রুতেঃ ॥

আব্রহ্ম ভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোর্জ্জুন।

তাঁহাদের সেই সমস্ত সত্যকাম লোক গতি হয়, অর্থাৎ ঐ সকল ব্যক্তির তত্তল্লোকে স্বেচ্ছাধীন গমন হইয়া থাকে ॥ ৯ ॥

অহে। যদি এই প্রকার হইল তবে লোকত্বের অবিশেষ প্রযুক্ত কখন ভোক্তৃ ও ভোগ্য সকলের বিনাশ ও সম্ভব হয়। এই প্রশ্নে কহিতেছেন, শান্তরূপে অর্থাৎ বিকার রহিত বৈকুণ্ঠলোকে। "মৎ পরাঃ" অর্থাৎ বৈকুণ্ঠবাসি লোক সকল কখন ভোগ হীন হয় না। অনিমিষহেতি পদের অর্থ আমার কালচক্র। "নো লেঢ়ি" অর্থাৎ গ্রাস করে না। অতএব শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, বৈকুণ্ঠপ্রাপ্ত ব্যক্তি পুনর্ব্বার সংসারে আগমন করেন না।

ভগবদ্গীতার ৮ অধ্যায়ে ১৬ শ্লোকে ভগবান্ অর্জ্জুনকে কহিয়াছেন, হে অর্জ্জুন! ব্রহ্মলোক অবধি এই সমুদায় জগৎ পুনর্জন্মের অধীন হয়, কিন্তু হে কুন্তিনন্দন! আমাকে প্রাপ্ত

মাং প্রাপ্যৈব তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যত ইতি ॥

শ্রীগীতোপনিষদ্ভ্যঃ ॥ ১০ ॥

সহস্রনাম ভাষ্যেঽপ্যুক্তং। পরমুৎকৃষ্টময়নং স্থানং পুনরাবৃত্তি শঙ্কারহিতমিতি পরায়ণং। পুংলিঙ্গপক্ষে বহুব্রীহিরিতি। ন কেবলমেতাবদেষাং মাহাত্ম্যমিত্যাহ যেষামিতি। যেষাং মাং বিনা ন কশ্চিদপরঃ প্রেমভাজনমস্তীত্যর্থঃ। যদ্বা গোলোকাদিকমপেক্ষ্যৈবমুক্তং। তত্র হি তথা ভাবা এব শ্রীগোপা নিত্যা বিদ্যন্তে। অথবা

হইলে আর কাহাকেও পুনর্জন্ম ভোগ করিতে হয় না ॥ ১০ ॥

সহস্র নাম ভাষ্যেও এই রূপ কথিত হইয়াছে, যথা। পরায়ণ শব্দের অর্থ। পর শব্দে উৎকৃষ্ট, অয়ন শব্দে স্থান অর্থাৎ পুনরাবৃত্তি শঙ্কা রহিত। পুংলিঙ্গ পক্ষে বহুব্রীহি সমাস।

সেই সকল ভক্তগণের কেবল এতাবন্মাত্র মাহাত্ম্য নহে এই অভিপ্রায়ে কপিলদেব কহিতেছেন, আমা ব্যতিরেকে যাঁহাদের পর অর্থাৎ প্রেম ভাজন কেহ নাই। অথবা গোলোকাদিকে অপেক্ষা করিয়া এই প্রকার কথিত হইয়াছে।

ঐ গোলোকে বাৎসল্যাদি ভাবযুক্ত গোপ সকল নিত্য বিদ্যমান আছেন। অথবা অবিদ্যার পর কি রূপ লোক সকল ঐ গোলোক প্রাপ্ত হয়? এই প্রশ্নে কহিতেছেন

তং লোকং কীদৃগ্ভাবা অবিদ্যানন্তরং প্রাপ্নুবন্তি তত্রাহ যেষামিতি।

যে কেচিৎ পাদ্মোত্তরখণ্ডদর্শিত মুনিগণ সবাসনাঃ প্রিয়ঃ পতিরিতি মাং ভাবয়ন্তি। যে কেচিচ্চ সনকাদি বাসনা আত্মা ব্রহ্মৈবায়ং সাক্ষাদিতি মাং ভাবয়ন্তি। এব মন্যেচ যে যে ত এব প্রাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ। সুহৃদ ইতি বহুত্বং সৌহৃদ্যস্য নানা ভেদাপেক্ষয়া। এবং চান্যত্র। শান্তাঃ সমদৃশঃ শুদ্ধাঃ সর্ব্বভূতানুরঞ্জনাঃ।

"যেষামিতি"। অপর পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে দেখান হইয়াছে দণ্ডকারণ্যবাসি মুনিগণ বাসনাবিশিষ্ট হইয়া আমাকে প্রিয় অর্থাৎ পতি রূপে ভাবনা করিয়াছেন। আর যে কেহ বাসনাযুক্ত সনকাদি মুনি ইনিই আত্মা, ইনিই ব্রহ্ম ইহা বলিয়া সাক্ষাৎ আমাকে ভাবনা করেন, এই রূপ অন্যান্য যে সকল ব্যক্তি সন্তান, সখা ও গুরুরূপে আমাকে ভাবনা করিয়াছেন তাঁহারা তত্তদ্রূপে আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন। সুহৃৎ এই শব্দে যে বহু বচন প্রয়োগ হইয়াছে তাহা সৌহৃদ্যের নানা ভেদ অপেক্ষায় জানিতে হইবে।

এই প্রকার অন্য স্থানে অর্থাৎ ৪র্থ স্কন্ধের ১২ অধ্যায়ের ২৮ শ্লোকে শ্রীমৈত্রেয় বাক্য যথা॥

মৈত্রেয় কহিলেন বিদুর! যাঁহারা শান্ত, সর্ব্বত্র তুল্যদর্শী বাহ্যাভ্যন্তরে পবিত্র, ভূত সকলেরও মনোরঞ্জক এবং

-- যাস্ত্যঞ্জসাঽচ্যুতপদমচ্যুতপ্রিয়বান্ধবা ইতি ॥ ৩ ॥ ২৫ ॥
শ্রীকপিলঃ ॥ ১১ ॥

প্রপঞ্চাতীতত্বং ততোঽস্খলনঞ্চ যুগপদাহ ॥

আতপত্রং তু বৈকুণ্ঠং দ্বিজাধামাকুতোভয়মিতি ॥ ৬৬ ॥
প্রপঞ্চরূপস্যেতি প্রকরণাৎ ॥ ১২ ॥ ১১ ॥ শ্রীসূতঃ ॥
নৈগুর্ণ্যপ্রাপ্যত্বং ॥
সত্বেপ্রলীনাঃ স্বর্যান্তি নরলোকং রজোলয়াঃ ।

ভগধান্ অচ্যুতই যাঁহাদের প্রিয়বান্ধব, তাঁহারাই যথার্থরূপে ভগবানের ধাম প্রাপ্ত হয়েন ॥ ১১ ॥

বৈকুণ্ঠলোকের প্রপঞ্চাতীতত্ব ও তাহা হইতে অস্খলন, এই দুই এককালে বলিতেছেন যথা ॥

১২ স্কন্ধের ১১ অধ্যায়ে ১৬ শ্লোকে শ্রীসূতের বাক্য ॥

সূত কহিলেন হে দ্বিজগণ ! বৈকুণ্ঠ ধাম এই বিরাট্ রূপি পুরষের ছত্র, অকুতোভয় ইহাঁর কৈবল্যধাম ॥ ৬৬ ॥

প্রকরণ হেতু ঐ বৈকুণ্ঠধাম প্রপঞ্চরূপ বিরাট্পুরুষের ছত্র জানিতে হইবে ॥

বৈকুণ্ঠলোকের নৈগুর্ণ্যপ্রাপ্যত্ব অর্থাৎ গুণাতীত না হইলে বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্তি হয় ॥

১১ স্কন্ধের ২৫ অধ্যায়ে ২১ শ্লোকে যথা ॥

ভগবান্ কহিলেন উদ্ধব ! সত্বগুণে মৃত্যু হইলে স্বর্গ লোকে গমন করে, রজোগুণে মৃত্যু হইলে নরলোকে গমন

তমোলয়াস্তু নিরয়ং যান্তি মামেব নির্গুণাঃ ॥ ৬৭ ॥

লোকপ্রসক্তের্মল্লোকমিতি বক্তব্যে তৎপ্রাপ্তির্নাম মৎ প্রাপ্তিরেবেতি স্বাভেদমভিপ্রেত্যাহ মামেবেতি ॥ ১১॥২৫॥ শ্রীভগবান্ ॥ ৫২ ॥

সুতরাং নৈর্গুণ্যাশ্রয়ত্বং ॥

বনন্তু সাত্ত্বিকো বাসো গ্রাম রাজস উচ্যতে।
তামসং দ্যূতসদনং মন্নিকেতন্তু নির্গুণং ॥ ৬৮ ॥

তদাবেশেনৈবাহস্যাপি নির্গুণত্বব্যপদেশ ইতি ভাবঃ ॥ ১১ ॥ ২৫ ॥ ১৩ ॥

করে, এবং তমোগুণে মৃত্যু হইলে নরকগামী হয় কিন্তু নির্গুণলোক জীবদ্দশাতেই আমাকে প্রাপ্ত হয় ॥৬৭ ॥

তাৎপর্য্য। লোকপ্রসক্তি হেতু আমার লোক ইহাই বলা উচিত ছিল, তাহা না বলিয়া, বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্তিই আমার প্রাপ্তি, এই স্থানে ভগবান্ বৈকুণ্ঠলোককে আপনার সহিত অভেদ করিয়া বলিয়াছেন ॥ ১২ ॥

সুতরাং বৈকুণ্ঠলোক নির্গুণত্বের আশ্রয়স্বরূপ ॥

১১ স্কন্ধের ২৫ অধ্যায়ে ২৪ শ্লোকে ভগবানের বাক্য যথা,

ভগবান্ কহিলেন উদ্ধব! বনে বাস সাত্ত্বিক বাস, গ্রামে বাস রাজসিক বাস, দ্যূতাদিগৃহে বাস তামসিক বাস এবং আমার নিকেতনে যে বাস তাহকে নির্গুণ বাস বলা যায় ॥৬৮॥

ভগবানের আবেশ হেতু বৈকুণ্ঠলোকেরও নির্গুণত্ব ব্যপ-

সএব প্রকৃতেঃ পরত্বং ॥

ততো বৈকুণ্ঠমগমদ্ভাস্বরং তমসঃ পরং।
যত্র নারায়ণঃ সাক্ষান্ন্যাসিনাং পরমা গতিঃ।
শান্তানাং ন্যস্তদণ্ডানাং যতো নাবর্ত্ততে গতঃ ॥ ৬৯ ॥

অগমৎ জগাম শিব ইতি শেষঃ ॥১০॥৮৮॥ শ্রীশুকঃ ॥১৪॥

নিত্যত্বং ॥

দেশ অর্থাৎ নাম হইয়াছে ইহাই ভাবার্থ ॥ ১৩ ॥

ঐ বৈকুণ্ঠলোক প্রকৃতির পর ॥

১০ স্কন্ধের ৮৮ অধ্যায়ে ১৯ শ্লোকে

শ্রীশুকদেবের বাক্য যথা ॥

পরে মহাদেব প্রকৃতির পর তেজোময় বৈকুণ্ঠে (শ্বেত দ্বীপে) গমন করিলেন। যে স্থানে হিংসাদি দোষরহিত শান্ত সন্ন্যাসিদিগের পরম গতি নারায়ণ সর্ব্বদা অধিষ্ঠিত আছেন, সেখানে গমন করিলে আর পুনরাবৃত্তি হয় না ॥ ৬৯ ॥

"অগমৎ" এই ক্রিয়াপদের অর্থ গমন করিলেন, এ স্থানে শিব এই শব্দ উহ্য করিতে হইবে ॥ ১৪ ॥

শ্রীবৈকুণ্ঠধামের নিত্যত্ব ॥

২ স্কন্ধের ৫ অধ্যায়ে ৩৯ শ্লোকে শ্রীব্রহ্মা নারদকে

কহিয়াছেন যথা ॥

গ্রীবায়াং জনলোকোঽস্য তপোলোকঃ স্তনদ্বয়াৎ।
মূর্দ্ধভিঃ সত্যলোকস্তু ব্রহ্মলোকঃ সনাতনঃ ॥ ৭০ ॥
টীকাচ। ব্রহ্মলোকো বৈকুণ্ঠাখ্যঃ সনাতনো নিত্যঃ।
নতু সৃজ্যপ্রপঞ্চান্তর্বর্ত্তীত্যর্থইত্যেষা। ব্রহ্মভূতো লোকো ব্রহ্মলোকঃ ॥ ২ ॥ ৫ ॥
শ্রীব্রহ্মা নারদং ॥ ১৫ ॥

"মোক্ষসুখতিরস্কারিভক্ত্যেকলভ্যত্বং ॥

যন্ন ব্রজন্ত্যঘভিদো রচনানুবাদা

ব্রহ্মা কহিলেন! ঐ পুরুষের গ্রীবাতে জনলোক, স্তনদ্বয় তপোলোক এবং মস্তকে সত্যলোক নির্ম্মিত হইয়াছে, কিন্তু বৈকুণ্ঠ নামে যে লোক তাহা সনাতন, ঐ লোক সৃজ্য প্রপঞ্চের অন্তর্গত নহে ॥ ৭০ ॥

উক্ত শ্লোকের টীকার্থ যথা ॥

বৈকুণ্ঠনামে যে ব্রহ্মলোক তাহা সনাতন অর্থাৎ নিত্য কিন্তু উহা প্রপঞ্চের অন্তর্ব্বর্ত্তী নহে ইতি। ব্রহ্মস্বরূপ হেতু ঐ লোককে ব্রহ্মলোক বলে ॥ ১৫ ॥

বৈকুণ্ঠলোকের মোক্ষসুখতিরস্কারিত্ব এবং কেবল ভক্তিদ্বারা লভ্যত্ব ॥

৩ স্কন্ধের ১৫ অধ্যায়ে ২৩।২৫ শ্লোকে ব্রহ্মা দেবগণকে কহিয়াছেন যথা ॥

ব্রহ্মা কহিলেন হে অমরসকল! যে সকল মনুষ্য পাপ-

চ্ছৃণ্বন্তি যেঽন্যবিষয়াঃ কুকথা মতিঘ্নীঃ।
যাস্তু শ্রুতা হতভগৈর্নৃভিরাত্তসারা-
স্তাংস্তান্ ক্ষিপন্ত্যশরণেষু তমঃসু হন্ত।
যচ্চ ব্রজন্ত্যনিমিষামৃষভানুবৃত্ত্যা
দূরে যমা হ্যুপরি নঃ স্পৃহণীয়শীলাঃ।
ভর্ত্তুর্মিথঃ সুযশসঃ কথনানুরাগ
বৈক্লব্যবাস্পকলয়া পুলকীকৃতাঙ্গাঃ॥ ৭১॥

নাশন ভগবানের সৃষ্ট্যাদি লীলানুবাদ হইতে বিমুখ হইয়া অর্থ কামাদি বিষয়ের মতিভ্রংশিকা কুকথা শ্রবণ করে, তাহারা কখন সেই বৈকুণ্ঠধামে গমন করিতে পায় না, তাহাদের দৌর্ভাগ্যের কথা কি কহিব, অন্যবিষয়ক কুকথা তাহাদের শ্রবণগোচর হইয়া তাহাদের পূর্ব্বসঞ্চিত পুণ্যসকল হরণ করত তাহাদিগকে নিরাশ্রয় নরকে নিক্ষেপ করে॥

হে দেবগণ! যাঁহারা অহঙ্কার শূন্য এবং আমাদের অপেক্ষাও অধিক যোগী তাঁহারা এই বৈকুণ্ঠধামে গমন করিতে পারেন। তাঁহারা ভগবান্ হরির নিরন্তর অনুবৃত্তি করাতে এরূপ প্রভাবশালী যে যমও তাঁহাদের নিকটে যাইতে সমর্থ হয়েন না, তাঁহাদের ভক্তির কথা কি বলিব, পরস্পর বসিয়া ভগবানের যশঃ কথনে এমত অনুরাগ প্রকাশ করেন যে, তজ্জন্য অবশতা ও বাস্পোদ্গম হওয়াতে শরীর লোমাঞ্চিত হয় এ নিমিত্তই তাঁহাদের কারুণ্যাদি স্বভাব সকলেরই

যদ্বৈকুণ্ঠং যচ্চ নোঽস্মাকমুপরি স্থিতং ব্রজন্তি নঃ স্পৃহ-ণীয়শীলা ইতি বা। দূরে যমো যেষাং তে। সিদ্ধত্বে দূরী-কৃতযমনিয়মাঃ সন্তো বা ব্রজন্তীতি! ভর্ত্তুর্মিথঃ সুযশসঃ ইত্যনেন তথা। বিধায়া ভক্তের্মোক্ষসুখতিরস্কারিত্ব-প্রসিদ্ধিঃ সূচিতা নাত্যন্তিকং বিগণয়ন্ত্যপীত্যাদৌ

স্পৃহণীয় ॥ ৭১ ॥

তাৎপর্য্য। আমাদের উপরিস্থিত যে বৈকুণ্ঠ তাহাতে গমন করেন, অথবা যাঁহাদের স্বভাব আমাদের স্পৃহণীয় এবং যমও যাঁহাদের নিকট যাইতে অসমর্থ, কিম্বা সিদ্ধত্বহেতু যাঁহারা যম নিয়মকে দূরীকৃত করিয়াছেন, তাঁহারাই গমন করেন। ভর্ত্তার অর্থাৎ স্বামির সুন্দর যশোঃরাশিকে পরস্পর ইত্যাদি দ্বারা ঐ প্রকার ভক্তির মোক্ষ সুখ তিরস্কারিত্ব প্রসিদ্ধি সূচিত হইল। ভাগবতে ৩ স্কন্ধের ১৫ অধ্যায়ে ৪৮ শ্লোকে সনকাদি কহিয়াছেন।

"নাত্যন্তিকং বিগণয়ন্ত্যপি তে প্রসাদং
কিম্বান্যদর্পিতভয়ং ভ্রুব উন্নয়ৈস্তে।
যেঽঙ্গ ত্বদঙ্ঘ্রিশরণা ভবতঃ কথায়াঃ
কীর্ত্তন্যতীর্থযশসঃ কুশলা রসজ্ঞাঃ।"

অর্থাৎ সনকাদি কহিলেন প্রভো! তোমার যশঃ পরম রমণীয় ও অতিশয় পবিত্র সুতরাং কীর্ত্তনার্হ ও তীর্থস্বরূপ,

যেঽঙ্গ ত্বদঙ্ঘ্রি শরণা ভবতঃ কথায়াং
কীর্ত্তন্যতীর্থ যশসঃ কুশলা রসজ্ঞা
ইতি সনকাদ্যুক্তেঃ ॥ ৩ ॥ ১৫ ॥ শ্রীব্রহ্মা দেবান্ ॥ ১৬ ॥
সচ্চিদানন্দরূপত্বং ॥
এবমেতান্ মদাদিষ্টাদিষ্টানমুতিষ্ঠন্তি মে পথঃ।
ক্ষেমং বিন্দন্তি মৎস্থানং যদ্ব্রহ্ম পরমং বিদুঃ ॥ ৭২ ॥
মে পথঃ জ্ঞানকর্ম্মভক্তিলক্ষণান্ মৎপ্রাপ্ত্যুপায়ান্।

যে সকল কুশল ব্যক্তি তোমার কথায় রসজ্ঞ তাহারা তোমার আত্যন্তিক প্রসাদ রূপ যে মোক্ষপদ তাহাকে গণ্য করে না, অন্য ইন্দ্রাদিপদের কথা কি ? ফলতঃ ইন্দ্রাদি পদেও তোমার ভ্রূভঙ্গি মাত্রে ভয় নিহত হয়, তোমার কথা রসজ্ঞ ব্যক্তিরা সর্ব্বদা নিরতিশয় সুখ সম্ভোগ করেন, ইহাতে ঐ পদে তাহাদের কেন প্রবৃত্তি হইবে ? ॥ ১৬ ॥

বৈকুণ্ঠের সচ্চিদানন্দ রূপত্ব ॥

১১ স্কন্ধের ২০ অধ্যায়ে ৩৭ শ্লোকে ভগবানের বাক্য যথা ॥

ভগবান্ কহিলেন উদ্ধব ! এই রূপ আমা কর্ত্তৃক আদিষ্ট আমার প্রাপ্তির উপায় মার্গসকল যাঁহারা অনুষ্ঠান করেন, তাহাঁরা কাল মায়াদি রহিত আমার আবাসে গমন করেন এবং পরব্রহ্মকে জানিতে পারেন ॥ ৭২ ॥

তাৎপর্য্য। আমার পথ সকলকে অর্থাৎ জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তিস্বরূপ আমার প্রাপ্তির উপায় সকলকে। যে হেতু

জ্ঞানকর্ম্মণোরপি ভক্তেষু ভক্তেঃ প্রথমতঃ ক্বচিৎ কদাচিৎ কিঞ্চিৎ সাহায্যকারিত্বাৎ। ক্ষেমংমদ্ভক্তিমঙ্গলময়ং যৎস্থানং পরমং ব্রহ্মেতি বিদুর্জানন্তি। ইত্থমেবোদাহরিষ্যতে ॥ ১৭ ॥

ইতি সঞ্চিন্ত্য ভগবান্ মহাকারুণিকো বিভুঃ।
দর্শয়ামাস লোকং স্বং গোপানাং তমসঃ পরং।
সত্যং জ্ঞানমনন্তং যদ্ব্রহ্মজ্যোতিঃ সনাতনং।
যদ্ধি পশ্যন্তি মুনয়ো গুণাপায়ে সমাহিতা ইতি।
উভয়ত্রাপি চকারাদধ্যাহারাদিনা ত্বর্থান্তরং কষ্টং ভবতি।

জ্ঞান ও কর্ম্মের এবং ভক্তসকলে ভক্তির প্রথমে কোথাও কখন কিঞ্চিৎ সাহায্যকারিত্ব আছে। ক্ষেম শব্দের অর্থ আমার ভক্তিযুক্ত মঙ্গলময় যে স্থান তাহাকে পরম ব্রহ্ম বলিয়া জানেন। এই প্রকারই উদাহরণ করিতেছি ॥ ১৭ ॥

১০ স্কন্ধের ২৮ অধ্যায়ে ১৪। ১৫। শ্লোকে শ্রীশুক বাক্যযথা ॥

হে রাজন্! মহাকারুণিক ভগবান্ এইরূপ চিন্তা করিয়া গোপদিগকে প্রকৃতির পর যে ব্রহ্মস্বরূপ এবং বৈকুণ্ঠাখ্য ব্রহ্মলোক তাহা দর্শন করাইলেন ॥

দেহাচ্ছন্ন ব্যক্তিদিগের তদ্দর্শন সুসাধ্য নয়, এ কারণ প্রথমে অজড়, অপরিচ্ছিন্ন, নির্গুণ এবং সনাতন যে ব্রহ্ম, মুনিগণ গুণাপায়ে সমাহিত হইয়া যাহা দর্শন করেন তাহাই প্রদর্শন করিলেন ॥

ত্তৈরেবচ তমসঃ প্রকৃতেঃ পরমিতি বৈকুণ্ঠস্যাপি বিশেষণ-ত্বেন ব্যাখ্যাতমিতি ॥ ১১ ॥ ২০ ॥ শ্রীভগবান্ ॥ ১৮ ॥

তথৈবচ ॥

ন যত্র কালোঽনিমিষাং পরঃ প্রভুঃ
কুতো নু দেবা জগতাং য ঈশিরে।
ন যত্র সত্ত্বং ন রজস্তমশ্চ

উভয় শ্লোকেই চকারাদির অধ্যাহার অর্থাৎ উহ্যাদি দ্বারা অর্থান্তর কষ্টকল্পনা হইতেছে। শ্রীধরস্বামীও "তমসঃ পরং" প্রকৃতির পর, ইহা বৈকুণ্ঠেরও বিশেষণরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন ॥ ১৮ ॥

উক্ত প্রকারই ২ স্কন্ধের ২ অধ্যায়ে ১৭। ১৮ শ্লোকে
শ্রীশুকদেবের বাক্যে যথা ॥

শুকদেব কহিলেন রাজন্! এই রূপে আত্মস্বরূপ প্রাপ্ত হইলে দেবগণের পরম প্রভুকালও তাঁহার কিছু করিতে সমর্থ হন না, দেবতারা কি রূপে সমর্থ হইতে পারিবেন? অপর দেবগণ জগতের ঈশ্বর তাঁহারা যদি কিছু করিতে না পারিলেন, তবে তাঁহাদের অধীন প্রাণিদিগের ত কথাই নাই অর্থাৎ তাঁহারাও কিছু করিতে পারে না। ফলতঃ আত্ম স্বরূপ প্রাপ্ত হইলে আর অন্যের প্রভুত্ব সম্ভাবনা কি? তদবস্থায় সত্ত্ব রজঃ অথবা তমঃ কিছুই থাকে না এবং অহঙ্কার তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব, প্রকৃতি ইত্যাদি জগৎকারণ সকলও আর তাঁহার সৃষ্ট্যাদিতে

নষৈ বিকারো ন মহান্ প্রধানং ॥
পরং পদং বৈষ্ণবমামনন্তি তদ্-
যন্নেতি নেতীত্যতদুৎস্বসিক্ষবঃ।
বিসৃজ্য দৌরাত্ম্যমনন্যসৌহৃদা
হৃদোপগুহ্যার্হপদং পদে পদে ॥ ৭৩ ॥

অতৎ চিদ্ব্যতিরিক্তং নেতি নেতীত্যেবমুৎস্রষ্টুমিচ্ছবো দৌরাত্ম্যং ভগবদাত্মনোরভেদদৃষ্টিং বিসৃজ্য অর্হস্য শ্রীভগবতঃ পদং চরণারবিন্দং পদে পদে প্রতিক্ষণং হৃদা

প্রভু হয় না ॥

ঐ যোগী আত্মব্যতিরিক্ত বস্তুমাত্রকে "নেতি নেতি" অর্থাৎ ইহা নহে ইহা নহে এই রূপ বিবেচনা পূর্ব্বক পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করাতে দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি পরিহারপূর্ব্বক ক্ষণে ক্ষণে শ্রীবিষ্ণুর পদকেই হৃদয় দ্বারা আলিঙ্গন করেন, তাহাতে তৎকালে অন্য সৌহৃদ্য থাকে না অতএব পণ্ডিতগণ সেই বিষ্ণুপদকে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া থাকেন, ফলে সেই অবস্থায় কোন উপাধিসম্বন্ধ থাকে না ॥ ৭৩ ॥

তাৎপর্য্য। "অতৎ" অর্থাৎ চিদ্ব্যতিরিক্ত বস্তুকে "নেতি নেতি" তাহা নয়, তাহা নয়, এই প্রকার পরিত্যাগ করিতে যাঁহারা ইচ্ছা করিয়াছেন সেই মহাত্মা সকল দৌরাত্ম্যকে অর্থাৎ ভগবান্ ও আত্মাতে অভেদদৃষ্টি পরিত্যাগ করিয়া পূজ্য শ্রীভগবানের পদ অর্থাৎ চরণারবিন্দকে পদে পদে প্রতি

উপগুহ্য আশ্লিষ্য নান্যস্মিন্ সৌহৃদং যেষাং তথাভূতাঃ সন্তো যদামনন্তি তদ্বৈষ্ণবং পদং শ্রীবৈকুণ্ঠমিতি ॥ ব্রহ্মস্বরূপমেব তদিতি তাৎপর্য্যং। অনেন প্রেমলক্ষণ-সাধনলিঙ্গেন বিকাররূপমর্থান্তরং নিরস্তং ॥ ১৯ ॥

অত্র নিরাকারপরায়ণস্যাপি মুক্তাফলটীকাকৃতো দৈবাভিব্যঞ্জিকা গীর্যথা। তৎ পরংপদং বৈষ্ণবমামনন্তি। অধিকৃতাধিষ্ঠিতরাজাধিষ্ঠিত্ববৎ। ব্রহ্মাদিপদানামপি বিষ্ণুনাঽধিষ্ঠিতত্বাৎ পরমিত্যুক্তং বিষ্ণুনৈবাধিষ্ঠিতমিত্যর্থ ইতি ॥

ক্ষণ আলিঙ্গন করিয়া অন্যত্র সৌহার্দ্দ পরিত্যাগ পূর্ব্বক যাঁহাকে জানেন তাহাই বৈষ্ণবপদ অর্থাৎ শ্রীবৈকুণ্ঠ। "তৎ" এই পদের ব্রহ্মরূপই তাৎপর্য্য। অপর এই প্রেম লক্ষণ সাধন চিহ্ন দ্বারা নিরাকার রূপ অর্থান্তর নিরস্ত হইল ॥ ১৯ ॥

এ স্থলে নিরাকার পরায়ণ মুক্তাফল টীকাকারেরও দৈবপ্রকাশক ব্যাক্য যথা ॥

পণ্ডিতগণ সেই পরপদকে বৈষ্ণব অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ বলিয়া মান্য করেন, অধিকারি ব্যক্তির অধিষ্ঠিত স্থান অর্থাৎ যেমন রাজার অধিকার ভুক্ত তদ্রূপ, ব্রহ্মাদির স্থান সকলও বিষ্ণুর অধিকার ভুক্ত প্রযুক্ত "পরং" এই শব্দ প্রয়োগ হইয়াছে অর্থাৎ বিষ্ণুরই সর্ব্বত্র অধিকার ॥

অতএব শ্রুতিতেও বলিয়াছেন।

অতএব শ্রুতাবপি তস্য স্বমহিমৈকপ্রতিষ্ঠিতত্বং স ভগবান্ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি স্বে মহিম্নীতি। অতএবোক্তং ক ইত্থা বেদ যত্র স ইতি ॥ ২ ॥ ॥ ২ ॥

শ্রীশুকঃ ॥ ২০ ॥

ক ইত্থেত্যাদি শ্রুতেরর্থত্বেনাপি স্পষ্টমাহ ॥

স্বং লোকং ন বিদুস্তে বৈ যত্র দেবো জনার্দ্দনঃ।
আহুর্ধূম্রধিয়ো বেদং সকর্ম্মকমতদ্বিদঃ ॥ ৭৪ ॥

সকর্ম্মকং কর্ম্মমাত্রপ্রতিপাদকমাহুস্তে জনার্দ্দনস্য স্বং

সেই ভগবান্ কেবল স্বীয় মহিমাতেই প্রতিষ্ঠিত আছেন। তাৎপর্য্য। সেই ভগবান্ কাহাতে প্রতিষ্ঠিত আছেন? এই প্রশ্নে কহিতেছেন, তিনি নিজ মহিমাতে প্রতিষ্ঠিত আছেন। অতএব শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে। কে ইহাঁকে জানে যাহাতে ভগবান্ অস্থিত আছেন ॥ ২০ ॥

কইথ ইত্যাদি শ্রুতির অর্থ অবলম্বন করিয়া স্পষ্ট কহিতেছেন ॥

৪ স্কন্ধে ২৯ অধ্যায়ে ৪৫ শ্লোকে শ্রীনারদ প্রাচীনবর্হিকে কহিয়াছেন যথা ॥

যে সকল ব্যক্তির বুদ্ধি মলিন, সুতরাং বেদকে কর্ম্মপর বলে, তাহারা বেদের যথার্থ তাৎপর্য্য জানে না, কারণ যে খানে সাক্ষাৎ ভগবান্ জনার্দ্দন আছেন সেই স্বরূপ লোক যে আত্মতত্ত্ব, তাহা তাহারা অবগত নহে ॥ ৭৪ ॥

সকর্ম্মক শব্দের কর্ম্মমাত্র প্রতিপাদক, এই যাঁহারা বলেন

স্বরূপং লোকং ন বিদুঃ। কিন্তু স্বর্গাদিকমেব বিদুঃ। যত্র লোকে ॥ ৪ ॥ ২৯ ॥ শ্রীনারদঃ প্রাচীনবর্হিষং ॥ ২১ ॥

এবঞ্চ। ওঁ নমস্তেঽস্তু ভগবন্নিত্যাদি গদ্যে। পরমহংস পরিব্রাজকৈঃ পরমেণাত্মযোগসমাধিনা পরিভাবিতপরিস্ফুটপারমহংস্যধর্ম্মেণোদ্ঘাটিততমঃকবাটদ্বারে অপাবৃত আত্মলোকে স্বয়মুপলব্ধনিজসুখানুভবোভবান্ ॥ ৭৫ ॥ তমঃপ্রকৃতিরজ্ঞানং বা। আত্মলোকে স্বস্বরূপলোকে ॥

তাঁহারা জনার্দ্দনের স্বস্বরূপ লোককে জানেন না, কিন্তু স্বর্গাদি লোককেই জানেন। যত্র শব্দের অর্থ লোকে ॥ ২১ ॥

এই প্রকারই ৬ স্কন্ধের ৯ অধ্যায়ে, ওঁ নমস্তেঽস্তু ভগবন্-ইত্যাদি ৩০ গদ্যে দেবগণ ভগবান্‌কে স্তব করিয়াছেন যথা ॥

দেবগণ কহিলেন হে লক্ষ্মীনাথ! পরমহংস পরিব্রাজকেরা অষ্টাঙ্গ সমন্বিত পরম আত্মযোগ দ্বারা যে সমাধি অর্থাৎ চিত্তৈকাগ্র্য হয়, সেই সমাধির অনুষ্ঠানপূর্ব্বক যে পরিস্ফুট পারমহংস্য ধর্ম্মের অনুশীলন করেন, তাহাতে যখন তাঁহাদের চিত্তের তমোরূপ কবাট উদ্ঘাটিত এবং প্রত্যক্ স্বরূপ আত্ম-লোক প্রকাশমান হয়, সেই সময় যে নিজসুখ স্বয়ং অভিব্যক্ত হইয়া থাকে, তুমি তাহার অনুভব স্বরূপ, অতএব তোমাকে নমস্কার করি ॥ ৭৫ ॥

"তমঃ" এ স্থলে প্রকৃতি অথবা অজ্ঞান। আত্মলোকে

এষ আত্মালোক এষ ব্রহ্মলোক ইতি। দিব্যে ব্রহ্ম-পুরোহ্যেষ পরমাত্মা প্রতিষ্ঠিত ইত্যাদি শ্রুতৌ॥
যত্তৎ সূক্ষ্মং পরমং বেদিতব্যং
নিত্যং পদং বৈষ্ণবমামনন্তি।
এতল্লোকা ন বিদুর্লোকসারং
বিন্দন্তি তৎ কবয়ো যোগনিষ্ঠাঃ ইতি
পিপ্পলাদশাখায়াং পরেণ নাকং নিহিত গুহায়াং বিভ্রাজতে যদ্যতয়ো বিশন্তীতি পরস্যাং। তথা এতৎ পরমং ধাম মন্ত্ররাজাধ্যাপকস্য যত্র ন দুঃখাদি ন সূর্য্যো ভাতি যত্র ন বায়ুর্বাতি যত্র ন চন্দ্রমাস্তপতি যত্র ন

অর্থাৎ স্বস্বরূপ লোকে।

শ্রুতি বলিয়াছেন ইনি আত্মলোক, ইনি ব্রহ্মলোক এই পরমাত্মা অলৌকিক ব্রহ্মপুরে অবস্থিত আছেন। ইত্যাদি॥

যে পরম সূক্ষ্ম জানিবার যোগ্য সেই নিত্য অর্থাৎ ক্ষয়োদয় রহিত পদকে পণ্ডিতগণ বিষ্ণুপদ কহেন। এই লোকেরা সার স্বরূপ পরমপদকে লোকসকল জানিতে পারে না, কিন্তু যাঁহারা যোগনিষ্ঠ সেই সকল পণ্ডিতগণই জানিতে পারেন। ইহা পিপ্পলাদশাখায় বর্ণিত আছে। পরমেশ্বরকর্ত্তৃকস্বর্গ গুহাতে স্থাপিত হইয়া দীপ্তি পাইতেছে, যাহাতে সন্ন্যাসী সকল প্রবেশ করিয়া থাকেন। এই পর শ্রুতিতে বর্ণিত আছে।

মন্ত্ররাজ অধ্যাপকের ইহাই পরম ধাম, যে স্থানে দুঃখাদি

নক্ষত্রাণি ভান্তি যত্র ন মৃত্যুঃ প্রবিশতি যত্র ন দোষস্তদানন্দং শাশ্বতং সদাশিবং ব্রহ্মাদিবন্দিতং যোগিধ্যেয়ং। যত্র গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে যোগিনঃ ॥ ২২ ॥

তদেতদৃচাভ্যুক্তং ॥

তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।

দিবীব চক্ষুরাততং। তদ্বিপ্রাসো বিপন্যবো জাগৃবাংসঃ সমিন্ধতে বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদমিতি শ্রীনৃসিংহতাপন্যাং। নত্বিয়মপি ব্রহ্মপরত্বেনৈব ব্যাখ্যয়া বন্দিত-

নাই, যে স্থানে সূর্য্য প্রকাশ পান না, যে স্থানে বায়ু প্রবাহিত হয়েন না, যে স্থানে চন্দ্র তাপ প্রদান করেন না, যে স্থানে নক্ষত্র সকল প্রকাশ পায় না, যে স্থানে মৃত্যু প্রবেশ করিতে পারে না, যে স্থানে কোন দোষ নাই, সেই আনন্দ স্বরূপ, নিত্য, শান্ত, সর্ব্বদা মঙ্গল স্বরূপ ও ব্রহ্মাদি দেবগণের বন্দনীয় ও যোগিগণেরধ্যেয়। যে স্থানে গমন করিয়া যোগিগণ আর পুনরাবৃত্ত হয়েন না ॥ ২২ ॥

সেই এই পরমপদ মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে যথা ॥

জ্ঞানিসকল সেই বিষ্ণুর পরমপদকে আকাশে বিস্তৃত চক্ষুর ন্যায় সর্ব্বদা দর্শন করেন।

বিষ্ণুর যে পরমপদ তাহা সর্ব্বব্যাপক, অবিনাশী, জাগ্রৎ এবং দীপ্তিমান্। এই নৃসিংহতাপনীতে বর্ণিত হইয়াছে ॥

এই শ্রুতির ব্রহ্মপরত্ব রূপে ব্যাখ্যাত হয় নাই, যে হেতু

ত্বেন যত্র গন্তৃত্বেনেন চ তদনঙ্গীকারাৎ ॥ ২৩ ॥

যতঃ শ্রীবিষ্ণুপুরাণে চ ॥ শ্রীবিষ্ণুলোকমুদ্দিশ্য ঋগিয়-মনুস্মৃতা। যথা-

ঊর্দ্ধোত্তরমৃষিভ্যস্তু ধ্রুবো যত্র ব্যবস্থিতঃ।

এতদ্বিষ্ণুপদং দিব্যং তৃতীয়ং সংযতাত্মনাং।

নির্ধূতদোষপঙ্কানাং যতীনাং সংযতাত্মনাং।

স্থানং তৎ পরমং বিপ্র পুণ্যপাপপরিক্ষয়ে।

অপুণ্যপুণ্যোপরমে ক্ষীণাশিষাপ্তিহেতবঃ।

যত্র গত্বা ন শোচন্তি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং ॥

বন্দনীয়ত্বরূপে এবং যে স্থানে গমন করিলে, এতদ্দ্বারা ঐ ব্যাখ্যা অঙ্গীকার করেন নাই ॥ ২৩ ॥

যে হেতু শ্রীবিষ্ণুপুরাণেও শ্রীবিষ্ণুলোক উদ্দেশ করিয়া পশ্চাৎ এই মন্ত্র স্মরণ করিয়াছেন যথা ॥

উত্তরাংশে ঋষি লোকের উপরি যে স্থানে ধ্রুব বাস করিতেছেন, তাহাই অলৌকিক বিষ্ণুপদ, ঐ লোক আকাশে দেদীপ্যমান এবং উহা স্বর্গ ও মর্ত্ত্য লোক হইতে পৃথক্।

হে বিপ্র। যাঁহারা দোষপঙ্ক রহিত, সংযতচিত্ত, সন্ন্যাসী, তাঁহারা পাপ পুণ্য ক্ষয়ের পর সেই পরম স্থান প্রাপ্ত হয়েন ॥

পাপ পুণ্য ক্ষয় হইলে অশেষ প্রাপ্তি হেতু কর্ম্ম ক্ষয় করত মহাত্মারা যে স্থানে গমন করিয়া আর শোক

ধর্ম্মধ্রুবাদ্যাস্তিষ্ঠন্তি যত্র তে লোকসাক্ষিণঃ।
তৎসার্ষ্ট্যোৎপন্নযোগৈস্তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং।
যত্রৈতদোতং প্রোতং চ যদ্ভূতং সচরাচরং।
ভাব্যঞ্চ বিশ্বং মৈত্রেয় তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং।
দিবীব চক্ষুরাততং বিততং তন্মহাত্মনাং।
বিবেকজ্ঞানবৃদ্ধঞ্চতদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদমিতি ॥ ২৪ ॥
শ্রুতৌতু, যত্র ন বায়ুর্বাতীত্যাদিকং প্রাকৃততত্ত্বমাত্র-নিষেধাত্মকং। তত্রাপি তত্তচ্ছ্রবণাৎ ॥ ২৫ ॥

করেন না তাহাই বিষ্ণুর পরম পদ ॥

যোগসাধন দ্বারা ভগবানের তুল্য ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্ত, লোক সকলের সাক্ষিস্বরূপ ধর্ম্ম ও ধ্রুবাদি যে স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন তাহাই বিষ্ণুর পরম পদ ॥

হে মৈত্রেয়। চরাচরের সহিত ভূত ভবিষ্যৎ এই বিশ্ব যাহাতে ওত প্রোত হইয়া রহিয়াছে তাহাই বিষ্ণুর পরম পদ ॥

যিনি আকাশে বিস্তৃত চক্ষুর ন্যায় বিস্তৃত এবং যিনি মহাত্মা দিগের বৈরাগ্য ও জ্ঞান বৃদ্ধি করিতেছেন, তাহাই বিষ্ণুর পরম পদ ॥ ২৪ ॥

শ্রুতিতেও বলিয়াছেন, যে স্থানে বায়ু প্রবাহিত হয়েন না, ইত্যাদি স্থলে প্রাকৃত বায়ু প্রভৃতি মাত্রের নিষেধ করিয়াছেন, যে হেতু ঐ স্থানে যখন বায়ু প্রভৃতির অবস্থান শ্রুত হইতেছে, তখন প্রাকৃত বায়াদির নিষেধ জানিতে হইবে ॥ ২৫ ॥

যত্র।

মাতুঃ সপত্ন্যা বাগ্বাণৈর্হৃদি বিদ্ধস্তু তান্ স্মরন্।

তথা।

অহোবত মমানাত্ম্যং মন্দভাগ্যস্য পশ্যত।

ভবচ্ছিদঃ পাদমূলং গত্বা যাচে যদন্তবদিতি।

শ্রীধ্রুবস্যাপূর্ণম্মন্যতা শ্রূয়তে। তদুচ্চপদকামনয়ৈব তৎ প্রার্থিতবতা তেন লব্ধমনোরথাতীতচরণেনাপি সঙ্কল্পমেব তিরস্কর্ত্তুমুক্তামিতি ঘটতে ॥ ২৬ ॥

অপর ৪ স্কন্ধের ৯ অধ্যায়ে ২৮ শ্লোকে তথা ৩০ শ্লোকে ॥

মৈত্রেয় কহিলেন বিদুর! বিমাতার বাক্যরূপ বাণ ধ্রুবের হৃদয়ে বিদ্ধ হইয়া রহিয়াছিল, তাহা স্মরণ হওয়াতে তিনি মুক্তিপ্রদ ভগবানের সন্নিধানে মুক্তি ইচ্ছা করেন নাই, সুতরাং তৎপশ্চাৎ তাহার মনস্তাপ উপস্থিত হইয়াছিল ॥

ধ্রুব কহিলেন অহো! আমি কি মন্দভাগ্য! আমার অজ্ঞত্ব দেখ, আমি ভবনাশন ভগবানের পাদমূলে গমন করিয়া নশ্বর বস্তু যাচ্ঞা করিয়াছি ॥

এতদ্দ্বারা শ্রীধ্রুবের যে অপূর্ব্বমননত্ব শ্রুত হইতেছে তাহা উচ্চ পদ কামনা দ্বারাই উচ্চ পদ প্রার্থি ধ্রুব কর্ত্তৃক মনোরথাতীত লব্ধচরণ দ্বারাও আপনার সঙ্কল্পকেই তিরস্কার

তত্র হেবোক্তং শ্রীবিদুরেণ। সুদুর্ল্লভং যৎ পরমং পদং হরেরিতি।

স্বয়ং শ্রীপৃশ্নিগর্ব্ভেণ ॥

ততো গন্তাসি মৎস্থানং সর্ব্বলোকনমস্কৃতং।

উপরিষ্টাদৃষিভ্যস্ত্বং যতো নাবর্ত্ততে যতিরিতি ॥

করিবার নিমিত্ত উক্ত হইয়াছে ইহাই ঘটনা হইতেছে ॥ ২৬॥

ঐ ৪ স্কন্ধের ৯ অধ্যায়ে ২৮ শ্লোকে বিদুরও মৈত্রেয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন ব্রহ্মন্! ভগবান্ হরির পরম পদ সকাম পুরুষের অত্যন্ত দুর্ল্লভ, তদীয় চরণ দ্বারাই তাহা উপার্জ্জিত হইতে পারে, ধ্রুব সামান্য ব্যক্তি নহেন, তিনি পুরুষার্থবেত্তা ভগবানের সেই পরমপদ এক জন্মে লাভ করিয়াও আপনাকে কেন অপ্রাপ্ত মনোরথের ন্যায় জ্ঞান করিয়াছিলেন, ? তিনি যখন অনতিপ্রীত হইয়া পিতৃগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন, তখন বোধ হয় মনোরথ পূর্ণ হইল এমত বিবেচনা করেন নাই ॥

৪ স্কন্ধে ৯ অধ্যায়ে ২৫ শ্লোকে স্বয়ং শ্রীপৃশ্নিগর্ব্ভ ধ্রুবকে কহিলেন ॥

... ঐ স্থান হইতে আমার স্থানে গমন করিতে পারিবে। বৎস! আমার স্থান সর্ব্বলোকের নমস্কৃত এবং ঋষিদের স্থানের উপরি বর্ত্তমান, যতিরা সেই স্থানে গমন করিয়া থাকেন, তথা হইতে পুনরাবৃত্তি হয় না ॥

শ্রীপার্ষদাভ্যামপি ॥

আতিষ্ঠ জগতাং বন্দ্যং তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদমিতি।

শ্রীসূতেনচ ॥

ধ্রুবস্য বৈকুণ্ঠপদাধিরোহণমিতি ॥ ২৭ ॥

পঞ্চমে জ্যোতিশ্চক্রবর্ণনেচ ॥

বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদং প্রদক্ষিণং প্রক্রামন্তীতি।

---

৪ স্কন্ধে ১২ অধ্যায়ে ২০ শ্লোকে শ্রীভগবৎপার্ষদদ্বয়ের বাক্য যথা ॥

হে অঙ্গ! তোমার পিতৃগণ অথবা অন্য কোন লোক এ পর্য্যন্ত কখন ঐ স্থানে অবস্থান করিতে সমর্থ হন্ নাই, উহা ভগবান্ বিষ্ণুর পরমপদ, অতএব জগতের পরম বন্দনীয়, যাহা হউক, তুমি যাহা জয় করিয়াছ তাহাতে অধিষ্ঠান কর ॥

৪ স্কন্ধের ১৩ অধ্যায়ে ১ শ্লোকে সূত কহিয়াছেন ॥

মুনিবর মৈত্রেয় পরম ভাগবত ধ্রুবের বৈকুণ্ঠপদাধিরোহণ বিষয় যাহা বর্ণন করিলে তাহা শ্রবণ করিয়া ভগবান্ অধোক্ষজের প্রতি বিদুরের প্রগাঢ় ভক্তি জন্মিল, অতএব পুনর্ব্বার মৈত্রেয়কে সম্বোধন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ২৭ ॥

৫ স্কন্ধে ২২ অধ্যায়ে ১৭ শ্লোকে তথা ২৩ অধ্যায়ে ১ শ্লোকে জ্যোতিশ্চক্রবর্ণনে যথা ॥

শনৈশ্চরের উত্তরদিকে একাদশ লক্ষ যোজন ব্যবধান ঋষিগণ দৃশ্য হয়েন, তাঁহারা লোকসকলের শান্তিবিধান

যদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদমভিবদন্তিচ। প্রপঞ্চান্তর্গতত্বেহপি তদ্ধর্ম্মমুক্তত্বং। বিকারাবর্ত্তি তথাহি স্থিতিমাহেতি ন্যায়েন ॥

অতোহস্মিল্লোকে প্রাপঞ্চিকস্য বহিরংশস্যৈব প্রলয়ো জ্ঞেয়ঃ। তস্য তু তদানীমন্তর্দ্ধানমেব ॥ ২৮ ॥

এতদালম্ব্যৈব হিরণ্যকশিপুনোক্তং।

কিমন্যৈঃ কালনির্দ্ধূতৈঃ কল্পান্তে বৈষ্ণবাদিভিরিতি ॥

করত ভগবান্ বিষ্ণুর পরম পদ অর্থাৎ ধ্রুবলোককে বেষ্টন করিয়া পরিভ্রমণ করিতেছেন ॥

শুকদেব কহিলেন হে রাজন্! ঋষিদিগের স্থান বর্ণন করিয়াছি, তাহা হইতে ত্রয়োদশ যোজন অন্তরে বিষ্ণু সেই প্রসিদ্ধ পরম স্থান, পণ্ডিতগণ এ রূপ কহিয়া থাকেন ॥

প্রপঞ্চের অন্তর্গত হইয়াও প্রপঞ্চ হইতে বিরহিত, ব্রহ্মসূত্রের ৪ অধ্যায়ের ৪ পাদের ।২১ সূত্রে বিকারাবর্ত্তি অর্থাৎ মুক্ত সকলের ব্যাপাররহিত স্থিতি কহিতেছেন এই ন্যায় দ্বারা দৃঢ় করিতেছেন। অতএব ইহলোকে জগতের বহিরংশেরই প্রলয় হয়, ইহা জানিতে হইবে। পরন্তু প্রলয়কালীন ভগবদ্ধামের অন্তর্দ্ধান হইয়া থাকে ॥ ২৮ ॥

এই বিষয় অবলম্বন করিয়া ৭ স্কন্ধে ৩ অধ্যায়ে
৯ শ্লোকে হিরণ্যকশিপুর বাক্য যথা ॥

হিরণ্য কশিপু বলে, ধ্রুবাদিপদও কাল বশতঃ ক্ষয় প্রাপ্ত

অতোঽদ্যাপি যে তথা বিদন্তি তেঽপি তত্তুল্যা ইতি ভাবঃ ॥ ২৯ ॥

অথ শ্রীমহাবৈকুণ্ঠস্য তাদৃশত্বস্তু সুতরামেব। তথা নানা শ্রুতিপদোত্থাপনেন পাদ্মোত্তরখণ্ডেঽপি প্রকৃত্যন্তর্গত-বিভূতিবর্ণনান্তরং তাদৃশত্বমভিব্যঞ্জিতং শ্রীশিবেন।

এবং প্রকৃতরূপায়া বিভূতেরূপমুত্তমং।
ত্রিপাদ্বিভূতিরূপস্তু শৃণু ভূধরনন্দিনি।
প্রধানপরমব্যোম্নোরন্তরে বিরজানদী।

হয়, সে সকল আমার প্রয়োজন নাই আমি সত্য লোকই সাধন করিব ॥

অতএব অদ্যাবধি যাহারা ঐ রূপ বলে তাহারাও হিরণ্য কশিপুর তুল্য ॥ ২৯ ॥

অথ নানা শ্রুতি পদের উত্থাপনহেতু শ্রীমহাবৈকুণ্ঠেরও ঐ প্রকার হইল ॥

পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডেও প্রকৃতির অন্তর্গত বিভূতি বর্ণনের পর শ্রীশিব ঐ মহাবৈকুণ্ঠের তাদৃশত্ব প্রকাশ করিয়াছেন যথা ॥

হে পর্ব্বতনন্দিনি! এই প্রকার প্রাকৃত রূপ বিভূতি হইতে উত্তম রূপ যে ত্রিপাদ্ বিভূতি রূপ তাহা শ্রবণ কর। প্রকৃতি ও মহাবৈকুণ্ঠ এই দুইয়ের মধ্যে পবিত্র বিরজা নদী

বেদাঙ্গস্বেদজনিততোয়ৈঃ প্রস্রাবিতা শুভা।
তস্যাঃ পারে পরব্যোম ত্রিপাদ্ভূতং সনাতনং
অমৃতং শাশ্বতং নিত্যমনন্তং পরমং পদং।
শুদ্ধসত্বময়ং দিব্যমক্ষরং ব্রহ্মণঃ পদং।
অনেককোটিসূর্য্যাগ্নিতুল্যবর্চ্চসমব্যয়ং।
সর্ব্ববেদময়ং শুভ্রং সর্ব্বপ্রলয়বর্জিতং।
অসঙ্খ্যমেজরং নিত্যং জাগ্রৎস্বপ্নাদিবর্জিতং।
হিরণ্ময়ং মোক্ষপদং ব্রহ্মানন্দসুখাবহং।
সমানাধিক্যরহিতং আদ্যন্তরহিতং শুভং।

অবস্থিত আছে, তাহা বেদাঙ্গরূপ ঘর্ম্মবারিদ্বারা প্রবাহিত হইতেছে ॥

ঐ বিরজার পারে ত্রিপাদবিভূতিশালী সনাতন, অমৃত শাশ্বত, নিত্য ও অনন্ত অর্থাৎ পরিমাণরহিত পরব্যোম অর্থাৎ মহাবৈকুণ্ঠনামে স্থান আছে ॥

যাহা শুদ্ধ সত্বময়, অদিব্য ও অবিনাশি এবং ব্রহ্মের আশ্রয়। অপর যে ধাম অনেক কোটি সূর্য্য ও অগ্নির তুল্য তেজোময়, তথা সর্ব্ববেদ স্বরূপ, শুভ্রবর্ণ ও সর্ব্ব প্রকার প্রলয়বর্জিত, সংখ্যা শূন্য, অজর অর্থাৎ জীর্ণভাবরহিত, সত্য, জাগ্রৎ স্বপ্নাদি অবস্থাত্রয় বর্জিত, স্বর্ণময়, মোক্ষ পদ, ব্রহ্মানন্দ সুখ স্বরূপ এবং যাহার সমান বা অধিক নাই, যাহা আদ্যন্তশূন্য, মঙ্গলস্বরূপ, তেজোদ্বারা অতিশয় অদ্ভুত,

তেজসা অদ্ভূতং রম্যং নিত্যমানন্দসাগরং।
এবমাদিগুণোপেতং তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং।
ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং পদং!
তদ্বিষ্ণোঃ পরমং ধাম শাশ্বতং নিত্যমচ্যুতং।
নহি বর্ণয়িতুং শক্যং কল্পকোটিশতৈরপি ॥ ৩০ ॥
হরেঃ পদং বর্ণয়িতুং ন শক্যং
ময়া চ ধাত্রা চ মুনীন্দ্রবর্য্যৈঃ।
যস্মিন্ পদে অচ্যুত ঈশ্বরোঽজঃ

রমণীয় ও নিত্য আনন্দ সমুদ্র ইত্যাদি গুণযুক্ত, তাহাই বিষ্ণুর পরম পদ ॥

অপর সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি ইহাঁরা যেলোক প্রকাশ করিতে পারেন না এবং যে স্থানে গেলে আর পুনরাবৃত্তি হয় না তাহাই হরির পরম ধাম ॥

পরন্তু ঐ পরব্যোম শাশ্বত, নিত্য ও অবিনাশী তাহা শতকোটি কল্পেও বর্ণন করিবার শক্তি নাই ॥ ৩০ ॥

হে পার্ব্বতি! যে স্থানে হরি অবস্থিত আছেন, তাহা বর্ণন করিতে মুনীন্দ্রশ্রেষ্ঠ, ব্রহ্মা ও আমি সমর্থ নহি, এবং সেই হরিও জানেন কি না তাহা জানি না ॥

যে ধামের বিনাশ নাই, যাহা বেদে গোপনীয় এবং যাহাতে বিশ্বের অধিকারী দেবগণ অবস্থিত, বিষ্ণুও তাহাকে

সো অঙ্গ বেদ যদি বা ন বেদ ॥

যদক্ষরং বেদগুহ্যং যস্মিন্ দেবা অধিবিশ্বে নিষেদুঃ। যস্তং ন বেদ কিমৃচা করিষ্যতি। য উ তদ্বিদুস্ত ইমে সমাসতে, তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।

অক্ষরং শাশ্বতং নিত্যং দিবীব চক্ষুরাততং।

আ প্রবেষ্টুমশক্যং তদ্ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ।

জ্ঞানেন শাস্ত্রমার্গেণ বীক্ষ্যতে যোগিপুঙ্গবৈঃ।

সর্ব্বোপনিষদামর্থং দৃষ্ট্বা বক্ষ্যামি সুব্রতে।

বিষ্ণোঃ পদে পরমে তু মধ্ব উৎসং শুভাহ্বয়ঃ।

জানেন না, বেদ কি করিবে ॥

যাঁহারা তাহা জানেন তাঁহারা সেই স্থানে বাস করিতেছেন, সেই বিষ্ণুর পরম পদকে জ্ঞানিগণ সর্ব্বদা দেখিতেছেন। তাহা অবিনাশী, শাশ্বত, নিত্য আকাশে বিস্তৃত চক্ষুর ন্যায় ॥

ব্রহ্ম রুদ্রাদি দেববৃন্দ যাহাতে সম্যক্ প্রবেশ করিতে শক্ত হয়েন না, প্রধান প্রধান যোগিগণ শাস্ত্রমার্গ জ্ঞানদ্বারা তাহাকে দেখিতেছেন ॥

ব্রহ্মা, দেবগণ মহর্ষিসকল ও আমি (শিব) তাহাকে জানি না, হে সুব্রতে। সমস্ত উপনিষদের অর্থ দৃষ্টি করিয়া আমি বলিতেছি ॥

বিষ্ণুর সেই মধুর পরম পদে মঙ্গলনামক আনন্দ বিরাজ

যত্র গাবো ভূরিশৃঙ্গা আসতে স্বসুখংপ্রজাঃ।
অত্রাহ তৎ পরং ধাম গীয়মানস্য শার্ঙ্গিণঃ।
তদ্ভাতি পরমং ধাম গোভির্গেয়ৈঃ শুভাহ্বয়ৈঃ॥ ৩১॥
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ জ্যোতিরুত্তমং।
অথান্তো ব্রহ্মণো লোকঃ শুদ্ধঃ স হ সনাতনঃ।
সামান্যাবিযুতো দূরে অন্তেঽস্মিন্ শাশ্বতে পদে।
তস্থতু র্জাগরূকেঽস্মিন্ যুবানৌ শ্রীসনাতনৌ।
যতঃ স্বসারৌ যুবতী ভূ-লীলে বিষ্ণুবল্লভে।
অত্র পূর্ব্বে যেচ সাধ্যা বিশ্বে, দেবাঃ সনাতনাঃ।
তে হ নাকং মহিমানঃ সচন্তঃ শুভদর্শনাঃ।

মান, যে স্থানে স্বীয় সুখপ্রজাবিশিষ্ট বহুল শৃঙ্গধারি গো সকল অবস্থিত আছে। গীয়মান শার্ঙ্গি ভগবানের সেই ধাম এ স্থলে কহিতেছেন, সুখনামক গানের বিষয়ীভূত গো সকল দ্বারা সেই পরম ধাম দেদীপ্যমান রহিয়াছে॥ ৩১॥

সেই ধাম সূর্য্যবর্ণ, প্রকৃতির পর, জ্যোতিঃস্বরূপ এবং অবিনাশী। অতএব এই ব্রহ্মলোক শুদ্ধ ও ভগবানের সহিত বর্ত্তমান। ইহা অসামান্য, সর্ব্বাতিরিক্ত, কল্পান্তেও নিত্য বর্ত্তমান এবং জাগ্রৎ স্বরূপ, ইহাতে সেই সনাতন শ্রীভগবান্ শক্তির সহিত অবস্থিত আছেন, উভয়েই যৌবনবিশিষ্ট॥

যে হেতু বিষ্ণুপ্রিয়া যুবতি ভূ ও লীলাশক্তি দুইটী ভগিনী। এ স্থলে পূর্ব্বে যে সনাতন সাধ্য ও বিশ্বদেব সকল বাস

তৎপদং জ্ঞানিনো বিপ্রা জাগৃবাংসঃ সমিন্ধতে ॥ ৩২ ॥
তদ্বিষ্ণোঃ পরমং ধাম মোক্ষ ইত্যভিধীয়তে।
তস্মিন্ বন্ধবিনির্মুক্তাঃ প্রাপ্যন্তে স্বসুখং পদং।
যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তস্মান্মোক্ষ উদাহৃতঃ ॥
মোক্ষঃ পরং পদং লিঙ্গমমৃতং বিষ্ণুমন্দিরং।
অক্ষরং পরমং ধাম বৈকুণ্ঠং শাশ্বতং পরং।
নিত্যঞ্চ পরমব্যোম সর্ব্বোৎকৃষ্টং সনাতনং।
পর্য্যায়বাচকান্যস্য পরং ধাম্নোঽচ্যুতস্য হি।
তস্য ত্রিপাদ্বিভূতেস্তু রূপং বক্ষ্যামি বিস্তরাদিত্যাদি।
এতদ্রীতিকশ্রুতয়ো বৈদিকেষু প্রায়ঃ প্রসিদ্ধা ইতি

করিতেছেন, তাঁহারা মহিমাযুক্ত, প্রদীপ্ত, শুভদর্শন, জাগ্রৎ, জ্ঞানী এবং বিপ্র অতএব সেই স্বর্গ পদকে সম্যক্‌রূপে প্রকাশ করিতেছেন ॥ ৩২ ॥

বিষ্ণুর সেই পরম ধাম মোক্ষধাম বলিয়া অভিহিত হয়। যাঁহারা সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারা সেই নিজসুখময় স্থানকে প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে পুনরাবৃত্তি হয় না, এই কারণে তাহা মোক্ষ বলিয়া অভিহিত ॥

মোক্ষ, পরং পদ, লিঙ্গ, অমৃত, বিষ্ণুমন্দির, অক্ষয়, পরম ধাম, বৈকুণ্ঠ, শাশ্বত, পর, নিত্য, পরমব্যোম, সর্ব্বোৎকৃষ্ট, এবং সনাতন। এই সকল শব্দ অচ্যুত ভগবানের পরমধামের পর্য্যায়বাচক, পরন্তু সেই ত্রিপাদ্ বিভূতির রূপ বিস্তার করিয়া কহিব। এই রূপ শ্রুতি সকল বৈদিক (পুরাণ)

নোদাহ্রিয়ন্তে ॥ ৩৩ ॥

শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে চশ্রীব্রহ্মনারদসম্বাদে জিতন্তে স্তোত্রে ॥

লোকং বৈকুণ্ঠনামানং দিব্যষড়্গুণসংযুতং।

অবৈষ্ণবানামপ্রাপ্যং গুণত্রয়বিবর্জিতং ॥

নিত্যসিদ্ধৈঃ সমাকীর্ণং তন্ময়ৈঃ পাঞ্চকালিকৈঃ।

সভাপ্রাসাদসংযুক্তং বনৈশ্চোপবনৈঃ শুভং।

বাপীকূপতড়াগৈশ্চ বৃক্ষষণ্ডৈঃ সুমণ্ডিতং।

অপ্রাকৃতং সুরৈর্ব্বন্দ্যমযুতার্কসমপ্রভমিতি ॥

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে ॥

সকলে প্রসিদ্ধ আছে, এই হেতু উদাহরণ দেওয়া হইল না ॥ ৩৩ ॥

শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে ও শ্রীব্রহ্মনারদসম্বাদে
জিতন্তে স্তোত্রে ॥

বৈকুণ্ঠনামক লোক অলৌকিক ষড়্গুণ সংযুক্ত, অকৈতব সকলের অপ্রাপ্য, সত্ব রজঃ তম এই গুণত্রয় বর্জিত, তৎস্বরূপ পাঞ্চকালিক নিত্যসিদ্ধ সকলে পরিব্যাপ্ত, সভা ও অট্টালিকা সংযুক্ত বন ও উপবন দ্বারা শোভিত, বাপী, কূপ, তড়াগ ও বৃক্ষষণ্ডে সুশোভিত, অপ্রাকৃত, দেববন্দ্য ও অযুত সূর্য্যতুল্য প্রভাসম্পন্ন ॥

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে ॥

তমনন্তগুণাবাসং মহত্তেজো দুরাসদং।
অপ্রত্যক্ষং নিরুপমং পরানন্দমতীন্দ্রিয়মিতি ॥
ইতিহাসসমুচ্চয়ে মুদ্গলোপাখ্যানে ॥
ব্রহ্মণঃ সদনাদূর্দ্ধং তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং।
শুদ্ধং সনাতনং জ্যোতিঃ পরং ব্রহ্মেতি যদ্বিদুঃ ॥
নির্ম্মমা নিরহঙ্কারা নির্দ্বন্দ্বা যে জিতেন্দ্রিয়াঃ।
ধ্যানযোগপরাশ্চৈব তত্র গচ্ছন্তি সাধবঃ ॥
যেঽর্চ্চয়ন্তি হরিং বিষ্ণুং কৃষ্ণং জিষ্ণুং সনাতনং।
নারায়ণমজং দেবং বিষ্বক্সেনং চতুর্ভুজং।

সেই বৈকুণ্ঠলোক অনন্ত গুণের আবাসস্থল, সুমহৎ তেজঃশালী, দুষ্প্রাপ্য, অপ্রত্যক্ষ, নিরুপম, পরমানন্দরূপ ও অতীন্দ্রিয় ॥

ইতিহাসসমুচ্চয়ে মুদ্গলোপাখ্যানে যথা ॥

ব্রহ্মলোকের ঊর্দ্ধে সেই বিষ্ণুর পরম পদ অবস্থিত। পণ্ডিতেরা যাহাকে শুদ্ধ, সনাতন, জ্যোতির্ম্ময় ও পরম ব্রহ্ম বলিয়া জানেন।

যাঁহারা মমতা শূন্য, অহঙ্কার রহিত, সুখ দুঃখ বর্জ্জিত, জিতেন্দ্রিয় এবং ধ্যানযোগপরায়ণ, সেই সকল সাধু ঐ স্থানে গমন করেন ॥

যাঁহারা হরি, জিষ্ণু, সনাতন, নারায়ণ, অজ, দেব, বিষ্বক্সেন, চতুর্ভুজ, দিব্য পুরুষ অচ্যুত ভগবান্‌কে অর্চ্চন, স্মরণ

ধ্যায়ন্তি পুরুষং দিব্যমচ্যুতং চ স্মরন্তি যে।
লভন্তে তেঽচ্যুতস্থানং শ্রুতিরেষা সনাতনীতি॥
স্কান্দে শ্রীসনৎকুমারমার্কণ্ডেয়সম্বাদে॥
যো বিষ্ণুভক্তো বিপ্রেন্দ্র শঙ্খচক্রাদিচিহ্নিতঃ।
স যাতি বিষ্ণুলোকং বৈ দাহপ্রলয়বর্জিতমিতি॥ ৩৪॥

অত্র পদধামাদিশব্দেন স্থানবাচকেন স্বরূপে স্বরূঢ়েন যদি কশ্চিৎ কথঞ্চিৎ স্বরূপমেব বাচয়তি তর্হ্যন্যত্র তৎপ্রসঙ্গে, তেঽভিগচ্ছন্তি মৎস্থানং যদ্ব্রহ্ম পরমং বিদুরিত্যাদৌ সাক্ষাদেব স্থানবাচকেন শব্দনিগদেন তন্নিরসনীয়ং॥

ও ধ্যান করেন তাঁহারা অচ্যুত স্থান বৈকুণ্ঠ প্রাপ্ত হয়েন, এই সনাতনী শ্রুতি রহিয়াছে॥

স্কন্দপুরাণে সনৎকুমার ও মার্কণ্ডেয় সম্বাদে॥

হে বিপ্রেন্দ্র! যে বিষ্ণুভক্ত শঙ্খ, চক্র বিভূষিত তিনি দাহপ্রলয়বর্জিত বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হয়েন॥ ৩৪॥

এ স্থলে স্বীয় রূপে আরূঢ় স্থানবাচক পদ ও ধামাদি শব্দ দ্বারা যদি কেহ কখন স্বরূপব্রহ্মকে বলায় তাহা অন্য স্থানে জানিতে হইবে, কেন না ঐ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, তাঁহারা আমার স্থানে গমন করেন, পণ্ডিতগণ যাঁহাকে পরমব্রহ্ম বলিয়া জানেন। ইত্যাদি স্থলে সাক্ষাৎ স্থানবাচক শব্দ কথন দ্বারা পূর্ব্বকথিত স্বরূপকে নিরাস করিতে হইবে॥

যদি তত্রাপি চকারাদধ্যাহারাদিদৈন্যেন পূর্ব্বদর্শি-তেতিহাসসমুচ্চয়স্য পরং ব্রহ্মেতি যদ্বিদুরিতি বিশেষণ-বিরুদ্ধং বাক্যভেদমেবাঙ্গীকরোতি তর্হি স্বমতে তত্র তত্রোক্তলোকশব্দঃ সহায়ীকর্ত্তব্যঃ। ততশ্চ পদধাম-স্থানলোকরূপাণাং তেষাং শব্দানাং এক এব বস্তুনি প্রয়োগাৎ পরস্পরমন্যার্থং দূরীকুর্ব্বন্তস্তে কং বা ন বোধয়ন্তি স্বমর্থং। যথা ভগবান্ হরির্বিষ্ণুরয়মিতি ॥ ৩৫ ॥ অথ হন্ত তত্রাপি চেৎ স্বরূপমাত্রবাচকতাং ভিক্ষতে তর্হি স্ফুটমেব বৈষ্ণবপাদ্মাদিবচনৈর্বিপক্ষো হ্রেপ-

যদিচ সে স্থানেও চকারদির অধ্যাহার না থাকায় পূর্ব্ব দর্শিত ইতিহাস সমুচ্চয়ের "পরং ব্রহ্মেতি যদ্বিদুঃ" এই বিশে ষণ বিরুদ্ধ বাক্যভেদই অঙ্গীকার করেন। তাহা হইলে স্বীয় মতে সেই সেই স্থানে কথিত লোকশব্দকে সহায় করা কর্ত্তব্য, যে হেতু পদ, ধাম, স্থান, ও লোক রূপ সেই শব্দ সকলের একমাত্র বস্তুতে প্রয়োগাধীন তাঁহারা অন্যার্থকে দূরীভূত করিয়া স্বীয় অর্থ কোন লোককে না বোধ করাইতে-ছেন,। যথা ভগবান্ হরি ইনিই বিষ্ণু ॥ ৩৫ ॥

ইহার পর হায়! তাহাতেও যদি বিপক্ষ স্বরূপমাত্রের বাচকতাকে ভিক্ষা করে, তাহা হইলে, স্পষ্টই বিষ্ণুপুরাণ ও পদ্মপুরাণাদির বচনসমূহ দ্বারা বিপক্ষ লজ্জিত হইবে।

শীয়ঃ। কর্ম্মাদ্যপ্রাপ্যত্বাদিপ্রতিপাদকব্যাক্যানি তু বিশেষতো বেত্রপাণিরূপাণি সন্ত্যেবেতি বক্তব্যং। তস্মাৎ। ওঁ নমস্তেঽস্তু। ইত্যাদি গদ্যমপি সাধ্বেব ব্যাখ্যাতং॥ ৬॥ ৯॥ দেবাঃ শ্রীহরিং॥৩৬॥

তদেতচ্ছ্রীবৈকুণ্ঠস্য স্বরূপং নিরূপিতং।তচ্চ যথা শ্রীভগবানেব ক্বচিৎ পূর্ণত্বেন ক্বচিদংশত্বেন চ বর্ত্ততে তথৈবেতি বহুবস্তুস্যাপি ভেদাঃ পাদ্মোত্তরখণ্ডাদৌ দ্রষ্টব্যাঃ। যেষু শ্রীমৎস্যদেবাদীনামপি পদানি বক্ষ্যন্তে। তদেব সূচয়তি॥

পরন্তু কর্ম্মাদিদ্বারা অপ্রাপ্যত্ব প্রতিপাদক বাক্যসকল বেত্রহস্ত রহিয়াছে, ইহাই বলিতে হইবে। অতএব ৬ স্কন্ধের ৯ অধ্যায়ের "নমস্তেঽস্তু" এই ৩০ সঙ্খ্যক গদ্য সুন্দররূপে ব্যাখ্যা করা হইল॥ ৩৬॥

এই যে শ্রীবৈকুণ্ঠের স্বরূপ নিরূপণ করা গেল, যেমন ভগবান্ কোন স্থানে পূর্ণত্বরূপে এবং কোন স্থানে অংশত্বরূপে অবস্থিত আছেন, তদ্রূপ ঐ বৈকুণ্ঠেরও বহু প্রকার ভেদ হইয়া থাকে, এই বিষয়ের বচনসকল পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডাদিতে দর্শন করা কর্ত্তব্য।

যে সকল স্থানে মৎস্যদেব প্রভৃতির ধাম সকল বলা যাইবে, তাহারই সূচনা করিতেছেন॥

৩ স্কন্ধের ১৯ অধ্যায়ে ২৮ শ্লোকে যথা॥

এবং হিরণ্যাক্ষমসহ্যবিক্রমং
স সাদয়িত্বা হরিরাদিশূকরঃ।
জগাম লোকং স্বমখণ্ডিতোৎসবং
সমীড়িতঃ পুষ্করবিষ্টরাদিভিঃ ॥ ৭৬ ॥
সাদয়িত্বা হত্বা। পবিত্রারোপপ্রসঙ্গে চৈবমাহ বৌধায়নঃ।
এবং যঃ কুরুতে বিদ্বান্ বর্ষে বর্ষে ন সংশয়ঃ।
স যাতি পরমং স্থানং যত্র দেবো নৃকেশরীতি ॥
বায়ুপুরাণেতু শিবপুরমপি তদ্বচ্ছ্রূয়তে যথা।

মুনিবর মৈত্রেয় এতাবদ্বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া বিদুরকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন এই প্রকারে অসহ্য বিক্রম হিরণ্যাক্ষ দানবের নিপাত হইলে পর ব্রহ্মাদিকর্ত্তৃক সংস্তুত হইয়া ভগবান্ আদিশূকর নিত্য সুখধাম স্বীয় নির্ম্মল ধামে গমন করিলেন ॥ ৭৬ ॥

"সাদয়িত্বা" অর্থাৎ বধ করিয়া। পবিত্রারোপপ্রসঙ্গেও এই প্রকার বৌধায়ন বলিয়াছেন ॥

যে বিদ্বান্ পুরুষ বর্ষে বর্ষে এই প্রকার পবিত্রারোপণ করেন, তিনি যে স্থানে নৃসিংহদেব বাস করেন সেই পরম স্থান প্রাপ্ত হয়েন, ইহাতে সংশয় নাই ॥

বায়ুপুরাণে শিবপুরও ঐ প্রকার শুনিতে
পাওয়া যায় যথা ॥

অণ্ডৌঘনঃ সমন্তাত্তু সন্নিবিষ্টো ঘনোদধিঃ।
সমন্তাদ্ঘনতোয়েন ধার্য্যমাণঃ স তিষ্ঠতি।
বাহ্যতো ঘনতোয়স্য তির্য্যগূর্দ্ধঞ্চ মণ্ডলং।
ধার্য্যমাণং সমন্তাত্তু তিষ্ঠতে ঘনতেজসা।
অয়োগুড়নিভো বহ্নিঃ সমন্তান্মণ্ডলাকৃতিঃ।
সমন্তাদ্ঘনবাতেন ধার্য্যমাণঃ স তিষ্ঠতি।
ঘনবাতস্তথাকাশং ভূতাদিশ্চ তথা মহান্।
মহান্ ব্যাপ্তো হ্যনন্তেন অব্যক্তেনতু ধার্য্যতে।
অনন্তমপরিব্যক্তমনাদিনিধনঞ্চ তৎ।
তম এব নিরালোকমমর্য্যাদমদেশিকং।

ঘন (নিবিড়) সমুদ্র অর্থাৎ কারণার্ণব ব্রহ্মাণ্ড সমূহের চতুর্দ্দিকে সন্নিবিষ্ট হইয়া নিবিড় জলদ্বারা সর্ব্বতোভাবে ধৃত আছে। অনন্তর নিবিড় জলের বহির্ভাগে বক্র ঊর্দ্ধমণ্ডল চতুষ্পার্শে নিবিড় তেজোদ্বারা ধৃত রহিয়াছে, তাহার পর লোহপিণ্ডের তুল্য চতুষ্পাদে মণ্ডলাকার অগ্নি নিবিড় বায়ু দ্বারা সর্ব্বতোভাবে ধার্য্যমাণ হইয়া অবস্থিত আছে। তদনন্তর আকাশ নিবিড় বায়ুকে ধারণ করিয়া অবস্থিত আছে, তথা আকাশকে আদি ভূত অর্থাৎ অহঙ্কার এবং অহঙ্কারকে মহত্তত্ত্ব ও মহত্তত্ত্ব অনন্ত দ্বারা ব্যাপক হইয়াছে এবং অব্যক্ত তমঃ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া রহিয়াছে॥

যাহা অনন্ত তাহা অপরিব্যক্ত অর্থাৎ তাহাকে প্রকাশ করা যায় না এবং অনাদি নিধন অর্থাৎ তাহার আদি অন্ত

তমসোঽন্তেচ বিখ্যাতমাকাশান্তে চ ভাস্বরং ।
মর্য্যাদায়ামতস্তস্য শিবস্যায়তনং মহৎ ।
ত্রিদশানামগম্যন্তু স্থানং দিব্যমিতি শ্রুতিরিত্যাদি ॥
৩ ॥ ১৯ ॥ শ্রীমৈত্রেয়ঃ ॥ ৩৭ ॥

এবঞ্চ যথা শ্রীভগবদ্বপুরাবির্ভবতি লোকে তথৈব কচিৎ কস্যচিত্তৎপদস্যাবির্ভাবঃ শ্রূয়তে ॥

পত্নী বিকুণ্ঠা শুভ্রস্য বৈকুণ্ঠৈঃ সুরসত্তমৈঃ ।
তয়োঃ স্বকলয়া জজ্ঞে বৈকুণ্ঠো ভগবান্ স্বয়ং ।
বৈকুণ্ঠঃ কল্পিতো যেন লোকো লোকনমস্কৃতঃ ।

নাই। আর তমঃ শব্দের অর্থ আলোক শূন্য, অমর্যাদা শব্দের অর্থ অদেশিক অর্থাৎ পথিকশূন্য। তমের অন্তে ও আকাশের অন্তে সীমার মধ্যে বিখ্যাত তেজোময় সেই শিবের সুমহৎ আয়তন আছে, উহা দেবতাসকলের অগম্য এবং অলৌকিক স্থান, ইত্যাদি শ্রুতি আছে ॥ ৩৮ ॥

এই প্রকার যেমন লোকমধ্যে ভগবদ্বিগ্রহের আবির্ভাব হইয়া থাকে সেই প্রকারই কোন স্থানে কোন ধামের আবির্ভাব শুনা যায় ॥

৮ স্কন্ধের ৫ অধ্যায়ে ২ শ্লোকে যথা ॥

শুভ্রের বিকুণ্ঠা নামে যে পত্নী ছিলেন তাঁহার গর্ভে শুভ্রের ঔরসে ভগবান্ বৈকুণ্ঠবাসি দেবগণসহিত স্বীয় অংশে জন্মগ্রহণ করেন। ঐ বৈকুণ্ঠই রমাদেবীর প্রার্থনায় তদীয় প্রিয় করিতে বাসনা করিয়া লোকনমস্কৃত বৈকুণ্ঠলোক নির্ম্মাণ

রময়া প্রার্থ্যমানেন দেব্যা তৎপ্রিয়কাম্যয়া ॥ ৭৭ ॥

যথা ভগবত আবির্ভাবমাত্রং জন্মেতি ভণ্যতে, তথৈব বৈকুণ্ঠস্যাপি কল্পনমাবির্ভাবনমেব নতু প্রাকৃতবৎ কৃত্রিমত্বং। উভয়ত্রাপি নিত্যত্বাদিত্যভিপ্রায়েণ তৎসাম্যেনাহ জজ্ঞে ইতি। শ্রীবিকুণ্ঠাসুতস্যেবেদং বৈকুণ্ঠং। মূলবৈকুণ্ঠন্তু সৃষ্টেঃপ্রাক্ শ্রীব্রহ্মণা দৃষ্টমিতি দ্বিতীয়ে প্রসিদ্ধমেব ॥ স তন্নিকেতং পরিসৃত্য শূন্যমপশ্যমানঃ কুপিতো নানাদেতুা। স্তুংতৎ স্থানন্তু স্বর্গাদিগতমেব জ্ঞেয়ং ॥ ৮ ॥ ৫ ॥

করেন ॥ ৭৭ ॥

পণ্ডিতগণ যেমন ভগবানের আবির্ভাবমাত্রকে জন্ম বলিয়াছেন, সেই রূপ বৈকুণ্ঠেরও কল্পনা আবির্ভাবমাত্র। প্রাকৃতের ন্যায় কৃত্রিম নহে, হেতু ঐ উভয়ই নিত্য। এই অভিপ্রায়ে ভগবৎসাম্যত্ব রূপে কহিতেছেন "জজ্ঞ ইতি" অর্থাৎ জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। বিকুণ্ঠাসুতেরই এই, এই অর্থে বৈকুণ্ঠ।

কিন্তু মূল বৈকুণ্ঠ পৃথক্, তাহা সৃষ্টির পূর্ব্বেই ব্রহ্মা দর্শন করিয়াছিলেন, এই বিষয় দ্বিতীয় স্কন্ধের ৯ অধ্যায়ে ৯।১০ শ্লোকে প্রসিদ্ধ আছে। তথা ৮ স্কন্ধের ১৯ অধ্যায়ে ৯ শ্লোকে বামনদেব বলিয়াছেন, অহে বলিরাজ! তৎপরে হিরণ্যকশিপু বিষ্ণুকে দেখিতে না পাইয়া তাঁহার শূন্য নিকেতন পরিক্রমণ পূর্ব্বক কোপভরে সিংহনাদ করিয়াছিলেন। এই শ্লোকে হিরণ্যকশিপু যে বৈকুণ্ঠ দেখিয়াছিল তাহা স্বর্গাদিগত

শ্রীশুকঃ ॥ ৩৮ ॥

তদেবং শ্রীবৈকুণ্ঠস্য স্বরূপভূতত্বে সিদ্ধে তদঙ্গভূতানাং শ্রীপার্ষদানাং তাদৃশত্বং স্বতরাং সিদ্ধমেবঃ যুক্তঞ্চৈবং তৎ-সেবকানাং। নাদেবোদেবমর্চ্চয়েদিতি তৎসদৃশতাভাবনা-মন্তরেণোদ্দেশেনাপি তৎসেবায়ামনধিকারাৎ সাক্ষাত্তু সাক্ষাদেব তৎসদৃশত্বমিতি। তদেবং নিত্যপার্ষদানাং কৈমুত্যমেবাপতিতং। অতএবাহ।

জানিতে হইবে ॥ ৩৮ ॥

এই প্রকারে শ্রীবৈকুণ্ঠের ভগবৎ স্বরূপভূতত্ব সিদ্ধ হওয়াতে ঐ বৈকুণ্ঠের পার্ষদসকলের তাদৃশত্ব স্বতরাং সিদ্ধ হইল ॥

এই প্রকারে ভগবৎসেবক সকলের ভগবৎ স্বরূপত্বই উপযুক্ত, শাস্ত্রে বলিয়াছেন অদেব হইয়া অর্থাৎ দেবতাতুল্য না হইয়া দেবতার অর্চ্চনা করিবে না, এই বচনদ্বারা দেব-তুল্য না হইয়া উদ্দেশে পূজা করিতে যখন অধিকার হয় না, তখন সাক্ষাৎ সেবায় সাক্ষাৎ অর্থাৎ ভগবৎসদৃশ না হইলে কি প্রকারে সেবায় অধিকার হইবে, স্বতরাং ভগবদ্ভক্তদিগের ভগবৎস্বরূপত্ব যুক্তিসঙ্গতা। সেই হেতু এই প্রকারে নিত্য পার্ষদ সকলের প্রতি কৈমুতিক ন্যায় আপতিত হইল। অত-এব কহিতেছেন ॥

৭ স্কন্ধের ১ অধ্যায়ে ৩৩ শ্লোকে যথা ॥

দেহেন্দ্রিয়াসুহীনানাং বৈকুণ্ঠপুরবাসিনামিতি ॥ ৭৮ ॥

জন্মহেতুভূতৈঃ প্রাকৃতৈর্দেহেন্দ্রিয়াসুভির্হীনানাং শুদ্ধসত্ত্ব-ময়দেহানামিত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥ ১ ॥

যুধিষ্ঠিরঃ শ্রীনারদং ॥ ৩৯ ॥

তথা ॥

আত্মতুল্যৈঃ ষোড়শভির্বিনা শ্রীবৎসকৌস্তুভৌ।

পর্য্যুপাসিতমুন্নিদ্রশরদম্বুরুহেক্ষণং ॥ ৭৯ ॥

ষোড়শভিঃ শ্রীসুনন্দাদিভিঃ ॥ ৬ ॥ ৯ ॥

শ্রীশুকঃ ॥ ৪০ ॥

রাজা যুধিষ্ঠির নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন দেবর্ষে! প্রাকৃত দেহ, ইন্দ্রিয় এবং প্রাণই জন্মের হেতু, হরিভক্তগণ বৈকুণ্ঠ-পুরবাসী, তাঁহাদের দেহ শুদ্ধসত্ত্বময়, তাঁহাদের ইন্দ্রিয়ও নাই, প্রাণও নাই ॥ ৭৮ ॥

ভগবৎসেবকদিগের জন্মের কারণ যে প্রাকৃত দেহ, ইন্দ্রিয় ও প্রাণ তদ্রহিত অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বময় দেহ ॥ ৩৯ ॥

তথা ৬ স্কন্ধের ৯ অধ্যায়ে ২৭ শ্লোকে যথা ॥

শুকদেব কহিলেন রাজন্! তখন শ্রীবৎস ও কৌস্তুভ ব্যতীত তাঁহার আত্মতুল্য সুনন্দনাদি শোলটী পার্ষদ চতু-র্দ্দিকে দণ্ডায়মান থাকিয়া সেবা করিতেছিলেন। আর তাঁহার নয়নদ্বয় প্রফুল্ল শারদপদ্মের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছিল ॥ ৭৯ ॥

সুনন্দনাদি শোলটী পার্ষদ ॥ ৪০ ॥

অতএব কালাতীতাস্তে পরমভক্তানামপি পরমপুরুষার্থসামীপ্যাশ্চেত্যাহ ॥

তস্মাদমূস্তনুভৃতামহমাশিষোঽজ্ঞ

আয়ুঃ শ্রিয়ং বিভবমৈন্দ্রিয়মা বিরিঞ্চাৎ।

নেচ্ছামি তে বিপুলিতান্মুরুবিক্রমেণ

কালাত্মনোপনয় মাং নিজভৃত্যপার্শ্বং ॥ ৮০ ॥

স্পষ্টং ॥ ৭ ॥ ৯ ॥ প্রহ্লাদঃ শ্রীনৃসিংহং ॥ ৪১ ॥

তথাচ পাদ্মোত্তরখণ্ডে ॥

অতএব ভগবৎপার্ষদসকল কাল হইতে বিনির্ম্মুক্ত। পরম ভক্তদিগেরও পরমপুরুষার্থের সামীপ্য কহিতেছেন।

৭ স্কন্ধের ৯ অধ্যায়ে ২৩ শ্লোকে যথা ॥

প্রহ্লাদ কহিলেন হে ভগবন্! এই কারণে শরীরিদিগের ঐ সকল ভোগের পরিণামে যাহা হয় আমি তাহা বিলক্ষণ জানি, এই নিমিত্ত আয়ুঃ অথবা শ্রী কিম্বা বিভব অথবা ব্রহ্মার ভোগ পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয় কিছুই বাঞ্ছা করি না, অণিমাদি সিদ্ধিতেও আমার স্পৃহা নাই, কারণ, স্পষ্ট দেখিতেছি মহাবিক্রমশালী কালরূপী আপনা কর্ত্তৃক ঐ সকল ও বিনষ্ট হইয়া যায়। ভগবন্! অবশেষে আমি এই মাত্র প্রার্থনা করি, আপনকার ভৃত্যবর্গসমীপে আমাকে নীত করুন ॥ ৮০ ॥ ইহার অর্থ স্পষ্ট ॥ ৪১ ॥

উক্তরূপ পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডেও যথা ॥

ত্রিপাদ্বিভূতেলোকাস্তু অসংখ্যা পরিকীর্ত্তিতাঃ।
শুদ্ধসত্ত্বময়াঃ সর্ব্বে ব্রহ্মানন্দসুখাহ্বয়াঃ।
সর্ব্বে নিত্যা নির্ব্বিকারা হেয়রাগবিবর্জ্জিতাঃ।
সর্ব্বে হিরণ্ময়াঃ শুদ্ধাঃ কোটিসূর্য্যসমপ্রভাঃ।
সর্ব্বেবেদময়া দিব্যাঃ কামক্রোধাদিবর্জ্জিতাঃ।
নারায়ণপদাম্ভোজভক্ত্যেকরসসেবিনঃ।
নিরন্তরং সামগানপরিপূর্ণসুখং শ্রিতাঃ।
সর্ব্বে পঞ্চোপনিষদস্বরূপা বেদবর্চ্চস ইত্যাদি ॥ ৪২ ॥
অত্র ত্রিপাদ্বিভূতিশব্দেন প্রপঞ্চাতীতলোকো ঽভি-
ধীয়তে। পাদবিভূতিশব্দেন তু প্রপঞ্চ ইতি।
যথোক্তং তত্রৈব ॥

ত্রিপাদ্বিভূতির লোক সকল, সংখ্যাতীত, শুদ্ধসত্ত্বময়, ব্রহ্মানন্দ সুখস্বরূপ, তথা নিত্য, নির্ব্বিকার, তুচ্ছ রাগাদি-রহিত, তেজোময়, শুদ্ধ, কোটি সূর্য্যতুল্য প্রভাশালী মুখ্য ভক্তিরস দ্বারা শ্রীনারায়ণের পাদপদ্ম সেবী নিরন্তর সাম-গানে পরিপূর্ণ সুখাশ্রিত, পঞ্চ উপনিষৎস্বরূপ ও বেদতুল্য ইত্যাদি ॥ ৪২ ॥

এ স্থলে ত্রিপাদ বিভূতিশব্দ দ্বারা প্রপঞ্চাতীত লোক, আর পাদবিভূতিশব্দ দ্বারা প্রপঞ্চ (জগৎ) কহিয়াছেন ॥

এই বিষয় পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে
বর্ণিত হইয়াছে যথা ॥

ত্রিপাদ্ব্যাপ্তিঃ পরং ধাম্নি পাদোঽস্যেহাভবৎপুনঃ।
ত্রিপাদ্বিভূতির্নিত্যং স্যাদনিত্যং পাদমৈশ্বরং।
নিত্যং তদ্রূপমীশস্য পরধাম্নি স্থিতং শুভং।
অচ্যুতং শাশ্বতং দিব্যং সদা যৌবনমাশ্রিতং।
নিত্যং সংভোগ্যমৈশ্বর্য্যা শ্রিয়া ভূম্যাচ সংবৃতমিতি ॥ ৪৩ ॥
অতএব তদনুসারেণ দ্বিতীয়স্কন্ধোঽপ্যেবং যোজনীয়ঃ ॥
তত্র। সোঽমৃতস্যাভয়স্যেশো মর্ত্ত্যমন্নং যদত্যগাৎ।

পরমধাম বৈকুণ্ঠে ত্রিপাদ্বিভূতি ব্যাপিয়া রহিয়াছে, আর পাদবিভূতি ঈশ্বরের ইচ্ছামাত্র। যাহা ত্রিপাদ বিভূতি তাহা নিত্য, আর যাহা পাদ বিভূতি তাহা ঈশ্বরসম্বন্ধীয় হইলেও অনিত্য হয় ॥

অপিচ পরম বৈকুণ্ঠস্থিত ঈশ্বরের বিশুদ্ধ যে ত্রিপাদ রূপ, তাহা নিত্য, শাশ্বত (চিরকাল স্থায়ী), দিব্য (অলৌকিক) এবং সর্ব্বদা যৌবনান্বিত। তথা ঈশ্বরী, সম্পত্তি ও ভূমিদ্বারা সর্ব্বদা পরিবৃত ॥ ৪৩ ॥

অতএব উক্ত প্রমাণের অনুসারে দ্বিতীয়স্কন্ধও যোজনা করিতে হইবে।

২ স্কন্ধের ৬ অধ্যায়ে ১৭ শ্লোকে যথা ॥

ব্রহ্মা কহিলেন হে নারদ! সেই পুরুষ যে হেতু মরণ-ধর্ম্ম কর্ম্মফল অতিক্রম করিয়াছেন অর্থাৎ স্বয়ং বৈষয়িক সুখ শূন্য, অতএব তিনি কেবল সর্ব্বাত্মক নহেন, কিন্তু নিজা-

মহিমৈষ ততো ব্রহ্মন্ পুরুষস্য দুরত্যয়ঃ ॥ ৮১ ॥

অমৃতাদিদ্বয়ং তত্তৃতীয়ত্বেন বক্ষ্যমাণস্য ক্ষেমস্যাপ্যুপলক্ষণং।

শ্রুতৌচ ॥

উতামৃতত্বস্যেশান ইত্যত্রামৃতত্বং তদযুগলোপলক্ষণং।

অত্র ধর্ম্মিপ্রধাননির্দ্দেশঃ, শ্রুতৌতু তত্র ধর্ম্মমাত্রনির্দ্দেশস্যাপি তত্রৈব তাৎপর্য্যং ॥ ৪৪ ॥

নন্দ এবং অভয়ের ঈশ্বর। বৎস! বিশ্বাত্মক পুরুষের নিত্যমুক্ত হওয়া অসম্ভব বটে, কিন্তু তাঁহার অপার মহিমা তদ্রূপ হইয়াও নিজানন্দের ঈশ্বর হইয়াছেন ॥ ৮১ ॥

উক্ত শ্লোকে অমৃত ও অভয় এই দুই পদ তৃতীয়ত্ব রূপে পরে বর্ণিত হইবে যে, ক্ষেমপদ তাহারও উপলক্ষণ জানিতে হইবে অর্থাৎ সেই ঈশ্বর অমৃত, অভয় এবং ক্ষেমের ঈশ্বর ॥

শ্রুতিতেও উক্তআছে যে-

"উতামৃতত্বস্যেশানঃ" এ স্থলে অমৃত তদযুগলের অর্থাৎ অভয় ও ক্ষেমের উপলক্ষণ। এ স্থানে ধর্ম্মিপ্রধান নির্দ্দেশ হইয়াছে অর্থাৎ ধর্ম্মবিশিষ্ট ব্যক্তিই প্রধানরূপে কথিত হইয়াছে। শ্রুতিতেও, সেই স্থানে অর্থাৎ উতামৃতত্ব এই স্থানে ধর্ম্মমাত্র নির্দ্দেশেরও সেই ধর্ম্মিতেই (ঈশ্বরেই) তাৎপর্য্য জানিতে হইবে ॥ ৪৪ ॥

তত্রামৃতং—
স্বদৃষ্টবদ্ভিঃ পুরুষৈরভিষ্টুতমিতি, পরং ন যৎপরমিত্যুক্তানুসারেণ পরমানন্দঃ। অতএব অমৃতং বিষ্ণুমন্দিরমিতি তৎপর্য্যায়ঃ। অভয়ং-নচ কালবিক্রম ইত্যাদ্যুক্ত্যনুসারেণ ভয়মাত্রাভাবঃ। অতএব, দ্বিজা ধামাকুতোভয়মিত্যুক্তং। ক্ষেমং-ন যত্র মায়েত্যাদ্যনুসারেণ ভগবদ্বহির্মুখতাকরগুণসম্বন্ধাভাবাদ্ভগবদ্ভজনমঙ্গলাশ্রয়ত্বং জ্ঞেয়ং ৪৫

অমৃত যথা ২ স্কন্ধের ৯ অধ্যায়ে ৯ শ্লোকে "স্বদৃষ্টবদ্ভিঃ পুরুষৈরভিষ্টুতং" অর্থাৎ পুণ্যবান্ পুরুষগণ সর্ব্বদাই বৈকুণ্ঠ লোকের প্রশংসা করিয়া থাকেন। তথা ঐ শ্লোকে "পরং ন যৎপরং" অর্থাৎ যাহা শ্রেষ্ঠ এবং যাহা অপেক্ষা আর উৎকৃষ্ট নাই। এই উক্তানুসারে ঐ লোক পরম আনন্দস্বরূপ।

অতএব অভিধানে বিষ্ণু মন্দিরের পর্য্যায়ে অমৃতশব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। "অভয়" এই শব্দে ঐ অধ্যায়ের ১০ শ্লোকে "নচ কালবিক্রমঃ" অর্থাৎ ঐ লোকে কালকৃত বিনাশও হয় না, এই রীতি অনুসারে বৈকুণ্ঠলোকে ভয় মাত্রের অভাব জানিতে হইবে। অতএব ১২ স্কন্ধের ১১ অধ্যায়ে ১৬ শ্লোকে "দ্বিজাধামাকুতোভয়ং" অর্থাৎ হে দ্বিজ সকল! অকুতোভয় ইহাঁর ধাম, এই রূপ বর্ণিত হইয়াছে। "ক্ষেমং" যথা ২ স্কন্ধের ৯ অধ্যায়ে ১০ শ্লোকে "ন যত্র মায়া" অর্থাৎ মায়া ঐ স্থানে যাইতে পারে না, এই উক্তি অনুসারে ভগবদ্বহির্মুখতাকরণ গুণসম্বন্ধের অভাবহেতু ঐ স্থান

তথাচ নারদীয়ে ॥

সর্ব্বমঙ্গলমূর্দ্ধন্যা পূর্ণানন্দময়ী সদা।

দ্বিজেন্দ্র তব মর্য্যস্তু ভক্তিরব্যভিচারিণী।

অতএব, ক্ষেমং বিন্দন্তি মৎস্থানমিত্যুক্তং ॥

তত্র তত্তচ্ছব্দেন লক্ষণাময়কষ্টকল্পনয়া জনলোকাদি-বাচ্যতাং নিষেধয়ন্ হেতুং ন্যস্যতি। মর্ত্ত্যং—ব্রহ্মণোঽপি ভয়ং মত্তো দ্বিপরার্দ্ধপরায়ুষ ইত্যাদি ন্যায়েন মরণ-

---

ভগবদ্ভজন রূপ মঙ্গলের আশ্রয়ত্ব জানিতে হইবে ॥ ৪৫ ॥

নারদপুরাণেও যথা ॥

আমাতে তোমার সর্ব্বদা আনন্দময়ী এতাদৃশী অব্যভিচারিণী ভক্তি হউক ॥

অতএব ১১ স্কন্ধের ২ অধ্যায়ে ৩৭ শ্লোকে ভগবান্ কহিয়াছেন, এই রূপ আমা কর্ত্তৃক আদিষ্ট আমার প্রাপ্তির উপায় মার্গসকল যাঁহারা অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা ক্ষেম অর্থাৎ কাল ও মায়াদিরহিত আমার স্থানে গমন করেন এবং পরব্রহ্মকে জানিতে পারেন ॥

তথায় তৎ তৎ শব্দদ্বারা লক্ষনাময় কষ্টকল্পনা করিয়া জন-লোকাদি বাচ্যতা নিষেধ করত হেতু প্রদর্শন করিতেছেন, মর্ত্ত্য যথা— ১১ স্কন্ধের ১০ অধ্যায়ে ২৯ শ্লোকে ॥ ভগবান্ উদ্ধবকে কহিয়াছেন, দ্বিপরার্দ্ধ পরমায়ুবিশিষ্ট ব্রহ্মা-রও আমা হইতে ভয় হইয়া থাকে। ইত্যাদি ন্যায়দ্বারা

ধর্ম্মকং। অন্নং-ধর্ম্মাদিফলং ত্রিলোক্যাদিকং যস্মাদত্যগাৎ অতিক্রম্যৈব তত্র বিরাজত ইতি। এষঃ অমৃতাদ্যৈশ্বর্য্যরূপঃ। দুরত্যয়ঃ-ব্রহ্মচর্য্যাদিভিঃ কেনচিন্মনসাপ্যবরোদ্ধুমশক্যঃ। তদেবং অমর্ত্যমৈশ্বর্য্যং ত্রিপাৎ, মর্ত্যমেকপাদিতি। ৪৬। তস্য চতুষ্পাদৈশ্বর্য্যং পুনর্বিবৃণোতি॥

পাদেষু সর্ব্বভূতানি পুংসঃ স্থিতিপদো বিদুঃ।

মরণধর্ম্মক যে অন্ন অর্থাৎ কর্ম্মাদিফল ত্রিলোক্যাদি যে হেতু তাহা অতিক্রম করিয়াই সেই স্থলে বিরাজ করিতেছেন। এই অমৃতাদি ঐশ্বর্য্যরূপ দুরত্যয় অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি দ্বারা কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক মনোদ্বারাও অবরোধ করিতে শক্ত হয়েন না। অতএব এই প্রকার অমর্ত্য ঐশ্বর্য্য ত্রিপাৎ, আর মর্ত্য এক পাদ॥ ৪৬॥

তাঁহার চতুষ্পাদ ঐশ্বর্য্য পুনর্ব্বার বিস্তার করিতেছেন॥

ভাগবতে ২ স্কন্ধে ৬ অধ্যায়ে ১৮ শ্লোকে ভূরাদি যাবতীয় লোক তাঁহার পাদে অর্থাৎ দ্বিতীয় অংশভূত লোকসমুদায়ে জীব অবস্থিত, তিনিই মহর্লোকের উপরিতন তিন লোকে যথাক্রমে অমৃত ক্ষেম এবং অভয় এই তিন বস্তু নিক্ষিপ্ত করিয়া রাখিয়াছেন অর্থাৎ ত্রিলোকী রসুখ নশ্বর, মহর্লোক যদিও ক্রমমুক্তির স্থান বটে তথাচ তত্রস্থ জনসকলকে কল্পান্তে স্থান ত্যাগ করিতে হয়, এ নিমিত্ত তথাকার সুখও অবিনাশী নহে, তাহার উপরিস্থ জনলোকে অমৃত অর্থাৎ অবিনাশী সুখ, কেন না যাবজ্জীবন স্বস্থান পরিত্যাগ করিতে হয় না,

অমৃতং ক্ষেমমভয়ং ত্রিমূর্দ্ধ্নোঽধায়ি মূর্দ্ধ ॥ ৮২ ॥

তিষ্ঠন্ত্যত্র সর্ব্বভূতানি ইতি স্থিতয়ো মর্ত্যাদ্যৈশ্বর্য্যাণি তানি পাদা ইবাধিষ্ঠানভূতানি যস্য তস্য স্থিতিপদঃ পাদেষু চতুর্ষ্বেব ঐশ্বর্য্যভাগেষু সর্ব্বভূতানি পার্ষদপর্য্যন্তানি ॥ ৪৭ ॥

পাদান্ দর্শয়তি। ত্রয়াণাং সাত্ত্বিকাদিপদার্থানাং মূর্দ্ধেব মূর্দ্ধা প্রকৃতিঃ তস্য মূর্দ্ধসু তদুপরি বিরাজমানেষু শ্রীবৈকুণ্ঠলোকেষু অমৃতং ক্ষেমমভয়ং চাধায়ি নিত্যং ধৃতমেব তিষ্ঠ-

---

মহর্ল্লোকবাসিদিগের কল্পান্তে ত্রিলোকসময়ে দাহও তজ্জন্য উত্তাপে পীড়িত হইতে হয়, সুতরাং তৎকালে সে স্থানে গমন করিলে ক্ষেম দেখা যায় না, পরন্তু তপোলোকে ঐ উত্তাপের সম্ভাবনা নাই, সেখানে কেবল ক্ষেমমাত্র বর্ত্তমান আছে, সত্যলোকে আবার তদপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ পদার্থ অভয় অথবা মোক্ষ বিরাজমান ॥ ৮২ ॥

সকল ভূত যাহাতে বাস করে তাহার নাম স্থিতি অর্থাৎ মর্ত্যাদি ঐশ্বর্য্য। ঐ সকল যাহার পাদের ন্যায় অধিষ্ঠান স্বরূপ সেই স্থিতিপদ পরমেশ্বরের ঐশ্বর্য্যভাগ চারি পাদে পার্ষদপর্য্যন্ত সমুদায় ভূত অবস্থিত আছে ॥ ৪৭ ॥

পাদ সকল দেখাইতেছেন যথা ॥

সাত্ত্বিকাদি পদার্থত্রয়ের মস্তকের ন্যায় মস্তক যে প্রকৃতি তাহার মস্তকে অর্থাৎ তাহার উপরি বিরাজমান শ্রীবৈকুণ্ঠ লোকসকলে অমৃত, ক্ষেম ও অভয়কে "আধায়ি" অর্থাৎ

তীত্যর্থঃ। ততঃ পূর্ব্বস্য মর্ত্ত্যান্নমাত্রাত্মকত্বাদেকপাত্ত্বং উত্তরস্য অমৃতাদিত্রয়াত্মকত্বাত্ত্রিপাত্ত্বমিতি ভাবঃ। তদনেন, পাদোঽস্য বিশ্বাভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবীত্যস্যার্থো দর্শিতঃ। অস্য পাদস্তথাস্যৈব দিবি বৈকুণ্ঠে যদমৃতাত্মকং ত্রিপাৎ তচ্চ বিশ্বাভূতানীত্যর্থঃ।
তত্রাধিষ্ঠানাধিষ্ঠেয়য়োরৈক্যোক্তিঃ ॥ ৪৮ ॥
অথ চতুষ্পাত্ত্বে ত্রিলোকী ব্যবস্থাবৎ পক্ষান্তরং দর্শয়তি।

নিত্য ধারণ করিয়া অবস্থিত আছেন। সেই হেতু পূর্ব্ব অর্থাৎ পাদৈশ্বর্য্য ত্রিলোকীর মর্ত্ত্যান্নমাত্রাত্মকত্ব অর্থাৎ নশ্বরত্ব প্রযুক্ত একপাদ। আর উত্তর অর্থাৎ ত্রিপাদ ঐশ্বর্য্য অমৃতাদি ত্রয়াত্মক প্রযুক্ত ত্রিপাদ্ ইহাই তাৎপর্য্য।

অতএব এতদ্দ্বারা "পাদোঽস্য বিশ্বাভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি" এই শ্রুতির অর্থ প্রদর্শিত হইল। অর্থাৎ ইহাঁর পদের তথা ইহাঁরই দিব্ অর্থাৎ বৈকুণ্ঠে যে অমৃতাত্মক ত্রিপাদ্ তাহাই সমুদায় বিশ্বাভূত অর্থাৎ ভূতপঞ্চ পৃথিব্যাদি। এ স্থলে অধিষ্ঠান ও অধিষ্ঠেয়ের অর্থাৎ আধার ও আধেয়ের ঐক্য কথিত হইয়াছে ॥ ৪৮ ॥

অনন্তর তাঁহার চতুষ্পাদত্বে ত্রিলোকী ব্যবস্থার ন্যায় পক্ষান্তর দেখাইতেছেন ॥

২ স্কন্ধের ৬ অধ্যায়ে ১৯ শ্লোকে যথা ॥

নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ এবং যতি এই সকলের

পাদাস্ত্রয়ো বহিশ্চাসন্নপ্রজানাং য আশ্রমাঃ।
অন্তস্ত্রিলোক্যাস্ত্বপরো গৃহমেধো বৃহদ্ব্রতঃ ॥ ৮৩ ॥

চ-শব্দ উক্ত সমুচ্চয়ার্থঃ। প্রপঞ্চাদ্বহিঃ পাদাস্ত্রয় আসন্নেব, প্রপঞ্চাত্মকস্য চতুর্থপাদস্যৈব বিভাগবিবক্ষায়ান্তু ত্রিলোক্যা বহিশ্চান্যে পাদাস্ত্রয় আসন্নিত্যেবং মন্ত্রেঽপি হি তথৈব পুনঃ শব্দঃ ॥ ৪৯ ॥

তে কে? অপ্রজানাং ব্রহ্মচারিবনস্থযতীনাং আশ্রমাঃ প্রাপ্যা যে যে লোকাঃ। অত্র ধর্ম্মত্রয়প্রাপ্যত্বাৎ চতুর্ণা

পুত্রাদি রূপে পুনর্জন্ম হয় না, ইহাঁদিগের তিন আশ্রম তাহাও ঐ পুরুষের তিন পাদ অর্থাৎ তিন অংশ, ঐ তিনও ত্রিলোকীর বহিস্থ। কিন্তু গৃহস্থ ব্যক্তি ব্রহ্মচর্য্যরহিত, এ প্রযুক্ত তাহার আশ্রম ত্রিলোকীর মধ্যে আছে ॥ ৮৩ ॥

উল্লিখিত শ্লোকে যে চ-শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে তাহা সমুচ্চয়ার্থ। প্রপঞ্চের অর্থাৎ সংসারের বাহিরেই পাদত্রয় রহিয়াছে। প্রপঞ্চ স্বরূপ চতুর্থ পাদেরও বিভাগ কথনেচ্ছায় ত্রিলোকের বহির্ভাগে অন্য তিন পাদই অবস্থিত আছে। এই প্রকারই মন্ত্রেও সেই রূপ পুনঃশব্দের প্রয়োগ হইয়াছে ॥ ৪৯ ॥

সেই সকল পাদ কি? এই প্রশ্নে কহিতেছেন, যাঁহাদের পুত্ররূপে পুনর্জন্ম হয় না, সেই সকল ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও যতিদিগের আশ্রম অর্থাৎ ঐ সকলের প্রাপ্য যে লোক

র্গপি পাত্রত্বং। অপরস্তু চতুর্থঃ পাদস্ত্রৈলোক্যা অন্তরিতি গৃহমেধস্তৎপ্রাপ্যঃ যস্মাদবৃহদ্ব্রতো ব্রহ্মচর্য্যরহিত ইতি॥৫০
অতএবোভয়থাঽপি পুরুষশ্চতুষ্পাদিত্যাহ॥
সৃতী বিচক্রমে বিষ্বঙ্ সাশনানশনে উভে।
যদবিদ্যাচ বিদ্যাচ পুরুষস্তূভয়াশ্রয়ঃ॥ ৮৪॥
বিষ্বঙ্ সর্ব্বব্যাপী পুরুষঃ পুরুষোত্তমঃ এতে সৃতী প্রপঞ্চাপ্রপঞ্চ লক্ষণে জীবস্য গতী বিচক্রমে আক্রম্য স্থিতঃ কথম্ভূতে সাশনানশনে কর্ম্মাদি ফল ভোগতদতি ক্রমে

তাহাই ত্রিপাদ। এস্থলে ব্রহ্মচর্য্যাদি ধর্ম্মত্রয় প্রাপ্যত্ব প্রযুক্ত মহরাদি লোক চতুষ্টয়েরও ত্রিপাত্ত্ব জানিতে হইবে। অপর অর্থাৎ চতুর্থ পাদ ত্রিলোকের মধ্যগত, ঐ লোক গ্রহস্থ ব্যক্তির প্রাপ্য, যে হেতু গৃহস্থ ব্রহ্মচর্য্য ব্রত রহিত॥ ৫০ ॥

অতএব উভয় প্রকারেই পুরুষ চতুষ্পাদ এই বিষয় বলিতেছেন॥

২ স্কন্ধের ৬ অধ্যায়ে ২৩ শ্লোকে যথা॥

বিবিধ বস্তু সৃজন কারী সেই ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ ভোগ ও মোক্ষের সাধন স্বরূপ দুইমার্গ অর্থাৎ দক্ষিণ ও উত্তর এই দুই পথে ভ্রমণ করেন, এনিমিত্ত তিনি কর্ম্মরূপা অবিদ্যা এবং উপাসনা রূপা বিদ্যা এই উভয়েরও আশ্রয় হয়েন॥ ৮৪॥

তাৎপর্য্য। বিষ্বঙ্ শব্দের অর্থ সর্ব্বব্যাপী, পুরুষ শব্দের অর্থ পুরুষোত্তম। "এতে সৃতী" অর্থাৎ প্রপঞ্চ ও অপ্রপঞ্চ রূপ জীবের গতি দ্বয়। "বিচক্রমে" অর্থাৎ আক্রমণ

যুক্তে তস্যৈব তত্তদাক্রমণে হেতুঃ। যৎ যয়োর্জীবস্য স্থত্যোঃ অবিদ্যা মায়ৈকত্র চিচ্ছক্তিরন্যত্র আশ্রয়ঃ পুরুষো ত্তমস্তু তয়োর্দ্বয়োরপ্যাশ্রয়ঃ। বক্ষ্যতি চ যস্মাদণ্ডং বিরাড়্ জজ্ঞে ইত্যাদিনা। তস্মাৎ সর্ব্বৈশ্বর্য্যৈণৈকদেশৈ শ্বর্য্যেণ চ চতুষ্পাত্ত্বমিতি ভাবঃ॥ ২॥ ৬॥

শ্রীব্রহ্মা নারদং॥ ৫১॥

এবং সান্তরঙ্গ বৈভবস্য ভগবতঃ স্বরূপভূতয়ৈব শক্ত্যা

পূর্ব্বক অবস্থিতি। ঐ দুই পথ কি রূপ এই প্রশ্নে কহিতেছেন, তাহা সাশন ও অনশন অর্থাৎ কর্ম্মাদি ফল ভোগ এবং তদ্রহিত। সেই পরম পুরুষের আক্রমণের কারণ এই। "যৎ" অর্থাৎ জীবের যে দুইটী পথ অবিদ্যা (মায়া) আর বিদ্যা (চিৎশক্তি)। "আশ্রয়ঃ" অর্থাৎ পুরুষোত্তম ঐ দুইয়ের আশ্রয়॥

এই বিষয়ে ২ স্কন্ধের ৬ অধ্যায়ে॥

"যস্মাদণ্ডং বিরাড়্ জজ্ঞে" অর্থাৎ যাঁহা হইতে এই অণ্ড উদ্ভব হইয়াছে এবং যাঁহাতে ভূতেন্দ্রিয় গুণ রূপ বিরাট্ জন্মিয়াছেন তিনি সেই ঈশ্বর ইত্যাদি শ্লোকে বলিবেন। অতএব তাঁহার সকল ঐশ্বর্য্য এবং একদেশ ঐশ্বর্য্য দ্বারা চতুষ্পাত্ত্ব কথিত হইল॥ ৫১॥

এই প্রকার ভগবানের স্বরূপ ভূত শক্তি দ্বারা প্রকাশ মান হেতু অন্তরঙ্গ বৈভবের স্বরূপ ভূতত্ত্ব হইয়াছে। সেই

প্রকাশমানত্বাৎ স্বরূপ ভূতত্বং। সাচ শক্তি বিশিষ্ট স্যৈব স্বরূপত্বাৎ স্বরূপান্তঃ পাতেঽপি ভেদলক্ষণাং বৃত্তিং ভজন্তী তত্র প্রকাশ বিশেষং বৈচিত্রীবৃন্দং চ প্রকটয়তি তত্র তত্র তাদৃশত্বে ব্রহ্মোপাসনা সিদ্ধ গুরব এবাস্মাকং প্রমাণং ॥ ৫২ ॥

তদেতদাহ চতুর্দ্দশভিঃ ॥

এবং তদৈব ভগবানরবিন্দনাভঃ

স্বানাং বিবুধ্য সদতি ক্রমমার্য্যহৃদ্যঃ।

তস্মিন্‌ যযৌ পরমহংসমহামুনীনা

স্বরূপ ভূতা শক্তি বিশিষ্টেরই স্বরূপত্ব প্রযুক্ত স্বরূপের অন্তঃপাত হইলেও ভেদলক্ষণা বৃত্তিকে ভজনা করত তাহাতে প্রকাশ বিশেষ বৈচিত্রি সমূহকে প্রকটিত করেন। সেই সেই প্রকাশ বিশেষ বৈচিত্রি সমূহকে ব্রহ্মোপাসনা সিদ্ধ গুরু সকলই আমার প্রমাণ ॥ ৫২ ॥

ঐ বিষয় ৩ স্কন্ধের ১৫ অধ্যায়ে ৩৭ শ্লোক হইতে
৫০ শ্লোকে যথা ॥

ঐ সময়েই ভগবান্‌ পদ্মনাভ জানিতে পারিলেন আমার দুইজন ভৃত্য সাধু সন্নিধানে অপরাধী হইল, অতএব যে প্রদেশ ঐ মুনিগণ রুদ্ধ হইয়াছিলেন, আপনার চরণদ্বয় চালন পূর্ব্বক ত্বরায় লক্ষ্মীর সহিত সেই স্থানে গমন করিলেন। পদব্রজে গমনের তাৎপর্য্য এই, ভগবানের সুগোচর হইয়াছিল আমার চরণদর্শনের ব্যাঘাত হওয়াতেই ঋষিদের ক্রোধ জন্মি-

মন্বেষণীয় চরণৌ চলয়ন্ সহশ্রীঃ ॥ ৫৩ ॥
তং ত্বাগতং প্রতিহৃতৌপয়িকং স্বপুংভি
স্তে চক্ষতাক্ষবিষয়ং স্ব সমাধিভাগ্যং।
হংসশ্রিয়োর্ব্যজনয়োঃ শিববায়ুলোল
শুভ্রাতপত্রশশিকেশরশীকরাম্বুং ॥ ৫৪ ॥

যাছে পদব্রজে গমন করিলে ইহা দর্শন করিয়া তাঁহাদের ক্রোধের উপশম হইবে। আর লক্ষ্মীর সহিত মিলিত হওয়ার তাৎপর্য্য এই যে, আমি নিষ্কামদিগকেও ঐশ্বর্য্য দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া থাকি ॥ ৫৩ ॥

যাহা হউক, ভগবান্ এই রূপে আগমন করিলে সেই মুনিগণ আপনাদিগের সমাধি দ্বারা লভ্য ফল স্বরূপ যে ব্রহ্ম তিনি যেন নয়নগোচর হইলেন এই রূপ জ্ঞান করিয়া দর্শন করিতে লাগিলেন, যদিও ভগবান্ পদব্রজে আসিতেছিলেন তথাচ তাঁহার ভৃত্যগণ গমনোচিত ছত্র পাদুকাদি সঙ্গে সঙ্গে আনয়ন করিতেছিল। অপর তাঁহার দুই পার্শ্বে হংস বৎ শুভ্র বর্ণ দুই ব্যজন এবং মস্তকে শ্বেত ছত্র ধৃত হইয়াছিল। সেই ছত্রের চতুর্দ্দিকে মুক্তাহার লম্বিত থাকাতে অনুকূল শোভন পবনের সঞ্চারে তৎসমুদায় সঞ্চালিত হইতেছিল এবং তাহা হইতে অম্বুকণা বিগলিত হইয়া ভগবানের গাত্র স্পর্শ করিতেছিল ॥ ৫৪ ॥

কৃৎস্নপ্রসাদ সুমুখং স্পৃহণীয় ধাম
স্নেহাবলোক কলয়া হৃদি সংস্পৃশন্তং।
শ্যামে পৃথাবুরসি শোভিতয়া শ্রিয়াস্ব
শ্চূড়ামণিং সুভগয়ন্তমিবাত্মধিষ্ণ্যং ॥ ৫৫ ॥
পীতাংশুকে পৃথুনিতম্বিনি বিস্ফুরন্ত্যা
কাঞ্চ্যালিভি র্বিরুতয়া বনমালয়া চ।
বল্গু প্রকোষ্ঠবলয়ং বিনতাসুতাংশে
বিন্যস্ত হস্তমিতরেণ ধুনানমজ্জং ॥ ৫৬ ॥

ভগবানের মুখ প্রসাদে বোধ হইতে ছিল যেন মুনিবৃন্দ ও দ্বারপাল সকলেরই প্রতি প্রসন্ন হইবেন, ফলতঃ তিনি স্পৃহণীয় সমস্ত গুণের আধার স্বরূপ, সুতরাং তাঁহার সপ্রেম কটাক্ষেই সকলের হৃদয়ে সুখানুভব হইতেছিল। আর কমলা তাঁহার বিশাল শ্যামবর্ণ বক্ষঃস্থলে শোভমানা হওয়াতে তিনি তদ্দ্বারা সত্যলোকের চূড়ামণি স্বরূপ বৈকুণ্ঠের শোভা বৃদ্ধি করিতেছিলেন ॥ ৫৫ ॥

অপর তাঁহার বিস্তৃত নিতম্ব দেশে পীতবসনোপরি শোভমান কটিভূষণ এবং বক্ষঃস্থলে বনমালা লম্বিতা ছিল ও প্রকোষ্ঠে মনোহর বলয় সকল শোভা পাইতেছিল। আর তিনি আপনার বামহস্ত স্বীয় বাহন গরুড়ের স্কন্ধে দিয়া দক্ষিণ করে লীলা কমল ঘূর্ণ্যমান করিতেছিলেন ॥ ৫৬ ॥

বিদ্যুৎক্ষিপন্মকরকুণ্ডলমণ্ডনার্হ
গণ্ডস্থলোন্নসমুখং মণিমৎ কিরীটং।
দোর্দণ্ড মণ্ডবিবরে হরতা পরার্দ্ধ
হারেণ কন্ধর গতেন চ কৌস্তুভেন॥ ৫৭॥
অত্রোপসৃষ্টমিতি চোৎস্মিত মিন্দিরায়া
স্বানাং ধিয়া বিরচিতং বহ্ন সৌষ্ঠবাঢ্যং।
মহ্যং ভবস্য ভবতাং চ ভজন্তমঙ্গং
নেমুর্নিরীক্ষ্য ন বিতৃপ্ত দৃশোমুদাকৈঃ॥ ৫৮॥

তাঁহার গণ্ডস্থল বিদ্যুতের শোভাধিক্ষেপ কারি মকরা কার কুণ্ডলে মণ্ডনার্হ এবং বদন উচ্চ নাসিকা বিশিষ্ট ও কিরীট মণিময় ছিল। অপর বাহু সমূহের মধ্যদেশ অর্থাৎ বক্ষঃস্থল মনোহর হারে এবং গলদেশ মহার্হ কৌস্তুভ মণিতে শোভিত ছিল॥ ৫৭॥

ফলতঃ ভগবানের ঐ মূর্ত্তি বিবিধ সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ হইয়া ছিল, ইহাতে তাঁহার ভক্তগণ এমত তর্ক করিতেছিলেন, "আমিই সৌন্দর্য্যের নিধি" এই বলিয়া লক্ষ্মীর যে গর্ব্ব আছে তাহা অদ্য অস্তগত হইল। হে অমরগণ! সেই ভগবান্ আমার (ব্রহ্মার) শঙ্করের এবং তোমাদের নিমিত্ত ভজনীয় মূর্ত্তি প্রকটন করিয়া থাকেন, তাঁহার এবম্বিধ সৌন্দর্য্য বিচিত্র নহে। যাহা হউক, মুনিগণ তাঁহাকে আগত দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে মস্তকাবনত করত নমস্কার করিলেন, কিন্তু তাঁহার সৌন্দর্য্য

তস্যারবিন্দনয়নস্যপদারবিন্দ
কিঞ্জল্ক মিশ্র তুলসী মকরন্দ বায়ু।
অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাং
সংক্ষোভমক্ষর জুষামপি চিত্ত তন্বোঃ ॥ ৫৭ ॥
তে বা অমুষ্য বদনাসিত পদ্ম কোষ
মুদ্বীক্ষ্য সুন্দরতরাধর কুন্দহাসং।
লব্ধাশিষঃ পুনরবেক্ষ্য তদীয়মঙ্ঘ্রি

দর্শনে তাঁহাদের নেত্র পরিতৃপ্ত হইল না ॥ ৫৬ ॥

মুনিগণ প্রণাম করিলে অরবিন্দ নয়ন ভগবানের পদারবিন্দ কিঞ্জল্ক মিশ্রিত তুলসীর মকরন্দ বায়ু তাঁহাদের নাসারন্ধ্র যোগে অন্তর্গত হইল তাহাতে যদিও তাঁহারা ব্রহ্ম জ্ঞান দ্বারা নিরন্তর ব্রহ্মানন্দ অনুভব করিতেন তথাপি তাঁহাদের চিত্তে হর্ষ এবং গাত্রে লোমাঞ্চ হইল ॥ ৫৭ ॥

তাঁহারা ঊর্দ্ধ দৃষ্টিদ্বারা নীলপদ্মের কোষস্বরূপ ভগবদ্বদনে অরুণবর্ণ মনোহর অধর এবং কুন্দ পুষ্প সদৃশ হাস্য অবলোকন করিয়া অতীব হৃষ্ট চিত্ত হইলেন। পুনর্ব্বার অধো দৃষ্টিদ্বারা তাঁহার চরণযুগল যাহা নখ রূপ অরুণ বর্ণ মণির আশ্রয় ছিল তাহা দর্শন করিলেন। এই রূপে এক কালীন সর্ব্বাঙ্গের লাবণ্য অনুভব করিবার বাসনায় বারম্বার ঊর্দ্ধ দৃষ্টি ও অধো দৃষ্টি হইলেন, কিন্তু একেবারে ঊর্দ্ধাধো দৃষ্টি হওয়া অসম্ভব,

দ্বন্দ্বং নখারুণমণি শ্রয়ণং নিদধ্যুঃ
পুংসাং গতিং মৃগয়তামিহ যোগমার্গে
ধ্যানাস্পদং বহু মতং নয়নাভিরামং।
পৌংস্নং বপুর্দর্শয়ানমনন্যসিদ্ধৈ
রৌৎপত্তিকৈঃ সমগৃণন্ যুতমষ্টভোগৈঃ ॥
শ্রীকুমারা উচুঃ ॥ ৬১ ॥
যোঽন্তর্হিতো হৃদি গতোঽপি দুরাত্মনাং ত্বং
নাদ্যৈব নো নয়ন মূল মনন্তরাদ্ধঃ।

সুতরাং ঐ বাসনা পূর্ণ না হওয়াতে পশ্চাৎ ধ্যানপরায়ণ হইলেন ॥ ৬০ ॥

মুনিগণ ধ্যানস্থ হইলে ভগবান্ যে সকল পুরুষ যোগমার্গ দ্বারা গতি অন্বেষণ করিয়া থাকেন তাঁহাদিগের বিষয়ীভূত এবং অত্যন্ত আদরাস্পদ ও নয়নের আহ্লাদ জনক আপনার পুরুষাকার শরীর দর্শন করাইতে লাগিলেন, তাহাতে মুনিয়া ঐ অবস্থাতেই অসাধারণ অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য্যযুক্ত সেই ভগবানের স্তব আরম্ভ করিলেন ॥ ৬১ ॥

ঐ মুনি সকল কহিলেন, হে অনন্ত! তুমি হৃদয়স্থ হইয়াও দুরাত্মা ব্যক্তিদিগের নিকট অন্তর্হিত থাক অর্থাৎ তাহারা তোমার দর্শন পায় না, কিন্তু অদ্য আমাদের নিকট তিরোহিত হইতে পারিলে না, আমাদের নয়ন গোচর হইলে। প্রভো! আমাদের পিতা ব্রহ্মা, তোমা হইতে তাঁহার

তত্থে ব কর্ণ বিবরেণ গুহাং গতো নঃ
পিত্রানুবর্ণিত রহা ভবদুদ্ভবেন ॥ ৬২ ॥
তং ত্বাং বিদাম ভগবন্ পরমাত্মতত্ত্বং
সত্ত্বেন সংপ্রতি রতিং রচয়ন্তমেষাং।
যত্তেহনু তাপবিদিতৈর্দৃঢ়ভক্তিযোগৈ
রুদ্গ্রন্থয়ো হৃদি বিদুর্মুনয়ো বিরাগাঃ ॥ ৬৩ ॥ ৩।১৫/
নাত্যন্তিকং বিগণয়ন্ত্যপি তে প্রসাদং
কিম্বান্যদর্পিত ভয়ং ভ্রুব উন্নয়ৈস্তে।

তাঁহার জন্ম হয়, তিনি যৎকালে তোমার রহস্য অর্থাৎ ত্বদীয় ভগবল্লক্ষণ আত্মতত্ত্ব আমাদিগকে উপদেশ দেন তৎকালেই তুমি আমাদের কর্ণপথ দ্বারা বুদ্ধি মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছ, ইহাতে কি তোমার আর অন্তর্দ্ধান হইতে পারে? ॥ ৬২ ॥

হে ভগবন্! যে সকল মুনি নিরভিমান এবং রাগ শূন্য তাঁহারা দৃঢ় ভক্তি যোগ দ্বারা স্ব স্ব হৃদয়ে যে তত্ত্ব অনুভব করিয়া থাকেন আমাদের বিলক্ষণ স্মরণ হইতেছে তুমিই সেই আত্মতত্ত্ব রূপ পরম তত্ত্ব, তুমিই বিশুদ্ধ সত্ত্ব শ্রীমূর্ত্তি দ্বারা ভক্তগণের প্রতিক্ষণে রতি রচনা করিতেছ ॥ ৬৩ ॥

প্রভো! তোমার যশঃ পরম রমণীয় ও অতিশয় পবিত্র সুতরাং কীর্ত্তনার্হ ও তীর্থ স্বরূপ, যে সকল কুশল ব্যক্তি তোমার কথার রসজ্ঞ তাঁহারা তোমার আত্যন্তিক প্রসাদ রূপ যে মোক্ষপদ তাহাকেও গণ্য করেন না, অন্য ইন্দ্রাদি

যে বা ত্বদঙ্ঘ্রিশরণা ভবতঃ কথায়াঃ
কীর্ত্তন্যতীর্থ যশসঃ কুশলা রসজ্ঞাঃ ॥ ৬৪ ॥
কামং ভবঃ স্ববৃজিনৈ র্নিরয়েষু নস্তা
চ্চেতোঽলিবদযদি নু তে পদয়োরমেত।
বাচশ্চ নস্তুলসীবদ্‌যদি তেঽঙ্ঘ্রিশোভাঃ

পদের কথা কি ? ফলতঃ ইন্দ্রাদি পদেও তোমার ভ্রূভঙ্গি মাত্রে ভয় নিহিত হয়, তোমার কথারসজ্ঞ ব্যক্তিরা সর্ব্বদা নিরতিশয় সুখ সম্ভোগ করেন, ইহাতে ঐ পদে তাঁহাদের কেন প্রবৃত্তি হইবে ? ॥ ৬৪ ॥

হে ভগবন্‌ ! ইহার পূর্ব্বে আমাদের পাপ ছিল না, এক্ষণে হইল, যে হেতু আমরা তোমার ভক্তদিগকে অভিশাপ দিলাম, আমাদের আত্মকৃত পাপ নিমিত্ত নরকে বাস হইবে। প্রভো ! যদস্যাৎ আমাদের চিত্ত তোমার চরণার বিন্দে ভ্রমর সদৃশ হইয়া রমণ করে, অর্থাৎ মধুকর যেমন কণ্টক বিদ্ধ হইলেও পুষ্প সমূহে রমণ করিয়া বেড়ায় তাহার ন্যায় কোন প্রকার বিঘ্ন না গণিয়া যদি আমাদের চিত্ত ত্বদীয় চরণারবিন্দে রত হয়, আর যদি আমাদের বাক্য তুলসী তুল্য তোমার চরণদ্বয় দ্বারা শোভমান হয় অর্থাৎ তুলসী যেমন আত্মগুণ নৈরপেক্ষে কেবল তোমার চরণ সম্বন্ধেই শোভা পায় তদ্রূপ যদি আমাদের বাক্য শোভা ধারণ করে এবং তোমার গুণ সমূহ দ্বারা যদি আমাদের কর্ণরন্ধ্র পরিপূর্ণ হয়,

পূর্য্যেত তে গুণগণৈর্যদি কর্ণরন্ধ্রঃ ॥ ৬৫ ॥
প্রাদুশ্চকর্থ যদিদং পুরুহূত রূপং
তেনেশ নির্বৃতিমবাপুরলং দৃশোনঃ
তস্মা ইদং ভগবতে নম ইদ্বিধেম
যোঽনাত্মনাং দুরুদয়ো ভগবান্ প্রতীতঃ ॥ ৬৬ ॥ ৮৫ ॥
অথ ক্রমেণ ব্যাখ্যায়তে এবং তদৈবেতি । টীকাচ । এবং স্বানাং মহৎসু অতিক্রমমপরাধং তৎক্ষণমেব বিবুধ্য তস্মিন্ যত্রেতি সনকাদয় স্তাভ্যাং জয় বিজয়াভ্যাং রুদ্ধাঃ

তাহা হইলে আমাদের যথেষ্ট নরক হউক তাহাতে কিছু ক্ষতি হইবে না ॥ ৬৫ ॥

হে বিপুলকীর্ত্তে! তুমি এই যে মূর্ত্তি প্রকটিত করিলে ইহা দ্বারা আমাদের নেত্র অতিশয় পরিতৃপ্ত হইল। হে ঈশ! তুমি স্বয়ং ভগবান্ অজিতেন্দ্রিয় পুরুষদিগের নিকট অপ্রকট হইয়াও এই প্রকারে যে তুমি জ্ঞান গোচর হইলে এ জন্য তোমাকে আমরা নমস্কার করি ॥ ৬৬ ॥

৩ স্কন্ধের ১৫ অধ্যায়ের ৩৭ শ্লোক হইতে ১৪ শ্লোকের ক্রমাম্বয়ে ব্যাখ্যা "এবং তদৈব" ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীধরস্বামির টীকা যথা ॥

এই প্রকারে ভগবান্ আপনার আত্মীয় সকলের মহৎ সন্নিধানে অতিক্রম অর্থাৎ অপরাধ তখনই জানিতে পারিয়া "তস্মিন্" অর্থাৎ যে স্থানে সেই সনকাদি ঐ দুই জয়বিজয়

তং দেশং যযৌ। আর্য্যাণাং হৃদ্যঃ মনোজ্ঞঃ চরণৌ চলয়ন্নিত্যয়ং ভাবঃ মচ্চরণ দর্শন প্রতিঘাতজং ক্রোধং তৌ দর্শয়ন্ শময়িষ্যামীতি ত্বরাব্যাজেন পদ্ভ্যামেব যযৌ। শ্রীসাহিত্যঞ্চ নিষ্কামানপি বিভূতিভিঃ পূরয়িত্বা ক্ষমাপয়িতুমিতীত্যেষা। অত্র তেষামাত্মারামাণামপ্যানন্দদানার্থং চরণদর্শনেন তস্য সচ্চিদানন্দ ঘনত্বং শ্রীসাহিত্যেন তচ্ছক্তিবিলাসস্যাপি স্বরূপানতিরিক্তত্বং বিবক্ষিতং। স্বানামিতি বহুবচনং দ্বয়োরপ্যপরাধঃ সর্ব্বেষ্বেব পরিবা-

কর্ত্তৃক রুদ্ধ হইয়াছেন সেই দেশে গমন করিলেন। আর্য্য সকলের হৃদ্য অর্থাৎ মনোজ্ঞ। "চরণৌ চলয়ন" ইহার ভাবার্থ এই যে। আমার চরণ দর্শনের প্রতিঘাত জনিত ক্রোধকে ঐ দুই চরণ দর্শন করাইয়া উপশম করিব এই অভিপ্রায়ে ত্বরাচ্ছলে পদদ্বয় দ্বারাই গমন করিলেন। লক্ষ্মীর সহিত গমনের তাৎপর্য্য এই যে নিষ্কামদিগকেও ঐশ্বর্য্য সকল দ্বারা পূর্ণ করিয়া ক্ষমা করাইবেন এই নিমিত্ত॥

এস্থলে সন্দর্ভের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা এই যে, সেই সকল আত্মারাম গণকেও আনন্দ দিবার জন্য। চরণ দর্শন দ্বারা তাঁহার সচ্চিদানন্দ ঘনত্ব হইল। লক্ষ্মীর সহিত এতদ্দ্বারা ভগবৎ শক্তির বিলাসকেও স্বরূপ হইতে অভিন্ন বলিয়াছেন। "স্বানাং" এই বহু বচন দুই জনের অপরাধ সকল পরিবারের প্রতিই পতিত হইল। এই অপেক্ষা অথবা ঐ দুই জন

রেত্থাপতত্তীত্যপেক্ষয়া তয়োর্বহু মানাদ্বা স্ব শব্দেন মুনীনাং ন তাদৃশং তদাত্মীয়ত্বমিতি বিবক্ষিতং। ৫৩ ॥

তত্র তৈর্দৃষ্টং দেবমনুবর্ণয়তি পঞ্চভিঃ। তংত্বাগত মিতি তে সনকাদয়ঃ স্বসমাধিনা ভাগ্যং ভজনীয়ং ফলং যদ্ব্রহ্ম তদেবাক্ষ বিষয়ং। যদ্বা স্বসমাধেঃ স্বস্য হৃদি ব্রহ্মা কারেণ পরতত্ত্ব স্ফূর্ত্তের্ভাগ্যং ফলরূপং। যতোঽক্ষ বিষয়ং স্বপ্রকাশতা শক্তি সংস্কৃত নিখিল ধীন্দ্রিয় স্ফুরিত ত্বেন সম্প্রতি বিস্পষ্টমেবানু ভূয়মানং। অনেন পূর্ব্ববৎ তস্য শব্দ স্পর্শ রূপরসগন্ধাখ্যানাং সর্ব্বেষামেব ধর্ম্মাণাং সচ্চিদানন্দ

ভৃত্যের বহু সম্মান হেতু দ্বিবচন স্থানে বহু বচন প্রয়োগ হইয়াছে। অপর স্বশব্দ প্রয়োগদ্বারা মুনিগণের জয় বিজয় তুল্য ভগবানের আত্মীয়ত্ব বিবক্ষিত হয় নাই ॥ ৫৩ ॥

ঐ স্থলে মুনিগণ কর্ত্তৃক দৃষ্ট ভগবান্‌কে ৫ শ্লোকে
বর্ণন করিতেছেন ॥

"তং ত্বাগত" এই শ্লোকে সেই সনকাদি আপনা দিগের সমাধির ভাগ্য অর্থাৎ ভজনীয় ফল যে ব্রহ্ম তাহাই চক্ষুর্বিষয় হইলেন। অথবা স্বীয় সমাধির অর্থাৎ নিজের হৃদয়ে ব্রহ্মরূপে পরতত্ত্ব স্ফূর্ত্তির ভাগ্য অর্থাৎ ফলরূপ। যেহেতু চক্ষুর বিষয় হইলেন অর্থাৎ ভগবানের স্বপ্রকাশতা শক্তি দ্বারা সংস্কার বিশিষ্ট জ্ঞানেন্দ্রিয় সকলের স্ফূর্ত্তি হওয়াতে সম্প্রতি স্পষ্টরূপে অনুভব করিলেন। এতদ্দ্বারা পূর্ব্বের ন্যায় ঐ

ঘনত্বং সাধিতং। তথা নিত্যমেব তথাবিধ সন্ততো দেবিত্ব মাধুরী বৈচিত্র্যানুভব পূর্ব্বকং পরমপ্রেমানন্দ সন্দোহেন সেবমানৈস্তস্যাত্মীয়ৈঃ পুরুষৈ রানীত সেবৌ-পয়িক নানা বস্তুভিঃ সেব্যমানং ভগবন্তং কথঞ্চিৎ ক্বচিৎ কদাচিদেব তদানীং কেনাপি সমাধিজ ভাগে দয়েন কেবলমপশ্যন্নিতি তেষাং পরমবিদুষাং স্পৃহাস্পদাবস্থেষু তেষু শ্রীবৈকুণ্ঠপুরুষেষু কস্যা অপি ভগবদানন্দশক্তে-র্বিলাস ময়ত্বং দর্শিতং। অথ তেষাং ভগবদ্রতে রুদ্দীপন-

ভগবানের শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ প্রভৃতি সমুদায় ধর্ম্মে-রই সচ্চিদানন্দ ঘনত্ব সাধিত হইল। ঐ রূপ নিত্যই সেই প্রকার সর্ব্বদা উদ্দীপ্ত মাধুর্য্যের বিচিত্র ভাব অনুভব পূর্ব্বক পরম প্রেমানন্দ সমূহদ্বারা ভগবানের সেবা পরায়ণ আত্মীয় পুরুষগণকর্ত্তৃক আনীত সেবার উপযুক্ত বস্তু সমূহ দ্বারা সেব্য মান ভগবান্‌কে কোন প্রকারে কোন স্থানে কখনই দেখিতে পান নাই কিন্তু তৎকালীন কোন সমাধি জনিত ভাগ্যের উদয় হেতু সনকাদি মুনিগণ কেবল মাত্র দর্শন করিয়াছিলেন। অতএব সেই পরম জ্ঞান শালি সনকাদি মুনিগণের স্পৃহার আস্পদীভূত অবস্থা সম্পন্ন সেই শ্রীবৈকুণ্ঠ বাসি পুরুষ সকলে ভগবানের কোন অনির্ব্বচনীয় আনন্দশক্তির বিলাসরূপত্ব দেখান হইল॥

অনন্তর সেই সকল সনকাদি মুনিগণের ভগবদ্রতির উদ্দী-

ত্বেন চিত্তক্ষোভকত্বাত্তৎ পরিচ্ছদাদীনামপি তাদৃশত্বমাহ হংসেতি সার্দ্ধৈস্ত্রিভিঃ। কেশরা মুক্তাময়প্রালম্বাঃ ॥ ৫৪॥ কৃৎস্নপ্রসাদেতি। কৃৎস্নস্য দ্বারপাল মুনিবৃন্দস্য প্রসাদে সুমুখমিতি স্পৃহণীয়ানাং গুণানাং ধাম স্থানমিতি চ তত্তদ্গুণানাং তাদৃশত্বং দর্শিতং। স্নেহাবলোকেতি বিলাসস্য। স্বঃ সুখভোগস্থানানি নিত্যানানন্দ রূপত্বাৎ। তেষাং চূড়ামণিমাত্মধিষ্ণ্য স্ব স্বরূপং স্থানং শ্রীবৈকুণ্ঠং তাদৃশে প্যুরসি শোভিতয়া প্রিয়া কৃত্বা সুভগয়ন্তমিব। ইবেতি

পন হওয়াতে চিত্তের ক্ষোভহেতু ভগবানের পরিচ্ছদ সকলেরও তাদৃশত্ব আনন্দশক্তির বিলাসরূপত্ব "হংসেতি" সার্দ্ধ তিন শ্লোকে কহিতেছেন কেশর অর্থাৎ মুক্তাময় প্রালম্ব ॥ ৫৪ ॥

"কৃৎস্নস্য" অর্থাৎ দ্বারাপাল ও মুনি সকলের প্রতি প্রসাদ বিষয়ে ভগবান্ প্রসন্ন মুখ। "স্পৃহণীয় ধাম" অর্থাৎ তিনি স্পৃহণীয় সমস্ত গুণের আধার স্বরূপ। ইহার দ্বারা সেই সেই গুণসকলের সচ্চিদানন্দ ঘনত্ব দর্শিত হইল। "স্নেহাবলোক" এতদ্দ্বারা বিলাসের। তথা "স্ব" অর্থাৎ সুখভোগ স্থান সকলের নিত্য, অনন্ত ও আনন্দ রূপ স্বপ্রযুক্ত তাহাদের চূড়ামণি স্বরূপ আত্মধিষ্ণ্য অর্থাৎ আপনার স্বরূপ ভূত স্থান শ্রীবৈকুণ্ঠ। সেই প্রকার বক্ষঃস্থলে লক্ষ্মীকে ধারণ করায় তদ্দ্বারা ঐ বৈকুণ্ঠের শোভা বৃদ্ধি করিতেছিলেন। ইব

বাক্যালঙ্কারে,। অনেন শ্রীবৈকুণ্ঠস্য ॥

উক্তঞ্চ। তদ্বিশ্বগুর্ব্বিত্যাদৌ আপুঃ পরাং মুদমপূর্ব্ব মিত্যাদি বক্ষ্যতে চ ॥

শব্দের অর্থ বাক্যালঙ্কারে। ইহা দ্বারা শ্রীবৈকুণ্ঠলোকের সচ্চিদানন্দ ঘনত্ব দর্শিত হইল ॥

এই বিষয় ৩ স্কন্ধের ১৫ অধ্যায়ে ২৬ শ্লোকে
উক্ত হইয়াছে যথা ॥

"তদ্বিশ্বগুর্ব্বধিকৃতং ভুবনৈকবন্দ্যং
দিব্যং বিচিত্র বিবুধাগ্র্যবিমানশোচিঃ।
আপুঃ পরাং মুদমপূর্ব্বমুপেত্য যোগ
মায়াবলেন মুনয় স্তদথো বিকুণ্ঠং ॥

তাৎপর্য্য। ব্রহ্মা কহিলেন, হে দেবগণ! তদনন্তর মুনি গণ যোগমায়া বলে অর্থাৎ অষ্টাঙ্গ যোগ প্রভাবে উক্ত বৈকুণ্ঠ ধামে উপনীত হইয়া পরমোৎকৃষ্ট হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন। বিশ্ব-গুরু ভগবান্ তথায় অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন সুতরাং ঐ স্থল অতি অপূর্ব্ব ও সমস্ত ভুবনের বন্দনীয় ছিল, আর সেই স্থানের চারিদিকে প্রধান প্রধান দেবগণের বিচিত্র বিমান সকল দীপ্তি পাইতে ছিল, তাহাতে ঐ স্থান সর্ব্বদা দেদীপ্য মান হইয়া রহিত ॥

ইহার পরেও ৩ স্কন্ধের ১৬ অধ্যায়ে ২৭। ২৮ শ্লোকে বলিবেন। যথা ॥

অথ তে মুনয়ো দৃষ্ট্বা নয়নানন্দভাজনং ।
বৈকুণ্ঠং তদধিষ্ঠানং বিকুণ্ঠঞ্চ স্বয়ং প্রভুং ॥
ভগবন্তং পরিক্রম্য প্রণিপত্যানুমান্যচ ।
প্রতিজগ্মুঃ প্রমুদিতাঃ সংশন্তো বৈষ্ণবীং শ্রিয়মিতি ॥৫৫ ॥
পীতাংশুকে ইতি উপলক্ষণে তৃতীয়া ॥ ৫৬ ॥
বিদ্যুদিতি । হরতা মনোহরেণ । তদেবং পরিচ্ছদাদীনামপি তাদৃশত্বং বর্ণয়িত্বা পুনস্তস্যৈবাতিমনোহরত্বমাহ ॥৫৭

ব্রহ্মা কহিলেন অনন্তর সেই মুনিগণ বিকুণ্ঠ ও বৈকুণ্ঠ উত্তম রূপে দর্শন করিলেন। ভগবান্ এবং তদীয় নিবাস ভবন উভয়ই নেত্রোৎসব জনক ও সচ্চিদানন্দ প্রযুক্ত স্বয়ং প্রকাশমান, সুতরাং তদবলোকনে তাঁহাদের অতিশয় আনন্দানুভব হইল ॥

পরে তাঁহারা প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক প্রণাম করিয়া ভগবানের অনুমতি গ্রহণ করত প্রমোদিত হইয়া ভগবানের ঐশ্বর্য্যের কথা কহিতে কহিতে স্ব স্ব স্থানে প্রতি গমন করিলেন ॥৫৫॥

"পীতাংশুকে" এই শ্লোকে কাঞ্চি ও বনমালা দ্বারা লক্ষিত; এস্থলে উপলক্ষণে তৃতীয়া ॥ ৫৬ ॥

"বিদ্যুদিতি" এই শ্লোকে "হরৎ" ইহার অর্থ মনোহর, অতএব এই প্রকার পরিচ্ছদ সকলেরও তাদৃশত্ব অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ ঘনত্ব বর্ণন করিয়া পুনর্ব্বার ভগবানের অতিশয় মনোহরত্ব কহিতেছেন ॥ ৫৭ ॥

অত্রোপসৃষ্টমিতি ইন্দিরায়া উৎস্মিতং গর্ব্বঃ অত্র ভগবতি উপসৃষ্টং অস্য মদনার্ব্বুদ সুন্দর কান্তস্য নিত্যেন লাভেন নিত্যমেবাধিকমাবির্ভাবিতমিতি তদীয়ানাং ধিয়া বিতর্কিতং। অত্র হেতুঃ। বহু সৌন্দর্য্যসম্পন্নমিতি। নন্বেবং ভূতস্য লক্ষ্ম্যা অপি রহস্য মহানিধি রূপস্য পরম বস্তুনঃ কথং প্রকাশঃ সম্ভবতীত্যত আহ মহ্যমিতি মদাদীনাং ভক্তানাং কৃতে অঙ্গং ভজন্তং মূর্ত্তিং প্রকটয়ন্তং। উল্লঙ্ঘিত ত্রিবিধসীম সমাতিশায়ি

"অত্রোপসৃষ্ট" ইত্যাদি শ্লোকে ইন্দিরা শব্দে লক্ষ্মী তাঁহার যে উৎস্মিত (গর্ব্ব) তাহা এই ভগবানে উপসৃষ্ট (অন্তগত) হইল, অর্থাৎ অসংখ্য কন্দর্প অপেক্ষা সুন্দর কান্তের নিত্য লাভ দ্বারা নিত্যই অধিক আবির্ভাবিত হইয়াছে এই বলিয়া তদীয় ভক্তগণের মনে এই রূপ বিতর্কিত হইতেছিল। ইহার হেতু এই ভগবন্মূর্ত্তি বহু সৌন্দর্য্য সম্পন্ন। যদি বল এই প্রকার লক্ষ্মীরও একান্ত মহানিধি রূপ পরম বস্তু ভগবদ্বিগ্রহের কি প্রকারে প্রকাশ সম্ভব হয় এই প্রশ্নে কহিতেছেন॥

"মহ্যমিতি" অস্মদাদি ভক্তগণের নিমিত্ত "অঙ্গং ভজন্তং" মূর্ত্তি প্রকটন করেন।

হে ভগবন্! আপনার প্রভুত্ব স্বভাব যাহা ত্রিলোকের সীমা তথা সম ও অতিশয় সম্ভাবনাকে উল্লঙ্ঘন করিয়াছে,

সম্ভাবনন্তব পরিব্রঢ়িমস্বভাবং ।
মায়াবলেন ভবতাপি নিগুহ্যমানং
পশ্যন্তি কেচিদনিশং ত্বদনন্যভাবা ইতিবৎ ।
ভক্তিরেবৈনং নয়তি ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তীত্যাদি শ্রুতেঃ ।
তথাভূতং তমচক্ষতেতি নিরীক্ষ্য চ মুদা কৈঃ শিরোভি
নেমুঃ । ন বিশেষেণ তৃপ্তা দৃশো নেত্রাণি যেষাং তে ॥৫৮॥
তস্যেতি । টীকাচ । স্বরূপানন্দাদপি তেষাং ভজনা
নন্দাধিক্যমাহ তস্য পদারবিন্দ কিঞ্জল্কৈঃ কেশরৈর্মিশ্রা
যা তুলসী তস্যা মকরন্দেন যুক্তো বায়ুঃ স্ববিবরেণ নাসা
যা তুলসী তস্যা মকরন্দেন যুক্তো বায়ুঃ স্ববিবরেণ নাসা
চ্ছিদ্রেণ অক্ষরজুষাং ব্রহ্মানন্দসেবিনামপি সংক্ষোভং

এবং মায়াবলে আপনি স্বয়ং তাহা গোপন করিলেও যাঁহারা আপনার একান্ত ভক্ত নিরন্তর তাঁহারা দর্শন করিয়া থাকেন ইহার ন্যায় শ্রুতিতে বলিয়াছেন, ভক্তি ইহাঁকে প্রাপ্ত করান এবং ভক্তি ইহাঁকে দর্শন করান ॥

সনকাদি মুনিগণ ভগবান্‌কে ঐরূপ দর্শন করিয়া হৃষ্ট চিত্তে মস্তকাবনত করত নমস্কার করিলেন। কিন্তু তাঁহার সৌন্দর্য্য দর্শনে তাঁহাদের নেত্র বিশেষ পরিতৃপ্ত হইল না ॥৫৮

"তস্যেতি" এই শ্লোকের টীকা যথা। ঐ মুনিগণের স্বরূপানন্দ হইতে ভজনানন্দের আধিক্য কহিতেছেন। ভগবানের পাদপদ্মের কিঞ্জল্ক অর্থাৎ কেশর মিশ্রিতা যে তুলসী তাঁহার মকরন্দ যুক্ত বায়ু নাসারন্ধ্র যোগে তাঁহাদের

চিত্তে হৃতিহর্ষং তনৌ রোমাঞ্চমিত্যেষা। অত্র পদয়োররবিন্দ কিল্কঞ্জমিশ্রা যা তুলসীতি ব্যাখ্যেয়ং। অরবিন্দ তুলসৌ চ তদানীং বনমালা স্থিতে এব জ্ঞেয়ে অস্ত তারস্তুগবদাত্মভূতানাং তেষামঙ্গোপাঙ্গানাং তেষু ক্ষোভ কারিত্বং তৎ সম্বন্ধিনো বায়ুরপি ইতি ভাবঃ। অত্র শ্রীরামানুজশারীরকে হি দর্শিতমিদং॥

সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতেতি ব্রহ্ম

অন্তর্গত হইল, যদিও তাঁহারা নিরন্তর ব্রহ্মানন্দ অনুভব করিতেন, তথাপি তাঁহাদের চিত্তে হর্ষ এবং গাত্রে রোমাঞ্চ হইল॥

এস্থলে চরণদ্বয়ের অরবিন্দ "পদ্ম" কিঞ্জল্ক মিশ্রা যে তুলসী ইহাই ব্যাখ্যার যোগ্য। অরবিন্দ ও তুলসী তৎ কালীন বনমালাতেই ছিল ইহা জানিতে হইবে॥

অপিচ ঐ সকল মুনিতে ভগবানের আত্ম স্বরূপ অঙ্গ ও উপাঙ্গ সকলের ক্ষোভজনকত্ব হওয়া দূরে থাকুক, ঐ অঙ্গ উপাঙ্গ সম্বন্ধীয় বায়ু ও তাঁহাদের ক্ষোভকারিত্ব হইয়াছিল॥

এস্থলে শ্রীরামানুজ শারীরকেও এই বিষয় দেখাইয়াছেন যথা॥

সেই জীব বিপশ্চিৎ অর্থাৎ জ্ঞানঘন ব্রহ্মের সহিত সকল কামকে ভোগ করেন এবং বেদকে জানেন, কিন্তু

বেদ ন ফলমগময়দ্বাক্যং পরস্য বিপশ্চিতো ব্রহ্মণো গুণা-নন্তং ব্রবীতি বিপশ্চিতা ব্রহ্মণা সহ সর্ব্বান্ কামানশ্নুতে। কামাস্ত ইতি কামাঃ কল্যাণ গুণাঃ পর ব্রহ্মণা সহ তদগু-ণান্ সর্ব্বানশ্নুত ইত্যর্থঃ। দহরবিদ্যয়া তস্মিন্ ন যদন্ত-স্তদন্বেষ্টব্যমিতি বৎ গুণপ্রাধান্যং বক্তুং সহ শব্দ ইতি ॥ ৫৯ ॥

হর্ষকারিতং সম্ভ্রমমাহ দ্বাভ্যাং। তে বা ইতি। তে বৈ কিল বদনমেব অসিত পদ্মকোষঃ ঈষদ্বিকসিতং নীলা-ম্বুজং। তং উৎ ঊর্দ্ধং বীক্ষ্য লব্ধমনোরথাঃ সন্ত নথা

পরমেশ্বরের বাক্য যে বেদ তাহার ফল জ্ঞাত নহেন। কেবল বিপশ্চিৎ ব্রহ্মের গুণ সকলকে অনন্ত বলেন। বিপশ্চিৎ ব্রহ্মের সহিত সমুদায় কাম ভোগ করেন ॥

কামশব্দের অর্থ কল্যাণ গুণ। পরব্রহ্মের সহিত সেই সকল গুণ যোগ করেন ইহাই তাৎপর্য্য। যাঁহার অন্ত নাই তাঁহাকে সেই শরীরে হৃদয় বিদ্যা দ্বারা অন্বেষণ করা কর্ত্তব্য ইহার ন্যায় গুণের প্রাধান্য বলিবার নিমিত্ত সহ শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন ॥ ৫৯ ॥

হর্ষকারি সম্ভ্রম দুই শ্লোকদ্বারা কহিতেছেন যথা ॥

"তে বা ইতি" ৬০ শ্লোকে। সেই ঋষিগণ! অসিত পদ্ম কোষ অর্থাৎ বিকসিত নীল-পদ্মের ন্যায় ভগবানের বদন ঊর্দ্ধ দৃষ্টিদ্বারা অবলোকন করত মনোরথ পূর্ণ করিয়াছিলেন।

শ্রবারুণমনয়ঃ তেষাং শ্রয়ণমাশ্রয় ভূতং অঙ্ঘ্রিদ্বন্দ্বং পুনরবেক্ষ্য অধো দৃষ্ট্যা বীক্ষ্য পুনঃ পুনরেবং বীক্ষ্য যুগপৎ সর্ব্বাঙ্গলাবণ্য গ্রহণাশক্তেঃ পশ্চাদিদধ্যুশ্চিন্তয়া মাস্থঃ যুগপদেব কথমিদমিদং সর্ব্বং পশ্যেমেত্যুৎকণ্ঠাভিঃ স্থায়িভাবপোষকং চিন্তাখ্যং ভাবমবাপুরিত্যর্থঃ॥ ৬০॥

পুংসামিতি বহুমতং ব্রহ্মণোঽপি ঘন প্রকাশত্বাদত্যাদরাস্পদং। বহূনাং তত্ত্ব দৃশাং সংমতমিতি বা। পৌংস্নং পৌরুষং বপুর্দর্শয়ন্তং। অস্য শ্রীবিকুণ্ঠাতনয়ন্যার্ণব শায়ি নারায়ণাখ্যং পুরুষাবতারত্বেঽপি নতু ব্রহ্মাদি বৎ সোপাধি

ভগবানের নখ সকলই অরুণ বর্ণ মণি তাহাদের আশ্রয়রূপ চরণদ্বয় পুনর্ব্বার অবলোকন করিয়া অর্থাৎ অধো দৃষ্টিদ্বারা পুনরায় দর্শন করিয়া এককালীন সর্ব্বাঙ্গের লাবণ্য গ্রহণে অসমর্থ হইয়া পশ্চাৎ চিন্তা করিয়াছিলেন, এককালীন কি প্রকারে এই সমুদায় দর্শন করিব এই বলিয়া উৎকণ্ঠা বশতঃ স্থায়িভাব পোষক চিন্তা নামক ভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন॥৬০॥

"পুংসামিতি" ৬০ শ্লোকে, বহুমত অর্থাৎ ব্রহ্মেরও ঘন প্রকাশ প্রযুক্ত অত্যন্ত আদরাস্পদ। অথবা বহু বহু তত্ত্বজ্ঞ দিগের সম্মত ইহাই বা। "পৌংস্নং" অর্থাৎ পুরুষাকার বপুঃ দর্শন করাইয়াছিলেন। এই শ্রীবিকুণ্ঠাতনয়ের সমুদ্র শায়ি নারায়ণ নামক পুরুষাবতারত্বে ও ব্রহ্মাদির ন্যায় উপাধি

তয়া হ্যনাবিভূর্ত পুরুষাকারত্বমস্তি কিন্তু শ্রীবিষ্ণুবৎ সাক্ষাত্তদাকারত্বমেবেত্যর্থঃ অণিমাদ্যষ্টৈশ্বর্য্যৈর্যুতং বিশিষ্টং নতূপলক্ষিতং। অনেন তেষাং স্তুত্যাস্পদ বিশেষণত্বেন ঐশ্বর্য্যোপলক্ষি সমস্ত ভগানাং তাদৃশত্বং ব্যঞ্জিতং। সমগৃণন্ সম্যগস্তুবন্নিতি ॥ ৬১ ॥

অথ শ্রীভগবতস্তাদৃশতা ব্যঞ্জনীং নিজাং মুক্তিং তেষামেব স্বহার্দ্দাভিব্যক্তিকরণ স্তুতি বাক্যেন প্রমাণয়তি। শ্রীকুমারা উচুরিতি। স্তুতিমাহ য ইতি পঞ্চভিঃ। তত্রাক্ষর

বিশিষ্ট অনাবিভূর্ত পুরুষাকার নহে কিন্তু শ্রীবিষ্ণুর ন্যায় সাক্ষাৎ তদাকারত্বই জানিতে হইবে। অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য্য যুত অর্থাৎ বিশিষ্ট কিন্তু উপলক্ষিত নহে। ইহার দ্বারা ঐ সকল ঐশ্বর্য্যাদির স্তুতির আস্পদ বিশেষণত্ব রূপে ঐশ্বর্য্যোপলক্ষি সমস্ত ভগের অর্থাৎ সমুদায় ঐশ্বর্য্যের তাদৃশত্ব অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ ঘনত্ব প্রকাশিত হইল। "সমগৃণন্" ইহার অর্থ সম্যক্ রূপে স্তব করিয়াছিলেন ॥ ৬১ ॥

অনন্তর শ্রীভগবানের ঐরূপ প্রকাশিনী নিজ উক্তিকে সেই সকল ঋষিদিগের স্বীয় অভিপ্রায় প্রকাশ করণক স্তুতি বাক্য দ্বারা প্রমাণ করিতেছেন। "শ্রীকুমারা উচুঃ" অর্থাৎ ঐ সকল সনকাদি ঋষি কহিলেন ॥

৩ স্কন্ধে ১৫ অধ্যায়ে "যোন্তর্হিতঃ"। ইত্যাদি শ্লোক হইতে ৫ শ্লোকে স্তুতি কহিতেছেন। এস্থানে "অক্ষর জুষা-

জুষামপীত্যনুস্মৃত্য ব্যাখ্যায়তে। নিত্যং ব্রহ্মরূপেণ প্রকাশকেন তচ্চিত্রং ইদানীং তু বিশুদ্ধ সত্ত্ব লক্ষণেন স্বরূপশক্তি বৃত্তি বিশেষেণ প্রকাশিতয়া ঘন প্রকাশ পরতৈকরূপয়া মূর্ত্ত্যা প্রত্যক্ষোঽসি অহো ভাগ্যমস্মাক মিত্যাহুঃ। হে অনন্ত যস্ত্বং হৃদ্গতোঽপি দুরাত্মনামন্তর্হিতো ন স্ফুরসি সোঽস্মাকমন্তর্হিতো ন ভবসি নয়ন মূলং ত্বদ্যৈব রাদ্ধঃ প্রাপ্তোঽসি। তথাচ। অপি সংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যামিত্যস্য বিষয় বাক্যং পরাঞ্চিখানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভু

মপি চিত্ত তন্বোঃ" ঐ অধ্যায়ের ৪২ শ্লোক স্মরণ করিয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন॥

হে ভগবন্! আপনি যে নিত্য ব্রহ্মস্বরূপে প্রকাশ পান তাহা আশ্চর্য্য নহে, কিন্তু এক্ষণে যে বিশুদ্ধ সত্ত্ব রূপ স্বরূপ শক্তির বৃত্তি বিশেষ দ্বারা প্রকাশিত ঘনপ্রকাশ পরতত্ত্বের এক স্বরূপ মূর্ত্তিতে যে প্রত্যক্ষ হইলেন ইহাই আমাদের আশ্চর্য্য ভাগ্য, এই অভিপ্রায়ে সনকাদি কহিলেন॥

হে অনন্ত! যে তুমি হৃদয়স্থ হইয়াও দুরাত্ম-ব্যক্তিদিগের নিকট অন্তর্হিত থাক অর্থাৎ তাহাদের নিকট প্রকাশ পাওনা কিন্তু আমাদিগের নিকট অন্তর্হিত হইলে না, অদ্যই আমাদের নয়ন গোচর হইলে॥

এই বিষয়ে শ্রুতি যথা॥

সেই রূপ সম্যক্ আরাধনাতেও আপনি প্রত্যক্ষ ও অনু

তস্মাৎ পরাঙ্‌পশ্যতি নান্তরাত্মন্ কশ্চিজ্জীবঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদাবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্নিতি ॥

অন্তর্দ্ধানাভাবে হেতুঃ ভবদুদ্ভবেন ব্রহ্মণা তেনাস্মৎ পিত্রা যর্হি যদৈবানুবর্ণিত রহা উদ্দিষ্ট ব্রহ্মাখ্য রহস্যঃ তদৈব কর্ণ মার্গেণ গুহাং বুদ্ধিং গতোঽসীতি তদুক্তং । অক্ষরজুষামপীতি ॥ ৬২ ॥

নেনু পিত্রোপদিষ্টং ভবতামদৃশ্যমাত্মতত্ত্বং অহং ত্বন্য

ধান দ্বারা বিষয় বাক্য হইয়াছেন । যে হেতু স্বয়ম্ভু (ব্রহ্মা) আত্ম বিষয় ব্যতিরিক্ত পরাঙ্গ বিষয় অর্থাৎ ঘট পটাদি বিষয় ইন্দ্রিয় সকলকে জয় করিয়াছেন । সেই হেতু অন্তরাত্মা যে আপনি আপনাকে ভিন্ন দর্শন করেন না । বিস্তৃত চক্ষুঃ কোন ধীর পুরুষ মোক্ষেচ্ছু হইয়া প্রত্যগাত্মাকে দর্শন করেন ॥

অন্তর্ধানের অভাবে হেতু এই, প্রভো ! আমাদের পিতা ব্রহ্মা, যোগা হইতে তাঁহার জন্ম হয়, তিনি যৎকালে তোমার রহস্য অর্থাৎ ত্বদীয় ব্রহ্ম তত্ত্ব আমাদিগকে উপদেশ দেন, তৎকালেই তুমি আমাদের কর্ণ পথ দ্বারা বুদ্ধি মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছ, এই বিষয় উল্লিখিত অধ্যায়ের "অক্ষর জুষা" এই ৪২ শ্লোকে বর্ণন হইয়াছে ॥ ৬২ ॥

ভগবান্ যদি এই রূপ কহেন, অহে ঋষিগণ ! তোমা-

এব স্যাং দৃশ্যত্বাৎ নৈবং। অস্মৎ প্রত্যভিজ্ঞয়া ভেদ নিরাসাদিত্যাহু স্তং ত্বামিতি হে ভগবন্ আত্মতত্ত্বমেব পরং ত্বাং বিদামঃ বিদ্মঃ প্রত্যভিজানীমঃ। কেন প্রত্যভিজানীথ। সংপ্রতি অধুনা সত্ত্বেন অস্মাস্বেতদ্রূপাবির্ভাবেন। এতাবন্তং কালং ন জ্ঞাতবন্তোবয়ং অধুনা তু সাক্ষাদনুভবেন নিশ্চিতবন্তঃ স্ম ইত্যর্থঃ। ব্রহ্ম চ শ্রীবিগ্রহশ্চায়ং স্বপ্রকাশ পরমাত্মত্বেন এব স্ফুরতি চিত্ত বৃত্তি ব্রহ্মবৎ নেত্রে স্ফুরতি নতু দৃশ্যসে। নেত্রে চ তত্রাধার মাত্রমিতি দ্বয়মপ্যভেদেনৈব প্রতীম ইতি

দের পিতা ব্রহ্মা তোমাদিগকে যিনি দর্শনের বিষয়ীভূত হয়েন না, সেই ব্রহ্ম তত্ত্ব উপদেশ করিয়াছেন, কিন্তু আমি অন্য, যে হেতু দৃষ্ট হইতেছি, ইহাতে ঋষিগণ কহিলেন ইহা বলিবেন না, আমাদের প্রত্যভিজ্ঞা দ্বারা ভেদ নিরাশ হওয়ায় বিলক্ষণ স্মরণ হইতেছে, "তং ত্বামিতি" এই ৪৭ শ্লোকে ॥

হে ভগবন্! সেই আত্ম তত্ত্ব রূপ পরম তত্ত্ব আপনাকে জানিলাম। কি প্রকারে জানিলে, সম্প্রতি এখন সত্ব দ্বারা অর্থাৎ আমা সকলে এই রূপে আবির্ভাব দ্বারা। একাল পর্য্যন্ত আপনাকে আমরা জানিতাম না কিন্তু সম্প্রতি সাক্ষাৎ অনুভব দ্বারা নিশ্চয় করিলাম। ব্রহ্ম এবং এই শ্রীবিগ্রহ স্বপ্রকাশ পরমাত্মত্ব রূপেই প্রকাশ পাইতেছেন। চিত্ত

ভাবঃ। ত্বং শুদ্ধচিত্তবৃত্তৌ ব্রহ্মবৎ নেত্রে হ্যপ্যস্মাকং স্ফুরসি নতু দৃশ্যত্বেনেতি ভাবঃ। ন কেবলং প্রত্যভিজ্ঞা মাত্রমিত্যাহুঃ।) এষামস্মাকং রতিং রচয়ন্তং। অন্যথা রতিরপি ত্বয্যস্মাকং নোদ্ভবেদিতি ভাবঃ।

নিরহংমানাদিত্বেন স্বেষামন্যতো রত্য ভাবমেব দ্যোতয়ন্তস্তদাত্মতত্ত্বমাহুঃ। তত্রাপি সাধন বৈশিষ্ট্যাৎ কিমপি বৈশিষ্ট্যং চাহুঃ॥

যত্তদ্রূপত্বেনাবির্ভাবাদাত্মতত্ত্বং তেহনুতাপঃ কৃপা তেনৈব

বৃত্তিতে ব্রহ্মের ন্যায় নেত্রে স্ফূর্ত্তি পাইতেছেন কিন্তু দৃষ্ট হইতেছেন না। নেত্রে এই পদে আধার মাত্র। ব্রহ্ম ও শ্রীবিগ্রহ দুইকেই অভেদ দ্বারা জানিলাম। আপনি শুদ্ধ চিত্ত বৃত্তিতে ব্রহ্মের ন্যায় আমাদের নেত্রেও স্ফূর্ত্তি পাইতেছেন, কিন্তু দৃষ্ট হইতেছেন না। কেবল জানিলাম মাত্র তাহা নয় এই অভিপ্রায়ে কহিতেছেন। এই আমাদের রতিকেও জন্মাইতেছেন। তাহা না হইলে আপনাতে আমাদের রতিও উদ্ভব হইত না॥

আত্মারাম মুনিগণের অহঙ্কারাদি না থাকিলেও ভক্ত ভিন্ন অন্যত্র রতির অভাবই হয়, ইহাই প্রকাশ করত সেই আত্মতত্ত্ব প্রকাশ করিয়া কহিতেছেন। তাহাতেও আবার সাধনের বিশিষ্টতা হেতু কোন অনির্ব্বচনীয় বৈশিষ্ট কহিতেছেন॥ যাহা আরনার স্বরূপত্ব রূপে আবির্ভাব হেতু

বিদিতৈ দৃঢ়ভক্তিযোগৈ র্যদ্বিত্তঃ। যদ্বা অনুতাপো দৈন্যং তেন বিদিতৈ স্তে তব দৃঢ়ভক্তিযোগৈঃ কীদৃশাঃ উদ্‌গ্রন্থয়ো নিরহংমানাঃ অতএব বিরাগা। তদেবং পিত্রা নুবর্ণিতরহা ইত্যত্র রহঃ শব্দশ্চতুঃশ্লোকী রীত্যা তে ভক্তেরেব বাচক ইতি ব্যঞ্জিতং ॥ ৬৩ ॥

অথ পূর্ব্বমভেদমতয়োঽপি সম্প্রতি স্বরূপানন্দ শক্তে র্বিলাসৈ র্বিচিত্রিত মতয়ো ভূয়োপি ভেদাত্মিকাং ভক্তি মেব প্রার্থয়িতুং ভক্তানাং সুখাতিশয়মাহুঃ। নাত্য-

---

আত্ম তত্ত্ব। আপনার অনুতাপ অর্থাৎ কৃপা, তদ্দ্বারা বিদিত দৃঢ় ভক্তিযোগ দ্বারা জানিয়াছেন। অথবা অনুতাপ শব্দের অর্থ দৈন্য, সেই দৈন্য দ্বারা বিদিত আপনার দৃঢ় ভক্তিযোগ দ্বারা, মুনিগণ কি প্রকার? এই প্রশ্নে কহিতেছেন, তাঁহারা উদ্গ্রন্থি অর্থাৎ অভিমান শূন্য অতএব বাসনা রহিত সুতরাং এই প্রকার হইলে ৪৬ শ্লোকে বর্ণিত "পিত্রানুবর্ণিত রহা" অর্থাৎ আমাদের পিতা ব্রহ্মা তিনি যৎকালে আপনার রহস্য আমাদিগকে উপদেশ দেন। এস্থলে রহঃ শব্দে চতুঃশ্লোকী রীতি দ্বারা আপনার ভক্তির বাচক ইহা প্রকাশ হইল ॥ ৬৩ ॥

অনন্তর পূর্ব্বে অভেদ বুদ্ধি হইয়াও সম্প্রতি স্বরূপানন্দ শক্তির বিলাস দ্বারা বিস্মিত বুদ্ধি হইয়া সনকাদি পুনর্ব্বার ভেদাত্মিকা শক্তিকেই প্রার্থনা করিবার নিমিত্ত ভক্ত সকলের

ন্তিকমিতি আত্যন্তিকং মোক্ষলক্ষণং প্রসাদমপি কিমুতা ন্যদিন্দ্রাদি পদং ॥ ৬৪ ॥

ইদানীং স্বাপরাধং দোতয়ন্তো ভক্তিং প্রার্থয়ন্তে কাম মিতি হে ভগবন্ অতঃ পূর্ব্বমস্মাকং বৃজিনং নাভবৎ। ইদানীং তু সর্ব্বাণ্যপি জাতানি যতস্ত্বদ্ভক্তৌ শপ্তৌ। অতস্তৈর্বৃজিনৈর্নিরয়েষু কামং নোঽস্মাকং ভবো জন্ম স্তাৎ। অনেন তদধিগম উত্তর পূর্ব্বাঘয়ো রশ্লেষ বিনাশৌ তদ্ব্যপদেশাদিতি ন্যায়েনাসংভব ভদ্ভাবানাং ব্রহ্মজ্ঞানিনা-

---

সুখাতিশয় কহিতেছেন ॥

৩ স্কন্ধের ১৫ অধ্যায়ের ৪৮ শ্লোকে ॥

"নাত্যন্তিকমিতি" হে ভগবন্! যে সকল কুশল ব্যক্তি আপকার আত্যন্তিক অর্থাৎ মোক্ষ লক্ষণ প্রসাদকেও যখন গণ্য করেন না তখন অন্য ইন্দ্রাদি পদের কথা কি? ॥ ৬৪ ॥

সম্প্রতি সনকাদি ঋষিগণ স্বীয় অপরাধ প্রকাশ করত ভক্তি প্রার্থনা করিতেছেন। "কামমিতি" ৪৮ শ্লোকে। হে ভগবন্! ইহার পূর্ব্বে আমাদের পাপ ছিল না, এক্ষণে সমুদায় পাপই জন্মিল, যেহেতু আপনার ভক্ত দুই জনকে শাপ দিয়াছি, অতএব সেই সকল পাপে আমাদের নরকে যথেষ্ট জন্ম হউক। এই স্বীকার দ্বারা নরক জন্ম প্রাপ্তিতে উত্তর পূর্ব্ব পাপ দ্বয়ের অশ্লেষ ও বিনাশ হউক। "তদ্ব্যপদেশা

মপি স্বেষাং বহুনরককারি বহু বৃজিনাপাত ক্ষমাপণেন তয়োরিত্থং ভূতগুণো হরিরিতি বং সর্ব্বাদ্ভুতং মহিমত্বং সূচিতং। অহো নিরয়া অপি ভবেয়ুরেব ন তাবতাঽপি পর্য্যাপ্তং। তেভ্যশ্চ নাস্মাকমপি ভয়ং অত্র তু মূলং দুষ্কুলং ভবৎ পরাঙ্মুখী ভাব এব সত্বস্মাকং মাভূদিতি স কাকু

দিতি” অর্থাৎ তাহা ছল কিম্বা তদধিগমে (ব্রহ্মদর্শনে) পরে যে পাপ হইবে তাহার অস্পর্শ আর পূর্ব্বে যে পাপ হইয়াছে তাহার বিনাশ হইল। যেমন পদ্মপত্রে জল স্পর্শ করে না তাহার ন্যায় পাপ ও কর্ম্ম স্পর্শ করে না। যেমন ঈশিকা তুলাতে অগ্নি স্পর্শ হইলে তৎক্ষণাৎ ভস্মরাশি হয়, এই রূপ ব্রহ্মজ্ঞানির সমুদায় পাপ দগ্ধ হইয়া যায়, সেই ছল প্রযুক্ত। ইহাই মাধ্বভাষ্য ব্যাখ্যা। এই ন্যায় দ্বারা ব্রহ্ম জ্ঞানিদিগের নরক জন্ম অসম্ভব এবং আত্মীয় সকলের অর্থাৎ ভক্তগণের বহু নরককারি বহুতর পাপের যে আপতন তাহার ক্ষমাপণ দ্বারা সেই জয় বিজয়ের “ইত্থং ভূত গুণো হরিঃ” ১ স্কন্ধের ৭ অধ্যায়ের ১০ শ্লোকে হরির তাদৃশ অসাধারণ গুণ যে, মুক্ত অমুক্ত সকলেই তদর্থ অর্থাৎ অহৈতুকী ভক্তি নিমিত্ত সমুৎসুক হয়েন, ইহার ন্যায় সর্ব্বাপেক্ষা অত্যাশ্চর্য্য মহিমত্ব সূচিত হইল॥

অহো! আমাদের সমস্ত নরক হইলেও ইহাতে আমাদের পাপের নিষ্কৃতি হইবে না। সেই সকল নরক হইতে

প্রার্থয়ন্তে। নু বিতর্কে যদি তু নশ্চেতস্তে পদয়োরমেত তত্রাপ্যলিবদেব কেবল তন্মাধুর্য্যা স্বাদাপেক্ষয়া নতু ব্রহ্মাত্মানুভবাপেক্ষয়া। এবং বাচশ্চেত্যাদি। অত্র ভক্তাপরাধস্য ভগবতাঽক্ষমা তদিচ্ছামাত্র কৃত তৎ ক্রোধ জননাত্তেষামপরাধঃভাসস্তে নেতি জ্ঞেয়ং। শ্লোক দ্বয়েঽস্মিন্ কৈবল্যান্নরকোঽপি ত্বদ্ভক্তিমাত্রং কাময়মানানামস্মাকং তদবিরোধিত্বাৎ শ্রেয়ানিতি স্বারস্য লব্ধং ॥ ৬৫ ॥

আমাদের ভয় নাই। এস্থলে আপনকার প্রতি পরাঙ্মুখী ভাব রূপ যে দুষ্কুল অর্থাৎ দুষ্কুলে জন্ম তাহা যেন আমাদের না হয়। ঋষিগণ কাকু অর্থাৎ কাতর স্বরে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। 'নু' শব্দের অর্থ বিতর্ক। হে ভগবন্! যদি আমাদের মনঃ আপনকার চরণারবিন্দে রমণ করে অর্থাৎ তাহাতেই অলির ন্যায় কেবল তাহার মাধুর্য্য আস্বাদন অপেক্ষায় রমণ করুক কিন্তু ব্রহ্মত্বের অনুভব অপেক্ষা দ্বারা রমণ না করুক। এই প্রকার "বাচশ্চেত্যাদি" এস্থলে ভগবান্ কর্তৃক ভক্ত বিষয়ক অপরাধের ক্ষমা। কিন্তু সনকাদির তাহা নিজেচ্ছা বশতঃ হয় নাই, ভগবানের ইচ্ছামাত্রে সনকাদির ক্রোধের উৎপত্তি হয় একারণ সনকাদি ভক্তাপরাধ হয় নাই, উহা অপরাধের আভাস মাত্র জানিতে হইবে। এই দুই শ্লোকে কৈবল অর্থাৎ মোক্ষ অপেক্ষা নরকও আপনার ভক্তি মাত্র অভিলাষি আমাদের তৎসহ বিরোধ হেতু শ্রেয়স্কর

তথাহপীত্থং কৃতার্থত্বমস্মাকমপি চিত্রমিত্যাহুঃ। প্রাদুরিতি। অনাত্মনাং আত্মনস্তব একান্ত ভক্তিরহিতানাং অপ্রকটোহপি ইৎ ইত্থং যঃ প্রতীতোহসি তস্মৈ তুভ্যং নম ইদং বিধেয়মিতি অত্রৈতদুক্তং ভবতি। এতে ব্রহ্মবিদ্যা সিদ্ধানাং পরাবর গুরুণামপি গুরবঃ। অতএব পরম হংস মহামুনীনামিত্যুক্তং। ত্বং ত্বামগৎ জ্ঞানঘনং স্বভাব প্রধ্বস্ত মায়াগুণভেদ মোহৈঃ। সনন্দনাদ্যৈর্হৃদি সংবিভাব্য

অর্থাৎ ভক্ত্যভিলাষি আমাদের মুক্তি অপেক্ষা নরকও ভাল॥৯৫

তথাপি আমাদের এই প্রকার কৃতার্থত্ব অতিশয় এই অভিপ্রায়ে ৩ স্কন্ধের ১৫ অধ্যায়ের "প্রাদুশ্চকর্থ" এই ৫০ শ্লোকে কহিতেছেন। "অনাত্মনা" অর্থাৎ আত্মা যে আপনি আপনার একান্ত ভক্তি রহিত অনাত্মা জনসকলের নিকট যে আপনি অপ্রকট হইয়াও এই প্রকারে জ্ঞাত হইয়াছেন সেই আপনাকে আমরা নমস্কার করি। এস্থলে ইহাই কথিত হইল। এই সনকাদি ব্রহ্মবিদ্যা "জ্ঞান" সিদ্ধ পরাবর গুরু সকলেরও গুরু। অতএব পরমহংস মহামুনি সকলের ইহা এই অধ্যায়ের ৩৭ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে॥

৯ স্কন্ধের ৮ অধ্যায়ে ১৮ শ্লোকে॥

প্রভো! আপনি জ্ঞান ঘন স্বভাব অর্থাৎ শুদ্ধ সত্ত্ব মূর্ত্তি অতএব যে সকল ব্যক্তির মায়া গুণ নিমিত্ত ভেদ মোহ

মিতি শ্রীমদংশুমদ্বাক্যাদৌ ইহাত্মতত্ত্বং সম্যগ্‌ জগাদ মুনয়ো যদচক্ষতাত্মন্নিতি ব্রহ্ম বাক্যাদৌ তস্মৈ মৃদিত কষায়ায় তমসঃ পারং দর্শয়তি ভগবান্‌ সনৎকুমার ইত্যাদৌ শ্রুতৌ চ তথা প্রসিদ্ধং। আসন্নাশুভবস্যৈব তু সিদ্ধস্যা

প্রধ্বস্ত হইয়াছে তাদৃশ সনন্দনাদি মুনি জনেরও হৃদয়ে বিচিন্ত-নীয়। আমি মূঢ়, বিচার দ্বারাও কিরূপে আপনাকে জানিতে পারি। ফলত আপনি জ্ঞানঘন স্বরূপ এ প্রযুক্ত জ্ঞানের বিষয় নহেন, যদি স্যাৎ বিচারের বিষয় হয়েন তথাচ আমি মায়াগুণে অভিভূত, সুতরাং বিচারে সমর্থ নহি॥

এই অংশুমানের বাক্যাদিতে॥

তথা ২ স্কন্ধের ৭ অধ্যায়ে ৫ শ্লোকে॥

হে নারদ! আমি বিবিধ লোক সৃজন করিতে অভিলাষ করিয়া তপস্যা করি, তাহা ভগবানে সমর্পণ করাতে তিনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া চারিটী সন নাম ধারণ করেন অর্থাৎ সনৎকুমার, সনক, সনন্দ এবং সনাতন এই চারি নামে ঋষি হয়েন এবং পূর্ব্ব কল্পের প্রলয়ে বিনষ্ট আত্ম তত্ত্ব ঐ মুনিগণকে সম্যক্‌ রূপে উপদেশ দেন, তাহাতে তাঁহারা তৎক্ষণাৎ স্ব স্ব মনে আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। এই ব্রহ্মার বাক্যে॥

অপর, ভগবান্‌ সনৎকুমার সেই মৃদিতকষায়কে, (বিষয় বাসনা রহিতকে) "তমসঃ" সংসারের পার দেখাইলেন।

নিমাদিভির্বিঘ্নোঽপি সংভাব্যঃ নতু সিদ্ধানুভবস্য। তং সপ্রপঞ্চমধিরূঢ় সমাধিযোগঃ স্বাপ্নং পুনর্নভজতে প্রতিবুদ্ধ বস্তুরিতি শ্রীকপিলদেব বাক্যাৎ। অতএব তেষাং প্রধ্বস্ত মায়াগুণভেদমোহানাং ক্রোধাদিকমপি দুর্ঘটদুর্ঘটনাকারিণ্যা শ্রীভগবদিচ্ছয়ৈব জাতমিতি তৈরপি ব্যাখ্যাতং। তদেবং তেষাং সতত ব্রহ্মানন্দ মগ্নত্বং

ইত্যাদি শ্রুতিতেও ঐরূপ প্রসিদ্ধ আছে॥

অণিমাদি ঐশ্বর্য্য দ্বারা অনুভব সিদ্ধের বিঘ্নও সম্ভবে কিন্তু সিদ্ধানুভবের বিঘ্ন সম্ভবে না, যে হেতু এই বিষয় ৩ স্কন্ধের ২৮ অধ্যয়ে ৩৮ শ্লোকে কপিল কহিয়াছেন যথা॥

যোগি ব্যক্তির দেহও পূর্ব্ব সংস্কার বশতঃ স্বীয় ব্যাপার নির্ব্বাহ করত যাবৎ আপনার আরম্ভক কর্ম্মের সমাপ্তি না হয় তাবৎপর্য্যন্ত ইন্দ্রিয়ের সহিত বর্ত্তমান হইয়া জীবিত থাকে, কিন্তু সমাধি পর্য্যন্ত লাভ করিয়া আত্ম তত্ত্ব অবগত হওয়াতে স্বপ্নাদি দেহ তুল্য পুত্রাদি দেহ সহ ঐ দেহ পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হন না অর্থাৎ তাহাতে তাঁহার "আমি· আমার" এই রূপ অভিমান পরিত্যাগ হয়॥

অতএব মায়ার গুণ যে ভেদ মোহ তদ্রহিত সেই সনকাদি ঋষি সকলের ক্রোধাদিও দুর্ঘট ঘটনাকারিণী ভগবদিচ্ছা দ্বারাই জন্মিয়াছিল। ইহা শ্রীস্বামিপাদই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সুতরাং এই ঋষিগণের ব্রহ্মানন্দ মগ্নত্ব সিদ্ধ হইল। যে হেতু

সিদ্ধং। তদুক্তং অক্ষরজুষামপি ইতি যোহন্তর্হিত ইত্যাদি চ। শ্রূয়তে চান্যত্র ব্রহ্মজুষামবিক্ষিপ্ত চিত্তত্বং ॥ যথা সপ্তমে শ্রীনারদ বাক্যং ॥

কামাদিভিরনাবিদ্ধং প্রশান্তাখিল বৃত্তি যৎ। ,
চিত্তং ব্রহ্মসুখ স্পৃষ্টং নৈবোত্তিষ্ঠেত কর্হিচিদিতি।

তথাপি তেষাং শ্রীভগবদানন্দাকৃষ্ট চিত্তত্বমুচ্যতে।
এবমন্যেষামপ্যাত্মারামাণাং তাদৃশত্বং শ্রূয়তে।
স্বসুখ নিভৃতচেতাস্তদ্ব্যুদস্তান্য ভাবো

---

৩ স্কন্ধের ১৫ অধ্যায়ে ৪৯ শ্লোকে "অক্ষর জুষামপি" তথা "যো হন্তর্হিত" ৩ স্কন্ধের ১৫ অধ্যায়ের এই ৪৬ শ্লোকেও উক্ত হইয়াছে। অন্যত্রও শ্রুত হইতেছে যে ব্রহ্মানন্দসেবি সকলের চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয় না ॥

৭ স্কন্ধের ১৫ অধ্যায়ে ২৭ শ্লোকে শ্রীনারদের বাক্য যথা ॥

মহারাজ! যে চিত্ত কামাদি দ্বারা ক্ষুব্ধ না হয় তাহা আর কদাচ উত্থিত অর্থাৎ বিক্ষিপ্ত হয় না, কারণ ব্রহ্ম সুখ সংস্পৃষ্ট হওয়াতে তাহার সমস্ত বৃত্তি প্রশান্ত হইয়া যায় ॥

তথাপি তাঁহাদের চিত্ত ভগবৎ সম্বন্ধীয় আনন্দ কর্তৃক আকৃষ্ট হইয়াছিল। এই প্রকার অন্য আত্মারাম সকলেরও চিত্তের আকৃষ্টত্ব শ্রুত হইতেছে ॥

১২ স্কন্ধের ১২ অধ্যায়ের ৫২ শ্লোকে যথা ॥

সূত কহিলেন, স্বীয় সুখে পূর্ণ চিত্ত, অন্য ভাব বর্জিত,

হৃপাজিতরুচির লীলাকৃষ্টসার ইত্যাদিষু॥

অথ লোকসংগ্রহার্থৈবৈষা তেষাং ভক্তিপ্রক্রিয়া প্রাচীন সংস্কারবশা বা! নৈবং উভয়ত্রাপি বাসো যথা পরিকৃতং মদিরামদান্ধ ইতিবত্তত্রাবেশাসংভবাৎ। দৃশ্যতে ত্বন্যত্রা নাবেশঃ॥

মানসা মে সুতা যুষ্মৎ পূর্বজাঃ সনকাদয়ঃ।

চেরুর্বিহায়সা লোকাল্লোকেষু বিগতস্পৃহা ইত্যাভি

ভগবান্ অজিতের রুচির লীলায় আকৃষ্টান্তঃকরণ যে ঋষি এই তত্ত্ব দীপ পুরাণ সংহিতা ব্যক্ত করিয়াছেন, সেই অখিল পাপ নাশক ব্যাস পুত্র শ্রীশুকদেবকে প্রণাম করি॥

যাহা হউক, লোকসংগ্রহের নিমিত্তই সনকাদি মুনিগণের এই প্রকার ভক্তি কিম্বা প্রাচীন সংস্কার বশতই বা। উভয় স্থলেই এ প্রকার নহে, কেন না, ৩ স্কন্ধের ২৮ অধ্যায়ে ৩৭ শ্লোকে, মদিরা মদান্ধ ব্যক্তি যেমন আপনার কটিতটে পরিবেষ্টিত বস্ত্র আছে কি পড়িয়াগিয়াছে অনুসন্ধান করে না, ইহার ন্যায় তাহাতে আবেশ অসম্ভব। পরন্তু তাঁহাদের অন্যত্র অনাবেশ দৃষ্ট হইতেছে॥

৩ স্কন্ধে ১৫ অধ্যায়ে ১২ শ্লোকে ব্রহ্মা বাক্য যথা॥

ব্রহ্মা কহিলেন অহে দেবগণ! তোমাদের পূর্বজাত সনকাদি চতুষ্টয় আমার মানস পুত্র লোক মধ্যে নিস্পৃহ হইয়া আকাশ মার্গে বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন,

ধানাৎ। ভগবতি ত্বাবেশঃ পরমহংস মহামুনীনামন্বেষণীয় চরণাব্বিত্যত্র যাদৃচ্ছিকতাবিরোধ্যন্বেষণীয়ত্বাভিধানাৎ॥

পঞ্চমেতু॥

অসঙ্গ নিশিত জ্ঞানানলবিধূতাশেষমলানাং ভবৎ স্বভাবানামাত্মারামাণাং মুনীনামনবরত পরি গুণিত গুণ গণেত্যত্র পদ্যে কৈক নিষ্ঠত্বমপ্যুক্তং। অজিত রুচির লীলাকৃষ্ট-সার ইত্যত্রৈব চ। তত্রাপি কেনেশ নির্বৃতি মবাপুরলং

এই কথন হেতু। পরন্তু ভগবানে তাঁহাদের আবেশ পরমহংস মহামুনি সকলের অন্বেষণীয় চরণদ্বয়কে, এস্থলে যাদৃচ্ছিকতার অবিরোধি অন্বেষণীয়ত্ব কথন হেতু।

৫ স্কন্ধে ৩ অধ্যায়ে ১৩ পদ্যে যথা॥

প্রভো! তোমার দর্শন অতি দুর্লভ, যে সকল আত্মারাম মুনিগণের বৈরাগ্য দ্বারা তীক্ষ্ণীভূত জ্ঞানাগ্নিতে অশেষ মল নির্দ্দগ্ধ হইয়াছে তাহাদের পক্ষেও তোমার কেবল গুণ কথন পরম মঙ্গল জনক। অতএব তাঁহারা অনবরতই তোমার গুণগণের স্তব করিয়া থাকেন এই পদ্যে তাঁহাদের এক নিষ্ঠত্বও উক্ত হইয়াছে। ১২ স্কন্ধের ১২ অধ্যায়ের ৫২ শ্লোকে, ভগবান্ অজিতের রুচির লীলা দ্বারা আকৃষ্টান্তঃকরণ এস্থলেতেও। এস্থানেতেও অর্থাৎ ৩ স্কন্ধের ১৫ অধ্যায়ের ৫০ শ্লোকে হে ঈশ! আপনি এই যে মূর্ত্তি প্রকটিত করিলেন ইহার দ্বারা

দৃশো ন ইত্যাদৌ সুখদত্বমপি সাক্ষাদেবোক্তং। অত্র পূর্ব্বোক্ত হেত্বোশ্চ স্তুতৌ প্রত্যুতো পালম্ভপ্রসঙ্গাচ্চ স্নেহাবলোক কলয়া হৃদি সংস্পৃশন্তমিতি সাক্ষাদুক্তেশ্চ দৃশামেব সুখং জাতমিত্যনাসক্তির্ব্যঞ্জিতেত্যপি ন ব্যাখ্যেয়ং। তস্মাদাত্মারামাণাং রমণাস্পদত্বাৎ ব্রহ্মাখ্যমাত্মবস্ত্বেব শ্রীভগবান্। তত্রাপি চকার তেষাং সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততন্বোরিতি শ্রবণাৎ ততোঽপি ঘনপ্রকাশঃ। তত্তদ্বিচিত্র শ্রীভগবদঙ্গোপাঙ্গাদাভিনিবেশ

আমাদের নেত্র অতিশয় পরিতৃপ্ত হইল। ইত্যাদি শ্লোকে ভগবানের শ্রীমূর্ত্তির সুখপ্রদত্বও সাক্ষাৎ কথিত হইয়াছে। এস্থলে পূর্ব্বোক্ত হেতুদ্বয় স্তুতি বিষয়ে বাস্তবিক উপালম্ভ অর্থাৎ তিরস্কার প্রসঙ্গ হেতু ৩ স্কন্ধের ১৫ অধ্যায়ের ৩৯ শ্লোকে, ভগবানের সপ্রেম কটাক্ষেই সকলের হৃদয়ে সুখানুভব হইতেছিল। এই সাক্ষাৎ উক্তি হেতু কেবল চক্ষুরই সুখ জন্মিল, ইহাতে অনাসক্তি প্রকাশ, এরূপ ব্যাখ্যা উচিত নয় অতএব আত্মারাম সকলের রমণস্থল প্রযুক্ত ব্রহ্মনামক আত্মবস্তুই শ্রীভগবান্। তাহাতেও আবার এই অধ্যায়ের ৪৩ শ্লোকে, তাহাতে যদিও তাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞানদ্বারা নিরন্তর ব্রহ্মানন্দ অনুভব করিতেন তথাপি তাঁহাদের চিত্তে হর্ষ এবং শরীরে রোমাঞ্চ হইল। এই শ্রবণ হেতু সেই ব্রহ্ম হইতেও শ্রীভগবান্মূর্ত্তির ঘন প্রকাশ সেই সেই বিচিত্র শ্রীভগবানের অঙ্গ

দর্শনাদানন্দবৈচিত্রী চোপলভ্যতে ॥

সাচান্যথানুপপত্ত্যা স্বরূপশক্তিবিলাস রূপৈবেতি । নন্থ ভবতু তেষামানন্দাধিক্যাত্তস্মিন্নির্বিশেষ স্বরূপানন্দস্যৈব ঘনপ্রকাশতা । উপাধি বৈশিষ্ট্যাৎ । যতঃ বিশুদ্ধ সত্বাংশ ভাবিতায়াং চিত্তবৃত্তৌ যদ্ব্রহ্ম স্ফুরতি তদেব ঘনীভূতাখণ্ড বিশুদ্ধ সত্বময়ে ভগবতি স্ফুরত্তদধ্যস্ত তয়া । তদৈক্য-মাপন্নায়াং তস্যাং বিশেষ এব স্ফুরতি । তদেব ঘনীভূতা-খণ্ড বিশুদ্ধ সত্বময়ে ভগবতি স্ফুরত্তদধ্যস্ত তয়া । তদৈক্য মাপন্নায়াং তস্যাং বিশেষ এব স্ফুরতি । অতএব শ্রীবি-গ্রহাদি পরব্রহ্মণোরভেদ বাক্যমপি তদত্যন্ততাদাত্ম্যা-

উপাঙ্গাদিতে অভিনিবেশ পূর্ব্বক দর্শন হেতু আনন্দের বিচিত্রতাও উপলব্ধ হইল । সেই বিচিত্রতা অন্য প্রকার অনুপপত্তি অর্থাৎ অসঙ্গতি দ্বারা স্বরূপশক্তির বিলাসরূপই হইয়াছেন ॥

যদি বল ঐ সকল মুনিগণের আনন্দাধিক্য প্রযুক্ত তাঁহাতে নির্ব্বিশেষ স্বরূপ আনন্দেরই ঘনপ্রকাশ হউক । কেন না উপাধির বিশিষ্টতা আছে । অতএব বিশুদ্ধ সত্বাংশ ভাবিত চিত্ত বৃত্তিতে যে ব্রহ্ম স্ফূর্ত্তি পান তাহাই ঘনীভূত অখণ্ড শুদ্ধ সত্বময় ভগবানে স্ফূর্ত্তি করত তাঁহাতে আরোপিত দ্বারা তাঁহার সহিত ঐক্য প্রাপ্ত সেই চিত্ত বৃত্তিতে বিশেষই স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইল ॥

পত্ত্যপেক্ষয়ৈব অতএব তত্র তত্রোপাধাবেক এব নির্ভেদ পরমানন্দঃ সমুপলভ্যতে নতু বিশেষাকার গন্ধোঽপি তত্ত-দুপাধেরপেক্ষণং তু প্রতি পদ তদানন্দ সমাধিগত কৌতুক নিবন্ধনং। তস্মাৎ কথমনেন প্রমাণেন তত্তদুপাধীনামপি পরতত্ত্বাকারত্বং সাধ্যত ইতি॥

উচ্যতে। ভবন্মতে যাবদযং শুদ্ধচিত্তবৃত্তৌ পরব্রহ্ম স্ফুরতি তৎসম্যগেব স্ফুরতি। ভেদাংশ লেশ পরিত্যা-গেনৈব ব্রহ্মবিদ্যাত্বাঙ্গীকারাৎ। অসম্যগ্‌ জ্ঞানস্য তত্ত্বা

অতএব শ্রীবিগ্রহাদি ও পর ব্রহ্ম এই দুইয়ের অভেদ বাক্যও তাহা অত্যন্ত তৎ সরূপত্বের অপেক্ষা দ্বারাই হইল অতএব সেই সেই শ্রীবিগ্রহও ব্রহ্মোপাধিতে এক নির্ভেদ পরমানন্দই উপলব্ধ হইল, বিশেষ আকারের গন্ধও লাভ হইল না। পরন্তু সেই সেই উপাধির অপেক্ষা প্রতি পদে তদানন্দ সমাধিগত কৌতুক নিবন্ধন। সেই হেতু কিপ্রকারে এই প্রমাণ দ্বারা সেই সেই উপাধি সকলেরও পরতত্ত্ব রূপ সাধ্য হইতেছে। এই প্রশ্নে কহিতেছেন। তোমার মতে যে শুদ্ধ চিত্ত বৃত্তিতে পরব্রহ্ম স্ফূর্ত্তি পাইতেছেন তাহা ভেদাংশলেশ পরিত্যাগ দ্বারাই সম্যক্ স্ফূর্ত্তি পাউন যে হেতু ব্রহ্ম বিদ্যার অঙ্গীকার আছে। অসম্যক্ জ্ঞানের অঙ্গীকার হেতু তদ্দ্বারা মোক্ষও সম্ভবে না। অতএব শ্রীবিগ্রহাদিতে

নঙ্গীকারাত্তেন কৈবল্যাসম্ভবাচ্চ। অতো ন শ্রীবিগ্রহাদাবধিকাবির্ভাবাঙ্গীকারো যুজ্যতে। কিঞ্চ। শুদ্ধ সত্ত্বময়া বিগ্রহাদি লক্ষণোপাধয় ইতি বদত স্তব কোঽভিপ্রায়ঃ। কিং তৎপরিণামা স্তে তৎ প্রচুরা বা নাদ্যঃ রজোঽসদ্ভাবেন পরিণামাসংভব ইত্যুক্তং। নচান্ত্যঃ যেষু বিগ্রহাদিষু তৎপ্রাচুর্য্যং তে মিশ্র সত্ত্বস্য কার্য্য ভূতা ইত্যর্থাপত্তৌ সত্ত্বং বিশুদ্ধং শ্রয়তে ভবান্ স্থিতা বিত্যাদি বচন জাতে বিশুদ্ধ পদ বৈয়র্থ্যমিতি চোক্তমেব অস্তু বা বিমিশ্রত্বং। তথাপি তাদৃশে ব্রহ্ম স্ফুরণ যোগ্যতৈব ন সম্ভবেৎ কিং

অধিক আবির্ভাবের উপযুক্ত হয় না॥

আর ও। শুদ্ধ সত্ত্বময় বিগ্রহাদি স্বরূপ উপাধি সকল এই যে কহিতেছ ইহাতে তোমার অভিপ্রায় কি? সেই উপাধি সকল কি সত্ত্বের বিকার অথবা সত্ত্ব প্রচুর। অদ্য রজোগুণের অসদ্ভাব হেতু পরিণামের অসম্ভব ইহা উক্ত হয় নাই এবং অন্ত্য অর্থাৎ সত্ত্ব প্রচুর নহে, যে বিগ্রহাদিতে সত্ত্ব প্রাচুর্য্য হইয়াছে সেই বিগ্রহ সকল মিশ্রসত্ত্বে কার্য্য স্বরূপ হইয়াছেন এই অর্থাপত্তিতে ১০ স্কন্ধের ২ অধ্যায়ের "সত্ত্বং বিশুদ্ধং শ্রয়তে ভবান্ স্থিতৌ" অর্থাৎ হে প্রভো! আপনি স্থিতি কালে বিশুদ্ধ সত্ত্ব শরীর আশ্রয় করিয়া থাকেন এই ২৮ শ্লোকে বর্ণিত বিশুদ্ধ পদের ব্যর্থতা ইহাই উক্ত হইয়াছে। কিম্বা বিমিশ্রত্ব থাকুক। তথাপি তাদৃশ অর্থাৎ

পুন র্বিশেষেণেত্যুদ্দিশ্য বিস্মৃতিশ্চ স্যাৎ। অথাখণ্ড বিশুদ্ধ সত্বাশ্রয়ত্বেন তেঽপি তদ্রূপ তয়োবোচ্যন্তে। ততশ্চ তে স্বয়ুভূতাখণ্ড শুদ্ধ সত্বে তস্মিন্ ব্রহ্মানুভব-ন্তীতি চেৎ তদযুক্তং কল্পনা গৌরবাৎ। তেঽচক্ষতাক্ষ বিষয়ং স্বসমাধিভাগ্যমিতি সাক্ষাদেব গোচরী কৃতত্বেনোক্ত তয়া পরস্পরা দৃষ্টত্ব প্রতিঘাতাচ্চ তস্মাৎ সত্বস্য প্রাকৃত-ত্বন্তু নিষিদ্ধমেব। প্রাকৃত সত্ব পরিণামা ন বা তৎ প্রচুরাঃ। কিন্তু স্বপ্রকাশতা লক্ষণ শুদ্ধসত্ব প্রকাশিতা ইতি প্রাক্ত-নমেবোক্তং ব্যক্তং। অতএব তেষামুপাধিত্ব নিরাকৃতে

মিশ্র প্রমাণের দ্বারা ভগবানে ব্রহ্ম স্ফুরণের যোগ্যতাই সম্ভ-বে না। তাহাতে বিশেষ স্ফূর্ত্তি কি প্রকারে হইবে, এই উদ্দেশ করিয়া বিস্মৃতিও হইতেছে॥

অনন্তর অখণ্ড বিশুদ্ধ সত্বাশ্রয়ত্ব রূপে বিগ্রহ সকলও অখণ্ড বিশুদ্ধ সত্ব বলিয়া উক্ত হইয়াছেন, অতএব সনকাদি. ঋষিগণ সুন্দর রূপে অনুভূত সেই অখণ্ড বিশুদ্ধ সত্বে ব্রহ্মানু ভব করিয়াছিলেন। যদি ইহা বল তাহা অযুক্ত, যে হেতু কল্পনার গৌরব হয়। ৩ স্কন্ধের ১৫ অধ্যায়ের ৩৮ শ্লোকে "তে ঽচক্ষতাক্ষ বিষয়ং স্বসমাধিভাগ্যং" এস্থলে সাক্ষাৎ গোচরীত্ব রূপে উক্ততা হেতু পরম্পরা অদৃষ্টত্বের প্রতি ঘাত হইল। অতএব শুদ্ধ সত্বের প্রাকৃতত্বও নিষিদ্ধ হইল। বিগ্রহাদি প্রাকৃত সত্বের পরিণাম অথবা তাহা প্রচুর নহে।

স্তত্তদনুভবা নন্দ বৈচিত্রীচ সংপদ্যতে। তথৈব তমেদমেবং ভূত মচক্ষতেতি তত্তদ্বিষয় সৌন্দর্য্য বর্ণনং প্রস্তুতোপকারিত্বাৎ সার্থকং স্যাৎ। অখণ্ড শুদ্ধ ময়ত্ব কথন মাত্রেণৈ বাভিপ্রেত সিদ্ধেঃ। অতএব নিরীক্ষ্যচ ন বিতৃপ্ত দৃশ ইতি দৃক্ সম্বন্ধিত্বাদ্রূপকৃতৈবাতৃপ্তিরুক্তা। তথৈব চ শব্দেনৈবাক্ষর জয়িত্বং পদারবিন্দ পরিমলাত্মক বায়ু লক্ষণস্য তদ্বিশেষস্য দর্শিতং অন্যথোভয়ত্রাপি ব্রহ্মানন্দ

কিন্তু স্বপ্রকাশতা স্বরূপ শুদ্ধ সত্ব প্রকাশিত ইহা পূর্ব্বেই স্পষ্ট রূপে কথিত হইয়াছে॥

অতএব সেই সকল বিগ্রহাদির উপাধিত্ব নিরাকৃত হওয়াতে সেই সেই অনুভবানন্দের বিচিত্রতাও সম্পন্ন হইল। সনকাদি ঐ প্রকারই তাঁহাকে এই রূপ অবলোকন করিয়াছিলেন। এতদ্দ্বারা সেই সেই বিষয়ের সৌন্দর্য্য বর্ণন প্রাসঙ্গিকের উপকারিত্ব হেতু সার্থক হইল। অখণ্ড শুদ্ধ সত্ব ময় কথন মাত্রেই অভিপ্রেত সিদ্ধি হইল। অতএব শ্রীভগবন্মূর্ত্তি দর্শন করিয়া সনকাদি ঋষিগণের নয়ন পরিতৃপ্ত হয় নাই, ইহাতে নেত্র সম্বন্ধিত্ব প্রযুক্ত রূপ কৃত অবিতৃপ্তি উক্ত হইয়াছে। ঐ রূপ ৪৩ শ্লোকে চকারের প্রয়োগ হেতু ভগবৎ পদারবিন্দের সৌরভ বিশিষ্ট বায়ু অক্ষর জয়িত্ব অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দের জয় কারিত্ব দর্শিত হইল। তাহা না হইলে

স্যৈব নির্ব্বিশেষ তয়োপলভ্যমানত্বে বিদ্যাজুষামপীতুপাধি প্রধানমেবোচ্যেত উপাধিযুগলস্যৈব মিথঃ স্পার্দ্ধিত্ব প্রাপ্তেঃ। অনেনাক্ষরানুভব সুখ জয়িত্ব কথনেন বশিষ্ঠাদীনাং পুত্রশোকাদিকমিব তদাবেশাভাস এবায় মিত্যপি নিরস্তঃ॥

এবমেবোক্তং শ্রীস্বামিভিরপি।

স্বরূপানন্দাদপি তেষাং ভজনানন্দাধিক্যমানেতি তস্মাদস্তি বৈচিত্র্যমপি। অতএব তৈরপি বিচিত্র তয়ৈব প্রার্থিতং। চেতোঽলিবদ্যদি নু তে পদয়োরমেতেত্যাদৌ

চিত্ত এবং দেহে এই উভয়েই নির্ব্বিশেষ রূপে ব্রহ্মানন্দেরই উপলব্ধি হওয়াতে ব্রহ্মানন্দ সেবি সকলেরই উপাধি প্রধানই উক্ত হইত। যে হেতু উপাধিদ্বয়েরই পরস্পর স্পর্দ্ধাকারিত্ব প্রাপ্ত আছে।

এই ব্রহ্মানন্দানুভব সুখ জয় কারিত্ব কথন দ্বারা বশিষ্ঠাদি মুনি সকলের পুত্র শোকাদির ন্যায় এই ব্রহ্মের আবেশাভাব নিরস্ত হইল। এই রূপ শ্রীধর স্বামীও ৪৩ শ্লোকে সেই মুনি গণের স্বরূপানন্দ হইতে ভজনানন্দের আধিক্য কহিয়াছেন। সেই হেতু ভগবানে বিচিত্রতা আছে। অত এব সেই মুনিগণও বিচিত্র রূপে প্রার্থনা করিয়াছেন যথা ৪৩ শ্লোকে, প্রভো। যদি স্যাৎ আমাদের চিত্ত তোমার চরণারবিন্দে ভ্রমর সদৃশ হইয়া যদি রমণ করে আর্থাৎ মধুকর

অকে চেন্মধুবিন্দেত কিমর্থং পর্ব্বতং ব্রজেদিতি ন্যায়েন তদুপাধ্যন্তরান্বেষণ বৈয়র্থ্যাৎ। তেষামতদন্বেষণ কৌতুকাভাবাচ্চ। কিঞ্চ। ন তেষামভেদাত্মকোঽনুভবো বা দৃশ্যতে। প্রত্যুত নেমু নিরীক্ষ্য ন বিতৃপ্ত দৃশোমুদা কৈঃ। কামং ভবঃ স্ব বৃজিনৈ নিরয়েষু নস্তাদিত্যাদৌ তৎ প্রতিযোগি নমস্কারাদ্যুপলক্ষিত ভেদাত্মক ভক্তি সুখমেব দৃশ্যতে। তস্মান্মায়িকোপাধিনির্হীনত্বাদ্ধেয়াংশ তয়া প্রতিভাতত্বাচ্চ ন তজ্জাতীয়ং সুখমন্যজাতীয়ং

যেমন কণ্টক বিদ্ধ হইলেও পুষ্প সমূহে রমণ করিয়া বেড়ায় তাহার ন্যায় কোন প্রকার বিঘ্ন না গণিয়া যদি আমাদের চিত্ত তদীয় পদারবিন্দে রত হয় ইত্যাদি স্থলে ॥

নিকটে যদি মধু পাওয়া যায় তাহা হইলে কিজন্য পর্ব্বতে গমন করিবে। এই ন্যায় দ্বারা ভগবৎ উপাধি ভিন্ন অন্য উপাধি অন্বেষণের ব্যর্থতা এবং ভগবদন্বেষণ ভিন্ন কৌতুকের অভাব আছে ॥

আরও বলি। ঐ মুণিদিগের অভেদাত্মক অনুভবও দৃষ্ট হয় না, বরঞ্চ ৪২ শ্লোকে, মুনি গণ তাঁহাকে আগত দেখিয়া হৃষ্ট চিত্তে মস্তকাবনত করত নমস্কার করিলেন। তথা ৪৯ শ্লোকে, আমাদের আত্ম কৃত পাপ নিমিত্ত নরকে বাস হইবে ইত্যাদি স্থলে অভেদ জ্ঞানের বিরোধি নমস্কারাদি দ্বারা ভেদাত্মকভক্তি সুখই দৃষ্ট হইতেছে অতএব মায়িক উপাধি

কর্ত্তুং শক্নোতীতি সন্তোবান্যথানুপপত্তি সিদ্ধায়াঃ স্বরূপ শক্তেরেব বিলাসাঃ।

অপিচ অস্তু তাবৎ জীবন্মুক্ত দশায়াং তন্মতে বিদ্যাপাধি প্রতিফলিতস্যৈব সতো ব্রহ্মণঃ সকাশাৎ শ্রীভগবতো ঘনপ্রকাশতা। সর্ব্বোপাধি বিনির্মুক্ত দশায়ামপি সাক্ষাত্তাদৃশতাহস্ত্যেবেতি সুব্যক্তং নাত্যন্তিকং বিগণয়ন্ত্যপি কেচিৎ প্রসাদমিত্যাদৌ। অতএব যৎ কশ্চিদিদং জল্পতি। জ্ঞানাকারায়াং প্রেমাকারায়াঞ্চ চিত্তবৃত্তৌ ব্রহ্ম প্রকাশতে। তত্র ভূত্তরগ্যামুপাধি বৈশিষ্ট্যাৎ

হীনত্ব প্রযুক্ত এবং হেয়াংশ রূপে প্রতিবিম্বিতত্ব হেতু ভক্তি জাতীয় সুখকে অন্য জাতীয় করিবার নিমিত্ত সমর্থ হয় না অন্যথা অনুপপত্তি অর্থাৎ মায়িক শক্তির অভাব দ্বারা সিদ্ধ রূপ স্বরূপ শক্তিরই বিলাস জানিতে হইবে।

আরও বলি। এক্ষণে জীবন্মুক্ত দশার কথা থাকুক, ঐ মতে ব্রহ্মোপাধি অর্থাৎ জ্ঞানোপাধির প্রতি ফলিতে নিত্য স্বরূপ ব্রহ্ম হইতে শ্রীভগবানের ঘন প্রকাশতা। সর্ব্বোপাধি বিনির্ম্মুক্ত দশাতেও সাক্ষাৎ ঐ প্রকারই আছে, ৪৮ শ্লোকে হে ভগবন্‌! যে সকল ব্যক্তি তোমার কথার রসজ্ঞ তাঁহারা তোমার আত্যন্তিক প্রসাদ রূপ যে মোক্ষ তাহাকে গণ্য করে না, ইত্যাদি স্থলে সুন্দর রূপে ব্যক্ত হইয়াছে। অত এব কোন ব্যক্তি যদি এরূপ বলে জ্ঞানাকার এবং প্রেমাকার

প্রকাশ বৈশিষ্ট্যমিত্যত্রৈব পুরুষার্থ সারত্বং তত্র তত্রো-চ্যত··ইতি তদপি স্বয়মেব বহিষ্কৃতং। তস্মান্নোপাধি তারতম্য চিন্তা। ভবতঃ কথায়াং ইত্যনেন নিরুপাধি ব্রহ্ম ভূম্যাদুপরি চ বৈচিত্রী স্ফুটমেবাসৌ স্বীকৃতা। তস্মাৎ সান্তরঙ্গ বৈভবস্য ভগবতঃ সুখৈকরূপত্বং তদ্রূপ ত্বেঽপি ব্রহ্মতোঽপি ঘনপ্রকাশত্বং শক্তিবিলাস বৈচিত্রী-চেতি বিদ্বদনুভব প্রমাণেন নির্ণীতং অত্র মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভজন্ত ইতি যং সর্ব্বদেবা আমনন্তি

চিত্ত বৃত্তিতে ব্রহ্ম প্রকাশ পান, তন্মধ্যে উত্তর যে প্রেম তাহাতে উপাধির বৈশিষ্ট প্রযুক্ত প্রকাশের বিশিষ্টতা এই স্থলেই পুরুষার্থসারত্ব। "তত্র তত্র উচ্যতে" অর্থাৎ সেই সেই স্থানে যাহা উক্ত হইয়াছে তাহাও স্বয়ং বহিষ্কৃত হই-য়াছে। সেই হেতু উপাধিতারতম্যের চিন্তা হয় নাই। ৪৮ শ্লোকে "ভবতঃ কথায়াং" অর্থাৎ আপনার কথাতে ইহা দ্বারা নিরূপাধি ব্রহ্মরূপ হইতে উপরিচর বিচিত্রতা স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছেন। অতএব অন্তরঙ্গ ঐশ্বর্য্যের সহিত ভগবানের এক সুখ রূপত্ব ও তৎ স্বরূপত্বে ও ব্রহ্ম হইতে ঘন প্রকাশত্ব এবং বিলাস বৈচিত্র্য, ইহা বিদ্বান্ সকলের অনুভব প্রমাণদ্বারা নির্ণীত হইল, এস্থলে ১০ স্কন্ধের ৮৭ অধ্যায়ে ১৭ শ্লোক ধৃত শ্রীধরস্বামির টীকা যথা। মুক্ত পুরুষ সকলও লীলা সহকারে বিগ্রহ নির্ম্মাণ করিয়া ভজনা করেন।

মুমুক্ষবো ব্রহ্মবাদিনশ্চেত্যত্র শ্রুতাবদ্বৈত বাদ গুরবোঽপি। কৃষ্ণো মুক্তৈরিজ্যতে বীতমোহৈরিতি মহাভারতে। ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি। সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরামিতি শ্রীভগবদুপনিষৎসু। মুক্তানামপি ভক্তির্হি নিত্যানন্দ স্বরূপিণীতি ভারততাৎপর্য্য প্রমাণিতা শ্রুতিশ্চ। তথা। আপ্রায়ণাত্তত্রাপি হি দৃষ্টমিত্যত্র চ মাধ্বভাষ্য প্রমাণিতা

দের অর্থাৎ বিষয়ি সকল, মুমুক্ষু সকল ও ব্রহ্মবাদি অর্থাৎ মুক্ত সকল সম্যক্ প্রকারে পূজা করিয়া থাকেন॥

এই শ্রুতি প্রমাণে অদ্বৈত বাদের গুরুসকলও ভগবানের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন।

মহাভারতে যথা॥

মোহ শূন্য মুক্ত পুরুষগণ কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণ পূজনীয় হয়েন॥

ভগবদ্গীতার ১৮ অধ্যায়ের ৫৪ শ্লোকে যথা॥

যিনি ব্রহ্মে অবস্থিত, প্রসন্ন চিত্ত, সর্ব্ব ভূতে সম এবং শোক বা আকাঙ্ক্ষা করেন না তিনিই আমার প্রেমাত্মিকা ভক্তি প্রাপ্ত হয়েন॥

ভারত তাৎপর্য্য প্রমাণিতা শ্রুতি যথা॥

মুক্ত সকলেরও নিত্যানন্দ স্বরূপিণী ভক্তি আছে। ঐ রূপ মাধ্বভাষ্য প্রমাণিতা সৌপর্ণ শ্রুতি যথা॥

সৌপর্ণ শ্রুতিঃ। সর্ব্বদৈনমুপাসীত যাবন্মুক্তি মুক্তো হ্যেন-মুপাসত ইতি। অতএব শ্রীপ্রহ্লাদবলিপ্রভৃতিমহাভাগবতসম্বন্ধমভিপ্রেত্য শ্রীবিষ্ণুপুরাণেঽপ্যুক্তং। পাতালে কস্য ন প্রীতি র্বিমুক্তস্যাপি জায়ত ইতি ॥ ৩ ॥ ১৫ ॥ শ্রীব্রহ্মা দেবান্‌ ॥ ৬৬ ॥

অত বাঽশেষপুরুষার্থস্বরূপ এবাসাবিতি স্ফুটমেবাহু-র্গদ্যেন ॥

অথানয়াপি ন ভবত ইজ্যয়োরুভারভরয়া সমুচিতার্থ-

মুক্তি পর্য্যন্ত সর্ব্বদা ইহাঁকে উপাসনা করিবে, যে হেতু মুক্ত সকল ইহাঁকে উপাসনা করেন।

অতএব শ্রীপ্রহ্লাদ, বলি প্রভৃতি মহাভাগবত গণের সম্বন্ধ অভিপ্রায় করিয়া শ্রীবিষ্ণুপুরাণেও উক্ত হইয়াছে যথা। পাতালে কাহার না, প্রীতি হয়, তাহাতে বিমুক্ত ব্যক্তিরও প্রীতি হইয়া থাকে ইতি ॥

৩ স্কন্ধের ১৫ অধ্যায়ে এই সকল বিষয় ব্রহ্মা দেবগণকে কহিয়াছেন ॥ ৬৬ ॥

অতএব এই ভগবান্‌ সমস্ত পুরুষার্থসারস্বরূপ, ইহা ৫ স্কন্ধের ৩ অধ্যায়ের ৮। ৯ গদ্যে শ্রীযজ্ঞপুরুষের প্রতি ঋত্বিগ্‌গণের বাক্য যথা ॥

বিভো! আমরা অনেকাঙ্গে সমৃদ্ধ এই যে যজ্ঞ করিতেছি ইহাতে আপনার কোন প্রয়োজন দৃষ্ট হয় না, যে হেতু

মিহোপলভামহে আত্মন এবানুসবনমঞ্জসা ব্যতিরেকেণ বোভূয়মানাশেষপুরুষার্থস্বরূপস্য ॥ ৮৬ ॥

টীকাচ। আত্মন এব অনুসবনং সর্ব্বদা অঞ্জসা সাক্ষাৎ বোভূয়মানা অতিশয়েন ভবন্তো যে অশেষাঃ পুরুষার্থা-স্তে স্বরূপং যস্য পরমানন্দস্যেত্যেষা। শ্রুতিশ্চ। সর্ব্ব-কামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরস ইত্যাদ্যা ॥ ৫ ॥ ৩ ॥

ঋত্বিগাদয়ঃ শ্রীযজ্ঞপুরুষং ॥ ৬৭ ॥

তদেবং ব্রহ্মণোঽপি যৎ শ্রীভগবতি প্রকাশসম্যক্ত্বং ব্যক্তিতং তৎ পূর্ব্বমেব বিদ্বদনুভববচনপ্রচয়েন সিদ্ধমপি বিশেষতো বিচার্য্যতে। তত্রৈকমেব তত্ত্বং

সর্ব্বদা আপনাতে অত্যন্ত রূপে উৎপত্তি শীল যে অশেষ পুরু-ষার্থ তাহাই আপনার স্বরূপ ॥ ৮৬ ॥

টীকা যথা। আত্মনঃ অর্থাৎ আপনা হইতেই, অনুসবন শব্দের অর্থ সর্ব্বদা, অঞ্জসা শব্দের অর্থ সাক্ষাৎ, বোভূয়মানা শব্দের অর্থ অতিশয়রূপে হয় যে অশেষ পুরুষার্থ তাহাই যে পরমানন্দের স্বরূপ ॥

শ্রুতিও যথা ॥

তিনি সর্ব্বকাম, সর্ব্বগন্ধ ও সর্ব্বরস ইত্যাদি ॥ ৬৭ ॥

অতএব এই প্রকারে ব্রহ্ম হইতেও যে সম্যক্ প্রকাশিত হইল তাহা পূর্ব্বেই বিদ্বান্ দিগের অনুভব বচনসমূহদ্বারা সিদ্ধ হওয়াতে পুনর্ব্বার বিশেষরূপে বিচার করিতেছেন ॥

দ্বিধা শব্দ্যত ইতি ন বস্তুনো ভেদ উপপদ্যতে। আবির্ভাবস্যাপি ভেদদর্শনান্নচ সংজ্ঞামাত্রস্য। কিন্তু স্বস্বদর্শন-যোগ্যতাভেদেন দ্বিবিধোঽধিকারী দ্বিধা দৃষ্টং তদুপাস্ত ইতি ॥ ৬৮ ॥

তত্রাপ্যেকস্য দর্শনস্য বাস্তবত্বমন্যস্য ভ্রমজত্বমিতি ন মন্তব্যং। উভয়োরপি যাথার্থ্যেন দর্শিতত্বাৎ। ন চৈকস্য বস্তুনঃ শক্ত্যা বিক্রিয়মাণাংশকত্বাদংশতো ভেদঃ। বিকৃতত্ব-নিষেধাত্তয়োঃ ॥ ৬৯ ॥

তস্মাদ্দৃষ্টেরসম্যক্ সম্যক্ত্বাৎ সত্যপি সম্যক্ত্বে তদ-

সে স্থলে এক তত্ত্বই দুই প্রকার অর্থাৎ ব্রহ্ম ও ভগবদ্রূপে কথিত হইয়াছেন, কিন্তু বস্তুর ভেদ উপপন্ন হয় নাই। আবির্ভাবেরও ভেদদর্শন প্রযুক্ত সংজ্ঞামাত্রেরও ভেদ হয় নাই। কিন্তু স্বীয় স্বীয় দর্শনযোগ্যতার ভেদদ্বারা দ্বিবিধ অধিকারী দুই প্রকারে দৃষ্ট সেই এক তত্ত্বের অর্থাৎ ব্রহ্ম ও ভগবত্তত্ত্বের উপাসনা করেন ॥ ৬৮ ॥

এস্থলেও একের দর্শন যথার্থ ও অন্যের দর্শন ভ্রমজন্য ইহা মনে করিও না, যে হেতু উভয়েরই দর্শন যথার্থরূপে দর্শিত হইয়াছে। এক বস্তুর শক্তিদ্বারা বিকারশূন্য অংশ প্রযুক্ত অংশদ্বারাও ভেদ নাই, যে হেতু উভয়েরই অর্থাৎ ব্রহ্ম ও ভগবান্ এই দুইয়ের ভেদশূন্য হইয়াছে ॥ ৬৯ ॥

অতএব দৃষ্টির অসম্যক্ ও সম্যক্ত্ব হেতু সম্যক্ত্ব থাকা-

নন্বনুসন্ধানাদ্বা একস্মিন্নধিকারিণ্যেকদেশেন স্ফুরদেকো ভেদঃ। পরস্মিন্নখণ্ডতয়া দ্বিতীয়ো ভেদঃ। এবং সতি যত্র বিশেষং বিনৈব বস্তুনঃ স্ফূর্ত্তিঃ সা দৃষ্টিরসম্পূর্ণা যথা ব্রহ্মাকারেণ॥

যত্র স্বরূপভূতনানাবৈচিত্রীবিশেষবদাকারেণ সা সম্পূর্ণা-যথা শ্রীভগবদাকারত্বেনেতি লভ্যতে॥ ৭০॥

তদেতদভিপ্রেত্য প্রথমং দৃষ্টিতারতম্যেন তদভিব্যক্তি-তারতম্যং তন্মহাপুরাণাবির্ভাবকারণাভ্যাং প্রতিপাদ্যতে ষড়্ভিঃ॥

তেও তাহা অনমুসন্ধান প্রযুক্তই বা এক অধিকারিতে এক দেশ স্ফূর্ত্তিদ্বারা এক ভেদ হইয়াছে, অপর অধিকারিতে অখণ্ডরূপে স্ফূর্ত্তিহেতু দ্বিতীয় ভেদ হইয়াছে। এই রূপ হও-য়াতে যে স্থলে বিশেষ ব্যতিরেকেও বস্তুর স্ফূর্ত্তি হয় সেই দৃষ্টি অসম্পূর্ণা যেমন ব্রহ্মস্বরূপে। আর যেখানে স্বরূপগত নানা বৈচিত্রবিশেষ আকাররূপে স্ফূর্ত্তি হয় তাহা সম্পূর্ণা। যথা শ্রীভগবানের শ্রীমূর্ত্তিস্বরূপে লভ্য হয়॥ ৭০॥

অতএব এই অভিপ্রায় করিয়া প্রথমে দৃষ্টির তারতম্য হেতু তাহার প্রকাশেরও তারতম্য হয়। উহা শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণের আবির্ভাব ও কারণ দ্বারা ৬ শ্লোকে প্রতিপন্ন করিতেছেন॥

শ্রীনারদ উবাচ ॥

জিজ্ঞাসিতমধীতঞ্চ ব্রহ্ম যত্তৎ সনাতনং।

তথাপি শোচস্যাত্মানমকৃতার্থ ইব প্রভো ॥ ৭১ ॥

শ্রীব্যাস উবাচ ॥

ত্বং পর্য্যটন্নর্ক ইব ত্রিলোকী-

মন্তশ্চরো বায়ুরিবাত্মসাক্ষী।

পরাবরে ব্রহ্মণি ধর্ম্মতো ব্রতৈঃ

স্নাতস্য মে ন্যূনমলং বিচক্ষ্ব ॥ ৭২ ॥

---

১ স্কন্ধের ৫ অধ্যায়ের ৪ শ্লোকে নারদ কহিলেন, হে ব্যাস নিত্য পরব্রহ্মের যে স্বরূপ তাহাও তুমি বিচার করিয়াছ এবং তাঁহাকে প্রাপ্তও হইয়াছ, তথাপি আপনাকে অকৃতার্থের ন্যায় বোধ করিয়া কি জন্য শোক করিতেছ? ॥ ৭০॥

ঐ অধ্যায়ের ৭ শ্লোকে ॥

ব্যাস নারদকে কহিলেন, দেবর্ষে! আপনি সূর্য্যের ন্যায় ত্রিলোকী পর্য্যটন করিয়া থাকেন অতএব সর্ব্বদর্শী এবং যোগবলে প্রাণবায়ুর ন্যায় প্রাণিগণের অন্তঃকরণে প্রবিষ্ট হইতে পারেন, ইহাতে আত্মার ন্যায় সর্ব্বলোকের সাক্ষী, আমি যোগবলে পরব্রহ্মনিষ্ঠ এবং ব্রত অধ্যয়নাদি দ্বারা অবর ব্রহ্ম বেদের পারগ হইলেও কিজন্য আমার ন্যূনতা বোধ হইতেছে বলুন দেখি ॥ ৭২ ॥

ঐ অধ্যায়ের ৮ শ্লোকে ॥

শ্রীনারদ উবাচ ॥

ভবতানুদিতপ্রায়ং যশো ভগবতোঽমলং।
যেনৈবাসৌ ন তুষ্যেত মন্যে তদ্দর্শনং খিলং ॥ ৭৩ ॥
নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতং
ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনং।
কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে
ন চার্পিতং কর্ম্ম যদপ্যকারণং ॥ ৭৪ ॥

বেদব্যাসের এই অভিপ্রায় শ্রবণ করিয়া নারদ কহিলেন, তুমি ভগবানের নির্ম্মল যশঃ প্রায় বর্ণন কর নাই, ভগবানের যশোবর্ণন ব্যতিরেকে কেবল ধর্ম্মাদি আচরণ করিলে তাঁহার পরিতোষ হয় না, বর্ণন ব্যতিরেকে কেবল ধর্ম্মাদি আচরণ করিলে তাঁহার অতএব ভগবদযশো বর্ণন ভিন্ন যে ধর্ম্মাদি জ্ঞান, তাহাই তোমার ন্যূনতা ॥ ৭৩ ॥

ঐ অধ্যায়ের ১২ শ্লোকে ॥

অতএব ভক্তিহীন কর্ম্ম বন্ধনেরই কারণ হয়, দেখ সর্ব্বোপাধিনিবর্ত্তক নির্ম্মল ব্রহ্মজ্ঞানও হরিভক্তিবর্জ্জিত হইলে অতিশয়রূপে শোভা পায় না অর্থাৎ তত্ত্বসাক্ষাৎকারের নিমিত্ত কল্পিত হয় না, ঈশ্বরে অনর্পিত অমঙ্গলরূপ যে কাম্য ও অকাম্য কর্ম্ম ইহারা হরিভক্তিবর্জ্জিত হইলে যে শোভা পাইবে না তাহাতে আর বক্তব্য কি? ॥ ৭৪ ॥

নমো ভগবতে তুভ্যং বাসুদেবায় ধীমহি ।
প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ ॥ ৭৫ ॥
ইতি মূর্ত্ত্যভিধানেন মন্ত্রমূর্ত্তিমমূর্ত্তিকং ।
যজতে যজ্ঞপুরুষং স সম্যগ্‌দর্শনঃ পুমান্ ॥ ৮৭ ॥
শ্লোকা অমী বহুভিঃ সংমিশ্রা অপ্যবিস্তরত্বায় ঝটিত্যর্থ-প্রত্যয়ায়চ সংক্ষিপ্যৈব সমুদ্ধৃতাঃ ॥
ক্রমেণার্থো যথা । জিজ্ঞাসিতমিতি । টীকাচ । যৎ সনাতনং

ঐ অধ্যায়ের ৩৭ । ৩৮ শ্লোকে ॥

ষড়ৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ বাসুদেব, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ ও সঙ্কর্ষণ, এই চতুর্ব্যূহ রূপ ভগবান্‌কে মনের দ্বারা নমস্কার বিধান করি ॥ ৭৫ ॥

এই রূপ স্মরণ করত যে ব্যক্তি মন্ত্রমূর্ত্তি ভিন্ন মূর্ত্ত্যন্তর-রহিত যজ্ঞপুরুষের পূজা করেন সেই ব্যক্তিই সম্যগ্‌দর্শী অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞানবান্ ॥ ৮৭ ॥

এই সকল শ্লোক অনেকের দ্বারা সংমিশ্র হওয়াতেই অবিস্তারের নিমিত্ত এবং শীঘ্র অর্থ বোধের জন্য সংক্ষেপ করিয়াই উদ্ধার করা হইয়াছে ।

ক্রমান্বয়ে এই সকল বর্ণিত শ্লোকের অর্থ দেখাইতেছি যথা ॥

"জিজ্ঞাসিতমিতি" ১ স্কন্ধের ৫ অধ্যায়ের ৪ শ্লোকের টীকার অর্থ এই যে । যিনি সনাতন নিত্য পরব্রহ্ম, তাঁহাকে

নিত্যং পরং ব্রহ্ম তচ্চ ত্বয়া জিজ্ঞাসিতং বিচারিতং অধীত-মধিগতং প্রাপ্তং চেত্যর্থঃ। তথাপি শোচসি তৎ কিমর্থ-মিতি শেষ ইত্যেষা ॥ ৭৬ ॥

ত্বমিতি। ত্বমর্ক ইব ত্রিলোকীং পর্য্যটন্ তথা বৈষ্ণবযোগ-বলাংশেন চ প্রাণবায়ুরিব সর্ব্বপ্রাণিনামন্তশ্চরঃ সন্নাত্মনাং সর্ব্বেষামেব সাক্ষী বহিরন্তর্বৃত্তিজ্ঞঃ। অতঃ পরে ব্রহ্মণি ধর্ম্মতো যোগবলেন নিষ্ণাতস্য ॥

তদুক্তং যাজ্ঞবল্ক্যেন।
ইজ্যাচারদয়াহিংসাদানস্বাধ্যায়কর্ম্মণাং।
অয়ন্তু পরমো ধর্ম্মো (ক) যদ্যোগেনাত্মদর্শনমিতি।

তুমি বিচার করিয়াছ। "অধীত" শব্দের অর্থ অধিগত অর্থাৎ প্রাপ্ত হইয়াছ, তথাপি শোক করিতেছ, তাহা কি জন্য ? ॥ ৭৬ ॥

"ত্বং পর্য্যটন্নিতি" ১স্কন্ধের ৫ অধ্যায়ের শ্লোকে টীকার অর্থ এই যে।

আপনি সূর্য্যের ন্যায় ত্রিলোকী পর্য্যটন করিয়া থাকেন তথা বৈষ্ণব যোগবল রূপ অংশদ্বারা প্রাণবায়ুর ন্যায় সকল প্রাণির অন্তরে প্রবেশ করিতে পারেন, ইহাতে সকলেরই বাহ্য বৃত্তি ও অন্তর্বৃত্তির পরিজ্ঞাতা, অতএব আমি ধর্ম্মত-অর্থাৎ যোগবলে পরব্রহ্মে পারগ হইলে।

এই বিষয় যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন যথা ॥

পূজা, আচার, দয়া, অহিংসা, দান, ও বেদাধ্যয়ন রূপ

(ক) ধর্ম্ম ইত্যত্র লাভঃ ইতি চ পাঠঃ।

অপরে চ বেদাখ্যে ব্রতৈঃ স্বাধ্যায়নিয়মৈঃ। নিষ্ণাতস্যাপি যে অলং অত্যর্থং যৎ ন্যূনং তৎ স্বয়মেব বিচক্ষ্ব বিতর্কয় ॥ ৭৭ ॥

ভবতেতি ভগবদ্‌যশোবর্ণনোপলক্ষণং ভজনং বিনা যেনৈব রুক্ষব্রহ্মজ্ঞানেন অসৌ ভগবান্‌ ন তুষ্যেত তদেব দর্শনং জ্ঞানং খিলং ন্যূনং মন্যে। তদেব স্পষ্টয়তি ॥ ৭৮ ॥

নৈষ্কর্ম্ম্যমিতি টীকাচ।

নিষ্কর্ম্ম ব্রহ্ম তদেকাকারত্বান্নিষ্কর্ম্মতারূপং নৈষ্কর্ম্ম্যং।

কর্ম্ম সকলের ইহাই পরমধর্ম্ম যে যোগদ্বারা আত্মার সন্দর্শন।

অপর অর্থাৎ বেদ্য ব্রহ্মে অধ্যয়ন ও নিয়ম দ্বারা আমি পারগ হইলেও আমার যে অলং অর্থাৎ অতিশয় ন্যূনতা তাহা আপনিই বলুন ॥ ৭৭ ॥

১ স্কন্ধের ৫ অধ্যায়ের ৮ শ্লোকের ব্যাখ্যা ॥

"ভবতেতি" ভগবানের যশো বর্ণন উপলক্ষিত ভজন ব্যতিরেকে যে রুক্ষ ব্রহ্মজ্ঞানদ্বারা ভগবান্‌ তুষ্ট হয়েন না, সেই জ্ঞানের ন্যূন ইহাই আমি বোধ করি ॥ ৭৮ ॥

উক্ত বিষয় স্পষ্ট করিতেছেন ১ স্কন্ধের ৫ অধ্যায়ের ১২ শ্লোকের টীকা যথা ॥

"নৈষ্কর্ম্ম্যমিতি"। টীকা যথা। নিষ্কর্ম্ম শব্দের অর্থ ব্রহ্ম, তাঁহার

অজ্যতে হনেনেত্যঞ্জনমুপাধিঃ তন্নিবর্ত্তকং নিরঞ্জনং। এবম্ভূতমপি জ্ঞানং অচ্যুতে ভাবো ভক্তিস্তদ্বিবর্জিতং চেৎ অলমত্যর্থং ন শোভতে সম্যগপরোক্ষত্বায় ন কল্পত ইত্যর্থঃ। তদা শশ্বৎ সাধনকালে ফলকালেচ অভদ্রং দুঃখরূপং যৎ কাম্যং কর্ম্ম যদপ্যকারণমকাম্যং। তচ্চেতি চকারস্যান্বয়ঃ। তদপি কর্ম্ম ঈশ্বরে নার্পিতং চেৎ কুতঃ পুনঃ শোভতে বহির্মুখত্বেন সত্বশোধকত্বাভাবাদিত্যেষা। যদ্বা। নিরঞ্জনমিতি নিরুপাধিকমপীত্যর্থঃ। পরমাদরণীয়ত্বাদেব

একাকার প্রযুক্ত নিষ্কর্ম্মতা রূপকে নৈষ্কর্ম্ম্য বলে। অঞ্জন শব্দের অর্থ উপাধি, তাহাকে যে নিবৃত্তি করে তাহার নাম নিরঞ্জন। ঐ নিরঞ্জন অর্থাৎ নির্ম্মল জ্ঞান, ইহা হরিভক্তিরহিত হইলে অতিশয়রূপে শোভা পায় না অর্থাৎ তত্ত্ব সাক্ষাৎকারের নিমিত্ত কল্পিত হয় না, তখন নিরন্তর সাধনকালে ও ফলকালে দুঃখরূপ যে কাম্য কর্ম্ম এবং অকারণ অর্থাৎ অকাম্য কর্ম্ম তাহা যে ঈশ্বরে অর্পিত না হইয়া শোভা পাইবে তাহা আর কি বলিব ? অর্থাৎ কখনই শোভা পাইবে না। যে হেতু ঈশ্বরে অনর্পিত কর্ম্মের বহির্মুখত্ব প্রযুক্ত সত্বশোধকত্বের অভাব আছে অর্থাৎ হরিভক্তিবিরহিত কর্ম্মদ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয় না। অথবা নিরঞ্জন শব্দের অর্থ উপাধিশূন্য ॥

দ্বাদশান্তে শ্রীসূতেনাপি পুনঃ পুনঃ স্মৃতমিদং পদ্যং। তস্মাদ্ভক্তিরেব সম্যগ্দর্শনে হেতুরিত্যুপসংহরতি দ্বাভ্যাং ॥ ৭৯ ॥

নম ইতি মন্ত্রমূর্ত্তির্মন্ত্রোক্তমূর্ত্তি র্মন্ত্রোঽপি মূর্ত্তির্যস্য ইতি বা। অমূর্ত্তিকং মন্ত্রোক্ত-ব্যতিরিক্তমূর্ত্তিশূন্যং। প্রাকৃত-মূর্ত্তিরহিতং বা। মূর্ত্তিস্বরূপয়োরেকত্বাৎ প্রাকৃতবন্ন বিদ্যতে পৃথক্ত্বেন মূর্ত্তির্যস্য তথাভূতং বা। স পুমান্ সম্যগ্দর্শনঃ সাক্ষাচ্ছ্রীভগবতঃ সাক্ষাৎকর্ত্তৃত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ১ ॥ ৫ ॥ শ্রীসূতঃ ॥ ৮০ ॥

উক্ত শ্লোক পরম আদরণীয়ত্ব প্রযুক্ত শ্রীসূত গোস্বামীও দ্বাদশস্কন্ধের শেষে পুনর্ব্বার স্মরণ করিয়াছেন। অতএব ভক্তিই সম্যক্ দর্শনের হেতু, ইহাই দুই শ্লোক দ্বারা মীমাংসা করিতেছেন ॥ ৭৯ ॥

১ স্কন্ধের ৫ অধ্যায়ের ৩৭। ৩৮ শ্লোকের ব্যাখ্যা যথা ॥

"নম ইতি" মন্ত্রমূর্ত্তিঅ র্থাৎ মন্ত্রোক্ত মূর্ত্তি অথবা মন্ত্রই যাঁহার মূর্ত্তি। অমূর্ত্তিক শব্দের অর্থ মন্ত্রোক্ত ভিন্ন অন্য মূর্ত্তি-শূন্য অথবা প্রাকৃত মূর্ত্তিরহিত, যে হেতু মূর্ত্তি ও স্বরূপ এই দুইয়ের একত্ব আছে, কিম্বা প্রাকৃতের ন্যায় যাঁহার পৃথক্ মূর্ত্তি নাই। সেই পুরুষ সম্যক্ দর্শন, যে হেতু ঐ পুরুষ সাক্ষাৎ শ্রীভগবান্‌কে সাক্ষাৎ করিতে সমর্থ ॥ ৮০ ॥

তদেবং দৃষ্টিতারতম্যদ্বারা তদভিব্যক্তিতারতম্যেন শ্রীভগবত উৎকর্ষ উক্তঃ।

অথ লিঙ্গান্তরৈরপি দর্শ্যতে। অত্রাত্মারামজনাকর্ষলিঙ্গেন গুণোৎকর্ষবিশেষেণ তস্যৈব পূর্ণতামাহ ॥ ৮১ ॥

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিরিতি ॥ ৮৮ ॥

অতএব এই প্রকার দৃষ্টিতারতম্য অর্থাৎ অসম্যক্ ও সম্যক্ দর্শন দ্বারা শ্রীভগবানের উৎকর্ষ কথিত হইল ॥

অনন্তর অন্য চিহ্নদ্বারাও শ্রীভগবানের উৎকর্ষ দেখাইতেছেন। সেই স্থলে আত্মারাম জনসকলের আকর্ষণ চিহ্ন গুণের উৎকর্ষ বিশেষদ্বারা সেই ভগবানেরই পূর্ণত্ব কহিতেছেন ॥ ৮১ ॥

১১ স্কন্ধের ৭ অধ্যায়ে ১০ শ্লোকে শ্রীসূতের বাক্য যথা ॥

আত্মারাম মুনিসকলের কোন প্রকার হৃদয়গ্রন্থি না থাকিলেও তাঁহারাও উরুক্রম শ্রীকৃষ্ণে ফলাভিসন্ধিরহিতা ভক্তি করিয়া থাকেন, হরির তাদৃশ অসাধারণ গুণ এইযে, মুক্ত অমুক্ত সকলেই তদর্থ সমুৎসুক হয়েন ॥ ৮৮ ॥

স্বামির টীকা যথা নির্গ্রন্থা অর্থাৎ যাঁহারা গ্রন্থসকল হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়াছেন।

টীকা চ । নির্গ্রন্থা গ্রন্থেভ্যো নির্গতাঃ ।

তদুক্তং গীতাসু ।

যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি ।

তদা গন্তাসি নির্ব্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চেতি ।

যদ্বা । গ্রন্থিরেব গ্রন্থঃ অহঙ্কারঃ নিবৃত্তহৃদয়গ্রন্থয় ইত্যর্থঃ ।

নন্থ । মুক্তানাং কিং ভক্ত্যেত্যাদি সর্ব্বাক্ষেপপরিহারার্থমাহ ইত্থম্ভূতগুণ ইত্যেষা ॥ ১ ॥ ৭ ॥

শ্রীসূতঃ ॥ ৮২ ॥

আরোহভূমিকাক্রমেণাপি তস্যৈবাধিক্যমাহ ।

এই বিষয় ভগবদ্গীতার ২ অধ্যায়ে ৫২ শ্লোকে ॥

ভগবান্ কহিলেন অর্জ্জুন ! পরমেশ্বরের আরাধনাদ্বারা যৎকালে তোমার বুদ্ধি দেহে অভিমানরূপ মোহময় দুর্গ, বিশেষরূপে উত্তীর্ণ হইবে, তৎকালে তুমি শ্রুত এবং শ্রোতব্য বিষয়ের বৈরাগ্য লাভ করিবে ॥

অথবা গ্রন্থির ন্যায় গ্রন্থি যে অহঙ্কার অর্থাৎ যাহাদের হৃদয়গ্রন্থি নিবৃত্ত হইয়াছে । অহে ! যদি বল, মুক্তসকলের ভক্তিতে প্রয়োজন কি ? ইত্যাদি আক্ষেপকে পরিহার করিবার নিমিত্ত কহিতেছেন, হরির তাদৃশ অসাধারণ গুণ এই যে মুক্ত অমুক্ত সকলেই ভক্তির নিমিত্ত সমুৎসুক হয়েন ॥ ৮২ ॥

আরম্ভ অবধি ক্রমান্বয়ে ভগবানেরই আধিক্য কহিতেছেন ।

৩ স্কন্ধের ২৪ অধ্যায়ের ৪২ শ্লোক হইতে ৪৬ শ্লোক পর্য্যন্ত ৫ শ্লোকে যথা ॥

মনো ব্রহ্মণি যুঞ্জানো যত্তৎ সদসতঃ পরং।
গুণাবভাসে বিগুণে একভক্ত্যানুভাবিতে ॥ ৮৩ ॥
নিরহঙ্কৃতি নির্ম্মমশ্চ নির্দ্বন্দ্বঃ সমদৃক্ স্বদৃক্।
প্রত্যক্ প্রশান্তধীর্ধীরঃ প্রশান্তোর্ম্মিরিবোদধিঃ ॥ ৮৪ ॥
বাসুদেবে ভগবতি সর্ব্বজ্ঞে প্রত্যগাত্মনি।
পরেণ ভক্তিভাবেন লব্ধাত্মা মুক্তবন্ধনঃ ॥ ৮৫ ॥

মৈত্রেয় কহিলেন বিদুর! কর্দ্দম প্রজাপতি তদনন্তর সৎ ও অসৎ হইতে ভিন্ন যে ব্রহ্ম নির্গুণ হইয়াও সগুণ হইয়া প্রকাশ পান, তাহার প্রতি মনোযোগ করিলেন। তাহাতে অব্যভিচারিণী ভক্তিদ্বারা অচিরেই তাঁহার ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হইল ॥ ৮৩ ॥

অতএব দেহাদিতে অহংবুদ্ধি ও মমতাশূন্য হইল, সুতরাং শীতোষ্ণাদিতে অনাকুল এবং ভেদবুদ্ধিরহিত হইয়া কেবল স্বরূপমাত্রই দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার বুদ্ধি প্রত্যগাত্ম-মাত্রে প্রবণা হইয়া শান্তভাবে থাকাতে যেমন জলতরঙ্গ প্রশান্ত হইলে জলনিধি নিস্তব্ধ হয়, তাহার ন্যায় তিনি নিশ্চল ও নিঃশব্দ হইয়া রহিলেন ॥ ৮৪ ॥

তদনন্তর বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়াতে তাঁহার চিত্ত পরম-ভক্তি ভাবে জীবের আত্মস্বরূপ ভগবান্ বাসুদেবে সঙ্গত হইল ॥ ৮৫ ॥

আত্মানং সর্ব্বভূতেষু ভগবন্তমবস্থিতং।
অপশ্যৎ সর্ব্বভূতানি ভগবত্যপি চাত্মনি ॥ ৮৬ ॥
ইচ্ছাদ্বেষবিহীনেন সর্ব্বত্র সমচেতসা।
ভগবদ্ভক্তিযোগেন প্রাপ্তা ভাগবতী গতিঃ ॥ ৮৯ ॥

একভক্ত্যা অব্যভিচারিণ্যা সাধনলক্ষণয়া ভক্ত্যা অনুভাবিতে নিরন্তরং অপরোক্ষীকৃতে। তাং বিনা কস্যচিদপ্যর্থস্যাসিদ্ধেঃ।

নিরহঙ্কৃতিত্বাদেব নির্ম্মমঃ। তদ্দ্বয়াভাবাদেব মন আদীনামপ্যভাবঃ সিধ্যতি। সমদৃক্ ভেদাগ্রাহকঃ। স্বদৃক্ স্ব-

তাহাতে সকল প্রাণিতে ভগবদ্রূপ আত্মাকে অবস্থিত এবং সকল ভূতকে ভগবদ্রূপ আত্মায় অবস্থিত দেখিতে লাগিলেন ॥ ৮৬ ॥

অতএব ইচ্ছাদ্বেষ বিহীন এবং সর্ব্বত্র চিত্তদ্বারা ভগবদ্ভক্তিযোগে ভগবৎসম্বন্ধিনী গতি অচিরেই লব্ধা হইল ॥ ৮৯ ॥

৪২ শ্লোকের তাৎপর্য্য। একভক্তি অর্থাৎ অব্যভিচারিণী সাধনরূপা ভক্তিদ্বারা ভগবান্ অনুভাবিত অর্থাৎ নিরন্তর প্রত্যক্ষীকৃত হইলেন। অতএব সেই ভক্তি ব্যতিরেকে কোন অর্থই সিদ্ধ হয় না।

৪৩ শ্লোকের তাৎপর্য্য।

নিরহঙ্কার প্রযুক্ত মমতাশূন্য। অহঙ্কার ও মমতার অভাব বশতই মন প্রভৃতির অভাব সিদ্ধি হইল অর্থাৎ অহঙ্কার ও

স্বরূপাভেদেন ব্রহ্মৈব পশ্যন্ প্রত্যক্ অন্তর্মুখী প্রশান্তা বিক্ষেপরহিতা ধীর্জ্ঞানং যস্য সঃ। তদেবং ব্রহ্মজ্ঞান-মিশ্রভক্তিসাধনবশেন ব্রহ্মানুভবে জাতেঽপি ভক্তি-সংস্কারবলেন লব্ধপ্রেমাদেস্তদূর্দ্ধমপি শ্রীভগবদনুভবমাহ বাসুদেব ইতি প্রত্যগাত্মনি সর্ব্বেষামাশ্রয়ভূতে পরেণ প্রেমলক্ষণেন ভক্তিভাবেন তৎসত্তয়ৈব লব্ধা আত্মান-স্তদীয়তাত্মকা অহঙ্কারাদয়ো যেনেতি ব্রহ্মজ্ঞানেন

মমতাসত্ত্বে মনপ্রভৃতির বিষয় পরিত্যাগ হয় না। সমদৃক্ শব্দের অর্থ ভেদ গ্রহণ না করা। স্বদৃক্ শব্দের অর্থ স্বীয় স্বরূ-পের স্বরূপের অভেদদ্বারা ব্রহ্মকেই দর্শন করে অর্থাৎ আপনার সহিত সমস্ত জগৎকে ব্রহ্মরূপে অবলোকন করে। প্রত্যক্ শব্দের অর্থ অন্তর্মুখী, প্রশান্তশব্দের অর্থ বিক্ষেপ-রহিত, ধীশব্দের অর্থ জ্ঞান অর্থাৎ তাঁহার বুদ্ধি অন্তর্মুখী ও প্রশান্তভাবে অবস্থিত হইল ॥

৪৪ শ্লোকের তাৎপর্য্য ॥

অতএব এই প্রকারে ব্রহ্মজ্ঞানমিশ্র ভক্তি সাধনদ্বারা ব্রহ্মানুভব হইলেও ভক্তিসংস্কারবলে প্রেমাদি লাভ করিতে পারিলে তাহার পরেই শ্রীভগবানের অনুভব হয় এই বিষয় বলিতেছেন বাসুদেব এই শ্লোকে ॥

প্রত্যগাত্ম শব্দের অর্থ সকলের আশ্রয়স্বরূপ। পর-শব্দের অর্থ প্রেমলক্ষণ। ভক্তি ভাব শব্দের অর্থ ভক্তির

প্রাকৃতাহঙ্কারাদিলয়ানন্তরমাবির্ভূতান্ প্রেমানন্দাত্মক-শুদ্ধসত্ত্বময়ান্ লব্ধবানিত্যর্থঃ।

নমু তএব প্রত্যাবর্ত্তন্তাং, কিম্বা পূর্ব্ববদমী অপি বন্ধহেতবো ভবন্তু নেত্যাহ। মুক্তবন্ধনঃ। অনাবৃত্তিঃ শব্দাদিতি ন্যায়াৎ ভক্ত্যতিশয়েন লব্ধাত্মত্বমেব প্রতিপাদয়তি আত্মানমিতি। আত্মাত্র পরমাত্মা। সর্ব্বথা তস্য ভগবানেবাস্ফূরদিতি বাক্যার্থঃ। ততঃ সাক্ষাদেব তৎপ্রাপ্তিমাহ

বিদ্যমানতা, তদ্দ্বারা লব্ধ আত্মার তদীয়তাস্বরূপ অহঙ্কারাদি অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানদ্বারা প্রাকৃত অহঙ্কারাদি লয়ের পর আবির্ভূতপ্রেমানন্দময় শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ অহঙ্কারাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

অহে! যদি এইরূপ বল যে, সেই অহঙ্কারাদি পুনর্ব্বার আসুক, কিম্বা পূর্ব্বের ন্যায় এই সকল প্রেমানন্দময় শুদ্ধস্বরূপ অহঙ্কারাদিও বন্ধনের হেতু হউক। এরূপ বলিও না,। এই অভিপ্রায়ে কহিতেছেন। কর্দ্দম ঋষি মুক্তবন্ধন হইলেন। শব্দের আবৃত্তি নাই, এই ন্যায়প্রযুক্ত॥

অতিশয় ভক্তিদ্বারা আত্মার লাভকে প্রতিপন্ন করিতেছেন।

৪৫ শ্লোকে যথা॥

"আত্মানমিতি" আত্মা শব্দে এস্থলে পরমাত্মা। কর্দ্দম ঋষির নিকট সর্ব্ব প্রকারে ভগবান্‌ই স্ফূর্ত্তিশীল হইয়াছিলেন,

ইচ্ছা দ্বেষেতি। তদেবং তেন ভাগবতী গতিঃ প্রাপ্তা। হেয়ত্বাদন্যত্রেচ্ছাদ্বেষবিহীনেন তস্মাদেব হেতোঃ সর্ব্বত্র সমচেতসা।

তদুক্তং।

নারায়ণপরাঃ সর্ব্বে ন কুতশ্চ নবিভ্যতি।
স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ॥ ইতি।

যদ্বা। ময়া লক্ষ্যা সহ বর্ত্ততে ইতি সমঃ। ইতি সহস্রনাম-তাৎপর্য্যাৎ, ভগবচ্চেতসেতি। প্রাপ্তো ভাগবতীং গতি-

---

ইহাই ব্যাক্যার্থ॥

অনন্তর ভগবানের সাক্ষাৎ প্রাপ্তিই কহিতেছেন "ইচ্ছা দ্বেষ" ইত্যাদি ৪৬ শ্লোকে যথা—

অতএব এই প্রকারে কর্দ্দম ঋষির ভগবৎসম্বন্ধিনী গতি-প্রাপ্তি হইল। অগ্রাহ্য প্রযুক্ত অন্যত্র ইচ্ছাদ্বেষ বিরহিত চিত্ত দ্বারা। এই হেতু তিনি সর্ব্বত্র সমচিত্ত ছিলেন।

এই বিষয় ৬ স্কন্ধের ১৭ অধ্যায়ে ২৩ শ্লোকে শ্রীমহাদে-বের বাক্যে কথিত হইয়াছে যথা—

মহাদেব কহিলেন হে দেবি! যে যে ব্যক্তি নারায়ণপর তাঁহারা কাহা হইতেও ভয় পান না। স্বর্গ, নরক ও মুক্তি এই তিনেই তুল্য প্রয়োজন দর্শন করিয়া থাকেন॥

অথবা সমশব্দের অর্থ। মা শব্দে লক্ষ্মী তাঁহার সহিত বর্ত্তমান এই অর্থে সম, সহস্রনামভাষ্যে ভগবানের সম

মিতি পাঠে স কর্দ্দম এব তাং গতিং প্রাপ্তঃ।
অত্র ভগবদ্ভক্তিযোগেনেত্যেব বিশেষ্যমিতি ॥
এবমেবোক্তং শ্রীভগবদুপনিষৎসু,—
বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্যচ।
শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ।
বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্‌কায়মানসঃ।
ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ।

বলিয়া একটী নাম বর্ণিত আছে। ভগবদ্গত চিত্তদ্বারা। আর যদি "প্রাপ্তো ভাগবতীং গতিং" এই পাঠ হয়, তাহা হইলে এই অর্থ প্রকাশ হইতেছে অর্থাৎ কর্দ্দমই সেই ভাগবতী গতি প্রাপ্ত হইলেন। এস্থলে "ভগবদ্ভক্তিযোগ" এই পদটী বিশেষ্য ॥

এই প্রকারই শ্রীভগবদ্গীতার ১৮ অধ্যায়ের ৫১। ৫২। ৫৩। ৫৪। ৫৫। শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যথা ॥

ভগবান্ কহিলেন অর্জ্জুন! বিশুদ্ধ বুদ্ধিযুক্ত এবং আত্মাকে ধৈর্য্যসহকারে নিয়মিত করিয়া শব্দস্পর্শাদি বিষয়-বাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক রাগদ্বেষ হইতে বিমুক্ত হইতে হয় ॥

ইহাতে বিজ্ঞ ব্যক্তি নির্জন স্থানে বাস ও লঘু ভোজন এবং কায় মন ও বাক্যের সংযম করিয়া ধ্যানযোগে নিষ্ঠা ও তৎ-পরতার সহিত নিত্য বৈরাগ্যাবলম্বন করিবেন ॥

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহং।
বিমুচ্য নির্ম্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে।
ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা নশোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাং।
ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরমিতি ॥
তত্র বিশতির্মিলনার্থঃ। যথা। দুর্য্যোধনং পরিত্যজ্য যুধিষ্ঠিরং প্রবিষ্টবানয়ং রাজেতি। শ্রীদশমেঽপি শ্রীগোপৈ-

অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ, এবং পরিগ্রহ অর্থাৎ ধনসঞ্চয়ের নিয়মিত বাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক মমতারহিত এবং শান্ত হইলে ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইতে পারে ॥

ব্রহ্মপ্রাপ্ত প্রসন্নেচ্ছ সাধক শোক কিম্বা আকাঙ্ক্ষা করেন না, তিনি সর্ব্বভূতে সমান ভাব রাখিয়া আমার উৎকৃষ্টা ভক্তি লাভ করেন ॥

সাধকেরা ভক্তিদ্বারা আমাকে জানিতে পারেন অর্থাৎ আমি যে প্রকার ও যে পরিমাণবিশিষ্ট তাহা তত্ত্ব জ্ঞানে অবগত হইয়া অনন্তর আমাতে প্রবিষ্ট হয়েন ॥

এস্থানে বিশ ধাতুর অর্থ মিলন। যেমন দুর্য্যোধনকে পরিত্যাগ করিয়া ইনি রাজা এই বলিয়া যুধিষ্ঠিরের সহিত প্রবিষ্ট অর্থাৎ মিলিত হইয়াছিলেন ॥

শ্রীদশমের ২৮ অধ্যায়ে শ্রীগোপগণ ব্রহ্মসম্পত্তি লাভা-

ব্রহ্ম সম্পত্ত্যনন্তরমেব বৈকুণ্ঠো দৃষ্ট ইতি শ্রীস্বামিভিরেব ব্যাখ্যাতং ॥ ৩ ॥ ২৪ ॥ শ্রীমৈত্রেয়ঃ ॥ ৮৩ ॥ তথা।

তস্মাজ্জ্ঞানেন সহিতং জ্ঞাত্বা স্বাত্মানমুদ্ধব। জ্ঞানবিজ্ঞান-সম্পন্নো ভজ মাং ভক্তিভাবিতঃ ॥ ৯০ ॥ স্পষ্টং ॥

স্বাত্মানং জীবস্বরূপং জ্ঞানবিজ্ঞানঞ্চ ব্রাহ্মং।

কিং বহুনা। অত্র শ্রীচতুঃসনশুকাদয় এবোদাহরণমিতি ॥ ১১ ॥ ১৯ শ্রীভগবান্ উদ্ধবং ॥ ৮৪ ॥

শ্রীভগবতা শব্দব্রহ্মময়-কম্বুপৃষ্ট-কপোলস্তৎপ্রকাশিতয-

নন্তরই বৈকুণ্ঠ দর্শন করিয়াছিলেন, শ্রীধরস্বামী এই রূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন ॥ ৮৩ ॥

তথা ১১ স্কন্ধে ১৯ অধ্যায়ে ৫ শ্লোকে
ভগবান্ উদ্ধবকে কহিয়াছেন যথা ॥

অতএব হে উদ্ধব! জ্ঞাননিষ্ঠা পর্য্যন্ত আত্মাকে জানিয়া অন্য সমুদায় পরিত্যাগপূর্ব্বক জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্ন হইয়া উক্ত-ভাবে আমাকে ভজনা কর ॥ ৯০ ॥

ইহার অর্থ স্পষ্ট। এস্থানে "স্বাত্মানং" অর্থাৎ স্বাত্মা শব্দের অর্থ জীবস্বরূপ ও জ্ঞানবিজ্ঞান শব্দে ব্রহ্মসম্বন্ধীয়। অধিক আর কি বলিব, এস্থলে সনকাদি চতুঃসন ও শুকদেব প্রভৃতি উদাহরণ স্থল হইয়াছেন ॥ ৮৪ ॥

শ্রীভগবান্ ধ্রুবের কপোল দেশে বেদময় শঙ্খ স্পর্শ করাইলে তদ্দ্বারা প্রকাশিত যথার্থবাক্য ধ্রুব বালক হইলে

থার্থনিগদো ধ্রুবো বালকোঽপি তথা বিবৃতবানিত্যেব-মানন্দচমৎকারবিশেষশ্রবণাদপি তস্যৈব পূর্ণত্বমাহ ॥

যা নির্বৃতিস্তনুভৃতাং তব পাদপদ্ম—
ধ্যানাদ্ভবজ্জনকথশ্রবণেন বা স্যাৎ।
সা ব্রহ্মণি স্বমহিমন্যপি নাথ মা ভূৎ
কিম্বন্তকাসিলুলিতাৎ পততাং বিমানাৎ ॥ ৯১ ॥

স্বমহিমনি অসাধারণমাহাত্ম্যেঽপি মা ভূৎ ন ভবতী-ত্যর্থঃ। অন্তকাসিঃ কালঃ ॥ ৪ ॥ ৯ ॥

ও সেই প্রকার বিস্তার করিয়াছেন। এই রূপ আনন্দ চমৎ-কার বিশেষ শ্রবণ হেতুই ভগবানেরই পূর্ণত্ব কহিতেছেন ॥

৪ স্কন্ধে ৯ অধ্যায়ে ১০ শ্লোকে ধ্রুবপ্রিয় ভগবানের প্রতি ধ্রুববাক্য যথা ॥

ধ্রুব কহিলেন হে নাথ! আপনার পাদপদ্ম ধ্যান অথবা আপনার ভক্তজনের কথায় দেহধারি ব্যক্তিদিগের যে নির্বৃতি হয়, আত্মানন্দ স্বরূপ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারেও সে সুখ লভ্য হয় না, ইহাতে যে সকল লোক অন্তকের কালরূপ অসিদ্বারা কর্ত্তিত বিমান হইতে পতিত হইতেছে, তাহাদের কথা কি। অর্থাৎ ঐ সকল লোকের ঐ রূপ নির্বৃতিলাভের সম্ভাবনা নাই ইহা বলা বাহুল্য মাত্র ॥ ৯১ ॥

"স্বমহিমনি" অর্থাৎ অসাধারণ মহিমাতেও না হউক,

ধ্রুবঃ শ্রীধ্রুবপ্রিয়ং ॥ ৮৫ ॥

/পরমসিদ্ধিরূপাৎ ব্রহ্মণি লয়াদপি তদ্ভজনস্য গরীয়স্ত্বেন তস্যৈব গরীয়স্ত্বমুপদিশতি।

অনিমিত্তা ভাগবতী ভক্তিঃ সিদ্ধের্গরীয়সীতি ॥ ৯২ ॥

সিদ্ধের্মুক্তেরপীতি টীকা চ। সিদ্ধের্জ্ঞানান্মুক্তের্বেতি শ্রীভগবন্নামকৌমুদীচ ॥ ৩ ॥ ২৫ ॥/

শ্রীকপিলদেবঃ ॥ ৮৬ ॥

তদেবং শ্রীভগবানেবাখণ্ডং তত্ত্বং সাধকবিশেষাণাং

অর্থাৎ হয় না। অন্তকাসিশব্দে কাল ॥ ৮৫ ॥

পরম সিদ্ধরূপ হইতে এবং ব্রহ্মে লয় হইতেও ভগবদ্-ভজনের গুরুত্ব প্রযুক্ত সেই ভজনেরই শ্রেষ্ঠত্ব উপদেশ করিতেছেন ॥

৩ স্কন্ধের ২৫ অধ্যায়ে ২৯ শ্লোকে দেবহূতির প্রতি শ্রীকপিলদেবের বাক্য যথা ॥

কপিলদেব কহিলেন মা! নিষ্কামা ভাগবতী ভক্তি মুক্তি অপেক্ষাও গরীয়সী ॥ ৯২ ॥

ইহার শ্রীধরস্বামির টীকা। সিদ্ধি অর্থাৎ মুক্তি হইতেও শ্রীভগবন্নামকৌমুদীর ব্যাখ্যা এই যে, সিদ্ধিশব্দে জ্ঞান অথবা মুক্তি ॥ ৮৬ ॥

সেই হেতু এই প্রকারে শ্রীভগবান্‌ই অখণ্ড তত্ত্ব, সাধক

তাদৃশযোগ্যত্বাভাবাৎ সামান্যাকারোদয়ত্বেন তদসম্যক্-
স্ফূর্ত্তিরেব ব্রহ্মেতি সাক্ষাদেব বক্তি দ্বাভ্যাং ॥ ৮৭ ॥

জ্ঞানযোগশ্চ মন্নিষ্ঠো নৈর্গুণ্যো ভক্তিলক্ষণঃ।
দ্বয়োরপ্যেক এবার্থো ভগবচ্ছব্দলক্ষণঃ।
যথেন্দ্রিয়ৈঃ পৃথগ্‌দ্বারৈরর্থো বহুগুণাশ্রয়ঃ।

বিশেষ অর্থাৎ জ্ঞানিসকলের উক্ত প্রকার যোগ্যতা না থাকায় সামান্যাকারের উদয় হেতু ভগবানের সম্যক্ স্ফূর্ত্তি হইয়াছিল, এই বিষয় দুইটী শ্লোকে কহিতেছেন ॥ ৮৭ ॥

৩ স্কন্ধের ৩২ অধ্যায়ে ২৭ । ২৮ শ্লোকে
কপিলদেবের বাক্য যথা ॥

কপিলদেব কহিলেন হে মাতঃ! নৈর্গুণ্য জ্ঞানযোগ এবং মদ্বিষয়ক ভক্তিরূপ যে যোগ এই উভয়ের একই প্রয়োজন অর্থাৎ এই দুইয়েতে ভগবান্‌কেই প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥

মা! শাস্ত্রদ্বারা এই বোধগম্য হইতেছে যে, জ্ঞানযোগের ফল আত্মলাভ এবং ভক্তিযোগের ফল ভজনীয় ঈশ্বরের প্রাপ্তি, তবে এই দুইয়ের প্রয়োজন কি রূপে হইবে? এমত আশঙ্কা করিবেন না, যেমন রূপ রসাদি বহু গুণের আশ্রয় ক্ষীরাদির এক এক বিষয় হইলেও পৃথক্ পৃথক্ মার্গে প্রবৃত্ত ইন্দ্রিয়গণ নানাপ্রকারে প্রতীয়মান হয়, অর্থাৎ এক দুগ্ধ চক্ষুর্দ্বারা শুক্ল, রসনাদ্বারা মধুর, ত্বকের দ্বারা শীতল এবং নাসিকাদ্বারা সুগন্ধ, শ্রোত্রদ্বারা ক্ষীরাভিধান ইত্যাদি ভেদ হয়, তাহার

একো নানেয়তে তদ্বদ্ভগবান্ শাস্ত্রবর্ত্মভিঃ ॥ ৯৩ ॥

টীকা চ। অনেন চ জ্ঞানযোগেন ভগবানেব প্রাপ্যঃ। যথা ভক্তিযোগেনেত্যাহ। নৈর্গুণ্যো জ্ঞানযোগশ্চ মন্নিষ্ঠো ভক্তিলক্ষণশ্চ যো যোগঃ তয়োর্দ্বয়োরপ্যেক এবার্থঃ প্রয়োজনং। কোঽসৌ ভগবচ্ছব্দো লক্ষণং জ্ঞাপকো যস্য। তদুক্তং গীতাসু,—

তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতা ইতি ॥ ৮৮ ॥

ননু জ্ঞানযোগস্যাত্মলাভঃ ফলং শাস্ত্রেণাবগম্যতে ভক্তি-

ন্যায় ভগবান্ বস্তুতঃ এক, ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রবর্ত্ম দ্বারা নানা প্রকারে প্রতীয়মান হয়েন ॥ ৯৩ ॥

ইহার শ্রীধরস্বামির টীকা এই যে। যেমন ভক্তিযোগ দ্বারা ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তদ্রূপ এই জ্ঞানযোগেও ভগবান্‌কে পাওয়া যায়, এই বিষয় বলিতেছেন গুণসম্বন্ধ রহিত জ্ঞানযোগ এবং মদ্বিষয়ক ভক্তিরূপ যে যোগ এই দুইয়ের একই প্রয়োজন। যদি জিজ্ঞাসা কর ভগবৎ শব্দ বোধ করায় সেই প্রয়োজন কি ? ॥

এই প্রশ্নের উত্তর ভগবদ্গীতায় ১২ অধ্যায়ের ৪ শ্লোকে ভগবান্ অর্জ্জুনকে কহিয়াছেন। যাহারা সকল প্রাণির হিত-চেষ্টাতে রত তাহারাই আমাকে প্রাপ্ত হয় ॥ ৮৮ ॥

কপিলদেব কহিলেন মা! শাস্ত্রদ্বারা এই বোধগম্য

যোগস্যতু ভজনীয়েশ্বরপ্রাপ্তিঃ কুতস্তয়োরেকার্থত্বমিত্যাশঙ্ক্য দৃষ্টান্তেনোপপাদয়তি। যথা বহূনাং রূপরসাদীনাং গুণানামাশ্রয়ঃ ক্ষীরাদিরেক এবার্থো মার্গভেদপ্রবৃত্তৈরিন্দ্রিয়ৈর্নানা প্রতীয়তে, চক্ষুষা শুক্ল ইতি রসনেন মধুর ইতি স্পর্শেন শীত ইত্যাদি, তথা ভগবানেক এব তত্তদ্রূপেণাবগম্যতে। ইত্যেষা।

অত্র ভগবানেবাঙ্গিত্বেন নিগদিতঃ। অতঃ সর্ব্বাংশপ্রত্যায়কত্বাদ্ ভক্তিযোগশ্চ মনঃস্থানীয়ো জ্ঞেয়ঃ ॥ ৩ ॥ ৩২ ॥

হইতেছে যে, জ্ঞানযোগের ফল আত্মলাভ এবং ভক্তিযোগের ফল ভজনীয় ঈশ্বরের প্রাপ্তি, তবে এই দুইয়ের এক প্রয়োজন কি রূপে হইবে, এমত আশঙ্কা করিবেন না, এই বলিয়া দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রতিপন্ন করিতেছেন। যেমন রূপ রসাদি বহু গুণের আশ্রয় ক্ষীরাদির এক বিষয় হইলেও পৃথক্ পৃথক্ মার্গে প্রবৃত্ত ইন্দ্রিয়গণদ্বারা নানা প্রকারে প্রতীয়মান হয় অর্থাৎ এক দুগ্ধ চক্ষুদ্বারা শুক্ল, রসনাদ্বারা মধুর এবং ত্বকের দ্বারা শীতল ইত্যাদি ভেদ হয়, তাহার ন্যায় ভগবান্ বস্তুতঃ এক, ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রবর্ত্মদ্বারা নানাপ্রকারে প্রতীয়মান হইয়া থাকেন ॥

এস্থলে ভগবান্ই অঙ্গী অর্থাৎ প্রধান বলিয়া কথিত হইয়াছেন, এই হেতু সকল অংশের জ্ঞাপকত্বপ্রযুক্ত ভক্তিযোগই মনের স্থানীয় বলিয়া জানিতে হইবে ॥ ॥ ৮৯ ॥

শ্রীকপিলদেবঃ ॥ ৮৯ ॥

অতএব তদংশত্বেনৈব ব্রহ্ম শ্রূয়তে ॥

অহং বৈ সর্ব্বভূতানি ভূতাত্মা ভূতভাবনঃ।
শব্দব্রহ্ম পরংব্রহ্ম মমোভে শাশ্বতী তনূ ॥ ৯৪ ॥

টীকাচ। সর্ব্বভূতান্যহমেব। ভূতানামাত্মা ভোক্তাপ্যহমেব ভোক্তৃভোগ্যাত্মকং বিশ্বং মদ্ব্যতিরিক্তং নাস্তীত্যর্থঃ। যতোঽহং ভূতভাবনং ভূতানাং প্রকাশকঃ কারণঞ্চ।

অতএব ব্রহ্মও ভগবানের অংশরূপে শ্রুত হইয়াছেন ॥

৬ স্কন্ধে ১৬ অধ্যায়ে ৪৬ শ্লোকে যথা ॥

অনন্তদেব চিত্রকেতু রাজাকে কহিলেন হে রাজন্! যে হেতু আমি ভূতভাবন অর্থাৎ ভূতসকলের প্রকাশক ও কারণ অতএব আমিই সকল ভূতস্বরূপ এবং সমস্ত ভূতের আত্মা অর্থাৎ ভোক্তা। ফলতঃ আমা ব্যতীত ভোক্তা ও ভোগ্যাত্মক বিশ্ব নাই। বৎস! কোন কোন ব্যক্তিরা "শব্দব্রহ্ম প্রকাশক ও পরব্রহ্ম কারণ" এই যে কহিয়া থাকে তাহাও সত্য, কিন্তু এই দুই অর্থাৎ শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্ম আমারই শাশ্বত (নিত্য) শরীর ॥ ৯৪ ॥

ইহার টীকা এই যে, আমিই সর্ব্বভূত আমিই ভূতসকলের ভোক্তা অর্থাৎ ভোক্তৃযোগ্য স্বরূপ বিশ্ব আমা হইতে ভিন্ন নয়। যে হেতু আমি ভূতসকলের প্রকাশক ও কারণ। অহে

নন্বু শব্দব্রহ্ম প্রকাশকং পরং ব্রহ্ম কারণং প্রকাশকঞ্চ সত্যং তে উভে মমৈব রূপে ইত্যাহ শব্দব্রহ্মেতি। শাশ্বতী শাশ্বত্যাবিত্যেষা। অত্র শব্দব্রহ্মণঃ সাহচর্য্যাৎ পরব্রহ্মণোঽপ্যংশত্বমেবায়াতি ॥ ৬ ॥ ১৬ ॥

শ্রীসঙ্কর্ষণশ্চিত্রকেতুং ॥ ৯০ ॥

অতো ভগবতোঽসম্যক্ প্রকাশত্বাৎ বিভূতিনির্ব্বিশেষ-এব তদিত্যপ্যাহ।

মদীয়ং মহিমানঞ্চ পরং ব্রহ্মেতি শব্দিতং।
বেৎস্যস্যনুগৃহীতং মে সংপ্রশ্নৈর্ব্বিবৃতং হৃদি ॥
মহিমানমৈশ্বর্য্যং বিভূতিনির্ব্বিশেষং। ইতি যাবৎ ॥ ৯৫ ॥

শব্দব্রহ্ম প্রকাশক, পরব্রহ্ম কারণ ও প্রকাশ হইয়াছেন সত্য, তাহারা উভয়েই আমার রূপ এই বিষয় কহিতেছেন শব্দ ব্রহ্মেতি। শাশ্বতী শব্দের অর্থ ঐ দুই রূপই নিত্য ॥

এস্থলে শব্দব্রহ্মের সাহচর্য্য হেতু পরব্রহ্মেরও অংশত্ব প্রাপ্তি হইল ॥ ৯০ ॥

অতএব অসম্যক্ প্রকাশহেতু সেই ব্রহ্ম ভগবানের বিভূতি নির্বিশেষ হইলেন এই বিষয় কহিতেছেন ॥ ৮ স্কন্ধে ২৪ অধ্যায়ে ২৩ শ্লোকে সত্যব্রতের প্রতি শ্রীমৎস্যদেবের বাক্য যথা ॥

হে রাজন্! পরমব্রহ্ম পদবাচ্য যে আমার মহিমা, তৎকালে তোমার প্রশ্নে আমি তাহা বিবৃত করিব, তুমি আমার প্রসাদলব্ধ সেই মহিমা আপনার হৃদয়ে অবগত হইতে পারিবে ॥ ৯৫ ॥

শ্রীধরস্বামির টীকা যথা ॥

অতএব মে ময়া অনুগৃহীতং অনুগ্রহেণ প্রকাশিতং হৃদি অপরোক্ষং বেৎস্যসি ত্বয়া কৃতৈঃ সংপ্রশ্নৈর্ময়া বিবৃতং। ইতি। সতু যদ্যপি মদনুভবান্তর্ভূত এব ব্রহ্মানুভব ইত্যতো নাস্তি মত্তঃ পৃথগনুভবাপেক্ষা তথাপি ভক্তি-প্রকাশিতসাক্ষান্মদনুভবে তন্মাত্রানুভবো ন স্ফুটো ভবতি। যদি তদীয়স্ফুটতায়াং তবেচ্ছা কথঞ্চিদ্বর্ত্ততে তদা সাপি ভবেদিতি ভাবঃ॥ ৯১॥

অতএব।

এতৌহি বিশ্বস্যচ জীবযোনী

রামো মুকুন্দঃ পুরুষঃ প্রধানং।

অতএব আমার অনুগ্রহে হৃদয়ে প্রকাশিত তোমার প্রশ্ন-দ্বারা আমা কর্ত্তৃক বিস্তারিত সাক্ষাৎ ব্রহ্মকে তুমি জানিতে পারিবে। যদ্যপি ব্রহ্মানুভব আমার অনুভবের অন্তর্গত অত-এব আমা হইতে পৃথক্ অনুভবের অপেক্ষা নাই, তথাপি ভক্তিদ্বারা প্রকাশিত সাক্ষাৎ আমার অনুভবে ব্রহ্মের অনু-ভব স্পষ্ট হয় না। আর যদি স্পষ্ট ব্রহ্মানুভবে কোন প্রকার তোমার ইচ্ছা থাকে তবে তাহাও হইবে॥ ৯১॥

অতএব ১০ স্কন্ধে ৪৬ অধ্যায়ে ২১ শ্লোকে নন্দের প্রতি উদ্ধবের বাক্য যথা॥

হে গোপরাজ! রাম ও কৃষ্ণ দুই জন বিশ্বের যোনি অর্থাৎ নিমিত্ত উপাদান, আর তাঁহারা দুই জনে ভূতসকলে

অন্বীয় ভূতেষু বিলক্ষণস্য
জ্ঞানস্য চেশাত ইমৌ পুরাণৌ ॥
ইতি শ্রীমদুদ্ধববাক্যং।
জ্ঞানস্যেত্যেকবচনাদেকং ব্রহ্মৈবোচ্যতে ॥ ৮ ॥ ২৪ ॥
শ্রীমৎস্যদেবঃ সত্যব্রতং ॥ ৯২ ॥
তথাচ বিভূতিপ্রসঙ্গ এব।
পৃথিবী বায়ুরাকাশ আপো জ্যোতিরহং মহান্।
বিকারঃ পুরুষো ব্যক্তং রজঃ সত্বং তমঃ পরং ॥ ৯৬ ॥
টীকাচ। পরং ব্রহ্ম চেত্যেষা। অতএব শ্রীবৈষ্ণবসাম্প্র-
দায়িকৈঃ শ্রীমদ্ভিরালমন্দরাচার্য্যমহানুভাবচরণৈরপ্যুক্তং ॥

সকলে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তদুপহিত বিবিধভেদের তথা জীবের নিয়ন্তা, কারণ তাঁহারা পুরাণ পুরুষ অর্থাৎ অনাদি ॥

উক্তপদ্যে "জ্ঞানস্য" এই পদে একবচন হেতু ব্রহ্মও এক বলিয়া উক্ত হইয়াছেন ॥ ৯২ ॥

১১ স্কন্ধে ১৬ অধ্যায়ে ৩৫ শ্লোকে বিভূতিপ্রসঙ্গে যথা ॥

ভগবান্ কহিলেন হে উদ্ধব! পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল, জ্যোতি, অহঙ্কার, মহৎ, ষোড়শ বিকার, পুরুষ, অব্যক্ত সত্ব, রজঃ ও তমঃ এসমুদায় আমি ॥ ৯৬ ॥

ইহার শ্রীধরস্বামির টীকা এই, পরম শব্দে ব্রহ্ম ॥

অতএব শ্রীবৈষ্ণবসম্প্রদায় শ্রীমান্ আলমন্দরাচার্য্য মহানুভবকর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে যথা ॥

যদণ্ডমণ্ডান্তর-গোচরঞ্চ যদ্
দ্দশোত্তরাণ্যাবরণানি যানিচ।
গুণাঃ প্রধানং পুরুষঃ পরং পদং
পরাৎপরং ব্রহ্মচ তে বিভূতয় ইতি॥

পৈঙ্গশ্রুতাবপি তদঙ্গনপাতিত্বেন শ্রূয়তে। এষ স্ত্রী এষ পুরুষ এস প্রকৃতিরেষ আত্মৈব লোক এষ আলোক এষ যোঽসৌ হরিরাদিরনাদিরন্তোঽনন্তঃ পরমঃ পরাদ্বিশ্বরূপ ইতি॥ ১১ ॥ ১৬ ॥

শ্রীভগবান্॥ ৯৩ ॥

অতো ব্রহ্মরূপে প্রকাশে তদ্বৈশিষ্ট্যানুপলম্ভনাৎ তৎ-

হে ভগবন্! যে ব্রহ্মাণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত বস্তু আর ঐ ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে যে দশ দশ গুণ আবরণ, তথা যে সকল সত্বাদি গুণ, প্রকৃতি, পুরুষ, পরং পদ ও পরাৎ পর, তৎ সমুদয় আপনার বিভূতি॥

পৈঙ্গ শ্রুতিতেও তাঁহার অঙ্গণপাতিত্বরূপে
শ্রুত আছে যথা॥

এই স্ত্রী, এই পুরুষ, এই প্রকৃতি, এই আত্মা, এই লোক এই আলোক এই যে ইনি হরি, আদি, অনাদি, অন্ত অনন্ত, পরাৎ পরম ও বিশ্বরূপ॥ ৯৩॥

অতএব ব্রহ্মরূপ প্রকাশে তাঁহার বিশিষ্ট ভাব না থাকা প্রযুক্ত ব্রহ্ম যে ভগবানের প্রভাস্বরূপ তাহা কহিতেছেন॥

প্রভাবত্ত্বলক্ষণত্বমপি তস্য ব্যপদিশ্যতে। রূপং যত্তৎপ্রাহু-
রব্যক্ত মাদ্যং ব্রহ্মজ্যোতিরিত্যাদি ॥ ৯৭ ॥

ব্রহ্মৈব জ্যোতিঃ প্রভা যস্য তথাভূতং রূপং শ্রীবিগ্রহং।
তথা চোক্তং ব্রহ্মসংহিতায়াং।

যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি—
কোটিষ্বশেষবসুধাদিবিভূতিভিন্নং।

---

১০ স্কন্ধে ৩ অধ্যায়ে ২১ শ্লোকে শ্রীভগবানের প্রতি শ্রীদেবকীর বাক্য যথা ॥

দেবকী কহিলেন ভগবন্! বেদসকল যাহাকে অনির্ব্বচনীয় কার্য্যকল্প যে বস্তু বলিয়া বর্ণন করেন অর্থাৎ যাঁহাকে নিরীহ (সন্নিধিমাত্রে কারণ) নির্ব্বিশেষ, সত্তামাত্র, নির্ব্বিকার, নিগুর্ণ, জ্যোতিঃ স্বরূপ, বৃহৎ, আদ্য অর্থাৎ মূল কারণ বলিয়া থাকেন, আপনি সেই বস্তু, সাক্ষাৎ বিষ্ণু, অধ্যাত্মদীপ অর্থাৎ বুদ্ধ্যাদি কারণসমূহের প্রকাশক অতএব আপনার ভয় আশঙ্কা নাই ॥ ৯৭ ॥

ব্রহ্মই যাঁহার জ্যোতিঃ অর্থাৎ প্রভা সেই প্রকার রূপ যাঁহার শ্রীবিগ্রহ হইয়াছে ॥

ব্রহ্মসংহিতা ৪০ শ্লোকে এই রূপ কথিত হইয়াছে ॥

যাঁহার স্বীয় কান্তিপ্রভাতে উৎপন্ন যে ব্রহ্মাণ্ডকোটি সেই সকল প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের অন্তঃস্থিতা কোটি পৃথিবীও ভিন্নভিন্ন রূপে অশেষ বস্তু কোটি সহিত অবস্থিতি করেন,

তদ্ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামীতি ॥ ১০ ॥ ৩ ॥
শ্রীদেবকী শ্রীভগবন্তং ॥ ৯৩ ॥
অতো ব্রহ্মণঃ পরত্বেন শ্রীভগবন্তং কণ্ঠোক্ত্যৈবাহ ।
যঃ পরং রহসঃ সাক্ষাৎ ত্রিগুণাজ্জীবসংজ্ঞিতাৎ ।
ভগবন্তং বাসুদেবং প্রপন্নঃ স প্রিয়ো হি মে ॥ ৯৮ ॥
পিত্রানুবর্ণিতরহা ইতি শ্রবণেন রহো ব্রহ্ম তস্মাদপি পরং ততঃ সুতরাং ত্রিগুণাৎ প্রধানাৎ। জীবসংজ্ঞি-

---

সেই অশেষ জীবের অন্তরাত্মা, অনন্ত, অপরিসীম নিষ্কল পরব্রহ্ম যে আদিপুরুষ গোবিন্দ, তাঁহাকে আমি ভজনা করি ॥ ৯৪ ॥

অতএব ব্রহ্মের পর হেতু শ্রীভগবান্‌কে কণ্ঠোক্তিদ্বারা কহিতেছেন ॥

৪ স্কন্ধে ২৪ অধ্যায়ে ২৪ শ্লোকে
প্রাচেতস্ সকলের প্রতি শ্রীরুদ্রবাক্য যথা ॥

হে রাজনন্দনগণ! প্রধান এবং জীবসংজ্ঞক পুরুষ হইতে পর অর্থাৎ প্রকৃতি পুরুষের নিয়ন্তা যে ভগবান্ বাসুদেব, যে ব্যক্তি তাঁহার শরণাপন্ন হয় সে আমার অতিশয় প্রিয় ॥ ৯৮

৩ স্কন্ধের ১৫ অধ্যায়ের ৪৬ শ্লোকে "পিত্রানুবর্ণিতরহা" এই শ্রবণ হেতু, "রহঃ" শব্দের অর্থ ব্রহ্ম, তাহা হইতেও পর

তাং জীবাত্মনশ্চ পরং ভগবন্তং যঃ সাক্ষাৎ শ্রবণাদিনৈব নতু কর্ম্মার্পণাদিনা প্রপন্ন ইত্যন্বয়ঃ ॥

তথাচ বিষ্ণুধর্ম্মে নরকদ্বাদশীব্রতে শ্রীবিষ্ণুস্তবঃ ॥

আকাশাদিষু শব্দাদৌ শ্রোত্রাদৌ মহদাদিষু।
প্রকৃতৌ পুরুষে চৈব ব্রহ্মণ্যপিচ স প্রভুঃ।
যথৈক এব সর্ব্বাত্মা বাসুদেবো ব্যবস্থিতঃ।
তেন সত্যেন মে পাপং নরকার্ত্তিপ্রদং ক্ষয়ং।
প্রয়াতু সুকৃতস্যাস্তু মমানুদিবসং জয়ঃ ॥ ইতি

অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, সেই হেতু ত্রিগুণ অর্থাৎ প্রধান (প্রকৃতি) হইতে এবং জীবসঙ্গিত অর্থাৎ জীবাত্মা হইতে পর যে ভগবান্ তাঁহাকে যিনি কর্ম্মাদিদ্বারা প্রপন্ন না হইয়া সাক্ষাৎ শ্রবণাদিদ্বারা প্রপন্ন হন ॥

এই বিষয় বিষ্ণুধর্ম্মে নরকদ্বাদশীব্রতে
শ্রীবিষ্ণুর স্তব যথা ॥

আকাশাদি পঞ্চভূত, শব্দাদি পঞ্চ তন্মাত্র, শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়, মহত্তত্ত্বাদি, প্রকৃতি, পুরুষ এবং ব্রহ্ম। এ সকলেই সর্ব্বাত্মা সেই প্রভু বাসুদেব যেমন এক হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন, সেই সত্যদ্বারা নরকরূপ দুঃখপ্রদ আমার পাপ ক্ষয়প্রাপ্ত হউক, প্রতিদিবস আমার পুণ্যের জয় হউক ॥

এস্থলে প্রকরণের অনুরূপ এবং সর্ব্বাত্মশব্দ দ্বারা অন্যথা

অত্র প্রকরণানুরূপেণ সর্ব্বাত্মশব্দেন চান্যথা সমাধানং পরাহতং ॥ ৯৫ ॥

তথাচ তত্রোত্তরং ক্ষত্রবন্ধূপাখ্যানে।

যন্ময়ং পরমং ব্রহ্ম তদব্যক্তঞ্চ যন্ময়ং।

যন্ময়ং ব্যক্তমপ্যেতদ্ভবিষ্যামি হি তন্ময়ঃ ॥ ইতি

তত্রৈব মাসর্ক্ষপূজাপ্রসঙ্গে ততঃ পরত্বং স্ফুটমেবোক্তং।

যথাঽচ্যুতত্বং পরতঃ পরস্মাৎ

স ব্রহ্মভূতাৎ পরমঃ পরাত্মন্।

তথাঽচ্যুতস্ত্বং কুরু বাঞ্ছিতং ত-

ন্মমাপদং চাঽপহরাঽপ্রমেয় ॥ ইতি

শ্রীবিষ্ণুপুরাণেচ ॥

রূপে সমাধান অর্থাৎ সিদ্ধান্তকরণ নিবৃত্ত হইল ॥ ৯৫ ॥

ঐ বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ক্ষত্রবন্ধু উপাখ্যানে যথা ॥

পরম ব্রহ্ম যৎস্বরূপ, সেই অব্যক্ত যৎস্বরূপ এবং সেই ব্যক্তও যৎস্বরূপ, আমিও তৎস্বরূপ হইব ॥

ঐ বিষ্ণুধর্ম্মে মাস, নক্ষত্র ও ঋতুপূজা প্রসঙ্গে

তাহা হইতে ভগবানের শ্রেষ্ঠত্ব উক্ত হইয়াছে, যথা-

হে অচ্যুত! আপনি যেমন শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ যে ব্রহ্ম তাঁহা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ! হে পরাত্মন্! হে অচ্যুত! হে অপ্রমেয়! তদ্রূপ আমার সেই বাঞ্ছা পূর্ণ কর এবং আপদ্ অপহরণ কর ॥

স ব্রহ্মপারঃ পরপারভূতঃ। ইতি।
অক্ষরাৎ পরতঃ পর ইতি শ্রুতেঃ ॥ ৪ ॥ ২৪ ॥
শ্রীরুদ্রঃ প্রচেতসং ॥ ৯৬ ॥
তদেবমেবাভিপ্রায়েণ।

স বা এষ পুরুষোঽন্নরসময় ইত্যাদাবন্তরঙ্গান্তরঙ্গৈকৈকাত্মকথনান্তে, ইদং পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা পৃথিবী পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা অথর্বাঙ্গিরসঃ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা মহঃ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠেতি শ্রুত্যুক্তায়াঃ পঞ্চম্যা অপি প্রতিষ্ঠায়া উপরি। শ্রীগীতোপনিষদো যথা। ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহমিতি। অত্র

বিষ্ণুপুরাণেও ॥

তিনি পারস্বরূপ ব্রহ্মের পরপারস্বরূপ।

শ্রুতিতেও বলিয়াছেন যথা-

ব্রহ্ম হইতেও তিনি শ্রেষ্ঠ ॥ ৯৬ ॥

অতএব এই প্রকার অভিপ্রায়েই-

সেই এই পুরুষ, অন্নময়, রসময়, ইত্যাদি স্থলে অন্তরঙ্গ অন্তরঙ্গ এক এক আত্মার কথনের অন্তে শ্রুতি বাক্যযথা ॥

শ্রীভগবান্ সমস্ত জগতের, সমস্ত পৃথিবীর, অথর্ব্ববেদোক্ত সমস্ত আঙ্গিরস যজ্ঞের ও সমস্ত তেজঃপদার্থের এবং পরব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ প্রতিমা হইয়াছেন। এই যে শ্রুত্যুক্ত পঞ্চ প্রতিষ্ঠার উপরে বলিয়া উক্তি তাহা শ্রীভগবদ্গীতোপনিষদের ১৪ অধ্যায়ের ২৭ শ্লোকে যথা ॥

ব্রহ্মশব্দসন্নিহিতপ্রতিষ্ঠাশব্দেন সা শ্রুতিঃ স্মর্য্যতে॥ ৯৭

ততশ্চৈবমেব ব্যাখ্যেয়ং। হি শব্দঃ।

মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।

স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে।

ইত্যস্য নিরন্তরপ্রাচীনবচনস্য হেতুতাবিবক্ষয়া।

অতো গুণাতীতব্রহ্মণঃ প্রকৃতার্থত্বাৎ প্রাচীনার্থহেতু-

ভগবান্ অর্জ্জুনকে কহিলেন সখে! যে হেতু ব্রহ্মের ও নিত্যমূর্ত্তির এবং শাশ্বত ধর্ম্মের তথা ঐকান্তিক সুখের প্রতিমা আমিই হইয়াছি॥

এস্থলে ব্রহ্মশব্দের নিকটবর্ত্তি প্রতিষ্ঠা শব্দদ্বারা পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিকে স্মরণ করাইতেছেন॥ ৯৭॥

অতএব হি শব্দের এই রূপ ব্যাখ্যা করা কর্ত্তব্য॥

ভগবদ্গীতার ১৪ অধ্যায়ের ২৬ শ্লোকে যথা॥

ভগবান্ কহিলেন যিনি আমাকে অব্যভিচার ভক্তিযোগ দ্বারা সেবা করেন, তিনি এই সমস্ত গুণ অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মভূয় অর্থাৎ মোক্ষের নিমিত্ত কল্পিত হয়েন॥

এই অব্যবহিত প্রাচীন বচনের হেতু-কথনেচ্ছা দ্বারা হি শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন॥

অতএব গুণাতীত ব্রহ্মের প্রকৃতার্থ হেতু বচনের উপকার দ্বারা তৎ শব্দের ব্রহ্মশক্তি রূপ ও হিরণ্যগর্ভ রূপ অর্থান্তর

বচনে ঽস্মিন্ উপচারেণ তচ্ছব্দস্য ব্রহ্মশক্তিরূপং হিরণ্যগর্ভরূপং বা অর্থান্তরমযুক্তং কিন্ত্বেবমেব যুক্তং। যথা।
ননু ত্বদ্ভক্ত্যা কথং নির্গুণব্রহ্মধর্ম্মপ্রাপ্তিঃ। সা তু তদেকানুভবেন ভবেৎ। তত্রাহ ব্রহ্মণোহীতি। হি যস্মাৎ ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠেতি পরমপ্রতিষ্ঠাত্বেন শ্রুতৌ যৎ প্রসিদ্ধং তচ্চ তস্যামেব শ্রুতাবানন্দময়াঙ্গত্বেন দর্শিতং তস্য পুচ্ছত্বরূপিতব্রহ্মণঃ। আনন্দময়ো ঽভ্যাসাদিতি সূত্রকারসম্মতপরব্রহ্মভাব আনন্দময়াখ্যঃ প্রচুরপ্রকাশো

করা উপযুক্ত হয় না। কিন্তু এই প্রকার অর্থ করাই যুক্ত॥

যথা। হে ভগবন্। তোমার ভক্তিদ্বারা কিপ্রকারে ব্রহ্মধর্ম্ম প্রাপ্তি হয়, তাহাতো এক ব্রহ্মানুভব দ্বারাই হইয়া থাকে ?। এই প্রশ্নে কহিতেছেন। "ব্রহ্মণো হীতি" হিশব্দের অর্থ-যে হেতু, ভগবান্ পরমব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা হইাছেন, এই হেতু তাঁহার পরমপ্রতিষ্ঠত্ব দ্বারা শ্রুতি প্রমাণে যে ব্রহ্ম প্রসিদ্ধ হইয়াছেন,তাহাকে সেই শ্রুতিতে আনন্দময় ভগবানের অঙ্গ বলিয়া দেখাইয়াছেন। তাহার পুচ্ছ রূপি ব্রহ্মের। বেদান্ত সূত্রের ১ পাদের প্রথমাধ্যায়ে ১৩ সূত্রে "আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ" অভ্যাস প্রযুক্ত আনন্দময় এই সূত্রকারসম্মত পরব্রহ্ম ভাব-যাঁহার নাম আনন্দময় সেই ভগবান্-প্রচুর প্রকাশ সূর্য্যের ন্যায়, সেই পুচ্ছরূপ ব্রহ্মের প্রচুরপ্রকাশ হইয়াছেন অর্থাৎ প্রচুর আনন্দরূপ শ্রীভগবান্ আমি ব্রহ্মের

রবিরিতিবৎ প্রচুরশ্চানন্দরূপঃশ্রীভগবানহং প্রতিষ্ঠা। যদ্যপি ব্রহ্মণো মমচ ন ভিন্নবস্তুত্বং তথাপি শ্রীভগবদ্রূপেণৈ-বোদিতে ময়ি প্রতিষ্ঠাত্বস্য পরা কাষ্ঠেত্যর্থঃ। স্বরূপশক্তি-প্রকাশেনৈব স্বরূপপ্রকাশস্যাধিক্যার্হত্বাৎ। নির্ব্বিশেষব্রহ্ম-প্রকাশস্যাপ্যুপরি শ্রীভগবৎপ্রকাশশ্রবণাৎ। অত এক-স্যাপি বস্তুনস্তথা প্রকাশভেদো রজনীখণ্ডিনো জ্যোতিষো মার্ত্তণ্ডমণ্ডলতদ্গভস্তিভেদবৎ উৎপ্রেক্ষ্যঃ অতো ব্রহ্ম-প্রকাশস্যাপি মদধীনত্বাৎ কৈবল্যকামনয়া কৃতেন মদ্ভজ-নেন ব্রহ্মণি নীয়মানো ব্রহ্মধর্ম্মমপি প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ ॥৯৮॥

প্রতিষ্ঠা হইয়াছি। যদিচ ব্রহ্মের এবং আমার পরস্পর অভিন্ন বস্তুত্ব তথাপি শ্রীভগবদ্রূপে প্রকাশিত আমাতে প্রতিষ্ঠাতৃত্বের সীমা হইয়াছে এই তাৎপর্য্য, যে হেতু স্বরূপশক্তি প্রকাশ হইতে স্বরূপপ্রকাশেরই আধিক্য হইয়াছে, কারণ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মপ্রকাশের উপরেও শ্রীভগবানের প্রকাশ শ্রুত হইতেছে।

অতএব রাত্রিনাশক জ্যোতির সূর্য্যমণ্ডল ও তাঁহার তেজোভেদের ন্যায় এক বস্তুর সেই সেই প্রকাশভেদ জানিতে হইবে। অতএব ব্রহ্মপ্রকাশ আমার অধীন হয়। মোক্ষকামনা করিয়া আমাকে ভজনা করিলে ব্রহ্মে লয় হইয়া ব্রহ্ম ধর্ম্মও প্রাপ্ত হয় ॥ ৯৮ ॥

অত্র শ্রীবিষ্ণুপুরাণমপি সংপ্রবদতে।

শুভাশ্রয়ঃ সচিত্তস্য সর্ব্বগস্য তথাত্মনঃ। ইতি।

ব্যাখ্যাতঞ্চ তত্রাপি স্বামিভিঃ।

সবর্গস্যাত্মনঃ পরব্রহ্মণোঽপ্যাশ্রয়ঃ প্রতিষ্ঠা।

তদুক্তং ভগবতা।

ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহমিতি।

অত্রচ তৈর্ব্যাখ্যাতং ব্রহ্মণোঽহং প্রতিষ্ঠা ঘনীভূতং ব্রহ্মৈবাহং। যথা ঘনীভূতপ্রকাশ এব সূর্য্যমণ্ডলং তদ্বদিত্যর্থ ইতি। অত্র চ্বি প্রত্যয়স্তু তদুপাসকহৃদি তৎপ্রকাশস্যাত্মভূতত্বং ব্রহ্মণ উপচর্য্যতে ইতীত্থমেব। অত্রৈব প্রতিষ্ঠা প্রতিমেতি টীকা মৎসরকল্পিতা নতু তৎকৃতা।

এই বিষয়ে শ্রীবিষ্ণুপুরাণও কহিয়াছেন যথা॥

চিত্তের সহিত সর্ব্বগত আত্মারও আমি শুভাশ্রয় হইয়াছি। ঐ স্থলে স্বামীও ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, সর্ব্বগত আত্মা পরব্রহ্মেরও আমি আশ্রয় (প্রতিষ্ঠা)। ভগদ্গীবতার ও ১৪ অধ্যায়ের ২৭ শ্লোকে শ্রীভগবান্ কহিয়াছেন, আমি ব্রহ্মেরও প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ আশ্রয়। এস্থলে শ্রীধরস্বামির ব্যাখ্যা, আমি ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ আমি ঘনীভূত ব্রহ্ম, যেমন ঘনীভূত প্রকাশ সূর্যমণ্ডল তাহার ন্যায়। এস্থলে চ্বি প্রত্যয়ই সেই ব্রহ্মোপাসকের হৃদয়ে ব্রহ্ম প্রকাশ হয়, কিন্তু ব্রহ্মের যে প্রকাশতাহা উপচারমাত্র। এস্থলে ও প্রতিষ্ঠা শব্দে প্রতিমা

অসম্বন্ধত্বাৎ, নহি নিরাকারস্য ব্রহ্মণঃ প্রতিমা সম্ভবতি নচ তৎপ্রকাশস্য প্রতিমা সূর্য্যঃ, নচামৃতস্যাব্যয়স্যেত্যাদ্যনন্তরপাদত্রয়োক্তানাং মোক্ষাদীনাং প্রতিমাত্বং ঘটতে। নবা শ্রুতিশৈলীবিষ্ণুপুরাণয়োঃ সম্বাদিতাস্তি। তস্মান্নসাদরণীয়া, যদিবা আদরণীয়া তদা তচ্ছব্দেনাপ্যাপ্যাশ্রয় এব বাচনীয়ঃ। প্রতিলক্ষীকৃত্য মাতি পরিমিতং ভবতি যস্মিন্নিতি ॥ ৯৯ ॥

তদেতৎ সর্ব্বমভিপ্রেত্যাহুঃ।

এই যে টীকা তাহা মৎসরকল্পিত শ্রীধরস্বামির কৃত নহে, যে হেতু অসম্বন্ধ প্রযুক্ত নিরাকার ব্রহ্মের প্রতিমা সম্ভবে না। সূর্য্য ও তৎপ্রকাশের প্রতিমা হইতে পারেন না। শ্রীভগবদ্গীতার ১৪ অধ্যায়ের ২৭ শ্লোকে বর্ণিত অমৃতের অব্যয়ের ইত্যাদির পর পাদত্রয়োক্ত মোক্ষাদি সকলের প্রতিমাত্ব ঘটে না। শ্রুতিশৈলী ও বিষ্ণুপুরাণে প্রতিমা বলেন নাই। সেই হেতু টীকা আদরণীয় নহে, পরন্তু যদি আদরণীয় হইত তাহা হইলেও তৎ-শব্দদ্বারা আশ্রয়কেই কহিতেন। প্রতিমা শব্দের অর্থ এই যে যাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া যাহাতে পরিমিত হয় তাহার নাম প্রতিমা ॥ ৯৯ ॥

সেই এই সকলকে অভিপ্রায় করিয়া শ্রুতি সকল কহিতেছেন।

দৃতয় ইব শ্বসন্ত্যসুভৃতো যদি তে হনুবিধা
মহদহমাদয়ো হণ্ডমসৃজন্ যদনুগ্রহতঃ।
পুরুষবিধোহন্বয়োহত্র চরমোহন্নময়াদিষু যঃ
সদসতঃ পরং ত্বমথ যদেষ্ববশেসমৃতং ॥ ৯৯ ॥

অসুভৃতো জীবা দৃতয় ইব শ্বসদাভাসা অপি যদি তে তব অনুবিধা ভক্তা ভবন্তি তদা শসন্তি প্রাণন্তি তেষু তদ্ভক্তা-নামেব জীবনং জীবনং মন্যামহ ইতি ভাবঃ। কথং? যস্য

১০ স্কন্ধে ৮৭ অধ্যায়ে ১৭ শ্লোকে যথা।

শ্রুতিগণ কহিলেন, যে সকল জীব তোমার অনুবর্ত্তী ভক্ত, তাহাদিগেরই জীবন সার্থক, তদিতর লোকসকল ভস্ত্রার ন্যায় কেবল বৃথা নিশ্বাস বহন করে মাত্র। যাঁহার অনুপ্রবেশ দ্বারা চেতনপ্রাপ্ত হইয়া মহদহঙ্কারাদি সকল সমষ্টিব্যষ্টিরূপ এই দেহসৃষ্টি করে ও যাহাতে অন্নময়াদি কোষে চেতন প্রাপ্তি হয় সেই পুরুষাকার আপনি। আর সেই অন্নময়াদি কোষে সম্বন্ধমাত্র উপদেশ পুচ্ছরূপে উক্ত যে ব্রহ্ম তাহাও আপনি। আর স্থূল সূক্ষ্ম হইতে অতিরিক্ত সাক্ষিস্বরূপ অবাধিত ও অমৃতস্বরূপ আপনি ॥ ১০০ ॥

তাৎপর্য্য। প্রাণধারী জীবসকল দৃতি অর্থাৎ ভস্ত্রার ন্যায় নিশ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ করে, তাহারা যদি আপনার ভক্ত হয় তবে তাহারাই প্রাণী অর্থাৎ সেই সকল প্রাণিগণের মধ্যে আপনার ভক্তদিগেরই জীবন সার্থক বলিয়া মানি। যদি

তব অনুগ্রহতঃ সমষ্টিব্যষ্টিরূপমণ্ডং দেহং মহদহমাদয়ো-ঽসৃজন্। অতঃ স্বয়মেব তথাবিধা ত্বত্তঃ পরাঙ্মুখানা-মন্যেষাং দৃতিতুল্যত্বং যুক্তমেবেতি ভাবঃ অনুগ্রহমেব দর্শ-য়ন্তি। অত্র মহদহমাদিষু অন্বয়ঃ। প্রবিষ্টস্ত্বমিতি। কথং মৎপ্রবেশমাত্রেণ তেষাং তথা সামর্থ্যং স্যাত্তত্রাহুঃ। যদ্ যস্মাৎ সতঃ আনন্দময়াখ্যব্রহ্মণোঽবয়বস্য প্রিয়াদে-রসতস্তদন্যস্মাদন্নময়াদেশ্চ যৎ পরং পুচ্ছভূতং সর্ব্ব-প্রতিষ্ঠা ব্রহ্ম তৎ খলু ত্বং, তত্রাপি এষু প্রতিষ্ঠাবাক্যেষু অবশেষং বাক্যশেষত্বেন স্থিতং ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহ-

বলেন কি প্রকারে, যে আপনার অনুগ্রহে সমষ্টিব্যষ্টিরূপ অণ্ড অর্থাৎ স্থূলসূক্ষ্ম দেহকে মহৎ অহঙ্কারাদি সৃষ্টি করিয়া-ছেন। অতএব আপনি স্বয়ং সেই প্রকার হইয়াছেন। আপনা হইতে পরাঙ্মুখ অর্থাৎ অভক্ত সকলে যে দৃতি (ভস্ত্রা) তুল্য হইয়াছে তাহা উপযুক্ত। অনুগ্রহই কি তাহা দেখাইতেছেন। এস্থলে মহৎ অহঙ্কারাদিতে আপনি প্রবেশ করিয়াছেন। ভগবান্ যদি এরূপ বলেন, অহে ! আমার প্রবেশ মাত্র মহদা-দির কি প্রকারে সৃষ্টিসামর্থ্য হইয়াছে ? এই প্রশ্নে কহিতে-ছেন। যে হেতু সৎ অর্থাৎ আনন্দময়নামক ব্রহ্মের অবয়বের প্রিয়াদির এবং অসৎ অন্নময়াদির যিনি পরম পুচ্ছস্বরূপ সর্ব্ব-প্রতিষ্ঠা ব্রহ্ম তাহাও আপনি হইয়াছেন। তাহাতেও এই প্রতিষ্ঠা বাক্যসকলের মধ্যে বাক্যশেষ রূপে অব-

মিত্যাদাবন্যত্র প্রসিদ্ধং ॥ ১০১ ॥

আত্মতত্ত্ববিশুদ্ধ্যর্থং যদাহ ভগবানৃতং।

ব্রহ্মণে দর্শয়ন্ রূপমব্যলীকব্রতাদৃতঃ। ইত্যত্র ঋতত্বেনাপি প্রসিদ্ধং শ্রীভগবদ্রূপমেব তত্ত্বং। অতোঽন্নময়াদিষু পুরুষবিধঃ পুরুষাকারো যশ্চরমঃ প্রিয়মোদপ্রমোদানন্দব্রহ্মণামবয়বী আনন্দময়ঃ স ত্বমিতি। তস্মাৎ মূলপরমানন্দরূপত্বাত্তবৈব প্রবেশেন তেষাং তথা সামর্থ্যং যুক্তমিতি ভাবঃ ॥ ১০২ ॥

স্থিত ব্রহ্মেরও প্রতিষ্ঠা আমি ইত্যাদি প্রমাণে এবং অন্যত্রও প্রসিদ্ধ আছে ॥ ১০১ ॥

অর্থাৎ ২ স্কন্ধের ৯ অধ্যায়ে ৪ শ্লোকে যথা ॥

শুকদেব কহিলেন হে রাজন্! ভগবান্ হরি অকপট তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মাকে আপনার সত্য ও জ্ঞানময় রূপ প্রদর্শন পূর্ব্বক যে তপস্যাদি উপাসনা কহিয়াছিলেন জীব সকলের তত্ত্ব জ্ঞানার্থ তাহাই আবশ্যক ॥

এস্থলে ঋত অর্থাৎ সত্যস্বরূপে প্রসিদ্ধ যে শ্রীভগবৎরূপ তাহাও আপনি। অতএব অন্নময়াদির মধ্যে পুরুষবিধ অর্থাৎ পুরুষাকার যে চরম এবং প্রিয়, আহ্লাদ, পরমাহ্লাদ, আনন্দ এবং ব্রহ্ম এই সকলের যে অবয়ববিশিষ্ট আনন্দময় তাহাও আপনি। অতএব স্থূল পরমানন্দ রূপ আপনারই প্রবেশ দ্বারা মহদাদির সৃষ্টিসামর্থ্যাদি তাহা যুক্তিসঙ্গত, ইহাই

কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাদ্যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাদিতি শ্রুতেঃ। প্রকরণেঽস্মিন্নেতদুক্তং ভবতি। যদ্যপি এক স্বরূপেঽপি বস্তুনি স্বগতনানাবিশেষো বিদ্যতে তথাপি তাদৃশশক্তিযুক্তায়া এব দৃষ্টেস্তত্তৎসর্ব্ববিশেষগ্রহণে নিমিত্ততা দৃশ্যতে নত্বন্যস্যাঃ। যথা মাংসময়ী দৃষ্টিঃ সূর্য্যমণ্ডলং প্রকাশমাত্রত্বেন গৃহ্লাতি। দিব্যাতু প্রকাশমাত্রস্বরূপত্বেঽপি তদন্তর্গতদিব্যসভাদিকং গৃহ্লাতি। এবমত্র ভক্তেরেব সম্যক্ত্বেন তয়ৈব সম্যক্ত্বং দৃশ্যতে। তচ্চ ভগবানেবেতি তস্যৈব সম্যগ্রূপত্বং জ্ঞানস্যতু অসম্যক্-

ভাবার্থ॥ ১০২॥

শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে যথা।

অন্য কোন্ ব্যক্তি অপান চেষ্টা করিবে ও অপর অন্য কোন্ বক্তি প্রাণচেষ্টা করিবে, যে হেতু এই আকাশ অর্থাৎ নিরাকার বস্তু আনন্দস্বরূপ নহেন। এই প্রকরণে ইহাই উক্ত হইতেছে। যদ্যপি এক স্বরূপ বস্তুতে আত্মগত নানা বিশেষ আছে, তথাপি সেই প্রকার শক্তিযুক্ত দৃষ্টির সেই সেইসমুদায়ের বিশেষ গ্রহণে নিমিত্ততা দেখা যাইতেছে, কিন্তু অন্য শক্তির নহে। যেমন মাংসময়ী দৃষ্টি প্রকাশমাত্রত্বরূপে সূর্য্যমণ্ডলকে গ্রহণ করে, দিব্যদৃষ্টি সূর্য্যমণ্ডল প্রকাশমাত্রস্বরূপ হইলেও তাঁহার অন্তর্গত দিব্য সভাদি গ্রহণকরে। এই প্রকার এস্থলে ভক্তিই সমগ্র সাধনস্বরূপ হওয়ায় তদ্দ্বারাই সম্যক্ত্ব

ত্বেন দর্শিতত্বাত্তেনাসম্যগেব তদ্দৃশ্যতে তচ্চ ব্রহ্মেতি তস্য অসম্যগ্রূপত্বং। তত্রচ সামান্যত্বেনৈব গ্রহণে কারণস্য জ্ঞানস্য তদন্তর্গীণাবান্তরভেদপর্য্যালোচনেষ্বসামর্থ্যাদ্বহিরেবাবস্থিতেন তেন ভাগবতপরমহংসবৃন্দানুভবসিদ্ধনানাপ্রকাশবিচিত্রেঽপি স্বপ্রকাশলক্ষণপরতত্ত্বে প্রকাশসামান্যমাত্রং যদ্গৃহ্যতে তত্তস্য প্রভারূপত্বেনৈবোৎপ্রেক্ষ্যতে। ততশ্চাঘনত্বমংশত্বং বিভূতিত্বঞ্চ ব্যপ-

---

অর্থাৎ সমগ্রত্ব দর্শন হয়, তিনিই ভগবান্ তিনিই সমগ্ররূপ হইয়াছেন, যে হেতু জ্ঞানের অসম্যক্ত্ব দেখান হইয়াছে। অতএব যাহা অসম্যক্ দৃষ্ট হয় তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই অসমগ্র রূপ হইয়াছেন। তন্মধ্যে অর্থাৎ সম্যক্ত্ব ও অসম্যক্ত্ব দৃষ্টির মধ্যে সামান্যরূপত্বের দ্বারাই গ্রহণবিষয়ে কারণের অর্থাৎ জ্ঞানের তাহার মধ্যবর্ত্তী অবান্তর ভেদ পর্য্যালোচনা সমূহে অসামর্থ্য হেতু বাহ্যাবস্থিত জ্ঞানদ্বারা ভাগবত পরমহংস সকলের অনুভবসিদ্ধ নানাপ্রকার প্রকাশ বিচিত্রতাতেও নিজ প্রকাশ রূপ পরতত্ত্বে সামান্য প্রকাশমাত্র যাহা গ্রহণীয় হয় তিনি ব্রহ্ম, তাঁহাকে সেই ভগবানের প্রভারূপে উৎপ্রেক্ষা করিয়াছেন।

অতএব অঘনত্ব, অংশত্ব ও বিভূতিত্ব বলিয়া ব্রহ্মের নির্দ্দেশ হইয়াছে। সেই হেতু অখণ্ড তত্ত্ব রূপ ভগবান্ সামান্যা-

দিশ্যতে তস্য। তস্মাদখণ্ডতত্ত্বরূপো ভগবান্‌ সামান্যাকারস্বস্ফূর্ত্তিলক্ষণত্বেন স্বপ্রভাকারস্য ব্রহ্মণোঽপ্যাশ্রয় ইতি যুক্তমেব ॥ ১০৩ ॥

অতএব, যস্য পৃথিবী শরীরং যস্যাত্মা শরীরং যস্যাব্যক্ত-শরীরং যস্যাক্ষরং শরীরং এষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মাঽপহত-পাপ্মা দিব্যো দেব একো নারায়ণ ইত্যেতচ্ছ্রুত্যন্তরং-চাক্ষরশব্দোক্তস্য ব্রহ্মণোঽপ্যাত্মত্বেন নারায়ণং বোধয়তি। উক্তাত্মাদিশব্দপারিশেষ্যপ্রমাণ্যেন, চকার তেষাং, সংক্ষোভমক্ষরজুষামপীতি প্রয়োগদৃষ্ট্যা চাত্র হ্যক্ষর-শব্দেন ব্রহ্মৈব বাচ্যং। তথা শ্রীভগবতা সাঙ্খ্যকথনে

কার নিজ স্ফূর্ত্তি স্বরূপ স্বীয় প্রভারূপ ব্রহ্মেরও যে আশ্রয় হইয়াছেন ইহা উপযুক্তই বটে ॥ ১০৩ ॥

অতএব পৃথিবী যাঁহার শরীর, আত্মা যাঁহার শরীর, অব্যক্ত (প্রকৃতি) যাঁহার শরীর এবং অক্ষর (ব্রহ্ম) যাঁহার শরীর। ইনি সকল ভূতের অন্তরাত্মা, নিষ্পাপ, দিব্য (অলৌকিক) দেব, এক এবং নারায়ণ। এই শ্রুতির পর অক্ষর শব্দদ্বারা উক্ত ব্রহ্মেরও আত্মা বলিয়া নারায়ণকে বোধ করাইয়াছেন। উক্ত আত্মাদি শব্দ চরম প্রমাণদ্বারা, তথা ৩ স্কন্ধের ১৫ অধ্যায়ের ৪৩ শ্লোকে তাহাতে যদিও সনকাদি মুনিগণ ব্রহ্ম জ্ঞান দ্বারা নিরন্তর ব্রহ্মানন্দ অনুভব করিতেন তথাপি তাঁহা-দের চিত্তে হর্ষ এবং গাত্রে লোমাঞ্চ হইল। এই প্রয়োগ দৃষ্টি দ্বারাও এস্থলে অক্ষরশব্দে ব্রহ্মকেই কহিয়াছেন।

কালো মায়াময়ে জীবঃ। ইত্যাদৌ মহাপ্রলয়ে সর্ব্বাবশিষ্ট-
ত্বেন ব্রহ্মোপদিশ্য তদাপি দ্রষ্টৃত্বং স্বস্মিন্নুক্তং।
এষ সাঙ্খ্যবিধিঃ প্রোক্তঃ সংশয়গ্রন্থিভেদনঃ।
প্রতিলোমানুলোমাভ্যাং পরাবরদৃশা ময়া।
ইত্যত্র পরাবরদৃশেত্যনেন।
সোঽয়ং চাত্র বিবেকঃ। সাঙ্খ্যং হি জ্ঞানং, তচ্ছাস্ত্রং
খলু স্বরূপভূততদ্বিশেষমননুসন্ধায় যত্তৎস্বরূপ-

তথা ১১ স্কন্ধে ২৪ অধ্যায়ে ২৭ শ্লোকে শ্রীভগবান্ সাঙ্খ্য-যোগ কথনে কহিয়াছেন। অব্যয় কাল মায়াময় জীবে লীন হয়, জীবাত্মা পরমাত্মা'তে লয় পায়। ইত্যাদি স্থলে মহাপ্রলয়ে সকলের অবশিষ্টরূপে ব্রহ্মকে উপদেশ করিয়া ঐ প্রলয়েও আপনাকে ঐ ব্রহ্মের দ্রষ্টা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

১১ স্কন্ধের ২৪ অধ্যায়ের ২৯ শ্লোকে ॥

পরাবরদর্শী অর্থাৎ সকলের আদি ও সকলের অন্ত যে আমি তোমাকে সংশয় গ্রন্থিনাশক এই সাঙ্খ্য যিনি প্রতি লোম ও অনুলোম ক্রমে অর্থাৎ ক্রম ও ব্যুৎক্রমে কহিলাম ॥

এস্থলে "পরাবরদৃশা" এতদ্দ্বারা সেই সাঙ্খ্যই এস্থানে বিচারযোগ্য। সাঙ্খ্য শব্দে জ্ঞান, সেই সাঙ্খ্য শাস্ত্র

মাত্রং তদানীমবশিষ্টং ভবতি তদেব ব্রহ্মাখ্যং তদেব প্রপঞ্চাবচ্ছিন্ন তর প্রদেশে প্রপঞ্চলয়াৎ বৈকুণ্ঠ ইব স্বরূপ ভূত প্রকাশাদেব শিষ্যমাণত্বেন বক্তুং যুজ্যতে তচ্চ সবিশেষ্য মাত্র স্বরূপ শক্তি বিশিষ্টেন বৈকুণ্ঠস্থেন শ্রীভগবতা পৃথগেব তত্রানুভূয়তে ইতি। তদেবং নির্ব্বিশেষত্বেন স্পর্শরূপরহিতস্যাপি তস্য ভগবৎ প্রভা রূপত্বমুৎপ্রেক্ষ্য তদভিন্নত্বেন ব্রহ্মত্বং ব্যপদিষ্টং ততঃ স্পর্শ রূপাদি মাধুরী ধারিতয়া সবিশেষস্য সাক্ষাদ্ভগবদঙ্গজ্যোতিষঃ সুতরামেব তৎ সিধ্যতি ॥ ১০৪ ॥

নিশ্চয় স্বরূপ ভূত অবিশেষকে অনুসন্ধান না করিয়া যে সেই স্বরূপ মাত্র প্রলয় কালে অবশিষ্ট হয়েন তিনিই ব্রহ্ম এবং তিনিই জগতের অবচ্ছিন্নাতিশয় প্রদেশে জগদ্বিনাশের পর বৈকুণ্ঠের ন্যায় স্বরূপ ভূত প্রকাশের অবিশেষ প্রযুক্তই অবশিষ্ট রূপে বলিবার নিমিত্ত যুক্ত হইয়াছেন। ঐ ব্রহ্মই স্বীয় বিশিষ্ট মাত্রকেই স্বরূপ শক্তি বিশিষ্ট বৈকুণ্ঠস্থিত শ্রী-ভগবানের সহিত পৃথক্ত্বের ন্যায়ই প্রলয়ে অনুভব করেন। সেই হেতু এই প্রকারে নির্ব্বিশেষ দ্বারা স্পর্শ রূপ রহিত সেই ব্রহ্মকে ভগবানের প্রভারূপ উৎপ্রেক্ষা করিয়া তাহার অভিন্নত্ব রূপে উপদেশ করিয়াছেন, অতএব স্পর্শ রূপাদি মাধুরী ধারণ হেতু সবিশেষ সাক্ষাৎ ভগবানের অঙ্গ জ্যোতির সুতরাং ব্রহ্মত্ব সিদ্ধ হইল ॥ ১০৪ ॥

যথোক্তং শ্রীহরিবংশে মহাকালপুরুষাখ্যানে
শ্রীমদর্জ্জুনং প্রতি শ্রীভাগবতা ॥
ব্রহ্মতেজোময়ং দিব্যং মহদযদ্দৃষ্টবানসি।
অহং স ভরতশ্রেষ্ঠ মত্তেজস্তৎ সনাতনং ॥
প্রকৃতিঃ সা মম পরা ব্যক্তাব্যক্তা সনাতনী।
তাং প্রবিশ্য ভবন্তীহ মুক্তা যোগবিদুত্তমাঃ।
সা সাংখ্যানাং গতিঃ পার্থ যোগিনাঞ্চ তপস্বিনাং।
তৎপরং পরমং ব্রহ্ম সর্ব্বং বিভজতে জগৎ।
মমৈব তদ্‌ঘনং তেজো জ্ঞাতুমর্হসি ভারতেতি ॥

এই বিষয় শ্রীহরিবংশে মহাকল পুরুষ কথনে শ্রীমান্‌ অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্য যথা ॥

ভগবান্‌ কহিলেন অর্জ্জুন! তুমি যে অলৌকিক সুমহৎ তেজোময় ব্রহ্ম অবলোকন করিলে, হে ভরতশ্রেষ্ঠ! তাহাই আমি, সেই সনাতন ব্রহ্ম আমারই তেজঃ আর ব্যক্ত অব্যক্ত নিত্যা যে প্রকৃতি চিৎশক্তি তিনিও মৎপরায়ণা হইয়াছেন। তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া মহা মহা যোগিগণ এই সংসার হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন। হে পার্থ! ঐ প্রকৃতি সাংখ্য, যোগি এবং তপস্বি দিগের গতি হইয়াছেন। অপর ঐ প্রকৃতির পর যে পরম ব্রহ্ম তিনি সমুদায় জগৎ বিভাগ করিতেছেন। হে ভারত! ঐ ব্রহ্ম আমারই ঘন তেজ বলিয়া জানিতে যোগ্য হও ॥

প্রকৃতিরিতি তৎপ্রভাত্বেন স্বরূপশক্তিত্ব মপি তস্য নির্দ্দিষ্টং ॥

এবং পূর্ব্বোদাহৃত কৌস্তুভবিষয়কবিষ্ণুপুরাণবাক্যমপ্যে তদুপোদ্বলকত্বেন দ্রষ্টব্যং তস্মাৎ দৃতয় ইবেত্যপি সাধ্বেব ব্যাখ্যাতং ॥ ১০ ॥ ৮৭ ॥

শ্রুতয়ঃ শ্রীভগবন্তং ॥ ১০৫ ॥

ততশ্চ যস্মিন্ পরম বৃহতি সামান্যাকার সত্তায়া অপি-তদঙ্গ জ্যোতিষোঽপি বৃহত্ত্বেন ব্রহ্মত্বং তস্মিন্নেব মুখ্যা তচ্ছব্দ প্রবৃত্তিঃ ॥

তথাচ ব্রাহ্মে ॥

অনন্তো ভগবান্ ব্রহ্ম আনন্দেত্যাদিভিঃ পদৈঃ।

প্রকৃতি ইত্যাদি শ্লোকে ভগবৎ প্রভা রূপে ব্রহ্মকে প্রকৃতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যাহা হউক, এই প্রকারে পূর্ব্বোল্লিখিত কৌস্তুভ বিষয়ক শ্রীবিষ্ণুপুরাণের বাক্যকেই ইহার সহায় রূপে দেখা কর্ত্তব্য। অতএব "দৃতয় ইব" এই শ্লোক উত্তম রূপে ব্যাখ্যা করা হইল ॥ ১০৫ ॥

যাহা হউক পরম বৃহৎ ভগবানে সামান্যাকর সত্তার ও তদঙ্গ জ্যোতির বৃহত্ত্ব দ্বারা ব্রহ্মত্ব, অতএব ভগবানেই ব্রহ্ম শব্দের মুখ্য প্রবৃত্তি হইয়াছে ॥

উক্ত বিষয় ব্রহ্মপুরাণে যথা ॥

অনন্ত, ভগবান্, ব্রহ্ম ও আনন্দ ইত্যাদি পদের এক

প্রোচ্যতে বিষ্ণুরেবৈকঃ পরেষামুপচারিত ইতি ॥
ক্বচিচ্চানন্ত গুণত্ব যুক্তত্বেনৈব ভগবান্ ব্রহ্মেত্যুচ্যতে ॥
যথা পাদ্মে ॥
পৃথগ্বক্তুং গুণাস্তস্য ন শক্যন্তেঽমিতত্বতঃ।
যতো হতো ব্রহ্ম শব্দেন সর্ব্বেষাং গ্রহণং ভবেৎ।
এতস্মাদ্ব্রহ্ম শব্দোঽসৌ বিষ্ণোরেব বিশেষণং।
অমিতোহি গুণো যস্মান্নান্যেষাং তন্মতেবিভুমিতি ॥
অত্র নির্গলিতোঽয়ং মহাপ্রকরণার্থঃ ॥ ১০৬ ॥

বিষ্ণুই বাচ্য হইয়াছেন অর্থাৎ বিষ্ণুতেই এই চারিটী শব্দ মুখ্য, বিষ্ণু ভিন্ন অন্যত্র উপচার মাত্র ॥

কোন গ্রন্থে অনন্ত গুণ যুক্তত্ব প্রযুক্ত ভগবানই ব্রহ্ম বলিয়া কথিত হইয়াছেন ॥

পদ্মপুরাণে যথা ॥

যে হেতু অপরিমিতত্ব প্রযুক্ত ভগবানের গুণ সকলকে পৃথক্ বলিবার নিমিত্ত সমর্থ হওয়া যায় না, সেই হেতু ব্রহ্ম শব্দ দ্বারা সকলের গ্রহণ হইয়া থাকে ॥

অতএব এই ব্রহ্ম শব্দ বিষ্ণুরই বিশেষণ জানিতে হইবে, যে হেতু সর্ব্ব ব্যাপক বিষ্ণু ব্যতিরেকে অন্যের অসংখ্য গুণ নাই। এস্থানে এই মহা প্রকরণের অর্থ সমাপন করা হইল ॥ ১০৬ ॥

যদদ্বয়ং জ্ঞানং তদেব তত্ত্বমিতি তত্ত্ববিদো বদন্তি তচ্চ বৈশিষ্ট্যং বিনৈবোপলভ্যমানং ব্রহ্মেতি শব্দ্যতে বৈশিষ্টেন সহ তু শ্রীভগবানিতি।

সচ ভগবান্‌ পূর্ব্বোদিত লক্ষণ শ্রীমূর্ত্ত্যাত্মক এব নত্বমূর্ত্তঃ। অথ ভূপ মূর্ত্তমমূর্ত্তঞ্চ পরং চাপরমেব চেতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণ পদ্যে তস্য চতুর্ব্বিধত্বমঙ্গীকর্ত্তব্যং তদা ব্রহ্মত্ববত্ত দুপাসক দৃষ্টি যোগ্যতানুরূপমেবাস্তু ॥ ১০৭ ॥

যে অদ্বয় জ্ঞান তাহাই তত্ত্ব, তত্ত্বজ্ঞেরা ইহাই কহিয়া থাকেন। বিশিষ্টতা ব্যতিরেকে উপলব্ধ হওয়াতে সেই তত্ত্বকে ব্রহ্ম, আর বিশিষ্টতার সহিত প্রতীত হওয়াতে উহাকে ভগবান্‌ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন॥

সেই ভগবান্‌ কে? এই আকাঙ্ক্ষায় বলা হইতেছে, তিনি পূর্ব্ব কথিতানুসারে শ্রীমূর্ত্তি বিশিষ্ট, কিন্তু অমূর্ত্ত অর্থাৎ নিরাকার নহেন॥

অনন্তর। হে ভূপ! সেই বিষ্ণুই মূর্ত্ত, অমূর্ত্ত, পর ও অপর হইয়াছেন। শ্রীবিষ্ণুপুরাণের এই শ্লোকে যাঁহারা শ্রীবিষ্ণুর চতুর্ব্বিধত্ব স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহারা যদি অমূর্ত্ত অর্থাৎ নিরাকারকে পৃথক্‌ অঙ্গীকার করিতেন তাহা হইলে ব্রহ্মত্বের ন্যায় ব্রহ্মোপসকের দর্শন যোগ্যতার অনুপরূপই হইত॥ ১০৭ ॥

তথাহি ॥

যস্য সমীচীনা ভক্তিরস্তি তস্য পরমূর্ত্ত্যা শ্যামসুন্দর চতুর্ভুজাদি রূপয়া প্রাদুর্ভবতি। যস্যার্ব্বচীনোপাসনারূপা তস্যাপরমূর্ত্ত্যা পাতাল পাদাদি কল্পনা ময্যেব। যস্য রূক্ষং জ্ঞানং তস্য পরেণ ব্রহ্ম লক্ষণামূর্ত্তত্বেন। যস্য জ্ঞানপ্রচুরা ভক্তিঃ তস্য ত্বপরেণেশ্বর লক্ষণ মূর্ত্তত্বেনেতি ॥১০৮॥

অত্রাপরত্বং পরমূর্ত্ত্যাবির্ভাবানন্তরসোপানত্বেন ব্রহ্মবদতীব মূর্ত্তত্বানপেক্ষিত্যেব নত্বশ্রেষ্ঠ বিবক্ষয়েতি জ্ঞেয়ং।

এই বিষয়ের মীমাংসা যথা ॥

যাঁহার সমীচীনা অর্থাৎ উত্তমা ভক্তি আছে তাঁহার সম্বন্ধে ভগবান্ শ্যামসুন্দর চতুর্ভুজাদি উৎকৃষ্ট মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হয়েন। যাঁহার অর্ব্বাচীন (সামান্য) উপাসনা রূপ ভক্তি হইয়াছে তাঁহার সম্বন্ধে পাতাল প্রভৃতি পাদাদি কল্পনা ময়ী কনিষ্ঠা মূর্ত্তি দ্বারা প্রাদুর্ভূত হয়েন। যাঁহার রূক্ষ জ্ঞান তাঁহার সম্বন্ধে পরব্রহ্ম স্বরূপ অমূর্ত্ত অর্থাৎ নিরাকার রূপে প্রাদুর্ভূত হয়েন, আর যাঁহার জ্ঞান প্রচুরা ভক্তি তাঁহার সম্বন্ধে ঈশ্বর লক্ষণ মূর্ত্তি দ্বারা প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকেন ॥১০৮॥

এস্থলে অপর শব্দ শ্রেষ্ঠ মূর্ত্তির আবির্ভাবের পর সোপান অর্থাৎ ক্রমাগত দ্বারা কথিত হইয়াছে, ব্রহ্ম যেমন অতিশয় মূর্ত্তির অপেক্ষা করেন না এ মূর্ত্তি সে রূপ নহেন, পরন্তু

পরমূর্ত্ত্যপেক্ষয়াঽপরত্বং বা । তত্রৈব তদ্বিশ্বরূপ রূপং বৈ রূপমন্যাদ্ধরের্মহদিতি বিশ্বাধিষ্ঠানত্বেন নিত্যত্ব বিভুত্বেন মূর্ত্তং ভগবতো রূপং সর্ব্বাপাশ্রয় নিস্পৃহমিতি নিরুপাধিত্বং । চিন্তয়েদ্ব্রহ্মভুতং তমিতি পরতত্ত্ব লক্ষণ ত্বং ॥১০৯॥ ত্রিভাব ভাবনাতীত ইতি তত্র প্রসিদ্ধ কর্ম্মময় জ্ঞান কর্ম্ম সমুচ্চয় কেবল জ্ঞান ময় ভাবনা ত্রয়াতীতত্বেন পর তত্ত্ব লক্ষণত্বেঽপি ভক্তৈকাবির্ভাবতয়া সম্যক্ প্রকা-

অপর শব্দ ন্যূন কথনেচ্ছায় কথিত হয় নাই ইহা জানিতে হইবে। অথবা পর মূর্ত্তির অপেক্ষা দ্বারা অপর শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন ॥

ঐ পদ্মপুরাণেই বলিয়াছেন ॥

হরির সেই বিশ্বরূপ স্বরূপ রূপ অন্য শ্রেষ্ঠ রূপ হইয়াছে। বিশ্বের অধিষ্ঠান ও নিত্য এবং সর্ব্ব ব্যাপক হেতু ভগবানের সাকার রূপ সর্ব্বাতীত ও নিস্পৃহ এজন্য নিরুপাধি হইয়াছে ॥

ব্রহ্ম স্বরূপ সেই ভগবানকে চিন্তা করিবে। এই প্রমাণ দ্বারা ভগবান্ পরতত্ত্ব স্বরূপ হইয়াছেন ॥ ১০৯ ॥

তিন ভাবে যে ভাবনা তাহা অতীত হইয়াছেন। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ কর্ম্ম ময় ও জ্ঞান কর্ম্ম সমূহ ময় এবং কেবল জ্ঞান ময় ভাবনা এই তিন হইতে অতীত হওয়ায় পরতত্ত্ব স্বরূপ হই

শত্বং মূর্ত্তস্যৈব ব্যঞ্জিতং। অতএব শুভাশ্রয়ঃ সচিত্তস্য সর্ব্বজ্ঞস্য তথাত্মন ইত্যুক্তং। ততশ্চ তস্যাঃ শ্রীমূর্ত্তে রপি সকাসাত্তদন্তে প্রত্যাহারোক্তিঃ কেবলাভেদোপাসকং প্রত্যেব ব্যবস্থিতা ভবতীত্যপ্যনুসন্ধেয়ং ॥ ১১০ ॥

অত্র তদ্বিশ্বরূপমিত্যেতৎ পদ্যং মূর্ত্ত পরমেবেতি জ্ঞেয়ং। সমস্ত শক্তিরূপাণি যৎ করোতি নরেশ্বর। দেবতির্য্যঙ্মনুষ্যাখ্যা চেষ্টাবন্তি স্বলীলয়েত্যানন্তর বাক্য বলাৎ ॥

লেও কেবল ভক্তি দ্বারা আবির্ভাব প্রযুক্ত মূর্ত্তিরই সম্যক্ প্রকাশত্ব প্রকাশিত হইল। অতএব চিত্তের সহিত সর্ব্ব গত ব্রহ্মের ভগবান্ আশ্রয় হইয়াছেন ইহা উক্ত হইয়াছে। সেই হেতু সেই শ্রীমূর্ত্তি হইতেই সমাধির শেষে প্রত্যাহার কথিত হইয়াছে, অর্থাৎ যাঁহারা ভেদোপাসক তাঁহারা ভগবানের ঈষৎ হাস্য পর্য্যন্ত ধ্যান করিয়া তদনন্তর মনকে সমাহার করেন, যাঁহারা কেবল অভেদোপাসক তাঁহাদের প্রতিই এই ব্যবস্থা ইহা অনুসন্ধান করিতে হইবে ॥ ১১০ ॥

এস্থলে পদ্মপুরাণের "তদ্বিশ্বরূপ রূপং এই শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্রীমূর্ত্তি পর জানিতে হইবে, কারণ, হে নরেশ্বর! সেই ভগবান্ নিজ লীলা দ্বারা দেব, তির্য্যক্ ও মনুষ্য রূপ চেষ্টা বিশিষ্ট যাহা করেন তৎ সমুদায় তাঁহার শক্তি স্বরূপ। এই পর বাক্যের বল প্রযুক্ত শ্রীমূর্ত্তিতেই তাৎপর্য্য জানিতে হইবে ॥

যতঃ প্রথমস্য তৃতীয়ে ॥

যস্যাম্ভসি শয়ানস্য যোগনিদ্রাং বিতন্বত ইত্যাদ্যুক্ত লক্ষণস্য মূর্ত্তস্যৈব তত্তদবতারিত্বং দর্শিতং ॥ ১১১ ॥

এতন্নানাবতারাণাং নিধানং বীজমব্যয়মিতি ॥

তদ্বিশ্বরূপ বৈরূপ্যমিতি পঠদ্ভিঃ শ্রীরামানুজচরণৈরপি মূর্ত্তপরত্বেনৈব ব্যাখ্যাতং বিশ্বরূপাৎ বৈরূপ্যং বৈলক্ষণ্যং

যে হেতু ১ স্কন্ধের ৩ অধ্যায়ে ২ শ্লোকে বলিয়াছেন ॥

পূর্ব্বে যোগনিদ্রা বিস্তার করত একার্ণবে শয়ান হইলে তাঁহার নাভিরূপ হ্রদয়স্থ পদ্ম হইতে বিশ্বস্রষ্টৃগণের পতি ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়াছিলেন। ইত্যাদি প্রমাণ দ্বারা যাঁহার লক্ষণ অর্থাৎ স্বরূপ উক্ত হইয়াছে, সেই মূর্ত্তিমান্ ভগবানই সেই সেই অবতার সকলের অবতারী হইয়াছেন ইহা দর্শিত হইল ॥ ১১১ ॥

১ স্কন্ধের ৩ অধ্যায়ের ৫ শ্লোকে যথা ॥

এই বিরাট্ মূর্ত্তি নানা অবতারের বীজ অর্থাৎ যখন যে কোন অবতারের প্রয়োজন হয়, তখন ইহাঁ হইতেই হইয়া থাকে অথচ অব্যয়, কখন তাঁহার বিনাশ নাই ॥

সেই বিশ্বরূপের বৈরূপ্য, শ্রীরামানুজাচার্য্য প্রভৃতি এই রূপ পাঠ করিয়াও মূর্ত্তিমান্ ভগবৎ পরত্বই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যথা। বিশ্বরূপ হইতে বৈরূপ্য অর্থাৎ বৈলক্ষণ্য

যত্র তদ্বিশ্ববিলক্ষণং মূর্ত্তং স্বরূপমিতি। তদেবং তস্য বস্তুতঃ শ্রীমূর্ত্ত্যাত্মকত্ব এব সিদ্ধে যৎ সর্ব্বতঃ পাণিপাদাদি লক্ষণা মূর্ত্তিঃ শ্রূয়তে সাঽপি পূর্ব্বোক্ত লক্ষণায়াঃ শ্রীমূর্ত্তে র্ন পৃথগিতি বিভুত্ব প্রকরণান্তে ব্যঞ্জিতমেব ॥ ১১২ ॥

যত্তু।

বৃহচ্ছরীরোঽভিবিমান রূপো।
যুবা কুমারত্বমুপেয়িবান্ হরিঃ।
রেমে শ্রিয়াঽসৌ জগতাং জনন্যা
স্বজ্যোৎস্নয়া চন্দ্র ইবামৃতাংশুঃ ॥

ইতি পাদ্মোত্তরখণ্ডবচনং। তত্র পরব্রহ্ম স্বরূপ শরীরঃ

যাঁহাতে হইয়াছে তিনি বিশ্ব হইতে বিলক্ষণ অর্থাৎ মূর্ত্তি বিশিষ্ট। অতএব এই প্রকার সেই বস্তুর শ্রীমূর্ত্তি স্বরূপ সিদ্ধ হওয়াতে যে, সকল দিকেই হস্ত পদাদি মূর্ত্তি শ্রুত হইতেছে, তাহাও পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ শ্রীমূর্ত্তি হইতে পৃথক্ নহে, ইহা বিভুত্ব প্রকরণের অন্তে প্রকাশ করা হইয়াছে ॥ ১১২ ॥

পরন্তু যে হরি বৃহৎ শরীর, অপরিমেয় রূপ ও যুবা স্বরূপ হইয়া কুমারত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, অমৃত কিরণ চন্দ্র যেমন স্বীয় জ্যোৎস্নার সহিত বিহার করেন তাহার ন্যায় তিনি জগজ্জননী লক্ষ্মীর সহিত বিহার করিতেছেন ॥

এই যে পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডের বচন তাহাতে, পর

সর্ব্বতো ভাবেন বিগত পরিমাণোঽপি নিত্যং কৈশোরা-
কারমেঁব প্রাপ্তঃ সন্ শ্রিয়া সহ রেমে ইত্যর্থঃ। উপেয়িবা
নিত্যুক্তাবপি নিত্যত্বমপহতপাপ্মেতি বৎ॥
তত্রৈব তদীয় তচ্ছ্রীমূর্ত্ত্যধিষ্ঠাতৃক ত্রিপাদ্বিভূতেরপি
প্রঘট্টকেন পরম নিত্যতা প্রতিপাদনাৎ॥ ১১৩॥
তথাচোক্তং তত্রৈব॥
অচ্যুতং শাশ্বতং দিব্যং সদা যৌবনমাশ্রিতং।
নিত্যং সম্ভোগমীশ্বর্য্যা শ্রিয়া ভূম্যাচ সংবৃতমিতি॥

ব্রহ্ম স্বরূপ শরীর ও সর্ব্বপ্রকার পরিমাণাতীত হইয়া ও নিত্য কৈশোর আকার প্রাপ্ত হইয়া লক্ষ্মীর সহিত রমণ করিতে-ছেন॥

"উপেয়িবান্" অর্থাৎ প্রাপ্ত হইয়াছেন এই উক্তি হই-লেও তাঁহার নিত্যত্ব সিদ্ধি হইয়াছে। যেমন তিনি "অপহত পাপ্মা" অর্থাৎ নিষ্পাপ এই বলাতে তাঁহার নিত্য বিশেষণ হয় তদ্রূপ॥

ঐ পদ্মপুরাণের উত্তর খণ্ডেতেও ভগবানের শ্রীমূর্ত্তি যাঁহার অধিষ্ঠান হইয়াছেন, প্রস্তাবাধীন সেই ত্রিপাদ্বিভূতিরও পরম নিত্যতা প্রতিপন্ন হইল॥ ১১৩॥

ঐপদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে উক্ত হইয়াছে যথা॥

যিনি অচ্যুত, শাশ্বত, দিব্য (অলৌকিক) এবং সর্ব্বদা যৌবনান্বিত তিনি ঈশ্বরী লক্ষ্মী ও ভূমির সহিত সংবৃত

তস্মাৎ শ্রীভগবান্‌ যথোক্ত লক্ষণ এব। সএব বদন্তীত্যস্য মুখ্যার্থভূতং মূলং তত্ত্বমিতি পর্য্যবসানং ॥ ১১৪ ॥

তদুক্তং মোক্ষধর্ম্মে শ্রীনারায়ণীয়োপাখ্যানে ॥

তত্ত্বং জিজ্ঞাসমানানাং হেতুভিঃ সর্ব্বতো মুখৈঃ।
তত্ত্বমেকো মহাযোগীহরির্নারায়ণঃ প্রভুরিতি ॥

শ্রীনারায়ণোপনিষদি ॥

নারায়ণঃ পরং ব্রহ্ম তত্ত্বং নারায়ণঃ পরং ॥

অত্র শ্রীরামানুজোদাহৃতাঃ শ্রুতয়শ্চ ॥

হইয়া নিত্য সম্ভোগ বিশিষ্ট হইয়াছেন ॥

অতএব যে সকল লক্ষণ উক্ত হইল তদ্বিশিষ্টই ভগবান্‌, ঐ ভগবানই ১ স্কন্ধের ২ অধ্যায়ের “বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদ” এই ১১ শ্লোকের মুখ্যার্থ স্বরূপ মূলতত্ত্ব ইহা পর্য্যবসান হইল ॥ ১১৪ ॥

এই বিষয় মোক্ষধর্ম্মে শ্রীনারায়ণীয় উপাখ্যানে
উক্ত হইয়াছে যথা ॥

তত্ত্বজিজ্ঞাসু মুনি সকলের সর্ব্ব প্রকার মুখ্য হেতু দ্বারা মহাযোগী প্রভু শ্রীনারায়ণ হরিই এক তত্ত্ব স্বরূপ হইয়াছেন ॥

শ্রীনারায়ণ উপনিষদে যথা ॥

নারায়ণই পরম ব্রহ্ম, নারায়ণই পরম তত্ত্ব ॥

এই স্থলে শ্রীরামানুজাচার্য্যের উদাহৃত শ্রুতি

যস্য পৃথিবী শরীরমিত্যারভ্য ॥

এষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা দিব্যোদেব একোনারায়ণ ইত্যাদ্যা বহবঃ ॥ ১১৫ ॥

ইহ শ্রীভগবদংশভূতানাং পুরুষাদীনাং পরম তত্ত্ব বিগ্রহতা সাধনং বাক্য জাতমপি তস্যাংশিনস্তদ্রূপ বিগ্রহত্বং কৈমুত্যেনাভিব্যনক্তীতি পূর্ব্বত্র চোত্তরত্র বহুত্র গ্রন্থে তথোদাহরণানি। বিষ্ণুপুরাণেতু সাক্ষাদেব শ্রীভগবন্ত মধিকৃত্য তথোদাহরণং ॥

দ্বে রূপে ব্রহ্মণ স্তস্য মূর্ত্তং চামূর্ত্তমেবচ।
ক্ষরাক্ষর স্বরূপেতি সর্ব্বভূতেম্ববস্থিতে।

সকল যথা ॥

যাঁহার শরীর পৃথিবী ইহা আরম্ভ করিয়া। এক নারায়ণ দেব সকল ভূতের বুদ্ধির সাক্ষী ও অলৌকিক দেব ইত্যাদি বহুতর শ্রুতি উদাহৃত হইয়াছে ॥ ১১৫ ॥

এস্থলে শ্রীভগবানের অংশ স্বরূপ পুরুষাবতারাদি বিগ্রহের পরম তত্ত্ব সাধন বাক্য সকলেও সেই অংশ ভগবানের সেই রূপ বিগ্রহকে কৈমুত্য দ্বারা প্রকাশ করিতেছেন। পূর্ব্বাপর বহুতর গ্রন্থে উক্ত রূপ উদাহরণ সকল উদাহৃত হইয়াছে। কিন্তু শ্রীবিষ্ণুপুরাণে সাক্ষাৎ শ্রীভগবান্‌কে অধিকার করিয়া সেই রূপ উদাহরণ হইয়াছে। যথা ॥

সেই ব্রহ্মের সাকার ও নিরাকার দুই প্রকার রূপ।

অক্ষরং তৎপরং ব্রহ্ম ক্ষরং সর্ব্বমিদং জগদিতুক্ত্বা জগ-
ন্মধ্যে ব্রহ্ম বিষ্ণ্বীশ্বর রূপাণি পঠিত্বা পুনরুক্তং ॥ ১১৬ ॥
তদেতদক্ষরং নিত্যং জগন্মুনিবরাখিলং।
আবির্ভাব তিরোভাব জন্মনাশ বিকল্পবদিতি ॥
তদেতদক্ষরাখ্যং পরং ব্রহ্ম নিত্যং অখিলং জগত্তু আবি
র্ভাবাদি ভেদবদিত্যর্থঃ। তত্রাবির্ভাব তিরোভাবৌ
শ্রীবিষ্ণু তদংশানাং জন্মনাশৌ ত্বন্যেষাং অতো জগত্যা
বির্ভাবাদি কৃত্যৈনৈব পূর্ব্বেষাং তদন্তঃ পাতব্যপদেশো ন

ক্ষর এবং অক্ষর স্বরূপে সকল ভূতে অবস্থিত আছেন। পর
ব্রহ্ম অক্ষর অর্থাৎ অবিনাশি স্বরূপ, আর জগৎ সমুদায় ক্ষর
অর্থাৎ বিনাশি স্বরূপ। ইহা বলিয়া জগতের মধ্যে ব্রহ্মা
বিষ্ণু ও শিব প্রভৃতির রূপ সকল পাঠ করিয়া পুনর্ব্বার উক্ত
হইয়াছে ॥ ১১৬ ॥

হে মুনিবর! সেই এই অক্ষর মূর্ত্তি নিত্য, আর এই
সমস্ত জগৎ আবির্ভাব, তিরোভাব ও জন্ম নাশ প্রভৃতি বিবিধ
কল্পনা বিশিষ্ট হইয়াছে অর্থাৎ সেই এই অক্ষরাখ্য পরং ব্রহ্ম
নিত্য, আর নিখিল জগৎ আবির্ভাবাদি ভেদ বিশিষ্ট হইয়াছে
ইহার এই অর্থ, তন্মধ্যে শ্রীবিষ্ণু এবং তাঁহার অংশ সকলের
আবির্ভাব ও তিরোভাব আর অন্যের অর্থাৎ জগতের জন্ম ও
নাশ হইয়া থাকে। এই হেতু জগতে আবির্ভাবাদি কার্য্য
দ্বারাই শ্রীবিষ্ণু ও তাঁহার অংশ সকলের জগন্মধ্যে অবস্থান

বস্তুত ইত্যর্থঃ ॥ ১১৭ ॥

অথ সদা স্বধাম্নি বিরাজমানত্বেন ক্ষররূপতো মূর্ত্তত্বাদিনাচাক্ষরতোঽপি বিলক্ষণং তৃতীয়ং রূপং ভগবতঃ পরমং স্বরূপমিতি পুনরুচ্যতে ।

সর্ব্বশক্তিময়ো বিষ্ণুঃ স্বরূপং ব্রহ্মণোঽপরং ।
মূর্ত্তং তদ্যোগিভিঃ পূর্ব্বং যোগারম্ভেষু চিন্ত্যতে ।
স পরঃ সর্ব্ব শক্তীনাং ব্রহ্মণঃ সমনন্তরঃ ।
মূর্ত্তং ব্রহ্ম মহাভাগ সর্ব্ব ব্রহ্মময়োহরিঃ ॥
তত্র সর্ব্বমিদং প্রোতমোতং চৈবাখিলং জগদিতি ॥

ব্রহ্ম সাক্ষাৎ কারাৎপূর্ব্বং যোগিভিশ্চিন্ত্যতে ।

তথা ব্রহ্মণঃ সমনন্তরঃ উপাসনানুক্রমেণ যথৈবাক্ষরা

ছল মাত্র, যথার্থ নহে ॥ ১১৭ ॥

অনন্তর নিজধামে সর্ব্বদা বিরাজমান হেতু ক্ষর রূপের সাকারাদি দ্বারা অক্ষর অর্থাৎ নিরাকার রূপ হইতে বিলক্ষণ যে ভগবানের তৃতীয় রূপ তিনি পরম স্বরূপ, ইহাই পুনর্ব্বার কহিতেছেন ॥

ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন স্বরূপ সর্ব্বশক্তিময় যে বিষ্ণু তাহার মূর্ত্তিকে যোগি সকল যোগারম্ভ কালে পূর্ব্বে চিন্তা করেন। হে মহাভাগ : ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন সকল শক্তির পর সেই মূর্ত্তিমান্ ব্রহ্ম হরি সর্ব্ব ব্রহ্মময় হইয়াছেন। সেই হরিতে এই সমুদায় জগৎ ওত প্রোত হইয়া রহিয়াছে। ব্রহ্ম সাক্ষাৎ

দনন্তরং তদুক্তং তথা ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মেত্যাদ্যনুসারেণ ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারানন্তরাবির্ভাবী চ স ইত্যর্থঃ। যতঃ সর্ব্বাসাং শক্তীনাং স্বরূপভূতাদীনাং পরমাশ্রয়ঃ অতএব সর্ব্বব্রহ্মময়োঽখণ্ড ব্রহ্ম স্বরূপঞ্চ। অক্ষরাখ্যস্য পূর্ব্বস্য শক্তিহীনত্বেন খণ্ডিতত্বাৎ। যদ্বা। তত এব সর্ব্ববেদ বেদ্য ইত্যর্থঃ। তত এবচ তত্র সর্ব্বমিত্যাদীতি ॥ ১১৮ ॥

কারের পূর্ব্বে যোগি সকল চিন্তা করেন। উপাসনার ক্রমান্বয় দ্বারা যেমন অক্ষরের অনন্তর সেই রূপ ব্রহ্মের অনন্তর তাহা উক্ত হইয়াছে ॥

ভগবদ্গীতার ১৮ অধ্যায়ে ৫৪ শ্লোকে "ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি। সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাং" অর্থাৎ ব্রহ্মে অচল ভাবে স্থিত, প্রসন্ন চিত্ত সাধক শোক অথবা আকাঙ্ক্ষা করেন না, তিনি সর্ব্ব ভূতে সমান ভাব রাখিয়া আমার উৎকৃষ্ট ভক্তি লাভ করেন। এই পদ্যের অনুসারে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের পর ভগবান্ আবির্ভূত হয়েন এই তাৎপর্য্য। যে হেতু ভগবান্ স্বরূপভূত সমস্ত শক্তির পরম আশ্রয়, এই কারণে তিনি সর্ব্ব ব্রহ্মময় ও অখণ্ড স্বরূপ। অক্ষরাখ্য পূর্ব্ব ব্রহ্ম শক্তিহীন প্রযুক্ত খণ্ডিত হইয়াছেন। কিম্বা। সেই হেতুই তিনি সকল বেদের বেদ্য। সেই হেতুই তাঁহাতে সমুদায় ইত্যাদি ॥ ১১৮ ॥

এবং যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ। অতো হস্মিল্লোঁকে বেদেচপ্রথিতঃ পুরুষোত্তম ইত্যাদি শ্রীগীতোপনিষদপি যোজ্যা। তত্র যদ্যপি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে ইতি অক্ষর শব্দেন শুদ্ধ জীব এব প্রস্তূয়তে তথাপি পর ব্রহ্মচ লক্ষ্যং অক্ষরং পরং ব্রহ্মেতি। তচ্চ তত্র পূর্ব্বোক্তমিত্যনয়োশ্চিন্মাত্র বস্তুত্বেনৈকার্থ্যাদিতি। তদেতদভিপ্রেত্য। মল্লানামশনি র্নৃণাং নরবর ইত্যাদৌ মূর্ত্তস্যৈব

এই প্রকার ভগবদ্গীতোপনিষদের ১৫ অধ্যায়ের ১৮ শ্লোকে জানিতে হইবে যথা। যে হেতু আমি ক্ষর অর্থাৎ জগৎকে অতিক্রম করিয়াছি এবং অক্ষর হইতেও উত্তম হইয়াছি, এই কারণে আমি লোকে ও বেদে পুরুষোত্তম বলিয়া বিখ্যাত আছি ইত্যাদি ॥

এস্থলে যদ্যপি অক্ষরকে কূটস্থ বলিয়াছেন এবং যদ্যপি অক্ষর দ্বারা শুদ্ধ জীবই কথিত হইয়াছে, তথাপি অক্ষর শব্দে পরব্রহ্মকেই জানিতে হইবে। যে হেতু অক্ষর পরব্রহ্ম এই প্রমাণ আছে। সেই স্থলে ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে অর্থাৎ সেই অক্ষর পরমব্রহ্ম। এই হেতু জীব ও ঈশ্বর এই দুইয়ের চিন্মাত্র বস্তু কথন হেতু একার্থই হইয়াছে ॥

অতএব এই অভিপ্রায় করিয়া ১০ স্কন্ধের ৪৩ অধ্যায়ের "মল্লানামশনির্নৃণাং নরবর" এই ১৪ শ্লোকে মূর্ত্তি বিশিষ্ট স্বয়ং ভগবানেরই উক্ত লক্ষণ জানিতে হইবে, এই বিষয় ঐ

স্বয়ং ভগবত এব তল্লক্ষণত্বং সাক্ষাদেবাহ তত্ত্বং পরং যোগিনামিতি ॥ ১০০ ॥

যোগিনাং শ্রীচতুঃসনাদীনাং ॥ ১০ ॥ ৪৩ ॥

শ্রীশুকঃ ॥ ১১৯ ॥

অতএব শ্রীভাগবতস্য নিগম কল্পতরু পরম ফলভূতস্য বহুধা শ্রৈষ্ঠ্যে সত্যপি তথা ভূতস্যাপি ভগবদাখ্য পরম তত্ত্বস্যাকর্ষ বিদ্যারূপত্বাদেব পরমং শ্রৈষ্ঠ্যমাহ ॥

ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনং।

শ্লোকে সাক্ষাৎ কহিয়াছেন"তত্ত্বং পরং যোগিনাং" অর্থাৎ ঐ মূর্ত্তিমান্ ভগবান্ যোগিদিগের পরম তত্ত্ব ॥ ১০০ ॥

"যোগিনাং" ইহার অর্থ সনক সনন্দ প্রভৃতি যোগিগণের ॥ ১১৯ ॥

অতএব শ্রীভাগবত বেদ রূপ কল্পতরুর পরম ফল স্বরূপ হওয়ায় উহাঁর বহু প্রকারে শ্রেষ্ঠতা হইলেও, ঐ প্রকার ভাগবতের ভগবৎ নামক পরমতত্ত্বের আকর্ষবিদ্যারূপ প্রযুক্ত পরম শ্রেষ্ঠতা কহিতেছেন ॥

১ স্কন্ধের ১ অধ্যায়ে ২ শ্লোকে যথা ॥

এই শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রে ফলাভি সন্ধিরূপ কপট এবং মোক্ষস্পৃহা নিরাশ করিয়া সর্ব্ব ভূত বৎসল নির্ম্মৎসর ব্যক্তিগণের অনুষ্ঠেয় ঈশ্বরারাধন রূপ পরম ধর্ম্ম নিরূপিত

শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিম্বা পরৈরীশ্বরঃ
সদ্যোহৃদ্যবরুদ্ধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ ॥১০৭॥
অত্র যস্তাবৎ ধর্ম্মো নিরূপ্যতে স খলু স বৈ পুংসাং
পরোধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজ ইত্যাদিকয়া অতঃ

আছে, অপর আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক রূপ তাপত্রয়ের উন্মূলনকারি পরম সুখদ পরমার্থ স্বরূপ যে বস্তু তাহাই ইহাতে অনায়াসে জ্ঞাত হওয়া যায়। আর ইহা প্রথমতঃ সংক্ষিপ্ত রূপে মহামুনি শ্রীনারায়ণ কর্ত্তৃক বিরচিত এজন্য অন্যান্য শাস্ত্রে অথবা তদুক্ত সাধনে কি প্রয়োজন? তাহাতে ঈশ্বর হৃদয়ে অবরুদ্ধ হয়েন না, যদি বা হয়েন বিলম্বেই হইয়া থাকেন কিন্তু এই শাস্ত্র শ্রবণেচ্ছুক পুণ্য শীল মানবগনের শ্রবণ কালীন ঈশ্বর হৃদয়ে স্থিরী কৃত হয়েন অতএব ইহাঁকে সর্ব্বদাই করিবে ॥ ১০৭ ॥

এই শ্রীভাগবতে যে ধর্ম্ম নিরূপিত হইতেছে, তাহা ১ স্কন্ধের ২ অধ্যায়ের "সবৈ পুংসাং পরোধর্ম্মঃ" ইত্যাদি ৬ শ্লোকে উক্ত, অর্থাৎ সূত কহিলেন হে মুনিগণ আপনারা আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে সর্ব্ব শাস্ত্রের সার ঐকান্তিক শ্রেয়ঃ বল, তাহা এই যে, ধর্ম্ম দুই প্রকার, এক প্রবৃত্তি লক্ষণ, দ্বিতীয় নিবৃত্তি লক্ষণ, আর যাহা হইতে ফলাভিসন্ধান রহিতা এবং বিঘ্ন কর্ত্তৃক অপ্রতি হতা শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি জন্মে তাহাই পরমধর্ম্ম, তাহাই পরম মঙ্গল, কেন না

পুংভির্দ্বিজশ্রেষ্ঠা বর্ণাশ্রম বিভাগশঃ। স্বনুষ্ঠিতস্য ধর্ম্মস্য সংসিদ্ধি র্হরিতোষণমিত্যন্তয়া রীত্যা ভগবৎ সন্তোষণৈক তাৎপর্য্যেণ শুদ্ধ ভক্ত্যুৎপাদকতয়া নিরূপণাৎ পরম এব। যতঃ সোঽপি তদেক তাৎপর্য্যাৎ প্রকর্ষেণ উজ্ঝিতং কৈতবং ফলাভিসন্ধি লক্ষণং কপটং যস্মিন্ তথাভূতঃ। প্রশব্দেন সালোক্যাদি সর্ব্ব প্রকার মোক্ষাভিসন্ধিরপি নিরস্তঃ। যত এবাসৌ তদেক তাৎপর্য্যেণ নির্ম্মৎসরাণাং ফলকামুকস্যেব পরোৎকর্ষাসহনং মৎ-

তদ্দ্বারা চিত্ত প্রসন্ন হয়॥

আর এই অধ্যায়ের ১৩ শ্লোকে অর্থাৎ হে ঋষিগণ! পুরুষ সকল কর্ত্তৃক বর্ণাশ্রম বিভাগ ক্রমে যে কোন ধর্ম্ম সুন্দর রূপে অনুষ্ঠিত হউক যদি তদ্দ্বারা হরিপরিতোষণ হয় তবেই তাহার সিদ্ধি অর্থাৎ ফল। এই রীতি অনুসারে ভগবৎ সন্তোষ মুখ্য তাৎপর্য্য হেতু শুদ্ধ ভক্তির উৎপাদক রূপে নিরূপণ প্রযুক্ত উক্ত ধর্ম্ম পরম অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন। যে হেতু ঐ ধর্ম্ম ভগবন্নিষ্ঠ প্রযুক্ত তাহাতে প্রকৃষ্ট রূপে কৈতব অর্থাৎ ফলের অভিসন্ধি স্বরূপ যে কপট তাহা নাই। প্রশব্দের প্রয়োগ হেতু সালোক্যাদি সর্ব্ব প্রকার মোক্ষের অভিসন্ধি নিরস্ত হইয়াছে। অতএব এই ধর্ম্ম কৃষ্ণৈক নিষ্ঠ হেতু নির্ম্মৎসর অর্থাৎ ফল কামুকের ন্যায়। পরের উৎকর্ষ অসহনের (পরের ভাল দেখিতে না পারায়) নাম

সরঃ তদ্রহিতানামেবতদুপলক্ষণত্বেন পশ্বালম্ভনে দয়ালূনামেব সতাং স্বধর্ম্ম পরাণাং বিধীয়তে এবমীদৃশং স্পষ্টমনুক্তবদ্ভ্যঃ কর্ম্মকাণ্ডেভ্যঃ উপাসনাকাণ্ডেভ্যশ্চ। অস্য তত্তৎ প্রতিপাদকাংশেঽপি শ্রৈষ্ঠমুক্তং উভয়ত্রৈব ধর্ম্মোৎপত্তেঃ। তদেবং সতি সাক্ষাৎ শ্রবণ কীর্ত্তনাদি রূপস্য বার্ত্তা দূরত এবাস্তামিতি ভাবঃ॥ ১২০॥

জ্ঞানকাণ্ডেভ্যোঽপি শ্রৈষ্ঠ্যমাহ বেদ্যমিতি ভগবদ্ভক্তি নিরপেক্ষ প্রায়েষু তেষু প্রতিপাদিতমপি শ্রেয়ঃ স্মৃতিং ভক্তিমুদস্যেত্যাদি ন্যায়েন বেদ্যং ন ভবতীত্যত্রৈব বেদ্য

মৎসর ঐ মৎসর শূন্য ব্যক্তিগণেরই, ইহা উপলক্ষণ প্রযুক্ত পশুচ্ছেদনে দয়ালুস্ব ধর্ম্মপর সৎ সকলের ধর্ম্ম বিধান করা হইয়াছে। কর্ম্মকাণ্ড ও উপাসনাকাণ্ডে এই রূপ স্পষ্ট উক্ত না হওয়ায় সেই শাস্ত্রদ্বয় হইতে এই শাস্ত্রের কর্ম্ম ও উপাসনা প্রতিপাদকাংশেও শ্রেষ্ঠতা উক্ত হইয়াছে, যে হেতু উভয় স্থলেই ধর্ম্মের উৎপত্তি আছে। অতএব এই প্রকার হওয়ায় সাক্ষাৎ শ্রবণ কীর্ত্তনাদির কথাত দূরে আছে, এই তাৎপর্য্য॥ ১২০॥

অনন্তর জ্ঞানকাণ্ড হইতেও এই শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠতা কহিতেছেন "বেদ্যমিতি" প্রায় ভগবদ্ভক্তির অপেক্ষা শূন্য সেই জ্ঞান শাস্ত্র সকলে প্রতিপাদিত বস্তুও ১০ স্কন্ধের ১৪ অধ্যায়ে ব্রহ্মোক্ত "শ্রেয়ঃস্মৃতিং ভক্তিমুদস্য ইত্যাদি" ন্যায় দ্বারা বেদ্য

মিত্যর্থঃ। তস্মাৈতকদেশি শাস্ত্রেভ্যো বৈশিষ্ট্যমাহ। শিবং স্বরূপ পরমানন্দং দদাতি অনুভাবয়তীতি তথা। তাপত্রয়মুন্মূলয়তি তন্মূলভূতাবিদ্যাপর্য্যন্তং খণ্ডয়তীতি তথা। মুক্তাবনুভবাগমনেহপুরুষার্থত্বাপাত ইতি তন্মনন্যাদত্র বৈশিষ্ট্যং। ন চাস্য তত্তৎ দুর্ল্লভ বস্তু সাধনত্বে তাদৃশ নিরূপণ সৌষ্ঠবমেব কারণং। অপিতু স্বরূপমপীত্যাহ শ্রীমদ্ভাগবত ইতি ভাগবতত্বং ভগবৎ প্রতিপাদকত্বং শ্রীমত্ত্বং শ্রীভগবন্নামাদেবির তাদৃশ স্বাভাবিক শক্তিমত্ত্বং

হয় না কিন্তু এই শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রেই তাহা বেদ্য অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয়। অপর জ্ঞান মতের এক দেশ বিশিষ্ট শাস্ত্র সকল হইতে এই শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রেষ্ঠতা কহিতেছেন। শিব অর্থাৎ স্বীয় রূপ পরমানন্দকে প্রদান অর্থাৎ অনুভব করান। তথা তিন তাপের উন্মূলন করেন এবং ঐ ত্রিতাপের মূলীভূত যে অবিদ্যা তাহাকেও খণ্ডন করেন। অন্যানুভব রহিত মুক্তিতে পুরুষার্থ জ্ঞান হয় না। কিন্তু পুরুষার্থজ্ঞানহেতু এই শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রেষ্ঠতা হইয়াছে, অপর পূর্ব্বোক্ত বেদ্য প্রভৃতি তত্তৎ দুর্ল্লভ বস্তুর সাধনে এই শ্রীমদ্ভাগবতের সেই রূপ নিরূপণ সৌষ্ঠব কারণ নহে কিন্তু ইহার স্বরূপই সুন্দর, ইহা কহিতেছেন "শ্রীমদ্ভাগবত ইতি" ভাগবত শব্দের অর্থ ভগবৎ প্রতিপাদক এবং শ্রীমৎ শব্দের অর্থ শ্রীভগবন্নামাদির ন্যায় তাদৃশ স্বাভাবিক শক্তি বিশিষ্ট, এস্থলে নিত্য-

নিত্যযোগে মতুপ্‌ । অতএব সমস্ত তয়ৈব নির্দ্দিশ্য নীলোৎপলাদিবৎ তন্নামত্বমেব বোধিতং অন্যথা ত্ববিমৃষ্ট বিধেয়াংশতো দোষঃ স্যাৎ ॥ ১২১ ॥

তদুক্তং শ্রীগারুড়েন ॥

গ্রন্থোহষ্টাদশ সাহস্রঃ শ্রীমদ্ভাগবতাভিধ ইতি । টীকা কৃদ্ভিরপি শ্রীমদ্ভাগবতাভিধঃ সুরুতরুরিতি অতঃ ক্বচিৎ কেবল ভাগবতাখ্যত্বস্তু সত্যভামা ভামেতি বৎ । তাদৃশ প্রভাবত্বে কারণং পরম শ্রেষ্ঠ কর্ত্তৃকত্বমপ্যাহ । মহা-মুনিঃ শ্রীভগবান্‌ তস্যৈব পরমবিচার পারঙ্গতত্বাৎ মহা

যোগে মতুপ্‌ প্রত্যয় হইয়াছে, অতএব সমস্ত অর্থাৎ সমাসান্ত রূপে নির্দ্দেশ করিয়া নীলোৎপলাদির ন্যায় তাহার নামকেই বুঝাইয়াছেন। তাহা না হইলে অবিমৃষ্ট বিধেয়াংশ দোষ হইত ॥ ১২১ ॥

অতএব গরুড়পুরাণে উক্ত হইয়াছে ॥

শ্রীমদ্ভাগবত নামক গ্রন্থ অষ্টাদশ সহস্র শ্লোক ॥

টীকা কর্ত্তা শ্রীধরস্বামীও কহিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত নামক গ্রন্থ কল্পতরু স্বরূপ। অতএব কোন স্থানে যে কেবল ভাগবত শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা সত্যভামা ও ভামার ন্যায় জানিতে হইবে ॥

শ্রীমদ্ভাগবতের তাদৃশ প্রভাবত্বের প্রতি কারণ এই যে এই গ্রন্থের কর্ত্তাও পরম শ্রেষ্ঠ ইহা কহিতেছেন। মহামুনি

প্রভাবগণশিরোমণিত্বাচ্চ স মুনির্ভূত্বা সমচিন্তয়দিতি শ্রুতেঃ। তেন প্রথমং চতুঃশ্লোকী রূপেণ সংক্ষেপতঃ প্রকাশিতে কস্মৈ যেন বিভাষিতোঽয়মিত্যাদ্যনুসারেণ সংপূর্ণ এব বা প্রকাশিতে ॥ ১২২ ॥

তদেবং শ্রৈষ্ঠ্যজাতমন্যত্রাপি প্রায়ঃ সম্ভবতু নাম সর্ব্ব শাস্ত্রপরমজ্ঞেয়পুরুষার্থ শিরোমণি শ্রীভগবৎ সাক্ষাৎকার স্ত্বত্রৈব সুলভ ইত্যুপাসনা কাণ্ডেভ্যোঽপি শ্রৈষ্ঠ্যং বদন্

শ্রীভগবান্, যে হেতু তাঁহার পরম বিচারের পারদর্শিতা আছে এবং তিনি মহাপ্রভাব গণের শিরোমণি হইয়াছেন। শ্রুতিতেও বলিয়াছেন তিনি মুনি হইয়া চিন্তা করিয়াছিলেন ঐ ভগবান্ প্রথমে সংক্ষেপে চতুঃশ্লোকী রূপে শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশ করেন। অথবা ১২ স্কন্ধের ১৩ অধ্যায়ে ১৪ শ্লোকে "কস্মৈ যেন বিভাষিতোঽয়মতুল জ্ঞান প্রদীপঃ পুরা" অর্থাৎ পূর্ব্ব-কালে যিনি এই অতুল্য জ্ঞান প্রদীপ ব্রহ্মার নিকট প্রকাশ করিয়াছেন। ইত্যাদি শ্লোকের অনুসারে সম্পূর্ণ রূপেই বা ভাগবত প্রকাশ করিয়াছেন ॥ ১২২ ॥

যাহা হউক এই প্রকার শ্রেষ্ঠতা প্রায় অন্যশাস্ত্রেতে তেও সম্ভাবিতে পারে কিন্তু সর্ব্ব শাস্ত্রের পরম জ্ঞেয় পুরুষার্থ শিরোমণি শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার এই শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র সুলভ হইয়াছে, অতএব উপাসনা কাণ্ড হইতেও শ্রেষ্ঠতা বলিবার নিমিত্ত সকলের উপর এই শ্রীমদ্ভাগবতের প্রভাব

সর্ব্বার্দ্ধি প্রভাবমাহ কিং বেতি। পরৈঃ শাস্ত্রৈ স্তদুক্ত সাধনৈর্ব্বা ঈশ্বরো ভগবান্ হৃদি কিং বা সদ্য এবাব রুধ্যতে স্থিরীক্রিয়তে বাশব্দঃ কটাক্ষে কিন্তু বিলম্বেন কথঞ্চিদেব অত্রতু শুশ্রূষুভিঃ শ্রোতুমিচ্ছাদ্ভিরেব তৎক্ষণা দেবাবরুদ্ধ্যতে। ননু ইদমেব তর্হি সর্ব্বে কিমিতি ন শৃণ্বন্তি তত্রাহ কৃতিভিরিতি সুকৃতিভিরিত্যর্থঃ শ্রবণে-চ্ছাতু তাদৃশ সুকৃতং বিনা নোৎপদ্যত ইতি ভাবঃ। অথবা। অপরৈর্মোক্ষ পর্য্যন্ত কামনারহিতেশ্বরারাধন লক্ষণ ধর্ম্ম ব্রহ্ম সাক্ষাৎ কারাদিভিরুক্তৈ রনুক্তৈর্ব্বা

কাহতেছেন "কিম্বোত"।

অপর শাস্ত্র অথবা তদুক্ত সাধন দ্বারা ঈশ্বর ভগবান্ কি হৃদয় মধ্যে সদ্যই অবরুদ্ধ অর্থাৎ স্থিরীকৃত হয়েন? এস্থলে বা শব্দ কটাক্ষে কিন্তু বিলম্বে কোন প্রকারে হইয়া থাকেন।

পরন্তু এই শাস্ত্র যাহারা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহা-রাই তৎক্ষণাৎ ভগবান্‌কে অবরোধ করেন।

যদি বলেন এই শাস্ত্র সকলে শ্রবণ না করে কেন? এই প্রশ্নে কহিতেছেন "কৃতিভিঃ" অর্থাৎ পুণ্যবান্ ব্যক্তি সকলই শ্রবণ করেন। তাদৃশ পুণ্য ব্যতিরেকে শ্রবণেচ্ছা উৎপন্ন হয় না ইহাই ভাবার্থ। অথবা অপর মোক্ষ পর্য্যন্ত কামনা রহিত কেবল ঈশ্বরের আরাধনা স্বরূপ ধর্ম্ম ও ব্রহ্ম সাক্ষাৎ কারাদি দ্বারা উক্ত ও অনুক্ত যে সাধ্য তাহা দ্বারা ইহাতে

সাধ্যৈরত্র কিম্বা কিয়দ্বা মাহাত্ম্যমুপপন্নমিত্যর্থঃ। যতো য ঈশ্বরঃ কৃতিভিঃ কথঞ্চিৎ তৎসাধনানুক্রমলব্ধয়া ভক্ত্যা কৃতার্থৈঃ সদ্য স্তদেক লক্ষণমেব ব্যাপ্য হৃদি স্থিরী ক্রিয়তে। সএবাত্র শ্রোতুমিচ্ছদ্ভিরেব তৎক্ষণমারভ্য সর্ব্বদৈবেতি। তস্মাদত্র কাণ্ডত্রয় রহস্যস্য প্রব্যক্ত প্রতিপাদনাদে র্বিশেষত ঈশ্বরাকর্ষি বিদ্যারূপত্বাচ্চ ইদমেব সর্ব্বশাস্ত্রেভ্যঃ শ্রেষ্ঠং। অতএবাত্রেতি পদস্য দ্বিরুক্তিঃ কৃতা সা হি নির্দ্ধারণার্থেতি। অতো নিত্যমেতদেব সর্ব্বৈরেব শ্রোতব্যমিতি ভাবঃ॥ ১॥ ১॥

কিম্বা "কতই বা" মাহাত্ম্য উপপন্ন হইয়াছে। যে হেতু পুণ্যশালী জন সকল কোন প্রকারে সেই সেই সাধনের ক্রমান্বয়ে লব্ধভক্তি ব্যক্তি কৃতার্থ হইয়া যে ঈশ্বরকে সদ্যঃ অর্থাৎ সেই এক ক্ষণকে ব্যাপিয়া হৃদয় মধ্যে স্থিরীকৃত করেন। অথবা সময়কে সেই ঈশ্বরকে শ্রীমদ্ভাগবতশ্রবণেচ্ছু জন সকল শ্রবণেচ্ছার আরম্ভ করিয়া সর্ব্বদাই স্থিরীকৃত করিয়া রাখেন।

অতএব এই শ্রীমদ্ভাগবতে কাণ্ডত্রয় রহস্যের প্রকৃষ্ট রূপে প্রকাশ প্রতিপাদনাদি হেতু ও বিশেষতঃ ঈশ্বরাকর্ষি বিদ্যা-রূপ প্রযুক্ত এই শ্রীমদ্ভাগবতই সকল শাস্ত্র হইতে শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন।

অতএব "অত্র" এই পদের দ্বিরুক্তি হইয়াছে তাহা কেবল নির্দ্ধারণের নিমিত্ত। এই হেতু এই শ্রীমদ্ভাগবতই সকল

শ্রীবেদব্যাসঃ ॥ ২২৩ ॥

তদেবং শ্রীশুকহৃদয়মপি সঙ্গমিতং স্যাৎ। অতঃ চতুঃশ্লোকী প্রসঙ্গেঽপি শ্রীভগবানেবার্থঃ। সহি স্বজ্ঞানাদ্যুপদেশেন স্বমেবোপদিদেশ। তত্র পরম ভাগবতায় ব্রহ্মণে শ্রীভাগবতাখ্যং নিজ শাস্ত্রমুপদেষ্টুং তৎ প্রতি পাদ্যতমং বস্তু চতুষ্টয়ং প্রতিজানীতে।

জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্বিজ্ঞানসমন্বিতং।
সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া ॥ ১০২ ॥

ব্যক্তিরই নিত্য শ্রবণ করা কর্ত্তব্য ॥ ১২৩ ॥

সেই হেতু এই প্রকারে শ্রীশুকদেবের হৃদয়ও শ্রীমদ্ভাগবতে মিলিত হইয়াছে। অতএব চতুঃশ্লোকী প্রসঙ্গেও শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থ শ্রীভগবানই হইয়াছেন। ঐ ভগবান্ স্বীয় জ্ঞানাদি উপদেশ দ্বারা আপনাকেই উপদেশ করিয়াছেন। সে স্থলে পরম ভাগবত ব্রহ্মাকে শ্রীভাগবত নামক নিজ শাস্ত্র উপদেশ করিবার নিমিত্ত অতিশয় রূপে প্রতি পাদ্য বস্তু চতুষ্টয় প্রতিজ্ঞাত হইয়াছে ॥

২ স্কন্ধের ৯ অধ্যায়ে ৩০ শ্লোকে যথা ॥

ব্রহ্মার প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া ভগবান্ কহিতে লাগিলেন হে ব্রহ্মন্! তুমি শাস্ত্রার্থ জ্ঞান, অনুভব, ভক্তি এবং ভক্তির সাধন এই চারিটী গ্রহণ কর, আমি বলিতেছি ॥ ১০২ ॥

যে মম ভগবতো জ্ঞানং শব্দ দ্বারা যাথার্থ্য নির্দ্ধারণং। ময়া গদিতং সৎ গৃহাণ। ইত্যন্যো ন জানাতীতি ভাবঃ। যতঃ পরম গুহ্যং ব্রহ্মজ্ঞানাদপি রহস্যতমং। মুক্তানামপি সিদ্ধানামিত্যাদেঃ। তচ্চ বিজ্ঞানেন তদনুভবেনাপি যুক্তং গৃহাণ। নচৈতাবদেব কিঞ্চ সরহস্যং। তত্রাপি রহস্যং যৎ কিমপ্যস্তি তেনাপি সহিতং। তচ্চ প্রেম ভক্তিরূপমিত্যগ্রে ব্যঞ্জয়িষ্যতে। তথা তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ তচ্চ সতি ত্বপরাধাখ্য বিঘ্নেন ঝটিতি বিজ্ঞান রহস্যে প্রকটয়েৎ। তস্মাৎ তস্য জ্ঞানস্য সহায়ঞ্চ গৃহাণেত্যর্থঃ।

তাৎপর্য্য আমি যে ভগবান্ আমার জ্ঞান, শব্দ দ্বারা যথার্থ বস্তুর নির্দ্ধারণ। আমা কর্ত্তৃক কথিত হইতেছে গ্রহণ কর। ইহা অন্য কেহ জানে না, যে হেতু পরম গুহ্য জ্ঞান হইতেও অতিশয় গোপনীয়। কারণ ৬ স্কন্ধের ১৪ অধ্যায়ের ৪ শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে, মুক্ত ও সিদ্ধগণের সম্বন্ধে ঐ জ্ঞান পরম দুর্ল্লভ। যাহা হউক তুমি বিজ্ঞান অর্থাৎ অনুভবের সহিত যুক্ত ঐ জ্ঞান গ্রহণ কর। কেবল এতাবন্মাত্র নহে আরও রহস্যের সহিত তাহাতেও আবার যে কোন অনির্ব্বচনীয় রহস্য আছে তাহারও সহিত। ঐ রহস্য প্রেমভক্তি রূপ ইহা অগ্রে প্রকাশ হইবে। তথা তাহার অঙ্গ গ্রহণ কর ঐ অঙ্গ অপরাধ নামক বিঘ্ন সত্ত্বে শীঘ্র জ্ঞানও রহস্য প্রকটন করিতে পারে না, অতএব সেই জ্ঞানের সহায়ও গ্রহণ কর।

তচ্চ শ্রবণাদি ভক্তিরূপমিত্যগ্রে ব্যঞ্জয়িষ্যতে। যদ্বা। সরহস্যমিতি তদঙ্গস্যৈব বিশেষণং। সুহৃদোরিব মিথঃ সম্বর্দ্ধকয়োরেকত্রাবস্থানাৎ। তত্র সাধ্যয়ো র্বিজ্ঞান রহস্যয়োরাবির্ভাবার্থমাশিষং দদাতি॥ ১২৪॥

যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ॥ ১০৩॥

যাবান্ স্বরূপতো যৎপরিমাণকোঽহং। যথাভাবঃ সত্তা যস্যেতি যল্লক্ষণোঽহমিত্যর্থঃ। যানি স্বরূপান্তরঙ্গ রূপাণি শ্যামত্ব চতুর্ভুজত্বাদীনি গুণা ভক্তবাৎসল্যাদ্যাঃ কর্ম্মাণি

সেই সহায় শ্রবণাদি ভক্তি রূপ, ইহা অগ্রে প্রকাশ হইবে। অথবা সরহস্য এই পদ তদঙ্গের বিশেষণ জানিতে হইবে কেন না সুহৃদ্দ্বয়ের ন্যায় পরস্পর সম্বর্দ্ধক উভয়ের একত্র অবস্থান হইয়াছে॥ ১২৪॥

তন্মধ্যে সাধ্য যে বিজ্ঞান ও রহস্য এই দুইয়ের আবির্ভাব নিমিত্ত আশীর্ব্বাদ প্রদান করিতেছেন॥

২ স্কন্ধের ৯ অধ্যায়ে ৩১ শ্লোকে॥

ভগবান্ কহিলেন আমার যে প্রকার স্বরূপ, যাদৃক্ সত্ত্ব, আর আমার গুণ ও কর্ম্ম যে রূপ, আমার অনুগ্রহে এ সকলের যথার্থ জ্ঞান এখনি তোমার হউক॥ ১০৩॥

যাবান্ অর্থাৎ স্বরূপতঃ আমি যেপরিমাণ হইয়াছি। যথা ভাব ইহার অর্থ যে রূপ আমার সত্তা অর্থাৎ যে রূপ আমার

তত্তল্লীলা যস্য স যদ্রূপ গুণকর্ম্মকোঽহং। তথৈব তেন তেন সর্ব্বেণ প্রকারেণৈব তত্ত্ববিজ্ঞানং যাথার্থ্যানুভবো মদনুগ্রহাৎ তে তবাস্তু ভবতাদিতি। এতেন চতুঃশ্লোক্যর্থস্য নির্ব্বিশেষত্বং স্বয়মেব পরাস্তং। বক্ষ্যতেচ চতুঃশ্লোকীমেবোপদিশতা শ্রীভগবতা স্বয়মুদ্ধবং প্রতি। পুরা ময়োক্ত্যাদৌ জ্ঞানং পরং মন্মহিমাবভাসমিতি। তত্র

লক্ষণ হইয়াছে। অপর যদ্রূপ অর্থাৎ আমার নিজের শ্যামত্ব ও চতুর্ভুজত্বাদি অন্তরঙ্গ রূপ। আমার ভক্তবাৎসল্যাদি গুণ এবং সেই সেই লীলাদি কর্ম্ম যাহার সেই আমি যদ্রূপ গুণ ও কর্ম্ম বিশিষ্ট হইয়াছি, তথৈব অর্থাৎ সেই সেই সর্ব্ব প্রকারেই তত্ত্ব বিজ্ঞান অর্থাৎ যাথার্থ্য অনুভব আমার অনুগ্রহে তোমার হউক। ইহার দ্বারা চারি শ্লোকের যে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম পরত্ব অর্থ তাহা স্বয়ংই পরাস্ত হইল॥

চতুঃশ্লোক উপদেশক শ্রীভগবান্ স্বয়ং উদ্ধবের প্রতি ৩ স্কন্ধের ৪ অধ্যায়ে ১৩ শ্লোকে কহিবেন॥

পুরা ময়া প্রোক্তমজায় নাভ্যে
পদ্মে নিষণ্ণায় মমাদি সর্গে।
জ্ঞানং পরং মন্মহিমাবভাসং
যৎ সূরয়ো ভাগবতং বদন্তি॥

শ্লোকার্থ। হে উদ্ধব! পূর্ব্বে পাদ্ম কল্পে সৃষ্টির উপক্রম সময়ে আমি আপনার নাভিপদ্মে অবস্থিত ব্রহ্মাকে আত্ম

বিজ্ঞান পদেন রূপাদীনামপি স্বরূপ ভূতত্বং ব্যক্তং। অত্র বিজ্ঞানাশীঃ স্পষ্টা রহস্যাশীশ্চ পরমানন্দাত্মক তত্তদ্যথার্থ্যানুভবেনাবশ্যং প্রেমোদয়াৎ। তদেবাভিধেয় চতুষ্টয়ং চতুঃশ্লোক্যা নিরূপয়ন্ প্রথমং জ্ঞান বিজ্ঞানার্থং স্বলক্ষণং প্রতিপাদয়তি দ্বাভ্যাং তত্র জ্ঞানার্থমাহ॥

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদযৎ সদসৎ পরং।

মহিমা প্রকাশক পরম জ্ঞান কহিয়াছিলাম, জ্ঞানিগণ তাহাকেই ভাগবত বলিয়া থাকেন॥

তত্ত্ব বিজ্ঞান এই পদে রূপাদিরও স্বরূপ ভূতত্ব প্রকাশ হইল। এস্থলে বিজ্ঞানাশীর্ব্বাদ স্পষ্ট, রহস্যাশীর্ব্বাদও পরমানন্দ স্বরূপ সেই সেই যথার্থের অনুভব দ্বারা প্রেমোদয় হইয়া থাকে॥

সেই চারিটী অভিধেয়কে চারি শ্লোক দ্বারা নিরূপণ করত প্রথমে জ্ঞান ও বিজ্ঞান নিমিত্ত নিজস্বরূপকে দুই শ্লোক দ্বারা প্রতিপন্ন করিতেছেন। মন্মধ্যে জ্ঞান নিমিত্ত নিজ স্বরূপ কহিতেছেন॥

২ স্কন্ধের ৯ অধ্যায়ে ৩২ শ্লোকে যথা॥

ভগবান্ কহিলেন হে ব্রহ্মন্! এই সৃষ্টির পূর্ব্বে আমিই ছিলাম, আন্য কিছুই ছিল না, স্থূল ও সূক্ষ্ম জগতের কারণ যে প্রকৃতি তাহাও তখন ছিল না, তৎকালে ঐ প্রকৃতি অন্তর্মুখতা রূপে বিলীন হইয়া থাকে, পরন্তু তৎকালে কেবল

পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহং ॥ ১০৪ ॥

অত্রাহং শব্দেন তদ্বক্তা মূর্ত্ত এবোচ্যতে নতু ব্রহ্ম তদবিষয়ত্বাং। আত্মজ্ঞানতাৎপর্য্যকত্বেতু তত্ত্বমসীতি বৎ ত্বমেবাসীরিত্যেব বক্তুমুপযুক্তত্বাং। ততশ্চায়মর্থঃ॥

সম্প্রতি ভবন্তং প্রতি প্রাদুর্ভবন্নসৌ পরম মোহন শ্রীবিগ্রহোঽহমেবাগ্রে মহাপ্রলয়কালেঽপ্যাসমেব॥

বাসুদেবোবা ইদমগ্র আসীৎ ন ব্রহ্মা নচ শঙ্করঃ। একো নারায়ণ আসীন্ন ব্রহ্মা নেশান ইত্যাদি শ্রুতিভ্যঃ॥

আমি ছিলাম সত্য, কিন্তু কিছুই করি নাই অর্থাৎ নিষ্ক্রিয় হইয়া থাকি। সৃষ্টির পূর্ব্বেও আমি আছি, এই যে জগৎ দেখিতেছ ইহাও আমি, ফলতঃ আমি অনাদি অনন্ত এবং অদ্বিতীয় প্রযুক্ত পূর্ণ স্বরূপ ॥ ১০৪ ॥

এস্থলে অহং শব্দ দ্বারা তদ্বক্তা মূর্ত্তিমানই কথিত হইয়াছেন, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম কথিত হয়েন নাই। যে হেতু ব্রহ্ম বক্তার বিষয় নহেন। আত্মজ্ঞান তাৎপর্য্য বিষয়ে সেই ব্রহ্ম তুমি হইয়াছ ইহার ন্যায়, যে হেতু ইহাই বলিবার নিমিত্ত উপযুক্ত হইয়াছে। সেই হেতু ইহার এই অর্থ যে এখন তোমার নিকট প্রাদুর্ভূত হইলাম। এই পরম মনোহর শ্রীবিগ্রহ রূপ যে আমি সেই আমিই অগ্রে অর্থাৎ মহাপ্রলয় কালেও বর্ত্তমান ছিলাম॥

সৃষ্টির পূর্ব্বে বাসুদেবই ছিলেন ব্রহ্মা ও মহাদেব

ভগবানেক আসেদমগ্র আত্মাত্মনাং বিভুরিত্যাদি তৃতীয়াং।' অতো বৈকুণ্ঠ তৎপার্ষদাদীনামপি তদুপাঙ্গত্বাদহং পদেনৈব গ্রহণং। রাজাহংসৌ প্রযাতীতি বৎ। তং স্তেষাং তদ্বদেব স্থিতি র্বোধ্যতে॥ ২২৫॥

তথাচ রাজপ্রশ্নঃ॥

স চাপি যত্র পুরুষো বিশ্বস্থিত্যুদ্ভবাপ্যয়ঃ।

ছিলেন না। এক নারায়ণ ছিলেন, ব্রহ্মা ও শিব ছিলেন না ইত্যাদি শ্রুতি প্রমাণ হেতু॥

৩ স্কন্ধের ৫ অধ্যায়ে ২৩ শ্লোকে। জীবগণের আত্মা স্বরূপ এবং সকলের স্বামী সেই পরমাত্মা, যিনি সৃষ্টি কালে নানা বুদ্ধিতে উপলক্ষিত হয়েন, তাঁহার আত্মমায়া লীনা হইলে সৃষ্টির পূর্ব্বে এই বিশ্ব এক মাত্র ভগবৎ স্বরূপ হইয়া ছিল অর্থাৎ তৎকালে দ্রষ্টা বা দৃশ্য কিছুই ছিল না, এই বচন হেতু॥

অতএব বৈকুণ্ঠ ও বৈকুণ্ঠের পার্ষদ সকলেরও ভগবানের উপাঙ্গত্ব প্রযুক্ত অহং শব্দ দ্বারাই গ্রহণ। এই রাজা গমন করিতেছেন, ইহার ন্যায় জানিতে হইবে। অতএব তাঁহার ন্যায় বৈকুণ্ঠাদির স্থিতি বোধ হইতেছে॥ ১২৫॥

২ স্কন্ধে ৮ অধ্যায়ে ৯ শ্লোকে রাজপ্রশ্ন যথা॥

পরীক্ষিৎ কহিলেন হে ব্রহ্মন্! যাঁহা হইতে এই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় হইয়া থাকে, সেই মায়েশ অন্তর্যামী পুরুষ

মুক্তাত্মমায়াং মায়েশঃ শেতে সর্ব্বগুহাশয় ইতি ॥

শ্রীবিদুরপ্রশ্নশ্চ ॥

তত্ত্বানাং ভগবংস্তেষাং কতিধা প্রতিসংক্রমঃ।

তত্রেমং ক উপাসীরন্‌ ক উস্বিদনুশেরত ইতি ॥

কাশীখণ্ডেঽপ্যুক্তং শ্রীধ্রুবচরিতে ॥

নচ্যবন্তেঽপি যদ্ভক্তা মহত্যাং প্রলয়াপদি।

অতোঽচ্যুতোঽখিলে লোকে স একঃ সর্ব্বগোঽব্যয়

ইতি ॥ ২২৬ ॥

আত্ম মায়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক যে রূপ অবলম্বন করিয়া শয়ন করেন, এ বিষয় যথাতত্ত্ব বর্ণন করুন ॥

৩ স্কন্ধের ৭ অধ্যায়ে ৩৭ শ্লোকে শ্রীবিদুরের প্রশ্ন যথা ॥

বিদুর মৈত্রেয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন হে মুনে! আপনি যে সকল তত্ত্বের কথা কহিলেন সে সমুদায়ের লয় কত প্রকার হয়? প্রলয় কালে পরমেশ্বর শয়ন করিলে, রাজা যেমন শয়ান হইলে অনুজীবিগণ চামর গ্রহণ পূর্ব্বক সেবা করে তাহার ন্যায় নিদ্রিত সেই পরমেশ্বরের পশ্চাৎ কোন্‌ কোন্‌ পদার্থ সুপ্ত হইয়া থাকে? ॥

কাশীখণ্ডেও ধ্রুবচরিতে উক্ত হইয়াছে যথা ॥

মহাপ্রলয় রূপ আপদ্‌ কালে যাঁহার ভক্তগণ চ্যুত হয়েন না, এই হেতু অখিল সংসার মধ্যে ভগবানের একটী নাম অচ্যুত, তিনি এক, সর্ব্বগামী ও অব্যয় ॥ ২২৬ ॥

অহমেবেত্যেবকারেণ কর্ত্ত্রন্তরস্যারূপত্বাদিকস্য চ ব্যাবৃত্তিঃ। আসমেবেতি তত্রাসম্ভাবনায়া নিবৃত্তিঃ। তদুক্তং যদ্রূপগুণ-কর্ম্মক ইতি ॥

অতএব যদ্বা আসমেবেতি ব্রহ্মাদি বহির্জন জ্ঞানগোচর সৃষ্ট্যাদি লক্ষণ ক্রিয়ান্তরস্যৈব ব্যাবৃত্তিঃ। নতু স্বান্তরঙ্গ লীলায়া অপি। যথাঽধুনাঽসৌ রাজা কার্য্যং ন কিঞ্চিৎ করোতীত্যুক্তে রাজ্যসম্বন্ধি কার্য্যমেব নিষিধ্যতে নতু শয়ন ভোজনাদিকমপীতি তদ্বৎ। যদ্বা।

অসগতি দীপ্ত্যাদানেষ্বিত্যস্মাৎ আসং সাম্প্রতং ভবতা

"অহমেব" এই পদে এবকার প্রয়োগ হেতু অন্য কর্ত্তার ও নিরাকারাদিরও ব্যাবৃত্তিঅর্থাৎ অভাব হইয়াছে! "আসমেব" এইক্রিয়া পদে অসম্ভাবনার নিবৃত্তি। এইবিষয় উক্ত হইয়াছে। "যদ্রূপ গুণ কর্ম্মক" অর্থাৎ যে রূপ, যে গুণ ও যে কর্ম্ম। অতএব কিম্বা ছিলাম ইহার দ্বারা ব্রহ্মা প্রভৃতি বহিরঙ্গ জন সকলের জ্ঞান গোচর সৃষ্ট্যাদি স্বরূপ অন্য ক্রিয়ারও ব্যাবৃত্তি হইয়াছে, কিন্তু স্বীয় অন্তরঙ্গ ক্রিয়ার ব্যাবৃত্তি হয় নাই। যেমন এই রাজা এখন কিছু কার্য্য করেন না, ইহা বলাতে রাজ্য সম্বন্ধি কার্য্যকেই নিষেধ করা হইয়াছে, শয়ন ভোজ-নাদি কার্য্য সকলের নিষেধ হয় নাই তদ্রূপ।

অথবা অস ধাতুর অর্থ গতি দীপ্তি ও গ্রহণ, এই হেতু এক্ষণে তোমাকর্ত্তৃক দৃশ্যমান এই বিশেষ দ্বারা সৃষ্টির

দৃশ্যমানৈ বিশেষৈরেভিরগ্রেঽপি বিরাজমান এবাতিষ্ঠমিতি নিরাকারত্বাদিকস্যৈব বিশেষতো ব্যাবৃত্তিঃ।

তদুক্তমনেন শ্লোকেন সাকার নিরাকার বিষ্ণুলক্ষণ কারিণ্যাং মুক্তাফলটীকায়ামপি। নাপি সাকারেষ্বব্যাপ্তিঃ। তেষাং সাকারাতিরোহিতত্বাদিতি ॥ ১২৭ ॥

ঐতরেয় শ্রুতিশ্চ। আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধ ইতি ॥

এতেন প্রকৃতীক্ষণতো ঽপি প্রাগ্‌ভাবাৎ পুরুষাদপ্যুত্তমত্বেন ভগবজ্‌জ্ঞানমেব কথিতং ॥

নন্বু ক্বচিন্নির্বিশেষমেব ব্রহ্মাসীদিতি শ্রূয়তে তত্রাহ

পূর্ব্বেও আমি বিরাজমান ছিলাম, ইহার দ্বারা বিশেষ রূপে নিরাকার বিষ্ণুর লক্ষণ কারিণী মুক্তাফল টীকাতেও এই বর্ণিত শ্লোক দ্বারা উহা উক্ত হইয়াছে। সাকার সকলেও অব্যাপ্তি হয় নাই, যে হেতু তাঁহাদের আকারের তিরোভাব নাই ॥ ১২৭

ঐতরেয় শ্রুতিও বলিয়াছেন ॥

এই সৃষ্টির পূর্ব্বে পুরুষ রূপ আত্মাই ছিলেন। ইহার দ্বারা প্রকৃতিতে যে ঈক্ষণ তাহারও প্রাগ্‌ভাব হেতু পুরুষ হইতেও উত্তম প্রযুক্ত ভগবানের জ্ঞানই কথিত হইল ॥

যদি বল কেবল নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম ছিলেন ইহা কোন্‌ স্থানে শ্রুত হওয়া যাইতেছে, এই আশঙ্কায় কহিতেছেন।

সৎ কার্য্যং অসৎ করণং তয়োঃ পরং যদ্ব্রহ্ম তৎ ন মত্তো-হন্যৎ ক্বচিদধিকারিণি শাস্ত্রে বা স্বরূপভূতবিশেষব্যুৎপত্ত্য সমর্থে সোহয়মহমেব নির্ব্বিশেষতয়া প্রতিভামীত্যর্থঃ। যদ্বা তদানীং প্রপঞ্চে বিশেষাভাবাৎ নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্রা কারেণ বৈকুণ্ঠেতু সবিশেষ ভগবদ্রূপেণেতি শাস্ত্রদ্বয় ব্যবস্থা॥

এতেন চ ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহমিত্যত্রোক্তং ভগবজ্‌জ্ঞান মেব প্রতিপাদিতং। অতএবাস্য পরম গুহ্যত্বমুক্তং॥ ১২৮

"নান্যদ্‌যৎ সদসৎপরমিতি" সৎকার্য্য, অসৎ কারণ এই উভ-য়ের পর ব্রহ্ম তিনি আমা হইতে অন্য নহেন।

কোথাও বা অধিকারি শাস্ত্র স্বরূপের বিশেষ জ্ঞানের অস মর্থে সেই এই ব্রহ্ম আমিই, এই রূপ নির্ব্বিশেষ দ্বারা আমি প্রতিভাত হইয়া থাকি কিম্বা সৃষ্টির পূর্ব্বে জগতে বিশেষ জ্ঞানের অভাব প্রযুক্ত কেবল নির্ব্বিশেষ জ্ঞান দ্বারা এবং বৈকুণ্ঠে সবিশেষ ভগবদ্রূপ জ্ঞান দ্বারা সাকার ও নিরাকার দুই শাস্ত্রের ব্যবস্থা আমিই হইয়াছি॥

ইহার দ্বারা ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ ঘনীভূত প্রকাশ আমি হইয়াছি। এ স্থলে ভগবদ্গীতার ১৪ অধ্যায়ে ২৭ শ্লোকোক্ত ভগবজ্‌জ্ঞান প্রতিপন্ন হইল। অতএব এই জ্ঞানের পরম গুহ্যত্ব কথিত হইল॥ ১২৮॥

ননু সৃষ্টেরনন্তরং নোপলভ্যসে। তত্রাহ পশ্চাৎ সৃষ্টেরনন্তরমপ্যহমেবাস্ম্যেব। বৈকুণ্ঠেষু ভগবদাদ্যাকারেণ প্রপঞ্চেষ্বন্তর্যাম্যাদ্যাকারেণেতি শেষঃ॥

এতেন সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় হেতু রহেতুরস্যেত্যাদি প্রতিপাদিতং ভগবজ্‌জ্ঞানমেবোপদিষ্টং॥ ১২৯॥

ননু সর্ব্বত্র ঘট পটাদ্যাকারা যে দৃশ্যন্তে তেতু ত্বদ্রূপাণি ন ভবন্তীতি তবাপূর্ণত্ব প্রসক্তিঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ। যদে-

---

হে ভগবন্‌! সৃষ্টির পর আপনি উপলব্ধ হইতেছেন না কেন? এই প্রশ্নে কহিতেছেন "পশ্চাৎ" অর্থাৎ সৃষ্টির পরেও আমিই আছি। আমি বৈকুণ্ঠে ভগবদাদি আকারে ও জগতে অন্তর্যাম্যাদি আকারে অবস্থিত আছি। এতদ্দ্বারা ১১ স্কন্ধের ৩ অধ্যায়ে ৩৬ শ্লোকে "সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় হেতু রহেতুরস্য" অর্থাৎ পিপ্পলায়ন কহিলেন, হে নরেন্দ্র! যিনি এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের হেতু ও স্বয়ং অহেতু এবং যিনি স্বপ্ন জাগ্রৎ সুষুপ্তি কালে ও সমাধিতে সদ্রূপে বর্ত্তমান, আর দেহ ইন্দ্রিয় মনঃ ইহারা যাঁহার দ্বারা জীবিত থাকিয়া বিচরণ করে, তাঁহাকেই পরম তত্ত্ব জানিবে, এই শ্লোক প্রতিপাদিত ভগবজ্‌ জ্ঞানই উপদিষ্ট হইল॥ ১২৯॥

হে ভগবন্‌! সর্ব্বত্র যে ঘট পটাদি আকার দৃষ্ট হইতেছে তাহা ত আপনার রূপ নহে, ইহাতে আপনার

তদ্বিশ্বং তদপ্যহমেব মদনন্যত্বাৎ মদাত্মকমেবেত্যর্থঃ ॥
অনেন। সোঽয়ং তেঽভিহিতস্তাত ভগবান্ বিশ্বভাবনঃ।
সমাসেন হরেনান্যদন্যস্মাৎ সদসচ্চ যদিত্যাদ্যুক্তং ভগবজ্জ্ঞানমেবোপদিষ্টং ॥ ১৩০ ॥
তথা প্রলয়ে যোঽবশিষ্যেত সোঽহমেবাস্ম্যেব। এতেন ভগবানেক আসেদমগ্র আত্মাত্মনাং বিভুরিত্যাদ্যুক্তং

অপূর্ণত্ব প্রসক্তি হইতেছে, ব্রহ্মা যদি এরূপ আশঙ্কা করেন তাহাতে ভগবান্ কহিলেন। এই যে বিশ্ব দেখিতেছ তাহাও আমি, যে হেতু আমা হইতে ভিন্ন না হওয়ায় এই জগৎ আমারই স্বরূপ।

২ স্কন্ধের ৭ অধ্যায়ে ৪৯ শ্লোকে ব্রহ্মা নারদকে কহিলেন, হে তাত! বিশ্ব প্রকাশক সেই ভগবানের স্বরূপ এই তোমাকে কহিলাম, হে পুত্র! ভগবান্ হরি ভিন্ন কার্য্য অথবা কারণ কিছুই নাই, পরন্তু তিনি কার্য্য কারণ স্বরূপ হইলেও অন্য কার্য্য কারণ হইতে ব্যতিরিক্ত ॥

ইহার দ্বারা উক্ত ভগবজ্জ্ঞান উপদিষ্ট হইয়াছে ॥ ১৩০॥

তথা প্রলয়ে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাও আমিই হইয়াছি। ইহার দ্বারা ৩ স্কন্ধের ৫ অধ্যায়ে ২১ শ্লোকে উক্ত ভগবজ্জ্ঞান উপদিষ্ট হইল। যথা।

মৈত্রেয় কহিলেন জীবগণের আত্মা স্বরূপ সকলের স্বামী

ভগবজ্জ্ঞানমেবোপদিষ্টং।

তথা পূর্ব্বং স্বানুগ্রহ প্রকাশ্যত্বেন প্রতিজ্ঞাতং যাবত্ত্বং সর্ব্বকালদেশাপরিচ্ছেদত্ব জ্ঞাপনয়োপদিষ্টং। এবং নান্যদ্‌ যৎ সদসৎপরমিত্যনেন ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহমিতি জ্ঞাপনয়া যথাভাবত্বং। সর্ব্বাকারাবয়বি ভগবদাকার নির্দ্দেশেন বিলক্ষণানন্ত রূপত্ব জ্ঞাপনয়া যদ্রূপত্বং। সর্ব্বাশ্রয়তা নির্দ্দেশেন বিলক্ষণানন্তগুণত্বজ্ঞাপনয়া যদ্‌

সেই পরমাত্মা, যিনি সৃষ্টি কালে নানা বুদ্ধিতে উপলক্ষিত হয়েন, তাঁহার আত্মমায়া লীনা হইলে, সৃষ্টির পূর্ব্ব এই বিশ্ব একমাত্র ভগবৎ স্বরূপ হইয়াছিল অর্থাৎ তৎকালে দ্রষ্টা বা দৃশ্য কিছুই ছিল না।

তথাপূর্ব্বে স্বীয় অনুগ্রহ দ্বারা প্রকাশ্যত্ব রূপে প্রতিজ্ঞাত তুমি যে পরিমাণ, অর্থাৎ সর্ব্ব কাল ও সর্ব্ব দেশের অপরিচ্ছেদ্যত্ব জ্ঞাপন নিমিত্ত উপদিষ্ট হইল। এই প্রকারে "নান্যদ্‌ যৎ সদসৎ পরং" এতদ্দ্বারা ভগবদ্গীতার ১৪ অধ্যায়ে "ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহ" এই ২৭ শ্লোকের জ্ঞাপন দ্বারা "যথা ভাবত্বং" অর্থাৎ তুমি যে প্রকার সত্ত্ববিশিষ্ট সর্ব্বপ্রকারে আকারের অবয়বি যে ভগবদাকার তাহার নির্দ্দেশ দ্বারা বিলক্ষণ অনন্তরূপত্ব জ্ঞাপন হেতু "যদ্রূপত্বং" অর্থাৎ তুমি যে রূপ। সর্ব্বাশ্রয়ত্ব নির্দ্দেশ দ্বারা বিলক্ষণ অনন্ত গুণত্ব হেতু "যদ্গুণত্বং" অর্থাৎ তুমি যে রূপ গুণবিশিষ্ট।

গুণত্বং । সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়োপলক্ষিত বিবিধ ক্রিয়াশ্রয়ত্ব কথনেনালৌকিকানন্ত ধর্ম্মত্ব জ্ঞাপনয়া যৎ কর্ম্মত্বং চ ॥ ১৩১ ॥

অথ তাদৃশ রূপাদি বিশিষ্টস্যাত্মনো বিজ্ঞানার্থং ব্যতিরেক মুখেন মায়ালক্ষণমাহ । ঋতেহর্থমিত্যাদি ॥ ১০৫ ॥

পূর্ব্বং ব্যাখ্যাতমেব । সংক্ষেপশ্চায়মর্থং পরমপুরুষার্থ

সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়োপলক্ষিত বিবিধ ক্রিয়ার আশ্রয়ত্ব কথন দ্বারা অলৌকিক অনন্ত কর্ম্মত্ব জ্ঞাপন হেতু "যৎকর্ম্মত্বং" অর্থাৎ তোমার যেরূপ কর্ম্ম ॥ ১৩১ ॥

অনন্তর উক্তপ্রকার রূপাদি বিশিষ্ট আত্মার বোধ নিমিত্ত ব্যতিরেক মুখে মায়ার লক্ষণ বলিতেছেন ॥

২ স্কন্ধের ৯ অধ্যায়ে ৩৩ শ্লোকে যথা ॥

"ঋতেহর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি ।
তদ্বিদ্যাদাত্মনোমায়াং যথা ভাসো যথা তমঃ" ।

শ্লোকার্থ । হে ব্রহ্মন্ ! মহাভুত সকল যেমন সৃষ্টির পরে ভৌতিক পদার্থে প্রবেশ করে, কিন্তু সৃষ্টির পূর্ব্বে তাহাদের কারণ হওয়াতে সে সকলে অপ্রবিষ্ট থাকে, তদ্রূপ আমিও ভূত, ভৌতিক পদার্থে প্রবিষ্ট এবং ঐ সকলে অপ্রবিষ্ট আছি অর্থাৎ আমার সত্তা ঐ রূপ ॥ ১০৫ ॥

উক্ত শ্লোক পূর্ব্বে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে এক্ষণে সংক্ষেপ অর্থ এই যে । অর্থ শব্দে পরম পুরুষার্থ স্বরূপ আমা ব্যতি-

ভূতং মামৃতে মদ্দর্শনাদন্যত্রৈব যৎ প্রতীয়েত। যচ্চাত্মনি ন প্রতীয়েত মাং বিনা স্বতঃ প্রতীতিরপি যস্য নাস্তীত্যর্থঃ তদ্বস্তু আত্মনো মম পরমেশ্বরস্য মায়াং বিদ্যাৎ। তত্রদৃষ্টান্তঃ। যথা ভাসঃ প্রতিবিম্বরশ্মিঃ। যথাচ তমস্তিমিরমিতি॥ তত্রাভাসস্য তাদৃশত্বং স্পষ্টমেব। তমসোঽপি জ্যোতির্দর্শনাদন্যত্রৈব প্রতীতে র্জ্যোতিরাত্মকং চক্ষুর্বিনাচাপ্রতীতেরিতি। বিদ্যাদিতি প্রথম পুরুষ নির্দ্দেশস্যাঽয়ং ভাবঃ। অন্যান্ প্রত্যেব খল্বয়মুপদেশস্ত্বন্তু মদ্দত্তশক্ত্যা সাক্ষাদেবানুভবস্যতি। এবং মায়িক দৃষ্টমতীত্যৈব

রেকে অর্থাৎ আমার দর্শন ভিন্ন অন্যত্র যাহা প্রতীত হয়। আত্মাতে যাহা প্রতীত হয় না অর্থাৎ আমা ব্যতিরেকে আপনা হইতে যাহার প্রতীতি নাই, সেই বস্তু আত্মা অর্থাৎ পরমেশ্বর যে আমি আমার মায়া জানিবে। এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত যেমন আভাস প্রতিবিম্বে কিরণ আর যেমন তমঃ অর্থাৎ তিমির। এই দুই মধ্যে আভাসের তাদৃশত্ব স্পষ্টই আছে। জ্যোতিঃ দর্শনের অন্যত্রেও তিমিরের জ্ঞান হইয়া থাকে, চক্ষুঃ ব্যতিরেকে তিমিরের প্রতীতি হয় না।

"বিদ্যাৎ" এই ক্রিয়ায় প্রথম পুরুষ নির্দ্দেশের এই ভাব অন্যের প্রতিই নিশ্চয় এই উপদেশ, কিন্তু তুমি আমার দত্ত শক্তি দ্বারা সাক্ষাতেই অনুভব কর। এই প্রকার মায়িক

রূপাদি বিশিষ্টং মামনুভবেদিতি ॥ ১৩২ ॥

ব্যতিরেক মুখেনানুভাবনস্যায়ং ভাবঃ । শব্দেন নিরূপিত স্যাপি মৎ স্বরূপাদে র্মায়াকার্য্যাবেশেনৈবানুভবো ন ভবতি তত স্তদর্থং মায়া ত্যাজনমেব কর্ত্তব্যমিতি । এতেন ত্বদবিনাভাবাৎ প্রেমাপ্যনুভাবিত ইতি গম্যতে ॥ ১৩৩ ॥

অথ তস্যৈব প্রেম্নো রহস্যত্বং বোধয়তি ।

যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষুচ্চাবচেম্বনু ।

দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া রূপাদি বিশিষ্ট আমাকে অনুভব করিবে ॥ ১৩২ ॥

(ব্যতিরেক মুখে অনুভবের এই ভাবার্থ । শব্দের দ্বারা নিরূপিত আমার শরীরাদির মায়া কার্য্য জগতের আবেশ দ্বারা অনুভব হয় না অতএব তন্নিমিত্ত মায়া ত্যাগ করা কর্ত্তব্য । এতদ্দ্বারা তাহার অবিনা ভাব অর্থাৎ মায়া ত্যাজনের সহিত মৎস্বরূপাদির অনুভবের নিয়ত সম্বন্ধ প্রযুক্ত প্রেমই যে অনুভাবিত ইহা বোধগম্য হইতেছে ॥ ১৩৩ ॥)

অনন্তর সেই প্রেমেরই রহস্যত্ব জানাইতেছেন ।

২ স্কন্ধে ৯ অধ্যায়ে ৩৪ শ্লোকে ব্রহ্মার প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্য যথা ॥

হে ব্রহ্মন্ ! মহাভূত সকল যেমন সৃষ্টির পরে ভৌতিক পদার্থে প্রবেশ করে, কিন্তু সৃষ্টির পূর্ব্বে তাহাদের কারণ

প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথা তেষু নতেম্বহং ॥ ১০৬ ॥

যথা মহাভূতানি ভূতেম্বপ্রবিষ্টানি বহিঃ স্থিতান্যপি অনুপ্রবিষ্টান্যন্তঃ স্থিতানি ভান্তি। তথা লোকাতীত বৈকুণ্ঠ স্থিতত্বেনাপ্রবিষ্টোঽপ্যহং। তেষু তত্তদ্গুণ বিখ্যাতেষু নতেষু প্রণতজনেষু প্রবিষ্টো হৃদি স্থিতোঽহং ভামি। অত্র মহাভূতানামংশভেদেন প্রবেশাপ্রবেশৌ তস্যাতু প্রকাশভেদেনেতি ভেদেঽপি প্রবেশাপ্রবেশমাত্র সাম্যেন দৃষ্টন্তঃ তদেবং তেষাং তাদৃগাত্মবশকারিণী প্রেমভক্তি নাম

হওয়াতে সে সকলে প্রবিষ্ট থাকে, তদ্রূপ আমিও ভূত ভৌতিক পদার্থে প্রবিষ্ট এবং ঐ সকলে অপ্রবিষ্ট আছি অর্থাৎ আমার সত্তা ঐরূপ ॥ ১০৬ ॥

তাৎপর্য্য। যেমন মহাভূত ভূত সকলে অপ্রবিষ্ট অর্থাৎ বাহিরে স্থিত হইয়াও অনুপ্রবিষ্ট অর্থাৎ অন্তরস্থ রূপে প্রকাশ পায়, তদ্রূপ আমিও লোকাতীত বৈকুণ্ঠে অবস্থিতত্ব প্রযুক্ত সেই সকল ভূত ভৌতিকে অপ্রবিষ্ট হইয়াও প্রণত জন সকলে প্রবিষ্ট অর্থাৎ তাহাদের হৃদয়ে স্থিত হইয়া আমি প্রকাশ পাইতেছি। এস্থলে মহাভুত সকলের অংশ ভেদ দ্বারা প্রবেশ ও অপ্রবেশ হইয়াছে কিন্তু ভগবানের প্রকাশ ভেদ দ্বারা ভেদ হইলেও প্রবেশ ও অপ্রবেশ মাত্র সাম্যে দৃষ্টান্ত জানিতে হইবে, অতএব এই প্রকার সেই সকল নত ব্যক্তিদিগের যাদবত্বাদি রূপ যে আমি আমার বশকারিণী

রহস্যমিতি সূচিতং ॥ ১৩৪ ॥

তথাচ ব্রহ্মসংহিতায়াং ॥

আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভি
স্তাভির্য এব নিজ রূপতয়া কলাভিঃ।
গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিবিলোচনেন
সন্তঃ সদৈব হৃদয়েঽপি বিলোকয়ন্তি।
তং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্যগুণস্বরূপং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ইতি ॥

যে ভজন্তিচ মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহমিতি

আমার প্রেমভক্তি নামক রহস্য ইহা সূচিত হইল ॥ ১৩৪ ॥

ব্রহ্মসংহিতার ৩৭। ৩৮। শ্লোকে ॥

যিনি আনন্দ চিন্ময় রসে পরিভাবিতা গোপীগণের সহিত নিত্য গোলোকে বাস করিতেছেন এবং ঐ সকল গোপী-যাঁহাকে চিন্তা করিয়া তদীয় নিজরূপতা প্রাপ্ত হইয়া সহ-ধর্ম্মিণী হইয়াছেন, সেই অখিল জীবে অন্তরাত্মা আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি ॥

সাধুগণ প্রেমাঞ্জন খচিত ভক্তিরূপ বিমল চক্ষুর্দ্বারা সর্ব্বদা হৃদয় মধ্যে অচিন্ত্য গুণ স্বরূপ শ্যামসুন্দরকে অবলোকন করিয়া থাকেন, সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি

শ্রীগীতোপনিষদশ্চ ॥

যদ্বা। তেষু যথা তানি বহিঃস্থিতানি চান্তঃ স্থিতানি চ ভান্তি তদ্বদ্ভক্তেষ্বপ্যহমন্তর্মনোবৃত্তি বহিরিন্দ্রিয় বৃত্তিষুচ বিস্ফুরামীতি। ভক্তেষু সর্ব্বথাঽনন্যবৃত্তিতা হেতুর্নাম কিমপি স্ব প্রকাশং প্রেমাখ্যমানন্দাত্মকং বস্তু রহস্য মিতি ব্যঞ্জিতং ॥ ১৩৬ ॥

তত্রৈব শ্রীব্রহ্মণোক্তং ॥

ভজনা করি ॥

শ্রীভগবদ্গীতার ৯ অধ্যায়ে ২৯ শ্লোকে ॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন হে অর্জ্জুন! যে সকল সাধকেরা আমাকে ভক্তি পুর্ব্বক ভজনা করেন তাঁহারা আমাতে এবং আমি তাঁহাদিতে বিদ্যমান আছি জানিবে ॥

অথবা সেই সকল ভূতে যে রূপ বহিঃস্থিত মহাভূত সকল অন্তরস্থ হইয়া দীপ্তি পায়, তদ্রূপ আমিও ভক্তগণের অন্তরে মনোবৃত্তি ও বাহিরে ইন্দ্রিয়বৃত্তি সকলে বিশেষ রূপে প্রকাশ পাই। এতদ্দ্বারা ভক্তসকলে সর্ব্ব প্রকারে অনন্য বৃত্তিতা হেতু কোন অনির্ব্বচনীয় স্বপ্রকাশ প্রেম নামক আনন্দ স্বরূপ বস্তু বিদ্যমান আছে এই রহস্য অর্থাৎ দৃঢ় ভাব প্রকাশ হইল ॥ ১৩৬ ॥

২ স্কন্ধে ৬ অধ্যায়ে ৩২ শ্লোকে শ্রীব্রহ্মবাক্য যথা ॥

ন ভারতীমেঽঙ্গ মৃষোপলক্ষ্যতে
নবৈ ক্বচিন্মে মনসো মৃষা গতিঃ।
ন মে হৃষীকাণি পতন্ত্যসৎপথে
যন্মে হৃদৌৎকণ্ঠ্যবতা ধৃতোহরিরিতি ॥

যদ্যপি ব্যাখ্যান্তরানুসারেণায়মর্থোপলপনীয়ঃ স্যাত্তথাপ্যস্মিন্নেব চার্থে তাৎপর্য্যং। প্রতিজ্ঞা চতুষ্টয় সাধনায়োপক্রান্তত্বাৎ। তদনুক্রম গতত্বাচ্চ। কিঞ্চ। তস্মিন্নর্থে ন তেষ্বিতি ছিন্নপদমপি ব্যর্থং স্যাৎ। দৃষ্টান্তস্যৈব ক্রিয়াভ্যামন্বয়োপপত্তেঃ। অপিচ রহস্যত্বং নাম হ্যেত

ব্রহ্মা নারদকে কহিলেন, হে পুত্র! আমি উদ্রিক্ত ভক্তিযুক্ত হৃদয়ে সেই ভগবান্ হরির ধ্যান করিয়াছিলাম তাহাতে তাঁহার প্রভাবেই আমার বাক্য মনঃ এবং ইন্দ্রিয় সকলের বৃত্তি যথার্থ হইয়াছে, সুতরাং আমার বাক্য মিথ্যা দেখিতে পাওনা এবং আমার মনের গতিও কুত্রাপি মিথ্যা হয় না, আমার ইন্দ্রিয় সকল কখন অসৎপথে গমন করেনা ॥

যদিচ বাখ্যান্তরের অনুসারে এই অর্থ কথনীয় নয়, তথাপি এই অর্থেই তাৎপর্য্য জানিতে হইবে। যে হেতু চারিটী প্রতিজ্ঞা সাধনের নিমিত্ত আরম্ভ ও তাহার ক্রমান্বয়ে আগত হইয়াছে ॥

আরো বলি। সেই অর্থে "নতেষু" এই ছিন্ন পদও ব্যর্থ হয়। দৃষ্টান্তেরও প্রবেশ ও অপ্রবেশ ক্রিয়া দ্বয় দ্বারা সম্বন্ধের

দেব। যৎ পরম দুর্ল্লভং বস্তু দুষ্টোদাসীন জন দৃষ্টি নিবারণার্থং সাধারণ বস্ত্বন্তরেণাচ্ছাদ্যতে। যথা চিন্তা-মণিঃ সংপুটাদিনা। অতএব। পরোক্ষবাদা ঋষয়ঃ পরো-ক্ষঞ্চ মম প্রিয়মিতি। শ্রীভগবদ্বাক্যং। তদেবচ পরোক্ষং ক্রিয়তে যদদেয়ং বিরল প্রচারং মহদ্বস্তু ভবতি ॥ ১৩৭ ॥ অস্যৈবাদেয়ত্বং বিরল প্রচারত্বং মহত্ত্বঞ্চ। মুক্তিং দদাতি

উপপত্তি অর্থাৎ সদ্ভাব হইয়াছে। আরও বলি, রহস্য নামক এই যে পরম দুর্ল্লভ বস্তু, ইহা দুষ্ট উদাসীন জনসকলের দৃষ্টি নিবারণ নিমিত্ত অন্য সাধারণ বস্তু দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়াছে, যেমন চিন্তামণি রত্ন সম্পুটাদি (কোটা প্রভৃতি) দ্বারা আচ্ছা দিত হয় তাহার ন্যায়।

অতএব ১১ স্কন্ধের ২১ অধ্যায়ে ৩৫ শ্লোকে
ভগবান্‌ কহিয়াছেন ॥

মন্ত্র সকল পরোক্ষ বাদ বিষয় এবং পরোক্ষই আমার প্রিয়। যাহা অদেয় বিরলপ্রচার (অপ্রকাশ্য) ও মহৎ হয়, তাহাকেই (ভক্তিযোগকেই) পরোক্ষ অর্থাৎ অপ্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন ॥ ১৩৭ ॥

ইহাঁর অদেয়ত্ব, বিরল প্রচারত্ব "অপ্রকাশ্যত্ব" ও
মহত্ত্ব যথা ॥

৫ স্কন্ধে ৬ অধ্যায়ে ১৮ শ্লোকে ॥

শুকদেব কহিলেন হে রাজন্‌! যাঁহারা মুকুন্দের ভজনা

মাত্রং তদানীমবশিষ্টং ভবতি তদেব ব্রহ্মাখ্যং তদেব প্রপঞ্চাবচ্ছিন্ন তর প্রদেশে প্রপঞ্চলয়াৎ বৈকুণ্ঠ ইব স্বরূপ ভূত প্রকাশাদেব শিষ্যমাণত্বেন বক্তুং যুজ্যতে তচ্চ সবিশেষ্য মাত্র স্বরূপ শক্তি বিশিষ্টেন বৈকুণ্ঠস্থেন শ্রীভগবতা পৃথগিব তত্রানুভূয়তে ইতি। তদেবং নির্ব্বিশেষত্বেন স্পর্শরূপরহিতস্যাপি তস্য ভগবৎ প্রভা রূপত্বমুৎপ্রেক্ষ্য তদভিন্নত্বেন ব্রহ্মত্বং ব্যপদিষ্টং ততঃ স্পর্শ রূপাদি মাধুরী ধারিতয়া সবিশেষস্য সাক্ষাদ্ভগবদঙ্গজ্যোতিষঃ সুতরামেব তৎ সিধ্যতি॥ ১০৪॥

নিশ্চয় স্বরূপ ভূত অবিশেষকে অনুসন্ধান না করিয়া যে সেই স্বরূপ মাত্র প্রলয় কালে অবশিষ্ট হয়েন তিনিই ব্রহ্ম এবং তিনিই জগতের অবচ্ছিন্নাতিশয় প্রদেশে জগদ্বিনাশের পর বৈকুণ্ঠের ন্যায় স্বরূপ ভূত প্রকাশের অবিশেষ প্রযুক্তই অবশিষ্ট রূপে বলিবার নিমিত্ত যুক্ত হইয়াছেন। ঐ ব্রহ্মই স্বীয় বিশিষ্ট মাত্রকেই স্বরূপ শক্তি বিশিষ্ট বৈকুণ্ঠস্থিত শ্রীভগবানের সহিত পৃথক্ত্বের ন্যায়ই প্রলয়ে অনুভব করেন। সেই হেতু এই প্রকারে নির্ব্বিশেষ দ্বারা স্পর্শ রূপ রহিত সেই ব্রহ্মকে ভগবানের প্রভারূপ উৎপ্রেক্ষা করিয়া তাহার অভিন্নত্ব রূপে উপদেশ করিয়াছেন, অতএব স্পর্শ রূপাদি মাধুরী ধারণ হেতু সবিশেষ সাক্ষাৎ ভগবানের অঙ্গ জ্যোতির সুতরাং ব্রহ্মত্ব সিদ্ধ হইল॥ ১০৪॥

যথোক্তং শ্রীহরিবংশে মহাকালপুরুষাখ্যানে শ্রীমদর্জ্জুনং প্রতি শ্রীভাগবতা ॥

ব্রহ্মতেজোময়ং দিব্যং মহদযদ্দৃষ্টবানসি।
অহং স ভরতশ্রেষ্ঠ মত্তেজস্তৎ সনাতনং ॥
প্রকৃতিঃ সা মম পরা ব্যক্তাব্যক্তা সনাতনী।
তাং প্রবিশ্য ভবন্তীহ মুক্তা যোগবিদুত্তমাঃ।
সা সাংখ্যানাং গতিঃ পার্থ যোগিনাঞ্চ তপস্বিনাং।
তৎপরং পরমং ব্রহ্ম সর্ব্বং বিভজতে জগৎ।
মমৈব তদ্‌ঘনং তেজো জ্ঞাতুমর্হসি ভারতেতি ॥

এই বিষয় শ্রীহরিবংশে মহাকল পুরুষ কথনে শ্রীমান্‌ অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্য যথা ॥

ভগবান্‌ কহিলেন অর্জ্জুন! তুমি যে অলৌকিক সুমহৎ তেজোময় ব্রহ্ম অবলোকন করিলে, হে ভরতশ্রেষ্ঠ! তাহাই আমি, সেই সনাতন ব্রহ্ম আমারই তেজঃ আর ব্যক্ত অব্যক্ত নিত্যা যে প্রকৃতি চিৎশক্তি তিনিও মৎপরায়ণা হইয়াছেন। তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া মহা মহা যোগিগণ এই সংসার হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন। হে পার্থ! ঐ প্রকৃতি সাংখ্য, যোগি এবং তপস্বি দিগের গতি হইয়াছেন। অপর ঐ প্রকৃতির পর যে পরম ব্রহ্ম তিনি সমুদায় জগৎ বিভাগ করিতেছেন। হে ভারত! ঐ ব্রহ্ম আমারই ঘন তেজ বলিয়া জানিতে যোগ্য হও ॥

প্রকৃতিরিতি তৎপ্রভাত্বেন স্বরূপশক্তিত্ব মপি তস্য নির্দ্দিষ্টং ॥

এবং পূর্ব্বোদাহৃত কৌস্তুভবিষয়কবিষ্ণুপুরাণবাক্যমপ্যে তদুপোদ্বলকত্বেন দ্রষ্টব্যং তস্মাৎ দৃতয় ইবেত্যপি সাধ্বেব ব্যাখ্যাতং ॥ ১০ ॥ ৮৭ ॥

শ্রুতয়ঃ শ্রীভগবন্তং ॥ ১০৫ ॥

ততশ্চ যস্মিন্ পরম বৃহতি সামান্যাকার সত্তায়া অপি-তদঙ্গ জ্যোতিষোঽপি বৃহত্ত্বেন ব্রহ্মত্বং তস্মিন্নেব মুখ্যা তচ্ছব্দ প্রবৃত্তিঃ ॥

তথাচ ব্রাহ্মে ॥

অনন্তো ভগবান্ ব্রহ্ম আনন্দেত্যাদিভিঃ পদৈঃ ।

প্রকৃতি ইত্যাদি শ্লোকে ভগবৎ প্রভা রূপে ব্রহ্মকে প্রকৃতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যাহা হউক, এই প্রকারে পূর্ব্বোল্লিখিত কৌস্তুভ বিষয়ক শ্রীবিষ্ণুপুরাণের বাক্যকেই ইহার সহায় রূপে দেখা কর্ত্তব্য। অতএব "দৃতয় ইব" এই শ্লোক উত্তম রূপে ব্যাখ্যা করা হইল ॥ ১০৫ ॥

যাহা হউক পরম বৃহৎ ভগবানে সামান্যাকর সত্তার ও তদঙ্গ জ্যোতির বৃহত্ত্ব দ্বারা ব্রহ্মত্ব, অতএব ভগবানেই ব্রহ্ম শব্দের মুখ্য প্রবৃত্তি হইয়াছে ॥

উক্ত বিষয় ব্রহ্মপুরাণে যথা ॥

অনন্ত, ভগবান্, ব্রহ্ম ও আনন্দ ইত্যাদি পদের এক

প্রোচ্যতে বিষ্ণুরেবৈকঃ পরেষামুপচারিত ইতি ॥

ক্বচিচ্চানন্ত গুণত্ব যুক্তত্বেনৈব ভগবান্ ব্রহ্মেত্যুচ্যতে ॥

যথা পাদ্মে ॥

পৃথগ্বক্তুং গুণাস্তস্য ন শক্যন্তেঽমিতত্বতঃ।

যতো ঽতো ব্রহ্ম শব্দেন সর্ব্বেষাং গ্রহণং ভবেৎ।

এতস্মাদ্ব্রহ্ম শব্দোঽসৌ বিষ্ণোরেব বিশেষণং।

অমিতোহি গুণো যস্মান্নান্যেষাং তন্মতেবিভুমিতি ॥

অত্র নির্গলিতোঽয়ং মহাপ্রকরণার্থঃ ॥ ১০৬ ॥

বিষ্ণুই বাচ্য হইয়াছেন অর্থাৎ বিষ্ণুতেই এই চারিটী শব্দ মুখ্য, বিষ্ণু ভিন্ন অন্যত্র উপচার মাত্র ॥

কোন গ্রন্থে অনন্ত গুণ যুক্তত্ব প্রযুক্ত ভগবানই ব্রহ্ম বলিয়া কথিত হইয়াছেন ॥

পদ্মপুরাণে যথা ॥

যে হেতু অপরিমিতত্ত্ব প্রযুক্ত ভগবানের গুণ সকলকে পৃথক্ বলিবার নিমিত্ত সমর্থ হওয়া যায় না, সেই হেতু ব্রহ্ম শব্দ দ্বারা সকলের গ্রহণ হইয়া থাকে ॥

অতএব এই ব্রহ্ম শব্দ বিষ্ণুরই বিশেষণ জানিতে হইবে, যে হেতু সর্ব্ব ব্যাপক বিষ্ণু ব্যতিরেকে অন্যের অসংখ্য গুণ নাই। এস্থানে এই মহা প্রকরণের অর্থ সমাপন করা হইল ॥ ১০৬ ॥

যদদ্বয়ং জ্ঞানং তদেব তত্ত্বমিতি তত্ত্ববিদো বদন্তি তচ্চ বৈশিষ্ট্যং বিনৈবোপলভ্যমানং ব্রহ্মেতি শব্দ্যতে বৈশিষ্টেন সহ তু শ্রীভগবানিতি।

সচ ভগবান্ পূর্ব্বোদিত লক্ষণ শ্রীমূর্ত্ত্যাত্মক এব নত্বমূর্ত্তঃ। অথ ভূপ মূর্ত্তমমূর্ত্তঞ্চ পরং চাপরমেব চেতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণ পদ্যে তস্য চতুর্বিধত্বমঙ্গীকর্ত্তব্যং তদা ব্রহ্মত্ববত্ত দুপাসক দৃষ্টি যোগ্যতানুরূপমেবাস্তু ॥ ১০৭ ॥

যে অদ্বয় জ্ঞান তাহাই তত্ত্ব, তত্ত্বজ্ঞেরা ইহাই কহিয়া থাকেন। বিশিষ্টতা ব্যতিরেকে উপলব্ধ হওয়াতে সেই তত্ত্বকে ব্রহ্ম, আর বিশিষ্টতার সহিত প্রতীত হওয়াতে উঁহাকে ভগবান্ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন ॥

সেই ভগবান্ কে ? এই আকাঙ্ক্ষায় বলা হইতেছে, তিনি পূর্ব্ব কথিতানুসারে শ্রীমূর্ত্তি বিশিষ্ট, কিন্তু অমূর্ত্ত অর্থাৎ নিরাকার নহেন ॥

অনন্তর। হে ভূপ! সেই বিষ্ণুই মূর্ত্ত, অমূর্ত্ত, পর ও অপর হইয়াছেন। শ্রীবিষ্ণুপুরাণের এই শ্লোকে যাঁহারা শ্রীবিষ্ণুর চতুর্বিধত্ব স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহারা যদি অমূর্ত্ত অর্থাৎ নিরাকারকে পৃথক্ অঙ্গীকার করিতেন তাহা হইলে ব্রহ্মত্বের ন্যায় ব্রহ্মোপাসকের দর্শন যোগ্যতার অনুপরূপই হইত ॥ ১০৭ ॥

তথাহি ॥

যস্য সমীচীনা ভক্তিরস্তি তস্য পরমূর্ত্ত্যা শ্যামসুন্দর চতুর্ভুজাদি রূপয়া প্রাদুর্ভবতি। যস্যার্ব্বাচীনোপাসনারূপা তস্যাপরমূর্ত্ত্যা পাতাল পাদাদি কল্পনা ময্যেব। যস্য রূক্ষং জ্ঞানং তস্য পরেণ ব্রহ্ম লক্ষণামূর্ত্তত্বেন। যস্য জ্ঞানপ্রচুরা ভক্তিঃ তস্য ত্বপরেণেশ্বর লক্ষণ মূর্ত্তত্বেনেতি ॥ ১০৮ ॥

অত্রাপরত্বং পরমূর্ত্ত্যাবির্ভাবানন্তরসোপানত্বেন ব্রহ্মাবদতীব মূর্ত্তত্বানপেক্ষমিত্যেব নত্বশ্রেষ্ঠ বিবক্ষয়েতি জ্ঞেয়ং।

এই বিষয়ের মীমাংসা যথা ॥

যাঁহার সমীচীনা অর্থাৎ উত্তমা ভক্তি অছে তাঁহার সম্বন্ধে ভগবান্ শ্যামসুন্দর চতুর্ভুজাদি উৎকৃষ্ট মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হয়েন। যাঁহার অর্ব্বাচীন (সামান্য) উপাসনা রূপ ভক্তি হইয়াছে তাঁহার সম্বন্ধে পাতাল প্রভৃতি পাদাদি কল্পনা ময়ী কনিষ্ঠা মূর্ত্তি দ্বারা প্রাদুর্ভূত হয়েন। যাঁহার রূক্ষ জ্ঞান তাঁহার সম্বন্ধে পরব্রহ্ম স্বরূপ অমূর্ত্ত অর্থাৎ নিরাকার রূপে প্রাদুর্ভূত হয়েন, আর যাঁহার জ্ঞান প্রচুরা ভক্তি তাঁহার সম্বন্ধে ঈশ্বর লক্ষণ মূর্ত্তি দ্বারা প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকেন ॥১০৮॥

এস্থলে অপর শব্দ শ্রেষ্ঠ মূর্ত্তির আবির্ভাবের পর সোপান অর্থাৎ ক্রমাগত দ্বারা কথিত হইয়াছে, ব্রহ্ম যেমন অতিশয় মূর্ত্তির অপেক্ষা করেন না এ মূর্ত্তি সে রূপ নহেন, পরন্তু

পরমূর্ত্ত্যাপেক্ষয়াঽপরত্বং বা । তত্রৈব তদ্বিশ্বরূপ রূপং বৈ রূপমন্যদ্ধরে র্মহদিতি বিশ্বাধিষ্ঠানত্বেন নিত্যত্ব বিভুত্বেন মূর্ত্তং ভগবতো রূপং সর্ব্বাপাশ্রয় নিস্পৃহমিতি নিরুপাধিত্বং । চিন্তয়েদ্ব্রহ্মভূতং তমিতি পরতত্ত্ব লক্ষণ ত্বং ॥১০৯॥ ত্রিভাব ভাবনাতীত ইতি তত্র প্রসিদ্ধ কর্ম্মময় জ্ঞান কর্ম্ম সমুচ্চয় কেবল জ্ঞান ময় ভাবনা ত্রয়াতীতত্বেন পর তত্ত্ব লক্ষণত্বেঽপি ভক্ত্যৈকাবির্ভাবতয়া সম্যক্ প্রকা-

অপর শব্দ ন্যূন কথনেচ্ছায় কথিত হয় নাই ইহা জানিতে হইবে। অথবা পর মূর্ত্তির অপেক্ষা দ্বারা অপর শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন ॥

ঐ পদ্মপুরাণেই বলিয়াছেন ॥

হরির সেই বিশ্বরূপ স্বরূপ রূপ অন্য শ্রেষ্ঠ রূপ হইয়াছে। বিশ্বের অধিষ্ঠান ও নিত্য এবং সর্ব্ব ব্যাপক হেতু ভগবানের সাকার রূপ সর্ব্বাতীত ও নিস্পৃহ এজন্য নিরুপাধি হইয়াছে ॥

ব্রহ্ম স্বরূপ সেই ভগবানকে চিন্তা করিবে। এই প্রমাণ দ্বারা ভগবান্ পরতত্ত্ব স্বরূপ হইয়াছেন ॥ ১০৯ ॥

তিন ভাবে যে ভাবনা তাহা অতীত হইয়াছেন। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ কর্ম্ম ময় ও জ্ঞান কর্ম্ম সমূহ ময় এবং কেবল জ্ঞান ময় ভাবনা এই তিন হইতে অতীত হওয়ায় পরতত্ত্ব স্বরূপ হই

শত্বং মূর্ত্তৈস্যেব ব্যঞ্জিতং। অতএব শুভাশ্রয়ঃ সচিত্তস্য সর্ব্বজ্ঞস্য তথাত্মন ইত্যুক্তং। ততশ্চ তস্যাঃ শ্রীমূর্ত্তে রপি সকাসাত্তদন্তে, প্রত্যাহারোক্তিঃ কেবলাভেদোপাসকং প্রত্যেব ব্যবস্থিতা ভবতীত্যপ্যনুসন্ধেয়ং ॥ ১১০ ॥

অত্র তদ্বিশ্বরূপমিত্যেতৎ পদ্যং মূর্ত্ত পরমেবেতি জ্ঞেয়ং। সমস্ত শক্তিরূপাণি যৎ করোতি নরেশ্বর। দেবতির্য্যঙ্মনুষ্যাখ্যা চেষ্টাবন্তি স্বলীলয়েত্যনন্তর বাক্য বলাৎ ॥

লেও কেবল ভক্তি দ্বারা আবির্ভাব প্রযুক্ত মূর্ত্তিরই সম্যক্ প্রকাশত্ব প্রকাশিত হইল। অতএব চিত্তের সহিত সর্ব্ব গত ব্রহ্মের ভগবান্ আশ্রয় হইয়াছেন ইহা উক্ত হইয়াছে। সেই হেতু সেই শ্রীমূর্ত্তি হইতেই সমাধির শেষে প্রত্যাহার কথিত হইয়াছে, অর্থাৎ যাঁহারা ভেদোপাসক তাঁহারা ভগবানের ঈষৎ হাস্য পর্য্যন্ত ধ্যান করিয়া তদনন্তর মনকে সমা হার করেন, যাঁহারা কেবল অভেদোপাসক তাঁহাদের প্রতিই এই ব্যবস্থা ইহা অনুসন্ধান করিতে হইবে ॥ ১১০ ॥

এস্থলে পদ্মপুরাণের "তদ্বিশ্বরূপ রূপং এই শ্লোকের তাৎপর্য্য শ্রীমূর্ত্তি পর জানিতে হইবে, কারণ, হে নরেশ্বর! সেই ভগবান্ নিজ লীলা দ্বারা দেব, তির্য্যক্ ও মনুষ্য রূপ চেষ্টা বিশিষ্ট যাহা করেন তৎ সমুদায় তাঁহার শক্তি স্বরূপ। এই পর বাক্যের বল প্রযুক্ত শ্রীমূর্ত্তিতেই তাৎপর্য্য জানিতে হইবে ॥

কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগমিত্যাদি বহুত্র ব্যক্তং। স্বয়ং চৈতদেব শ্রীভগবতা পরমভক্তাভ্যামর্জ্জুনোদ্ধবাভ্যাং কণ্ঠোক্ত্যৈব কথিতং। সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচ ইত্যাদিনা সুগোপ্যমপি বক্ষ্যামীত্যাদিনা চ ॥ ১৩৮ ॥

করেন মুকুন্দ তাঁহাদিগকে মুক্তি দিয়া থাকেন কিন্তু ভক্তিযোগ অর্থাৎ স্বীয় প্রেমভক্তি কখনও কাহাকেও দেন না ॥

ইত্যাদি অনেক স্থানে ব্যক্ত হইয়াছে। ইহা স্বয়ং ভগবান্ পরমভক্ত অর্জ্জুন ও উদ্ধবকে কণ্ঠোক্তি দ্বারা কহিয়াছেন ॥

ভগবদ্গীতার ১৮ অধ্যায়ে ৬৪ শ্লোকে
অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্য যথা ॥

ভগবান্ কহিলেন, হে অর্জ্জুন! যদি চ বিশেষ বিশেষ স্থানে তোমাকে উপদেশ করিয়াছি তথাপি সর্ব্বাপেক্ষা গুহ্যতম আমার উৎকট বাক্য পুনর্ব্বার শ্রবণ কর। ইত্যাদি তিন শ্লোকে ॥

১১ স্কন্ধের ১১ অধ্যায়ে ৪৯ শ্লোকে
উদ্ধবের প্রতি ভগবদ্বাক্য যথা ॥

ভগবান্ কহিলেন, হে যদুনন্দন! উদ্ধব এক্ষণে পরম গোপনীয় বিষয় তোমার নিকট বর্ণন করিতেছি, যেহেতু তুমি আমার ভৃত্য, সুহৃৎ ও সখা ॥ ১৩৮ ॥

ইদমেব রহস্যং শ্রীনারদায় স্বয়ং শ্রীব্রহ্মণৈব প্রকটীকৃতং।
ইদং ভাগবতং নাম যন্মে ভগবতোদিতং।
সংগ্রহোঽয়ং বিভূতীনাং ত্বমেতদ্বিপুলীকুরু ॥
যথা হরৌ ভগবতি নৃণাং ভক্তির্ভবিষ্যতি।
সর্ব্বাত্মন্যখিলাধারে ইতি সংকল্প বর্ণয়েতি ॥
তস্মাৎ সাধু ব্যাখ্যাতং স্বামিচরণৈরপি রহস্যং ভক্তিরিতি।
অথ কথং তথাভূতং রহস্যমুদগীতেত্যপেক্ষায়াং ক্রমপ্রাপ্তং

এই রহস্যই স্বয়ং শ্রীব্রহ্মা শ্রীনারদের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন ॥

২ স্কন্ধের ৭ অধ্যায়ে ৫০। ৫১ শ্লোকে যথা ॥

ব্রহ্মা কহিলেন, হে নারদ! ইহার নাম ভাগবত, ভগবান্ ইহা আমাকে কহিয়াছিলেন, ইহা বিভূতি সকলের সংগ্রহ রূপ, তুমি ইহা বিস্তার করিয়া বর্ণন কর ॥

পরন্তু বৎস! যে প্রকারে বর্ণনা করিলে মনুষ্যদিগের সর্ব্বাত্মা ও সর্ব্বাধার ভগবান্ হরিতে ভক্তি হইতে পারে এরূপ চিন্তা করত হরিলীলার প্রাধান্য রাখিয়া তদ্রূপ বর্ণন করিও, দেখিও ইহাতে যেন ভক্তিরসের ব্যাঘাত করিয়া কেবল তত্ত্ব বর্ণনা না হয় ॥

অতএব শ্রীস্বামিপাদ সুস্পষ্ট রূপে রহস্য শব্দে ভক্তি-ব্যাখ্যা করিয়াছেন ॥

রহস্য পর্য্যন্ত সাধকত্বাদ্রহস্যত্বেনৈব তদঙ্গভূতং তদীয়-সাধনমুপদিশতি ॥

এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ ।
অন্বয় ব্যতিরেকাভ্যাং যৎস্যাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা ॥ ১০৭ ॥

আত্মনো মম ভগবত স্তত্ত্ব জিজ্ঞাসুনা প্রেম যাথার্থ্য রূপং রহস্যমনুভবিতুমিচ্ছুনা এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং শ্রীগুরুচরণেভ্যঃ শিক্ষণীয়ং কিন্তৎ যদেকমেব অন্বয় ব্যতি

অনন্তর ঐ রহস্য কি প্রকার প্রকাশ পাইতেছে এই আকাঙ্ক্ষায় ক্রম প্রাপ্ত রহস্য পর্য্যন্ত সাধকত্ব হেতু রহস্য দ্বারা রহস্যের অঙ্গ স্বরূপ ঐ রহস্যের সাধন উপদেশ করিতেছেন ॥

২ স্কন্ধে ৯ অধ্যায়ে ৩৫ শ্লোকে যথা ॥

যে ব্যক্তি আত্মার তত্ত্ব জিজ্ঞাসু, তিনি ইহাই বিবেচনা করিবেন, কোন্ বস্তু, কার্য্য সকলে কারণ রূপে অনুগত এবং কারণাবস্থায় তাহা হইতে পৃথক্, আর কেই বা জাগ্রদাদি অবস্থার সাক্ষী স্বরূপে থাকেন, সমাধি কালে তদ্রূপ থাকেন না, হে ব্রহ্মন্! এই রূপ অন্বয় এবং ব্যতিরেক দ্বারা যিনি থাকেন তিনিই আত্মা ॥ ১০৭ ॥

তাৎপর্য্য। আত্মার অর্থাৎ আমি যে ভগবান্ আমার, "তত্ত্বজিজ্ঞাসুনা" অর্থাৎ প্রেমের যথার্থ্য রূপ রহস্যকে যিনি অনুভব করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা করিয়াছেন, তিনি ইহাই

রেকাভ্যাং বিধিনিষেধাভ্যাং সদা সর্ব্বত্র স্যাৎ উপপদ্যতে যথা। নহ্যতোঽন্যঃ শিবঃ পন্থা বিশতঃ সংসৃতাবিহ।
বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগো যতো ভবেদিতি ॥
ব্যতিরেকেণোপক্রম্য তদুপসংহারে ॥
তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা রাজন্ হরিঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যো ভগবান্নৃণামিত্যন্বয়েন সর্ব্বত্র সর্ব্বদেত্যুক্তং ॥ ১৩৯ ॥
তস্মাৎ স্বজ্ঞান বিজ্ঞান রহস্য তদঙ্গানামুপদেশেন চতুঃশ্লোক্যামপি স্বয়ং শ্রীভগবানেবোপদিষ্টঃ। অতঃ।

জিজ্ঞাসা করিবেন অর্থাৎ শ্রীগুরুদেবের নিকট ইহাই শিক্ষা করিবেন। সেই শিক্ষা কি ? এই প্রশ্নে কহিতেছেন। অন্বয় ও ব্যতিরেক অর্থাৎ বিধি নিষেধদ্বারা সকল কালে সর্ব্বত্র যে এক মাত্র বস্তু উপপপন্ন হয়, তাহাই ॥

২ স্কন্ধের ২ অধ্যায়ে ৩৩ শ্লোকে যথা ॥

হে রাজন্। সংসারি পুরুষদিগের মোক্ষ প্রাপ্তির পথ অনেক আছে সত্য বটে, কিন্তু এই দুই পথ অপেক্ষা সমীচীন সুখ স্বরূপ নির্ব্বিঘ্ন পথ অন্য নাই, কারণ উহা অনুষ্ঠিত হইলে ভগবান্ বাসুদেবে ভক্তিযোগ হয় ॥ ১৩৯ ॥

এই ব্যতিরেক দ্বারা উপক্রম করিয়া তাহার সমাপনে ২ স্কন্ধের ২ অধ্যায়ে ৩৬ শ্লোকে যথা ॥

অতএব মনুষ্য মাত্রেরই সর্ব্বাত্ম দ্বারা ভগবান্ হরির

তস্মৈ স্বলোকং ভগবান্ সভাজিত ইতি ভগবচ্ছব্দেন দদর্শ তত্রাখিল সাত্বতাং পতিমিত্যত্র তাপনী শ্রুত্যাদ্যনুকূলিত শ্রীকৃষ্ণত্বলিঙ্গেন চাস্য বক্তুঃ শ্রীভগবত্ত্বমেব স্পষ্টং ন জাতু তদংশভূত নারায়ণাখ্য গর্ভোদধিশায়ি পুরু-

শ্রবণ, কীর্ত্তণ ও স্মরণ করা কর্ত্তব্য ॥

এই অন্বয় দ্বারা সর্ব্বত্র সকল কালে ইহা উক্ত হইয়াছে ॥ ১৩৭ ॥

অতএব স্বীয় জ্ঞান বিজ্ঞান, রহস্য এবং তদঙ্গ সকলের উপদেশ দ্বারা চতুঃশ্লোকীতেও স্বয়ং ভগবানই উপদিষ্ট হইয়াছেন ॥

এই হেতু ২ স্কন্ধের ৯ অধ্যায়ে ৯ শ্লোকে ॥

ব্রহ্মার ঐ তপস্যান্তে ভগবান্ তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে আপনার পরম শ্রেষ্ঠ বৈকুণ্ঠলোক দর্শন করাইলেন ॥

এই শ্লোকে বর্ণিত ভগবৎ শব্দ দ্বারা ॥

উক্ত অধ্যায়ের ১৫ শ্লোকে ॥

ব্রহ্মা দেখিলেন উক্ত রূপ বৈকুণ্ঠে সুনন্দ, নন্দ, প্রবল, অর্হণ ইত্যাদি প্রধান প্রধান পারিষদগণ কর্ত্তৃক চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টিত হইয়া অখিল ভক্তের পতি, যজ্ঞের পতি এবং জগৎ পতি ভগবান্ শ্রীপতি সেবিত হইতেছেন ॥

এস্থানে তাপনী শ্রুত্যাদির অনুকূলিত শ্রীকৃষ্ণ লিঙ্গ দ্বারাও ইহার বক্তা শ্রীভগবানই স্পষ্ট হইয়াছেন, তাঁহার অংশ স্বরূপ

যত্নং। অতএবাস্য মহাপুরাণস্যাপি শ্রীভাগবতমিত্যেব মাখ্যা ॥ ১৪০ ॥

তথৈবোক্তং। কস্মৈ যেন বিভাষিতোঽয়মতুলো জ্ঞান প্রদীপঃ পুরেত্যাদৌ তচ্ছুদ্ধং বিমলং বিশোকমমৃতং সত্যং পরং ধীমহীত্যত্র পরশব্দেন ভগবদ্বক্তৃত্বং। আদ্যোঽবতারঃ পুরুষঃ পরস্যেতি দ্বিতীয়ে ভেদাভি

নারায়ণাখ্য গর্ভোদশায়ী পুরুষ কখনই ইহার বক্তা নহেন। অতএব এই মহাপুরাণেরই শ্রীভাগবত বলিয়া আখ্যা হইয়াছে ॥ ১৪০ ॥

১২ স্কন্ধের ১৩ অধ্যায়ে ১৪ শ্লোকে ঐ প্রকারই কথিত হইয়াছে যথা ॥

পূর্ব্বকালে যিনি এই অতুল্য জ্ঞান প্রদীপ ব্রহ্মার নিকট প্রকাশ করিয়াছেন, পরে নারদ মুনিকে ও কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে এবং যোগীন্দ্র শুকদেবকে আর বিষ্ণুরাত পরীক্ষিৎকে যিনি কৃপা করিয়া উপদেশ দিয়াছেন, সেই শুদ্ধ, নির্ম্মল, শোক রহিত, অমৃত, পরম সত্যকে আমরা ধ্যান করি।

এস্থলেও পর শব্দে ভগবানই বক্তা হইয়াছেন ॥

২ স্কন্ধে ৬ অধ্যায়ে ৪০ শ্লোকে ॥

প্রকৃতির প্রবর্ত্তক যে পুরুষ তিনিই পরম ব্রহ্ম ভগবানের আদ্য অবতার, অপর কাল, স্বভাব, কার্য্য, কারণ রূপা প্রকৃতি মহত্তত্ত্ব, মহাভূত অহঙ্কার তত্ত্ব, সত্বাদি গুণ, ইন্দ্রিয়

দানাং । অ৩ঃ ।

ইদং ভগবতা পূর্ব্বং ব্রহ্মণে নাভিপঙ্কজে ।
স্থিতায় ভবভীতায় কারুণ্যাৎ সংপ্রকাশিতং ॥

ইত্যত্রাপি ভগবচ্ছব্দ প্রয়োগঃ । শ্রীনারায়ণ নাভি পঙ্কজে স্থিতং ব্রহ্মাণং প্রতি স্বয়ং শ্রীভগবতা তত্রৈব ব্যাপি মহাবৈকুণ্ঠং প্রকাশ্যেদং পুরাণং প্রকাশিতমিত্যর্থঃ । অনুগতৈশ্চৈতৎ দ্বিতীয়স্কন্ধোক্তেতিহাসেনেতি ॥ ২ ॥ ৯ ॥

শ্রীভগবান্ ব্রহ্মাণং । ১৪১ ॥

তদেবং সর্ব্বশাস্ত্রাণাং সমন্বয় স্তস্মিন্নেব ভগবতি তথাচ

সকল, সমষ্টি শরীর স্বরূপ বিরাড়্‌দেহ, স্বরাট্ অর্থাৎ বৈরাজ পুরুষ, স্থাবর জঙ্গম ॥

যে হেতু দ্বিতীয় স্কন্ধে এই ভেদ কথন হইয়াছে অতএব ১২ স্কন্ধের ১৩ অধ্যায়ে ৮ শ্লোকে ॥

ভগবান্ নাভিপঙ্কজে অবস্থিত ভবভীত ব্রহ্মাকে প্রীতির সহিত এই পুরাণ প্রদান করিয়াছিলেন, এস্থানেও ভগবৎ শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে । শ্রীনারায়ণ নাভিপঙ্কজস্থিত ব্রহ্মার প্রতি স্বয়ং শ্রীভগবান্ সেই স্থলেই ব্যাপি মহা বৈকুণ্ঠকে প্রকাশ করিয়া এই পুরাণ প্রকাশ করিয়াছিলেন । ইহা দ্বিতীয় স্কন্ধের ইতিহাসের অনুগত হইয়াছে ॥ ১৪১ ॥

অতএব এই প্রকারে সমস্ত শাস্ত্রের সমন্বয় সেই ভগবানেই জানিতে হইবে ॥

সর্ব্বৈশ্চ বেদৈঃ পরমোহি দেবো জিজ্ঞাস্যোনান্যোবেদৈঃ প্রসিদ্ধ্যেত। তস্মাদেনং সর্ব্ববেদানধীত্য বিচার্য্যচ জ্ঞাতুমিচ্ছেন্মুমুক্ষুরিতি চতুর্ব্বেদশিখায়াং ॥

যং সর্ব্বে দেবা নমন্তি মুমুক্ষবো ব্রহ্মবাদিনশ্চেতি শ্রীনৃসিংহ তাপন্যাং ॥

সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি
তপাংসি সর্ব্বাণিচ যদ্বদন্তি।

নাবেদবিন্মনুতে তং বৃহন্তং
সর্ব্বানুভূতমাত্মানং সাম্পরায়ে ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ চতুর্ব্বেদশিখায় যথা ॥

সকল বেদদ্বারা এক পরম দেবই জিজ্ঞাস্য হইয়াছেন, বেদ সমূহ দ্বারা অন্যের প্রসিদ্ধি (প্রচার) নাই ॥

এই কারণে মুমুক্ষু ব্যক্তি সমস্ত বেদ অধ্যয়ন ও বিচার করিয়া এই পরম দেবকেই জানিতে ইচ্ছা করেন ॥

শ্রীনৃসিংহতাপনীতে ॥

সকল দেব, সকল মুমুক্ষু ও সমুদায় ব্রহ্মবাদী যাঁহাকে নমস্কার করিয়া থাকেন ॥

অন্য শ্রুতিতে ॥

সমস্ত বেদ যে বস্তুকে স্তব করেন, সমুদায় তপস্যা যাঁহাকে বলিয়া থাকেন এবং যাহারা বেদজ্ঞ নহে, তাহারা মৃত্যু কালে সেই বৃহৎ, সর্ব্বান্তর্যামি আত্মাকে জানিতে পারে না।

তং ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামীত্যাদিরন্যত্র ।

বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যোবেদান্ত কৃদ্বেদবিদেব চাহমিতি শ্রীগীতোপনিষৎসু ।

সিদ্ধ ন্তে পুনরেক এব ভগবান্ বিষ্ণুঃ সমস্তাগম

ব্যাপারেষু বিবেচনব্যতিকরং নীতেষু নিশ্চীয়তে ।

ইতি পাদ্মে ॥

সর্ব্বনামাভিধেয়শ্চ সর্ব্ববেদেড়িতশ্চ স ইতি স্কান্দে ॥

নতাঃ স্ম সর্ব্ব বচসাং প্রতিষ্ঠা যত্র শাশ্বতীতি ॥

বৈষ্ণবে ॥

পরন্তু সেই উপনিষদ্বেদ্য পুরুষকে আমি জানিতে ইচ্ছা করি ॥

শ্রীভগবদ্গীতার ১৫ অধ্যায়ে ১৫ শ্লোকে ॥

ভগবান্ কহিলেন হে অর্জ্জুন । সমস্ত বেদের বেদিতব্য আমিই এবং আমিই বেদান্ত কর্ত্তা ও বেদবেত্তা হইয়াছি ॥

পদ্মপুরাণে যথা ॥

সমস্ত আগম ব্যাপার ও নীতি সকল বিচার করিয়া সিদ্ধান্ত করিলে এক ভগবান্ বিষ্ণুই নিশ্চিত হইয়া থাকেন ॥

স্কন্দপুরাণে ॥

সেই ভগবান্ সকল নামের অভিধেয় ও সমস্ত বেদের স্তবনীয় ॥

বিষ্ণুপুরাণে যথা ॥

যাঁহাতে সমস্ত বাক্য নিরন্তর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেই

সর্ব্ববেদান্ সেতিহাসান্ সপুরাণান্ সযুক্তিকান্।
সপঞ্চরাত্রান্ বিজ্ঞায় বিষ্ণুর্জ্ঞেয়ো ন চান্যথা॥
ইতি ব্রহ্মতর্কে॥ ১৪২॥
তদেতৎ সর্ব্ববেদ সমন্বয়ং স্বস্মিন্ শ্রীভগবত্যেব স্বয়মাহ॥
মাং বিধত্তেঽভিধত্তে মাং বিকল্প্যাপোহ্যতেহ্যহমিতি॥১০৮॥
মামেব যজ্ঞরূপং বিধত্তে শ্রুতিঃ॥
মামেবচ তত্তদ্দেবতারূপমভিধত্তে যচ্চ আকাশাদিপ্রপঞ্চ-

ভগবান্‌কে আমরা নত হইলাম॥

ব্রহ্মতর্কে যথা॥

যুক্তির সহিত সমস্ত বেদ, ইতিহাস ও পুরাণ এবং নারদ পঞ্চরাত্র ইত্যাদি বিশেষ রূপে জানিয়া জ্ঞাত হইলাম যে এক বিষ্ণু ব্যতিরেকে অন্য কেহই শ্রেষ্ঠ নহেন॥ ১৪২॥

সেই এই সর্ব্ব বেদ সমন্বয় বস্তুকে ভগবান্ স্বয়ং আপনাতেই কহিয়াছেন॥

১১ স্কন্ধে ২১ অধ্যায়ে ৪১ শ্লোকে উদ্ধবের প্রতি ভগবদ্বাক্য যথা॥

বেদ সকল যজ্ঞরূপে আমাকে বিধান করে ও দেবতা রূপে আমাকেই ব্যক্ত করে এবং আমাকে আশ্রয় করিয়া তর্ক বিতর্ক করে॥ ১০৮॥

তাৎপর্য্য। শ্রুতি আমাকে যজ্ঞরূপে বিধান করেন, আমাকেই সেই সেই দেবতা রূপে কহিয়া থাকেন, যে সমস্ত

জাতং তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মনো আকাশঃ সংভূত ইত্যাদিনা বিকল্প্যাপোহ্যতে তদপ্যহমেব ন বস্তুঃ পৃথগস্তি সর্ব্বস্য মদাত্মকত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ১১ ॥ ২১ ॥

শ্রীভগবান্ ॥ ১৪৩ ॥

তদেবং শ্রীভগবত এব সর্ব্ববেদার্থত্বং দর্শিতং ।

তত্র রাজ্ঞঃ প্রশ্নঃ ।

শ্রীবিষ্ণুরাত উবাচ ॥

ব্রহ্মন্ ব্রহ্মণ্যনির্দ্দেশ্যে নির্গুণে গুণবৃত্তয়ঃ ।
কথং চরন্তি শ্রুতয়ঃ সাক্ষাৎ সদসতঃ পরে ॥ ৯০৯ ॥

আকাশাদি প্রপঞ্চ জন্মিয়াছে। সেই এই আত্মা হইতে আকাশ সম্ভূত হইয়াছে। ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা যে বিকল্প অর্থাৎ প্রপঞ্চ জাত জগৎ পরিত্যক্ত হইয়াছে তাহাও আমি, আমা হইতে পৃথক্ নাই, যেহেতু সমস্তই আমার স্বরূপ হইয়াছে ॥ ১৪৩ ॥

অতএব এই প্রকারে সকল বেদের তাৎপর্য্য যে শ্রীভগবান্ তাহাই প্রদর্শিত হইল ॥

ঐ বিষয়ে রাজা পরীক্ষিতের প্রশ্ন ॥

১০ স্কন্ধের ৮৭ অধ্যায়ে ১ শ্লোকে যথা ॥

রাজা পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ব্রহ্মন্! প্রত্যক্ষ রূপে নির্দ্দেশ করিবার অযোগ্য ও নির্গুণ এবং কার্য্য কারণা স্পৃষ্ট পর ব্রহ্মের স্বরূপ কিরূপে সগুণ শ্রুতি সকল সাক্ষাৎ

অস্যার্থঃ। শব্দস্যাহি বৃত্তির্মুখ্য লক্ষণ গুণভেদেন ত্রিধা। মুখ্যাপি রূঢ়িযোগ ভেদেন দ্বিধা। তত্র প্রথমং তাবদ্ব্রহ্মণি রূঢ় বৃত্তির্নসম্ভবতীত্যাহ সাক্ষাৎ কথং চরন্তীতি। তত্র হেতুরনির্দ্দেশ্য ইতি। সাহি স্বরূপেণ জাত্যা গুণেন বা সংজ্ঞা সংজ্ঞি সঙ্কেতেন প্রবর্ত্ততে অনির্দ্দেশ্যত্বে হেতুং বদন্ গুণবৃত্তিং নিরাকরোতি নির্গুণে গুণবৃত্তয় ইতি। গুণৈবর্ত্তমানা অপি নির্গুণে কথং চরন্তীত্যর্থঃ। নির্গুণত্বেচ হেতুং বদন্ লক্ষণা যোগৌ নিরাকরোতি। সদসতঃ

বর্ণন করেন অর্থাৎ পরব্রহ্ম কিরূপে শ্রুতি গোচর হয়েন ॥ ১০৯ ॥

ইহার অর্থ এই যে, মুখ্য, লক্ষণ ও গুণভেদে শব্দের বৃত্তি তিন প্রকার হয়, তন্মধ্যে মুখ্য বৃত্তি রূঢ় ও যোগ ভেদে দুই প্রকার হয়। তন্মধ্যে প্রথমতঃ ব্রহ্মে রূঢ় বৃত্তি সম্ভবে না, এই বিষয়ে কহিতেছেন, কিরূপে শ্রুতি সকল সাক্ষাৎ বর্ণন করেন। তাহাতে হেতু এই ব্রহ্ম অনির্দ্দেশ্য ॥

অর্থাৎ ব্রহ্মকে নির্দ্দেশ করা যায় না। সেই রূঢ় বৃত্তিই স্বরূপ, জাতি, গুণ এবং সংজ্ঞা, সংজ্ঞি অর্থাৎ নাম ও নাম বিশিষ্ট সঙ্কেতদ্বারা প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। অনির্দ্দেশ্যত্বে কারণ বলিবার জন্য গুণ বৃত্তিকে নিবারণ অর্থাৎ প্রত্যাখ্যান করিতেছেন। "নির্গুণে গুণবৃত্তয়ঃ" ইতি। শ্রুতি সকল গুণে বর্ত্তমানা অর্থাৎ সগুণা হইয়া কিরূপে নির্গুণে চরণ করিবে

পর ইতি। সদসতঃ পরে কার্য্য কারণাভ্যাং পরস্মিন্ন-সঙ্গে। লক্ষণা রূঢ়িশ্চ সঙ্কেতেনাভিহিত সম্বন্ধিনি যোগস্তু তৎ ত্রিবিধ বৃত্তি প্রতিপাদিত পদার্থয়োঃ প্রকৃতি প্রত্যয়া-র্থয়ো র্যোগেন ভবতীতি তস্য কেনচিদপি সম্বন্ধাভাবাত্তে ন সম্ভবত ইত্যর্থঃ। এবং পদার্থত্বাযোগাদপদার্থস্যচ বাক্যার্থত্বাযোগান্ন শ্রুতিগোচরত্বং। ব্রহ্মণ ইতি স্থিতে কুতস্তরাং তদুপরিচর স্ফূর্ত্তের্ভগবতস্তদগোচরত্বং তৎকথং এবং স্বভক্তয়োরিত্যাদৌ সতাং স্বতঃ প্রমাণভূতানাং বেদা-

অর্থাৎ নির্গুণ ব্রহ্মকে বর্ণন করিবে। নির্গুণত্বেও হেতু বলি-বার নিমিত্ত লক্ষণা ও যোগ এই দুই বৃত্তিকে নিরাকরণ করিতেছেন। "সদসতঃ পরঃ" ইতি। সৎ ও অসতের অর্থাৎ কার্য্য কারণের পর সঙ্গ রহিত ব্রহ্মে। লক্ষণা ও রূঢ়ি বৃত্তি সঙ্কেত দ্বারা কথিত সম্বন্ধ বিশিষ্ট দ্রব্যে প্রবৃত্ত হয়। পরন্তু যোগ, ঐ তিন প্রকার বৃত্তি দ্বারা প্রতিপাদিত পদার্থ যে প্রকৃতি প্রত্যয়ার্থ তাহার যোগ দ্বারা হইয়া থাকে। কাহারও সহিত ব্রহ্মের সম্বন্ধ না থাকা প্রযুক্ত লক্ষণা ও রূঢ়ি বৃত্তি সম্ভবে না। এই প্রকার পদার্থের অযোগ হেতু ও অপদার্থের বাক্যার্থত্বের অযোগ প্রযুক্ত ব্রহ্ম শ্রুতি গোচর হয়েন না। যখন ব্রহ্ম এই রূপ হইলেন তখন ব্রহ্মেরও উপরে স্ফূর্ত্তি পাইতেছেন যে ভগবান্ তিনি কি হেতু শ্রুতিগোচর হইবেন।

নাং মার্গং ভগবৎ পরত্বং আদিশ্যেত্যুক্তং। স্বতঃ প্রামাণ্য-সিদ্ধয়ে মুখ্যবাক্যানাং তু সাক্ষাচ্চরণমবশ্যং বক্তব্যং। লক্ষণাদৌ প্রমাণান্তরমূলত্বাৎ। ততো যত্র লক্ষণাদিক-মপি ন সম্ভবতি। তত্র কথং তয়াং সাক্ষাচ্চরণমিতি ভাবঃ॥ ১৪৪॥

তত্র শ্রীশুকদেবেন দত্তমুত্তরং।

ঋষিরুবাচ॥

বুদ্ধীন্দ্রিয়মনঃ প্রাণান্ জনানামসৃজৎ প্রভুঃ।

তবে কি প্রকারে ঐ দশমের ৮৬ অধ্যায়ের ৪৭ শ্লোকে "এবং স্বভক্তয়ো রাজন্ ভগবান্ ভক্তভক্তিমান্" ইত্যাদি পদ্যে রাজা বহুলাশ্ব ও শ্রুত দেব ব্রাহ্মণকে স্বতঃ প্রমাণ স্বরূপ বেদ সকলের মার্গ অর্থাৎ ভগবৎ পরত্ব আদেশ করিয়া এই উক্ত হওয়াছে। স্বতঃ প্রামাণ্য সিদ্ধির নিমিত্ত মুখ্য বাক্য সকলের সাক্ষাৎ চরণ অবশ্যই বক্তব্য। যে হেতু লক্ষণাদি অন্য প্রমাণ মুলক হইয়াছে। অতএব যে ব্রহ্মে লক্ষণাদি কিছুই সম্ভবে না সে ব্রহ্মে কি প্রকারে শ্রুতিসকলের সাক্ষাৎ চরণ হইবে?॥ ১৪৪॥

এই প্রশ্নে শ্রীশুকদেব উত্তর প্রদান করিলেন

১০ স্কন্ধের ৮৭ অধ্যায়ের ২ শ্লোকে॥

শুকদেব কহিলেন রাজন্! প্রভু পরমেশ্বর বিষয় সক-

মাত্রার্থঞ্চ ভবার্থঞ্চ আত্মনে কল্পনায়চ ॥ ১১০ ॥

বুদ্ধ্যাদীনুপাধীন্ জনানামনুশায়িনাং জীবানাং মাত্রাদ্যর্থং প্রভুঃ পরমেশ্বরোঽসৃজৎ। নতু জনাঃ স্বাবিদ্যয়াঽসৃজন্ ইতি বিবর্ত্তবাদঃ পরিহৃতঃ। মীয়ন্তে ইতি মাত্রা বিষয়া স্তদর্থং ভবার্থং ভবো জন্ম লক্ষণং কর্ম্ম তৎ প্রভৃতি কর্ম্ম করণার্থমিত্যর্থঃ আত্মনে লোকান্তর গামিনে। আত্মনস্তত্তল্লোকভোগায়েত্যর্থঃ। অকল্পনায় কল্পনা নিবৃত্তয়ে

লের নিমিত্ত ও জন্মাদি কর্ম্ম সম্পাদনের নিমিত্ত এবং লোকান্তরীয় ভোগের নিমিত্ত লোকদিগের বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, মন ও প্রাণ সকল সৃষ্টি করেন অর্থাৎ এই রূপ সৃষ্ট্যাদি গুণ সম্পন্ন ঈশ্বরকেই শ্রুতিসকল প্রতিপন্ন করেন, নির্গুণকে নহে॥১১০

প্রভু পরমেশ্বর জন অর্থাৎ অনুশায়ি জীব সকলের মাত্রাদির নিমিত্ত বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধি সকলকে সৃষ্টি করিয়াছেন কিন্তু জন সকলকে নিজ অবিদ্যা দ্বারা সৃজন করেন নাই। ইহার দ্বারা বিবর্ত্ত বাদ অর্থাৎ বিরুদ্ধ কথন পরিহৃত হইল ॥

যাহার দ্বারা পরিমাণ করা যায় তাহার নাম মাত্রা অর্থাৎ বিষয় তন্নিমিত্ত ও ভবার্থ, ভব শব্দের অর্থ জন্ম, জন্ম লক্ষণ কর্ম্ম অর্থাৎ জন্মাবধি কর্ম্ম করণ নিমিত্ত। আত্মার অর্থ লোকান্তর গামী অর্থাৎ আত্মার সেই সেই লোকে ভোগের নিমিত্ত। অকল্পনা (কল্পনা নিবৃত্তি) অর্থাৎ মুক্তির নিমিত্ত।

মুক্তয়ে ইত্যর্থঃ।

অর্থ ধর্ম্ম কাম মোক্ষার্থমিতি ক্রমেণ পদ চতুষ্টয়স্যার্থঃ মোক্ষোঽপ্যত্র চিন্মাত্রে তয়াঽবস্থিতি রূপঃ। যথা বর্ণ বিধানমপবর্গশ্চ ভবতি। যোঽসৌ ভগবতীত্যাদি। অনন্য নিমিত্ত ভক্তিযোগ লক্ষণো নানা গতি নিমিত্তা বিদ্যা গ্রন্থি বন্ধন দ্বারেণেত্যন্তেন পঞ্চমোক্ত গদ্যেন তথা

অর্থ, ধর্ম্ম, কাম ও মোক্ষের নিমিত্ত এই ক্রমান্বয়ে চারিটী পদের অর্থের নিমিত্ত। এ স্থলে মোক্ষ শব্দেরও চিন্মাত্র স্বরূপে অবস্থিতি রূপ।

৫ স্কন্ধে ১৯ অধ্যায়ে ১৯। ২০ শ্লোকে ॥

শুকদেব কহিলেন হে রাজন্! এই ভারতবর্ষে যে বর্ণের যে রূপ মোক্ষ প্রকার অর্থাৎ সন্ন্যাস বানপ্রস্থাদি বিহিত আছে তাহার অনতিক্রমে নর মাত্রের মোক্ষলাভও হইয়া থাকে ॥

রাজন্! অপবর্গ কি প্রকারে লাভ হয় তাহার বিবরণ শুন, যখন শ্রীবিষ্ণুর পুরুষের সহিত প্রকৃষ্ট রূপে সঙ্গ লাভ হয় তখন ভগবান্ বাসুদেবে যিনি ভূত সকলের আত্মা রাগাদি রহিত, বাক্যের অগোচর, অনাধার অতএব পরমাত্ম স্বরূপ তাঁহাতে যে অহৈতুক ভক্তিযোগ হয়, তাহাই মোক্ষ স্বরূপ, যে হেতু তাহাতে নানা গতির নিদান যে অবিদ্যা গ্রন্থি তাহার ছেদন হয় এই পঞ্চম স্কন্ধের গদ্য দ্বারা সেই

নিরুক্তত্বাৎ। সাধ্যভক্তি প্রাদুর্ভাব লক্ষণশ্চেতি দ্বিবিধো জ্ঞেয়ঃ॥ ১৪৫ ॥

উভয়ত্রাপি কল্পনারূপাবিদ্যায়া নিবৃত্তেঃ। এতদুক্তং ভবতি। যস্মাৎ স্বয়মীশ্বরস্তত্তদর্থং তত্তৎ সাধকত্বেন দৃশ্যমানানাং জীবানাং বুদ্ধ্যাদীন্ সৃষ্টবান্। তস্মাত্তত্তৎ সংপাদন শক্তি নিধান যোগ্যতাং তেষু কৃতবানিতি লভ্যতে। তত্র ত্রিবর্গ সম্পাদিকাঃ শক্তয়ঃ কল্পনাত্মিকা মায়াবৃত্ত্যবিদ্যাশক্তেরংশাঃ বহির্মুখকর্ম্মাত্মকত্বাৎ স্বরূপান্যথা ভাব সংসারিত্ব হেতুত্বাচ্চ ॥

রূপব্যুৎপত্তি হেতু সাধ্য ভক্তির প্রাদুর্ভাব স্বরূপ এই দুই প্রকার জানিতে হইবে॥ ১৪৫ ॥

যে হেতু উভয় স্থলেই অর্থাৎ নিন্মাত্রতা দ্বারা অবস্থিতি রূপ ও সাধ্যভক্তির প্রাদুর্ভাব লক্ষণে কল্পনা রূপ অবিদ্যার নিবৃত্তি জানিতে হইবে॥

এই বিষয় উক্ত হইয়াছে যথা॥

যে হেতু স্বয়ং ঈশ্বর তত্তন্নিমিত্ত তত্তৎ সাধকত্ব রূপে দৃশ্যমান জীব সকলের বুদ্ধি প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব তত্তৎ সম্পাদনে যে শক্তি তাহার নিধান যোগ্যতাকে সেই জীব সকলে করিয়াছেন ইহাই লাভ হইল। তন্মধ্যে অর্থাৎ বুদ্ধ্যাদিতে ত্রিবর্গ সম্পাদিকা শক্তি সকল কল্পনাময়ী মায়াবৃত্তি অবিদ্যার অংশ স্বরূপা জানিতে হইবে, যে হেতু ঐ সকল

অপরা মোক্ষসম্পাদিকা শক্তিরকল্পনা রূপা চিচ্ছক্তেরে বাংশঃ অন্তর্মুখ জ্ঞান ভক্তি রূপত্বাৎ। স্বরূপান্যথাভাব সংসারিত্বচ্ছেদহেতুত্বাচ্চ ॥ ১৪৬ ॥

এবঞ্চ যাবজ্জীবানাং ভগবদ্বহির্মুখতা। তাবৎ কেবল কল্পনাত্মিকানামবিদ্যাশক্তীনাং প্রকাশাৎ তৎ প্রধানা বুদ্ধ্যাদয়ঃ সগুণা এবেতি নির্গুণং সাক্ষান্ন কুর্ব্বত ইত্যেবং সত্যমেব। যদাতু তদন্তর্মুখতা তদা তেষু চিচ্ছক্তেঃ প্রাদুর্ভাবাৎ তং সাক্ষাৎ কুর্ব্বত এবেতি স্থিতে বুদ্ধ্যাদি ময়ত্বা-

শক্তি বহির্ম্মুখ কর্ম্ম স্বরূপ ও স্বীয় রূপের অন্যথা হওয়া এবং সংসার বিশিষ্টত্বের কারণ হইয়াছে ॥

অপর মোক্ষ সম্পাদিকা যে শক্তি তাহা কল্পনা রহিত রূপ চিচ্ছক্তিরই অংশ হইয়াছে, যে হেতু উহা অন্তর্মুখ জ্ঞান ভক্তিরূপ ও স্বরূপের অন্যথা ভাব সংসারিত্ব ছেদের কারণ স্বরূপ হইয়াছে ॥ ১৪৬ ॥

এই প্রকার হওয়ায় যে পর্য্যন্ত জীব সলের ভগবদ্বহির্মুখতা সেই পর্য্যন্ত কেবল কল্পনাত্মিকা অবিদ্যা শক্তি সকলের প্রকাশ হেতু অবিদ্যা শক্তি প্রধান বুদ্ধ্যাদি গুণ সকলের সহিত বর্ত্তমান হইয়া থাকে, একারণ নির্গুণকে সাক্ষাৎ করিতে পারে না। ইহা এই প্রকার সত্যই বটে। পরন্তু যখন জীব সকল ভগবদন্তর্মুখ হয় তখন সেই বুদ্ধ্যাদিতে চিচ্ছক্তির প্রাদুর্ভাব প্রযুক্ত তাঁহাকে সাক্ষাৎ করে এই রূপ

ম্বচসোঽপি তথা ব্যবহারঃ সিদ্ধ্যতি । তদত্রৈবাভেদেন সিদ্ধান্তিতমন্তে ॥

তদেতদ্বর্ণিতং রাজন্ যোনঃ প্রশ্নঃ কৃতস্ত্বয়া ।

যথা ব্রহ্মণ্যনির্দ্দেশ্যে নির্গুণেঽপি মনশ্চরেদিত্যত্র মন ইতি তত্র বুদ্ধ্যাদৌ চিচ্ছক্তিস্তদীয়া প্রাকৃতপরমানন্দস্বরূপ তাদৃশ গুণাদি স্বয়ং প্রকাশময়ী বচসি চ তত্তন্নির্দ্দেশ ময়ী জ্ঞেয়া । অতঃ অপ্রাকৃত তাদৃশ স্বরূপাদ্যালম্বনেন শ্রুতয়শ্চরন্তীতি সিদ্ধান্তয়িষ্যতে ॥ ১৪৭ ॥

তদেবং পৌরুষেয়স্যাপি বচসো ভগবচ্চারিত্বং সিদ্ধং ।

হওয়াতে বুদ্ধ্যাদির স্বরূপ হেতুক বাক্য সকলেরও সগুণ নির্গুণ ব্যবহার সিদ্ধ হইয়া থাকে । অতএব এই প্রকরণের শেষে অভেদ রূপে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে ।

১০ স্কন্ধের ৮৭ অধ্যায়ে ৪১ শ্লোকে যথা ॥

হে রাজন্ ! আপনি যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন অনির্দ্দেশ্য নির্গুণ পরব্রহ্মতে মন কি রূপে বিচরণ করিবে তাহা এই বর্ণন করিলাম ॥

এ স্থলে "মনঃ" সেই বুদ্ধ্যাদিতে ভগবৎ সম্বন্ধীয়া চিচ্ছক্তি অপ্রাকৃত পরমানন্দ স্বরূপ তাদৃশ গুণাদির স্বয়ং প্রকাশ ময়ী হইয়া বাক্যেতেও তত্তন্নির্দ্দেশ ময়ী হইয়া থাকেন জানিতে হইবে । অতএব অপ্রাকৃত তাদৃশ স্বরূপাদির অবলম্বন দ্বারা শ্রুতি সকল তাঁহাকে বর্ণন করে ইহা সিদ্ধান্ত করিবেন ॥১৪৭

যথোক্তং। যস্মিন্‌ প্রতি শ্লোকমবদ্ধবত্যপীতি। তথাচ সতি তথাবিধ বচ আদীনামেকাশ্রয়স্য সাক্ষাদ্ভগবন্নি শ্বাসাবির্ভাবিনোঽপৌরুষেয়স্য তচ্চারিত্বং কিমুত। তস্মাৎ সাক্ষাচ্চরন্ত্যেব শ্রুতয়ঃ। বক্ষ্যতেচ।

অতএব এই প্রকার অপ্রাকৃত স্বরূপের আশ্রয় দ্বারা পুরুষ সম্বন্ধীয় বাক্যেরও ভগবচ্চারিত্ব অর্থাৎ ভগবানকে বর্ণন করে ইহা সিদ্ধ হইল॥

১ স্কন্ধের ৫ অধ্যায়ে ১১ শ্লোকে শ্রীনারদের বাক্য যথা॥

সেই বাগ্বিসর্গ অর্থাৎ বাক্য প্রয়োগ, জনসমূহের পাপ নাশক হয়, যাহাতে অপ শব্দ অর্থাৎ অসংস্কৃত পদ বিন্যাস থাকিলেও প্রতি শ্লোকে অনন্ত ভগবানের যশঃ প্রকাশক নাম সকল সাধুগণ শ্রবণ, কথন ও স্বয়ং কীর্ত্তন করিয়া থাকেন॥

যদি এই প্রকার হইল অর্থাৎ প্রাকৃত বাক্য সকলও যদি ভগবান্‌কে বর্ণন করিতে পারিল তবে ঐ প্রকার বাক্য আদির এক আশ্রয় সাক্ষাৎ ভগবানের নিশ্বাস হইতে আবির্ভূত অপৌরুষের শ্রুতি ভগবানে চরণ করিবেন তাহা আর কি বলিব? অতএব সেই শ্রুতি সকল ভগবানে সাক্ষাৎ চরণ করেন।

ইহা পরে বলিবেন ১০ স্কন্ধের ৮৭ অধ্যায়ে ১০ শ্লোকে যথা॥

ক্বচিদজয়াত্মনাচ চরতোনুচরেন্নিগম ইতি।

তথাচ প্রণবমুদ্দিশ্যোক্তং দ্বাদশে ॥

স্বধাম্নো ব্রহ্মণঃ সাক্ষাদ্বাচকঃ পরমাত্মনঃ।

স সর্ব্বমন্ত্রোপনিষদ্বেদবীজং সনাতনমিতি।

শ্রুতৌচ ॥

ওমিত্যেতদ্ব্রহ্মণো নেদিষ্ঠং নামেতি নেদিষ্ঠং লক্ষণাদি ব্যবধানং বিনেত্যর্থঃ। অতএব কেন প্রকারেণ সাক্ষাচ্চরন্তি স কথ্যতামিত্যেব রাজাভিপ্রায়ঃ। অত্র শব্দনির্দ্দে

সৃষ্টি সময়ে আপনি যখন অখণ্ডৈক রস হইয়াও মায়ার সহিত ক্রীড়া করেন, বেদসকল তখনি আপনাকে প্রতিপন্ন করিয়া থাকে ॥

তথাচ প্রণব অর্থাৎ ওঙ্কারকে উদ্দেশ করিয়া

১২ স্কন্ধে ৬ অধ্যায়ে ৩৬ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যথা ॥

ঐ প্রণব স্বপ্রকাশ পরমাত্মা ব্রহ্মের সাক্ষাৎ বাচক শব্দ এবং সমুদায় বৈদিক মন্ত্রোপনিষদের নিত্য বীজ স্বরূপ ॥

শ্রুতিতে যথা ॥

ওঁ এইটী ব্রহ্মের নেদিষ্ঠ অর্থাৎ নিকটবর্ত্তিত্ব নাম হইয়াছে। নেদিষ্ঠ এই শব্দে লক্ষণাদি ব্যবধান ব্যতিরেকে ওঁ এইটী ব্রহ্মের সাক্ষাৎ নাম হইয়াছে ॥

অতএব শ্রুতি সকল কি প্রকারে সাক্ষাৎ বর্ণন করেন, সেই প্রকার বলুন, রাজা পরীক্ষিতের এই অভিপ্রায়, এ

শ্যত্বে দোষস্ত্বগ্রে দ্যুপতয় ইত্যত্র পরিহার্য্যঃ ॥ ১৪৮ ॥

অথ শ্রুতিষ্বপি যাঃ কাশ্চিৎ ত্রিবর্গ পরত্বেন বহির্মুখাঃ প্রতীয়ন্তে তাসামপ্যন্তর্মুখতায়ামেব পর্য্যবসানং।

তথাহি ॥

পরমেশ্বরস্য সতত পরমার্থ বহির্মুখতা পরাহত জীব নিকায় বিষয়কৃপা বিলাসময় নিশ্বাসরূপাঃ শ্রুতয়ঃ প্রথমতঃ স্ববিষয়কং বিশ্বাসং জনয়িতুমদৃষ্ট বস্ত্বনভিজ্ঞানং সততং দৃষ্টমৈহিকমেবার্থমীহমানাংস্তান্ প্রতি তৎ সম্পাদকং পুত্রেষ্ট্যাদিকং বিদধাতি।

স্থলে শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশ্যত্বে যে দোষ তাহা অগ্রে অর্থাৎ এই অধ্যায়ের "দ্যুপতয়" এই ৩৭ শ্লোকে পরিত্যক্ত হইয়াছে ॥ ১৪৮ ॥

অনন্তর শ্রুতি সকলেও যে কিছু ত্রিবর্গপরত্ব দ্বারা বহির্মুখতা প্রতীত হইতেছে তাঁহাদেরও অন্তর্মুখতাতেই পর্য্যবসান হইয়াছে ॥

উক্তার্থকে দৃঢ় করিতেছেন যথা ॥

পরমেশ্বরের সতত পরমার্থ বিষয়ে বহির্মুখতা দ্বারা পরাহত জীব সমূহের বিষয়ে কৃপা বিলাস ময় নিশ্বাস স্বরূপা শ্রুতি সকল প্রথমতঃ নিজ বিষয়ক বিশ্বাসকে জন্মাইবার নিমিত্ত অদৃষ্ট বস্তুর অনভিজ্ঞ নিরন্তর দৃষ্ট ইহলোক জাত অর্থেতেই চেষ্টমান ঐ সকল জীবের প্রতিই ঐহিক সম্পা-

ততশ্চ তেন জাত বিশ্বাসেনৈহিকস্যাত্যন্তমস্থিরত্বং প্রদর্শ্য দিব্যানন্দ চমৎকার বিচিত্রস্য পারলৌকিক স্বর্গাদিলক্ষণ লক্ষণ তত্তৎ কামস্য জনকেহগ্নিষ্টোমাদৌ প্রবর্ত্তয়ন্তি। ততো নিরন্তর তদভ্যাসাদ্ধর্ম্ম এব রুচিং জনয়ন্তি। অথ লব্ধধর্ম্মরুচীনাং শুদ্ধান্তঃকরণানাং তদর্থ বিচার পরাণাং জগদপ্যনিত্যমিতি জ্ঞাতবতাং সংসারভয়দীনানাং নির্ব্বাণা-নন্দাভিলাষং সম্পাদয়ন্তি। নির্ব্বাণানন্দশ্চ পরতত্ত্বাবির্ভাব রূপ এবেতি ॥ ১৪৯ ॥

তদুক্তং শ্রীসূতেন ॥

দক পুত্রেষ্ট্যাদি যাগ সকলকে বিধান করিতেছেন। তদনন্তর তদ্দ্বারা যাহাদের বিশ্বাস জন্মিয়াছে সেই জীবসকলকে অতি-শয় অস্থিরত্ব দেখাইয়া অলৌকিক আনন্দরূপ চমৎকার আশ্চর্য্যের পরলোক জাত স্বর্গাদি স্বরূপ তত্তৎ বাসনা জনক অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞে প্রবর্ত্ত করাইয়াছেন। তদনন্তর সেই জীব সকলের নিরন্তর সেই অগ্নিষ্টোমাদির অভ্যাস প্রযুক্ত ধর্ম্ম বিষয়েই রুচি জন্মাইয়া দেন। অনন্তর ধর্ম্মে লব্ধ রুচি শুদ্ধান্তঃ করণ বেদার্থ বিচার পর, জগৎ নিত্য এই জ্ঞান বিশিষ্ট ও সংসার ভয়ে কাতর জীব সকলের নির্ব্বাণ অর্থাৎ মোক্ষানন্দে অভিলাষ সম্পাদন করিতেছেন। মোক্ষানন্দই পরতত্ত্বের আবির্ভাব স্বরূপ হইয়াছে ॥ ১৪৯ ॥

এই বিষয় ১ স্কন্ধে ২ অধ্যায়ে ৯। ১০ শ্লোকে

ধর্ম্মস্য হ্যাপবর্গস্য নার্থোর্থায়োপকল্পতে।
নার্থস্য ধর্ম্মৈকান্তস্য কামোলাভায় হি স্মৃতঃ।
কামস্য নেন্দ্রিয়প্রীতির্লাভো জীবেত যাবতা।
জীবস্য তত্ত্বজিজ্ঞাসা নার্থো যশ্চেহ কর্ম্মভিরিতি ॥

ততশ্চ যথা বুদ্ধ্যাদয়োঽন্তর্মুখতা তারতম্যেন চিচ্ছক্ত্যা বির্ভাবাৎ। পরে তত্ত্বে তারতম্যেন চরন্তি তথা শ্রুতি লক্ষণং বচনমপি চিচ্ছক্তি প্রকাশানুক্রমেণ ত্রৈগুণ্য বিষয়ত্বমতিক্রম্য কেবল নৈগুর্ণ্য বিষয়মেব সৎ তস্মিন্নির্গুণে

শ্রীসূতগোস্বামী কহিয়াছেন ॥

সূত শৌনকাদিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে ঋষি-গণ! অপবর্গ পর্য্যন্ত যে ধর্ম্ম তাহার ফল অর্থ হইতে পারে না এবং ধর্ম্মের অবিরোধি যে অর্থ তাহার ফল কাম হইতে পারে না ॥

তদ্রূপ কামেরও ফল ইন্দ্রিয় তৃপ্তি মাত্র নয় কিন্তু যে পরিমাণে জীবন ধারণ হইতে পারে তাবন্মাত্রই কামের ফল এইরূপে জীবেও ইহলোক সম্বন্ধীয় ধর্ম্ম কর্ম্ম দ্বারা যে স্বর্গাদি প্রসিদ্ধ আছে, তাবন্মাত্রই তাহার ফল নহে কিন্তু তত্ত্ব জিজ্ঞা-সাই তাহার ফল ॥

অতএব যেমন বুদ্ধ্যাদি অন্তর্মুখের তারতম্য দ্বারা চিচ্ছ-ক্তির আবির্ভার প্রযুক্ত পরতত্ত্বে তারতম্য রূপে চরণ করে সেই রূতি শ্রুতি লক্ষণ বচনও চিচ্ছক্তি প্রকাশের ক্রমান্বয় দ্বারা ত্রৈগুণ্য বিষয়কে অতিক্রমণ করিয়া কেবল নৈগুর্ণ্য

তত্ত্বে সম্যগেব চরিতুং শক্নোতি। অগুণ বৃত্তিত্বেন যোগ্য-ত্বাৎ॥ ১৫০॥

তদুক্তং দ্বাদশে প্রণবমুপলক্ষ্য॥

ততোহভূত্ত্রিবৃদোঙ্কারো যোহব্যক্ত প্রভবঃ স্বরাট্।

তল্লিঙ্গং ভগবতো ব্রহ্মণঃ পরমাত্মন ইতি।

অত্র তত্ত্বং দ্বিধা স্ফুরতি ভগবদ্রূপেণ ব্রহ্ম রূপেণচ। চিচ্ছক্তিরপি দ্বিধা তদীয় স্বয়ং প্রকাশাদিময় ভক্তিরূপেণ তন্ময় জ্ঞানরূপেণ চ।

ততো ভক্তিময় শ্রুতয়ো ভগবতি চরন্তি জ্ঞানময় শ্রুতয়ো ব্রহ্মণীতি সামান্যতঃ সিদ্ধান্তিতং॥ ১৫১॥

বিষয় হইয়া সেই নির্গুণ তত্ত্বে চরণ করিবার নিমিত্ত শক্ত হয়েন। যে হেতু অগুণ বৃত্তি দ্বারা যোগ্য হইয়াছে॥ ১৫০॥

প্রণব উদ্দেশ করিয়া ১২ স্কন্ধে ৬ অধ্যায়ে
৩৪ শ্লোকে যথা॥

অনন্তর সেই নাদ হইতে অব্যক্ত প্রভব স্বয়ং হৃদয়ে বিরাজ-মান ত্রিমাত্র ওঙ্কার উৎপন্ন হইল, যাহা পরমাত্মা ভগবান্ পরব্রহ্মের বোধের দ্বার স্বরূপ॥

এ স্থলে ঐ তত্ত্ব ভগদ্রূপ ও ব্রহ্মরূপ দ্বারা দুই প্রকারে প্রকাশ পায়েন। চিচ্ছক্তিও ভগবৎ সম্বন্ধীয় স্বয়ং প্রকাশাদি-ময় ভক্তিরূপ ও চিন্ময় ব্রহ্ম জ্ঞানাদি রূপ দ্বারা দুই প্রকারে প্রকাশ পান। অতএব ভক্তিময় শ্রুতি সকল ভগবানে ও

অথ তত্র বিশেষং বক্তুং তদীয় এবেতিহাস উপক্ষিপ্যতে ॥

শ্রীসনন্দন উবাচ ॥

স্বসৃষ্টমিদমাপীয় শয়ানং সহ শক্তিভিঃ।
তদন্তে বোধয়াঞ্চক্রু স্তল্লিঙ্গৈঃ শ্রুতয়ঃ পরং ॥ ১১১ ॥

স্বয়ং নির্ম্মিতমিদং বিশ্বং প্রলয় সময়ে আপীয় সংহৃত্য শক্তিভিঃ সহ শয়ানং প্রকৃতিং পুরুষং তদংশাংশ্চাত্মসাৎ কৃত্য তৎ কার্য্যং প্রতি নিমীলিতাক্ষং পরং ভগবন্তং তদন্তে প্রলয় কালাবসান প্রায়ে তল্লিঙ্গৈঃ তৎ প্রতি

জ্ঞানময় শ্রুতি সকল ব্রহ্মে চরণ করেন, এই সামান্য রূপে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ॥ ১৫১ ॥

অনন্তর সেই বিষয়ে বিশেষ বলিবার নিমিত্ত তৎ সম্বন্ধীয় ইতিহাস বলিতে আরম্ভ করিতেছেন ॥

১০ স্কন্ধে ৮৭ অধ্যায়ে ৮ শ্লোকে শ্রীসনন্দন বাক্য যথা ॥

আপনা কর্ত্তৃক সৃষ্ট এই বিশ্বকে প্রলয় কালে আপনাতে উপসংহার করিয়া স্বীয় শক্তি যোগনিদ্রার সহিত শয়ান পরমেশ্বরকে প্রলয়াবসানে সৃষ্টি সময়ে প্রথম নিশ্বাসোৎপন্ন শ্রুতিগণ প্রলয়ান্ত প্রতিপাদক বাক্য দ্বারা জাগরিত করিতে লাগিলেন ॥ ১১১ ॥

স্বয়ং নির্ম্মিত এই বিশ্বকে প্রলয় সময়ে আপীয় অর্থাৎ সংহার করিয়া শক্তি সকলের সহিত শয়ান প্রকৃতি পুরুষ এবং তদংশ সকলকে আত্মসাৎ করিয়া সৃষ্টি কার্য্যের প্রতি

পাদকৈর্ব্বাক্যৈঃ শ্রুতয়ঃ প্রবোধয়াঞ্চক্রুঃ প্রাতঃ প্রবোধনস্তুতিভঙ্গ্যা তুষ্টুবুরিত্যর্থঃ ।

অস্য ভগবত্ত্বমেব গম্যতে নতু পুরুষত্বং ভগবানেক আসেদমগ্র আত্মাত্মনাং বিভুঃ । আত্মেচ্ছানুগতাবাত্মা নানামত্যুপলক্ষণ ইত্যাদি তৃতীয় স্কন্ধ প্রকরণে তদানীং পুরুষস্যাপি তদন্তর্ভাব শ্রবণাৎ । পূর্ব্ব পদ্যার্থে দৃষ্টান্তঃ ॥১৫২

মুদ্রিত নেত্র পরম পুরুষ ভগবান্‌কে তদন্তে অর্থাৎ প্রলয় কালের অবসান প্রায় সময়ে ভগবৎ প্রতিপাদক বাক্য দ্বারা শ্রুতি সকল প্রবোধিত করিয়া থাকেন অর্থাৎ প্রাতঃ প্রবোধন স্তুতি ভঙ্গি দ্বারা স্তব করেন । ইহাঁরই ভগবত্ত্বই বোধ হইতেছে, পুরুষত্ব বোধ হয় না ॥

৩ স্কন্ধে ৫ অধ্যায়ে ২৩ শ্লোকে

জীবগণের আত্মা স্বরূপ এবং সকলের স্বামী সেই পরমাত্মা যিনি সৃষ্টিকালে নানা বুদ্ধিতে লক্ষিত হয়েন, তাঁহার আত্মমায়া লীনা হইলে, সৃষ্টির পূর্ব্বে এই বিশ্ব এক মাত্র ভগবৎ স্বরূপ হইয়াছিল অর্থাৎ তৎকালে দ্রষ্টা বা দৃশ্য কিছুই ছিল না ॥

এই তৃতীয়স্কন্ধ প্রকরণে তৎকালীন পুরুষেরও তদন্তর্ভাব শ্রবণ হইতেছে ।

"স্ব সৃষ্টমিদমাপীয়" এই পূর্ব্ব শ্লোকের অর্থে দৃষ্টান্ত কহিতেছেন ॥ ১৫২ ॥

যথা শয়ানং সম্রাজং বন্দিনস্তৎ পরাক্রমৈঃ।
প্রত্যূষেহভেত্য সুশ্লোকৈর্বোধয়ন্ত্যনুজীবিনঃ॥ ১১২॥
তস্য সম্রাজঃ পরাক্রমো যত্র তৈঃ নতু বিশেষত্ব ব্যঞ্জকৈঃ শোভনৈঃ শ্লোকৈঃ যথা শয়ানং সম্রাজ মিত্যস্যায়মভিপ্রায়ঃ। যথা রাত্রৌ সম্রাট্ মহিষীভিঃ ক্রীড়ন্নপি বহিঃ কার্য্যং পরিত্যজ্য অন্তর্গৃহাদৌ স্থিতত্বাত্তজ্জনৈঃ শয়ান এবোচ্যতে বন্দিভিশ্চ তৎ প্রভাবময় শ্লোক কৃত প্রবোধন ভঙ্গ্যা স্তূয়তে তথাহয়ং ভগবান্। তদানীং

---

১০ স্কন্ধের ৮৭ অধ্যায়ে ৯ শ্লোকে যথা॥

যেমন অনুজীবী বন্দিগণ প্রত্যূষে আগমন পূর্ব্বক শোভন কীর্ত্তি ও পরাক্রম সূচক বাক্য দ্বারা শয়ান সম্রাট্কে জাগ্রত করে, তাহার ন্যায়॥ ১১২॥

সেই সম্রাটের যাহাতে পরাক্রম হইয়াছে তাহার দ্বারা পরন্তু নির্ব্বিশেষ প্রকাশ দ্বারা নহে, শোভন যশঃ দ্বারা যেমন শয়ান সম্রাটকে, ইহার অভিপ্রায় এই যে যেমন রাত্রিকালে সম্রাট্ অর্থাৎ চক্রবর্ত্তী রাজা মহিষী সকলের সহিত ক্রীড়া করিবার নিমিত্ত বহিঃকার্য্য অর্থাৎ রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া গৃহমধ্যে স্থিত হইলে রাজকীয় জন সকল তাঁহাকে শয়ান বলিয়া থাকেন, বন্দী অর্থাৎ স্তুতি পাঠকগণ প্রত্যূষ কালে তৎ প্রভাবময় শ্লোককৃত প্রবোধন ভঙ্গী দ্বারা স্তব করেন। সেই রূপ এই ভগবান্ প্রলয় কালে জগৎ কার্য্যে

জগৎ কার্য্যাকৃত দৃষ্টিনির্গূঢ়ং নিজধাম্নি নিজপরিকরৈঃ ক্রীড়ন্নপীতি। অনুজীবিন ইত্যনেন তে যথা তন্মর্ম্মজ্ঞাস্তথা তা অপীতি সূচিতং॥ ১৫৩॥

তত্র প্রথমতো জ্ঞানাদি গুণগণ সেবিতেন সম্যগ্দর্শনকারকেণ ভক্তিযোগেনানুভূয়মানং ভগবদাকারমখণ্ডমেব তত্ত্বং স্ব প্রতিপাদ্যত্বেন দর্শয়ন্ত্যো ব্রহ্মস্বরূপমপি তথাত্বেন ক্রোড়ী কুর্ব্বত্যঃ শ্রুতয় ঊচুঃ॥

জয় জয় জহ্যজামজিত দোষগৃভীতগুণাং
ত্বমসি যদাত্মনা সমবরুদ্ধ সমস্তভগঃ।

দৃষ্টিপাত না করিয়া নিগূঢ় ভাবে নিজধামে নিজ পরিকর সকলের সহিত ক্রীড়া করেন।

অনুজীবী এই শব্দ প্রয়োগ দ্বারা তাহারা যেমন রাজার মর্ম্মজ্ঞ, সেই রূপ শ্রুতি সকল ইহা সূচিত হইল॥ ১৫৩॥

তন্মধ্যে প্রথমেতে জ্ঞানাদি গুণগণ সেবিত দ্বারা সম্যক্ দর্শন কারক ভক্তিযোগে অনুভবনীয় ভগবদাকার অখণ্ড তত্ত্বকেই স্বপ্রতিপাদ্যত্ব রূপে দর্শন করাইয়া ব্রহ্ম স্বরূপকেও ভগবদ্রূপে ক্রোড়ী করত শ্রুতি সকল কহিতেছেন॥

১০ স্কন্ধের ৮৭ অধ্যায়ে ১০ শ্লোকে যথা॥

শ্রুতিগণ কহিলেন, হে অজিত! আপনার জয় হউক জয় হউক, হে অখিল শক্ত্যববোধক! অর্থাৎ আপনি সকল শক্তির অন্তর্যামী, অতএব স্থাবর জঙ্গম শরীর ধারী জীবদিগের

অগজগদোকসামখিল শক্ত্যববোধক তে
ক্বচিদজয়াত্মনাচ চরতোহনুচরেন্নিগমঃ ॥ ১১৩ ॥

ভো অজিত জয় নিজোৎকর্ষমাবিষ্কুরু। আদরে বীপ্সা। অত্রাজিতেতি সম্বোধনেনেদং লভ্যতে। যতস্তদ্বিষয়া মতিরিতি ন্যায়েন নাম্না ভগবানসৌ সাক্ষাদভিমুখী ক্রিয়ত ইতি। লিঙ্গাদেব তচ্ছ্রীবিগ্রহ ইব তদপি তৎস্বরূপ ভূত-

সম্বন্ধে আপনি স্বীয় স্বরূপ আবরণার্থ গৃহীত সত্বাদি গুণবিশিষ্ট অবিদ্যাকে নষ্ট করুন, যেহেতু আপনি স্বরূপতঃ সমস্ত ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। সৃষ্টি সময়ে আপনি যখন অখণ্ডৈক রস হইয়াও মায়ার সহিত ক্রীড়া করেন, বেদ সকল তখনি আপনাকে প্রতিপন্ন করিয়া থাকে ॥ ১১৩ ॥

তাৎপর্য্য। ভো অজিত! আপনার জয় হউক অর্থাৎ নিজের উৎকর্ষকে প্রকাশ করুন। এ স্থলে আদরে বীপ্সা অর্থাৎ ক্রিয়ার পৌনরুক্তি হইয়াছে। উল্লিখিত পদ্যে "অজিত" এই সম্বোধন দ্বারা ইহাই লব্ধ হইল।

৬ স্কন্ধের ২ অধ্যায়ে ১০ শ্লোকে।

নারায়ণ নাম উচ্চারণ করিবা মাত্র তাহাদের বিষয়ে ভগবানের মতি হয় অর্থাৎ তিনি মনে করেন এই নামোচ্চারক ব্যক্তি আমার পুরুষ, ইহাকে সর্ব্বতো ভাবে রক্ষা করা আমার কর্ত্তব্য ॥

এই ন্যায় হেতু নাম দ্বারা শ্রুতি সকল ভগবান্‌কে অভি-

মেব ভবতি। তদ্বিজাতীয়েন তদভিমুখী করণানর্হাৎ। অতএব ভয়দ্বেষাদৌ শ্রীমূর্ত্তেঃ স্ফূর্ত্তেরিব সাঙ্কেত্যাদাবপ্যস্য প্রভাবঃ শ্রূয়তে॥ ১৫৪॥

বিশেষতশ্চাত্র শ্রুতিবিদ্বদনুভবাবপি পূর্ব্বমেব প্রমাণী কৃতৌ। তস্মাৎ যত্তত্ত্বং শ্রীবিগ্রহরূপেণ চক্ষুরাদাবুদয়তে তদেব নাম রূপেণ বাগাদাবিতি স্থিতং। তস্মান্নাম নামিনোঃ স্বরূপাভেদেন নৎ সাক্ষাৎকার তৎসাক্ষাৎ

মুখ করিতেছেন। এই নিদর্শন হেতু শ্রীবিগ্রহের ন্যায় সেই নামও তৎস্বরূপভূত হইয়াছেন, যেহেতু ভগবদ্বিজাতীয় দ্বারা ভগবানের অভিমুখী করণের অযোগ্যত্ব আছে। অতএব ভয় দ্বেষাদিতে শ্রীমূর্ত্তির স্ফূর্ত্তির ন্যায় সাঙ্কেত্যাদিতেও নামের প্রভাব শ্রুত হইতেছে॥ ১৫৪॥

বিশেষতঃ এ স্থলে শ্রুতি ও বিদ্বানের অনুভব এই দুইকে পূর্ব্বেই প্রমাণীকৃত করা হইয়াছে। কারণ যে তত্ত্ব শ্রীবিগ্রহ রূপে চক্ষুরাদিতে উদিত হয়েন সেই তত্ত্বই নাম রূপে বাক্যাদিতে উদয় করেন ইহা স্থির হইল। অতএব নাম ও নামির স্বরূপের অভেদ দ্বারা নামের সাক্ষাৎকারে শ্রীবিগ্রহের যে সাক্ষাৎকার হইবে না ইহা আর বক্তব্য কি? অর্থাৎ নামের সাক্ষাৎকার হইলে শ্রীবিগ্রহেরও সাক্ষাৎকার হইবে। অন্যত্র অন্যের ন্যায় ভগবানে শ্রুতি সকলও জাতি প্রভৃতি দ্বারা কৃত সংজ্ঞা সংজ্ঞা, সঙ্কেতাদি রীতি এবং রূঢ্যাদি বৃত্তি দ্বারা চরণ করেন। যে সকল শ্রুতি নাম্না দাতার সাক্ষাৎ ভগবৎ স্বরূপ

কার এবেত্যতঃ কিং বক্তব্যমন্যত্রান্যবৎ ভগবতি শ্রুত-
য়োঽপি জাত্যাদিকৃত সংজ্ঞাসংজ্ঞি সঙ্কেতাদি রীত্যা
রূঢ্যাদি বৃত্তিভিশ্চরন্তীতি।

যাসাং শ্রুত্যভিধানবল্লীনাং সাক্ষাত্তথা ভূতানি নামান্যেব
ফলানীতি। উৎকর্ষমাবিষ্কুর্বিত্যনেনেত্থং সর্ব্বোৎকৃষ্টতা
গুণযোগেন মুখ্যয়ৈব বৃত্ত্যা শ্রুতয়স্তস্মিংশ্চরন্তীতি
দর্শিতং ॥

শ্রুতয়শ্চ ॥

নতে মহি ত্বামন্বশ্নুবন্তি ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যত
ইত্যাদ্যাঃ অত্র শ্রুতয়ো জয় জয়েতি স্বভক্ত্যাবিষ্কারাং

নাম সকলই ফল হইয়াছেন। জয় জয়, এই ক্রিয়ায় শ্রীধর-
স্বামী উৎকর্ষ আবিষ্কার করুন এই ব্যাখ্যায় এই প্রকার
সর্ব্বোৎকৃষ্ট গুণ যোগ প্রযুক্ত মুখ্য বৃত্তি দ্বারাই শ্রুতি সকল
ভগবানে চরণ করেন তাহা দর্শিত হইল ॥

শ্রুতি সকল যথা ॥

হে ভগবন্! আপনার মহিমা এবং আপনাকে কেহ
জানিতে পারে না, তথা আপনার সমান অথবা আপনা
অপেক্ষা অধিকও কাহাকে দেখা যায় না ইত্যাদি।

এস্থলে শ্রুতি সকল "জয় জয়" এই ক্রিয়া পদে স্বীয়
ভক্তির আবিষ্কার প্রযুক্ত ভগবৎ প্রকাশে ভক্তিতেই হেতু

ভক্তিমেব তৎ প্রকাশে হেতুং গময়ন্তি কেন ব্যাপারেণ উৎকর্ষমাবিষ্করোমীত্যাশঙ্ক্য মায়া নিরসন দ্বারা স্বভক্তি দানেনৈবেত্যাহুঃ। অজাং মায়াং জহি। ননু মায়া নাম বিদ্যাবিদ্যা বৃত্তিকা শক্তিঃ। তর্হি তদ্ধননে বিদ্যায়া অপি হতিঃ স্যাদত্যত্রাহ দোষগৃভীতগুণাং জীবানামাত্ম বিস্মৃতি হেতাবাবিদ্যা লক্ষণে দোষে এব গৃভীতো গৃহীত স্তৎ স্মৃতি হেতু বিদ্যা লক্ষণো গুণো যয়া তাং স্বয়মেব স্বাবেশেনাবিদ্যা লক্ষণং দোষমুৎপাদ্য ক্বচিদেব কদাচি

জানাইতেছে অর্থাৎ ভক্তি দ্বারাই ভগবান্ প্রকাশিত হয়েন। ভগবান্ যদি এ রূপ বলেন আমি কি ব্যাপার দ্বারা উৎকর্ষকে আবিষ্কার করিব এই আশঙ্কায় শ্রুতিসকল কহিতেছেন, আপনি মায়াকে বিনাশ করিয়া নিজ ভক্তি দান দ্বারা স্বীয় উৎকর্ষ আবিষ্কার করুন এবং অজা অর্থাৎ মায়াকে নাশ করুন। এ স্থলে ভগবান্ যদি এ রূপ বলেন, অহে শ্রুতি সকল! যদি মায়া নাম্নী বিদ্যা ও অবিদ্যা বৃত্তিকা শক্তি হইল, তবে মায়ার হননে বিদ্যারও হনন সম্ভব হইল, এই আশঙ্কায় শ্রুতি সকল কহিলেন "দোষ গৃভীত গুণাং" এই বিশেষণে মায়া দোষের নিমিত্ত গুণ সকলকে গ্রহণ করিয়াছে অর্থাৎ জীব সকলের আত্ম বিস্মৃতির নিমিত্ত অবিদ্যা রূপ দোষেই অবিদ্যার স্মৃতি হেতু বিদ্যা রূপ গুণকে গ্রহণ করিয়াছে, স্বয়ং স্বীয় নিজাবেশ দ্বারা অবিদ্যা রূপ দোষকে উৎপাদন করিয়া

দেব কথঞ্চিদেব কঞ্চিদেব জীবং ত্যজতীতি তস্যা স্ত্যাগা-ত্মক বিদ্যাখ্য গুণোঽপি দোষ এব। তস্মাত্তাং নির্ম্মূলাং বিধায় জীবেভ্যো নিজচরণারবিন্দ বিষয়াং ভক্তিমেব দিশেতি তাৎপর্য্যং ॥ ১৫৫ ॥

অতো মায়াঘাতকত্বেন তদতীতত্বং ব্যপদিশ্য সচ্চিদানন্দ ঘনত্বং ভগবতো ব্যঞ্জয়ন্ত্যো হৃতস্মরসনমুখেন তাৎপর্য্য বৃত্ত্যা শ্রুতয়শ্চরন্তীতি ব্যঞ্জিতং ॥

শ্রুতয়শ্চ ॥

সর্ব্বস্যাধিপতিঃ সর্ব্বস্যেশানঃ স বা এষ নেতি নেতী-ত্যাদ্যাঃ ॥

কোথাও, কখন, কোন প্রকারে, কোন জীবকে ত্যাগ করে, অতএব সেই মায়ার ত্যাগ স্বরূপ বিদ্যা নামক গুণও দোষ হইয়াছে, এ নিমিত্ত ঐ মায়াকে নির্ম্মূলা করিয়া জীব সকলের প্রতি আপনার চরণারবিন্দ বিষয়া ভক্তিকেই প্রধান করুন, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ ॥ ১৫৫ ॥

অতএব মায়া নাশন যোগ্য শক্তি দ্বারা মায়াতীতত্ব ব্যপদেশ করিয়া ভগবানের সচ্চিদানন্দ ঘনত্বকে প্রকাশ করত তৎপদের নিরসনাদি দ্বারা ও তাৎপর্য্য বৃত্তি দ্বারা শ্রুতি সকল তাহাতে চরণ করেন ইহা প্রকাশিত হইল ॥

শ্রুতি সকল যথা ॥

সেই ভগবান্ সকলের অধিপতি ও সকলের ঈশ্বর, তিনি

ননু মায়ানাশং সংপ্রার্থ্য মম তদুপাধিকমৈশ্বর্য্যাদিকমপি নাশয়িতুমিচ্ছথেত্যত্র সমাদধতে ত্বমিতি। যৎ যস্মাৎ ত্বং আত্মনা স্বরূপেণৈব সমবরুদ্ধ সমস্তভগঃ প্রাপ্ত ত্রিপাদ্বিভূত্যাখ্যৈশ্বর্য্যাদিরসি। তস্মাত্তব তয়া তুচ্ছয়া তদুপাধিকৈরৈশ্বর্য্যাদিভির্বা কিমিত্যর্থঃ। তথাচ স যদ জয়া ত্বজামিত্যত্র পদ্যে টীকা॥

নহি নিরন্তরাহ্লাদ সংবিৎ কামধেনুবৃন্দপতে রজয়া কৃত্যমিতি। নহ্যন্যেষামিব দেশ কালাদিচ্ছিন্নং তবাষ্ট গুণিতমৈশ্বর্য্যমপিতু পরিপূর্ণ স্বরূপানুবন্ধিত্বাদপরিমিত

এই বটেন কি না, ইত্যাদি।

অহে মায়া নাশকে প্রার্থনা করিয়া আমার মায়োপাধিক ঐশ্বর্য্যাদিকেও যে নাশ করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা করিতেছ, এই প্রশ্নের সমাধান করিতেছেন "ত্বমিতি" যে হেতু আপনি আত্ম স্বরূপ দ্বারা সমস্ত ঐশ্বর্য্য অবরোধ করিয়াছেন, অর্থাৎ পরম ত্রিপাদ নামক সর্বৈশ্বর্য্যদিগকে প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই তুচ্ছা মায়া ও মায়োপাধিক ঐশ্বর্য্যাদি দ্বারা কি প্রয়োজন আছে তথাচ। ঐ অধ্যায়ের "স যদজয়াত্বজা" এই ৩৪ শ্লোকের টীকা এই যে নিরন্তর আহ্লাদ বিশিষ্ট জ্ঞান রূপ কামধেনু সমূহের পতি যে, আপনি আপনার মায়া নাম্নী ছাগীতে প্রয়োজন কি ? অর্থাৎ তাহাতে কোন প্রয়োজন নাই। তথা অন্যের ন্যায় দেশ কালাদির পরিচ্ছিন্ন আপনার অষ্ট গুণিত ঐশ্বর্য্য

সিদ্ধার্থঃ। ইত্যেষা ॥

অত্রাত্ম শব্দেন স্বরূপমাত্র বাচকেন তথা ভগ শব্দেন স্বরূপ ভূত গুণবাচকেনেদং ধ্বন্যতে। স্বরূপাদি শব্দা ঈশ্বরাদি শব্দাশ্চ স্বরূপমাত্রাবলম্বন তয়া হ্যপি রূঢ্যা নির্দ্দেষ্টুং শক্নুবন্তীতি ॥ ১০৬ ॥

শ্রুতয়শ্চ ॥

যদাত্মকো ভগবাং স্তদাত্মিকেত্যাদ্যাঃ পরাস্য শক্তি র্বিবিধৈব শ্রূয়ত ইত্যাদিকাশ্চ। স চ স্বরূপ শক্তিঃ সর্ব্বৈরেব গম্যত ইত্যাহুঃ। অগানি স্থাবরাণি জগন্তি

নহে, পরন্তু পরিপূর্ণ স্বরূপানুবন্ধ প্রযুক্তে অপরিমিত হইয়াছে। এ স্থলে আত্ম অর্থাৎ স্বরূপমাত্র শব্দবাচক দ্বারা তথা ভগ-শব্দ অর্থাৎ স্বরূপ ভূত গুণবাচক দ্বারা ইহাই প্রকাশ হই-তেছে। স্বরূপাদি শব্দ সকল ও ঈশ্বরাদি শব্দ সকল স্বরূপ-মাত্র অবলম্বন রূপেও রূঢ়িদ্বারা নির্দ্দেশ করিবার নিমিত্ত শক্ত হয়েন ॥ ১০৬ ॥

শ্রুতি সকল যথা ॥

ভগবান্‌ যৎ স্বরূপ তাঁহার শক্তিও তৎ স্বরূপা ইত্যাদি। ভগবানের বিবিধ প্রকার পরা শক্তি শ্রুত হওয়া যায়। ভগ-বানের সেই স্বরূপ শক্তিকে সকলেই জানিতে পারেন, এই বিষয়ে শ্রুতি সকল কহিতেছেন।

অগ শব্দের অর্থ স্থাবর, জগৎ শব্দের অর্থ জঙ্গম, এই

জঙ্গমানি ওকাংসি শরীরাণি যেষাং তেষাং সর্ব্বেষামেব জীবানাং যা অখিলাঃ শক্তয়স্তাসামুদ্বোধকে সতি সম্বোধনং। তেষু বিচিত্র শক্তি ব্যঞ্জকতা দর্শনাৎ। মায়ায়া অপি ত্বদীক্ষণেনৈব ক্ষমত্বাং ত্বং স্বরূপ ভূতাশেষ শক্তি লহরীরত্নাকর ইত্যনুমীয়ত ইত্যর্থঃ! যদ্বা। ননু মায়া হননে তদুপাধেজীবস্য তু শক্তিহানিঃ স্যাৎ। তত্রাহুঃ। অগেতি। অর্থঃ পূর্ব্ববদেব। ততঃ স্বরূপ শক্ত্যৈব প্রত্যুত তেষাং সুখৈকপ্রদা পূর্ণা শক্তির্ভবিষ্যতীতি ভাবঃ। অত্রেত্থং তটস্থ লক্ষণেন শ্রুতয়শ্চরন্তীত্যুক্তং ॥ ১৫৭ ॥

সকল যাহাদের ওকঃ অর্থাৎ শরীর হইয়াছে, সেই সকলজীবের যে সমস্ত শক্তি, হে ভগবন্! আপনি তাহাদের উদ্বোধক, ইহা সম্বোধন পদ। যেহেতু সেই সকল শক্তিতে বিচিত্র শক্তি প্রকাশ দেখা গিয়াছে। মায়ারও আপনার ঈক্ষণদ্বারাই ক্ষমতা হইয়াছে। আপনি অশেষ শক্তি তরঙ্গের সমুদ্র স্বরূপ হইয়াছেন ইহা অনুমান হইতেছে। অথবা অহে! মায়া বিনাশে মায়োপাধি জীবেরও শক্তি হানি হইবে এই প্রশ্নে কহিতেছেন। "অগেতি" ইহার অর্থ পূর্ব্বের ন্যায়। তদনন্তর স্বরূপ শক্তি দ্বারাই। প্রত্যুত সেই সকল শক্তির এক সুখ প্রদা পূর্ণা শক্তি হইবে ইহাই ভাবার্থ। এ স্থলে এই প্রকারে তটস্থ লক্ষণদ্বারা শ্রুতি সকল স্তব করেন ইহা উক্ত হইল ॥ ১৫৭ ॥

শ্রুতয়শ্চ ॥

কোহ্যেবান্যাদিত্যাদিকাঃ প্রাণস্য প্রাণমিত্যাদিকাঃ। তমেব ভান্তমিত্যাদিকাঃ। দেহান্তে দেবস্তারকং ব্রহ্ম ব্যাচষ্টে। যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতাহ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মন ইত্যাদ্যাশ্চ। ননু বিশেষতো ভবত্যঃ কথং জানন্তি যদস্যায়াং মম কৃত্যং নাস্তি তথা সচ্চিদানন্দঘন এব স্বরূপ শক্ত্যা সমবরুদ্ধ সমস্ত ভগ ইতি। তত্রাহুঃ কচিদিতি কচিৎ কদাচিৎ

শ্রুতি সকল যথা ॥

তাঁহা হইতে অন্য কে আছে, ইত্যাদি। তিনি প্রাণের প্রাণ ইত্যাদি। তিনিই প্রকাশ পাইতেছেন ইত্যাদি। মৃত্যু-কালে সেই দেব তারকব্রহ্ম উপদেশ করেন। যে ব্যক্তির দেবের প্রতি শ্রেষ্ঠা ভক্তি হইয়াছে, যেমন দেবে তদ্রূপ গুরুতে যাঁহার শ্রেষ্ঠা ভক্তি হইয়াছে, সেই মহাত্মার সম্বন্ধে এই কথিত অর্থ সকল প্রকাশ পায় ইত্যাদি।

ভগবান্ যদি এরূপ কহেন অহে শ্রুতি সকল! মায়াদ্বারা যে আমার কোন কার্য্য নাই তাহা তোমরা কি প্রকারে বিশেষরূপে জ্ঞাত হইলে, তথা সচ্চিদানন্দ ঘন যে আমি স্বরূপশক্তিদ্বারা সমস্ত ঐশ্বর্য্যকে অবরোধ করিয়া রাখিয়াছি তাহাই বা কি প্রকারে জানিলে? এই প্রশ্নে শ্রুতি সকল

সৃষ্ট্যাদিসময়ে পুরুষরূপেণ অজয়া মায়য়া চরতঃ ক্রীড়তঃ । নিত্যঞ্চ স্বরূপশক্ত্যাবিষ্কৃত স্বরূপভূত ভগেন সত্যজ্ঞানানন্দৈক রসেনাত্মনা চরতঃ তব অস্মল্লক্ষণো নিগমঃ শব্দরূপেণ দেবতা রূপেণ চ অনুচরেৎ সেবতে । তস্মাদ্বয়ং তৎ সর্ব্বং জানীম ইত্যর্থঃ । কর্ম্মণি ষষ্ঠী ॥ ১৫৮ ॥

এতদুক্তং ভবতি । অত্র দ্বিবিধোভেদঃ ত্রৈগুণ্য বিষয়ো নিস্ত্রৈগুণ্যশ্চ । তত্র ত্রৈগুণ্য বিষয় স্ত্রিবিধঃ প্রথমপ্রকারস্তাবৎ তদবলম্বন তাটস্থ্যেন তল্লক্ষকঃ । যথা যতো

কহিতেছেন । "ক্বচিদিতি" ক্বচিৎ শব্দের অর্থ কদাচিৎ অর্থাৎ কখন সৃষ্ট্যাদি সময়ে পুরুষরূপে মায়ার সহিত ক্রীড়া করেন । কিন্তু যখন স্বরূপশক্তিদ্বারা প্রকাশিত স্বরূপ ভূত ঐশ্বর্য্যের সহিত সত্য জ্ঞান ও আনন্দৈক রস স্বরূপে আপনি স্বয়ং ক্রীড়া করেন । তখন আমাদের স্বরূপ বেদ শব্দরূপে ও দেবতা রূপে আপনার অনুচরগণ অর্থাৎ সেবা করেন । অতএব আমরা সেই সকল জানি, ইহার অর্থ এই । (অনুচরতঃ) এস্থলে কর্ম্মে ষষ্ঠী ॥ ১৫৮ ॥

এই বিষয় কথিত হইতেছে ॥

এস্থলে বেদ দুই প্রকার, ত্রৈগুণ্য বিষয় ও নিস্ত্রৈগুণ্য । তন্মধ্যে ত্রৈগুণ্য বিষয় তিন প্রকার । ঐ তিন প্রকারের মধ্যে প্রথম প্রকার এই । তাঁহার অবলম্বন তটস্থতা দ্বারা তাঁহার

বা ইমানি ভূতানীত্যাদিঃ।

দ্বিতীয় প্রকারশ্চ ত্রিগুণময় তদীশিতব্যাদি বর্ণনাদিদ্বারা তন্মহিমাদি দর্শকঃ॥

যথা। ইন্দ্রো জাতোঽবসিতস্য রাজেত্যাদি॥

তৃতীয় প্রকারশ্চ ত্রৈগুণ্য নিরাসেন পরম বস্তূদ্দেশকঃ। সোঽপ্যয়ং দ্বিবিধঃ নিষেধদ্বারা সামানাধিকরণ্য দ্বারা চ। তত্র পূর্ব্বদ্বারা। অস্থূল মনন্বু নেতি নেতীত্যাদিঃ। উত্তরদ্বারা। সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তত্ত্ব মসীত্যাদি॥

পূর্ব্ববাক্যে তজ্জাতত্বাদিতি হেতোঃ সর্ব্বস্যৈব ব্রহ্মত্বং

দর্শক। যথা। যাঁহা হইতে এই ভূত সকল জন্মিতেছে ইত্যাদি। দ্বিতীয় প্রকার এই। ত্রিগুণময় তাঁহার ঈশিতব্যাদি বর্ণনাদি দ্বারা তাঁহার মহিমাদির দর্শক। যথা। ইন্দ্র স্থাবর জঙ্গমের রাজা হইয়াছেন। ইত্যাদি। তৃতীয় প্রকার। ত্রৈগুণ্যের নিরাশ দ্বারা পরম বস্তুর উদ্দেশকঃ। ইহাও দুই প্রকার। নিষেধ দ্বারা ও সামান্যাধি করণ দ্বারা। তন্মধ্যে নিষেধ দ্বারা যথা। তিনি স্থূল নহেন, তিনি সূক্ষ্ম নহেন ইত্যাদি। উত্তরা সামান্যাধি করণ দ্বারা যথা। এই সমস্ত জগৎ ব্রহ্মস্বরূপ। সেই ব্রহ্ম তুমি। পূর্ব্ব বাক্যে অর্থাৎ [সর্ব্বং খল্বিদমিতি] এই বাক্যে পরমেশ্বর হইতে জাতত্বাদি হেতু সকলেরই ব্রহ্মত্ব নির্দ্দেশ করিয়া তন্মধ্যে

নির্দ্দিশ্য তত্রাবিকৃতঃ সদিদমিতি প্রতীতিং পরমাশ্রয়ো যোহংশঃ স এব শুদ্ধং ব্রহ্মেত্যুপদিশ্যতে। উত্তর বাক্যে ত্বং পদার্থস্য তদ্বচ্চিদাকার তচ্ছক্তি রূপত্বেন ত্বৎ পদার্থৈক্যং যদুপপাদ্যতে। তেনাপি তৎ পদার্থোহপি ব্রহ্মেবোদ্দিশ্যতে। তৎ পদার্থ জ্ঞানং বিনা ত্বং পদার্থ জ্ঞান মাত্রমকিঞ্চিৎকরমিতি হি তৎ পদোপন্যাসঃ ত্রৈগুণ্যাতিক্রমস্তূভয়ত্রাপি। অত্র ত্রৈগুণ্য নিরাসেন তদুদ্দেশে যত্র তদীয় ধর্ম্মাঃ স্পষ্টমবগম্যন্তে তত্র ভগবৎ পরত্বং। যত্রত্বস্পষ্টং তত্র ব্রহ্ম পরত্বমিত্যবগন্তব্যং। ব্যাখ্যাতত্রৈগুণ্য-

---

অবিকৃত এই জগৎ সৎ (নিত্য) এই জ্ঞানের পরম আশ্রয় যে অংশ তিনিই শুদ্ধ ব্রহ্ম উপদিষ্ট হইয়াছেন। আর উত্তর বাক্যে (তত্ত্বমসি) এই বাক্যে, ত্বং পদার্থের তদ্রূপ চিদাকার তদীয় শক্তি রূপ দ্বারা তৎ পদার্থের সহিত যে ঐক্য উপপাদন করিয়াছেন তাহার দ্বারাও তৎ পদার্থকে ব্রহ্ম বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন, তৎ পদার্থ জ্ঞান ব্যতিরেকে ত্বং পদার্থ জ্ঞান অকিঞ্চিৎ কর হয়, একারণ তৎ পদের উপন্যাস হইয়াছে। উভয় স্থলেই ত্রৈগুণ্যের অতিক্রম জানিতে হইবে। এস্থলে ত্রৈগুণ্য নিরাস দ্বারা ভগবদুদ্দেশে যে স্থলে ভগবৎ সম্বন্ধীয় ধর্ম্ম সকল স্পষ্ট বোধ গম্য হয় সেই স্থলে ভগবৎ পরত্ব, আর যে স্থানে অস্পষ্ট বোধ হয়, সে স্থলে ব্রহ্ম পরত্ব জানিতে হইবে। এই ত্রৈগুণ্য বিষয় ব্যাখ্যা করা হইল।

বিষয়ঃ। তদেতদজয়া চরতোঽনুচরেদিতি ব্যাখ্যাতং ॥১৫৯
অথ নিস্ত্রৈগুণ্যোঽপি দ্বিবিধঃ ব্রহ্মপরো ভগবৎপরশ্চ। যথানন্দো ব্রহ্মেত্যাদি। ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে নতৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে। পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চেত্যাদিশ্চ। তদে-তদাত্মনা চরতোঽনুচরেদিতি ব্যাখ্যাতং ॥ ১৬০ ॥
অতঃ শ্রুতেস্তচ্চারিত্বং সিদ্ধং। সাক্ষাচ্চারিত্বং চ নিস্ত্রৈগু-ণ্যানাং স্বতএব। অন্যেষাং তু তদেক বাক্যতয়া জ্ঞেয়ং।

অতএব এই অজা অর্থাৎ মায়া সহ যে ক্রীড়া করেন তাহার ব্যাখ্যা হইল ॥ ১৫৯ ॥

অথ নিস্ত্রৈগুণ্যও ব্রহ্মপর এবং ভগবৎপর ভেদে দুই প্রকার হয়। যথা আনন্দ ব্রহ্ম ইত্যাদি। তাঁহার কার্য্য নাই, তাঁহার করণ নাই, তাঁরার সমান নাই ও তাঁহা হইতে অধিকও কেহ দৃষ্ট হইতেছে না। ইহাঁর নানা প্রকার শ্রেষ্ঠা শক্তি শ্রুত হইতেছে, ইহাঁর জ্ঞান, বল ও ক্রিয়া স্বাভাবিকী অর্থাৎ স্বতঃ সিদ্ধা হইয়াছে ইত্যাদি। অতএব মায়ার সহিত ক্রীড়া করেন, তাহার এই ব্যাখ্যা করা হইল ॥ ১৬০ ॥

অতএব শ্রুতির ভগবচ্চারিত্ব সিদ্ধ হইল ও নিস্ত্রৈগুণ্য শ্রুতি সকলেরও আপনা হইতেই সাক্ষাৎ চারিত্ব সম্পন্ন হইল। অন্য

মায়ানিরসনার্থমেব তদ্গুণানুবাদঃ ক্রিয়তে পশ্চাদখণ্ডামেব তাং নিরস্য সাক্ষাৎ ভগবৎস্বরূপগুণাদিকং নির্দ্দিশ্যত ইতি তদেক বাক্যতা দ্যোতনয়া স এষ এব সিদ্ধান্তোঽস্মিন্নুপক্রম বাক্যে সমুদ্দিষ্টঃ। তথোপসংহারেচ শ্রুতয় স্ত্বয়ি হি ফলন্ত্যতন্নিরসনেন ভবন্নিধনা ইতি। শ্রুতয়শ্চ মাধ্বভাষ্যপ্রমাণিতাঃ। ন চক্ষুর্ন শ্রোত্রং ন তর্কো ন স্মৃতির্বেদোহ্যেবৈনং বেদয়তীত্যাদ্যাঃ। ঔপনিষদঃ পুরুষঃ ইত্যাদ্যাশ্চ ॥ ১৬১ ॥

অর্থাৎ ত্রৈগুণ্য বিষয় শ্রুতিসকলেরও তাঁহাতে এক বাক্যতার দ্বারা চরণ জানিতে হইবে। মায়া বিনাশের নিমিত্তই তাঁহার গুণানুবাদ করিয়া থাকেন। পশ্চাৎ অখণ্ডা সেই মায়াকে নিরাস করিয়া সাক্ষাৎ ভগবৎস্বরূপ গুণাদিকে নির্দ্দেশ করিতেছেন। তাহার এক বাক্য দ্যোতনা দ্বারা সেই এই সিদ্ধান্ত এই আরম্ভ বাক্যে সম্যক্ উপদেশ করিয়াছেন তথা সমাপন বাক্যেও ভগবানে পর্য্যবশায়ী শ্রুতি সকল অতৎ পদের নিরসন দ্বারা আপনাতেই পর্য্যবসান হন্ এই সিদ্ধান্ত বাক্য সম্যক্ উদ্দিষ্ট হইয়াছে ॥

মাধ্বভাষ্য প্রমাণিতা শ্রুতি সকল যথা ॥

চক্ষুঃ, কর্ণ, তর্ক, স্মৃতি ও বেদ ইহাঁরা এই ভগবান্কে জানাইতে পারেন না ইত্যাদি। উপনিষৎ সম্বন্ধীয় পুরুষ ইত্যাদিও ॥ ১৬১ ॥

অথ বিশেষতো ব্রহ্মাণ্যপি যথা চরন্তি। ব্রহ্মণি চরন্তীনামপি যথা শ্রীভগবত্যেব পর্য্যবসানং তথৈবোদ্দিশন্তি ॥

বৃহদুপলব্ধমেতদবয়ন্ত্যবশেষতয়া
যত উদয়াস্তময়ৌ বিকৃতের্মৃদি বাবিকৃতাৎ।
অত ঋষয়ো দধু স্ত্বয়ি মনো বচনাচরিতং
কথমযথা ভবন্তি ভুবি দত্তপদানি নৃণাং ॥ ১১৪ ॥

অথ বিশেষরূপে ব্রহ্মেই যেরূপে শ্রুতি সকল চরণ করেন এবং ব্রহ্মে চরণ বিশিষ্ট শ্রুতি সকলেরও যে রূপে ভগবানে পর্য্যবসান হইয়া থাকেন, সেই রূপই উদ্দেশ করিতেছেন ॥

১০ স্কন্ধের ৮৭ অধ্যায়ে ১১ শ্লোকে শ্রুতি বাক্য যথা ॥

শ্রুতি সকল কহিলেন, এই বিশ্বে যাহা কিছু দেখিতে পাওয়া যায়, এ সকলই অশেষরূপে বৃহৎ ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া আপনাকে জানি, যেহেতু অবিকৃত মৃত্তিকা হইতে বিকৃত ঘটাদির উৎপত্তি বিনাশের ন্যায় অবিকৃত ব্রহ্ম হইতে এই বিকৃত বিশ্বের উদয়াস্ত হইতেছে, অতএব ঋষিগণ আপনাতেই মন ও বাক্য সমর্পণ করেন, সুতরাং মনুষ্য দিগের পদ যে কোন স্থানে নিক্ষিপ্ত হউক পৃথিবীতে অদত্ত আর কেন হইবে ? অর্থাৎ যেমন কাষ্ঠ পাষাণাদি কিছুই পৃথিবী হইতে ভিন্ন নহে সেই রূপ বেদে যাহা কিছু বিকার জাত কথিত হয় সকলই কেবল আপনাকেই প্রতিপাদন করে ॥ ১১৪ ॥

এতৎ সর্ব্বং বৃহৎ ব্রহ্মৈবোপলব্ধং অবগতং। তৎ কথং বিকৃতের্বিশ্বস্য সকাশাদবশিষ্যমাণত্বেন। কিম্মিব মৃদিব যথা বিকৃতের্ঘটাদেঃ সকাশাদবশিষ্যমাণত্বেন সর্ব্বং ঘটাদি দ্রব্যং মৃদেবোপলব্ধা দৃষ্টা তথা বৃহদপীত্যর্থঃ। তত্র হেতুঃ যতো বৃহতঃ সকাশাদ্বিকৃতেরুদয়াস্তময়ৌ অবয়ন্তি মন্যন্তে শ্রুতয়ঃ। যতো বা ইমানীত্যাদ্যাঃ। তস্মান্মৃৎ সাম্যং তস্য যুজ্যতে ইতি ভাবঃ। তর্হি কথং তদ্বদ্বিকারিত্বমপি নেত্যাহুঃ অবিকৃতাৎ শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাদিতি ন্যায়েনা-

---

তাৎপর্য্য। এই সকল বৃহৎ অর্থাৎ ব্রহ্মই উপলব্ধ অর্থাৎ অবগত হইতেছেন। কি প্রকারে বিকৃতি অর্থাৎ বিশ্ব হইতে অবশিষ্যমাণ দ্বারা কাহার ন্যায় অর্থাৎ মৃত্তিকার ন্যায় যেমন বিকারাপন্ন ঘটাদি হইতে অবশিষ্ট দ্বারা সকল ঘটাদি দ্রব্য মৃত্তিকা রূপে উপলব্ধ অর্থাৎ দৃষ্ট হইয়া থাকে সেইরূপ বৃহৎ ব্রহ্ম দৃষ্ট হইয়া থাকেন। তাহাতে কারণ এই। যে বৃহৎ হইতে বিকৃত জগতের উদয় ও অস্তকে মানিয়া থাকেন ॥

শ্রুতি সকল যথা ॥

যাঁহা হইতে এই ভূত সকল জন্মিয়াছে ইত্যাদি। সেই হেতু তাঁহার মৃত্তিকার সহিত সাম্য উপযুক্ত ইহাই ভাবার্থ। তবে তাঁহার বিকারিত্ব কি রূপে হইল এই আশঙ্কার নিবারণ করিয়া শ্রুতি সকল কহিলেন। "অবিকৃতাৎ" অর্থাৎ বিকার

চিন্ত্যশক্ত্যা তথাপ্যবিকৃতমেব যদযস্মাদিত্যর্থঃ। যদ্যপ্যত্রাপি সশক্তিকমেব বৃহদ্রূপপদ্যতে তথাপ্যাবিষ্কৃত ভগবত্ত্বেনানুপাদানাৎ ব্রহ্মৈবোপপাদিতং ভবতি। সর্ব্বথা শক্তি পরিত্যাগে তদ্রূপপাদনাসামর্থ্যাৎ তুচ্ছত্বাপাতাচ্চ। তস্মাদত্র ব্রহ্মৈবোদাহৃতং। অতএব মৃণ্মাত্র দৃষ্টান্তেন কর্ত্তৃত্বাদিকমপি তত্র নোপস্থাপিতং॥ ১৬২॥

তদেতদ্ব্রহ্ম প্রতিপাদনমপি শ্রীভগবত্যেব পর্য্যবস্যতীত্যাহুঃ। অত ইতি। অতো ব্রহ্ম প্রতিপাদনাদপি ঋষয়ো বেদা ত্বয়ি শ্রীভগবত্যেব মনস আচরিতং তাৎপর্য্যং বচন-

---

শূন্য হইতে। ব্রহ্মসূত্রের ২ অধ্যায়ের ১ পাদের ২৮ সূত্রে "শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ" সগুণ নির্গুণত্বাদি শ্রুতির অর্থাৎ শ্রবণের বেদোক্ত শব্দই মূল ইত্যাদি ন্যায় হেতু অচিন্ত্য শক্তিদ্বারা তথাপি যে হেতু বিকার শূন্য হইয়াছেন। যদিচ এস্থলে শক্তির সহিত বর্ত্তমান বৃহৎকে উপপন্ন করিয়াছেন তথাপি আবিষ্কৃত ভগবত্ত্ব দ্বারা অনুপাদান প্রযুক্ত ব্রহ্মই উপপাদিত হইলেন। যেহেতু সর্ব্বতো ভাবে শক্তি পরিত্যাগ করিলে বিশ্ব সাধনের অসামর্থ্য ও তুচ্ছত্ব আপতিত হয় অতএব এ স্থলে ব্রহ্মকেই উদাহরণ করিয়াছেন। অতএব মৃণ্মাত্রের দৃষ্টান্ত দ্বারা কর্ত্তৃত্বাদিও উপস্থিত হয় নাই॥ ১৬২॥

অতএব এই ব্রহ্ম প্রতিপাদন ও শ্রীভগবানেই পর্য্যবসান হইয়াছে এই অভিপ্রায়ে কহিতেছেন "অত ইতি" এই ব্রহ্ম

সাচরিতমভিধানং চ দধুর্ধৃতবন্তঃ। ত্বয়োরেক বস্তুত্বাৎ ভগাদীনামাবিষ্কারানাবিষ্কার দর্শনমাত্রেণ ভেদ কল্পনাচ্চ। তত্রার্থান্তর ন্যাসঃ।

নৃণাং ভূচরাণাং সম্যগ্দর্শিনামসম্যগ্দর্শিনাং বা ভুবি দত্তানি নিক্ষিপ্তানি পদানি কথমন্যথা ভবন্তু ভুবং ন প্রাপ্নুবন্তু অপিতু তত্রৈব পর্যবসান্তু তস্মাদন্যথা কথমপি প্রতিপাদয়ন্তু ফলিতং তু ত্বয্যেব ভবতীতি ভাবঃ ॥ ১৬৩ ॥

তদুক্তং।

প্রতিপাদন হইতেই ঋষি অর্থাৎ বেদ সকল শ্রীভগবান্ যে আপনি আপনাকেই মনের আচরিত অর্থাৎ তাৎপর্য্য, বচনের আচরিত অর্থাৎ অভিধানকে 'দধুঃ' অর্থাৎ ধারণ করিয়াছেন। যেহেতু ব্রহ্ম ও ভগবান্ উভয়ই এক বস্তু। কারণ ভগাদির প্রকাশ ও অপ্রকাশ দর্শনমাত্র দ্বারা ভেদ কল্পনা হইয়াছে।

এ স্থলে অর্থান্তর ন্যাস করিতেছেন ॥

সম্যক্দর্শী ও অসম্যক্ দর্শী নৃ অর্থাৎ ভূচর সকলের পৃথিবীতে দত্ত অর্থাৎ নিক্ষিপ্ত পাদসকল কি প্রকারে অন্যথা হইবে, কেন পৃথিবীকে না প্রাপ্ত হইবে অবশ্য তাহাতেই পর্য্যবসান হইবে? অতএব যে কোন প্রকারে প্রতিপন্ন করুন কিন্তু ফলিতার্থ আপনাতেই হইবে এই ভাবার্থ ॥ ১৬৩ ॥

৩ স্কন্ধে ৩২ অধ্যায়ে ৩৭ শ্লোকে যথা ॥

জ্ঞানযোগশ্চ মন্নিষ্ঠো নৈর্গুণ্যো ভক্তিলক্ষণঃ।
দ্বয়োরপ্যেক এবার্থো ভগবচ্ছব্দলক্ষণ ইত্যাদি।
অত্র শ্রুতয়শ্চ মাধ্বভাষ্যপ্রমাণিতাঃ।
হন্তে তমেব পুরুষং সর্ব্বাণি নামান্যভিবদন্তি। যথা নদ্যঃ স্পন্দমানাঃ সমুদ্রায়ণাঃ সমুদ্রমভিবিশন্তি এবমেবৈতান নামানি সর্ব্বাণি পুরুষমভিবিশন্তীতি। তদেবং ভগবত্ত্বেন ব্রহ্মত্বেন চ ত্বমেব তাৎপর্য্যাভিধানাভ্যাং সর্ব্ব নিগম গোচর ইত্যুক্তং॥
তচ্চ যথার্থমেব নতু কাল্পনিকমিত্যাহুঃ॥ ১৬৪॥

কপিলদেব কহিলেন, হে মাতঃ! নৈর্গুণ্য জ্ঞানযোগ এবং মদ্বিষয়ক ভক্তিরূপ যে যোগ এই উভয়ের একই প্রয়োজন অর্থাৎ এই দুইয়েতে ভগবান্কেই প্রাপ্ত হওয়া যায় ইত্যাদি।

এ স্থলে মাধ্বভাষ্য প্রমাণিত শ্রুতি সকল যথা॥

অহো! সমুদায় নাম সেই পুরুষকে বলিয়া থাকেন। যেমন নদী সকল বেগবতী হইয়া সমুদ্রকে আশ্রয় করতঃ সমুদ্রে প্রবেশ করিতেছে, তদ্রূপ এই সমুদায় নাম পুরুষে প্রবেশ করিতেছে॥

অতএব এই প্রকারে ভগবত্ত্ব ও ব্রহ্মত্বরূপে আপনিই তাৎপর্য্য ও অভিধান দ্বারা সকল বেদের গোচর হইয়াছেন ইহা উক্ত হইল, ইহা যথার্থই বটে কিন্তু কাল্পনিক নহে এই অভিপ্রায়ে শ্রুতি সকল কহিতেছেন॥
১০ স্কন্ধের ৮৭ অধ্যায়ে ১২ শ্লোকে শ্রুতি বাক্য যথা॥১৬৪॥

ইতি তব সূরয়স্ত্র্যধিপতেঽখিল লোকমলক্ষপণ
কথামৃতাব্ধিমবগাহ্য তপাংসি জহুঃ।
কিমুত পুনঃ স্বধাম বিধুতাশয় কালগুণাঃ
পরম ভজন্তি যে পদমজস্র সুখানুভবং॥ ১১৫॥

ভোস্ত্র্যধিপতে ত্রয়াণাং ব্রহ্মাদীনাং পতে। তত্তদবতারী নারায়ণাখ্যঃ পুরুষঃ তস্যাপ্যুপরিচর স্বরূপত্বাদধিপতি র্ভগবান্। ততো হে সর্ব্বেশ্বরেশ্বর যস্মাত্ত্বয্যেব বেদানাং তাৎপর্য্যমভিধানঞ্চ পর্য্যবসিতং ইতি অতোহেতোরেব সূরয়ো বিবেকিনঃ। পরম্পরা

হে ত্রিগুণমায়ামৃগীনর্ত্তক! আপনিই সর্ব্বকারণ রূপে পরমার্থ বস্তু, যখন বিবেকিরা আপনার অখিল লোকবৃজিন নিরসন হেতু কীর্ত্তি সুধাসিন্ধুতে অবগাহন পূর্ব্বক পাপ ও দুঃখ হইতে উত্তীর্ণ হয়েন, তখন হে পরম! যাহারা স্বরূপ বিস্ফুরণ দ্বারা রাগাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক অখণ্ডানন্দানুভব রূপ আপনার স্বরূপ ভজনা করেন তাঁহারা যে পাপ ও দুঃখ হইতে উত্তীর্ণ হইবেন তদ্বিষয়ে আর বক্তব্য কি? ॥ ১১৫ ॥

ভোস্ত্র্যধিপতে! হে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাদির পতি! অর্থাৎ এই সকলের অবতারী যে নারায়ণাখ্য পুরুষ, আপনি তাঁহার উপরিচর স্বরূপ প্রযুক্ত অধিপতি অর্থাৎ ভগবান্। অতএব হে সর্ব্বেশ্বর! যে হেতু আপনাতেই বেদ সকলের তাৎপর্য্য ও অভিধান পর্য্যবসিত হইয়াছে। এই কারণে বিবেকি

ত্বৎপ্রতিপাদনময়ং বেদভাগমপি পরিত্যজ্য কেবলং তবাখিল লোকমলক্ষপণকথামৃতাব্ধিং সকল বৃজিন নিরসন হেতুকীর্ত্তিসুধাসিন্ধুং অবগাহ্য শ্রদ্ধয়া নিষেব্য তপঃ প্রাধান্যেন তাপকত্বেন বা তপাংসি কর্ম্মাণি তানি জহুস্ত্যক্তবন্তঃ। তেষাং সাধকানামপি যদি তত্রৈবং তদা কিমুত বক্তব্যং স্বধাম বিধুতাশয় কালগুণাঃ শুদ্ধাত্ম স্বরূপ স্ফুরণেন নির্জ্জিতমন্তঃকরণং জরাদি হেতুঃ কালপ্রভাবঃ সত্ত্বাদয়োগুণাশ্চ যৈঃ তে যে পুনঃ তবাজস্র সুখানুভব স্বরূপং পদং ব্রহ্মাখ্যং তত্ত্বং ভজন্তি তে তম-

পুরুষগণ আপনার পরম্পরা প্রতিপাদন স্বরূপ বেদভাগকেও পরিত্যাগ করিয়া কেবল আপনার অখিল লোকের পাপনাশক আপনার কথারূপ অমৃত সমুদ্রকে অর্থাৎ সকল লোকের দুঃখ মোচন হেতু কীর্ত্তি সুধাসিন্ধু অবগাহন করিয়া অর্থাৎ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক সেবা করিয়া তপঃ প্রাধান্য কিম্বা তাপক হেতু সেই তপস্যারূপ কর্ম্ম সকলকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। সেই সকল সাধকদিগেরও যদি সেই কথামৃতরূপ সমুদ্রে এই প্রকার হইল তখন আর কি বলিব? "স্বধাম বিধুতাশয় কালগুণাঃ" অর্থাৎ শুদ্ধ সত্ত্ব স্বরূপ স্ফুরণ দ্বারা যাঁহারা অন্তঃকরণ, জরাদি হেতু কালের প্রভাব ও সত্ত্বাদিগুণ সকলকে জয় করিয়াছেন। পরন্তু যাঁহারা আপনার নিরন্তর সুখানুভব স্বরূপ পদ ব্রহ্মাখ্য তত্ত্বকে ভজনা করেন, তাঁহারা

বগাহ্য তানি জহুরিতি কিং তর্হি ব্রহ্মমাত্রানুভব নিষ্ঠা-
মপি জহুরিত্যর্থঃ ॥ ১৬৫ ॥

এতদুক্তং ভবতি ।

অত্র তাবত্ত্রিবিধা জনাঃ মুগ্ধা বিবেকিনঃ কৃতার্থাশ্চেতি
তত্র সর্ব্বানেবাধিকৃত্য বেদানামকল্পনাময়ত্বেনৈব ভগব-
ন্নির্দ্দেশকতা দৃশ্যতে ॥

তথাহি ॥

যদি তথাত্বেনৈব সা ন দৃশ্যেত তদা বস্তুত স্তৎসম্বন্ধা-
ভাবাদখিললোকমলক্ষপণত্বেন পদ পদার্থ জ্ঞানহীনানাং

যে আপনার কথামৃত সমুদ্রে অবগাহন করিয়া যে সেই তপঃ
সকলকে পরিত্যাগ করিবেন তাহা আর কি বলিব, অধিকন্তু
তাঁহারা ব্রহ্মমাত্রের অনুভব রূপ নিষ্ঠাকেও পরিত্যাগ করিয়া-
ছেন ॥ ১৬৫ ॥

এই বিষয় উক্ত হইতেছে ॥

এই সংসারে লোক সকল তিন প্রকার হয়, যথা—মুগ্ধ
(বিজ্ঞ) বিবেকী ও কৃতার্থ। তন্মধ্যে সকলকেই অধিকার
করিয়া বেদ সকলের অকল্পনাময়ত্ব দ্বারা ভগবন্নির্দ্দেশকত্ব
রূপে দৃষ্ট হইতেছে ॥

অকল্পনাময়ত্ব রূপে যথা ॥

যদি তথাত্বরূপেই সেই কথা দৃষ্ট না হইত তবে বস্তুতঃ
সেই কথা সম্বন্ধের অভাব প্রযুক্ত সমগ্র লোকের দুঃখনিরাস

মুগ্ধানামপি যৎ পাপহারিত্বং বেদান্তর্ব্বর্ত্তিন্যা ভগবৎ কথায়াঃ প্রসিদ্ধং তন্ন স্যাৎ।

অস্পৃষ্টানল লোহদাহকতাবৎ।

কিঞ্চ॥

তস্যাঃ কল্পনাময়ত্বে সতি বিবেকিনস্তু ন তত্র প্রবর্ত্তেরন্ বন্ধ্যায়াঃ সুপ্রজস্ত্বগুণশ্রবণবৎ প্রবর্ত্তন্তাং বা তদাবেশেন স্বধর্ম্মং পুনর্ন ত্যজেয়ুঃ।

রাজযশসো গঙ্গাত্ব শ্রবণেন তীর্থান্তর সেবনবৎ।

অপিচ তথা সতি যে পুনরাত্মারামত্বেন পরম কৃতার্থাস্তে তদনাদরেণ তৎকথাং নৈবাবগাহেরন্।

দ্বারা পদার্থ জ্ঞানহীন মুগ্ধ লোকেরও বেদান্তবর্ত্তিনী ভগবৎ কথার যে পাপহারিত্ব প্রসিদ্ধ আছে তাহা হইত না, যেমন অগ্নি সংযোগ রহিত লৌহের দাহকতা নাই তদ্রূপ।

আরও বলি।

সেই ভগবৎ কথার কল্পনাময়ত্ব হইলে বন্ধ্যার সুপ্রজত্বগুণ শ্রবণের ন্যায় বিবেকি সকল তাহাতে প্রবৃত্ত হইতেন না সেই কথা আবেশ দ্বারা প্রবর্ত্ত হউন। কিন্তু রাজার যশো-গঙ্গাত্ব শ্রবণ করিয়া তীর্থান্তর সেবার ন্যায় স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে না॥

আরও॥

তাহা হইলে যাহারা আত্মারামতা দ্বারা পরম কৃতার্থ হইয়াছেন তাঁহারা তাহার অনাদর করিয়া সেই কথাকে

অমৃত সরসীমবগাঢ়া আরোপিত তদধিকগুণক

নদীবৎ শ্রূয়তেচ তস্যাস্তত্তদ্গুণকত্বং ॥

যথা বৈষ্ণবে ॥

হন্তি কলুষং শ্রোত্রং স যাতো হরিরিত্যাদৌ ॥

অত্রৈব ॥

ত্বদবগমী নবেত্তীত্যাদৌ ॥

অমৃত সরোবরে যাঁহারা অবগাহন করিয়াছেন তাঁহারা আরোপিত তাহা হইতে অধিক গুণ যুক্ত নদীর ন্যায় অবগাহন করিতেন না।

ভগবৎ কথার দুঃখনিরসনাদি গুণ শ্রুত হইতেছে ॥

বিষ্ণুপুরাণে যথা ॥

সেই হরি শ্রবণ গোচর হইয়া পাপ বিনষ্ট করেন ইত্যাদি প্রমাণে ॥

এই প্রকরণের অর্থাৎ ১০ম স্কন্ধের ৮৭ অধ্যায়ে

৩৬ শ্লোকে যথা ॥

শ্রুতি সকল কহিলেন হে সগুণ! যিনি আপনাকে জানিয়াছেন, তিনি কর্ম্মফল দাতৃ হইতে উত্থিত শুভাশুভ কর্ম্মের ফল দুঃখ সুখ প্রাপ্ত হয়েন না, আর দেহাভিমানিদিগের প্রবৃত্তি নিবৃত্তি কর বিধি নিষেধেও বশীভূত হয়েন না, যে হেতু তাঁহারা অনুদীন গীত পরম্পরা দ্বারা আপনাকে শ্রবণ করত হৃদয়ে ধারণ করেন ॥

প্রথমে।

হরেগুর্ণাক্ষিপ্তমতিরিত্যাদৌচ ॥

তস্মাদ্গুণানাং গুণাদি প্রতিপাদক বেদানাং চ

ভগবতা সম্বন্ধঃ স্বাভাবিক এব সর্ব্বথেতি সিদ্ধং ॥ ১৬৬ ॥

অত্র শ্রুতয়ঃ ॥

ওঁ আস্য জানন্ত ইত্যাদ্যাঃ।

যথা পুষ্করপলাশমাপো নশ্লিষ্যন্তি

এবমেবং বিদং পাপং কর্ম্ম নশ্লিষ্যতি ॥

ন কর্ম্মণা লিপ্যতে পাপকেন গুণকত্বং তৎ সুকৃত

১ম স্কন্ধে ৭ অধ্যায়ে ১১ শ্লোকে যথা ॥

বিষ্ণুভক্ত প্রিয় ভগবান্ ব্যাসনন্দন হরির গুণে আকৃষ্ট হৃদয় হইয়াই শ্রীমদ্ভাগবত রূপ বৃহদাখ্যান অধ্যয়ন করিয়াছিলেন ॥

অতএব গুণ সকলের অর্থাৎ গুণাদি প্রতিপাদক বেদ সকলের ভগবানের সহিত যে সর্ব্বপ্রকারে স্বাভাবিক সম্বন্ধ হইয়াছে ইহা সিদ্ধ হইল ॥ ১৬৬ ॥

এস্থলে শ্রুতি সকল যথা ॥

ইহাঁকে জানেন ইত্যাদি। যেমন জল পদ্মপত্রকে স্পর্শ করে না এই প্রকার ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞকে পাপ কর্ম্ম স্পর্শ করে না। পাপ কর্ম্মের সহিত লিপ্ত হয়েন না, গুণ ও গুণ নিমিত্ত সুকৃত দুষ্কৃতকে অর্থাৎ পুণ্য পাপকে বিনাশ

দুষ্কৃতে বিধুনুতে। এবং বা ন তপতি কিমহং সাধুকরবং কিমহং না করবমিত্যাদ্যাঃ মুক্তা হ্যেনমুপাসত ইত্যাদ্যাশ্চ এবমন্যেঽপি শ্লোকা যথাযথং যোজয়িতব্যা ইত্যভিপ্রেত্য নোদ্ধ্রিয়ন্তে। নন্বু তর্হি ভবন্মতে শব্দ নির্দ্দেশ্যত্ব প্রাকৃতত্বমেব তত্রাপততি।

কিঞ্চ॥

শ্রুতিভিরপি যতোবাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ অবচনেনৈব প্রোবাচ যদ্বাচাঽনভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে। যৎ শ্রোত্রং ন শৃণোতি যেন শ্রোত্রমিদং

করেন। এই প্রকার হইলে তাপ পায় না, আমি কি উত্তম করিব, কি না করিব ইত্যাদি। মুক্ত সকল ইহাঁকে উপাসনা করেন ইত্যাদি। এই প্রকার অন্য শ্লোক সকল উপাসনাদি বাক্য সকলের ভগবৎ পরতার দর্শক হইয়াছেন। যে স্থলে যেমন যোজনা করিতে হইবে এই অভিপ্রায় করিয়া উদাহরণ দেন নাই। অহে! তবে তোমার মতে শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশ্যত্ব প্রাপ্ত হইলে তথায় প্রাকৃত সত্ত্ব আপতিত হইত॥

আরও। শ্রুতি সকল দ্বারাও॥

যাঁহা হইতে বাক্য সকল মনের সহিত প্রাপ্ত না হইয়া নিবর্ত্ত হয়। অবচন দ্বারাই কহিয়াছেন। যিনি বাক্য দ্বারা প্রকাশিত হয়েন না, যাঁহা হইতে বাক্য সকলের উদয় হইতেছে। যাঁহাকে কর্ণ শ্রবণ করে না, যাঁহার দ্বারা

শ্রুতমিত্যাদৌ শব্দানির্দ্দেশ্যত্বমেব তস্য নিষিধ্যত ইত্যাশঙ্কায়াং উচ্যতে।

যথা মায়া নির্দ্দেশ্যত্বে দোষস্তথা লক্ষ্যত্বেঽপি কথং ন স্যাৎ উভত্রাপি শব্দ বৃত্তি বিষয়িত্বেনাবিশেষাৎ।

কিঞ্চ॥

ন তস্য প্রাকৃতবৎ সাক্ষান্নির্দ্দেশ্যত্বং কিং ত্বনির্দ্দেশ্যত্বে নৈব তথা নির্দ্দেশ্যত্বমিতি সিদ্ধান্ত্যতে॥ ১৬৭॥

তথৈবহি তাসাং মহাবাক্যোপসংহারঃ॥

কর্ণের শ্রবণ শক্তি হইয়াছে ইত্যাদি প্রমাণে॥

তাহার শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশ্যকেই নিষেধ করিয়াছেন এই আশঙ্কায় কহিতেছেন॥

যেমন মায়ার নির্দ্দেশ্যত্বরূপে দোষ হয় তদ্রূপ লক্ষ্যত্বরূপে কেন না হয়, যে হেতু উভয় স্থানেই শব্দের শক্তি বিষয়ের সহিত কোন বিশেষ নাই।

আরও বলি।

প্রাকৃতের ন্যায় তাঁহার সাক্ষাৎ নির্দ্দেশ হয় না, কিন্তু অনির্দ্দেশ দ্বারাই সেইরূপ নির্দ্দেশ হইয়াছে, ইহাই সিদ্ধান্ত হইল॥ ১৬৭॥

অনির্দ্দেশ ও সাক্ষাৎ নির্দ্দেশ রূপ দ্বারা শ্রুতি সকল মহাবাক্য সমাপন করিতেছেন॥

১০ স্কন্ধের ৮৭ অধ্যায়ে ৩৭ শ্লোকে॥

দ্যুপতয় এব তে ন যযুরন্তমনন্ত তয়া
ত্বমপি যদন্তরাণ্ডনিচয়া নন্থ সাবরণাঃ।
খ ইব রজাংসি বান্তি বয়সা সহ যচ্ছ্রুতয়
স্ত্বয়ি হি ফলন্ত্যতন্নিরসনেন ভবন্নিধনাঃ॥ ১১৬॥

অত্র স্বরূপগুণয়োর্দ্বয়োরপি দ্বিধৈবানির্দ্দেশ্যত্বং
আনন্ত্যেন ইদমিত্থং তাদিতি নির্দ্দেশাসম্ভবেন চ
তত্র প্রথমমানন্ত্যেনাহুঃ।

হে ভগবন্ তে তব অন্তং এতাবত্ত্বং দ্যুপতয়ঃ স্বর্গাদি
লোকপতয়োব্রহ্মাদয়োঽপি ন যযুঃ তৎকুতঃ অনন্ত

হে ভগবন্! আপনি অনন্ত অতএব দেবতারাও আপনার অন্ত প্রাপ্ত হয়েন না, যে হেতু আবরণ সহিত ব্রহ্মাণ্ড সকল আকাশে কালচক্রের সহিত রজঃ কণার ন্যায় আপনার অন্তরে ভ্রমণ করে অতএব শ্রুতি সকল আপনাতে পর্য্যবসান রূপে তন্ন তন্ন করিয়া আপনাতেই ফলবতী হয়॥ ১১৬॥

এস্থলে স্বরূপ ও গুণ এই উভয়ের দুই প্রকারেই অর্থাৎ অনন্ততা ও সেই এই ভগবান্ এই প্রকার এরূপ নির্দ্দেশের অসম্ভাবতা দ্বারা তিনি অনির্দ্দিশ্য হইয়াছেন॥

তন্মধ্যে প্রথমতঃ অনন্ততা দ্বারা কহিতেছেন যথা॥

হে ভগবন্! আপনার অন্ত অর্থাৎ এতাবত্ত্ব দ্যুপতি অর্থাৎ স্বর্গ লোকের পতি ব্রহ্মাদিও অনন্ততা প্রযুক্তও

তয়া। যৎ অন্তবদ্বস্তু তৎ কিমপি ন ভবসীতি। আসতাং তে যস্মাত্ত্বমপি আত্মনোঽন্তং ন যাসি।

কুতস্তর্হি সর্ব্বজ্ঞতা সর্ব্বশক্তিতা বা।

তত্রাপ্যাহুঃ।

অনন্তুতয়েতি অন্তাভাবেনৈব ন শশবিষাণাজ্ঞানং সার্ব্বজ্ঞং তদপ্রাপ্তির্বা শক্তিবৈভবং বিহন্তি ॥ ১৬৮ ॥

শ্রুতিশ্চ ॥

যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্ সো অঙ্গং বেদ যদি বা ন বেদেতি।

অনন্তত্বমেবাহুঃ। যদন্তরেতি।

প্রাপ্ত হয়েন নাই। যাহা অন্ত বিশিষ্ট বস্তু তাহার মধ্যে আপনি কিছুই নহেন। ব্রহ্মাদি দেবতা থাকুন, যে হেতু আপনিই আপনার অন্ত প্রাপ্ত হয়েন না ॥

ইহাতে যদি ভগবান্ এরূপ কহেন, তবে কি প্রকারে আমার সর্ব্বজ্ঞতা ও সর্ব্ব শক্তিতা সিদ্ধি হইল, এই প্রশ্নে শ্রুতি সকল কহিতেছেন। "অনন্ত তয়েতি" অন্তের অভাব দ্বারা শশশৃঙ্গের অজ্ঞান সর্ব্বজ্ঞতাকে ও সেই শৃঙ্গের অপ্রাপ্তি শক্তিবৈভবকে বিনাশ করিতে পারেন না ॥ ১৬৮ ॥

শ্রুতি সকল কহিয়াছেন যথা ॥

পরব্যোমে যিনি এই বিশ্বের অধ্যক্ষ তিনি আপনাকে জানেন কি না ॥

অনন্তত্ব কহিতেছেন ॥

যস্য তব অন্তরা মধ্যে ননু অহো সাবরণা উত্তরোত্তর দশগুণ সপ্তাবরণযুক্তা অণ্ডনিচয়া বান্তি পরিভ্রমন্তি বয়সা কালচক্রেণ খে রজাংসীব সহ একদৈব নতু পর্য্যায়েণ। অনেন ব্রহ্মাণ্ডানামনন্তানাং তত্র ভ্রমণাৎ স্বরূপগতমানন্ত্যং তেষাং বিচিত্র গুণানামাশ্রয়ত্বাৎ গুণগতঞ্চেতি জ্ঞেয়ং ॥ ১৬৯ ॥

শ্রুতয়শ্চ ॥

যদূর্দ্ধং গার্গি দিবো যদর্ব্বাক্ পৃথিব্যাং যদন্তরং দ্যাবা-পৃথিবী ইমে যদ্ভূতং ভবচ্চ ভবিষ্যচ্চেত্যাদ্যাঃ।

বিষ্ণোর্নু কং বীর্য্যাণি প্রাবোচং যঃ পার্থিবানি বিমমে

"যদন্তরেতি" আপনার অন্তরা অর্থাৎ মধ্যে, ননু (অহো) সাবরণা অর্থাৎ উত্তরোত্তর দশগুণ সপ্তাবরণ যুক্ত ব্রহ্মাণ্ড সমকাল চক্রের সহিত আকাশে ধূলি সমূহের ন্যায় এক কালেই পরিভ্রমণ করিতেছে কিন্তু পর্য্যায়ক্রমে নহে ইহা দ্বারা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সকলের তন্মধ্যে ভ্রমণ প্রযুক্ত স্বরূপগত অনন্ত ও বিচিত্র গুণ বিশিষ্ট সেই ব্রহ্মাণ্ড সকলের আশ্রয় প্রযুক্ত গুণ গত অনন্তত্বও জানিতে হইবে ॥ ১৬৯ ॥

শ্রুতি সকল যথা ॥

হে গার্গি! যিনি স্বর্গের উপরে ও পৃথিবীর অধঃ হইয়াছেন, যাঁহার মধ্যে এই দ্যাবা পৃথিবী আছে, যাঁহা হইতে সমস্ত হইয়াছে, হইতেছে এবং হইবে ইত্যাদি ॥

যিনি পৃথিবীর ধূলি সকলকে গণনা করিতে পারেন,

রজাংসীত্যাদ্যাশ্চ ॥

হি যস্মাদেবং অতঃ শ্রুতয়স্ত্বয়ি ফলন্তি। কথঞ্চিৎ কিঞ্চি দেবোদ্দিশ্য পুনরনন্তত্ব কথনেনৈব পর্য্যবস্যন্তি। অতঃ শ্রুতাবপি প্রাজাপত্যানন্দতঃ শতগুণানন্দত্বমভিধায় পুন র্যতো বাচ ইত্যাদিনানন্তত্বেন বাগতীত সংখ্যানন্দত্বং ব্রহ্মণ উক্তং ॥ ১৭০ ॥

যদুক্তং ন তদীদৃগিতি জ্ঞেয়ং ন বাচ্যং নচ তর্ক্যতে। পশ্যান্তোঽপি ন জানন্তি মেরোরূপং বিপশ্চিত ইতি।

তিনিও বিষ্ণুর বীর্য্য সকল বলিতে পারেন না ইত্যাদি ॥

যে হেতু এই প্রকার হইল এই হেতু শ্রুতি সকল আপনাতেই ফলিত অর্থাৎ কোন প্রকারে কিঞ্চিন্মাত্র উদ্দেশ করিয়া পুনর্ব্বার আপনার অনন্তত্ব কথন দ্বারা আপনাতেই পর্য্যবসান প্রাপ্ত হয়েন ॥

অতএব শ্রুতিতে প্রাজাপত্য আনন্দ হইতে শতগুণ আনন্দকে কহিয়া পুনর্ব্বার যাঁহাতে বাক্য সকল নিবৃত্ত হয় ইত্যাদি দ্বারা ব্রহ্মের আনন্দত্বের সংখ্যা বাক্যের অতীত ইহাই উক্ত হইল ॥ ১৭০ ॥

যে হেতু উক্ত হইয়াছে। তিনি এই প্রকার নহেন, তিনি জ্ঞানের বিষয়ী ভূত নহেন, তাঁহাকে বলা যায় না, তিনি তর্কের গোচর নহেন। পণ্ডিতগণ মেরুর রূপ দেখিয়াও জানিতে পারেন না। এ স্থলে অনির্দ্দেশ্যত্ব দ্বারা ব্রহ্মের নির্দ্দেশ্যত্ব হইয়াছে ॥

অতোঽত্রানির্দ্দেশ্যত্বেনৈব নির্দ্দেশ্যত্বং। যত্তু সত্যং জ্ঞানমিত্যাদৌ স্বরূপস্য সাক্ষাদেব নির্দ্দেশঃ। স্বাভাবিকীজ্ঞান বল ক্রিয়াচেত্যাদৌ গুণস্যচ শ্রূয়তে তত্রচ তথৈবেত্যাহুঃ॥ ১৭১॥

অতন্নিরসনেন ভবন্নিধনা ইতি। অতৎ প্রাকৃতং যদ্বস্তু তন্নিরস্যৈব ভবৎপর্য্যবসানাঃ।

অয়মর্থঃ॥

বুদ্ধিজ্ঞানমসংমোহ ইত্যাদিনা হ্রীধী ভীরেতৎসর্ব্বং মন এবেত্যাদিনাচ যৎ প্রাকৃতং জ্ঞানাদিকমভিধীয়তে তৎ

পরন্তু "সত্য জ্ঞানমিত্যাদে" অর্থাৎ সত্য জ্ঞান ইত্যাদি শ্রুতি প্রমাণে সাক্ষাৎ স্বরূপের নির্দ্দেশ হইয়াছে॥

অপর "স্বাভাবিকী জ্ঞান বল ক্রিয়াচেতি" অর্থাৎ ব্রহ্মের স্বাভাবিক জ্ঞান, স্বাভাবিক বল ও স্বাভাবিক ক্রিয়া, ইত্যাদি শ্রুতি প্রমাণে গুণেরও নির্দ্দেশ শ্রুত হইতেছে॥

সে স্থলে "দ্যুপতয় এব তে" ইত্যাদি শ্লোকে সেই রূপই কহিতেছেন॥ ১৭১॥

"অতন্নিরসনেন ভবন্নিধনা" অতৎ অর্থাৎ প্রাকৃত যে বস্তু তাহাকে নিরাস করিয়া তোমাতে শ্রুতি সকল পর্য্যবসান হইয়াছে।

ইহার অর্থ এই যে, ভগবদ্গীতার ১০ অধ্যায়ে "বুদ্ধির্জ্ঞান মসংমোহ ইত্যাদি ৪র্থ শ্লোকে অর্থাৎ বুদ্ধি জ্ঞান মোহ রহিত ইত্যাদি দ্বারাও লজ্জা বুদ্ধি ভয় এই সকল মনই

সর্ব্বং ব্রহ্ম ন ভবতীতি নেতি নেতীত্যাদিনা ন তস্য কার্য্যং করণং চ বিদ্যত ইত্যাদিনাচ নিষিধ্যতে। অথচ সত্যজ্ঞানাদি বাক্যেন। স্বাভাবিকী জ্ঞান বল ক্রিয়া চেত্যাদি বাক্যেনচ তদভিধীয়তে। তস্মাৎ প্রাকৃতাদন্য দৈব তৎজ্ঞানাদি তেষাং জ্ঞানাদি শব্দানামতন্নিরসনেনৈব ত্বয়ি পর্য্যবসানমিতি ॥

ততশ্চ বুদ্ধ্যগোচর বস্তুত্বাদনির্দ্দেশ্যত্বং তথাঽপি তদ্রূপং কিঞ্চিদস্তীত্যুদ্দিশ্যমানত্বান্নির্দ্দেশ্যত্বঞ্চ ॥ ১৭২ ॥

হইয়াছে ইত্যাদি দ্বারা যে প্রাকৃত জ্ঞানাদি কথিত হইয়াছে সে সকল ব্রহ্ম নহে, এই হেতু "নেতি" প্রমাণ দ্বারা তাঁহার কার্য্য ও করণ নাই ইত্যাদি দ্বারাও নিষিদ্ধ হইয়াছে। অথচ "সত্য জ্ঞানাদি" অর্থাৎ "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা আর স্বাভাবিকী জ্ঞান বল ক্রিয়া ইত্যাদি দ্বারা তাঁহার জ্ঞান, বল ও ক্রিয়া স্বতঃসিদ্ধ হইয়াছে, ইত্যাদি বাক্য দ্বারা তাঁহাকে কহিয়াছেন সেই হেতু প্রাকৃতজ্ঞানাদি হইতে তাঁহার জ্ঞানাদি ভিন্ন। এই হেতু সেই সকল জ্ঞানাদি শব্দের অতন্নিরসন দ্বারা তোমাতেই পর্য্যবসান হইয়াছে ॥

অতএব ভগবান্ বুদ্ধির অগোচর বস্তুত্ব হেতু অনির্দ্দিশ্য অর্থাৎ ভগবৎ পদার্থ বুদ্ধির গম্য হয় না একারণ তাঁহার অনির্দ্দিশ্যত্ব। তথাচ তাঁহার কিছু রূপ আছে এই উদ্দিশ্য মান প্রযুক্ত অর্থাৎ উদ্দেশ করা হেতু তাঁহার নির্দ্দেশ্যত্বও আছে অর্থাৎ তাঁহাকে নিরূপণ করা যায় ॥ ১৭২ ॥

অথাপরোক্ষ জ্ঞানেচ দশমস্ত্বমসীতিবচ্ছ্রবণ মাত্রেণৈব তস্য স্বপ্রকাশ রূপস্যাপি বস্তুনো বিশুদ্ধচিত্তেষু প্রকাশ দর্শনাচ্ছ্রুতিশব্দস্য স্বপ্রকাশতা শক্তিময়ত্বমেবাবসীয়তে।

তথা অপরোক্ষ জ্ঞানে অর্থাৎ চাক্ষুষ জ্ঞানে তুমিই দশম * হইয়াছ এই শ্রবণ মাত্রেই তাহার স্বপ্রকাশ স্বরূপ বস্তুর বিশুদ্ধ চিত্তে প্রকাশ দর্শন হেতু শ্রুতি শব্দের স্বপ্রকাশ শক্তিময়ত্বেই পর্য্যবসান জানিতে হইবে॥

* পঞ্চদশীর তৃপ্তিদীপের ২২ শ্লোক হইতে ২৭ শ্লোক পর্য্যন্ত দশমপুরুষের আখ্যায়িকা যথা॥

যেমন নিত্যপ্রত্যক্ষ দশমপুরুষেতে অজ্ঞান সম্ভব হয়, তদ্রূপ কূটস্থ চৈতন্য নিত্য অপরোক্ষ হইলেও তাঁহাতে পরোক্ষত্ব বা অপরোক্ষত্ব এবং জ্ঞান বা অজ্ঞান সকলই সম্ভব হয়।

এক্ষণে পূর্ব্বোক্ত দশমপুরুষ বিষয়ে অজ্ঞান নিরূপণ করিতেছেন।

কোন স্থানে দশজন পুরুষ একত্র হইয়া এক নদীর পরপারে গমন পূর্ব্বক আপনাদিগের সংখ্যা নির্ণয় করিতে লাগিলেন, কিন্তু কি আশ্চর্য্য যিনিই গণনা করেন তিনিই আপনাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইতর নয় জনকে দেখেন এবং নয়জনকে দেখিলেও নয় সংখ্যাতে বিভ্রান্ত চিত্ত হইয়া স্বয়ং যে দশম ইহা জানিতে পারেন না॥

তখন তাঁহারা ভ্রান্তি বশতঃ ইহা বলিলেন যে দশমপুরুষ দেখিতেছি না অতএব তিনি নাই, অজ্ঞানের এইরূপ শক্তিকে আবরণ শক্তি বলা যায়।

পশ্চাৎ নদীজলে দশমপুরুষের মৃত্যু হইয়াছে মনে করিয়া শোক ও ক্রন্দনাদি করিতে লাগিলেন, সেই ক্রন্দনাদিকে অজ্ঞানের বিক্ষেপ শক্তি বলিয়া স্বীকার করা যায়॥

সেই কালে কোন অভ্রান্ত পুরুষ আসিয়া বলিলেন যে তোমাদিগের দশম

উক্তঞ্চ ॥

শব্দব্রহ্ম পরব্রহ্ম মমোভে শাশ্বতীতনু ইতি ॥

বেদস্যচেশ্বরাত্মত্বাদিতি।

বেদোনারায়ণঃ সাক্ষাৎ স্বয়ম্ভুরিতি শুশ্রুম ইতি ॥

এই বিষয় উক্ত হইয়াছে ॥

ভগবান্ কহিলেন শব্দব্রহ্ম (বেদ) ও পরব্রহ্ম (ভগবান্) এই দুইই আমার মূর্ত্তি ॥

১১ স্কন্ধের ৪ অধ্যায়ে ৪৪ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে ॥

বেদ ঈশ্বর হইতে উদ্ভূত, সুতরাং তাহাতে দেবতারাও মুগ্ধ হয়েন, অন্যের কথা কি বলিব ॥

৬ স্কন্ধে ১ অধ্যায়ে ৩৬ শ্লোকে

যমদূতগণ বিষ্ণুদূতদিগকে কহিয়াছেন ॥

হে দেবগণ ! বেদের প্রামাণ্য করি এরূপ আশঙ্কা করিতে পারে না, যে হেতু বেদ নারায়ণ হইতে উৎপন্ন এবং সাক্ষাৎ নারায়ণের স্বরূপ। অপর পরমেশ্বরের নিশ্বাস মাত্র বেদ স্বয়ং উদ্ভূত হয়েন, একারণ তাহা স্বয়ম্ভু বলিয়াও শ্রুত হইয়াছে ॥

পুরুষ মরে নাই আছে, পরে সেই বাক্য শুনিয়া স্বর্গ লোকাদির ন্যায় তদ্বিষয়ে পরোক্ষ জ্ঞান হইল ॥

পরে গণনা করিয়া তুমিই দশম পদার্থ এই রূপ উপদিষ্ট হইয়া প্রত্যক্ষ রূপে দশমপুরুষকে দেখিয়া রোদন পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহারা হর্ষ যুক্ত হইলেন ॥

কিং বা পরৈরীশ্বরঃ সদ্যোহৃদ্যবরুদ্ধ্যতেহত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাদিতিচ ॥

অতএবৌপনিষদঃ পুরুষ ইত্যত্রোপনিষন্মাত্র গম্যত্বং শ্রুতির্বোধয়তি।

চাক্ষুষং রূপমিতিবৎ।

ততশ্চ শ্রুতিময্যা স্বপ্রকাশতা শক্ত্যা প্রাকৃত তত্ত্ববস্তু জাতং তম ইব নিরস্য স্বয়ং প্রকাশতে।

তস্মান্ন তত্রাপি নির্দ্দেশ্যত্বং।

ন হি স্বেন প্রকাশেন রবিঃ প্রকাশ্যোভবতি।

তথা ১স্কন্ধের ১ অধ্যায়ে

২ শ্লোকে শ্রীবেদব্যাসের বাক্য যথা॥

অন্যান্য শাস্ত্রে অথবা তদুক্ত সাধনে কি প্রয়োজন? সুকৃতশালি ব্যক্তিরা শ্রবণেচ্ছামাত্রে তদ্দ্বারাই পরমেশ্বরকে সদ্যো হৃদয় মধ্যে স্থিরীকৃত করিতে পারেন॥

অতএব পুরুষ ঔপনিষদ্ স্বরূপ অর্থাৎ বেদ প্রতিপাদ্য। এই স্থলে ভগবান্ উপনিষদ্ মাত্রেরই গম্য, চাক্ষুষ রূপের ন্যায় ইহাই শ্রুতি বোধ করাইতেছেন॥

অতএব শ্রুতিময়ী স্বপ্রকাশ দ্বারা সেই সেই প্রাকৃত বস্তু তমের ন্যায় নিরাস করিয়া স্বয়ং প্রকাশ করেন॥

একারণ বেদেও নির্দ্দেশ্য হয়েন না, যেমন স্বীয় প্রকাশ দ্বারা রবি প্রকাশিত হয়েন না তদ্রূপ॥

যথা তেন ঘট ইতি বক্তুং যুজ্যতে স্বাভিন্নত্বাৎ।
যদিচ শক্তি শক্তিমতোর্ভেদপক্ষঃ স্বীক্রিয়তে।
তদা নির্দ্দেশ্যত্বমপীত্যত্রাপ্যনির্দ্দেশ্যত্বেনৈব
নির্দ্দেশ্যত্বং সিদ্ধং ॥ ১৭৩ ॥
অতএবোক্তং গারুড়ে ॥
অপ্রসিদ্ধেরবাচ্যন্তদ্বাচ্যং সর্ব্বাগমোক্তিতঃ।
অতর্ক্যং তর্ক্যমজ্ঞেয়ং জ্ঞেয়মেবং পরং স্মৃতমিতি।
শ্রুতেশ্চ ॥
অন্যদেব তদ্বিদিতাদথোঽবিদিতাদন্যত্রেতি ॥

যেমন চক্ষুদ্বারা ঘট প্রকাশ পায় ইহার ন্যায় বলিবার নিমিত্ত উপযুক্ত বটে, যে হেতু নিজের অভিন্ন অর্থাৎ সূর্য্য হইতে চক্ষু ভিন্ন নহে। যদিচ শক্তি ও শক্তিমানের ভেদ পক্ষ স্বীকার কর, তাহা হইলে এস্থলে নির্দ্দেশ্যও অনির্দ্দেশ্য দ্বারা নির্দ্দিশ্য সিদ্ধ হইল ॥ ১৭৩ ॥

অতএব গরুড়পুরাণে উক্ত হইয়াছে যথা ॥

যাহা অপ্রসিদ্ধ তাহা কহা যায় না কিন্তু শাস্ত্রের উক্তি অনুসারে কহা যায়। এই প্রকার যাহা তর্কাতীত তাহা তর্ক করা যায় ও যাহা জ্ঞানাতীত তাহা জানিতে পারা যায়, ঋষিগণ এইরূপ কহিয়াছেন ॥

শ্রুতিতেও বলিয়াছেন ॥

জ্ঞাত বস্তু হইতে তিনি ভিন্ন হইয়াছেন ও বেদ হইতে তিনি অজ্ঞাত আছেন ॥

ইদমভিপ্রেত্যোক্তং শ্রীপরাশরেণাপি ।
যস্মিন্ ব্রহ্মণি শর্ব্বশক্তিনিলয়ে মানানি নো মানিনাং নিষ্ঠায়ৈ প্রভবন্তি হন্তি কলুষং শ্রোত্রং স যাতোহরিরিতি ॥
নন্বাবিষ্কৃতশক্তে র্ভগবদাখ্য ব্রহ্মণঃ স্বপ্রকাশতা শক্তিরূপত্বং বেদস্য সম্ভবতি । ততশ্চানাবিষ্কৃত শক্তে র্ব্রহ্মণঃ প্রকাশস্তস্মাৎ কথমিতি উচ্যতে ।
অস্মন্মতে তস্যাপি প্রকাশো ভগবচ্ছক্ত্যৈব ।

এই অভিপ্রায়ে শ্রীপরাশরও কহিয়াছেন ॥

সর্ব্বশক্তির আশ্রয় যে ব্রহ্ম তাঁহাতে নিষ্ঠা হেতু আমরা যে মানী আমাদের মান অর্থাৎ পূজা হইয়াছে। সেই ব্রহ্ম স্বরূপ হরি কর্ণরন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইলে পাপ বিনষ্ট করেন ॥

অহে ! যিনি শক্তি প্রকাশক ভগবৎ নামক যে ব্রহ্ম, তাঁহার স্বপ্রকাশ দ্বারা বেদ হইয়াছেন । সেই হেতু যাঁহার শক্তির প্রকাশ নাই সেই ব্রহ্মের বেদ দ্বারা কিরূপে প্রকাশ হইবে ।

এই প্রশ্নের উত্তর কহিতেছেন ॥

আমাদের মতে সেই ব্রহ্মেরও ভগবৎ শক্তি দ্বারাই প্রকাশ হইয়া থাকে ॥

এই বিষয় ৮ স্কন্ধের ২৪ অধ্যায়ে ২৩ শ্লোকে মৎস্যদেব কহিলেন ॥

রাজন্ ! পরম ব্রহ্ম পদবাচ্য যে আমার মহিমা তৎকালে তোমার প্রশ্নে আমি তাহা বিবৃত করিব, তুমি আমার প্রসাদ

তদুক্তং ॥

মদীয়ং মহিমানঞ্চ পরব্রহ্মেতি শব্দিতং।

বেৎস্যস্যনুগৃহীতং মে সংপ্রশ্নৈর্বিবৃতং হৃদীতি।

নচৈতেন পরপ্রকাশ্যত্বমাপততি।

ব্রহ্ম ভগবতোরভিন্নবস্তুত্বাৎ।

অত্র লৌকিক শব্দেনাপি যঃ কচিত্তদুপদেশঃ স তু তস্য তদনুগতেস্তয়া শ্রুত্যৈবানুগৃহীত তয়া সংভবতীত্যুক্তং। অতস্তদনুশীলনাবসরে তদুক্ত্যনুভাব রূপস্য তৎশব্দস্যতু স্মুতরাং তৎস্বরূপ শক্তিবিলাসময়ত্বান্ন তত্র নিষেধঃ কিং তর্হি মনোবিলাসময়স্যৈবেতি সর্বমনবদ্যং।

প্রসাদ লব্ধ সেই মহিমা আপনার হৃদয়ে অবগত হইতে পারিবে ॥

ইহার দ্বারা ব্রহ্মের পর প্রকাশ্যত্ব আপতিত হইল না, যে হেতু ব্রহ্ম ও ভগবান্‌ এই দুই অভিন্ন বস্তু।

এস্থলে লৌকি শব্দ দ্বারাও কখন যে ভগবৎ উপদেশ হইয়াছে তাহাও তাঁহার লোক পরম্পরা হেতু সেই শ্রুতি দ্বারা সম্ভব হয়, ইহাই উক্ত হইয়াছে ॥

অতএব ভগবানের অনুশীলন অবসরে ভগবদুক্তির প্রভাব রূপ তৎ শব্দেরও স্মুতরাং ভগবৎ স্বরূপ শক্তির বিলাসময়ত্ব প্রযুক্ত সে স্থলে ভগবৎ শব্দ প্রয়োগের নিষেধ নাই। তবে মনোবিলাসের যে নিষেধ হয় নাই তাহা কি বলিব একারণ সমুদায় নির্দোষ হইল ॥

অতএব সৌপর্ণশ্রুতৌ ॥

প্রকৃতিশ্চ প্রাকৃতঞ্চ যন্ন জিঘ্রন্তি জিঘ্রন্তি যন্ন পশ্যন্তি পশ্যন্তি যন্ন শৃণ্বন্তি শৃণ্বন্তি যন্ন জানন্তি জানন্তি চেতি ১০। ৮৭ ॥ শ্রুতয়ঃ শ্রীভগবন্তং ॥ ১৭৪ ॥

অথৈকমেব স্বরূপং শক্তিত্বেন শক্তিমত্ত্বেনচ বিরাজতীতি যস্য শক্তেঃ স্বরূপ ভূতত্বং নিরূপিতং তচ্ছক্তিমত্ত প্রাধান্যেন বিরাজমানং ভগবৎ সংজ্ঞামাপ্নোতি। তচ্চ ব্যাখ্যাতং তদেবচ শক্তিত্ব প্রাধান্যেন বিরাজমানং লক্ষ্মী সংজ্ঞামাপ্নোতীতি দর্শয়িতুং তস্যাঃ স্ববৃত্তি ভেদেমানন্ত্যায়াঃ

অতএব সৌপর্ণশ্রুতিতে যথা ॥

প্রকৃতি ও প্রাকৃত বস্তু সকল যাহাকে আঘ্রাণ করিয়া আঘ্রাণ করিতে পারে না, যাঁহাকে দেখিয়া দেখিতে পায় না, যাঁহাকে শুনিয়া শুনিতে পায় না এবং যাঁহাকে জানিয়া জানিতে পারে না ॥ ১৭৪ ॥

অথ একস্বরূপই শক্তি ও শক্তিবিশিষ্ট রূপে বিরাজ করিতেছেন। যাঁহার শক্তির স্বরূপ ভূতত্ব অর্থাৎ অন্তরঙ্গত্ব নিরূপণ করা হইয়াছে, সেই শক্তি বিশিষ্টত্বের প্রাধান্য রূপে বিরাজমান বস্তুর ভগবৎ সংজ্ঞা প্রাপ্তি হয়। ইহা পূর্ব্বে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ঐ শক্তিরই শক্তিত্ব প্রাধান্যরূপে বিরাজমান যে বস্তু তাঁহারই লক্ষ্মী বলিয়া নাম হয়। ইঁহাই দেখাইবার জন্য ঐ লক্ষ্মীর স্বীয় বৃত্তিভেদে অসংখ্যত্ব হইয়াছে, অতএ ঐ শক্তিরই কতিপয় ভেদ মাত্র দেখান হই-

কিয়ন্তো ভেদা দর্শ্যন্তে ॥

যথা ॥

শ্রিয়া পুষ্ট্যা গিরা কান্ত্যা কীর্ত্ত্যা তুষ্ট্যেলয়োর্জ্জয়া।
বিদ্যয়াঽবিদ্যয়া শক্ত্যা মায়য়াচ নিষেবিতং ॥ ১১৭ ॥

শক্তিঃ মহালক্ষ্মীরূপা স্বরূপভূতা শক্তিশব্দস্য প্রথম প্রবৃত্ত্যাশ্রয়রূপা ভগবদন্তরঙ্গা মহাশক্তিঃ। মায়াচ বহি-রঙ্গা শক্তিঃ। শ্র্যাদয়স্তু তয়োরেব বৃত্তিরূপাঃ তাসাং সর্ব্বাসামপি প্রাকৃতাপ্রাকৃততা ভেদেন শ্রূয়মাণত্বাৎ।

তেছে ॥

১০ স্কন্ধের ৩৯ অধ্যায়ে ৪৭ শ্লোকে
শ্রীশুকদেবের বাক্য যথা ॥

অক্রুর জলমধ্যে দেখিতেছেন শ্রী, পুষ্টি, বাণী, কান্তি, কীর্ত্তি, তুষ্টি, ইলা, উর্জা এই সকল দেবী, তথা জীবগণের সংসার হেতু বিদ্যা ও অবিদ্যা অপর ঐ দুইয়ের কারণীভূত শক্তি এবং মায়া ইহারাও শ্রীকৃষ্ণকে সেবা করিতেছেন ॥১১৭

তাৎপর্য্য শক্তি এস্থলে মহালক্ষ্মীরূপা স্বরূপ ভূতা অর্থাৎ শক্তি শব্দের প্রথম প্রবৃত্তি দ্বারা সকল শক্তির আশ্রয় রূপা ভগবানের অন্তরঙ্গা মহাশক্তি। মায়া ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি। শ্রীপ্রভৃতি শক্তি সকল ঐ দুইয়েরই বৃত্তিরূপা। অতএব শ্রী আদি শক্তি সকলের প্রাকৃতাপ্রাকৃতত্ব শ্রুত হই-তেছে ॥

ততঃ শ্রিয়েত্যাদৌ শক্তিবৃত্তিরূপয়া মায়াবৃত্তিরূপয়া চেতি সর্ব্বত্র জ্ঞেয়ং, তত্র পূর্ব্বস্যাভেদঃ শ্রীর্ভাগবতী সম্পৎ নত্বীয়ং মহালক্ষ্মী রূপা তস্যা মূল শক্তিত্বাৎ। তদগ্রে বিবরণীয়ং ॥ ১৭৫ ॥

উত্তরস্যাভেদঃ শ্রীর্জ্জগতী সম্পৎ। ইমামেবাধিকৃত্য।

অতএব "শ্রিয়া পুষ্ট্যা গিরা কান্ত্যা" ইত্যাদি শ্লোকে শক্তির বৃত্তিরূপ দ্বারা এবং মায়ার বৃত্তিরূপ দ্বারা। ইহা সর্ব্বত্র জানিতে হইবে ॥

ঐ দুই প্রকার শক্তির মধ্যে ভেদ এই যে যিনি পূর্ব্বা অর্থাৎ শ্রী তিনি ভগবৎসম্বন্ধিনী সম্পৎ তিনি মহালক্ষ্মীরূপা নহেন, যে হেতু মহালক্ষ্মী মূল শক্তি, ইহা অগ্রে বিস্তার করিব ॥ ১৭৫ ॥

উত্তরার প্রভেদ এই যে শ্রী জগতী সম্পৎ। ইহাঁকেই অধিকার করিয়া ৩ স্কন্ধের ১৬ অধ্যায়ে ৭ শ্লোকে শ্রীভগবদুক্তি যথা ॥

ভগবান্ কহিলেন হে দ্বিজগণ! যাঁহাদের সেবা করিয়া আমার চরণপদ্মে পবিত্র রেণু হইয়াছে, তাহাতে আমি অখিল লোকের পাপ বিনষ্ট করি এবং স্বয়ং এতাদৃশী শীলতা লাভ করিয়াছি যে, ব্রহ্মাদি দেবগণ যে কমলার কটাক্ষ লেশ লাভ নিমিত্ত বহু বহু নিয়ম ধারণ করিয়া থাকেন, আমি বিরক্ত হইলেও আমাকে ক্ষণকালের নিমিত্ত ত্যাগ করে না, সেই সকল ব্রাহ্মণের প্রতি যে ব্যক্তি প্রতিকূল আচরণ করে, সে

ন শ্রীর্বিরক্তমপি মাং বিজহাতীত্যাদিবাক্যং।

যত উক্তং চতুর্থশেষে শ্রীনারদেন ॥

শ্রিয়মনুচরিতীং তদর্থিনশ্চ

দ্বিপদপতীন্ বিবুধাংশ্চ যঃ স্বপূর্ণঃ।

ন ভজতি নিজ ভৃত্যবর্গ তন্ত্রঃ

কথমমুমুদ্বিসৃজেৎ পুমান্ রসজ্ঞ ইতি ॥

অত্র তদর্থদ্বিপদপত্যাদি সদ্ভাব উপজীব্যঃ।

তথা দুর্ব্বাসঃ শাপনষ্টায়াস্ত্রৈলোক্যলক্ষ্ম্যা আবির্ভাবং সাক্ষাদ্ভগবৎপ্রেয়সীরূপা স্বয়ং ক্ষীরোদাদাবির্ভূয় দৃষ্ট্যা।

কখন আমার অনুগ্রহের পাত্র হয় না, আমি তাহাকে বধ করি ॥

অতএব ৪ স্কন্ধের ৩১ অধ্যায়ে ১৯ শ্লোকে
শ্রীনারদ কহিয়াছেন ॥

অহে নৃপগণ! যিনি আপনাতেই পরিপূর্ণ এবং আপনার ভক্তজনেই অনুরক্ত হওয়াতে অনুবর্ত্তমানা শ্রী ও সকাম রাজগণ এবং দেবতাদিগেরও অনুবৃত্তি গ্রহণ করেন না তাদৃশ ভগবান্কে কোন্ অকৃতজ্ঞ পুরুষ অত্যল্পও পরিত্যাগ করিতে পারে? ॥

এই শ্লোকে লক্ষ্মীর নিমিত্ত রাজগণ ও দেবতা সকল ইহাঁদের যে সদ্ভাব তাহা উপজীব্য অর্থাৎ আশ্রয়ণীয় ॥

সাক্ষাৎ ভগবৎ প্রেয়সী রূপা লক্ষ্মী স্বয়ং ক্ষীর সমুদ্র হইতে আবির্ভূ তা হইয়া দুর্ব্বাসার শাপ বিনষ্টা ত্রৈলোক্য

কৃতবতীতি শ্রূয়তে ॥

এবমপরা অপি তত্র ইলা ভূঃতদুপলক্ষণত্বেন লীলাঽপি। তত্রচ পূর্ব্বস্যা ভেদোবিদ্যা তদ্দ্বারা বোধকারণং সম্বিদাখ্যায়াস্তদ্বৃত্তি বৃত্তিবিশেষঃ। উত্তরস্যাভেদস্তস্যা এব বিদ্যায়াঃ প্রকাশদ্বারং অবিদ্যা লক্ষণোভেদঃ। পূর্ব্বস্যা ভগবতি বিভুত্বাদি বিস্মৃতি হেতু মাতৃভাবাদি প্রেমানন্দ বৃত্তিবিশেষঃ। অতএব গোপীজনাবিদ্যাকলা প্রেরক ইতি তাপন্যাং শ্রুতৌ। যথাঽবসরমেতদপি বিবরণীয়ং ॥ ১৭৬ ॥

লক্ষ্মীর প্রতি দৃষ্টিপাত করেন তাহাতেই তাঁহার আবির্ভাব শ্রুত হইতেছে ॥

এই প্রকার অপরা শক্তিও হইয়াছেন, তন্মধ্যে ইলা যে ভূশক্তি তদুপলক্ষণ হেতু লীলাকেও জানিতে হইবে ॥

ঐ সকলের মধ্যে মহালক্ষ্মী ও মায়া এই দুইয়ের মধ্যে পূর্ব্বার ভেদ বিদ্যা, ইনি তত্ত্বজ্ঞানের কারণ, এবং সম্বিৎনাম্নী স্বরূপ শক্তির বৃত্তি বিশেষ। উত্তরার ভেদ। সেই বিদ্যা দ্বারাই প্রকাশ হেতু অবিদ্যারূপ ভেদ হয় ॥

পূর্ব্বার ভেদ এই যে উনি ভগবানে বিভুত্বাদি বিস্মৃতির কারণ মাতৃ ভাবাদিময় প্রেমানন্দের বৃত্তিবিশেষ। অতএব "গোপীজন অবিদ্যাকলার প্রেরক" এই গোপালতাপনী শ্রুতি প্রমাণে। অবসরক্রমে ইহা বিস্তার করিব ॥ ১৭৬ ॥

×

উত্তরস্যাঃ স ভেদঃ সংসারিণাং স্বস্বরূপ বিস্মৃত্যাদি হেতু রাবরণাত্মক বৃত্তিবিশেষঃ। চকারাৎ পূর্ব্বস্যাঃ সন্ধিনী সম্বিৎ হ্লাদিনী। ভক্ত্যাধার শক্তি মূর্ত্তি বিমলা জয়া যোগা প্রহ্বী ঈশানানুগ্রহাদয়শ্চ জ্ঞেয়াঃ ॥

অত্র সন্ধিন্যেব সত্যা জয়ৈবোৎকর্ষিণী। যোগৈব যোগ-মায়া সম্বিদেব জ্ঞানাজ্ঞানশক্তিঃ শুদ্ধসত্ত্বং চেতি জ্ঞেয়ং। প্রহ্বী বিচিত্রানন্দ সামর্থ্য হেতুঃ। ঈশানা সর্ব্বাধিকারিতা শক্তিহেতুরিতি ভেদঃ। এবমুত্তরস্যাশ্চ যথা যথাঽন্যা-জ্ঞেয়াঃ।

উত্তরার অবিদ্যা রূপ ভেদ সংসারিদিগের নিজ নিজ রূপের বিস্মৃতির আদিকারণ আবরণ স্বরূপ বৃত্তিবিশেষ। চকারাধীন পূর্ব্বার সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী ভক্তির আধার শক্তি মূর্ত্তি, বিমলা, জয়া, যোগা, প্রহ্বী, ঈশানা ও অনুগ্রহা প্রভৃতিকে জানিতে হইবে ॥

এস্থলে যিনি সন্ধিনী তিনি সত্যা, যিনি জয়া তিনি উৎ-কর্ষিণী। যোগা যোগমায়া, যিনি সম্বিৎ তিনি জ্ঞানাজ্ঞান শক্তি ও শুদ্ধসত্ত্ব বলিয়া অভিহিত হয়েন ॥

অপর যিনি প্রহ্বী তিনি বিচিত্র আনন্দ সামর্থ্যের হেতু। তথা ঈশানা সর্ব্বাধিকারিতা শক্তির হেতু স্বরূপা এই মাত্র ভেদ। আর এই প্রকার উত্তরা অর্থাৎ মায়াশক্তির যথা যোগ্য অন্যান্য বৃত্তি সকল জানিতে হইবে ॥

তদেবমপ্যত্র মায়াবৃত্তয়ো ন বিব্রিয়স্তে বহিরঙ্গসেবিত্বাৎ। মূলেতু সেবামাত্রে সাধারণেন গণিতাঃ। বহিরঙ্গ সেবিত্বং চ তস্যা ভগবদংশভূত পুরুষস্য বিদূরবর্ত্তিতয়ৈবাশ্রিতত্বাৎ॥ ১৭৭॥

তথাচ দশমস্য সপ্তত্রিংশে নারদেন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এবাস্তাবি॥

বিশুদ্ধ বিজ্ঞানঘনং স্বসংস্থয়া সমাপ্ত সর্ব্বার্থমমোঘ বাঞ্ছিতং। স্বতেজসা নিত্য নিবৃত্ত মায়াগুণপ্রবাহং ভগবন্তমীমহি॥

অতএব এ প্রকার এস্থলে মায়ার বৃত্তি সকল বিস্তার করা হয় নাই, যে হেতু উহা বহিরঙ্গ শক্তি। পরন্তু মূলগ্রন্থে ঐ সকল মায়াবৃত্তি কেবল সেবা মাত্র সাধারণ রূপে গণিত হইয়াছে। যে হেতু ঐ মায়াকে ভগবদ্বহিরঙ্গ সেবিত্ব জানিতে হইবে। কেন না ঐ মায়া ভগবানের অংশভূত যে পুরুষ তাঁহার বহুদূরবর্ত্তিনী হইয়া আশ্রিত ভাবে রহিয়াছেন॥ ১৭৭॥

এই বিষয় ১০ স্কন্ধের ৩৭ অধ্যায়ে ১৯। ২০ শ্লোকে শ্রীনারদ শ্রীকৃষ্ণের স্তবে বিস্তার করিয়াছেন যথা॥

নারদ কহিলেন হে ভগবন্! আপনি কেবল জ্ঞানৈক মূর্ত্তি, পরমানন্দ স্বরূপ, স্বীয় সম্যক্ স্থিতি দ্বারা সম্যক্প্রকারে সকল অর্থ প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং আপনার বাঞ্ছিত অমোঘ, কিন্তু নিজতেজে মায়াগুণ প্রবাহ আপনা হইতে নিত্য নিবৃত্ত হইয়াছে অতএব আপনি নিরতিশয় ঐশ্বর্য্যশালী। আমি

ত্বামীশ্বরং স্বাশ্রয়মাত্মমায়য়া বিনির্ম্মিতাশেষবিশেষকল্পনং।
ক্রীড়ার্থমভ্যাত্ত মনুষ্যবিগ্রহং নতোঽস্মি ধূর্য্যং যদুবৃষ্ণি-সাত্বতামিতি ॥ ১৭৮ ॥

অনয়োরর্থঃ ॥

বিশুদ্ধং যৎ বিজ্ঞানং পরমতত্ত্বং তদেব ঘনঃ শ্রীবিগ্রহো যস্য। স্বসংস্থয়া স্বরূপাকারেণ স্বরূপশক্ত্যৈব বা সম্যগাপ্তা ইব নিত্যসিদ্ধাঃ পূর্ণা বা সর্ব্বে অর্থা ঐশ্বর্য্যাদয়ো যত্র। অতএব ন বিদ্যতে অতি তুচ্ছত্বাৎ মোঘে বৃথা

আপনার শরণ গ্রহণ করি ॥

প্রভো! আপনি ঈশ্বর অর্থাৎ অন্যকে বশ করেন এবং স্বাশ্রয় অর্থাৎ অন্যের বশ্য নহেন অতএব নিজাধীন মায়া দ্বারা মহদাদি অশেষ কল্পনা নির্ম্মাণ করেন। আপনি ক্রীড়ার নিমিত্ত মনুষ্য দেহ ধারণ করিয়াছেন অতএব যদু বৃষ্ণি এবং সাত্বতদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আপনাকে প্রণাম করি ॥ ১৭৮ ॥

উল্লিখিত শ্লোকদ্বয়ের অর্থ যথা ॥

বিশুদ্ধ যে বিজ্ঞান অর্থাৎ পরমতত্ত্ব তাহাই ঘন (গাঢ়) স্বরূপ হইয়া যাঁহার শ্রীবিগ্রহ হইয়াছে। ঐ শ্রীবিগ্রহ "স্বসংস্থয়া" অর্থাৎ স্বীয় রূপের আকর অথবা স্বরূপ শক্তির দ্বারাই যাঁহাতে সম্যক্ প্রকারে প্রাপ্তের ন্যায় নিত্যসিদ্ধ অথবা পূর্ণ সমুদায় অর্থ অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যাদি যাঁহাতে প্রাপ্ত হইয়াছে। অতএব অতি তুচ্ছ প্রযুক্ত মিথ্যারূপ জগৎকার্য্যে যাঁহার বাঞ্ছা নাই ॥

ভূতে জগৎ কার্য্যে বাঞ্ছিতং বাঞ্ছা যস্য। ক্বচিদবাঞ্ছিত স্যাপি সম্বন্ধোদৃশ্যত ইত্যাশঙ্ক্যাহ স্বতেজসা স্বরূপশক্তি প্রভাবেন নিত্যমেব নিবৃত্তো দূরীভূতো মায়াগুণপ্রবাহ স্তৎ পরম্পরা যস্মাৎ। ইত্থমেব।

যুক্তং বিরহিতং শক্ত্যা গুণময্যাত্মমায়য়েত্যুক্তং ॥

আত্মমায়য়া স্বরূপভূতয়া শক্ত্যা যুক্তং।

গুণময্যা বিরহিতমিতি তং ভগবন্তং শরণং ব্রজে।

তথা ত্বাং শ্রীকৃষ্ণাখ্যং ভগবন্তমেব স্বাংশে

নেশ্বরমন্তর্যামী পুরুষমপি সন্তং নতোহস্মি ॥

কথং ভূতমীশ্বরং স্বরূপশক্ত্যা স্বাশ্রয়মপি আত্মমায়য়া

যদি বল অবাঞ্ছিত অর্থাৎ বাঞ্ছা রহিত ভগবানের কোথাও সম্বন্ধ দেখা যায় এই আশঙ্কায় কহিতেছিন। স্বীয় তেজঃ অর্থাৎ স্বরূপ শক্তির প্রভাব দ্বারা যাঁহা হইতে মায়ায় গুণ প্রবাহ অর্থাৎ পরম্পরা নিবৃত্ত অর্থাৎ দূরীভূত হইয়াছে ॥

এই প্রকারই, গুণশক্তির সম্বন্ধ রহিত ও আত্ম মায়ার সহিত যুক্ত ইহা উক্ত হইল। যিনি আত্মমায়া অর্থাৎ স্বরূপ ভূতা শক্তির সহিত যুক্ত ও গুণময়ী মায়ার সহিত সম্বন্ধ রহিত হইয়াছেন সেই ভগবানের আমরা শরণাগত হইলাম। তথা শ্রীকৃষ্ণাখ্য ভগবান্ যিনি স্বীয় অংশ দ্বারা ঈশ্বর অর্থাৎ অন্তর্যামি পুরুষ হইয়াছেন সেই আপনাকে নমস্কার করি ॥

আপনি কিরূপ ঈশ্বর এই আকাঙ্ক্ষায় কহিতেছেন।

আত্মাঽত্র জীবাত্মা তদ্বিষয়া মায়য়া বিনির্ম্মিতা অশেষ বিশেষাকারা কল্পনা যেন। যদ্বা। আত্মমায়য়া স্বরূপ শক্ত্যা স্বাশ্রয়ং বিনির্ম্মিতা অশেষবিশেষা যথা তথা ভূতা কল্পনা মায়াশক্তির্যস্য। কীদৃশং ত্বাং সংপ্রতি ত্বদাবির্ভাব সময়ে তস্যাপীশ্বরস্য ত্বয়ি ভগবত্যেব প্রবেশাৎ যুগপত্তত্তদ্বিচিত্র তত্তচ্ছক্তি প্রকাশেন যা ক্রীড়া তদর্থং অভ্যাস্তঃ অভি ভক্তাভিমুখ্যেন আস্তঃ আনীতঃ প্রকটিতো মনুষ্যাকারঃ নরাকৃতি পরব্রহ্মেতি স্মরণাৎ। তদ্রূপো ভগবদাখ্যোবিগ্রহো যেন। তমেব পুনর্ব্বিশিনষ্টি। যত্ন

আপনি স্বরূপ শক্তি দ্বারা নিজাশ্রয় হইয়াও আত্মমায়া অর্থাৎ আত্মা এস্থলে জীবাত্মা তদ্বিষয়া মায়া দ্বারা নির্ম্মিত যে অশেষ বিশেষাকার সেই রূপ কল্পনা সকল আপনাতে হইয়াছে, অথবা আত্মমায়াস্বরূপ শক্তি দ্বারা আপনি নিরাশ্রয় হইয়াছেন। অশেষ বিশেষ অর্থাৎ যথা তথা রূপ কল্পনা ময়ী শক্তি যাহার। অপর আপনি কি প্রকার এই অভিপ্রায়ে কহিতেছেন। সম্প্রতি আপনার আবির্ভাব সময়ে সেই শক্তির ঈশ্বর যে আপনি, ভগবান্ আপনাতেই প্রবেশ হেতু এককালীন বিচিত্র সেই সেই শক্তির প্রকাশ দ্বারা যে ক্রীড়া তন্নিমিত্ত ভক্তগণের সম্মুখে "নরাকৃতি পরব্রহ্ম" শাস্ত্রের এই উক্তি প্রযুক্ত আপনি মনুষ্যাকার প্রকটিত করিয়াছেন, অর্থাৎ মনুষ্যরূপ ভগবৎ নামক বিগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন।

ঐ মনুষ্যাকার রূপকে পুনর্ব্বার বিশেষ করিতেছেন যথা।

বৃষ্ণিসাত্বতাং ধূর্য্যং তেষাং নিত্যপরিকরাণাং প্রেমভার বহমিতি ॥ ১৭৯ ॥

অথবা মূলপদ্যে শক্ত্যেতি সর্ব্বত্রৈব বিশেষ্য পদং ।

শ্রীর্মূলরূপা ।

পুষ্ট্যাদয়স্তদংশাঃ বিদ্যা জ্ঞানং ।

আসমীচীনা বিদ্যা ভক্তিঃ ॥

রাজবিদ্যা রাজগুহ্যমিত্যাদেঃ ।

মায়া বহিরঙ্গা তদ্বৃত্তয়ঃ শ্র্যাদয়স্তু পৃথক্ জ্ঞেয়াঃ ।

প্রভো ! আপনি যদুবৃষ্ণি সাত্বত সকলের ধূর্য্য অর্থাৎ যদু প্রভৃতি ঐ সকল নিত্য পরিকরের প্রেমাতিশয় প্রাপক ॥১৭৯

অথবা মূল শ্লোকে “শক্ত্যা” এই পদ বিশেষ্য জানিতে হইবে। এস্থলে শ্রী মূলরূপা। পুষ্ট্যাদি উহাঁরই অংশরূপা। বিদ্যা শব্দে এস্থলে জ্ঞান, তথা আসমীচীনা বিদ্যার নাম ভক্তি

ভগবদ্গীতায় ৯ অধ্যায়ে ২ শ্লোকে ॥

রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমং ।

প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্ম্যং সুসুখং কর্ত্তুমব্যয়ং ॥

হে অর্জ্জুন ! এই জ্ঞানকে রাজবিদ্যা, সমস্ত গুহ্য তত্ত্ব অপেক্ষা গুহ্য, অত্যন্ত পাবিত্র্য জনক, আত্ম প্রত্যক্ষানুভব স্বরূপ, এবং অক্ষয়ফলজনক সমস্ত ধর্ম্ম সাধনে সহজ বলিয়া জানিবে ॥

মায়া এস্থলে বহিরঙ্গা শক্তি, শ্রী আদি করিয়া তাঁহার বৃত্তি সকল পৃথক্ হইয়াছে, ইহা জানিতে হইবে।

শিষ্টং সমং ॥

ততশ্চাত্র শুদ্ধভগবৎ প্রকরণে স্বরূপশক্তিবৃত্তিষ্বেব গণনায়াং পর্য্যবসিতাস্থ বিবেচনীয়মিদং প্রথমং তাবদেকস্যৈব তত্ত্বস্য সত্ত্বাচ্চিত্ত্বাদানন্দত্বাৎ শক্তিরপ্যেকা ত্রিধা ভিদ্যতে ॥ ১৮০ ॥

তদুক্তং শ্রীবিষ্ণুপুরাণে শ্রীধ্রুবেণ ॥

হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিৎ ত্বয্যেকা সর্ব্বসংস্থিতৌ।
হ্লাদ তাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জিত ইতি ব্যাখ্যাতঞ্চ স্বামিভিঃ ॥

হ্লাদিনী আহ্লাদকরী সন্ধিনী সত্তা।
সম্বিৎ বিদ্যাশক্তিঃ ॥

শিষ্ট এই শব্দের অর্থ সমান ॥

অতএব এস্থলে শুদ্ধ ভগবৎ প্রকরণে স্বরূপ শক্তির বৃত্তি বিশেষ সকলের গণনার মধ্যে পর্য্যবসিতা শক্তি সমুদায়ে প্রথমত এইটী বিবেচনা করিতে হইবে, এক তত্ত্বেরই বিদ্যমানতা, জ্ঞানতা ও আনন্দতা প্রযুক্ত এক শক্তিরই তিন প্রকার ভেদ হইয়াছে ॥ ১৮০ ॥

হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ এই তিন শক্তি সর্ব্বাশ্রয় তোমাতে এক রূপা হইয়াছেন, হ্লাদ ও তাপ করেন এমন যে মিশ্রা শক্তি তাহা গুণবর্জিত তোমাতে নাই ॥

শ্রীধরস্বামী এই শ্লোকে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। হ্লাদিনী শব্দে আহ্লাদকরী। সন্ধিনীর অর্থ সত্তাকরী। সম্বিৎ শব্দে

একা মুখ্যা অব্যভিচারিণী স্বরূপ ভূতেতি যাবৎ ।

সা সর্ব্বসংস্থিতৌ সর্ব্বস্য সম্যক্ স্থিতি র্যস্মাৎ তস্মিন্ সর্ব্বাধিষ্ঠান ভূতে ত্বয্যেব নতু জীবেষু ।

জীবেষু যা গুণময়ী ত্রিবিধা সা ত্বয়ি নাস্তি ।

তামেবাহ হ্লাদ তাপকরী মিশ্রেতি ।

হ্লাদকরী মনঃ প্রসাদোত্থা সাত্ত্বিকী ।

তাপকরী বিষয়বিয়োগাদিষু তাপকরী তামসী ।

তদুভয় মিশ্রা বিষয় জন্যা রাজসী ।

বিদ্যা শক্তি । একা শব্দে মুখ্যা অব্যভিচারিণী অর্থাৎ স্বরূপ ভূতা জানিতে হইবে ॥

সেই স্বরূপভূতা শক্তি সর্ব্বসংস্থিতি অর্থাৎ সকলের সম্যক্ প্রকারে যাঁহা হইতে স্থিতি হইয়াছে, সেই সকলের অধিষ্ঠান স্বরূপ আপনাতেই অবস্থিত আছেন, জীবে অবস্থান করেন না ।

জীবে যে তিন প্রকার গুণময়ী শক্তি তাহা আপনাতে নাই ।

সেই তিনপ্রকার শক্তি কি ? এই আকাঙ্ক্ষায় কহিতেছেন । উনি হ্লাদকরী, তাপকরী ও মিশ্রা ! ইহার অর্থ এই যে, যিনি হ্লাদকরী তিনি মনের প্রসন্নতা হইতে উৎপন্না সাত্ত্বিকী । যিনি তাপকরী তিনি বিষয় বিয়োগাদিতে তাপ প্রদান করেন এই হেতু তামসী । আর যিনি মিশ্রা অর্থাৎ

×

তত্র হেতুঃ সত্ত্বাদি গুণৈর্ব্বর্জ্জিতে ॥ ১৮১ ॥

তদুক্তং।

সর্ব্বজ্ঞসূক্তৌ ॥

হ্লাদিন্যা সম্বিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ।

স্বাবিদ্যা সংবৃতো জীবঃ সংক্লেশ নিকরাকর ইতীতি ॥

তত্র হ্লাদকরূপোঽপি ভগবান্ যয়া হ্লাদতে হ্লাদয়তিচ সা হ্লাদিনী। তথা সত্তারূপোঽপি যয়া সত্তাং দধাতি ধারয়তিচ সা সন্ধিনী। এবং জ্ঞান রূপোঽপি যয়া জানাতি

সত্ত্ব তমো মিশ্রিতা তিনি বিষয় হইতে উৎপন্না একারণ রাজসী ঐ সকল শক্তি যে আপনার থাকেনা তাঁহার হেতু এই, আপনি সত্ত্বাদি গুণবর্জ্জিত ॥ ১৮১ ॥

এই বিষয় সর্ব্বজ্ঞ সূক্তে উক্ত হইয়াছে যথা ॥

যিনি সচ্চিদানন্দ ঈশ্বর তিনি হ্লাদিনী ও সম্বিৎ এই দুই শক্তি যুক্ত, আর যিনি জীব তিনি আপনার অবিদ্যায় আবৃত হইয়া সমস্ত ক্লেশের আকর স্বরূপ হইয়াছেন ॥

এ স্থলে ভগবান্ হ্লাদক রূপ হইয়াও যাহা দ্বারা আহ্লাদ যুক্ত হয়েন ও আহ্লাদিত করেন তাহার নাম হ্লাদিনী। তথা সত্তা অর্থাৎ বিদ্যমান রূপ হইয়াও যাহার দ্বারা সত্তাকে অর্থাৎ বিদ্যমানতাকে ধারণ করেন ও ধারণ করান, তাহার নাম সন্ধিনী। এই প্রকার ভগবান্ জ্ঞান রূপ হইয়াও যাহার দ্বারা জানেন ও জানান তাহার নাম সম্বিৎ, ইহা জানিতে

তত্র চেত্তরোত্তর গুণোৎকরণে সন্ধিনী সম্বিৎ হ্লাদিনীতি ক্রমোজ্ঞেয়ঃ ॥ ১৮২ ॥

তদেবং তস্যাস্ত্র্যাত্মকত্বে সিদ্ধে যেন স্বপ্রকাশতা লক্ষণেন তদ্বৃত্তি বিশেষেণ স্বরূপং বা স্বয়ং স্বরূপ শক্তি র্বা বিশিষ্টং বাবির্ভবতি ত্বিশুদ্ধসত্ত্বং। তচ্চান্য নিরপেক্ষস্তৎ প্রকাশ ইতি জ্ঞাপন জ্ঞানবৃত্তিকত্বাৎ সম্বিদেব। অস্য মায়য়া স্পর্শাভাবাদ্বিশুদ্ধসত্ত্বং। তত্র চেদ মেব সন্ধিন্যংশ প্রধান চেদাধারশক্তিঃ। সম্বিদংশ প্রধান মাত্মবিদ্যা। হ্লাদিনী-সারাংশপ্রধানং গুহ্যবিদ্যা। যুগপ চ্ছক্তিত্রয়প্রধানং

হইবে।

এস্থলেও উত্তরোত্তর গুণের উৎকর্ষ দ্বারা সন্ধিনী, সম্বিৎ, হ্লাদিনী এই ক্রম জানিতে হইবে ॥ ১৮২ ॥

অতএব এই প্রকার সেই এক শক্তির তিন স্বরূপত্ব সিদ্ধ হইল, যে স্বপ্রকাশকতা লক্ষণবৃত্তি বিশেষ দ্বারা স্বরূপ অথবা স্বয়ং স্বরূপ শক্তি কিম্বা স্বরূপশক্তি বিশিষ্ট আবির্ভূত হয়েন তাহার নাম শুদ্ধসত্ত্ব। ঐ বিশুদ্ধ সত্ত্ব অন্যকে অপেক্ষা করেন না। ভগবানের স্বপ্রকাশ স্বরূপ জ্ঞাপন ও জ্ঞানবৃত্তি প্রযুক্ত সেই ভগবানের সম্বিৎ শক্তি মায়ার সহিত স্পর্শ না থাকায় বিশুদ্ধ সত্ত্ব হইয়াছেন। তন্মধ্যে এই বিশুদ্ধ সত্ত্বই সন্ধিনী শক্তির প্রধান অংশ হইলে আধার শক্তি, সম্বিৎ শক্তির প্রধানাংশ হইলে আত্মবিদ্যা ও হ্লাদিনীর সারাংশ প্রধান হইলে গুহ্য বিদ্যা বলা যায়, আর এককালীন

মূর্ত্তিঃ ॥ ১৮৩ ॥

অত্রাধারশক্ত্যা ভগবদ্ধাম প্রকাশতে।

তদুক্তং।

যৎ সাত্ত্বতাঃ পুরুষরূপমুশন্তি সত্ত্বং লোকোযত ইতি।

তথা জ্ঞান তৎ প্রবর্ত্তক লক্ষণ বৃত্তিদ্বয় কয়া আত্মবিদ্যয়া তদ্বৃত্তিরূপমুপাসকাশ্রয়ং জ্ঞানং প্রকাশতে। এবং ভক্তি তৎপ্রবর্ত্তক লক্ষণ বৃত্তিদ্বয়কয়া গুহ্যবিদ্যয়া তদ্বৃত্তিকয়া প্রীত্যাত্মিকা ভক্তিঃ প্রকাশতে।

শক্তিত্রয় প্রধান হইলে মূর্ত্তি হয় ॥ ১৮৩ ॥

এস্থলে আধার শক্তি দ্বারা সন্ধিনী বৃত্তিরূপ উপাসক সকলের ভগবদ্ধামের প্রকাশ হয়, এই বিষয় ১২ স্কন্ধের ৮ অধ্যায়ে ৪০ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যথা ॥

হে ভগবন্! সাত্ত্বত বংশীয়েরা ঈশ্বরের যে সত্ত্বরূপ ভজনা করেন তদ্দ্বারা বৈকুণ্ঠ লোকে, অভয় ও আত্ম সুখ প্রাপ্তি হয় ॥

সেই রূপ জ্ঞান ও জ্ঞান প্রবর্ত্তক স্বরূপ বৃত্তিদ্বয় রূপা আত্ম বিদ্যা দ্বারা তদ্বৃত্তি অর্থাৎ সম্বিৎ বৃত্তি রূপ উপাসক সকলের আশ্রয় স্বরূপ যে জ্ঞান তাহা প্রকাশ পায় ॥

এই প্রকার ভক্তি এবং ভক্তিপ্রবর্ত্তক স্বরূপ বৃত্তিদ্বয় রূপ হ্লাদিনীর সারাংশ স্বরূপ গুহ্য বিদ্যা ও তদ্বৃত্তি রূপ দ্বারা প্রেম স্বরূপা ভক্তি প্রকাশ পায় ॥

অতএব শ্রীবিষ্ণুপুরাণে।
লক্ষ্মীস্তবে স্পষ্টীকৃতে॥
যজ্ঞবিদ্যা মহাবিদ্যা গুহ্যবিদ্যাচ শোভনে।
আত্মবিদ্যাচ দেবি ত্বং বিমুক্তিফলদায়িনীতি।
যজ্ঞবিদ্যা কর্ম্মবিদ্যা। মহাবিদ্যা অষ্টাঙ্গযোগঃ।
গুহ্যবিদ্যা ভক্তিঃ। আত্মবিদ্যা জ্ঞানং।
তৎ সর্ব্বাশ্রয়ত্বাত্ত্বমেব তত্তদ্রূপা বিবিধানাং মুক্তীনাং
বিবিধানামন্যেষাঞ্চ ফলানাং দাত্রী ভবতীত্যর্থঃ॥ ১৮৪॥
অথ মূর্ত্ত্যা পরতত্ত্বাত্মকঃ শ্রীবিগ্রহঃ প্রকাশতে।

অতএব শ্রীবিষ্ণুপুরাণে
লক্ষ্মী স্তবে স্পষ্ট কহিয়াছেন যথা॥

হে শোভনে! হে দেবি! তুমি যজ্ঞবিদ্যা, মহাবিদ্যা, গুহ্যবিদ্য ও আত্মবিদ্যা হইয়াছ এবং তুমিই মুক্তি ফল প্রদান কর॥

এ স্থলে যজ্ঞ বিদ্যার অর্থ কর্ম্ম বিদ্যা, মহাবিদ্যার অর্থ অষ্টাঙ্গ যোগ, গুহ্য বিদ্যার অর্থ ভক্তি এবং আত্মবিদ্যার অর্থ জ্ঞান, এই সকলের আশ্রয় প্রযুক্ত তুমিই ঐ ঐ স্বরূপা হইয়া বিবিধ মুক্তি সকলের ও অন্যান্য ফল সকলের দাত্রী হইয়াছ॥ ১৮৪॥

অথ মূর্ত্তি অর্থাৎ এককালীন শক্তিত্রয় প্রধান দ্বারা পরতত্ত্ব স্বরূপ শ্রীবিগ্রহ প্রকাশ পান। এই মূর্ত্তির নাম বাসুদেব॥

ইয়মেব বাসুদেবাখ্যা তদুক্তং শ্রীমহাদেবেন ॥

সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেব শব্দিতং যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ। সত্ত্বেচ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবোহ্যধোক্ষজো মে মনসা বিধীয়ত ইতি।

অস্যার্থঃ।

বিশুদ্ধং স্বরূপ বৃত্তিত্বেন জাড্যাংশেনাপি রহিতমিতি।

বিশেষেণ শুদ্ধং সত্ত্বং যৎ তদেব বসুদেব শব্দেনোক্তং কুত স্তস্য সত্ত্বতা বসুদেবতা বা তত্রাহ। যৎ যস্মাৎ তত্র

এই বিষয় ৪ স্কন্ধের ৩ অধ্যায়ে ২১ শ্লোকে শ্রীমহাদেব কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে যথা ॥

মহাদেব সতীকে কহিলেন হে সুন্দরি! আমি কেবল অভ্যাগত ব্যক্তিতে বাসুদেব বোধে নমস্কার করি এমত নহে নিত্যই মনোমধ্যে বাসুদেবের চিন্তা করিয়া থাকি, বিশুদ্ধ যে সত্ত্বগুণ তাহাই বসুদেব এই শব্দে উক্ত হয়, যে হেতু নির্ম্মল সত্ত্বগুণে পরম পুরুষ বাসুদেব প্রকাশ পান। এই কারণে সেই সত্ত্ব স্বরূপ অথচ ইন্দ্রিয়ের অগোচর ভগবান্ বাসুদেবকে আমি মনো দ্বারা সতত নমস্কার পূর্ব্বক সেবা করি ॥

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, বিশুদ্ধ অর্থাৎ স্বরূপ শক্তির বৃত্তির হেতু জাড্যাংশ রহিত। বিশেষ রূপে যাহা শুদ্ধ সত্ত্ব তাহাই বসুদেব শব্দে কথিত হইয়াছে। যদি বল কি হেতু তাঁহার সত্ত্বতা ও বসুদেবতা হইল এই প্রশ্নে কহিতেছেন।

তস্মিন্‌ পুমান্‌ বাসুদেব ঈয়তে প্রকাশতে। আদ্যে তাবদগোচরতা হেতুত্বেন লোক প্রসিদ্ধ সত্ত্ব সাম্যাৎ সত্ত্বতা ব্যক্তা। দ্বিতীয়ে ত্বয়মর্থ বসুদেবে ভবতি প্রতীয়তে ইতি বাসুদেবঃ পরমেশ্বরঃ প্রসিদ্ধঃ সচ বিশুদ্ধ সত্ত্বে প্রতীয়তে অতঃ প্রত্যয়ার্থেন প্রসিদ্ধেন প্রকৃত্যর্থো নির্দ্ধার্য্যতে। ততশ্চ বাসয়তি দেবমিতি ব্যুৎপত্ত্যা বা বসত্যস্মিন্নিতি বা বসুং।

তথা দীব্যতি দ্যোতত ইতি দেবঃ।

সচাসৌ সচেতি বসুদেবঃ।

বসুভি র্ভগবদ্ধর্ম্ম লক্ষণৈঃ পুণ্যৈঃ প্রকাশত ইতি বা বসু-

যে হেতু সেই বিশুদ্ধ সত্ত্বে বাসুদেব পুরুষ প্রকাশ পান প্রথমে অগোচরের গোচরতা হেতু দ্বারা লোক প্রসিদ্ধ সত্ত্বের সাম্য প্রযুক্ত সত্ত্বতা প্রকাশ হইয়াছে।

দ্বিতীয়ে অর্থ এই যে, বসুদেবে "ভবতি" প্রতীত হয়, এই অর্থে বাসুদেব পরমেশ্বর বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন, এই বাসুদেব বিশুদ্ধ সত্ত্বে প্রতীত হয়েন। যে হেতু প্রসিদ্ধ প্রত্যয়ার্থ দ্বারা প্রকৃতির অর্থ নির্দ্ধারিত হয়। সেই হেতু দেবকে বাস করান এই ব্যুৎপত্তি দ্বারা অথবা দেব ইঁহাতেই বাস করেন এই অর্থে বসু শব্দ নিষ্পন্ন হইল। সেই রূপ "দিব্যতি" অর্থাৎ ক্রীড়া করেন অথবা প্রকাশ পায়েন এই অর্থে দেব, এই উভয় শব্দে মিলিত হইয়া বসুদেব এই শব্দটী নিষ্পন্ন হইল। কিম্বা "বসুভিঃ" অর্থাৎ ভগবদ্ধর্ম্ম লক্ষণ

দেবঃ। তস্মাদ্বসুদেব শাব্দিতং বিশুদ্ধ সত্ত্বং। ইত্থং স্বয়ং প্রকাশ জ্যোতিরেক বিগ্রহ ভগবজ্‌জ্ঞান হেতুত্বেন কৈবল্যং সাত্ত্বিকং জ্ঞানং রজো বৈকল্পিকং তু যৎ। প্রাকৃতং তামসং জ্ঞানং মন্নিষ্ঠং নির্গুণং স্মৃতমিত্যাদৌ বহুত্র গুণাতীতাবস্থায়ামেব ভগবজ্‌জ্ঞান শ্রবণেন নচ সিদ্ধমত্র বিশুদ্ধপদাবগতং স্বরূপশক্তিবৃত্তিভূতস্বপ্রকাশতা লক্ষণত্বং তস্য ব্যক্তং। ততশ্চ সত্ত্বে প্রতীয়ত ইত্যত্র করণ এবাধিকরণ বিবক্ষা ॥ ১৮৫ ॥

পুণ্য সকল দ্বারা প্রকাশ পান এই অর্থেই বা বসুদেব। অত-এব বসুদেব শব্দে বিশুদ্ধ সত্ত্ব।

এই প্রকার স্বয়ং প্রকাশ জ্যোতিঃ, মুখ্য বিগ্রহ ভগবানের জ্ঞান হেতু দ্বারা এই বিষয় ১১ স্কন্ধের ২৫ অধ্যায়ে ২৩ শ্লোকে ভগবান্ উদ্ধবকে কহিয়াছেন ॥

হে উদ্ধব! দেহাদি ব্যতিরিক্ত আত্ম বিষয়ক জ্ঞান সাত্ত্বিক জ্ঞান, দেহাদি বিষয়ক জ্ঞান রাজসিক জ্ঞান, বাল-মুকাদির যে জ্ঞান তাহা তামসিক জ্ঞান, আর আমাতে নিষ্ঠ যে জ্ঞান তাহাকে নির্গুণ বলা যায় ॥

ইত্যাদি বহু বহু প্রমাণে গুণাতীত অবস্থায় ভগবৎ জ্ঞানের শ্রবণ দ্বারা সিদ্ধ। এস্থলে বিশুদ্ধ পদের জ্ঞান স্বরূপ শক্তির বৃত্তিরূপ তাহার স্বপ্রকাশতা শক্তি স্বরূপ ব্যক্ত হইল। অতএব সত্ত্বে প্রতীত হয়েন এস্থলে কারণেতেই অধিকরণ কথনেচ্ছায় হইয়াছে ॥ ১৮৫ ॥

স্বরূপ শক্তি বৃত্তিত্বমেব বিশদয়তি।

অপাবৃত্ত আবরণ শূন্যঃ সন্ প্রকাশতে।

প্রাকৃতং সত্ত্বং চেত্তর্হি তত্র প্রতিফলনমেবাবধীয়েত।

ততশ্চ দর্পণে মুখস্যেব তদন্তর্গত তয়া তস্য তত্রাবৃত ত্বেনৈব প্রকাশঃ স্যাদিতি ভাবঃ ফলিতার্থমাহ এবং ভূতে সত্ত্বে তস্মিন্ নিত্যমেব প্রকাশমানো ভগবান্ মে ময়া মনসা বিশেষেণ বিধীয়তে চিন্ত্যত ইত্যর্থঃ। তৎ সত্ত্বং তাদাত্ম্যাপন্নমেব অন্যথা নৈব মনসা চিন্তয়িতুং শক্যতে ইতি পর্য্যবসিতং। নন্বু কেবলেন মনসৈব চিন্ত্যতাং কিং তেন সত্ত্বেন তত্রাহ। হি যস্মাদধোক্ষজঃ অধঃকৃতমতি-

স্বরূপ শক্তির বৃত্তিকে প্রকাশ করিতেছেন। অপাবৃত অর্থাৎ আবরণ শূন্য হইয়া প্রকাশ পান। যদি তাহা প্রাকৃত সত্ত্ব হইত, তাহা হইলে তাহাতে প্রতিফলনই অবশিষ্ট হইতে পারিত। সেই হেতু দর্পণে মুখের ন্যায় দর্পণের অন্তর্গত হইয়া সেই মুখের দর্পণে আবৃতত্ব রূপে প্রকাশ হয় ইহাই ভাবার্থ। ফলিতার্থ কহিতেছেন। এই প্রকার সত্ত্বে নিত্যই প্রকাশমান ভগবান্ আমা কর্ত্তৃক মনো দ্বারা বিশেষ রূপে চিন্তিত হইয়াছেন। সেই সত্ত্ব তৎ স্বরূপই প্রাপ্ত হয়, তাহা না হইলে মনের দ্বারা চিন্তা করিতে সমর্থ হওয়া যায় না ইহাই চরমার্থ।

অহে! যদি বল কেবল মনের দ্বারাই চিন্তা কর, সত্ত্বে প্রয়োজন কি? এই প্রশ্নে কহিতেছেন। হি শব্দের অর্থ—

ক্রান্তমক্ষজমিন্দ্রিয়জজ্ঞানং যেন সঃ নমসেতি পাঠে হি শব্দ স্থানেঽপ্যনুশব্দঃ পঠ্যতে। ততশ্চ বিশুদ্ধ সত্ত্বাখ্যয়া স্বপ্রকাশতা শক্ত্যৈব প্রকাশমানোঽসৌ নমস্কারাদিনা কেবলমনু বিধীয়তে সেব্যতে। নতু কেনাপি প্রকাশ্যত ইত্যর্থঃ। তদেব সোঽদৃশ্যত্বেনৈব স্ফুরন্নসৌ অদৃশ্যেনৈব নমস্কারাদিনা অস্মাভিঃ সেব্যত ইতি তৎ প্রকরণ সঙ্গতিশ্চ গম্যতে॥ ১৮৬॥

তথ যতো ভগবদ্বিগ্রহ প্রকাশক বিশুদ্ধ সত্ত্বস্য মূর্ত্তিত্বং বসুদেবত্বং চ তত এব তৎ প্রাদুর্ভাব বিশেষে ধর্ম্মপত্ন্যা মূর্ত্তিত্বং প্রসিদ্ধং। শ্রীমদানকদুন্দুভৌচ বসুদেবত্বমিতি

যে হেতু। অধোক্ষজ অর্থাৎ যিনি ইন্দ্রিয় জন্য জ্ঞানকে অতিক্রম করিয়াছেন। "নমসা" এই পাঠে হি শব্দ স্থানে অনুশব্দ পাঠ করিতে হইবে। সেই হেতু বিশুদ্ধ সত্ত্বাখ্য স্বপ্রকাশতা শক্তি দ্বারাই প্রকাশমান এই ভগবান্ কেবল নমস্কারাদি দ্বারা অনুবিধেয় অর্থাৎ সেব্য হয়েন কিন্তু কাহারও দ্বারা প্রকাশিত হয়েন না। অতএব তিনি যখন অদৃশ্য রূপে স্ফূর্ত্তি পান তখন অদৃশ্য নমস্কারাদি দ্বারাই আমরা তাঁহাকে সেবা করি, এই রূপ ব্যাখ্যা করিলে তৎ প্রকরণ সঙ্গতি বোধ হয়॥ ১৮৬

অনন্তর যে হেতু ভগবানের বিগ্রহ প্রকাশক বিশুদ্ধ সত্ত্বের মূর্ত্তিত্ব এবং বসুদেবত্ব, সেই হেতু ভগবানের প্রাদুর্ভাব বিশেষে ধর্ম্মের পত্নী মূর্ত্তি নামে প্রসিদ্ধ এবং শ্রীমান্ আনকদুন্দুভিতে বসুদেবত্ব, ইহা বিবেচনা কবিতে হইবে॥

বিবেচনীয়ং। অত্র শ্রদ্ধা পুষ্ট্যাদি লক্ষণ প্রাদুর্ভূত ভগবচ্ছক্ত্যংশ রূপস্য ভগিনী তয়া পাঠ সাহচর্য্যেণ মূর্ত্তে স্তস্যাস্তচ্ছক্ত্যংশ প্রাদুর্ভাবত্বমুপলভ্যতে। তুর্য্যে ধর্ম্ম কলা সর্গে নরনারায়ণাবৃষী ইত্যত্র কলা শব্দেনচ শক্তি রেবাভিধীয়তে। ততঃ শক্তি লক্ষণায়াং তস্যাং চ নরনারায়ণাখ্য ভগবৎ প্রকাশ ফল দর্শনাৎ বসুদেবাখ্য শুদ্ধ সত্ত্বরূপত্বমেবাবসীয়তে। তদেবমেব তস্যা মূর্ত্তি রিত্যাখ্যাহপ্যুক্তা ॥ ১৮৭ ॥

তথাচ শ্রদ্ধাদ্যা বিশদার্থ তয়া বিমুচ্য সৈব নিরুক্তা

এ স্থলে শ্রদ্ধা পুষ্ট্যাদি রূপ প্রাদুর্ভূত ভগবানের শক্ত্যংশ সমূহের ভগিনী রূপে পাঠ সহচর দ্বারা সেই মূর্ত্তির ভগবানের শক্ত্যংশ রূপে প্রাদুর্ভাবত্ব উপলব্ধি হইল ॥

এই বিষয়ের প্রমাণ ১ স্কন্ধের ৩ অধ্যায়ে ৯ শ্লোকে যথা ॥

চতুর্থাবতারে ধর্ম্মপত্নী মূর্ত্তির গর্ব্ভে নরনারায়ণ রূপে দুইটী ঋষি হইয়া আত্মোপাসনান্বিত দুশ্চর তপস্যা আচরণ করেন ॥

এ স্থলে কলা শব্দে শক্তিকে কহিয়াছেন। অতএব শক্তি রূপা সেই মূর্ত্তিতে নরনারায়ণ নামক ভগবানের প্রকাশ, ফল দর্শন হেতু বসুদেব নামক শুদ্ধ সত্ত্ব স্বরূপত্বই অবশেষ হইল। সেই কারণেই এই প্রকার ঐ শক্তির মূর্ত্তি বলিয়া এই আখ্যা কথিত হইয়াছে ॥ ১৮৭ ॥

অতএব শ্রদ্ধাদির নির্ম্মলার্থতা প্রযুক্ত তাহাদিগকে পরি-

চতুর্থে।

মূর্ত্তিঃ সর্ব্বগুণোৎপত্তি র্নরনারায়ণাবৃষী ইতি।

সর্ব্ব গুণস্য ভগবত উৎপত্তিঃ প্রকাশো যস্যাঃ সা তাবসূতেতি পূর্ব্বেণৈবান্বয়ঃ। ভগবদাখ্যায়াঃ সচ্চিদানন্দ মূর্ত্তেঃ প্রকাশহেতুত্বাৎ মূর্ত্তিরিত্যর্থঃ তথৈব তৎপ্রকাশ ফলত্ব দর্শনেনচ নামৈক্যেনচ শ্রীমদানকদুন্দুভেরপি শুদ্ধ সত্ত্বাবির্ভাবত্বং জ্ঞেয়ং।

তচ্চোক্তং নবমে ॥

ত্যাগ করিয়া সেই মূর্ত্তিই চতুর্থস্কন্ধে কথিত হইয়াছে ॥

৪ স্কন্ধে ১ অধ্যায়ে ৪০ শ্লোকে যথা ॥

মূর্ত্তি যাহাতে সর্ব্ব গুণের উৎপত্তি হয়, তিনি নরনারায়ণ নামে দুইটী ঋষি প্রসব করেন ॥

সর্ব্ব গুণ সম্পন্ন ভগবানের যাঁহাতে উৎপত্তি অর্থাৎ প্রকাশ হইয়াছে সেই মূর্ত্তি নরনারায়ণকে প্রসব করিয়াছিলেন, পূর্ব্বের সহিত ইহার অন্বয় হইয়াছে। ভগবন্নাম্নী সচ্চিদানন্দ মূর্ত্তির প্রকাশ হেতু মূর্ত্তি এই আখ্যা হইয়াছে। সেই প্রকারই ভগবানের প্রকাশ ফল দর্শন ও নামের ঐক্য দ্বারা শ্রীমান্ আনকদুন্দুভিরও শুদ্ধ সত্ত্ব আবির্ভাবত্ব জানিতে হইবে ॥

এই বিষয় ৯ স্কন্ধের ২৪ অধ্যায়ে ১৮ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যথা ॥

বসুদেবং হরেঃ স্থানং বদন্ত্যানকদুন্দুভিমিতি। অন্যথা হরেঃ স্থানমিতি বিশেষণস্য অকিঞ্চিৎকরত্বং স্যাদিতি॥ তদেবং হ্লাদিন্যাদ্যেকতমাংশ বিশেষ প্রধানেন বিশুদ্ধ সত্ত্বেন যথাযথং শ্রীপ্রভৃতীনামপি প্রাদুর্ভাবোবিবেক্তব্যঃ॥ তত্রচ তাসাং ভগবতি সংপদ্রূপত্বং তদনুগ্রাহ্যে সংপৎ সংপাদক রূপত্বং সম্পদংশরূপত্বং চেত্যাদি ত্রিরূপত্বং জ্ঞেয়ং। তত্র তাসাং কেবল শক্তি মাত্রত্বেনামূর্ত্তানাং ভগবদ্বিগ্রহাদ্যৈকাত্ম্যেন স্থিতি স্তদধিষ্ঠাত্রী রূপত্বেন

হে রাজন্! বসুদেবের জন্ম কালীন স্বর্গে দেবতাদিগের দুন্দুভি এবং ঢক্কা বাদ্য হইয়াছিল, এই নিমিত্ত তাঁহাকে আনকদুন্দুভি বলিত। তিনি ভগবান্ হরির প্রাদুর্ভাব স্থান ছিলেন॥

বসুদেবের যদি শুদ্ধ সত্ত্বের আবির্ভাব না হইত তাহা হইলে "হরেঃ স্থানং" এই বিশেষণের অকিঞ্চিৎ করত্ব হইত॥

অতএব এই প্রকার হ্লাদিন্যাদির মুখ্যাংশ বিশেষ প্রমাণ দ্বারা বিশুদ্ধ সত্ত্ব হেতু যথাযোগ্য শ্রী প্রভৃতিরও প্রাদুর্ভাব বিবেচনা করিতে হইবে॥

তন্মধ্যেও শ্রী প্রভৃতি ভগবানের সম্পৎ রূপিণী হইয়াছেন, তাঁহার অনুগ্রহে সম্পত্তির সম্পাদক ও সম্পত্তির অংশ এই তিন জানিতে হইবে, তন্মধ্যেও কেবল শক্তিমাত্র দ্বারা মূর্ত্তি রহিত সেই শ্রী প্রভৃতির ভগবদ্বিগ্রহাদির ঐকাত্ম্য রূপে

মূর্ত্তানাংতু তদাবরণতয়েতি দ্বিরূপত্বমপি জ্ঞেয়মিতি দিক্ ॥ ১০। ৪০। শ্রীশুকঃ ॥ ১৮৮ ॥

অথৈবং ভূতানন্ত বৃত্তিকায়া স্বরূপশক্তিঃ সা ত্বিহ ভগবদ্বামাংশ বর্ত্তিনী মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীরেবেত্যাহ ॥

অনপায়িনী ভগবতী শ্রীঃ সাক্ষাদাত্মনো হরেরিতি ॥১১৮॥

টীকাচ। অনপায়িনী হরেঃ শক্তিঃ তত্র হেতুঃ সাক্ষাদাত্মনঃ স্বস্বরূপস্য চিদ্রূপত্বাত্তস্যাস্তদভেদাদিত্যর্থঃ।

ইত্যেষা।

স্থিতি এবং তাহার অধিষ্ঠাত্রী রূপ দ্বারা মূর্ত্তি সকলেরও ভগবানের আবরণ রূপে স্থিতি, এই দুই প্রকার ভেদ জানিতে হইবে ॥ ১৮৮ ॥

অনন্তর এই প্রকার যিনি অনন্তবৃত্তি স্বরূপ শক্তি তিনিই ভগবানের বাম পার্শ্ববর্ত্তিনী মূর্ত্তি মতী লক্ষ্মী। এই অভিপ্রায়ে কহিতেছেন ॥

১২ স্কন্ধে ১১ অধ্যায়ে ১৭ শ্লোকে

শ্রীসূত বাক্য যথা ॥

সাক্ষাৎ শ্রী আত্মরূপ নরনারায়ণের অনপায়িনী শক্তি ॥১১৮॥

শ্রীধরস্বামির টীকা যথা ॥

হরির শক্তি অনপায়িনী অর্থাৎ নিত্যা, তাহাতে কারণ এই যে, সাক্ষাৎ আত্মা অর্থাৎ নিজ স্বরূপের চিদ্রূপত্ব প্রযুক্ত লক্ষ্মীর তাঁহার সহিত অভেদ।

এ স্থলে সাক্ষাৎ শব্দ প্রয়োগ হেতু

অত্র সাক্ষাচ্ছব্দেন বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেঽমু-য়েত্যাদ্যুক্তা মায়া নেতি ধ্বনিতং। তত্রানপায়িত্বং যথা।
শ্রীহয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে।
পরমাত্মা হরির্দেব স্তচ্ছক্তিঃ শ্রীরিহোদিতা।
শ্রীর্দেবী প্রকৃতিঃ প্রোক্তা কেশবঃ পুরুষঃ স্মৃতঃ
ন বিষ্ণুনা বিনা দেবী ন হরিঃ পদ্মজাং বিনেতি॥
শ্রীবিষ্ণুপুরাণে॥

২ স্কন্ধের ৫ অধ্যায়ে ১৩ শ্লোকে॥

ঐ মায়া "এই মদীয় প্রভু আমার কপট জানেন" এই বলিয়া তাঁহার দৃষ্টিপথে আসিতে লজ্জিতা হয়, সুতরাং তাঁহার উপরে আপনার কার্য্য করিতে পারে না। এই দ্বিতীয় স্কন্ধের ৫ অধ্যায়ে ১৩ শ্লোক বর্ণিত মায়া এস্থলে নহে ইহাই ধ্বন্যর্থ॥

তন্মধ্যে লক্ষ্মীর অনপায়িত্ব শ্রী হয়শীর্ষ
পঞ্চরাত্রে যথা॥

ইহ লোকে পরমাত্মা হরি যে দেব তাঁহার শক্তি শ্রী ইহাই কথিত হইয়াছেন। শ্রী দেবী প্রকৃতি বলিয়া উক্ত হইয়াছেন এবং কেশব পুরুষ বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। বিষ্ণু ব্যতিরেকে লক্ষ্মী থাকেন না লক্ষ্মী ব্যতিরেকে বিষ্ণুও থাকেন না॥

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে যথা॥

নিত্যৈব সা জগন্মাতা বিষ্ণোঃ শ্রীরনপায়িনী।
যথা সর্ব্বগতো বিষ্ণু স্তথৈবেয়ং দ্বিজোত্তমেতি।
তত্রান্যত্র ॥
এবং যথা জগৎস্বামী দেবদেবো জনার্দ্দনঃ।
অবতারং করোত্যেষা তথা শ্রীস্তৎ সহায়িনীতি ॥ ১৮৯ ॥
চিদ্রূপত্বমপি স্কান্দে।
অপরং ত্বক্ষরং যা সা প্রকৃতির্জড়রূপিকা।
শ্রীঃ পরা প্রকৃতিঃ প্রোক্তা চেতনা বিষ্ণুসংশ্রয়া।
তামক্ষরং পরং প্রাহুঃ পরতঃ পরমক্ষরং।

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! নিত্য স্বরূপা জগন্মাতা লক্ষ্মী বিষ্ণুর অনপায়িনী অর্থাৎ ইনি কখন বিষ্ণুকে পরিত্যাগ করেন না, যেমন বিষ্ণু সর্ব্বগত তদ্রূপ ইনিও সর্ব্বগামিনী ॥

ঐ বিষ্ণুপুরাণের অন্য স্থলে যথা ॥

এই প্রকার জগৎস্বামী দেবদেব জনার্দ্দন যেমন অবতার করেন এই লক্ষ্মীও তাঁহার সেই রূপ সহায়িনী ॥ ১৮৯ ॥

লক্ষ্মীর চিদ্রূপত্ব যথা

স্কন্দপুরাণে ॥

যিনি অপর অক্ষর অর্থাৎ অবিনাশিনী তিনি জড়রূপা প্রকৃতি। আর যিনি লক্ষ্মী পরাপ্রকৃতি চেতনা রূপে বিষ্ণুকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন, পণ্ডিতগণ তাঁহাকে পরম অক্ষর বলিয়া কীর্ত্তন করেন, তথা হরি পরাৎপর অক্ষর

হরিরেবাখিলগুণ অক্ষর ত্রয়মীরিতমিতি।

অতএব শ্রীবিষ্ণুপুরাণে এব॥

কলা কাষ্ঠা নিমেষাদি কাল সূত্রস্য গোচরে।

যস্য শক্তির্ন শুদ্ধস্য প্রসীদতু স মে হরিঃ।

প্রোচ্যতে পরমেশো যো যঃ শুদ্ধোঽপ্যুপচারতঃ।

প্রসীদতু স নো বিষ্ণুরাত্মা যঃ সর্ব্বদেহিনামিতি॥

অত্র স্বামিভিরেব ব্যাখ্যাতঞ্চ॥

কলা কাষ্ঠা নিমেষাদি কাল এব সূত্রবৎ সূত্রং জগচ্চেষ্টা নিয়ামকত্বাৎ তস্য গোচরে বিষয়ে যস্য শক্তির্লক্ষ্মীর্ন

স্বরূপ। অখিল গুণ বিশিষ্ট এই অক্ষরত্রয় কথিত হইল॥

অতএব বিষ্ণুপুরাণেই বলিয়াছেন যথা॥

যে শুদ্ধ সত্ত্ব হরির শক্তি অর্থাৎ লক্ষ্মী কলা কাষ্ঠা নিমেষাদি কাল সূত্রের গোচর হয়েন না, সেই হরি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন॥

পণ্ডিতগণ যাঁহাকে পরমেশ্বর কহিয়াছেন এবং যিনি শুদ্ধ হইয়াও উপচার হেতু সকল দেহির আত্মা হইয়াছেন সেই বিষ্ণু আমার প্রতি প্রসন্ন হউন॥

এ স্থলে শ্রীধরস্বামীও ব্যাখ্যা করিয়াছেন॥

জগতের চেষ্টার নিয়ামক হেতু কলা কাষ্ঠা নিমেষাদি কালই সূত্রের ন্যায় সূত্র হইয়াছে ঐ কালের গোচরে অর্থাৎ বিষয়ে, যাঁহার শক্তি লক্ষ্মী বর্ত্তমান হয়েন না, যে হেতু ঐ লক্ষ্মী ভগবৎস্বরূপ হইতে অভিন্না, সুতরাং তিনি নিত্যানন্দ

×

বর্ত্ততে। স্বরূপাভিন্নত্বান্নিত্যৈব সা কালাধীনা ন ভবতী-ত্যর্থঃ। অতএব তস্যাঃ স্বরূপাভেদাচ্ছুদ্ধস্যেত্যুক্তং ॥১৯০
ননু যদি লক্ষ্মী স্তৎ স্বরূপাভিন্না কথং তর্হি লক্ষ্ম্যাঃ পতিরিত্যুচ্যতে তত্রাহ প্রোচ্যতে ইতি পরা চাসৌ মাচ লক্ষ্মী স্তস্যা ঈশো যঃ শুদ্ধঃ কেবলোঽপি উপচারতো ভেদ বিবক্ষয়া প্রোচ্যতে।
দ্বিতীয়োযচ্ছব্দঃ প্রসিদ্ধাবিতি।
এবমেবাভিপ্রেত্য প্রার্থিতং শ্রীব্রহ্মণা তৃতীয়ে।

কখন কালের অধীনা হয়েন না। অতএব তাঁহার স্বরূপের অভেদ প্রযুক্ত ঐ লক্ষ্মী শুদ্ধের শক্তি বলিয়া উক্ত হইয়া-ছেন ॥ ১৯০ ॥

অহে! লক্ষ্মী যদি ভগবৎ স্বরূপ হইতে অভিন্ন হইলেন, তবে কি প্রকারে ভগবানকে লক্ষ্মীর পতি বলিয়া পণ্ডিতগণ কীর্ত্তন করেন, এই প্রশ্নে কহিতেছেন।

"প্রোচ্যতে পরমেশো যো" এই শ্লোকে পরা শব্দের অর্থ শ্রেষ্ঠা, মা শব্দে লক্ষ্মী তাঁহার ঈশ্বর, যিনি শুদ্ধ অর্থাৎ কেবল হইয়াও উপচার অর্থাৎ ভেদ কথনেচ্ছায় কথিত হই-য়াছেন। এই শ্লোকে শেষে যে দ্বিতীয় যৎ শব্দের প্রয়োগ আছে তাহা প্রসিদ্ধার্থে জানিতে হইবে ॥

এই প্রকার অভিপ্রায় করিয়া ৩ স্কন্ধে ৯ অধ্যায়ে
২৩ শ্লোকে শ্রীব্রহ্মা প্রার্থনা করিয়াছেন যথা ॥

এষ প্রপন্ন বরদোরময়াত্ম শক্ত্যা
যদ্যৎ করিষ্যতি গৃহীতগুণাবতারঃ ।
তস্মিন্ স্ববিক্রমমিদং সৃজতোঽপি চেতো
যুঞ্জীত কর্ম্ম শমলঞ্চ যথা বিজহ্যামিতি ॥
অতো যত্তু ॥
সাক্ষাচ্ছ্রীঃ প্রেষিতা দেবৈর্দৃষ্ট্বা তং মহদদ্ভুতং ।
অদৃষ্টাশ্রুত পূর্ব্বত্বাৎ সা নোপেয়ায় শঙ্কিতেতি
শ্রীনৃসিংহপ্রাদুর্ভূতাবুক্তং ॥

ব্রহ্মা কহিলেন সেই ভগবান্ শরণাগত জনের বরপ্রদ তিনি আত্মশক্তি স্বরূপ মায়ার সহিত যে কার্য্য করিবেন, আমি তদাজ্ঞায় তাঁহার প্রভাবান্বিত এই বিশ্ব সৃষ্টিতে প্রবর্ত্তমান থাকিলেও আমার চিত্তকে সেই সমস্ত কর্ম্মে নিযুক্ত করুন, আমি যেন ঐ সকল কর্ম্মে আসক্তি এবং তৎকৃত বৈষম্যাদি রূপ পাপ পরিত্যাগ করিতে পারি ॥

অতএব ৭ স্কন্ধে ৯ অধ্যায়ে ২ শ্লোকে
শ্রীনৃসিংহদেবের প্রাদুর্ভাবে উক্ত হইয়াছে যথা ॥

দেবগণ স্বয়ং শ্রীনৃসিংহদেবের নিকট যাইতে অসক্ত হইয়া প্রথমতঃ লক্ষ্মীকে প্রেরণ করেন, কিন্তু তদ্রূপ রূপ পূর্ব্বে কখন দৃষ্ট অথবা শ্রুত না হওয়াতে ঐ মহৎ আশ্চর্য্য রূপ দর্শনে লক্ষ্মীরও সাতিশয় শঙ্কা জন্মিল অতএব তিনিও ঐ নৃসিংহের নিকটবর্ত্তিনী হইতে পারিলেন না ॥

তত্রাদৃষ্টাশ্রুত পূর্ব্বত্বং সংভ্রমাদেব জাতমিত্যূহ্যং।
তস্মাৎ সাধু ব্যাখ্যাতমনপায়িনী ভগবতীত্যাদি॥
১২।১১॥ শ্রীসূতঃ॥ ১৯১॥

তদেবং সচ্চিদানন্দৈকরূপঃ স্বরূপ ভূতাচিন্ত্য বিচিত্রানন্ত-শক্তি যুক্তো ধর্ম্মত্ব এব ধর্ম্মিত্বং নির্ভেদত্ব এব নানা ভেদ বত্ত্বমরূপিত্ব এব রূপিত্বং ব্যাপকত্ব এব মধ্যমত্বং সত্য মেবেত্যাদি পরস্পর বিরুদ্ধানন্ত গুণনিধিঃ। স্থূল সূক্ষ্ম বিলক্ষণ স্বপ্রকশাখণ্ড স্বস্বরূপ ভূত শ্রীবিগ্রহস্তথাভূত ভগ-বদাখ্য মুখ্যৈকবিগ্রহ ব্যঞ্জিত তাদৃশানন্ত বিগ্রহ স্তাদৃশ স্বানুরূপ স্বরূপ শক্ত্যাবির্ভাবলক্ষণ লক্ষ্মীরঞ্জিত বামাংশঃ

এস্থলে অদৃষ্ট ও অশ্রুত পূর্ব্বত্ব সম্ভ্রম বশতঃ জন্মিয়াছিল ইহাই উহ্য করিতে হইবে। অতএব অনপায়িনী ভগবতী ইত্যাদি স্বামী উত্তম ব্যাখ্যা করিয়াছেন॥ ১৯১॥

সেই হেতু এই প্রকার যিনি সচ্চিদানন্দৈকরূপ স্বরূপ ভূত অচিন্ত্য আশ্চর্য্য অনন্ত শক্তি যুক্ত ও যিনি ধর্ম্ম হইয়াও ধর্ম্মি হইয়াছেন, যিনি ভেদ শূন্য হইয়া ভেদ বিশিষ্ট হইয়া-ছেন, যিনি রূপ শূন্য হইয়াও রূপ বিশিষ্ট হইয়াছেন, যিনি ব্যাপক হইয়াও পরিচ্ছিন্ন হইয়াছেন ও যিনি সত্য ইত্যাদি পরস্পার বিরুদ্ধ অনন্তগুণের নিধি স্থূল ও সূক্ষ্ম হইতে বিল-ক্ষণ অখণ্ড স্বস্বরূপ ভূত শ্রীবিগ্রহ যিনি ভগবন্নামক প্রধান এক বিগ্রহ প্রকাশক সেই অনন্ত বিগ্রহও যাঁহার তাদৃশ নিজানুরূপ স্বরূপ শক্তি দ্বারা আবির্ভাব রূপা লক্ষ্মী

স্বপ্রভা বিশেষাকার পরিচ্ছেদ পরিকর নিজধামস্থ বিরাজমানাকারঃ স্বরূপশক্তিবিলাস লক্ষণাদ্ভুত গুণ লীলাদি চমৎকারিতাত্মারামাদিগণো নিজসামান্য প্রকাশাকার ব্রহ্মতত্ত্বো নিজাশ্রয়ৈক জীবন জীবাখ্য তটস্থ শক্তিরনন্ত প্রপঞ্চ ব্যঞ্জিত স্বাভাসশক্তিগুণো ভগবানিতি বিদ্বদুপলব্ধার্থ শব্দে ব্যঞ্জিতং।

তত্র তৎস্বভাবং বস্ত্বন্তরমপশ্যতামবিদুষামসম্ভাবনা ন যুক্তেতি বিবিদিষূন্ শ্রদ্ধাপয়িতুং প্রক্রিয়তে তত্রৈকেন

কর্ত্তৃক বামাংশ শোভিত হইয়াছে, যিনি নিজপ্রভাব বিশেষাকার পরিচ্ছদ ও পরিকর বিশিষ্ট স্বীয় ধাম সকলে বিরাজমানাকর, যাঁহার আকার স্বরূপ শক্তির বিলাস স্বরূপ অদ্ভুত গুণ ও লীলাদি দ্বারা আত্মারাম সকলকে চমৎকৃত করিয়াছেন ও যাহার নিজের সামান্য প্রকাশাকার ব্রহ্মতত্ত্ব, যিনি জীবাখ্য তটস্থ শক্তির মুখ্যাশ্রয় ও জীবন হইয়াছেন, গুণ যুক্ত যাঁহার নিজের আভাস শক্তির গুণ অনন্ত জগতের প্রকাশক হইয়াছে, তিনিই ভগবান্ ইহা বিদ্বান্ সকলের জ্ঞাতার্থ শব্দ দ্বারা প্রকাশিত হইল।

এই ভগবান্ অনন্ত গুণাদি বিশিষ্ট হওয়াতে তৎস্বভাব সম্পন্ন অন্যবস্তুকে যাহারা না দেখিতে পায় তাহাদের অসম্ভাবনা যুক্ত হয় অর্থাৎ অজ্ঞলোকে কখন ভগবত্তত্ত্ব জানিতে পারে না, জানিতে ইচ্ছুক সকলকে শ্রদ্ধান্বিত করিবার জন্য

তস্যাবিদুষাং জ্ঞানাগোচরত্বং। কিন্তু বেদৈক বেদ্যত্বমে-
বেত্যাহুঃ ॥ ১৯২ ॥

ক ইহ নু বেদ বতাবর জন্মলয়োঽগ্রসরং
যত উদগাদৃষির্যমনু দেবগণা উভয়ে।
তর্হি ন সন্নচাসদুভয়ং নচ কাল জবঃ
কিমপি ন তত্র শাস্ত্রমবকৃষ্য শয়ীত যদা ॥ ১১৯ ॥

বত অহো ভগবন্ ইহ জগতি অগ্রসরং পূর্ব্বসিদ্ধং ত্বাং
অবর জন্মলয়ঃ অর্ব্বাচীনোৎপত্তিনাশবান্ কোঽপি

অবিদ্বান্ এবং সকলের ভগবত্তত্ত্ব জ্ঞান গোচর হয় না কিন্তু
তিনি বেদবেদ্য ইহাই বলিতেছেন ॥ ১৯২ ॥

১০ স্কন্ধে ৮৭ অধ্যায়ে ২০ শ্লোকে
শ্রুতি বাক্য যথা ॥

শ্রুতি সকল কহিলেন হে ভগবন্! এই সংসারে পূর্ব্ব
সিদ্ধ স্বরূপ আপনাকে অর্ব্বাচীনোৎপত্তি বিনাশশালী কোন্
পুরুষ জানিতে সমর্থ হইবে ? যে হেতু আপনা হইতে ব্রহ্মা
উৎপন্ন হয়েন,সুতরাং আপনিই পূর্ব্বসিদ্ধ আর সকলেই অর্ব্বা-
চীন। আর যখন আপনি সমুদায় জগৎ উপসংহার করিয়া
শয়ন করেন তখন জ্ঞানসাধন স্থূল আকাশাদি, বাসূক্ষ্ম মহদাদি
কিম্বা তদুভয়ারব্ধ শরীর অথবা কালবৈষম্য কিম্বা শাস্ত্র ইহার
কিছুই থাকে না ॥ ১১৯ ॥

বত শব্দের অর্থ অহো (আশ্চর্য্য) হে ভগবন্! এই
জগতে অগ্রসর অর্থাৎ পূর্ব্বসিদ্ধ আপনাকে অবর জন্মালয়

পুমান্ বেদ জানাতি। ঈশ্বরস্য পূর্ব্বসিদ্ধাবন্যস্য চার্ব্বাচীনত্বে কারণং বদন্তো জ্ঞানকারণাভাবমাহুঃ। যত উদগাদিতি যতস্ত্বত্তএব ঋষি ব্র্হ্মা উৎপন্নঃ। যং ব্র্হ্মাণ মনু উভয়ে আধ্যাত্মিকাধিদৈবিকা উৎপন্নঃ। অতো হর্ব্বাচীনাঃ সর্ব্বে যদাতু ভবান্ শাস্ত্রং স্বজ্ঞাপকং বেদমবকৃষ্য বৈকুণ্ঠে এবাকৃষ্য শয়ীত জগৎকার্য্যং প্রতি দৃষ্টিং নিমীলয়তি তর্হি তদা অনুশায়িনাং জীবানাং জ্ঞান শাধনং নাস্তি। যত স্তদা ন সৎ স্থূলমাকাশাদি নচাসৎ সূক্ষ্মং মহদাদি নচোভয়ং সদসদ্ভ্যামারব্ধং শরীরং। নচ কাল জবঃ তন্নিমিত্তী ভূতং কাল বৈষম্যং এবং সতি

অর্থাৎ আধুনিক উৎপত্তি নাশ বিশিষ্ট কোন্ পুরুষ জানিবে। ঈশ্বরের পূর্ব্ব সিদ্ধি ও অপরের অর্ব্বাচীনত্বের (আধুনিকত্বের) প্রতি কারণ বলিবার জন্য জ্ঞান কারণের অভাব বলিতেছেন। (যত উদগাদিতি) যতঃ অর্থাৎ আপনা হইতেই ঋষি (ব্রহ্মা) উৎপন্ন হয়েন। যে ব্রহ্মার পশ্চাৎ উভয় অর্থাৎ আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক সকল উৎপন্ন হইয়াছেন অতএব সকলই অর্ব্বাচীন। পরন্তু যখন আত্মজ্ঞাপক শাস্ত্র বেদকে আকর্ষণ করিয়া বৈকুণ্ঠে শয়ন করেন অর্থাৎ জগৎ কার্য্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না, তখন অনুশায়ি জীব সকলের জ্ঞান সাধন থাকে না। যে হেতু ঐ সময় সৎ পর্থাৎ স্থূল আকাশাদি, না অসৎ অর্থাৎ সূক্ষ্ম মহদাদি ও তদুভয় দ্বারা আরব্ধ শরীর ও কালবেগ এবং তাহার নিমিত্তী

তত্র তদা কিমপি ইন্দ্রিয় প্রাণাদ্যপি ন ॥ ১৯৩ ॥

অয়মর্থঃ যদা সৃষ্টি সময়ে বেদ প্রচারিতং তাদৃশং ভগবজ্জ্ঞানং তদার্ব্বাক্ সৃষ্টিগতত্বাৎ দেহাদ্যুপাধিকৃতান্তরত্বাৎ। কালকর্ম্ম বশেন মলিনসত্ত্বাৎ তেষাং তদবধারণে সামর্থ্যং নাস্তি। যদাতু প্রলয় সময়ে ন বহুবস্তুরমপি তদাপি তেষাং বেদান্তর্ধান মহা তমোময় সুষুপ্তিভ্যাং সাধনাভাবান্নতবানুভব সামর্থ্যমিতি ॥ ১৯৪ ॥

তথাচ শ্রুতয়ঃ ॥

ভূত কালের বৈষম্য কিছুমাত্র থাকে না, যখন এই প্রকার হইল তখন তৎকালে ইন্দ্রিয় ও প্রাণাদিও কিছুমাত্র থাকে না ॥ ১৯৩ ॥

ইহার অর্থ এই যে, যখন সৃষ্টি সময়ে তাদৃশ ভগবৎ জ্ঞান বেদ দ্বারা প্রচারিত হইল তখন আধুনিক সৃষ্টি গত প্রযুক্ত ও দেহাদির উপাধি কৃত ভিন্ন হেতু কাল ও কর্ম্মের বশ হেতু মলিন সত্ত্ব নিবন্ধন সেই জীব সকলের ভগবৎ অবধারণে অর্থাৎ তাহার নিশ্চয় করণে সমর্থ থাকিল না। পরন্তু যখন প্রলয় সময়ে আপনকার বহু ভেদ থাকিল না। তখন সেই জীব সকলের বেদের অন্তর্দ্ধান ও মহা তমোময় সুষুপ্তি দ্বারা সাধনের অভাব প্রযুক্ত আপনকার অনুভব করিবার ক্ষমতা থাকে না ॥ ১৯৪ ॥

এই বিষয়ে শ্রুতি সকল যথা ॥

নতং বিদাথ যইমাজজানান্যদযুষ্মাকমন্তরং বভুব।
যস্মো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ
কো অদ্ধা বেদ ক ইহ প্রাবোচৎ ॥
কুত আয়াতা কুত ইয়ং বিস্থষ্টিঃ।
অর্ব্বাগ্দেবা অস্য বিসর্জ্জনেনাথ কোবেদ যত আবভুব।
অনেজদেকং মনসোজবীয়োনেদং দেবা আপ্নুবন্ পূর্ব্ব-
মর্শন্ তদ্ধাবতোহন্যানত্যেতি তিষ্ঠত্যস্মিন্নপোমাতরিশ্বা
বিদধাতি। ন চক্ষুর্ন শ্রোত্রং নতর্কো ন স্মৃতির্বেদোহ্যে-

সেই ভগবান্‌কে কেহই জানেন না, যিনি এই জগৎকে ও অন্যকে স্থষ্টি করিয়াছেন এবং তোমাদের অন্তর হইয়াছেন॥

মনের সহিত তাহাকে প্রাপ্ত না হইয়া যাঁহা হইতে বাক্য সকল নিবর্ত্ত হয়, ইহাঁকে সাক্ষাৎ কে জানে, কে ইহাঁকে কহিতে পারে ॥

এই বিশেষ স্থষ্টি কোথা হইতে আইল এবং কি হেতুই বা হইল। অর্ব্বাচীন দেবতা সকল এই জগৎ স্থষ্টি বিষয়ে সমর্থ নহেন। যাঁহা হইতে হইয়াছে তাঁহাকে কে জানে॥

এই পরমেশ্বর এক অচল হইয়াও মন হইতে বেগবান্ হইয়াছেন। তাঁহাকে দেবতা সকল প্রাপ্ত হয়েন না। ইনি পূর্ব্ব সিদ্ধ বেগবান্ অন্যকে অতিক্রম করিয়াছেন, এই ঈশ্বর বিদ্যমানেই অগ্নি জলকে বিধান করিয়াছেন।

চক্ষুঃ, কর্ণ, তর্ক, স্মৃতি, বেদ ইহাঁকে জানাইতে পারেন

×

বৈনং বেদয়ন্তীত্যাদ্যাঃ ॥ ১০। ৮৭ ॥ শ্রুতয়ঃ শ্রীভগবন্তং ॥ ১৯৫ ॥ অথ তৎপূর্ব্বকং বিদুষাং ভক্ত্যৈব সাক্ষাদনুভবনীয়ত্বমাহুস্ত্রিভিঃ ॥

ন পশ্যতি ত্বাং পরমাত্মনোঽজনো
ন বুধ্যতেঽদ্যাপি সমাধি যুক্তিভিঃ।
কুতোঽপরে তস্য মনঃ শরীরধী
বিসর্গ সৃষ্টা বয়মপ্রকাশাঃ ॥ ১২০ ॥

না ইত্যাদি ॥ ১৯৫ ॥

অনন্তর ইহার পূর্ব্ব বিদ্বান্ সকল ভক্তি দ্বারা ভগবান্‌কে সাক্ষাৎ অনুভব করেন, এই বিষয় ৩ শ্লোকে কহিতেছেন ॥

৯ স্কন্ধে ৮ অধ্যায়ে ১৬ শ্লোকে শ্রীকপিলদেবের
প্রতি অংশুমানের বাক্য যথা ॥

অংশুমান্ কহিলেন হে ভগবন্! যে ব্রহ্মা জন্ম রহিত তিনিও অদ্যাপি আপনা অপেক্ষা পরমেশ্বর যে আপনি, আপনাকে সমাধি দ্বারা দেখিতে পাইলেন না এবং যুক্তি দ্বারাও জানিতে পারিলেন না, ইহাতে অন্য অর্ব্বাচীন ব্যক্তিরা কোথা হইতে আপনাকে দর্শন করিবে? তাহারা ব্রহ্মার মনঃ, শরীর ও বুদ্ধি হইতে যে বিবিধ দেবতির্য্যক্ নর সৃষ্টি হইয়া থাকে তন্মধ্যে সৃষ্ট হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে আবার আমরা অজ্ঞতম অতএব আমরা আপনকাকে দেখিতে পাইব সম্ভাবনা কি? ॥ ১২০ ॥